ঊনত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

বঙ্গাব্দ ১৩২৯

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—o—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

এই সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে,—

পদক	প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু"-চরিত্র।

১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে 'সুরেশচন্দ্র'।

১১। স্যার গুরুদাস রৌপ্য-পদক—৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ।

১২। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১৩। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। ২য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৩য় বিষয় পরিষদের সাধারণ ও ছাত্রসভ্যগণের জন্য, ৪র্থ বিষয় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের জন্য, ৮ম ও ৯ম বিষয় মহিলাগণের জন্য এবং একাদশ বিষয় ছাত্র-সভ্যদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। ৩০এ আশ্বিন মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধগুলি পাঠাইতে হইবে। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
৩ রা আষাঢ়, ১৩২৯।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় রামকৃষ্ণ তপস্বী বিদ্যাভূষণ-বিরচিত বিমলপ্রভা ব্যাখ্যা সমেত এবং নিজকৃত অন্বয় ও পদ্যানুবাদ সম্বলিত ১৫০ খানি মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারম্ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়কৃত পদ্যানুবাদ সমেত মহাকবি কালিদাসের পুষ্পবাণবিলাসম্ ১৫০ খানি দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় স্বরচিত ২৫০ খানি 'বৃন্দাবন-কথা' দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন-যাত্রীর পক্ষে এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। নানা মন্দির ও দেবমূর্ত্তির চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় এই ভাণ্ডারে ৪০ খানি স্বপ্রকাশিত মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ সহ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত প্রদান করিয়াছেন। মূল্য সদস্য পক্ষে ৬০; শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ৸৶০ এবং সাধারণের পক্ষে ১৲ এক টাকা।

এই সকল গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে।

ঋতুসংহারম্	১৲
পুষ্পবাণবিলাসম্	।৶০
বৃন্দাবনকথা	২॥০
মেঘদূত	১৲

সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম

(ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা)

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর-বিরচিত

এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ-গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানাভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেগুয়ান, ইংরেজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং এই তিন খণ্ডে গানের সংখ্যা ১৩৮৯২। ইহা সঙ্গীতের আলোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নাগরী অক্ষরে ও তৃতীয় খণ্ড বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই খণ্ডের মূল্য ৩০৲ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য এবং সাধারণের সুবিধার জন্য ৩০৲ টাকার স্থলে ১০৲ দশ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হিন্দী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ৮৲ ও বাঙ্গালায় (তৃতীয় খণ্ড) ২৲ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

---

২ নং বেথুন রো, কলিকাতা, ভারতমিহির প্রেসে শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা ১ হইতে নং ফর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রবন্ধাংশ ও ১৮।১ নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা কাত্যায়নী প্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা কভার, বিজ্ঞাপন ও মাসিক কার্য্যবিবরণ ৩ ফর্ম্মা ৪১ ইতে ৬৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত।

HANDBOOK TO THE SCULPTURE
IN THE MUSEUM OF THE
BANGIYA SAHITYA PARISHAT.
(WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY

MANOMOHAN GANGULY, B.E., M.R.A.S., &c.

Hony. Supdt. Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৲; শাখা পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৸০; সাধারণের পক্ষে ৬৲

ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ সূত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৫২৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২।০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২॥০। এবং সাধারণের পক্ষে ২৸০। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ১॥০, ১৸০ ও ২॥০

সর্ব্বসংবাদিনী

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়কৃত ভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্ব্বসংবাদিনী তাহারই প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। বৈষ্ণব-দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব-সকল যাঁহারা অবগত হইতে সমুৎসুক, পরিষদের এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ৩৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য —পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৸০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৲ ও সাধারণের পক্ষে ২।০।

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত-দর্শনের নিবিড় সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র ষড়দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও শব্দসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—১।০ ও সাধারণের পক্ষে—১॥০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

ঊনত্রিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

——০——

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ	... ১
২।	বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	... ৯
৩।	সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই	... ৪৩
৪।	১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাসিক কার্য্য-বিবরণ		

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পুরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ

ভাষা-পাটীগণিত (৩)

৩। কাশিনাথ প্রণীত ধীরমোহিনী অঙ্কার্য্যা।

পুথিখানি অসম্পূর্ণ, মাত্র ৩৭ পাতা পর্য্যন্ত আছে ; আকার ১২″×৩″। গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত। অক্ষরের ছাঁচ প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া মনে হয়। গদ্য অংশের স্থানে স্থানের ভাষা অনেকটা আধুনিক। গোলাঘাট বামনগাঁও-নিবাসী শ্রীযুক্ত নীমকান্ত মোহান্ত মহাশয় ইহা দান করিয়াছেন।

আরম্ভ :——

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণং শ্রীবলরামং শ্রীনিত্যানং বাণীভাষণং।
মঙ্গলং মঙ্গলানাঞ্চ নমামি নন্দনন্দনং॥
প্রণম্য পরমাত্মানং সর্ব্বেশং সর্ব্ববিগ্রহং।
লীখ্যতে কাশিনাথেন অঙ্কার্য্যা ধীরমোহিনী।

(ব্রহ্মা বিষ্ণু ঈশ শেষ চন্দ্র একর নাম।) অশ্বিনিকুমার দ্বিজ নেত্র পক্ষ পক্ষ এই সকলর নাম জুগ্মক কই। গুণ অগ্নি রাম ইত্যাদি নামে তিনিক কই। বেদ, বিধিবক্ত্র, জুগ সিদ্ধ ইত্যাদির নামেরে চারি কই। বাণ প্রাণ হরবক্ত্র ইত্যাদির নামেরে পাঞ্চ কই। রস ঋতু কাল হরপুত্রর বদন ইত্যাদির নামেরো ছয় কই। তুরঙ্গ, সুর মুনি অদ্রি দ্বিপ ইত্যাদির নামেরো শতক কই। বসু, দিশ বিধির শ্রবণ ইত্যাদির নামেরো আটক কই। রন্ধ্র, সিন্ধু ফণি ইত্যাদির নামেরে নবক কই। দিশর নামে দশক কই। এইরূপে লোক প্রসিদ্ধিয়েরে রুদ্রাদি নামেরে একাদশাদিকো বুঝিবা। অন্য সংখ্যানামানি

এক, দশং শতঞ্চৈব সহস্রং অজুতং তথা।
লক্ষং চ নিযুতং চৈব কোটি অর্ব্বুদমেব চ।
বৃন্দং খর্ব্বং নিখর্ব্বং চ শঙ্খং পদ্মং সসাগরা।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ স্থানমষ্টাদশং বিদুঃ।

দখিন হস্তর পরা বাম হস্তলৈ দশগুণ বৃদ্ধিরে এই সংখ্যানাম ক্রমে বুঝিবা।

গ্রন্থখানি এইরূপে অধিকাংশ গদ্যেই লিখিত। মধ্যে মধ্যে অনেক অঙ্ক পদ্যেও দেওয়া আছে। জ্যোতিষচূড়ামণি ও কিতাবত-মঞ্জুরির অনেক অঙ্ক ইহাতে রহিয়াছে।

ইহাতে পাটীগণিত ও পরিমিতির নানাবিধ অঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,—

চারি চারি চুয়াল্লিশ মাথে।
চুকা চৌত্রিশ দিয়া তাতে॥
উপজে তাহাত জেহি জেহি অঙ্ক।
অষ্টকোষ্ট করি জানিবা তাঙ্ক

৪৪৪৪ এই পুর্য্য ৩৪।০ এই পুরক হব আট কোট। যথা,—

মুনি অম্বর পাখা পাখা।
বাণ চন্দ্র দিবা লেখা॥
ঘোড়া ছিত দিবা রাম।

প্রথম অংশে অঙ্ক ও দ্বিতীয় অংশে উত্তর অঙ্কাকারে প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ—

৪৪৪৪ × ৩৪।০ = ১৫২২০৭

শেষ পঙ্ক্তিতে ১৫২২০৭ × ৭৩ অঙ্ক। ইহার উত্তর ১১১১১১১১

নবগ্রহ অষ্ট বসু সপ্ত সাগর সড় রস বাণ বেদ রাম করৌ ভাসিতানি নবাস্তক অঙ্ক ইহাকে জান।

অষ্টাদশ পোনে হরি পুরি আন। কোঠার এহিসে নাম, অর্থাৎ—

১৫২২০৭ × ৭৩ = ৯৮৭৬৫৪৩২ × ১৵০ = ১১১১১১১১১

৯৮৭৬৫৪৩২ ইহাকে নবাস্তক অঙ্ক বলা হইয়াছে।

জুগ বহ্নি ত্রি ঘোটক জান।
সড় রস হরসুত মুখ জান॥
বসু বেদ চন্দ্রে পুরিবা।
নবাস্তক অঙ্ক তাতে লভিবা॥

অর্থাৎ—৬৬৭৩৩৪ × ১৪৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

সসি রাম বাণ অষ্ট বসু সুন্য কর বেদ
সড় রস নবগ্রহ সসি কর জান।
কহয় গোকুলচান্দে ভাগিলা বিধান
এক পোন দশ বটে হরি পুরি আন॥

অর্থাৎ—১৫৮০২৪৬৯১২ × /২।।০ = ১১১১১১১১১

দোগটা মনুষ্য গৈল বাণিজ্যক মনে।
কিছু কিছু ধন নিলে পরম জতনে॥

লেখিয়া চাহিলে দুয়ো জাহান্তে পথত।
তিনি গোটা বঢ়া ভৈল একর হাতত ॥
জত জত টকা নিয়া বাণিজ করিলা।
একৈকত তত লাভ দুই হস্তো লভিলা ॥
পথগৃহে আসি দুয়ো লেখিয়া চাহিল।
একাধিক সাত কুড়ি (একর বাঢ়িল ?)॥
কহিবো কায়স্থ সব পরম জতনে।
কোনে কত ধন নিলে বাণিজক মনে ॥

অনাক্রম। পূর্ব্বক বঢ়া ৩ রুপোর অন্তর বঢ়া ১৪১ রুপক হরি লব্ধ ৪৭ জি পাই তার হারক ৩ক কাটিব ৪৪ হব। এই আকে দুয়ে হরিব লব্ধ জি পাই ২২ তাকর ভাগত রুপ সেই মান পূর্ব্বর। তাতে তিনি জুড়িব। অধিক ভাগত রুপ সেই মানে। এই ক্রমে অধিক তাহারত বুজিবা।

অঙ্কটি এই :—দুইজনে বাণিজ্য করিতে গেল। ১ জন অপেক্ষা অপর জনের ৩ টাকা অধিক মূলধন ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ মূলধনের দ্বিগুণ লাভ করিল। বাণিজ্যের শেষে উভয়ের মোট টাকা ১৪১ হইল। প্রত্যেকের মূলধন কত ছিল ?

উপপত্তি :— $(\frac{১৪১}{৩} - ৩)\frac{১}{২} = ২২$ এক জনের মূলধন।
$২২ + ৩ = ২৫$ অপর জনের মূলধন।

৪টা দেউলে মানিয়ে পুষ্প দিব লাগে। ধুলে দুন হই। তুলিব কেতেটি পুষ্প দিব কেতুটি করি করনিতো থাকিব না লাগে।

অনাক্রম। ৫ ভাগ দুন বঢ়াব শেষর ভাগ দুনার সঙ্গে পুষ্প দিব জি হরে পরা দুন বঢ়াই তাকে দিয়া পুষ্পক কাটিব জি সেস রহে সেই মান পুষ্প তুলিয়া আনিব লাগে। যদি বোলে দৌল ৪টা দিব লাগে ৪টাকে ধুলে দুন হই করনিতো থাকিব ন লাগে।

অনাক্রম। চারির অর্দ্ধ লব ২ আরো অর্দ্ধ লব ১ আরো অর্দ্ধ লব ॥০ আরো অর্দ্ধ লব ।০ চারিয়ো ভাগক মুট করিব ৩॥০ এই তিনি কাবোন তিনি চঁক পুষ্প তুলিব।

অঙ্ক :—চারিটি শিবমন্দির; প্রতি মন্দিরে শিবপূজার পূর্ব্বে পুষ্প ধুইলে, উহা দ্বিগুণ হয়। প্রতি মন্দিরে সমানসংখ্যক পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিলে শেষে পুষ্পের অবশেষ কিছু থাকিবে না। কতটা পুষ্প চয়ন করা হইয়াছিল ?

গ্রন্থকারের উপপত্তি এইরূপ :—যদি চারি কাহন পুষ্প দিয়া প্রতি মন্দিরে পূজা করিতে হয়, তবে— $৪ \times \left\{\frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬}\right\} = \frac{১৫}{৪} = ৩৸০$ কাহন পুষ্প চয়ন করিতে হইবে।

ধরা হউক, ক সংখ্যাক পুষ্প তোলা হইয়াছিল ও খ স্যাংখ্যাক পুষ্প যারা প্রতি মন্দিরে পূজা করা গিয়াছিল, তাহা হইলে—

$$[\text{২}\{\text{২}(\text{২ক}-\text{খ})-\text{খ}\}-\text{খ}]-\text{খ}=\text{০}$$

$$\text{ক}=\cfrac{\cfrac{\cfrac{\frac{\text{খ}}{\text{২}}+\text{খ}}{\text{২}}+\text{খ}}{\text{২}}+\text{খ}}{\text{২}}=\text{খ}\times\left\{\frac{\text{১}}{\text{২}}+\frac{\text{১}}{\text{৪}}+\frac{\text{১}}{\text{৮}}+\frac{\text{১}}{\text{১৬}}\right\}$$

$$\therefore \quad \frac{\text{ক}}{\text{খ}}=\frac{\text{১৫}}{\text{১৬}}$$

সুতরাং যদি ১৬টি পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়, তবে ১৫টি ফুল তুলিতে হইবে।

এক মহারাজা এ(ক)স ব্রাহ্মণক একমাসলৈ প্রত্যেক প্রথম দিনর পরা একোটা রূপ দিলে। তার পরা এক বৃদ্ধি করি দিলে। কেতেক রূপ লাগে।

অনাক্রম। তৃশত এক বঢ়াব তৃশর অর্দ্ধেরে পুরিব জি হুই এ(ক)টা লৈ সেই মান লাগে তাকে এ(ক)সরে পুরিলে জি হুই এ(ক)স ব্রাহ্মণলৈ সেই মান রূপ লাগে।

অর্থাৎ এক মহারাজা ১০০ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ১ম দিন ১৲ টাকা হিসাবে, ২য় দিন ২৲ টাকা হিসাবে, ৩য় দিন ৩৲ টাকা হিসাবে এবং পরবর্ত্তী দিনসমূহে এইরূপে ক্রমবর্দ্ধিত করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণা দান করেন। দক্ষিণা মোট কত টাকা হইয়াছিল? বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি বিশুদ্ধ। উহা এই,—

$$\text{দক্ষিণা}=(\text{৩০}+\text{১})\times\frac{\text{৩০}}{\text{২}}\times\text{১০০৲ টাকা।}$$

গ্রন্থকারপ্রদত্ত Arithmetical ও Geometrical Progression এই গ্রন্থে তেবেজিয়া অঙ্ক বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিতভাবে উহাদের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে,—

আজি ১ কালি ২ কালি ৩ কালি ৪ অথবা আজি ২ কালি ৪ কালি ৬ কালি ৮ এই ক্রমে জেতিটিয় কৈকি বঢ়ালো হোক আনিব ক্রম।

আদির ভাগকে অন্তর ভাগকে মুট করিব। জেতি দিনর সংক্ষা কহে, তার অর্দ্ধেরে পুরিব। এতেকে তেরেজ হই। বোলে জদি অধিক দিনর শেষ ভাগ কি কৈ পাব। প্রথম দিনত জি বোলে সেয়েরে সেস দিনক পুরিব জি হয়ি শেষ দিনর সেই সংখ্যা।

অঙ্ক :— ক+২ক+৩ক+৪ক…… ..= কত?

গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি :—যদি পদসংখ্যা (number of terms) ন ধরা হয়, তাহা হইলে শেষ পদ ন ক এবং পদসমূহের—

$$\text{যোগফল}=\frac{\text{ক}+\text{নক}}{\text{২}}\times\text{ন}$$

হুনিয়া কৈ বঢ়াব আজি ২ কালি ৪ কালি ৮ কালি ১৬ অথবা আজি ৩ কালি ৬ কালি ১২ এই ক্রমে জিহরে পরা কি হুনা নোহোক আনিবার ক্রম।

শেষর ভাগকে দুয়ে পুরিব জিহরে পরা দুনো বঢ়াই তাকে কাটিব এতেকে তেরেজ হই। যদি বোলে অধিক দিনর সেশ ভাগ কি কৈ পাব তাক কহো। দুই দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে চারিদিনর চারিদিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে, আট দিনর হই তিন দিনর সংখ্যাক বর্গ করিলে ছ দিনর হই।

অঙ্ক :— $৩+৬++১২+২৪ \cdots +৩{\cdot}২^{ন-১}$

পদসংখ্যা ন হইলে শেষভাগ বা শেষপদের অঙ্ক $৩\times২^{ন-১}$ হয়। ইহাকে শ বলা হউক গ্রন্থকারপ্রদত্ত উপপত্তি $শ\times২-৩$

সাধারণ নিয়মানুসারেও ইহাই হয়, এতদনুসারে,—

$$\frac{৩(২^{ন}-১)}{২-১}=৩\times২^{ন}-৩$$

$$=\left(৩\times২^{ন-১}\right)\times২-\times৩$$

$$=শ\times২-৩$$

দুই কন্যা দোকানে গৈল।
বস্ত্র কিনিবাক ইচ্ছা ভৈল॥
কাবোন কড়ি বস্ত্রক পাই।
পুর কাবোন এক জনিয়ো নাই॥
একজনি মাতিলে এ জনিক।
তোমার দুভাগর একভাগ দিয়া বাই॥
মোরে সহিতে এ কাবোন হব।
মহারঙ্গে আমি বস্ত্রক লব॥
অপর জনিয়ে বুলিলে বাক।
ত্রিভাগর ভাগক দিয়ো আমাক॥
আমার বিত্তেকে এ কাবোন হৈই।
পসারিক দিয়া বস্ত্র জাবো লৈই॥
কোন জনিত কত বিত্ত পাই।
গণি কহিবো কায়স্থ ভাই॥

অঙ্ক :—একখানি কাপড়ের দাম ১ কাহন কড়ি। ক ও খ দুইজনে উহা কিনিতে চায়; কিন্তু কাহারও নিকট সম্পূর্ণ ১ কাহন কড়ি নাই। ক খকে বলিতেছে, তোমার কড়ির অর্দ্ধেক আমাকে দিলে আমার ১ কাহন হয়। ইহাতে খ ককে বলিল, তোমার কড়ির এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দিলে আমার এক কাহন হয়—কাহার কত কড়ি ছিল?

. বর্গমূল বাহির করিবার নিয়ম :—

সজাতির অঙ্ক সমূহক দখিন হাতর পরা বাম হস্তলৈ বিষম সমকৈ লেখিব অন্তর বিসম ভাগত হারককে লব্ধকে সমকৈলৈ হরিব। * * লব্ধক রাখিব সেই লব্ধক তুইয়ে পুরি দখিনর সমভাগর তলত হরেক করি রাখিব। তারে হরি দ্বিতীয় লব্ধ লব। সেই লব্ধর বর্গক দখিনর সমভাগ কাটি দ্বিতীয় লব্ধক দুয়ে পুরি বর্গকটা ভাগর তলত হারক করি রাখিব পুনু সেই হারকেরে হরি তৃতীয় লব্ধ লব। তৃতীর লব্ধরে বর্গ অপর ভাগত কাটি দুই পুরি হারকৈ কটা ভাগর তলত রাখিব, এই ক্রমে হরিলে জি লব্ধ পাই তাকে মূল বলি। পং ৩৭

নিয়মটি লীলাবতীর নিয়মের অনুরূপ। কিন্তু লীলাবতীর নিয়মের জটিলতাটুকু ইহাতে নাই। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বর্ত্তমান গ্রন্থের নিয়মটি পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণটি লীলাবতী হইতে প্রদত্ত হইল।

```
          )৮৮২০১( ২৯৭
   ২²=    ৪
          ----
          ৪৮২
 ৪×৯=    ৩৬
          ----
          ১২২
   ৯²×    ৮১
          ৪১০৯
 ৫৮×৭=   ৪০৬
          -----
            ৪৯
   ৭²=      ৪৯
            --
             ০
```

বাঙ্গালায় ৪ হাতে এক কাঠা বা দণ্ড ধরা হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডের পরিমাণ ৬ হাত ধরা হইয়াছে। আসামে বর্ত্তমানে প্রচলিত মানদণ্ডের সহিতও ইহার সাদৃশ্য নাই। আসামের মানদণ্ডের পরিমাণ ৮ হাত; ইহাকে সাধারণতঃ ১ লেচা বলা হইয়া থাকে। ১ লেচা দীর্ঘ ও ১ লেচা প্রস্থ জমিকে ১ লোচা বলে। ২০ লেচা দীর্ঘ ও ২০ লেচা প্রস্থ অর্থাৎ ৪০০ বর্গলেচা ভূমিখণ্ডের নাম এদেশে ১ পুরা। বর্ত্তমান গ্রন্থে মানদণ্ডকে বেরো, কিন্তু বর্গবেরোকে লোচা এবং ৪০০ বর্গ বেরো জমির নামও এক পুরা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আসামে প্রচলিত ১ পুরা বঙ্গদেশের ৪ বিঘার সমান; কিন্তু ধীরমোহিনীর পুরা ২$\frac{১}{৪}$ বিঘার সমান।

ধীরমোহিনীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ

১২ কেশে ১ তূণ = $\frac{১}{১৬}$"

২ তূণে ১ ধান = $\frac{১}{৮}$"

১২ তূণে বা ৬ ধানে ১ অঙ্গুল = $\frac{৩}{৪}$"

১২ অঙ্গুলে ১ বিঘত = ৯"

২ বিঘতে ১ হাত = ১৮" = ১॥ ফুট

১২ বিঘতে বা ৬ হাতে ১ মানদণ্ড = ৩ গজ

চারি পাসে সমভূমি লখি ।
মানদণ্ডেরে আনিব জুখি ॥
একহি পাসে যতেক পাই ।
আবর পাসে তাক পুরা চাই ॥
চতুর্থ সতে হরিবা ভাগ ।
লব্ধক পাই ভূমিক লাগ ॥

অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানদণ্ড-সাহায্যে মাপিয়া উহাদের গুণফল লইয়া তাহাকে ৪০০ দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই ঐ ভূমিখণ্ডের 'পুরা' অভিহিত বর্গফল বা পরিমাণ ।

পথালিয়ে এ বেওঁ দীর্ঘে ও ১ বেবো সেয়ে লোচা হই পথালিয়ে ১ বেবো দীর্ঘে ২০ বেবো তাকে কচা বোলে । প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ১০০ বেবো হলে তাকে পোবা বলে । প্রস্থে ১ বেবো দীর্ঘে ৪০০ বেবো তাকে পুরা বোলে ।

অর্থাৎ ১	বেবো বা মানদণ্ড	× ১	মানদণ্ড	= ১ লোচা = ৯ বর্গগজ
১	"	× ২০	"	= ১ কচা = ১৮০ বর্গগজ
১	"	× ১০০	"	= ১ পোয়া = ৯০০ "
১	"	× ৪০০	"	= ১ পুরা = ৩৬০০ "

বাঙ্গালায় বিবিধ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা রহিয়াছে । যথা, বিঘা, কাঠা ও ধূল ।

১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ
১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ
১ ধূল = ৪ বর্গগজ ।
১ গণ্ডা' = ১৮" × ১৮" = ৩২৪ বর্গ ইঞ্চি
১ কাগ = ৯/২" × ৯/২" = ৮১/৪ বর্গ ইঞ্চি

এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের কোন সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করি না ; বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেরও কয়েকটি সংজ্ঞা আছে—

"আর্য্যা :—হাতে হাতে পুরিলে ৪ আঙ্গুল
হাতে বেগতে ২ আঙ্গুল
বেগতে বেগতে ১ আঙ্গুল
বেগতে আঙ্গুলে ১ তৃণ
বেগতে ধানে ২ কেশ
আঙ্গুলে আঙ্গুলে ১ কেশ

আকে চহতিয়া বেবব মুরত বহে বুলি বুঝিবা।

অর্থাৎ ৪ আঙ্গুল (ক্ষেত্র) = ৩২৪ বর্গইঞ্চ = ১৮″ × ১৮″

১ „ „ = ৮১ „ = ৯″ × ৯″

১ তৃণ „ = ৬৪ বর্গ ইঞ্চ = ৯″ × ৩/৪″

১ কেশ „ = ১/১৬ বর্গ ইঞ্চ = ১/৪″ × ১/৪″

গ্রন্থে সমচতুষ্কোণ ছাড়া আরও নানাবিধ জমির কালি করিবার নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা,—দুই প্রকার বিষম চতুর্ভুজ, সমত্রিকোণ, সমদ্বিকোণ, অসমত্রিকোণ, কুণ্ডলাকার, ডম্বর আকার মৃদঙ্গাকার, সর্পাকার, ধনুর আকৃতিবিশিষ্ট ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই নিয়ম বিশুদ্ধ হয় নাই। নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া হইল,—

সম তিনি চুকিয়া ভূমির কথা। তিনি বো কানে একড়ি একুড়ি। ক্রম। একলের অদ্ধেরে একালক পুরিব।

অঙ্ক :—সমবাহু ত্রিভুজের প্রতি বাহুর পরিমাণ কুড়ি, ক্ষেত্রফল কত? গ্রন্থকারের নিয়ম এক বাহু অদ্ধদ্বারা অপর এক বাহুকে পূরণ কর, ঐ পূরণফলই ক্ষেত্রফল। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ নয়।

ডম্বরু আকৃতি ভূমি। দুয়োকপালক জুড়িব তাতে কঙ্কালকো জুড়িব তেরে হরিব দীর্ঘের পূরিব।

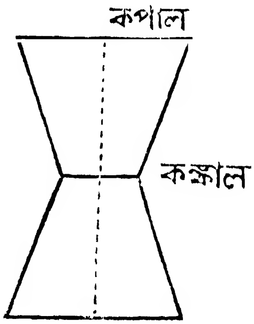

ডম্বরুর উভয় মুখের নাম কপাল ও সংকীর্ণ মধ্যস্থলের নাম কঙ্কাল। নিয়ম :—দুই কপাল ও কঙ্কাল পরস্পর যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ কর। ভাগফলকে ডম্বরের দৈর্ঘ্য (দুই কপালের পরস্পর দূরত্ব) দ্বারা গুণ করিলে গুণফল কালি পাওয়া যাইবে। ইহাও ঠিক বিশুদ্ধ নয়।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে স্বর দ্বিবিধ, ইহাদের যথাক্রমে এক ও দুই মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ইহাদিগকে যথাক্রমে লঘু ও গুরু বলা হয়; হ্রস্বস্বরও যুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে স্থিতিজন্য গুরুত্ব প্রাপ্ত হইত, এবং পদের অবসানে স্বর ইচ্ছানুসারে গুরু বা লঘু হইত। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র কেবলমাত্র এই গুরু ও লঘু স্বরের সহিত পরিচিত। প্রাতিশাখ্যে লঘু স্বরের এক মাত্রা ও গুরু স্বরের দ্বিমাত্রা বিহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার স্বর প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহার তিন মাত্রা। এই স্বরকে প্লুত স্বর বলা হয়। বৈদিক ভাষাতেই প্লুত স্বর ছিল; সুতরাং ছন্দোগ্রন্থে ইহার নাম নাই। মাত্রা অনুসারে বেদের ভাষায় স্বরের আরও এক প্রকার বিভাগ হইত। তাহাতে মাত্রার ভগ্নাংশ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ স্বরভক্তির উল্লেখ করা যায়। উকচ্চার্য্য যুক্তবর্ণের মধ্যে স্বরমাত্রার ভগ্নাংশ-বিশেষের উচ্চারণ দ্বারা যুক্তবর্ণের সরলতা সম্পাদন প্রাতিশাখ্যে অনুমোদিত। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে এই আগম স্বর বা স্বরভক্তির অর্দ্ধ বা এক-চতুর্থ মাত্রা। এই উপায়ে 'ইন্দ্র' শব্দ 'ইন্দর' হয়।

মাত্রা ব্যতীতও স্বরের উচ্চাবচ অনুসারে অপর এক প্রকার বিভাগ আছে। হারমোনিয়মে যে সপ্ত স্বর লইয়া স্বরগ্রাম, তাহার প্রত্যেক পরবর্ত্তী স্বর পূর্ব্ব স্বর অপেক্ষা উচ্চ। যথা—'সা—রে—গ—ম—প—ধ—নি'। আমরা সাধারণ কথায় বলি, পুরুষের গলা মোটা ও স্ত্রীলোকের গলা মিহি। বস্তুতঃ পক্ষে মিহি স্বরই উচ্চ স্বর এবং রমণীকণ্ঠ পুরুষকণ্ঠ অপেক্ষা স্বভাবতঃ উচ্চ। স্বর উচ্চ হইলেই ক্ষীণ হয়, মোটা হয় না। ক্রোধ-ব্যঞ্জক সানুনাসিক স্বরও উচ্চ স্বর; সেই জন্য কেহ চটিলে আমরা বলি 'গলা সপ্তমে উঠিয়াছে,' অর্থাৎ খুব উচ্চ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই উচ্চ এবং কতিপয় স্বর স্বভাবতঃই নিম্ন। স্বভাবতঃ 'ই' সর্ব্বোচ্চ, 'উ' সর্ব্বনিম্ন, এবং 'অ' মধ্যবর্ত্তী স্বর। পার্শ্বের চিত্রে স্বাভাবিক স্বরের উচ্চাবচ প্রদর্শিত হইল। চিত্রে প্রদর্শিত সাতটী স্বরকে প্রাথমিক স্বর বা Primary vowels বলা হয়। এই প্রাথমিক স্বর-বিভাগের সহিত প্রসিদ্ধ শাব্দিক হেন্‌রী স্যুইটের (Henry Sweet) নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য হিসাবে তিনি ৩৮টী স্বরের নামকরণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষেত্রে সে আলোচনা করিব না। তবে ü ও ö স্বরের কথা বাদ দিলে চলে না। জর্ম্মন ভাষায় এই দুই স্বরের উচ্চারণ আছে। জর্ম্মন ভাষায় যে Müller লেখা হয়, তাহার উচ্চারণ কেহ কেহ করেন

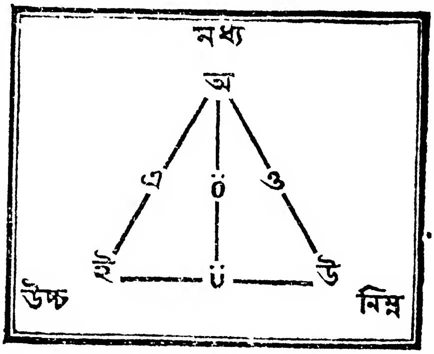

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

'সুন্দর', কেহ কেহ করেন 'বৈলর'। প্রকৃত উচ্চারণ 'ঊ' এবং 'এ'র মধ্যবর্তী। এইরূপ জর্মন schön শব্দের ö বর্ণের উচ্চারণ না-'ও', না-'এ'। স্বাভাবিক হিসাবে যে উচ্চ-নিম্ন উচ্চারণ, তাহার আপেক্ষিকভাবে বিভিন্নতা আছে। যে ব্যক্তির স্বাভাবিক উচ্চারণ স্বরগ্রামের তৃতীয় পর্দায় আরম্ভ হয়, তাহার স্বরের উচ্চতা পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত উঠে। সুতরাং তৃতীয় হইতে পঞ্চম পর্দা পর্য্যন্ত তাহার স্বরের মাত্রা বা standard. সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উচ্চ-নিম্ন স্বর ও আপেক্ষিক ভাবের উচ্চ-নিম্ন স্বরে প্রভেদ আছে। সঙ্গীতের স্বরও সাধারণতঃ আপেক্ষিকভাবে উচ্চ। বেদে যে স্বরের উচ্চ-নিম্নতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই আপেক্ষিক উচ্চতা।

উচ্চ নিম্ন ক্রমে বেদে ত্রিবিধ স্বর—উচ্চৈর্ উদাত্তঃ, নীচৈর্ অনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ। অর্থাৎ উচ্চ স্বর উদাত্ত, নিম্ন স্বর অনুদাত্ত এবং উচ্চ ও নিম্ন স্বর একত্র হইলে স্বরিত। প্রাচীন গ্রীক্ ভাষায় স্বরিত স্বরের অনুরূপ এক প্রকার tonic accent ছিল; তাহাকে circumflex accent বলা হইত। আধুনিক গ্রীকভাষায় বা অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় বেদের স্বরের ন্যায় সুর বা tone নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসিগণের ভাষায় ও চীনদেশের ভাষায় এখনও এই সুর বা pitch-accent আছে। আধুনিক আর্য্য ভাষাসমূহে stress-accent বা অক্ষর-যতি আছে। যেমন ইংরাজী cònduct (noun) ও condùct (verb)। বাঙ্গালাতে এই অক্ষর-যতি আছে; যেমন,—আটা (ময়দা), আ'টা (গঁদ); কড়ি (shell), কড়ি (beam); ছোঁড়া (যুবক), ছোঁড়া (নিক্ষেপ করা); গান (গান করুন্), গান (গীত); বিয়ে (বিবাহ), বিয়ে (B. A.); ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রত্যেক ভাষায় পর্য্যায়ক্রমে স্বরের সুর ও অক্ষর-যতির অধিকার হয়। অর্থাৎ এককালে যে ভাষায় স্বরের সুরের প্রাধান্য থাকে, পরবর্ত্তিকালে সেই ভাষায় অক্ষর-যতির প্রাধান্য ঘটে। প্রাচীন গ্রীকভাষায় স্বরের সুর ছিল; তৎপরে তাহার স্থানে অক্ষর-যতি আসিয়াছে। ফরাসী ভাষায় অক্ষর-যতির পরিণামে কোনও কোনও সামান্য সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, আদিম আর্য্যভাষায় (Primitive Indo-European) একবালে প্রবল অক্ষর-যতি ছিল; তৎপরে সুরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই সুর বৈদিক ভাষায় অক্ষতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যে ভাষায় সুরের ব্যবহার হয়, সে ভাষায় অক্ষরের লোপ সহজে হয় না; কিন্তু যতিপ্রধান ভাষায় যতি-বিশিষ্ট অক্ষর ব্যতীত অন্য অক্ষর বহু স্থলে লোপ পায়। এই জন্য প্রাচীন গ্রীক ভাষায় যেরূপ শব্দসমূহ অক্ষতদেহে সংরক্ষিত থাকিত, লাটিন ভাষায় তাহা হয় নাই।

এই স্থানে প্রাচীন ভাষায় স্বর আলোচনার ইতিহাসের একটু আভাস দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। য়েকব গ্রীম (Jacob Grimm) তদীয় বিখ্যাত জর্মন ব্যাকরণে যে বর্ণপরিবর্ত্তন-বিধি প্রণয়ন করেন, তাহাতে বহু ব্যতিক্রম ছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়,—গ্রীমের বর্ণপরিচয়-বিধি অনুসারে আদি আর্য্যভাষায় প্রথম বর্ণ স্থানে গথিক ও ইংরাজী ভাষায়

দ্বিতীয় বর্ণ হয়, যেমন—সংস্কৃত 'ত্রয়ঃ'=গথিক 'থ্রেইস্'=ইং three; সংস্কৃত 'তৃণ'=গথিক 'থোউর্ণুস্'=ইং thorn; সংস্কৃত 'পিতর্'=গথিক 'ফাদর্'=ইং father; ইত্যাদি। গ্রীমের এই ঐন্দ্রজালিক বিধি আবিষ্কারের পর, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা আলোচনা চলিতে থাকে। তাঁহার বিধির অনেক ব্যতিরেক ছিল। সর্ব্বত্র সমভাবে তাঁহার বিধির প্রভাব দেখা যায় নাই। নানা পণ্ডিতের আলোচনায় ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যতিরেকের কারণ নির্ণয় হইয়া যায়। তাহার মধ্যে স্বরপ্রভাব এক প্রকার ব্যতিরেকের কারণ বলিয়া আবিষ্কৃত হয়। এই বিধি বা উপবিধির আবিষ্কর্ত্তা বর্ণর (Verner)। ইনি দেখিলেন যে, মূল আর্য্যভাষার শব্দে যে-সকল স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বস্বর স্বরবান্ ছিল, সেই সকল স্পর্শবর্ণই (ক, ত, প) গ্রীমের বিধির প্রভাবের অধীন, অর্থাৎ সেই সকল স্থলেই গ্রীমের বিধি অনুসারে প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ও তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। এই জন্য সংস্কৃত 'পিতা'=গথিক fadar, কিন্তু সংস্কৃত 'ভ্রাতা'=(brother). প্রথম উদাহরণে স্বরপ্রভাবে 'ত' স্থানে 'দ' ও দ্বিতীয় উদাহরণে পূর্ব্বস্বর প্রভাবে 'ত' স্থানে 'থ' হইয়াছে।

স্বরিত স্বর

স্বরিত স্বরের প্রকৃতি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। ঋক্-প্রাতিশাখ্যের মতে স্বরিতের আশ্রয়-স্বরূপ অক্ষরের প্রথমার্দ্ধ উদাত্ততর অর্থাৎ উদাত্তস্বর অপেক্ষাও উচ্চ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত। অন্য প্রাতিশাখ্যের মতে প্রথমার্দ্ধ উদাত্ত ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ অনুদাত্ত; উভয়ের সমাহার বা একত্র মিলনে স্বরিত স্বর। অন্য কথায় বলিতে গেলে আশ্রয়াক্ষরের মাত্রা যদি এক হয়, তবে প্রথম অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত (বা ঋক্প্রাতিশাখ্যে উদাত্ততর), এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। অক্ষর দ্বিমাত্র বা ত্রিমাত্র হইলেও বিশ্লেষণে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। সুতরাং স্বরিত স্বরকে স্বাধীন স্বর বলা যায় না। উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশেই সাধারণতঃ স্বরিতের উৎপত্তি। উৎপত্তির ক্রম অনুসারে স্বরিত স্বর চতুর্ব্বিধ:—ক্ষৈপ্র, জাত্য বা নিত্য, প্রশ্লিষ্ট ও অভিনিহিত।

১। উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট ই ঈ বা উ ঊ স্থানে সন্ধিতে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে **ক্ষৈপ্র স্বরিত** উৎপন্ন হয়। বি+আপ্ত=ব্যাপ্ত; অপ্সু+অন্তর্=অপ্স্বন্তর্।

২। যদি ঐ প্রকার সন্ধিতে উৎপন্ন য বা ব কোনও শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থাৎ সন্ধি যদি নিত্য সন্ধি হয়, তাহা হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের একত্র সমাবেশে জাত স্বরিতকে **'জাত্য'** বা **'নিত্য'** স্বরিত বলা হয়। ক্ব (কুঅ), স্বর্ (সুঅর্), ন্যক্ (নিঅক্), বুদ্ধ্য, (বুদ্ধিঅ, কন্যা (কনিআ), নদ্যঃ (নদীঅঃ), তন্বা (তনু আ)। এই সকল স্থলে সন্ধির বিচ্ছেদ হয় না। ঋগ্বেদাদি অন্য বেদের বহু স্থলে **ক্ষৈপ্র** ও **জাত্য** স্বরিতের উভয় অর্থেই

৩। সন্ধিতে সবর্ণ পরে থাকিলে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তবান্ স্বরের দীর্ঘতা হয়, অথবা যখন সন্ধির ফল এ, ঐ, ও, ঔ হয়, তখন উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে জাত দীর্ঘস্বর বা সন্ধ্যক্ষরের স্বরিতকে 'প্রশ্লিষ্ট' স্বরিত বলা হয়।

দিবি+ইব=দিবীব, সু+উদ্গাতা=সূদ্গাতা, ন+এব+অশ্নীয়াৎ=নৈবাশ্নীয়াৎ।

৪। উদাত্তবান্ একার বা ওকারের পর যখন অনুদাত্ত অকারের লোপ হয়, তখন লোপের পর অবশিষ্ট একার বা ওকারের উদাত্তস্বর স্বরিতে পরিণত হয়। ইহাকে 'অভিনিহিত' স্বরিত বলা হয়। তেঽব্রুবন্ (তে+অব্রুবন্), সোঽব্রবীৎ।

এই চতুর্বিধ স্বরিত 'স্বাধীন' স্বরিত নামে বিদিত। আর এক প্রকার স্বরিত আছে; তাহাকে 'পরাধীন' স্বরিত বলা যায়। উদাত্ত স্বরের পর উপর্য্যুপরি দুইটী অনুদাত্ত স্বর থাকিলে প্রথমটীর স্বরিত উচ্চারণ হয়। উদাত্ত স্বরের উচ্চারণের পর, অকস্মাৎ অনুদাত্ত স্বরে স্বর নামাইয়া ফেলা স্বভাবতঃ আয়াস-সাধ্য। তাই বোধ হয়, এই ব্যবস্থা। কিন্তু যদি উদাত্ত স্বরের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পর পুনরায় উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকে, তবে মধ্যবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয় না। আর যদি উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরের পর আর কোনও স্বরই না থাকে, তাহা হইলেও অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। তেন, তেচ। কিন্তু, তেন তে, তেন স্বর্।

স্বাধীন ও অধীন স্বরিতের প্রভেদ লক্ষ্য করা আবশ্যক। স্বাধীন স্বরিত শব্দস্থিত উদাত্ত স্বরের লোপ করিয়া তাহার স্থানে শব্দের প্রধান সুররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার আভিজাত্য-মর্য্যাদা আছে। আর অধীন স্বরিত পদস্থিত উদাত্তের ছায়ামাত্র; সেই জন্য পরবর্ত্তী পদের আদিস্থিত অনুদাত্ত স্বরেও ইহার সত্তা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন স্বরিতের বিনাশ নাই; কিন্তু অধীন স্বরিতের বিনাশ আছে। পরবর্ত্তী উদাত্ত স্বর বা স্বাধীন স্বরিতের প্রভাবে ইহার অস্তিত্ব মুছিয়া যায়। যেমন—তেন, কিন্তু তেন তে। অনেক বৈদিক গ্রন্থে স্বাধীন ও অধীন স্বরিত সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত হয়।

সন্ধি স্বর

সন্ধির নিয়ম অনুসারে যখন দুইটী স্বর একত্র হয়, তখন সুরের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। (১) উদাত্তে উদাত্তে মিলিয়া উদাত্ত হয়। (২) অনুদাত্তে অনুদাত্তে মিলিয়া অনুদাত্ত হয়। (৩) স্বরিতে স্বরিতে মিলন অসম্ভব। (৪) স্বরিতের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ের মিলনে উদাত্ত হয়। এখানে স্বরিতের নিম্নাংশটী চড়িয়া যায়। (৫) অনুদাত্তের পর উদাত্ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া উদাত্ত হয়। এক অক্ষরের সীমানার মধ্যে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ রীতি-বিরুদ্ধ, ঊর্দ্ধ হইতে অবরোহণ স্বাভাবিক। (৬) উদাত্তের পর অনুদাত্ত থাকিলে হওয়া উচিত স্বরিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উদাত্ত হয়। উদাহরণ—(১) ন+অভয়ঃ=নাভয়ঃ

(৪) ক্ব+ইৎ=কেৎ। (৫) তব+ইৎ=তবেৎ। (৬) পিতা+ইব=পিতেব; দিবি+ইব=দিবীব।

(৭) ই বা উ স্থানে য বা ব হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের মিলনে স্বরিত হয়। বি+আনট্=ব্যানট্; সু+ইষ্টঃ=স্বিষ্টঃ, বি+উষ্টিঃ=ব্যুষ্টিঃ, (তনু অঃ=) তন্বঃ।

(৮) উদাত্তবান্ অকারের লোপ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী এ বা ওকারে উদাত্ত স্বর অপসারিত হয়। সূনবে+অগ্নে=সূনবেঽগ্নে; বো+অবসঃ=বোঽবসঃ। (৯) অনুদাত্ত অকারের লোপে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত স্বর স্বরিত হয়। সো+অধমঃ=সোঽধমঃ।

বাক্যস্বর বা SENTENCE ACCENT.

সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক শব্দ বা পদে একটীমাত্র প্রধান স্বর। সাধারণতঃ সেটী উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত। কিন্তু এই সকল পদ লইয়া যখন বাক্য গঠিত হয়, তখন ইহাদের স্বরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কোনও কোনও পদের স্বর লোপ পায়, আর কোনও কোনও পদের স্বর স্থানান্তরিত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের প্রভাবে পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থল উল্লেখযোগ্য।

১। সম্বোধন পদ বাক্যারম্ভে না থাকিলে তাহার সুর থাকে না।

২। প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যারম্ভে না থাকিলে সুরবিহীন।

৩। কতকগুলি শব্দ স্বভাবতঃই স্বরবিহীন :—

(ক) চ, বা, উ, স্ম, ইব, চিদ্, স্বিদ্, হ, কম্, ঘ, ভল, সমহ, ঈম্, সীম্, পদান্তে যথা (ইবার্থে) প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়ের সুর নাই।

(খ) মা, মে, ত্বা, তে, নৌ, নঃ, বাম্, বঃ, এন—, ত্ব—, সম প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বনাম।

(গ) 'ইদম্' শব্দ কখনও কখনও স্বরবান্, কখনও কখনও স্বরহীন। অস্য জন্মনি; কিন্তু অস্যা উষসঃ।

(ঘ) হি পরে পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' শব্দে স্বর থাকে না—উভয় শব্দ মিলিয়া এক শব্দ হয়। ন হি ত্বা ইষতঃ (ঋ° ১।১০।৮)। এইরূপ 'স্থ' শব্দের সংযোগে—নস্থ। অন্য 'ন' শব্দ উদাত্তবান্।

৪। কতকগুলি শব্দে দুইটী করিয়া স্বর :—

(ক) কতকগুলি দ্বিবচনান্ত দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় শব্দ দ্বিবচনান্ত ও স্বরবান্। মিত্রাবরুণা, দ্যাবাপৃথিবী। আরও কতিপয় বৈদিক সমাসে দুই স্বর—বৃহস্পতি, তনূনপাৎ। পুনরায় প্রত্যয়যোগে বা সমাসে এই সকল শব্দের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও দুই দুইটী স্বরই থাকে। দ্যাবাপৃথিবী বতঃ, বৃহস্পতিপ্রসূতঃ।

(খ) '—তবৈ' যুক্ত অসমাপিকা (নিমিত্তার্থক) ক্রিয়ার দুই স্বর। এতবৈ, অপভর্তবৈ।

(গ) অন্ত্য অনুদাত্ত স্বরের প্লুতত্ব প্রাপ্তি হইলে তাহা যখন উদাত্ত হয়, তখন একপদে দুই স্বর হয়। অ গ্নৈ ৩ পত্নী বাঃ ৩ সোমং পিব।

(ঘ) ব্রাহ্মণাদিতে প্রযুক্ত 'বা ব' এই অব্যয় দ্বি-স্বর-বিশিষ্ট।

(ঙ) কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দ একাধিক স্বর-বিশিষ্ট। একচত্বারিংশৎ।

এই স্থলে **সম্বোধন পদে** স্বরের প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

১। বাক্যাদিতে ব্যবহার না হইলে সম্বোধন পদের স্বর নাই। সম্বোধনের প্রথম অক্ষরে উদাত্ত স্বর।

২। য বা ব-কারের যখন বিশ্লেষিত উচ্চারণ হয়, তখন বিশ্লেষিত স্বরদ্বয়ের প্রথমটীতে উদাত্ত স্বর হয়; আর য বা ব-কারের সমগ্র উচ্চারণ হইলে স্বরিত স্বর হয়। দ্যৌঃ (দি ঔঃ) ত্র্যক্ষর পদ; কিন্তু 'দ্যৌঃ' একাক্ষর পদ।

৩। বৈদিক স্বর-প্রক্রিয়ার জন্য ছন্দের 'পাদ' বা 'চরণ' বাক্য-স্থানীয়। পাদের আদিস্থিত সম্বোধন পদ, বাক্যাদিস্থিত সম্বোধন পদের ন্যায় প্রথম অক্ষরে স্বর প্রাপ্ত হয়। অগ্নে যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি ('হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞকে রক্ষা করিতেছ' ঋ°); উপ ত্বাগ্ন এ মসি ('হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকটে আসিলাম')।

৪। সম্বোধন পদের বিশেষণ, বা তাহার সহিত উদ্দেশ্য-বিধেয়-সম্পর্কে সম্পর্কবান্ বিশেষ্য শব্দ, বা ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধপদ, ঐ সম্বোধন পদের সহিত মিশিয়া (স্বর-প্রকরণের জন্য) এক পদের ন্যায় হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহাদের প্রথম অক্ষরে স্বর থাকে। ইন্দ্র ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ ইন্দ্র!), রাজন্ সোম (হে সোম রাজা!), ঊর্জো নপাৎ সহস্বন্ (হে শক্তির শক্তিমান্ পুত্র!), অশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী (ভো শোভন ও মঙ্গলহস্তবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়!)।

৫। আবার বাক্যাদিতে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন পদ থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্বরবান্ হইবে। তাহাদের বিশেষণ পদ-সমূহে কোনও স্বর থাকিবে না। পিতর্ মাতঃ (হে পিতঃ! হে মাতঃ!), অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ (হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, হে বরুণ, হে মিত্র, হে দেবগণ)।

৬। বাক্যাদি বা বাক্যমধ্যে সম্বোধন পদ থাকায় বাক্যস্থিত অন্যান্য পদের স্বরে কোনও প্রকার প্রভাব বর্ত্তে না। দেবা জীবত (অথ° ১৯।৭০।১)।

অতঃপর (ক) **সমাপিকা ক্রিয়ায়** স্বরের কথা।

১। বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের (Principal Clauseএর) সমাপিকা ক্রিয়ার কোনও স্বর নাই। এ ক্ষেত্রে পাদ বা চরণের আদিও বাক্যাদি বলিয়া গণ্য। স্বরহীন

সমাপিকা ক্রিয়া :—অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্; স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি; অগ্নে সুপায়নো ভব; ইদমিন্দ্র শৃণুহি সোমপ; নমস্তে রুদ্র কৃণ্মঃ; যজমানস্য পশূন্ পাহি।

২। এই কারণে দুইটী মাত্র স্থানে সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর বজায় থাকে।

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে, এবং (খ) অধীন বাক্যে (in a subordinate clause.)

(ক) বাক্যাদি বা পাদাদিতে স-স্বর সমাপিকা ক্রিয়াপদ :—আপ্নোতীমং লোকম্ (তিনি ইহলোক প্রাপ্ত হইতেছেন); স্যামেদ্ ইন্দ্রস্য শর্মণি (যেন আমরা ইন্দ্রের রক্ষায় থাকি); দর্শয় মা যাতুধানান্ (আমাকে যাতুধানগুলোকে দেখাও)। গমদ্ বাজেভির্ আ স নঃ (তিনি যেন আমাদের নিকট অন্ন সহ আসেন)। এই সকল স্থানে পাদাদি ও বাক্যাদি অভিন্ন। কিন্তু নিম্নের উদাহরণে পাদ মধ্যে বাক্যারম্ভ :—তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ (তাহা পান কর ও আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর); সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ (মাতা সুপ্ত থাকুন, পিতা সুপ্ত থাকুন, কুকুর সুপ্ত থাকুক, বিশ্পতি সুপ্ত থাকুন); বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ (হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২। নিম্নের উদাহরণে বাক্যাদিতে ক্রিয়াপদ না থাকিলেও পাদাদিতে অবস্থিত হওয়ায়, স্বরবান্ হইয়াছে :—অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্ (অতঃপর আমরা যেন তোমার ঘনিষ্ঠ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই); যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাম্ (হে সোমপ! তুমি যাতুধানের সন্তান নাশ কর)।

৩। বাক্যের স্বর সংস্থানের উপর সম্বোধন পদের কোনও প্রভাব না থাকায়, বাক্যাদি বা পাদাদিতে এক বা একাধিক সম্বোধন পদ থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যাদি বা পাদাদিতে অবস্থিত বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই জন্য স্বরবান্ হয়। আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবম্ (হে শ্রবণশীলকর্ণবিশিষ্ট! আহ্বান শ্রবণ কর); সীতে বন্দামহে ত্বা (হে সীতে! আমরা তোমার বন্দনা করি); বিশ্বেদেবা বসবো রক্ষতেমম্ (হে বিশ্বেদেবগণ! হে বসুগণ! আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন)।

৪। কোনও পাদের পর তাহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট একাধিক ক্রিয়া থাকিলে, কেবলমাত্র প্রথম ক্রিয়াই সুর-বিহীন হয়; অন্য ক্রিয়া বা ক্রিয়াগুলিতে সুর থাকে; কারণ, সেরূপক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্রিয়াপদই পৃথক্ পৃথক্ অধীন বাক্যের (subordinate clause এর) আদি বলিয়া গণ্য হয়। তরণির্ ইজ্ জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি (কৃতকার্য্য ব্যক্তিই জয়লাভ করে, শাসন করে ও উন্নতি লাভ করে); অস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ (আমাদের জন্য জয়লাভ কর ও যুদ্ধ কর)।

৫। দুই ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট পদ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে অবস্থিত হইলে পরবর্ত্তী ক্রিয়া অধীন বাক্যের আদি বলিয়া গণ্য হইয়া স্বরবান্‌ হয়।

জহি প্রজাম্ নয়স্ব চ (সন্তানকে বিনাশ কর ও এখানে আনয়ন কর); শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা (সুভগা যেন আমাদিগের (কথা) শ্রবণ করেন এবং স্নেহচক্ষে দেখেন)।

৬। এই প্রকারে সাধারণ নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি সমাপিকা ক্রিয়ার পর যে সকল ক্রিয়া থাকিবে, তাহারা সকলেই স্বরবান্ হইবে।

স য এতম্ এবম্ উপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ (যে ইহার এই প্রকারে উপাসনা করে, সে পশু ও প্রজায় পূর্ণ হয়)।

(খ) অধীন বাক্য বা অসমগ্র-বাক্য

১। যৎ-শব্দ বা যৎ-শব্দের অর্থবিশিষ্ট কোনও শব্দ অথবা সেই প্রকার কোনও শব্দ হইতে নিষ্পন্ন শব্দ যে বাক্যে থাকে, তাহাই সাধারণতঃ অধীন বাক্য বলিয়া পরিগণিত। অধীন বাক্যের ক্রিয়াপদ যে স্থানেই অবস্থিত হউক-না-কেন, স্বরবান্ হইবে। যং যজ্ঞং পরিভূর্ অসি (যে যজ্ঞকে তুমি রক্ষা করিতেছ) সহ যন্ মে অস্তি তেন (যাহা আমার আছে, তাহার সহিত); যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরে যুঃ (যেখানে আমাদের পিতৃগণ গিয়াছেন); অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি (যদি আমি যাতুধান হই, তাহা হইলে যেন এক্ষণেই মরি); যথাহংহান্য নু পূর্বং ভবন্তি (যেমন একের পর এক দিন আসে); যাবদ্ ইদং ভুবনং বিশ্বম্ অস্তি (এই সমগ্র ভুবন যত বড়); যৎকামাস্ তে জুহুমস্ তন্ নো অস্তু (যাহা কামনা করিয়া তোমার হোম করি, তাহা আমাদের হউক); যতমস্ তিতৃপ্সাৎ (যেটীতে কামনার তৃপ্তি হয়)।

২। যৎ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয় না; কেবলমাত্র অধীন বাক্যে অন্বিত সমাপিকা ক্রিয়াই স্বরবান্। অপ ত্যে তায়বো যথা যন্তি (তাহারা চোরের ন্যায় পলাইতেছে); যথাকামং নি পদ্যতে (সে ইচ্ছাসুখে শুইয়া আছে)।

৩। 'যদি' অর্থ বুঝাইলে 'চ' ও 'চেদ্' এই দুই অব্যয়ের যোগে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। ব্রহ্মা চেদ্ হস্তম্ অগ্রহীৎ (যদি একজন ব্রাহ্মণ (রমণীর) হস্ত ধারণ করিয়াছেন); ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুম্ ন মরামহে (হে সোম! তুমি যদি আমাদিগকে বাঁচাইতে চাও, তবে আমরা মরিব না); আ চ গচ্ছান্ মিত্রম্ এনা দধাম (যদি তাহারা আসে, তবে আমরা তাহাকে মিত্র করিব)।

৪। কোনও অব্যয় বা যৎ শব্দাদি না থাকিলেও ন্যায়তঃ সম্পর্কবিশিষ্ট গম্যাম্বয় অধীন বাক্যের ক্রিয়া স্বরবান্ হয়। সম্ অশ্ব পর্ণাশ্ চরন্তি নো নরোঽস্মাকম্ ইন্দ্র রথিনো জয়ন্তু (যখন অশ্বের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট আমাদের নরগণ (যুদ্ধে) যান, তখন, হে ইন্দ্র ! আমাদের রথিগণ যেন জয়লাভ করেন); তুয়ম্ আ গহি কণ্বেষু সু সচা পিব (শীঘ্র আইস, কণ্বদিগের সহিত সোম পান কর)।

৫। 'যেহেতু' অর্থবাচক 'হি' 'নহি' প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় পদের যোগে সামান্য একটু অধীনতার ভাব বুঝাইতে ক্রিয়াপদ স্বরবান্ হয়। বি তে মুঞ্চন্তাং বিমুচো হি সন্তি (তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিউন, যেহেতু তাঁহারাই মুক্তিদাতা); নেৎ ত্বা তপাতি সূরো অর্চিষা (সূর্য্য যেন রশ্মি দ্বারা তোমায় তাপিত না করেন); বিরাজং নেদ্ বিচ্ছিনদানীতি ('আমি যেন বিরাজকে ছিন্ন না করি'—এই বলিয়া) উক্থেভিঃ কুবিদ্ আগমৎ ? (আমাদের স্তবের জন্য কি তিনি আসিবেন ?)।

(গ) বিরোধী বাক্য

১। পরস্পর বিরোধী বাক্যে অনেক সময় প্রথম ক্রিয়াই স্বরযুক্ত হয়। এই প্রকার বাক্যে 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা,' 'এক—এক,' 'চ—চ' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হয়। প্র প্রাঽন্যে যন্তি পর্যন্য আসতে (কেহ কেহ যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, অন্য কেহ কেহ তেমনই বসিয়া আছে); উদ্ বা সিঞ্চধ্বম্ উপ বা পৃণধ্বম্ (হয় সেচন করিয়া ফেলিয়া দাও, না হয় পূর্ণ করিয়া ফেল); সং চে ধ্যস্বাঽগ্নে প্র চবর্দ্ধয়েমম্ (তুমি নিজেই প্রজ্বলিত হও, হে অগ্নি ! এবং ইহাকে বর্দ্ধিত কর)। 'অন্য—অন্য,' 'বা—বা' প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যতিরেকেও বিরোধিতা প্রকাশ পায়। প্রাঽজাতাঃ প্রজা জনয়তি পরি প্রজাতা গৃহ্লাতি (তিনি অজাত প্রজার জন্মদান করেন, জাত প্রজাকে পরিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ আলিঙ্গন করেন, বুকে করেন); অপ যুষ্মদ্ অক্রমীন্ নাঽস্মান্ উপাবর্ত্ততে (যদিও সেই রমণী তোমাদের নিকট হইতে অপগত হইয়াছে, তথাপি সে আমাদের নিকটে আইসে নাই); নাঽন্ধোঽধ্বর্য্যুর্ভবতি ন যজ্ঞং রক্ষাংসি ঘ্নন্তি (অধ্বর্যু অন্ধ হয়েন না, রক্ষোগণ যজ্ঞনাশ করে না); কেন সোমা গৃহ্যন্তে কেন হূয়ন্তে (কে সোম গ্রহণ করে, অর্থাৎ নিষ্পেষণ করে ? আর কেই বা হবন করে ?)।

২। দুই বিরোধী বাক্যের এক ক্রিয়া হইলে, প্রায় দ্বিতীয় ক্রিয়া উহ্য থাকে। অগ্নিরমুষ্মিন্ লোক আসীদ্ যমোঽস্মিন্ (অগ্নি ঐ লোকে ছিলেন এবং যম এই লোকে ছিলেন); অন্থাঽন্যাঃ

প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি মাংসেনান্যাঃ (কোনও কোনও জীব অস্থির সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়, আর কোনও কোনও জীব মাংসের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়); দ্বিপাচ্চ সর্ব্বং নো রক্ষ চতুষ্পাদ্ যচ্চ নঃ স্বম্ (আমাদের দ্বিপদ যাহা আছে, তাহা রক্ষা কর, এবং চতুষ্পাদ যাহা আমাদের, তাহা রক্ষা কর)।

৩। কিল, অঙ্গ, এব, হন্ত, চন প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় যোগেও (সম্ভবতঃ মুখ্যার্থবোধে for the sake of emphasis) ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হয়। হন্তেমাং পৃথিবীং বিভজামহৈ (এস, আমরা এই পৃথিবী ভাগ করিয়া লই)।

৪। বিরোধী বাক্যদ্বয়ের প্রথম ক্রিয়ার স্বর ব্রাহ্মণের যুগে অকাট্য বিধি; কিন্তু মন্ত্রযুগে ইহার ব্যতিক্রমও হইত। অভি দ্যাম্ মহিনা ভুবম্ অভী মাং পৃথিবীং মহীম্ (আমি মহান্ দ্যুলোক বা আকাশ অপেক্ষা মহান্, এবং এই মহতী পৃথিবী অপেক্ষাও মহান্—ঋ°); ইন্দ্রো বিদুর্ অঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ (ইন্দ্র জানেন এবং ঘোর অঙ্গিরোগণ জানেন—ঋ°)।

(ঘ) ক্রিয়াপদ ও উপসর্গ

১। বেদের ভাষায় উপসর্গসমূহ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে ও ক্রিয়াপদ হইতে দূরে প্রযুক্ত হইত; ব্রাহ্মণের যুগে উপসর্গের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎপরিমাণে খর্ব্ব হয়, এবং সর্ব্বশেষে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ক্রিয়ার সাহায্য ব্যতীত উপসর্গের ব্যবহার হয় না। সুতরাং বেদের ভাষায় যাবতীয় স্বাধীন উপসর্গই স্বরযুক্ত হইত।

২। ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল উপসর্গের প্রয়োগ হইত, সেইখানেই উপসর্গের স্বর থাকিবে কি না বিবেচ্য, নতুবা অন্যত্র উপসর্গ ও ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ।

৩। যে সকল ক্রিয়ার স্বর থাকিত না, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গের স্বর থাকিত। একাধিক উপসর্গ ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গেরই স্বর বজায় থাকিত; অন্যগুলির স্বর থাকিত না।

৪। ক্রিয়াপদ স্বরযুক্ত হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গসমূহের স্বর থাকে না।

পরে হি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রম্ (দূর হও নারি! আবার শীঘ্র ফিরিয়া আইস—অথ°); অথাস্তং বিপরেতন (অতঃপর তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহে গমন কর—ঋ°); সমাচিন্নুষাম্নু সম্প্রযাহি (প্রথমে একত্র হও, পরে যাও—অথ°); যদ্ গৃহানুপোদৈতি (যেন সে গৃহ পর্য্যন্ত গমন করে—অথ°); এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ (এইরূপে হে সরমে, তুমি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছ—ঋ°); যে না বিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ (যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তুমি জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে—ঋ°)।

৫। অধীন বাক্যে উপসর্গ সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের অঙ্গীভূত হয় ও আপনার স্বর হারায়।

৬। কৃদন্তের সহিত যোগ হইলে উপসর্গ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এবং আপনার স্বর হারায়। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত কৃদন্তের পূর্ব্বে কখনও কখনও উপসর্গের স্বর বজায় থাকে। পরেত (স্বর্গত), অন্তর্হিত অব-পন্ন, সম্-পূর্ণ, নি-চিত, নিস্কৃত, প্রশস্ত, নিষত্ত, অপক্রীত,—'-তু'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন নিমিত্তার্থক বা অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার (infinitive) সর্ব্ববিভক্তিতেই উপসর্গে স্বর থাকে। সং হর্তুম্ অপি-ধাতবে, অব-গন্তোঃ। চতুর্থীর '-তবৈ' যোগে উভয়ত্র স্বর থাকে। অন্বেতবৈ, অপভর্তবৈ।

৭। নিম্নলিখিত অধীন বাক্যটীতে দুইটী উপসর্গ ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বরবান্ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণ বিরল। প্র যৎ স্তোতা…উপ গীর্ভি রীট্টে (ঋ° ৩।৫২ ৫) (স্তোতা যখন গানের দ্বারা স্তোত্র প্রেরণ করে)।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যটীতে ছয়টীমাত্র পদ, তিনটী সম্বোধন, তিনটী সমাপিকা ক্রিয়া; সবগুলিই স্বরবান্। ইন্দ্র জীব, সূর্য জীব, দেবা জীবত (অথ' ৯।৭০ ১)।

কোনও স্বরবিহীন পদ বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বেদের যুগে এইটী বাক্যবিন্যাসপ্রণালীর প্রবল বিধি ছিল। এই জন্য ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেও সংক্রমিত হইয়াছে। অবশ্য অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে স্বর নাই। সুতরাং সস্বর বা অস্বর পদও নাই। কিন্তু বেদে যে সকল শব্দ স্বরবিহীন ছিল, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে তাহারা বাক্যাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সেই জন্য নিম্নলিখিত অব্যয় বা সর্ব্বনাম পদসমূহ বাক্যের প্রথম স্থানে প্রযুক্ত হয় না। চ, চেৎ *, মে, তে, মা, ত্বা, নঃ, বঃ, নৌ, বাম্, বা, ইব, চিৎ, হ, স্ম ইত্যাদি পদের বাক্যাদিতে স্থান নাই।

তিঙন্ত স্বর

তিঙন্ত স্বরের প্রথম লক্ষণ এই যে, বাক্যাদিতে অবস্থিত না হইলে প্রধান বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার স্বর থাকে না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর পাওয়া যায় না। যেখানে স্বর বজায় থাকিবে, সেখানে স্বরের যেরূপ প্রকৃতি হইবে, তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

সংস্কৃত ধাতুসমূহ দশগণে বিভক্ত। গণ অনুসারে স্বরস্থিতির বিভিন্নতা ঘটে বলিয়া, আমাদিগকে এস্থলে গণ অনুসারে স্বরের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তিঙন্ত পদ-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রবল শ্রেণী (strong forms) ও অপ্রবল শ্রেণী (weak forms)। ধাতুর প্রবল রূপে ধাতু-স্বর বজায় থাকে এবং তাহার প্রভাবে সাধারণতঃ ধাতু-স্বরের গুণ হয়। ধাতুর অপ্রবল রূপে ধাতুর গুণ হয় না এবং প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। চতুর্লকারে (লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙে)

---

* চ + ইৎ = চেৎ স্বরহীন ছিল না; তবে দুইটীর যোগে উৎপন্ন সন্ধিস্বর।

নিম্নলিখিত প্রত্যয়-সমূহের পূর্ব্বে ধাতুর প্রবল রূপ হয় :—তি, সি, মি, তু, আনি, আব, আম, ঐ, আবহৈ, আমহৈ, দ্, স্, অম্,—এই তেরটী। পরোক্ষায় (লিটে) পরস্মৈপদের একবচনগুলি সমস্তই প্রবল। এই সকল বিভক্তিতে স্বর বা স্বর ধাতুতে অবস্থিত হয়, অন্যত্র প্রত্যয়ে স্বরের অবস্থিতি হয়। স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; ক্রমে ক্রমে তাহা লক্ষ্য করা যাইবে। লঙ্ ও লুঙ্ বিভক্তিতে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, আগমভূত অকারে স্বর অবস্থিত হয়; ইহার অন্যথা হয় না। কিন্তু যখন লঙ্ বা লুঙের আগম থাকে না, তখন স্বরের অবস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে। প্রবল রূপ হইলে (দ্, স্, অম্) ধাতুতেই স্বর থাকে; অন্যত্র প্রত্যয়ে।

পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা ধাতুর গণ-সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিব। (১) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে (চতুর্লকারে) অকারের আগম হয় না; এবং (২) যে সকল গণে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকারের (বা যকারের) আগম হয়। এই বিভাগ-ক্রমে নিম্নে একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম। এই তালিকায় গণ অনুসারে স্বরের স্থান সূচিত হইল।

গণ অনুসারে স্বরপ্রকৃতি

ক। ১। ধাতু-গণ (২। অদাদিগণ)—ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ—প্রবল রূপে ধাতু-স্বর ও তাহার গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর, ধাতু সংক্ষিপ্ত—লঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

২। অভ্যস্ত-গণ (৩। জুহোত্যাদি)—ধাতু অভ্যস্ত—প্রবল রূপে ধাত্বংশে (ধাত্বক্ষরে বা অভ্যস্তাক্ষরে) স্বর; তাহার প্রভাবে গুণ; অপ্রবল রূপে প্রত্যয় স্বর; স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর প্রথম অক্ষরে প্রত্যয়-স্বর প্রত্যাবর্ত্তন করে—লঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর।

৩। অনুনাসিক-গণ (৭। রুধাদি)—ধাতুর মধ্যে অনুনাসিক বর্ণ, প্রবল রূপে অনুনাসিক বর্ণের প্রবলতা হয়, অর্থাৎ তাহার স্থানে অকারান্ত 'ন' হয় এবং সেই ন-কারে স্বর থাকে, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৪। '-নু'-গণ (৫। স্বাদি)—নুকারের আগম, প্রবল রূপে নুকারের গুণ ও স্বরপ্রাপ্তি (নো), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৫। '-উ'-গণ (৮। তনাদি)—নুগণের ন্যায়, উ-কারাগম এবং প্রবল রূপে উকারের গুণ ও স্বর প্রাপ্তি (ও), অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৬। '-না'-গণ (৯। ক্র্যাদি)—প্রবল রূপে স্বরবান্ 'না' আগম, অপ্রবল রূপে স্বরবিহীন 'নী' আগম ও প্রত্যয়-স্বর—লঙে আগম-স্বর।

খ। ১। অ-গণ (১। ভ্বাদি)—স্বরবিহীন অকার আগম, সর্ব্বত্র ধাতু-স্বর, সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ—লঙে আগম-স্বর।

২। অ-গণ (৬। তুদাদি)—স্বরবান্ অকার আগম, সর্ব্বত্র অকারে স্বর—লঙে আগম-স্বর।

৩। য-গণ (৪। দিবাদি)—স্বরবিহীন য-কারের আগম, সর্ব্বত্র ধাতু স্বর, কিন্তু ধাতুর গুণ হয় না—লঙে আগম-স্বর।

৪। য-গণ (কর্ম্ম ও ভাববাচ্য)—কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে স্বরবান্ য-কারের আগম হয়, অন্যত্র স্বরবিহীন য-গণের ন্যায় কার্য্য।

গ। কারণজ (causative)গণ বা ১০। চুরাদি-গণে '-অয়-'-আগম হয়—লটে আগম স্বর।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে আগম-স্বর—আগমবিহীন হইলে প্রবল রূপে ধাতু-স্বর, অপ্রবল রূপে প্রত্যয়-স্বর—'স' (ষ) আগম হইলে, তাহাতেই স্বর বর্ত্তে।

লিট্—পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর।

লৃট্—সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর, প্রত্যয়ের প্রথম অক্ষরে।

অতঃপর গণ অনুসারে এক একটী ধাতুর সমগ্র রূপ দিয়া স্বরস্থিতি লক্ষিত করিব।

ক। দুহ্ ধাতু, অদাদি বা ধাতুগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	দোগ্ধি	ধোক্ষি	দোহ্মি	দুগ্ধে	ধুক্ষে	দুহে
	দুগ্ধঃ	দুগ্ধঃ	দুহ্বঃ	দুহাতে	দুহাথে	দুহ্বহে
	দুহন্তি	দুগ্ধ	দুহ্মঃ	দুহতে	ধুগ্ধ্বে	দুহ্মহে
লোট্	দোগ্ধু	দুগ্ধি	দোহানি	দুগ্ধাম্	ধুক্ষ্ব	দোহৈ
	দুগ্ধাম্	দুগ্ধম্	দোহাব	দুহাতাম্	দুহাথাম্	দোহাবহৈ
	দুহন্তু	দুগ্ধ	দোহাম	দুহতাম্	ধুগ্ধ্বম্	দোহামহৈ
লঙ্	অধোক্	অধোক্	অদোহম্	অদুগ্ধ	অদুগ্ধাঃ	অদুহি
	অদুগ্ধাম্	অদুগ্ধম্	অদুহ্ব	অদুহাতাম্	অদুহাথাম্	অদুহ্বহি
	অদুহন্	অদুগ্ধ	অদুহ্ম	অদুহত	অধুগ্ধ্বম্	অদুহ্মহি
লিঙ্	দুহ্যাৎ	দুহ্যাঃ	দুহ্যাম্	দুহীত	দুহীথাঃ	দুহীয়
	দুহ্যাতাম্	দুহ্যাতম্	দুহ্যাব	দুহীয়াতাম্	দুহীয়াথাম্	দুহীবহি
	দুহ্যুঃ	দুহ্যাত	দুহ্যাম	দুহীরন্	দুহীধ্বম্	দুহীমহি

শতৃ—দুহৎ, দ্বিষৎ, লিহৎ; স্ত্রীলিঙ্গে—দুহতী, দ্বিষতী, লিহতী
শানচ্—দুহান, দ্বিষাণ, লিহান; „ — দুহানা, দ্বিষাণা, লিহানা

হু ধাতু, অভ্যস্ত বা জুহোত্যাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	জুহোতি	জুহোষি	জুহোমি	জুহুতে	জুহুষে	জুহ্বে
	জুহুতঃ	জুহুথঃ	জুহুবঃ	জুহ্বাতে	জুহ্বাথে	জুহুবহে
	জুহ্বতি	জুহুথ	জুহুমঃ	জুহ্বতে	জুহুধ্বে	জুহুমহে
লোট্	জুহোতু	জুহুধি	জুহবানি	জুহুতাম্	জুহুষ্ব	জুহবৈ
	জুহুতাম্	জুহুতম্	জুহবাব	জুহ্বাতাম্	জুহ্বাথাম্	জুহবাবহৈ
	জুহ্বতু	জুহুত	জুহবাম	জুহ্বতাম্	জুহুধ্বম্	জুহবামহৈ
লঙ্	অজুহোৎ	অজুহোঃ	অজুহবম্	অজুহুত	অজুহুথাঃ	অজুহ্বি
	অজুহুতাম্	অজুহুতম্	অজুহুব	অজুহ্বাতাম্	অজুহ্বাথাম্	অজুহুবহি
	অজুহবুঃ	অজুহুত	অজুহুম	অজুহ্বত	অজুহুধ্বম্	অজুহুমহি
লিঙ্	জুহুয়াৎ	জুহুয়াঃ	জুহুয়াম্	জুহ্বীত	জুহ্বীথাঃ	জুহ্বীয়
	জুহুয়াতাম্	জুহুয়াতম্	জুহুয়াব	জুহ্বীয়াতাম্	জুহ্বীয়াথাম্	জুহ্বীবহি
	জুহুয়ুঃ	জুহুয়াত	জুহুয়াম	জুহ্বীরন্	জুহ্বীধ্বম্	জুহ্বীমহি

হু, ভী, হ্রী, জন্, ধন, চি, যু ধাতুর ধাত্বক্ষরে স্বর; কিন্তু অন্যান্য ধাতুর অভ্যস্ত ভাগের প্রথমার্দ্ধে স্বর থাকে। স্বরাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে সর্ব্বত্র প্রথমাক্ষরে স্বর বর্ত্তে।

লট্	বিভর্ত্তি	বিভর্ষি	বিভর্ম্মি	বিভৃতে	বিভৃষে	বিভ্রে
	বিভৃতঃ	বিভৃথঃ	বিভৃবঃ	বিভ্রাতে	বিভ্রাথে	বিভৃবহে
	বিভ্রতি	বিভৃথ	বিভৃমঃ	বিভ্রতে	বিভৃধ্বে	বিভৃমহে

শতৃ-শানচ্—জুহ্বৎ, জুহ্বতী; বিভ্রৎ, বিভ্রতী; জুহ্বান, বিভ্রাণ।

যুজ্ ধাতু, অনুনাসিক বা রুধাদিগণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট্	যুনক্তি	যুনক্ষি	যুনজ্মি	যুঙ্‌ক্তে	যুঙ্‌ক্ষে	যুঞ্জে
	যুঙ্‌ক্তঃ	যুঙ্‌ক্থঃ	যুঞ্জ্বঃ	যুঞ্জাতে	যুঞ্জাথে	যুঞ্জ্বহে
	যুঞ্জন্তি	যুঙ্‌ক্থ	যুঞ্জ্মঃ	যুঞ্জতে	যুঙ্‌গ্ধ্বে	যুঞ্জ্মহে
লোট্	যুনক্তু	যুঙ্‌গ্ধি	যুনজানি	যুঙ্‌ক্তাম্	যুঙ্‌ক্ষ্ব	যুনজৈ
	যুঙ্‌ক্তাম্	যুঙ্‌ক্তম্	যুনজাব	যুঞ্জাতাম্	যুঞ্জাথাম্	যুনজাবহৈ
	যুঞ্জন্তু	যুঙ্‌ক্ত	যুনজাম	যুঞ্জতাম্	যুঙ্‌গ্ধ্বম্	যুনজামহৈ
লঙ্	অযুনক্	অযুনক্	অযুনজম্	অযুঙ্‌ক্ত	অযুঙ্‌ক্থাঃ	অযুঞ্জি
	অযুঙ্‌ক্তাম্	অযুঙ্‌ক্তম্	অযুঞ্জ্ব	অযুঞ্জাতাম্	অযুঞ্জাথাম্	অযুঞ্জ্বহি
	অযুঞ্জন্	অযুঙ্‌ক্ত	অযুঞ্জ্ম	অযুঞ্জত	অযুঙ্‌গ্ধ্বম্	অযুঞ্জ্মহি
লিঙ্	যুঞ্জ্যাৎ	যুঞ্জ্যাঃ	যুঞ্জ্যাম্	যুঞ্জীত	যুঞ্জীথাঃ	যুঞ্জীয়
	যুঞ্জ্যাতাম্	যুঞ্জ্যাতম্	যুঞ্জ্যাব	যুঞ্জীয়াতাম্	যুঞ্জীয়াথাম্	যুঞ্জীবহি
	যুঞ্জ্যুঃ	যুঞ্জ্যাত	যুঞ্জ্যাম	যুঞ্জীরন্	যুঞ্জীধ্বম্	যুঞ্জীমহি

শতৃ শানচ্—যুঞ্জন্ত, যুঞ্জতী, যুঞ্জান।

'সু' (স্বাদি) ও 'উ' (তনাদি) গণ

লট্	সুনোতি	সুনোষি	সুনোমি	সুনুতে	সুনুষে	সুন্বে
	সুনুতঃ	সুনুথঃ	সুনুবঃ, সুন্বঃ	সুন্বাতে	সুন্বাথে	সুনুবহে, সুন্ব[illegible]
	সুন্বন্তি	সুনুথ	সুনুমঃ, সুন্মঃ	সুন্বতে	সুনুধ্বে	সুনুমহে, সুন্মহে
লোট্	সুনোতু	সুনু [কৃণুহি]	সুনবানি	সুনুতাম্	সুনুষ্ব	সুনবৈ
	সুনুতাম্	সুনুতম	সুনবাব	সুন্বাতাম্	সুন্বাথাম্	সুনবাবহৈ
	সুন্বন্তু	সুনুত	সুনবাম	সুন্বতাম্	সুনুধ্বম্	সুনবামহৈ

লঙ্ ও লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, উভয় বিভক্তিতেই স্বরস্থিতি নির্দ্দিষ্ট। লঙে আগম-স্বর (অসুনোৎ) এবং লিঙে প্রত্যয়-স্বর (সুনুয়াৎ, সুন্বীত)। তনাদিগণ ও স্বাদিগণে স্বরস্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। সুতরাং তনাদি ধাতুর রূপ দিলাম না।

শতৃ-শানচ্—সুন্বন্ত্ (সুন্বতী), তন্বন্ত্ (তন্বতী), আপ্নুবন্ত্ (আপ্নুবতী), সুন্বান, তন্বান, আপ্নুবান।

ক্রী ধাতু, ক্র্যাদি বা 'না'-গণ

	পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
লট	ক্রীণাতি	ক্রীণাসি	ক্রীণামি	ক্রীণীতে	ক্রীণীষে	ক্রীণে
	ক্রীণীতঃ	ক্রীণীথঃ	ক্রীণীবঃ	ক্রীণাতে	ক্রীণাথে	ক্রীণীবহে
	ক্রীণন্তি	ক্রীণীথ	ক্রীণীমঃ	ক্রীণতে	ক্রীণীধ্বে	ক্রীণীমহে
লোট্	ক্রীণাতু	ক্রীণীহি [গৃহাণ]	ক্রীণানি	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীষ	ক্রীণৈ
	ক্রীণীতাম্	ক্রীণীতম্	ক্রীণাব	ক্রীণাতাম্	ক্রীণাথাম্	ক্রীণাবহৈ
	ক্রীণন্তু	ক্রীণীত	ক্রীণাম	ক্রীণতাম্	ক্রীণীধ্বম্	ক্রীণামহৈ

লঙ্ লিঙের রূপ দিলাম না ; কারণ, স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই।

শতৃ-শানচ্—ক্রীণন্ত্ ক্রীণতী, ক্রীণান।

৪র্থ। অকার বা য-কারাগ-বিশিষ্ট গণ-সমূহ। ভ্বাদি, তুদাদি, দিবাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণ। এই সকল গণে স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য নাই। স্বরস্থিতি এই সকল গণে নির্দ্দিষ্ট ; কোনও ব্যতিক্রম নাই। ভ্বাদি ও দিবাদি গণে ধাতু-স্বর ; বৈশিষ্ট্য এই যে, ভ্বাদি গণে সর্ব্বত্র ধাতুর গুণ হয়, দিবাদি গণে হয় না ; যেমন ভবতি, দীব্যতি। তুদাদি ও কর্ম্মবাচ্য গণে সর্ব্বত্র অ বা য আগমে স্বরস্থিতি ; ধাতুর গুণ নাই। তুদতি, ক্রিয়তে। এই সকল গণেও লঙে আগম স্বর ; অভবৎ, অদীব্যৎ, অতুদৎ, অক্রিয়ত।

শতৃ শানচ্—ভবন্ত্ (ভবন্তী), ভবমান ; দীব্যন্ত্ (দীব্যন্তী), দীব্যমান ; তুদন্ত্ (তুদন্তী, তুদতী), তুদমাণ, ক্রিয়মাণ, (ক্রিয়মাণা)।

৫ম। চুরাদিগণেরও নির্দ্দিষ্ট স্বরস্থিতি, যথা—চোরয়তি, চিন্তয়তি ; এবং লঙে আগম-স্বর, যথা—অচোরয়ৎ, অচিন্তয়ৎ।

বেদের ভাষায় লেট্ * বা Subjunctive moodএর একটী নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি ছিল ; উত্তর-কালে ইহার উত্তম পুরুষের (পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ) রূপ লোটের উত্তম পুরুষের রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ লোটের উত্তম পুরুষ প্রথমে ছিল না। এই বিভক্তির রূপ :—

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
সুনবৎ	সুনবঃ	সুনবানি	সুনবতে, সুনবাতৈ	সুনবসে	সুনবৈ
——	——	সুনবাব	——	সুনবৈথে	সুনবাবহৈ
সুনবন্	সুনবথ	সুনবাম	সুনবন্ত	——	সুনবামহৈ
ভবাৎ, ভবাতি	ভবাঃ, ভবাসি	ভবানি	ভবাতে ভবাতৈ	ভবাসে ভবাসৈ	ভবৈ
ভবাতঃ	ভবাথঃ	ভবাব	ভবৈতে	---	ভবাবহৈ
ভবান্	ভবাথ	ভবাম	ভবান্ত, ভবান্তৈ	ভবাধ্বৈ	ভবামহৈ

তিঙন্ত স্বরের অবস্থিতি-বিষয়ে কয়েকটী বিশেষ কথা

১। অদাদি-গণীয় দীর্ঘ স্বরাদি ধাতু ও অপর কয়েকটী ধাতুর সর্ব্বত্র ধাতু-স্বর বজায় থাকে। এই প্রকার কয়েকটী ধাতু—আস্, ঈড্, ঈর্, ঈশ্, চক্ষ্, তক্ষ্, ত্রা, নিন্স্, বস্ (পরিধানে), শিঞ্জ্, শী, সূ প্রভৃতি। স্বপ্, শ্বস্ ও অন্ ধাতুর উত্তর ইডাগম হইলে ধাতু-স্বর ; স্বপিমি, শ্বসিসি, অনিতি। অন্যত্র বিকল্পে ধাতু বা প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি :—স্বপন্তু, শ্বসন্তু ; বা স্বপন্তু, ইত্যাদি। স্বপিতু স্থানে স্বপ্তু (অথ°)। পাণিনি—স্বপাদিহিংসামচ্যনিটি। ৬।১।১৮৮॥ স্বপাদীনাং হিংসেশ্চা নিট্যজাদৌ ল-সার্বধাতুকে পরে আদিরুদাত্তো বা স্যাৎ॥ স্বপন্তি, শ্বসন্তি, হিংসন্তি। পক্ষে প্রত্যয়স্বরেণ মধ্যোদাত্ততা।

২। জুহোত্যাদি-গণীয় ধাতুর অভ্যাসের আদিভাগ উদাত্ত। অভ্যাসানামাদিঃ।৬।১।১৮৯॥ কিন্তু ভী, হু প্রভৃতি কয়েকটী ধাতুর অভ্যাসের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ প্রত্যয়ের পূর্ব্বাংশ উদাত্ত। ভী-হ্রী-ভৃ-হু-মদ-জন-ধন-দরিদ্রা-জাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্বং পিতি। ৬।১। ৯২॥ যোহগ্নি হোত্রং জুহোতি। মমত্তু নঃ পরিজ্মা। মাতা যদ্ বীরং দধনৎ। জাগর্ষি ত্বম্॥ এই গণের ধাতুর পর

---

* লিঙর্থে লেট্। পাণিনি ৩।৪।৭।°লেটোহডাটৌ। ৩।৪।৯৪। লেট্ বিভক্তিতে অট্ বা আট্ আগম হয়। তাহারা পিৎসংজ্ঞ। 'পতাতি বিদ্যুৎ'। 'প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়োহগ্না ভবাতি'। অতি ঐ। ৩।৪।৯৫। আকার স্থানে কখনও কখনও ঐ হয়, "মাদয়ৈতে।" উপসংবাদাশঙ্কয়োশ্চ। পণবন্ধ আশঙ্কায়াং চ লেট্ স্যাৎ। ৩.৪।৮। 'অহমেব পশূনামীশৈ'। 'নেজ্জিহ্মায়ন্তো নরকং পতাম'। ইত্যাদি পাণিনিতে উল্লেখমাত্র আছে। Macdonnell ও Whitney ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

স্বরাদি প্রত্যয় থাকিলে ধাতুর আদিতে স্বরস্থিতি হয়। লোটের উত্তম পুরুষে হু প্রভৃতি ধাতুর দ্বিতীয়াক্ষরে স্বরস্থিতি, কিন্তু অন্য ধাতুসমূহে প্রথমাক্ষরে। ভৃ ধাতু পাণিনির মতে হু প্রভৃতি ধাতুর সহিত গণিত হইলেও এটী ঋগ্বেদাদিতে অন্যরূপ ছিল, অর্থাৎ প্রথমাক্ষরে উদাত্ত স্বর বহন করিত। পরে অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এই গণীয় ধাতুর স্বর নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, স্বরলিপিযুক্ত বেদগ্রন্থের যে সকল পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও একটা শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। আর তাহার উপর অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়াপদে স্বর থাকে না।

৩। জোষি (√ জুষ্), ধক্ষি, পর্ষি (√ পৃ গতৌ), ক্ষেষি (√ ক্ষি শাসনে), জেষি, দর্শি, নেষি, মৎসি, যক্ষি, যংসি, যোৎসি, বক্ষি (√ বহ্), বেষি, শ্রোষি প্রভৃতি কতকগুলি লঙ্ বা লুঙের মধ্যম পুরুষ এক বচনের রূপ পাওয়া যায়। অর্থের হিসাবে ইহারা লোটের স্থানীয়।

৪। অডাগম-বিহীন লঙের কয়েকটী রূপ। জুহোত্যাদিগণ—জিগাৎ, জিহীত, শিশীত। রুধাদিগণ—ভিনৎ, পৃণক্, বৃণক্, পিণক্, শৃণক্। স্বাদি—মিন্বন্, শৃণুত। ক্র্যাদি—শৃণন্, গৃভ্ণত, বৃণত, অশ্নন্। ভ্বাদি—চাবস্, অবঃ দহঃ, বোধৎ, ভরৎ, চরন্, নশন্, বর্ধত, শোচন্ত। দিবাদি—গায়ৎ, পশ্যৎ, পশ্যন্ জায়থাঃ।

লিট্—লিটের স্বরস্থিতি লইয়া বিশেষ কোনও গোলযোগ নাই। পরস্মৈপদের একবচন ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রত্যয়-স্বর। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের একবচনে অভ্যস্ত স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি হয় এবং গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। যেমন, চকার, চকর্থ, চকার; বুবোধ, বুবোধিথ, বুবোধ। মধ্যম পুরুষের একবচনে একটু গোলযোগ আছে। '-থ' প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর গুণ বা বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই হয়, সুতরাং স্বরস্থিতি সেই গুণ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অক্ষরেই হয়। কিন্তু (ইডাগম) ইকারের আগম হইলে যদি ধাতুর রূপ নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে প্রত্যয়ে অর্থাৎ 'থ'কারে স্বরস্থিতি হয়। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লিটে ধাতুর তিন প্রকার রূপ হয়, যেমন, বচ্ ধাতুর উবাচ্, উবচ্, উচ্। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবল রূপ, একটী মধ্যম ও একটী নিতান্ত দুর্ব্বল। ধাতু নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে স্বরহানি হয় না। লিটের স্বরস্থিতি অতি নিয়মিত; সুতরাং একটি ধাতুর রূপ দিলেই পরিস্ফুট হইবে।

পরস্মৈপদ			আত্মনেপদ		
ততান	ততন্থ, তেনিথ	ততান, ততন	তেনে	তেনিষে	তেনে
তেনতুঃ	তেনথুঃ	তেনিব	তেনাতে	তেনাথে	তেনিবহে
তেনুঃ	তেন	তেনিম	তেনিরে	তেনিধ্বে	তেনিমহে

আরও দুই একটি মধ্যম পুরুষের একবচনে রূপ :—বুধ ধাতু—'বুবোধিথ' প্রবল রূপ, ইহার দুর্ব্বল রূপ 'বুবুধে' পদে আছে। নী ধাতু—নিনেথ, নিনয়িথ, উভয়টাই প্রবল রূপ, দুর্ব্বল রূপ 'নিন্যুঃ', দদ ধাতু—দদাথ, দদিথ; দ্বিতীয়টী দুর্ব্বল, 'দদে', 'দদুঃ'। বচ্ ধাতু—উবক্থ, উবচিথ মধ্যম রূপ; প্রবল রূপ—'উবাচ'; দুর্ব্বল—'উচুঃ'। অস্ ধাতুর পরোক্ষার রূপ—আস, আসতুঃ, আসুঃ; আসিথ, আসথুঃ, আস; আস, আসিব, আসিম॥ এখানে সর্ব্বত্র অস্ ধাতুর সমান রূপ হইলেও মধ্যমপুরুষের বহুবচনে প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি॥

কসু-কানচ্—ইহাদের প্রত্যয়-স্বর। বুবুধ্বাংস্, চকৃবাংস্, জক্ষিবাংস্, আদিবাংস্, দদিবাংস, উচিবাংস্, দাশ্বাংস্, জগ্মিবাংস্, জঘ্নিবাংস্। দদান, তেতান, বুবুধান, নিম্নান, জজ্ঞান, উচান, বাবৃধান, বাবসান, দাদৃহাণ, তুতুজান, শশ্রান, তিস্তিরাণ, সস্মাণ। নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দে অনিয়মিত স্বরস্থিতি দেখা যায় :— তুতুজান (এবং তুতুজান), বাবৃধান, শাশদান, শুশুজান, শুশুবান।

পরোক্ষায় বিধি নিষেধ-সম্ভাবনাদি-বাচক ভাব বা mood। আমরা অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কেবল লিটের সত্তা বাচক ভাব বা indicative mood পাই; কিন্তু বেদে subjunctive, imperative ও optative সর্ব্ববিধ ভাব বা mood প্রকাশের রীতি ছিল। সম্ভাবনা-বাচক subjunctive mood এর কতিপয় পদ :— পপ্রথঃ, চাকনঃ, মামহঃ, পিপ্রয়ঃ, রারণঃ (মধ্যম পুং একব°); চাকনৎ, জভরৎ, রারণৎ, সাসহৎ, পিপ্রয়ৎ, (প্রথম পুং একব°); চাকনাম, ততনাম, শূশবাম (উত্তমপুং বহুব°); ততনন্, পপ্রথন্ (প্রথম পুং বহুবচন)। আত্মনেপদী— ততপতে, শশমতে, যুযোজতে, জুজোষতে (প্র° একবচন); চাকনন্ত, ততনন্ত (প্র° পুং বহু°)। স্বরস্থিতির স্থিরতা নাই— জুজোষতি, জুজোষসি, জুজোষথঃ, জুজোষথ, চক্রমন্ত, দধৃষন্ত, রুরুচন্ত; বাবৃধন্ত, চকৃপন্ত।

বিধি-বাচক বা Optative moodএর উদাহরণ :— শুশ্রূয়াঃ, তুতুজ্যাৎ, বভূয়াৎ, শুশ্রূয়াতম্, ববৃত্যুঃ; বাবৃধীথাঃ, শুশ্রূয়াঃ, শিশ্রীতু।

অনুজ্ঞা-বাচক বা Imperative moodএর উদাহরণ :— মুমোচত, পিপ্রয়স্ব। অন্যত্র স্বরলিপি লক্ষিত হয় নাই।

অডাগমযুক্ত লিট্ বা Plu-perfectএর উদাহরণ :— অজগম্, অজগন্ত, অবুভোজীঃ,

অজগ্রভীৎ, অপিপ্রত, অপস্পৃধেথাম্, অদদৃহন্ত্। অডাগমবিহীন রূপ— চাকন্, রারন্, চিকেতম্, জিহিংসীঃ।

লুঙ্—লুঙ্ বিভক্তিতে অডাগম হইলে নিয়মিতভাবে অকারেই স্বরস্থিতি হয়। কিন্তু অডাগম না হইলেই স্বরস্থিতির বিষয়ে চিন্তা। আগমবিহীন লুঙেও সাধারণতঃ দ্, স্, অম্—এই তিনটী প্রবল রূপে ধাতু-স্বর এবং অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর বজায় থাকে। এই সাধারণ নিয়ম। লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুরূপের সাত প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। (১) যে সকল রূপে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগ হয়। (২) যে সকল রূপে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে অকার আগম হয়। (৩) যে সকল রূপে ধাতু অভ্যস্ত হয়। (৪) যে সকল স্থলে ধাতু ও প্রত্যয়ের মধ্যে 'স্' আগম হয়। (৫) যে সকল স্থলে 'ইষ্' আগম হয়। (৬) যে সকল স্থলে 'সিষ্' আগম হয়। (৭) যে সকল স্থলে স্+অ আগম হয়।

(১) অদাৎ, অগাৎ, অধাৎ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আগমবিহীন স-স্বর পদ অতি অল্পই পাওয়া যায়:— দভুঃ, মন্দুঃ, সীমহি, নংশি, গন্মহি, মুখাঃ। কর্ম্মবাচ্যে— ধারি, শ্রাবি, বেদি, জনি, পাদি, সাদি। কর্ম্মবাচ্যে সর্ব্বত্রই আগমবিহীন পদে ধাত্বক্ষরে স্বরস্থিতি। সামবেদে 'ধারি' *সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।*

(২) অসিচৎ, অসিচন্, অবিদম্, অগমৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপ। আগমবিহীন পদ— রুহম্, ভুজৎ, বিদৎ, ব্যত (প্রথম পু° একব°), বিদন্ত, বুধন্ত।

(৩) অভ্যস্ত লুঙ্। অজীজনৎ, অজীজনন্, অচিক্ষিপম্, অচুক্রুধম্, অতিত্রসম্, অপিস্পৃশম্। দীধরঃ, নীনশঃ, জীজনৎ, পীপরৎ, শিশ্রথৎ, দুদ্রবৎ, তুষ্টবৎ।

(৪) 'স্' আগম। অনৈষীৎ, অনৈষুঃ, অচ্ছৈৎসীৎ, অকার্ষ্ম্, অতাংস্তম্, অপ্রাষ্টম্, অবাৎসীৎ ইত্যাদি।

(৫) 'ইষ্' আগম। অপাবিষম্, অপাবিষুঃ (√পূ) অবোধিষম, অরোচিষম্।

(৬) 'সিষ্' আগম। অযাসিষম্, অনংসিষম্, অয়াসিষুঃ, যাসিষ্টম্।

(৭) 'স' আগম। অদিক্ষম্, অদিক্ষন্। ধুক্ষন্, দুক্ষন্, ধুক্ষত, ধুক্ষন্ত।

লুঙের ভাব বা mood। লুঙ দ্বারা চারি প্রকার ভাব প্রকাশই হইত। সত্তা—(Indicative) অভুৎ। সম্ভাবনা—(Subjunctive) করাণি, করসি, ভোজতে, বর্জতে, গমামহৈ, পর্চৎ, জোষৎ, শ্রবৎ, বিদাৎ, বিদাসি, শিষাতৈ, পর্ষথঃ, পর্ষথ, মৎসথ, জেষঃ, বক্ষঃ, নেষৎ, শংসিষম্, জনিষ্টাম্, যক্ষিষ্ট, কানিষঃ, নিন্দিষৎ।

বিধি বা ইচ্ছা (Optative & Precative)—ভূয়াম, অশ্যাম্, আশীয়, অশীমহি, ভূয়াঃ, গম্যাঃ, বিদেয়ম্, সনেয়ম্, শকেম, ভক্ষীয়, ধুক্ষীমহি, মংসীমহি, এধিষীয়, এধিষীমহি, বর্ধিষীমহি।

অনুজ্ঞা (Imperative)—কৃষ, যুক্ষ্ব, কৃধি, শগ্ধি, শ্রুধি, শ্রোতু, সোতু, শ্রুতম্, সুতম্ বোঢ়াম্, গাত, ভূত, কর্ত, গংত, যংত, (গংত) সন, সর, বিদ, রুহতম্, বিদতম্, খাত, জিগৃতম জিগৃত, অজন্তম্, সুষূদত, অবিষ্টি, অবিষ্টম্, হবিত, চনিষ্টম্, তারিষ্টম্, রণিষ্টন, ধুক্ষস্ব।

আশীর্লিঙ্—একটী (ভূ) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম।

পরস্মৈপদ

ভূয়াৎ	ভূয়াঃ	ভূয়াসম্	ভবিষীষ্ট		ভবিষীয়
ভূয়াস্তাম্	ভূয়াস্তম্		ভবিষীয়াস্তাম্	ভবিষীয়াস্থাম্	ভবিষীবহি
ভূয়াসুঃ	ভূয়াস্ত	ভূয়াস্ম	ভবিষীরন্	ভবিষীঢ্বম্	ভবিষীমহি

লৃট—একটী (দা) ধাতুর স্বরযুক্ত রূপ দিলাম

দাস্যতি	দাস্যসি	দাস্যামি	দাস্যতে	দাস্যসে	দাস্যে
দাস্যতঃ	দাস্যথঃ	দাস্যাব	দাস্যেতে	দাস্যেথে	দাস্যাবহে
দাস্যন্তি	দাস্যথ	দাস্যাম	দাস্যন্তে	দাস্যধ্বে	দাস্যামহে

লৃঙ্—সম্ভাবনাবাচক (Conditional) ভবিষ্যৎ। অডাগমে স্বর।

অদাস্যৎ, অদাস্যতাম্ অদাস্যন্, অদাস্যঃ, অদাস্যতম্, অদাস্যত, অদাস্যম্, অদাস্যাব, অদাস্যাম; অদাস্যত, অদাস্যেতাম্, অদাস্যন্ত অদাস্যথাঃ, অদাস্যেথাম্, অদাস্যধ্বম্, অদাস্যে, অদাস্যাবহি, অদাস্যামহি।

লুট্—

পরস্মৈপদ

দাতা	দাতাসি	দাতাস্মি
দাতারৌ	দাতাস্থঃ	দাতাস্বঃ
দাতারঃ	দাতাস্থ	দাতাস্মঃ

আত্মনেপদ

⊥ দাতা	⊥ দাতাসে	⊥ দাতাহে
⊥ দাতারৌ	⊥ দাতাসাথে	⊥ দাতাস্বহে
⊥ দাতারঃ	⊥ দাতাধ্বে	⊥ দাতাস্মহে

কৃদন্ত স্বর

যে সকল কৃদন্ত পদে কেবলমাত্র ধাত্বর্থপ্রকাশ্য ভাবটী নির্লিপ্তভাবে প্রকাশ পায়, তাহাতে ধাতু-স্বর, অন্যত্র প্রত্যয়-স্বর। যে সকল পদ বিশেষণ বা বস্তু বা ব্যক্তিবাচক অথবা কোনও বস্তুর সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাদের প্রত্যয়-স্বর। ফলতঃ প্রত্যয়-স্বর-বিশিষ্ট কৃদন্ত-পদের সংখ্যাই অধিক; কারণ, সম্পর্কবিহীন ভাবমাত্র ভাষায় স্থিতিশীল হয় না। এইটীকে সাধারণ নিয়ম বলা যায়। কিন্তু ব্যতিরেকও যথেষ্ট। বহু-অক্ষর-বিশিষ্ট (Pollysyllabic) কৃদন্ত-পদের আদ্যাক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি; কোথাও কোথাও উপধা স্বরে, কোথাও কোথাও সামান্য একটু স্থানান্তরিত। * অভিন্ন পদে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম দ্বারা অর্থ-বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। প্রথমাক্ষরে (ধাত্বক্ষরে) স্বরবিশিষ্ট পদ যদি অনন্বিত ভাব মাত্র প্রকাশ করে, সেই পদ প্রত্যয়-স্বরবিশিষ্ট হইলে বস্তু বা ব্যক্তির বাচক, অথবা বিশেষণ হয়। নপুংসক লিঙ্গের ভাব সম্ভবতঃ নির্লিপ্ত ভাব। তাই ধাতুস্বর দ্বারা সময়ে সময়ে নপুংসক লিঙ্গ শব্দ সাধিত হয়; আবার সেই শব্দই প্রত্যয়-স্বর পাইলে পুংলিঙ্গ হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্বরও সাধারণতঃ প্রত্যয়ে অবস্থিত হয়। অতঃপর আমরা নানাবিধ কৃদন্ত পদের উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদের স্বর প্রদর্শন করিব।

১। প্রত্যয়বিহীন কৃদন্ত পদ। ধাতু অভ্যস্ত বা উপসর্গবিশিষ্ট। স⊥ম্ভদ্, চি⊥কিৎ, দ⊥দৃহ,

---

* No general laws governing the place of the accent are to be recognized: each suffix must in this respect be considered by itself.

In connection with a very few suffixes is to be recognised a certain degree of tendency to accent the root in case of a *nomen actionis* or infinitival derivative, and the ending in the case of a *nomen agentis* or participial derivative: * * *. Differences of accent in words made by the same suffix are also occasionally connected with differences of gender. * * * *

1145. As regards their signification, the primary derivatives fall in general into two great classes, the one indicating the action expressed by the verbal root, the other the person or thing in which the action appears, the agent or actor—the latter, either substantively or adjectively. The one class in more abstract, infinitival; the other is more concrete, participal. Other meanings may in the main be viewed as modifications or specializations of these two.

—Whitney, Sanskrit Grammar—1144-45.

দিহ্বা, দিহ্বাৎ, হুহু, নেনী, যবীযুধ্, জগৎ, শ্রুৎ (শ্রুৎকর্ণ), অবসা, উপবক্তৃ, পরিজ্রী, উপস্থ, উপরিষ্ঠ।

২। অ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা অসংখ্য কৃদন্ত (ও তদ্ধিত) পদ সাধিত হয় এবং নানারূপ অর্থ প্রকাশ করে। কখনও কখনও ধাতু-স্বরের গুণ (কচিৎ বৃদ্ধি) হয়।

নির্লিপ্ত ভাব-প্রকাশ—শ্রম, গ্রহ. অয় (গতি), বেদ, (জ্ঞান), হব, (আহ্বান), ক্রোধ, জোষ, (উপভোগ), তর (পার হওয়া). সর্গ (সৃষ্টি)।

অন্বিতার্থ প্রকাশ—ক্ষম (সহিষ্ণু), স্বজ (শক্ত), জীব (প্রাণী), মেঘ, প্লব (নৌকা), সর (সরিৎ), সর্প (সরীসৃপ), ভোজ (বস্তুবাচক), খাদ (ভোজনকারী)।

স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমে অর্থবিভিন্নতা—এষ (ত্বরা), এষ (ত্বরান্বিত); শাস (আদেশ), শাস (আদেশকর্ত্তা); শোক (দুঃখ), শোক (হতভাগ্য); শাক (শক্তি), শাক (শক্তিমান্)। [করণ (কার্য্য), করণ (তৎপর); কৃপণ (কষ্ট), কৃপণ (হতভাগ্য); অপস্ (কর্ম্ম), অপস্ (পটু); যশস্ (সৌন্দর্য্য), যশস্ (শোভন); তরস্ (ত্বরা), তরস্ (সত্বর); তবস্ (শক্তি), তবস্ (শক্তিমান্); মহস্ (মহত্ত্ব) মহস্ (মহান্); রক্ষস্ (নপুংসক), রক্ষস্ (পুংলিঙ্গ); ত্যজস্ (ত্যাগ নপুং), ত্যজস্ (অপত্য পুং); ব্রহ্মন্ (নির্লিপ্ত ভাবমাত্র, নপুং), ব্রহ্মন্ (পুরোহিত, পুং); দামন্ (দান, নপুং), দামন্ (দাতা, পুং); ধর্মন্ (নিয়ম, নপুং), ধর্মন্ (আদেশকর্ত্তা, পুং); সদ্মন্ (আসন, নপুং), সদ্মন্ (উপবিষ্ট পুং)।]

জয়, জব, স্মর সম্ভবতঃ অন্বিত বস্তুবাচক *। শ্রব, মোঘ, স্তব সম্ভবতঃ ভাবমাত্র বাচক।

ভাববাচক (আদিস্বরের বৃদ্ধি)। কাম (ইচ্ছা)। বস্তুবাচক—ভাগ (অংশ),† নাদ (গোলমাল),† দাব (অগ্নি),† তার (তরণ),† গ্রাভ (আক্রমণকারী), বাহ (বহনকারী), নায় (নেতা), জার (প্রণয়ী)। এইরূপ, জেষ, নেষ, পর্ষ, পৃক্ষ।

---

* হুইটনি এইগুলিকে exception বলিয়াছেন। "But exceptions are numerous—* * *—and the subject calls for a much wider and deeper investigation than it has yet received, before the accentuation referred to can be set up as a law of the language in derivation.

† Whitneyর মতে ভাববাচক।

অভ্যস্ত ধাতু—চচর, দৃধ্র, দধৃষ, বভ্র, শিশর, শিশ্নথ, সস্র, মুমুর, মরীমৃশ, মলীম্লুচ, চলাচল, চরাচর, কনিক্রদ, বরীবৃত, সরীসৃপ, পনিস্পদ, সনিষ্যদ, সনিস্রস, ঘনাঘন।

উপসর্গসহ। সঙ্গম (সভা), নিমেষ, অভিদ্রোহ (শত্রুতাচরণ), অনুকর (সাহায্য), উদান (উৎসাহ), প্রত্যাশ্রাব (প্রত্যুক্তি), পরিচর (ভ্রমণশীল), সংজয় (বিজয়ী), বিবোধ (জাগরণশীল), অতিযাজ (অতিভক্তিমান্), উদার (উন্নত), উত্তুদ (প্রবোধনকারী), সংগির (যাহাতে গিলে), আদর্দির (ছেদনশীল), অভিচংক্রম (আরোহণশীল)।

পদমধ্যে বা উপসর্গে স্বর—উৎপাত (আপদ), আশ্রেষ (সংক্রামক রোগ), ব্যোষ-(বি+ওষ=দাহ), প্রতিবেশ (প্রতিবেশী), আভগ (অংশী), সংকাশ (মূর্তি, দর্শন)।

আ-প্রত্যয়। ঈশা (প্রভুত্ব), ক্রীড়া, দয়া, নিন্দা, শঙ্কা, হিংসা,* ক্ষমা,* ক্ষুধা,* ভাষা,* সেবা,* স্পৃহা,* জিগীষা, ভিক্ষা, বীর্ৎসা, বীভৎসা, অশ্বয়া, সুক্রতূয়া, অপস্যা, উরুষ্যা, অসূয়া, অশনয়া, জীবনস্যা, মৃগয়া,* তৃষা, জিহ্বা, জঙ্ঘা, ইচ্ছা,* ঋচ্ছা *।

অন-প্রত্যয়। সদন, রক্ষণ, দান চয়ন, বেদন (প্রাপ্তি, অর্থ), হবন, ভোজন, করণ, বর্ধন, তপন, চেতন, চোদন; চাতন, নাশন, মাদন, বাচন, বাসন, বাহন, সাদন, স্পাশন, স্বাদন, আয়ন, যাবন, পারণ। **উপসর্গ সহ।** আক্রমণ, উদ্যান, নিধান, প্রাণন, বিমোচন, সঙ্গমন, (সভা, মেলন, মিলনকারী), অধিবিকর্ত্তন (কাটিয়া ফেলা), অবপ্রভ্রংশন (পড়িয়া যাওয়া)। **স্ত্রীলিঙ্গে।** চোদনী, পেশনী, স্পারণী, অঞ্জনী, প্রোক্ষণী, সংগ্রহণী, অভিষবনী, বিধরণী। **আকারান্ত হইলে অন্ত্যস্বর।** সুপসর্পণা (অনায়াসগম্যা), অনপবাচনা (অপবাচনের অযোগ্যা, দূর করিয়া দিবার আদেশের অযোগ্যা); কিন্তু ষড়্‌বিধানা (ষড়বিধ)। স্মরণা, স্পন্দনা, অশনা, অসনা, মননা, দ্যোতনা, রোধনা, শ্বেতনা, হসনা, রণনা, কপনা। **অনী-প্রত্যয়ের কয়েকটী পদ।** অর্ধণী, চেতনী, তপনী, পৃশনী, বৃজনী, রজনী (স্বরবিহীন), তেদনী। **অন্ত্যপূর্ব্ব অক্ষরে স্বর।** দোহন, মনন (বিজ্ঞ), ভন্দন (সানন্দ), মন্দন (উৎফুল্ল), সক্ষণ (বিজয়ী),

* সস্বর রূপ পাওয়া যায় নাই। 'জঙ্ঘা' বোধ হয়, ব্যতিক্রম অথবা অর্থান্তরপ্রাপ্তি। এই সমস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। বোধ হয়, সেইজন্য প্রত্যয়-স্বর। অর্থ ভাববাচক। জিহ্বা, তৃষা, জঙ্ঘা বস্তুবাচক।

দংসন (শোভন কর্ম্ম), বৃজন, (বেষ্টন, নগর), বেষণ (সেবা, দাস্য), কিরণ (রজঃ, অংশু)। তুরণা, অর্হণা, জরণা, বর্হণা, ভন্দনা, মংহনা, মেহনা, বধনা, বননা, বক্ষণা, উশনা, প্রভৃতি কয়েকটা শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম নাই। **আদ্যক্ষরে স্বর।** উরণ, ধুবন, পৃশন, ভুবন, বৃজন, বৃষণ, সুবন, যোষনা, যোষন্ (যোষা), পৃতনা।

অস্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ক্লীবলিঙ্গ ও ভাবপ্রকাশক। অবস্ (অনুগ্রহ), তপস্ (উষ্মা), প্রয়স্ (আনন্দ), তেজস্, শ্রবস্ (সুনাম), দোহস্ (দোহন), করস্ (কর্ম্ম) প্রথস্ (স্থূলতা), চেতস্, মনস্, চক্ষস্ (নয়ন), সরস্ (পুষ্করিণী), বচস্ (বাক্য), যুবস্ (ত্বরা) জবস্ (ত্বরা), উরস্ (বক্ষঃ), মৃধস্ (অবজ্ঞা), শিরস্ ; বাচস্, বাসস্, বাহস্, পাজস্, পাথস্, হেষস্ (অস্ত্র), পীবস্, ধায়স্, গায়স্, ভাস্, জ্ঞাস্, মাস্। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক।** তোশস্ (দানশীল), যজস্ (যাগশীল), বেধস্ (পুণ্যপ্রাণ), আহনস্ (অগ্রসর), বেশস্, ধ্বরস্, মৃগয়স্ (বন্যমৃগ), জরস্ (শেষজীবন), ভিয়স্ (ভীতি), হবস্ (আহ্বান), ত্বেষস্ (উত্তেজনা), উষস্ (উষা), দোষস্ (রাত্রি), উপস্ (উৎসঙ্গ), অপ্সরস্ (স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন)। **সহস্ (নপুং), জরস্ (স্ত্রী°)।**

তস্, নস্, সস্ প্রত্যয়। রেতস্ (বীজ), স্রোতস্, অপ্নস্ (প্রাপ্তি), অর্ণস্ (বীচি), ভর্ণস্ (উপহার), রেক্নস্ (অর্থ, সম্পত্তি), দ্রবিণস্ (ধন), পরীণস্ (পূর্ণতা), দমূনস্ (গৃহের বন্ধু), বপ্সস্ (সৌন্দর্য্য), তরূষস্।

ইস্ প্রত্যয়। জ্যোতিস্ (আলোক), ব্যথিস্, আমিস্ (মাংস), অর্চিস্, রোচিস্, শোচিস্ (দীপ্তি) ; ছদিস্, ছর্দিস্ (আচ্ছাদন) ; বর্হিস্ (কুশ), বর্তিস্ (পথ), হবিস্ (আজ্য), দ্যোতিস্, ক্রবিস্ (আমমাংস)। পাথিস্, মহিস্, তুবিস্।

উস্ প্রত্যয়। তপুস্ (তাপ, তপ্ত), অরুস্ (বেদনা, ক্ষত), আয়ুস্, তরুস্, পুরুস্, মুহুস্, মিথুস্, যজুস্, শ্রামুস্। জনুস্ (জন্ম), মনুস্ (মানব), নহুস্ (নাম), জয়ুস্, বপুস্, দক্ষুস্ (দাহ)।

ই প্রত্যয়। ভাববাচক স্ত্রীলিঙ্গ। রুচি (দীপ্তি), ত্বিষি (দীপ্তি), কৃষি, নৃত্তি (নৃত্য), রোপি (যাতনা), শোচি (দীপ্তি), বনি ও সনি (প্রাপ্তি), গ্রাহি (আক্রমণ), ধ্রাজি (গতি), আজি (ধাবন), দুষি (দোষ), শুচি (উজ্জ্বল), ভূমি (চঞ্চল), গৃভি (আধার), অরি (শত্রু),

মহি (বৃহৎ), অর্চি (রশ্মি), গ্রন্থি (বন্ধন), ক্রীড়ি (খেলা), কার্ষি, জানি, শারি, সাচি, দ্রাপি (আস্তরণ), রাশি, পাণি। * **অভ্যস্ত ধাতু।** চক্রি, জঘ্রি (√ঘ্র), পপ্রি, সস্রি, বব্রি, বব্রি। জগ্মি, জজ্ঞি (√জন্), জঘ্নি, সস্নি, সুষ্বি, দদি, পপি, যযি, দধি, জগুরি, ততুরি, পপুরি, (পুপুরি) চিকিতি, যুযুধি, বিবিচি, তাতৃপি, দাধৃষি, বাবহি সাসহি, তুতুজি, (তূতুজি), যুযুবি, যুযুধি, জর্ভরি, বম্ভারি, কর্করি, (বীণা), দুন্দুভি, (ঢক্কা)। **উপসর্গ সহিত।** আযজি, ব্যানশি, রিজঘ্নি, পরাদদি, বৃষসহি, আজানি, আমুরি, বিবব্রি। অন্তর্ধি, উদধি, নিধি, পরিধি, [এই সকল স্থানে 'ধি' প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত] আদি (√দা) প্রতিষ্ঠি (√স্থা) †। অক্ষি, অস্থি, দধি প্রভৃতি নপুংসকলিঙ্গ। নপুংসকলিঙ্গের সংখ্যা অল্প।

ঈ প্রত্যয়। নদী, নন্দী, পেষী, বক্ষী, বেশী, শাকী, শচী, শমী, শিমী। অন্যান্য প্রত্যয়ের স্ত্রীলিঙ্গে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। ঈ প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ—রথী, প্রাবী, স্তরী, অহী, অপথী। স্বরস্থিতির ব্যত্যয়ে লিঙ্গপরিবর্তন। পুং কল্যাণ, স্ত্রী° কল্যাণী ; পুং পুরুষ, স্ত্রী° পুরুষী। কিন্তু পুং যম, স্ত্রী° যমী। নদী, লক্ষ্মী, সূর্মী প্রভৃতির পুংলিঙ্গ নাই।

তি প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। [পুংলিঙ্গ ও বিশেষণ পদের উদাহরণ বিরল হইলেও আছে।] অধিকাংশ পদেই স্বরস্থিতি ধাতুতে ; তবে কতকগুলি উদাহরণে প্রত্যয়-স্বরও দেখা যায়। হুইটনী 'ত' (ক্ত) প্রত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়েও স্বরস্থিতি স্বাভাবিক মনে করিয়াছিলেন। ৬০ পদে ধাতু-স্বর ও ৫০ পদে প্রত্যয়-স্বর পাইয়াছেন, এবং ১৪০ পদে স্বরস্থিতির নির্ণয় হয় নাই। ইতি, ঋতি, চিত্তি, তৃপ্তি, পক্তি, পুষ্টি, ভূতি, ভৃতি, বৃষ্টি, শক্তি, শ্রুষ্টি, সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি শব্দে উভয়বিধ স্বরস্থিতি তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ সে সকল স্থলে অর্থবিভিন্নতা ছিল। তি প্রত্যয় ভাববাচক। ধাত্বংশে স্বরস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে 'বৃষ্টি' শব্দে 'জল' বুঝাইলে ধাতু-স্বর থাকিবে কেন ? এরূপ অর্থ বিরল নহে। ভাববাচক শব্দ প্রায়ই বস্তুবাচক হইয়া পড়ে। কিন্তু বস্তুবাচক শব্দ প্রায় ভাববাচক হয় না।

রাতি (দান), উতি (সাহায্য), রীতি (প্রবাহ), স্তুতি (স্তব), ভক্তি (বিভাগ), বিষ্টি (সেবা, দাসত্ব), কীর্তি (যশঃ), পূর্তি (দান), মতি (চিন্তা), পীতি (√পা, পান বা পেয়),

* "The variety of accent—reducible to no rule."—Whitney.

† "Opinions are at variance as to whether such forms are to be regarded as made with the suffix -i, displacing the radical syllable (আ) ā, or with weakening of ā to i".— Whitney.

ধৌতি (সরিৎ √ধাব্),* গীতি, শান্তি, দিতি (অংশ, ছেদন √দা), দৃষ্টি, ইষ্টি (√যজ্), উক্তি (√বচ্), বৃদ্ধি। গুপ্তি, রতি, তন্তি (√তন্), রন্তি (√রন্)। নঞর্থক অ পূর্ব্বে থাকিলে তাহাতেই স্বরস্থিতি হয়। অহতি, অহস্তি (√হন্)। দা (=দান বা ছেদন) ধাতুর উত্তর তি যোগে '-ত্তি' হয়, পূর্ব্বে অন্ত শব্দের সমাস হইলে। সম্প্রত্তি, পরিত্তি, বসুত্তি, ভগত্তি, মঘত্তি (ক্ত যোগে '-ত্ত' হয়,—আত্ত, অনুত্ত, পরীত্ত, প্রত্ত, প্রতীত্ত, দেবত্ত†)। **অভ্যস্ত ধাতু হইতে**। চর্কৃতি, দীধিতি, দীদিতি, জিগর্তি, যযাতি (নাম, পুংলিঙ্গ), জগ্ধি (√জক্ষ্)। **উপসর্গ সহ**। অনুমতি, অভীতি, আহুতি, নিরৃথতি, ব্যাপ্তি, সংগতি [এই সকল শব্দে ক্ত প্রত্যয়ের অনুরূপ স্বরস্থিতি।] আসক্তি, আসুতি, অভিষ্টি, অভিষ্টি। **বিশেষণ বা বস্তুবাচক শব্দ**। পুতি (গলিত, পচা), বষ্টি (ব্যস্ত), ধূতি (কম্পন), জ্ঞাতি (বান্ধব), পত্তি (পাদচারী সৈন্য), পতি। **ইকার প্রভৃতি স্বরাগম সহ**। সনিতি, ধ্রাজীতি, স্নীহিতী, স্নেহিতী, অংহতি, দৃশতি, পক্ষতি, মিথতি, বসতি, রমতি, ব্রততি, অমতি ও অমতি, অরতি, খলতি, বৃকতি, রমতি। কতি, ততি, যতি প্রভৃতি সর্বনাম শব্দ ও দশতি, বিংশতি, ষষ্টি, পঙ্‌ক্তি (পঞ্চন্ হইতে) প্রভৃতি শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয়।

নি প্রত্যয়। জ্যানি (ক্ষতি, জীর্ণতা), জূর্ণি (তাপ), হানি, ঘৃণি, জীর্ণি, বহ্নি (বহন), জূর্ণি (গান), তূর্ণি (ত্বরা), ভূর্ণি (উত্তেজনা), ধর্ণি (ধারণ), প্রেণি (প্রিয়), বৃষ্ণি ও বৃষ্ণি (পৌংস্য), পৃশ্নি (চিহ্নিত), যোনি, মেনি, শ্রেণি, শ্রোণি। হ্রাহুনি (হ্লাহুনি)।

অনি প্রত্যয়। ইষণি (ইচ্ছা), শরণি (ক্ষতি), দ্যোতনি (দীপ্তি), ক্ষিপণি (আঘাত), অশনি (অস্ত্র), বর্তনি (পথ), অরণি (অগ্নিযষ্টি match stick), চরণি (গতি), চক্ষণি (দ্যোতক), তরণি (সত্বর), ধমনি (নল), ধ্বসনি (বিক্ষেপণ), বক্ষণি (তেজোবর্দ্ধন), সরণি (পথ), রুরুক্ষণি, সিষাসনি, আশুশুক্ষণি, পর্ষণি, সক্ষণি, চর্ষণি।

অন্ প্রত্যয়। মহন্ (মহত্ত্ব), রাজন্ (প্রভুত্ব), [রাজন্, রাজা, স্বরস্থিতি বিপরীত অর্থের অনুকূল] গম্ভন্ (গভীরতা); উক্ষন্ (বৃষ), চক্ষন্ (চক্ষু), তক্ষন্ (সূত্রধর), ধ্বসন্

---

* হ্যুইটনী প্রথমগুলিকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এগুলির অধিকাংশই বস্তুবাচক।

† বাঙ্গালা 'দেবোত্তর,' 'ব্রহ্মোত্তর,' 'শিবোত্তর' প্রভৃতি শব্দের বোধ হয়, এই মূল।

(নাম), পূষন্ (নাম), মজ্জন্ (মজ্জা), বৃষন্ (বীর, বৃষ), সবন্, স্নীহন্, জ্মন্, শন্, যুবন্, যোষন্, অহন্, ঊধন্।

তু প্রত্যয়। এই প্রত্যয় যোগে বহু অসমাপিকা বা infinitive সাধিত হয়। দাতু (অংশ), জাতু (জন্ম), ধাতু (উপাদান), তন্তু (সূত্র), মন্তু (মন্ত্রণা), ওতু (বস্ত্রের বিস্তার অংশ), সেতু (বন্ধন), সোতু (চাপ), ক্রতু (শক্তি), সক্থু (দৃঢ়তা), এইগুলি **পুংলিঙ্গ।** **স্ত্রীলিঙ্গে**—বস্তু (প্রাতঃকাল)। **নপুংসকলিঙ্গে**—বাস্তু (গৃহ)। অক্তু (রশ্মি), জন্তু (জীব), গাতু (গান, পথ), যাতু (রাক্ষস), হেতু (কারণ), কেতু (পতাকা), **পুংলিঙ্গ।** ঋতু, পিতু (পানীয়, খাদ্য), সূতু (প্রসব)। এধতু, বহতু, তন্যতু, তপ্যতু, সিষাসতু, জীবাতু।

নু প্রত্যয়। ক্ষেপ্নু (কম্পন), ভানু (কিরণ, সূর্য্য), বগ্নু (শব্দ), সূনু (পুত্র), দানু (দানব, পুং ও স্ত্রী° ; নপুংসক লিঙ্গে বিন্দু, শিশির), ধেনু, গৃধ্নু (সত্বর), তপ্নু (তাপন), ধৃষ্ণু, বিষ্ণু, স্থানু (স্তম্ভ), ক্ষিপ্নু (অস্ত্র), ক্রন্দনু, নবনু (নাদনশীল), নভনু (-নু, প্রস্রবণ), বিভঞ্জনু (ভঙ্গকর) কৃশানু।

থ প্রত্যয়। ভাববাচক বিশেষ্য পদ। অর্থ, গাথ (গান), ভৃথ (উপহার), যথ, রথ,—এই শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। উক্থ (কথা), তীর্থ, নীথ (গান), রিক্থ (উত্তরাধিকার, সম্পত্তি), পৃষ্ঠ,—ক্লীবলিঙ্গ। গাথা, নীথা, (পথ),—স্ত্রীলিঙ্গ। নিঋথ (ধ্বংস), সংগথ (মিলন), বিজিগীথ (বিজয়ী)। অনথ (শ্বাস), অয়থ (চরণ), চরথ (বিচরণ), ত্বেষথ (তেজঃ), প্রোথথ, যজথ, রবথ, বক্ষথ, উচথ, বিদথ, শংসথ, শপথ, শয়থ, শ্বয়থ, শ্বসথ, সচথ, স্তনথ, স্তবথ, শ্রবথ, রুবথ, আবসথ, (বাস), প্রবসথ (প্রবাস, অনুপস্থিতি), প্রাণথ (শ্বাস), বরূথ (রক্ষা), জরূথ (ক্ষয়)।

থু বা অথু প্রত্যয়। এজথু (কম্পন), বেপথু, স্তনথু, (গর্জন), নন্দথু, নদথু।

যু প্রত্যয়। মন্যু (ক্রোধ), মৃত্যু, (দ্রুহ্যু), ভুজ্যু (শুন্ধ্যু) (পবিত্র), যজ্যু (পুণ্যপ্রাণ), সহ্যু (ক্ষম), দস্যু (শত্রু), জায়ু (বিজয়ী)।

ম প্রত্যয়। অজ্ম (গতি), ঘর্ম (তাপ), এম (অগ্রসৃতি), ভাম (উজ্জ্বলতা), সর্ম (প্রবাহ), স্তোম (স্তব), তিগ্ম (তীক্ষ্ণ), ভীম (ভয়ঙ্কর), শগ্ম, (শক্তিমান্), ইধ্ম (ইন্ধন), যুধ্ম (যোদ্ধা), তুতুম (ক্ষমতাবান্), সরমা। তোক্ম, দম, ধর্ম, নর্ম, যাম, সোম, হোম।

মি প্রত্যয়। ঊর্মি, সূর্মী (নল), জামি (বা...), ভূমি, (-মী), লক্ষ্মি (চিহ্ন), রশ্মি (কিরণ, গুণ), রুক্মি।

মন্ প্রত্যয়। অধিকাংশই ভাববাচক নপুংসক, ধাতুস্বর-বিশিষ্ট। অল্প কতকগুলি পুংলিঙ্গ ও অন্ত্যস্বর-বিশিষ্ট। কর্মন্, জন্মন্, নামন্, বর্ত্মন্, বেশ্মন্ (গৃহ), হোমন্, দ্যোত্মন্।

পুংলিঙ্গ অথচ ভাববাচক—ওমন্ (অনুগ্রহ), ওজ্মন্ (শক্তি), জেমন্ (জয়), স্বাদ্মন্ (স্বাদুতা), হেমন্ (উত্তেজনা)। ব্রহ্মন্ (পূজা) ও ব্রহ্মন্ (পুরোহিত) ইত্যাদি স্বরস্থিতি অনুসারে অর্থ ও লিঙ্গ পরিবর্ত্তনের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। অশ্মন্ (প্রস্তর)* নপুংসক। উদ্মন্, উষ্মন্, উষ্মন্, ভূমন্ (পৃথিবী), ভূমন্ (প্রাচুর্য্য), স্যমন্, সীমন্, ভুজ্মন্, বিদ্মন্ শিক্মন্, কার্ষ্মন্, ভার্মন্, শাক্মন্। **উপসর্গসহ**। প্রভর্মন্ (উৎপাদন), প্রযামন্ (প্রস্থান), অনুবর্ত্মন্ (অনুবর্ত্তন)। ব্যতিক্রম :— প্রতিবর্ত্মন্, বিসর্মন্, বিজামন্।

জনিমন্, বরিমন্ (বরিমন্), দরীমন্, ধরীমন্, পরীমন্ (পরেমন্), ভরীমন্, বরীমন্, সরীমন্, স্তরীমন্, সবীমন্, হবীমন্—**নপুংসক লিঙ্গ।** ঈমন্ প্রত্যয়ান্ত পদগুলি ঋগ্বেদে মাত্র পাওয়া যায়; উত্তরকালে ইমন্ প্রত্যয় প্রায় পুংলিঙ্গ। বেদে নপুংসক লিঙ্গেরই অধিক প্রয়োগ। তনিমন্, জরিমন্, প্রথিমন, মহিমন্, বরিমন্, (বরিমন্, বরীমন্), বর্ষিমন্ (বর্ষ্মন্, বর্ষমন্) হরিমন্, দ্রাঘিমন্ (দ্রাঘ্মন্)—**পুংলিঙ্গ**। এই ইমন্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দসমূহকে বিশেষণ হইতে সিদ্ধ ভাববাচক বিশেষ্য বলিয়া ধরা হয়। যথা.—'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্', 'উরু' হইতে 'বরিমন্' ইত্যাদি। ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয়ও এই প্রকার বিশেষণের উত্তর বিহিত বলিয়া ধরা হয়। 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ' না বলিয়া 'ক্ষিপ্র' হইতে 'ক্ষেপিষ্ঠ'। বৃ ধাতু হইতে 'বরিষ্ঠ', বা শ্রি ধাতু হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বা কণ্ ধাতু হইতে 'কণিষ্ঠ' না হইয়া 'উরু', 'প্রশস্য' ও 'অল্প' হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই প্রকার 'দীর্ঘ' হইতে 'দ্রাঘিমন্'। কিন্তু বেদে ধাতু হইতেই এই প্রকার ইষ্ঠ, ইমন্ প্রভৃতি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ গঠিত হইত। ব্রাহ্মণে ধূম্রীমন্, দ্রঢ়িমন্, অণিমন্, স্থেমন্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আরম্ভ হয় এবং উত্তরকালে বিশেষণমাত্রে এই প্রত্যয় প্রয়োজ্য হইয়াছে। যথা, লোহিতিমন্, মধুরিমন্, পূর্ণিমন্, কৃষ্ণীমন্, শোণীমন্। এই সকল ক্ষেত্রে ইমন্ তদ্ধিত-প্রত্যয়।

---

* Whitney বলেন, পুংলিঙ্গ। "Though masculine, is accented on the radical syllable.

বন্ প্রত্যয়। যজ্বন্ (যাজ্ঞিক), দ্রুহ্বন্ (অনিষ্টকর), শক্বন্ (সমর্থ), রিক্বন্ (ত্যাগী), জিত্বন্ (জয়শীল), সুত্বন্ (সবনশীল), কৃত্বন্ (কর্ম্মঠ), গত্বন্ (গমনশীল), সত্বন্ (যোদ্ধা, √সন্)—পুংলিঙ্গ। পর্বন্ (গ্রন্থি), ধন্বন্ (ধনুক),—**নপুংসক।** অর্বন্ (দ্রুতগতিশীল অশ্ব)। **উপসর্গ সহ।** উপহ্বন্ (বয়স্ক), সংভৃত্বন্ (সংগ্রহকারী), বিবস্বন্ (উজ্জ্বল)। মুষীবন্ (দস্যু), সনিত্বন্, রয়াবন্, চিকিত্বন্। **বন, বনি, বনু প্রত্যয়।** বগ্বন (বাচাল), সত্বন (যোদ্ধা), শুশুক্বন (উজ্জ্বল)। তুর্বণি (অতিক্রমী), ভুর্বণি (চঞ্চল), শুশুক্বনি, দধৃষণি (সাহসিক), তুতুর্বণি (সচেষ্ট), জুগুর্বণি (প্রশংসাকারী), অর্হরিষণি। বগ্বনু (স্বর, কোলাহল)।

বর প্রত্যয়। **পুংলিঙ্গ বিশেষণ**—ইত্বর (গতিশীল), অদ্বর (ভোজনশীল), ঈশ্বর, কর্বর, ভাবর, ভাস্বর, ব্যধ্বর, স্থাবর, বিদ্বল, যাযাবর। **স্ত্রীলিঙ্গ**—যজ্বরী, সৃত্বরী, জিত্বরী, শীবরী ; বন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গেও '-বরী' হয়। **ক্লীবলিঙ্গ**—কর্বর (কর্ম) গহ্বর (গুহা)। উর্বরা, উর্বরী (রজ্জু)—স্ত্রীলিঙ্গ।

অতঃপর কেবল বিশেষণ, বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক কৃদন্তের প্রত্যয় ঃ—

অৎ (অন্ত্) প্রত্যয়। বৃহন্ত্, মহন্ত্, পৃষন্ত্, (চিহ্নিত), রুশন্ত্ (উজ্জ্বল), জগৎ, হ্রস্ত্ (ক্ষুদ্র), দন্ত্ (দশন), জুহ্বৎ, চক্ষৎ, ভবন্ত্ [শতৃ।]

বস্ প্রত্যয়। শিকস্ (কৌশলী), বরিবস্ (বিস্তার, স্থান)।

মান, আন প্রত্যয়। অপ্নবান, পৃথবান, চ্যবান, চ্যবতান, পর্শান (গর্ত্ত)।

ত, ন প্রত্যয় (ক্ত)। **সর্ব্বত্র প্রত্যয়-স্বর।** **ন প্রত্যয়ে ব্যতিক্রম।** তৃষ্ট (অমসৃণ), শীত, দৃঢ়, দূত, সূত (সারথি), ঋত, ঘৃত, জাত, দ্যূত (জুআ খেলা), নৃত্ত, জীবিত, চরিত, [অস্ত (গৃহ), মর্ত, বাত, গর্ত, নক্ত, হস্ত প্রভৃতি কতিপয় শব্দে ব্যতিক্রম], ব্রত। পচত, দর্শত ও পশ্যত (দৃষ্ট, দর্শনীয়), যজত, হর্ষত, ভরত, রজত, পলিত, অসিত (কৃষ্ণ), [রোহিত, লোহিত, হরিত], শ্বেত। **স্ত্রীলিঙ্গে** এনি, শ্যেনী, রোহিণী, লোহিনী, হরিণী, অসিক্নী, পলিক্নী, হরিক্নী। উষ্ণ, শুন (ভাগ্যবান্), শ্বিত্র (শুভ্র)। **পুংলিঙ্গ**—প্রশ্ন, যজ্ঞ, ঘৃণ, বর্ণ, স্বপ্ন। **নপুংসক**—পর্ণ, রত্ন। স্ত্রীলিঙ্গে—তৃষ্ণা, যাচ্ঞা।

অমিন (ভয়ঙ্কর), বৃজিন (বক্র), দক্ষিণ, দ্রবিণ, হরিণ, কনীন। অর্জুন, করুণ, তরুণ, দারুণ, ধরুণ, নরুণ, পিশুন, মিথুন, বরুণ। যমুনা। ভ্রূণ।

উ প্রত্যয়। উরু, ঋজু, পৃথু, মৃদু, সাধু, স্বাদু, তপু, বসু, জায়ু (বিজয়ী), দারু, শয়ু (শয়নশীল), রেকু (শূন্য), ধায়ু (তৃষার্ত্ত), পায়ু (রক্ষক), আখু, মৃষ্টু, অমৃষ্টু। অংশু, রিপু (প্রতারক), বায়ু, অসু, মনু (মানব), ইষু। সিন্ধু, তনু (তনূ), ক্ষু (খাদ্য)। চিকিতু, জগ্মু, জিগ্যু, তিতউ, বভ্রু উপায়ু (নিকটবর্ত্তী), প্রময়ু (ধ্বংসোন্মুখ)। তন্যু (গর্জ্জনশীল), ভিন্দু (ভেদকারী), বিন্দু (প্রাপ্তিশীল), দক্ষু, ধক্ষু। দিৎসু, দিপ্স, চিকিৎসু, মুমুক্ষু, দিদৃক্ষু। [অদ্যায়ু, অরাতীয়ু, ঋজূয়ু, চরণ্যু, মনস্যু, সনিষ্যু, উরুষ্যু, সপর্যু প্রভৃতি নামধাতু-সিদ্ধ শব্দ বেদের প্রাচীন ভাগেই পাওয়া যায়। সর্ব্বনাম হইতে ত্বায়ু, যুবয়ু, যুবায়ু, অস্ময়ু, স্বয়ু, অহংযু ও কিংযু (?), যবয়ু (যবান্বেষী), বরাহয়ু, স্তনস্যু (স্তন্যপানেচ্ছু), ভীময়ু (ভয়ঙ্কর), ঊর্ণায়ু (পশমী), যুবন্যু (যুবক)।

ঊ প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গ। কর্ষূ (গহ্বর), [পুংশ-] চলূ, [প্র-] জনূ, শুন্ধূ।

উক প্রত্যয়। বেদে নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণে আরম্ভ। সম্ভবতঃ উ প্রত্যয়ান্ত শব্দে '-ক' যোগে উৎপন্ন। ব্রাহ্মণের ভাষায়—বাহুক, নাশুক, উপক্রামুক, প্রপাদুক, ক্ষেদুক, ভাবুক, ক্ষোধুক, হারুক, বর্ষুক, সমর্ধুক দংশুক, প্রমায়ুক। নির্মার্গুক, ঘাতুক, বিকসুক, সংকসুক। জাগরূক, দন্দশূক, যাবজূক (সললূক)—এই গুলিতে ঊক।

অক প্রত্যয়। এখানেও বোধ হয়, অতিরিক্ত 'ক' যোগ। পাবক, সায়ক, পীয়ক, বধক, অভিক্রোশক। প্রাচীন ভাষায় এ প্রত্যয়টীও দুর্লভ।

তৃ বা তর্ প্রত্যয়। ভূরি প্রয়োগ। উক্ষ্টৃ (উক্ষ্+তৃ, হালের বলদ), গ্রহীতৃ, তরীতৃ, পবীতৃ, মরীতৃ, তরুতৃ, (তরুতৃ), ধমৃতৃ, সমৃতৃ, বরূতৃ, মনোতৃ (মনোতৃ)। জেতা ধনানি; যূয়ং মর্ত্তং শ্রোতারঃ; যন্তা বসূনি বিধতে (সাধুকে ধন দানকারী); জেতা জনানাম্। কর্ম্মে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া দুই হয়। পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, যাতৃ, দুহিতৃ, নপ্তৃ, জামাতৃ, উস্র, সব্যষ্টৃ, ননান্দৃ, দেবৃ।

ইন্ তদ্ধিত প্রত্যয় হইলেও স্থানে স্থানে কৃৎ স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। কেবলাদিন্, ভদ্রবাদিন্, সক্ষিন্, নিষঙ্গিন্।

ঈয়স্ ও ইষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), কনিষ্ঠ, পর্ষিষ্ঠ। স্থেয়স্, স্থেষ্ঠ, স্বেষ্ঠ। √ প্রী—প্রেষ্ঠ, প্রেয়স্। √ শ্রী—শ্রেয়স্, শ্রেষ্ঠ। ভবীয়স্, তবীয়স্।

ত্র প্রত্যয়। গাত্র, পত্র (পক্ষ), পাত্র (√ পা, যাহাতে পান করা যায়), বস্ত্র, যোক্ত্র (বন্ধন), শ্রোত্র, অস্ত্র, স্তোত্র, পোত্র (পাত্র), দত্র (দান), ক্ষেত্র, মূত্র, গোত্র (হোম), ক্ষত্র, রাষ্ট্র, শাস্ত্র, সত্র (যজ্ঞকাল), জ্ঞাত্র (জ্ঞান)। **নপুংসক।** দংষ্ট্র, মন্ত্র, অত্র (√ অদ্), উষ্ট্র (মহিষ, উট), মিত্র, পুত্র, বৃত্র—**পুংলিঙ্গ।** অষ্ট্রা (অঙ্কুশ, goad), মাত্রা, হোত্রা, দংষ্ট্রা, নাষ্ট্রা—**স্ত্রীলিঙ্গ।** অরিত্র, খনিত্র পবিত্র, জনিত্র, সনিত্র (দান), অশিত্র, চরিত্র, ধবিত্র, ভবিত্র, ভরিত্র। যজত্র (পূজ্য), গায়ত্র (স্ত্রী°—ত্রী, গান), পতত্র (পক্ষ), অমত্র (ভয়ঙ্কর), বধত্র (অস্ত্র), বরত্রা (স্ত্রী° রজ্জু), তরুত্র (পরাভবকারী), নক্ষত্র, [সংস্কৃতত্র], জোহুত্র (চীৎকার)। অত্রি (ভোজনকারী), অর্চত্রি (উজ্জ্বল), রাত্রি, রাত্রী, শত্রু (শৎত্রু), প্রভৃতি ত্র প্রত্যয়ের প্রতিপ্রসব।

ক প্রত্যয়। শুষ্ক, শ্লোক (√ শ্রু), স্তোক, (বিন্দু) রাকা, স্তকা, (স্তর), বৃশ্চিক (√ ব্রশ্চ্), অনীক (মুখ), দৃশীক (দর্শন), দৃভীক (নাম), মৃচীক (লাবণ্য), বৃধীক (বর্দ্ধক)।

য প্রত্যয়। ভূরি প্রয়োগ। তদ্ধিতেই অধিক প্রয়োগ। সুতরাং একত্র আলোচ্য।

র প্রত্যয়। প্রত্যয়-স্বর। ক্ষিপ্র, ছিদ্র, তুর (শক্ত), ভদ্র, শক্র, শুক্র, হিংস্র। গৃধ্র (লোভী), তুম্র (স্থূল), ধীর, বিপ্র, তুগ্র (নাম)। নিচির (মনোযোগী), মিমৃগ্র (সংযোগশীল)। অজ্র (ক্ষেত্র, English 'acre'), বীর (নর), বজ্র, শূর। অগ্র, ক্ষীর, রন্ধ্র, রিপ্র (অপবিত্রীকরণ)—**নপুংসক।** ধারা, শিপ্রা (চুয়াল), সুরা (মদ্য)—**স্ত্রীলিঙ্গ।** দ্রবর (দ্রুতগতিশীল), পতর (উৎপতনশীল), ন্যোচর (যুক্ত)। গম্ভর (গভীরতা), তসর ও ত্রসর (মাকু), সনর (লাভ)। অজির (ত্বরাশীল), খদির, ধ্বসির (উত্তেজক), মদির (আনন্দদায়ক), বধির, ইষির, (ব্যগ্র), অসির (অস্ত্র), স্থবির (শক্ত), স্ফির (স্থূল), সলির (সলিল), গভীর, শবীর (শক্তিমান্), শরীর। অসুর। ভঙ্গুর—উর প্রত্যয়। স্থূর (স্থূল), খর্জুর, ময়ূর—উর প্রত্যয়।

ল প্রত্যয়। রলয়োরভেদঃ। শুক্ল, স্থূল, শিথিল, সলিল, পাল (রক্ষক), অনিল অনিল), তৃপল (হর্ষযুক্ত)।

ব প্রত্যয়। ঋক্ব (প্রশংসাশীল, ঋচ্ হইতে), ঋষ্ব (উচ্চ), তক্ব (সত্বর), ধ্রুব, পক্ব, হ্রস্ব, শিক্ব (কুশল), রণ্ব (হৃষ্ট) ঊর্দ্ধ্ব, এব (সত্বর), অশ্ব।

রি প্রত্যয়। অঙ্ঘ্রি, অশ্রি (প্রান্ত), উস্রি (উষা) ভূরি, সূরি (patron), বধ্রি (নপুংসক নর), শুভ্রি (শোভন), জসুরি (ক্ষীণ), দাশুরি (পুণ্যাত্মা), সহুরি (ক্ষমতাবান্) অঙ্গুরি (-লি)।

রু প্রত্যয়। অশ্রু, চারু, ধারু (স্তন্যপায়ী), ভীরু, অররু (শত্রুতাশীল) পতরু (উৎপতনশীল), বন্দারু (বন্দনাশীল), মদেরু (উৎফুল্ল), সনেরু (লাভবান্)। পতয়ালু (উৎপতনশীল), স্পৃহয়ালু—এই পর্য্যায়ভুক্ত।

বি প্রত্যয়। জাগৃবি (জাগরিত), দাধৃবি (ধারণাশীল), দীদিবি (প্রোজ্জ্বল), ঘৃষ্বি (চঞ্চল), ধ্রুবি (দৃঢ়), জির্বি (জীর্ণ)।

স্নু প্রত্যয়। ক্ষেষ্ণু (ক্ষয়শীল), জিষ্ণু (জিগীষু, বিজয়ী), দঙ্ক্ষ্ণু (দংশনকারী), নিষৎস্নু (উপবিষ্ট), গমিষ্ণু, চরিষ্ণু, চ্যাবয়িষ্ণু, যিষ্ণু, পারয়িষ্ণু, যময়িষ্ণু, শোচয়িষ্ণু। নিষৎস্নু, প্রজনিষ্ণু, অভিশোচয়িষ্ণু। ক্রবিষ্ণু (মাংসাশী, ক্রবিস্=মাংস), বধস্নু বৃধস্নু।

স্ম প্রত্যয়। তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, রূক্ষ, দেষ্ণ (দান), বধস্ন (অস্ত্র), করস্ন (অগ্রবাহু)।

ত্নু প্রত্যয়। কৃত্নু (কর্ম্মঠ), গত্নু, হত্নু (মারণ), জিগত্নু (সত্বর), জিঘত্নু (বিনাশক), দত্নু (দারণশীল), দ্রবিত্নু (ধাবিষ্ণু)। দ্রাবয়িত্নু (ত্বরায়মান), পোষয়িত্নু (পুষ্টিকারক), মাদয়িত্নু (মাদক), তনয়িত্নু ও স্তনয়িত্নু (বজ্রগর্জনশীল), স্যদয়িত্নু (প্রবহমান), আময়িত্নু (রোগদায়ক)। মেহত্নু (নদীবিশেষ), অরুজত্নু (হঠপ্রবেশকারী), করত্নু (কৃপণস্বভাব)।

স প্রত্যয়। জেষ (জিষ্ণুর), রুক্ষ (উজ্জ্বল), উৎস (প্রস্রবণ), ভীষা (ভয়), তবিষ (প্রবল), মহিষ (স্ত্রী° মহিষী, প্রতাপযুক্ত), পুরীষ (জঞ্জাল), মনীষা, অরুষ (রক্তবর্ণ), অঙ্কুষ (রাঙ্কুষে), পুরুষ, মনুষ (মানব), পীযূষ (বৎস জন্মের পর প্রথম দুগ্ধ)।

অসি প্রত্যয়। অতসি (যাযাবর), ধর্ণসি (দৃঢ়), সানসি (লাভবান্), ধাসি (পান, স্থান), সরসি (সরোবর)।

অভ প্রত্যয়। বৃষভ, ঋষভ, শরভ, গর্দভ, রাষভ, স্থূলভ (স্থূল)।

আর ও কতিপয় প্রত্যয়। পুষ্প, স্তুপ, স্তূপ—প প্রত্যয় ; মৎসর, পুষ্কর, স্মমর, বরও প্রভৃতির প্রত্যয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভাপতির অভিভাষণ *

রীতি আছে; বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সে দিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখন আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখন আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজকার আয়োজন।

কিন্তু বলিব কি? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। সুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড় রাগ। ওটা একটা পুরাণ জিনিস; কখন হয় ত উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার—কেবল অপকার; ভারতের সর্ব্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙ্গ—সব একত্রে খাও—পরস্পর বিয়ে কর—অনাচরণীয়দের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে-থা দাও—সব একাকার হয়ে যাক—সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব ত বেশ কথা—ভাল কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়—একেবারে চটিয়া লাল। সে বার বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, "আমি", অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মত করিয়া বড় করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও গোলযোগের ভিতরে যাইতে চাহি না। আর একটা কিছু বলিতে চাই। কি বলিব? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাঙ্গালার গৌরবের আর একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা অতি প্রাচীন পাত উল্টাইয়া দিব। বাঙ্গালার একটা পুরাণ কাহিনী বলি।

নগেন বাবু ও দীনেশ বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্ম্মমঙ্গল। শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান-আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন? যেহেতু সে ত নবদ্বীপ অধিকারের কথা নয়, গৌড় অধিকারেরও কথা নয়। একটা কোন ছোট গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাঙ্গালাটা দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ "উষ্মা" গৌড় ও মালদহ অধিকারের বেশ

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বদিবস (১১।৩।২৯) পঠিত।

একটু পরে হইয়াছিল। শ খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশীও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম এক শ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং "উম্মাটা" ইংরাজী ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূন্যপুরাণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশী পুরাণ বলা হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। ধর্ম্মপালের ছেলে—নাম দেওয়া নাই, গৌড়ের রাজা। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। "হাকন্দপুরাণমতে ময়ুর ভট্টের পথে" উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দপুরাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ুরভট্টের পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ুর-ভট্ট যে বেশী পুরাণ লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুথিতে বর্দ্ধমান মঙ্গলকোট রাঢ়দেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাপাইয়াছিলাম। সেগুলি খৃষ্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয় সেগুলি সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুইজনে "লুই অভিসময়" নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে "অভিধর্ম্ম" বলে, মহাযানে তাহাকে "অভিসময়" বলে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, লুই ও শ্রীজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। শ্রীজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১০৫২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড় পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। "লুই অভিসময়" যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১১শ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি বাঙ্গালা নয়। কেহ বলেন, উহা অপভ্রংশ ভাষা, কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত, কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত; আবার একজন আছেন; তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরী ভাষায় কোরান লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈয়ারী; এও সেই রকম। আমি বলি, তা হয় হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলারাও অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যা-ই বল; ওটা ত নাম দেওয়া মাত্র। আমি না হয়, বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড় সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতচ্ছন্দে কহি তাহা সুন অনায়াসে॥

এখানে "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা—সংস্কৃত কবিতা অর্থে "শ্লোক" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাঙ্গালা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ—বাঙ্গালা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীরাম দাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃঃ ১৫৭৯। তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাঙ্গালায় "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্য্যদের গানের বইএর নাম—গীতি। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্য্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্য্যের "গীতি" আছে। সুতরাং আমরা এই "গীতি"কে বাঙ্গালা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরাণ কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। বৌদ্ধ গান ও দোহায় ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মুল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টীকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২।৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০।৪০০ গান এখনও চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, ওগুলি গুহ্য আমরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও শুনাই না যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজায় এ সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি বলিলাম—সে কথা ত সত্য। আমি ত ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি গুহ্য যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২।৪টি গান পাইয়াছি। একটি যথা,—

রাগ ভৈরবী।

শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু শূন্যমায় সহাবে
ভাব চিহ্ন সহাব উ।
নো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই বজ্জ॥
ন উত্তবউ নির্ব্বাণ তহি এহু সো মহাসুখবজ্জ।
জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই বজ্জ॥

অকৃথরু মন্ত নিবদ্ধ জো নো সোধিন্দু ন চিত্ত ॥
এন্ত সো পরম মহাসুহলো জো ভেদি ন চিত্ত ॥
জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে।
শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোছ ন মিচ্ছ।
তিমি সো মণ্ডল চক্র উ তণয় সহাবে সচ্ছ ॥

আরও একটি দিলাম।—

রাগ বলাড়ি।

কল্লই রে টি ঠঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা।
ঘণ কি পি দিহো কজ্জই করুণো কিঅনে রোলা ॥
এহি বলু খাজ্জই নাটেমঅ না পিজ্জই।
হলে একা লিঞ্জন পণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই ॥
চউ সম কত্তুরি সিহ্লা কপুর্র লাই।
অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই ॥
অহি পেখনে খেটট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ মুনি অই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চউবিন্সই জসরাব শনিআই ॥
মলয়াজ কুণ্ডুর বাটেটই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জিঅই ॥

এই দুইটি গান হেবজ্রতন্ত্রে আছে। হেবজ্রতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন। বুদ্ধ ত নিজে কোন বই লেখেন নাই। সুতরাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোন চেলায় লিখিয়াছে। এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করে, তখনকার চেলারা তত সেয়ানা ছিল না। তাই তারা বই লিখিতে হইলেই গুরুর দোহাই দিত; বলিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্যারামে সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ ভিক্ষুশতৈঃ" ইত্যাদি। তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত। ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাযান, তন্ত্রযান, সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযানে আসিয়া পড়িল, তখনও ঐ এক কথা - একটু বিশেষ আছে। তখন লিখিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কায়বাক্চিত্তযোগযোগিনীভগেষু বিজহার।"

যে হেতু হেবজ্রতন্ত্র বুদ্ধ-বচন, সেই জন্য ঐ দুইটি গানে কোন কবির ভণিতা নাই। দুটিই বাঙ্গালা। শূন্য নিরঞ্জন বেশ বোঝা যায়। "কল্লই রে টি ঠঅ" মোটেই বোঝা যায় না। কিন্তু না বোঝা যাওয়ার দোষ আমারও নয়, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুথি-লেখকের। পুথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না—এটা কি ভাষা। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ঐ এক রকম সংস্কৃত। তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অশুদ্ধ কল্পা। তালপাতার পুরাণ বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা

পুথি পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার যে কোন কালে উদ্ধার হইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু "কল্লই রে টিঠঅ" অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে,—মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজ্রতন্ত্রের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫।৭টি গান আমায় লিখিয়া আনিয়া দিল কিন্তু বড় সাবধান, অন্য কোন বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নির্জ্জনে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ মুদ্রা দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। "তিঅড্ডা চাপি দে অহ্ববালি," কিন্তু তারা "তিঅড্ডা" বলিল না—"তিঅণ্ডা" বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল।

একজন বলিল,—প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক একজন সিদ্ধাচার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোন বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহারা বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না—সকলেই "প্রজ্ঞা" লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহারা ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহারা পূর্ণ-মাত্রায় পুরুতের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালের ললিতপত্তনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছাড়া আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করে। তাহারা বলে,—৮৪ সিদ্ধা ১০০০ বছরের লোক; বাকী সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে;—বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বজ্রনাম-ধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে শাঁখু সহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না - ৭৬টি পাইলাম। সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত জন ম্যানন সাহেব এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে টেঙ্গুর হইতে ৩৩ জন গীতিকারের নাম দিয়া-ছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকী মিলে না।

যাভা দ্বীপের সিদ্ধগণের নাম

১। লুইপাদ, ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে।

২। লীলাপাদ—ইনি বিকল্পপরিহারগীতি লিখিয়াছেন।

৩। বিরূপা—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম বর্ণনরত্নাকরে আছে। নং ১০।

৪। ডোম্বী—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

৫। শবরী—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁহার নাম শবর।

৬। সরহ—অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ১খানি দোহাকোষও পাওয়া গিয়াছে, অদ্বয়বজ্র তাহার টীকা করিয়াছেন।

৭। কঙ্করী।

৮। মীনপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ১

৯। গোরক্ষ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২

১০। চৌরঙ্গী—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৩

১১। বীণাপাদ—ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে।

১২। শান্তিপাদ—ইঁহার ২টি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার আর এক নাম রত্নাকর শান্তি। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪৪। কিন্তু সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। শুধু শান্তি বলিলে শান্তিদেবও বুঝাইতে পারে।

১৩। তান্তীপাদ—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৫।

১৪। চামার—বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ৪। সেখানে তাঁর নাম চমরীপাদ।

১৫। খড়্গা।

১৬। নাগার্জ্জুন—ইঁহার নাগার্জ্জুনগীতিকা আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নম্বর ২২।

১৭। কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নু—ইঁহার ১২টি গান পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনরত্নাকরে ইঁহার নং ১৩। ইঁহার একখানি দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। ইনিই যোগরত্নমালা নামে হেবজ্রতন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

১৮। কর্ণারি।

১৯। স্থগন—ইঁহার একখানি বই আছে—দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা।

২০। নাড় পণ্ডিত—ইঁহার আরও নাম আছে—জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ, যশোভদ্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম নিগু ও জ্ঞানডাকিনী। ইঁহার একখানি বই আছে বজ্রগীতিকা, আর একখানি নাড়পণ্ডিতগীতিকা।

২১। শালি।

২২। তিলোপা বা তেলিপো।

২৩। ছত্র—ইঁহার আর এক নাম কমল। কমল কঙ্গারি নামে বর্ণনরত্নাকরে ৬৯।

২৪। ভাদে অথবা ভদ্র—ভাদেপাদের ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ণনরত্নাকরে ভাদে ৩২, ভদ্র ৩৭, আবার ভদ্র ৭৪।

২৫। খণ্ডী অথবা ধোখণ্ডী।

২৬। অযোগী।

২৭। কাল।

২৮। ডোম্বী—৪ নম্বরে একবার গিয়াছে। ডোম্বী হেরুক নামে মগধ দেশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি কি ?

২৯। কঙ্কণ—একটি গান পাওয়া গিয়াছে।

৩০। কম্বল—আমরা কম্বলাম্বরপাদের ১টি গান পাইয়াছি।

৩১। দিঙ্ক।

৩২। ভান্ধে অথবা ভাণ্ডারী।

৩৩। তান্ধে বা তন্ত্রপাদ।

৩৪। কুকুরী—২টি গান পাইয়াছি।

৩৫। কুশী।

৩৬। ধাম—আর এক নাম গুণ্ডরী। ২টি গান পাইয়াছি।

৩৭। মহী—১টি গান পাইয়াছি।

৩৮। অচিন্ত্য—বর্ণনরত্নাকরে ৩৫এ আছে অচিতি, ১০তে আছে অচিত।

৩৯। ভবহি—বর্ণনরত্নাকরের ২১এ মবহ।

৪০। মলিন।

৪১। ভুসুকু—আর এক নাম শান্তিদেব ও আর এক নাম রাউতু। ৮টি গান পাইয়াছি। বর্ণনরত্নাকরে ৪৪ নম্বরের নামে একটু সন্দেহ আছে।

৪২। ইন্দ্রভূতি—ইনি উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক-মহলে ইঁহার খুব খাতির।

৪৩। মেক বা মেঘ।

৪৪। কোটলি বা উদ্দালিপাদ।

৪৫। কম্পরি।

৪৬। জালন্ধরী—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ১৯।

৪৭। রাহুল।

৪৮। ধর্ম্ম—বর্ণনরত্নাকরে ইনি ধর্ম্মপা পতঙ্গ হইতে পারেন। আমাদের ধর্ম্মপা কি ইনি?

৪৯। ধোকড়ি।

৫০। মেধিন বা মেদিনী।

৫১। শঙ্খজ বা পঙ্কজ।

৫২। ঘণ্টাপাদ।

৫৩। যোগী।

৫৪। চলুকি।

৫৫। গোরুড় বা বাগুরি।

৫৬। লুচিক বা লুঞ্চক।

৫৭। নগুণ।

৫৮। জয়ানন্দ। আমরা জয়নন্দীর ১টি গান পাইয়াছি।

৫৯। পচরি।

৬০। চম্পক।—ইনি বর্ণনরত্নাকরে ২৬।

৬১। ভিক্ষণ বা বিষাণ।—বর্ণনরত্নাকরে ২৪এ আছে ভিষাণ, ৪৬এ আছে ভীষণ।

৬২। তেলি।

৬৩। কুমারি বা কুম্ভকার। বর্ণনরত্নাকরে ১২ কমারি, ৫১ কুমারি।

৬৪। চপড়ি বা চর্পটি।

৬৫ ।

৬৬। মেখলা। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৫।

৬৭। কনখলা—ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১৪।

৬৮। কল কল।

৬৯। কম্বলি, কন্দলি বা কম্বারি। ইনি বর্ণনরত্নাকরে ১৭।

৭০। ধহুতি।

৭১। উধিতি।

৭২। কপালী। ইনি বর্ণনরত্নাকরের ১১।

৭৩। কিরব (কিলপাদ)। ইঁহার এক পুস্তক আছে—দোহচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি।

৭৪। সকর, সাগর, পুষ্কর বা সরোরুহ।

৭৫। সর্ব্বভক্ষ।

৭৬। নাগবোধি। ইনি কি বর্ণনরত্নাকরের ৫৬ নাগবলি?

৭৭। দারিক—ইঁহার ১টি পদ আছে। বর্ণনরত্নাকরে ইনি দারিপা।

৭৮। পটলি বা পুত্তলি—ইনি বোধ হয়, বর্ণনরত্নাকরের ৩৮ পাতলি-ভদ্র।

৭৯। পনহ বা উপানহী।

৮০। ককিলী।

৮১। অনঙ্গ।

৮২। লক্ষ্মীঙ্করা শ্রীমতী। ইনি ইন্দ্রভূতির কন্যা। ইনি 'অদ্বয়সিদ্ধি' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৮৩। সমুদ, সমুদ্র বা সিংহল।

৮৪। ব্যালি।

বর্ণনরত্নাকরের বেশী নাম

৬। হালিপা। ৭। কেদারিপা। ৮। ধোঙ্গপা ১১। উন্মন। ১৮। শোবী। ২০। টোঙ্গী। ২৩। দৌলি। ২১। ঢেণ্ঢণ। ইঁহারই নাম ধেতন। ইঁহার ১টি গান পাওয়া গিয়াছে। ২৮। ডুম্বরি। ২৯। বাকলি। ৩০। টুঙ্গী। ৩৩। চান্দন। ৩৪। কামরি। ৩৫। করবৎ। ৩৭। পালিহীহ। ৪০। তান্তু। ৪১। মীন। ৪২। নির্দ্দয়। ৪৫। ভর্ত্তৃহরি। ৪৭। ভটি। ৪৮। গগনপা। ৪৯। গমার। ৫০। মেনুরা। ৫২। জীবন। ৫৩। অঘোসাধব। ৫৪। গিরিবর। ৫৫। সিয়ারি। ৫৭। বিভবৎ। ৫৮। সারঙ্গা। ৫৯। বিবিকিবজ্র। ৬০। মগরধবজ। ৬২। বিচিত। ৬৩। নেচক। ৬৪। চাটল। ইনি চাটিলও হইতে পারেন। চাটিলের ১টি গান পাইয়াছি। ৬৫। নাচন। ৬৬। ভীলো। ৬৭। পাহিল। ৬৮। পাশল। ৭০। চিপিল। ৭১। গোবিন্দ। ৭২। ভীম। ৭৩। ভৈরব। ৭৫। ভমরি। ৭৬। ভুরুকুটি।

আমি যে সকল গীতিকারের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এইগুলি ৮৪ সিদ্ধার নামের মধ্যে নাই।

৩। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইঁহার পুস্তক বজ্রাসনবজ্রগীতি, চর্য্যাগীতি, ধর্ম্মগীতিকা।

১৬। আর্য্যদেব বা আয়দেব বা বৈরাগী নাথ। ইঁহার ১টি গান আমরা ছাপাইয়াছি।

১৯। তাড়ক পাদ।

২৪। অদ্বয়বজ্র—ইঁহার চতুরবজ্রগীতিকা নামে এক গীতিপুস্তক আছে। ইনি সরোরুহ-বজ্রের দোহাকোষের টীকা করিয়াছেন। ইঁহার ছোট ছোট ২১খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭। মৈত্রীপাদ—ইঁহার গীতিকার নাম—গুরুমৈত্রীগীতিকা।

২৮। ধৃষ্টিজ্ঞান—ইঁহার ১খানি গীতিকা আছে, ১খানি বজ্রগীতিকা আছে।

২৯। মাতৃচেট—ইঁহার গীতিকার নাম—মাতৃচেটগীতিকা।

৩০। বৈরোচন—ইঁহার গীতিকার নাম—বৈরোচনগীতিকা।

৩২। মহাসুখতাবজ্র।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সিদ্ধা একটা পুরাণ কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর একটি

তালিকার সঙ্গে মেলে না। এই সব তালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি নেপালে একটি ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরও কিছু বেশী আছে। ছবির ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড় জিনিস ছোট করিতে গিয়া ফটো-গ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভুটিয়া অক্ষরে ভুটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত তর্জ্জমা এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্যান্ত্রাদ-পাদ। তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। দুটিই কল্পনার চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ, সুতরাং মাছের পোটায় পা দেওয়া হইয়াছে। অথবা পা দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা মৎস্যান্ত্রাদ মানে করিয়াছে, মাছের আঁতরি কাঁচা খায়। দুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই; মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটা এবং মাছের পোটায় তৈরী তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন।

কুক্কুরীপাদ—একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটাও নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুক্কুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মত। টেঙ্গুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার ত বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজা। বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক। সুতরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। আবার আর এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারিজনের নাম আছে, আর চারিজনের নাম নাই। এ সব ফটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফটোগ্রাফ পাথর হইতে আনিয়াছি—সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফটোগ্রাফ লইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিও খুব পুরাণ। দারিকের একটি গান আমাদের ছাপা আছে। আর একটি দিতেছি,—

কোই রে বংশা বাজি রে বীণা।
অনুহত সর্ব্বদেব তিহুঅন রিণা॥
অনুপম বুজি রে দারক লইআ।
তেদি রে রিদ্ধি সিদ্ধি রোহি প্রসাদা।

গঙ্গা যমুনাএ দইরন্তি সখি রে
রবি শশি গগন দুআরে ।
উদি গের চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে
গগন শেখর মাঝে পবন হেওারে ॥
পবন পঞ্চাশত একুরে বন্ধা ।
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

আপনারা দেখিবেন, কোন কাজটাই পুরা হয় নাই। বহুসংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে সব ভুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুঁজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোজাটা বড় দরকার। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশী আছে। নেওয়ারী ভাষায় কি আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারী শিখি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;—কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খ্রীঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদের ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেরই বাঙ্গালা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্ব্বেই সেটা ছিল নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে, সে বুদ্ধের মুখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্র-পাদাবতারিত। শিব পার্ব্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে সব গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন, সে ত আর কেহ শুনিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারাই ইহা অবতারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্র-নাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছয়নাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্য সত্যই কৈবর্ত্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেবট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কেওটের বাড়ী কেন গেলে? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্যেন্দ্রের বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হইতে সাগর বেশী দূর নয়। এ সব কথাই পুঁথিতে লেখা আছে। এ চন্দ্রদ্বীপ যে বরিশালের চেঁদো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার

কারণ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থেও অনেক সময় বাঙ্গালা পাওয়া যায়। সে বাঙ্গালাও সিদ্ধাচার্য্যদের আগে, বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিরও আগে; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশীলজু ৮০০ খৃঃ বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে ত পরে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভ্রম-সংশোধন

২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় "শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসন" প্রবন্ধের কয়েকটি স্থলে মুদ্রাকরের ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রমাদগুলির শুদ্ধিপত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৮	১৭	নবপঙ্কণে	নবপঙ্কাকে
"	২২।২৩	(Nava girvana) and Kharavana	(Nava girvana and Kharavana)
"	৩১।৩২	"সুহ্ম" ও শিলিচটলোর	"সুহ্ম ও শিলিচটলো"
"	৩৩	যেন	যে
১৭৯	২১	পাজি	খানী
"	২৬	Irsilam	Irsilan
১৮০	৩০	even	ever
১৮২	১২	Sagare	Sagara
"	২০	bouts'	boats'
"	২৮	২৩২৬	১৩২৬
"	৩০	foot	boat
"	৩৩	Account	Accounts

শুনাইব। বাঙ্গালী কবিদের হস্তস্পর্শে মূল মহাভারতের আখ্যানগুলি কিরূপ অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, ইহাতে তাহা জানিতে পারা যাইবে। আজকার আলোচনার বিষয় বসুগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু হরণ এবং তাঁহার অভিশাপে গঙ্গার গর্ভে বসুগণের নরলোকে জন্মগ্রহণ।

কাশীদাসী মহাভারত

১। হিমালয় পর্ব্বতের পাশে বশিষ্ঠের আশ্রম। একদিন ভার্য্যাগণের সহিত অষ্টবসু তথায় গমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অষ্টবসু মন্ত্রিগণের সহিত সুমেরু পর্ব্বতের নিকট বশিষ্ঠের আশ্রম দেখিতে পান।

মূল মহাভারত

সুমেরু পর্ব্বতে বশিষ্ঠের আশ্রম। বসুগণ তথায় সস্ত্রীক গমন করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

২। উশীনর নামে এক রাজা—তাঁর জিতবতী নামে একটি কন্যা ছিল। অষ্টবসুর অন্যতম দিব্যবসুর স্ত্রী এই কন্যার সখী ছিলেন। ভার্য্যার অনুরোধে জিতবতীকে দিবার জন্য দিব্যবসু বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বসুগণ, বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিয়া, উর্ব্বশীকে দান করেন (৫৪।১ পত্র)। অন্য এক স্থানে উল্লেখ আছে যে, কামধেনুর দুগ্ধ পান করিলে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হয় বলিয়া বসুগণ নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য উক্ত গাভী হরণ করিয়া লয়েন (৫৩।১ পত্র)।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে 'দিব্যবসু' স্থানে 'দ্যু বসু' নাম আছে।

কাশীদাসী মহাভারত

৩। রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, একদিন গঙ্গাতীরে মৃগয়া করিতে গিয়া গঙ্গার সাক্ষাৎলাভ করেন। রাজা তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, তিনি বলেন যে, আপনি আমার কোনও কার্য্যে বাধা দিবেন না এবং যদি কখনও বাধা দেন, তবে সেই দিনই আমি চলিয়া যাইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি। রাজা ইহাতে সম্মত হইলে, উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একখানিমাত্র কাপড় পরিয়া নারী তথায় উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি

রাজা এবং সভাসদেরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশে যুবরাজ শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪। যথাকালে পূর্ণচন্দ্রের মত গঙ্গার একটি পুত্র হইল। রাজা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ ও দান করিতে লাগিলেন। এদিকে গঙ্গা পুত্রটিকে লইয়া গঙ্গাজলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। শান্তনু ইহা দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু গঙ্গার ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সাত পুত্র হইল এবং প্রত্যেককেই গঙ্গা ঐরূপভাবে মারিয়া ফেলিলেন। পুত্রশোকে রাজার শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

যথাসময়ে গঙ্গা একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শিশুটিকে তিনি গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। পরে মৃত পুত্রকে শান্তনুর কোলে দিয়া, উহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলে, রাজা রাত্রিকালে উহাকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সাতটি পুত্র হইল। গঙ্গা উহাদের সকলকেই গলা টিপিয়া মারিলেন এবং রাজা জলে ফেলিয়া দিলেন। (৫৫ পত্র)

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫। ক্রমে অষ্টম পুত্র হইল। ইহাকেও যখন গঙ্গা জলে ভাসাইতে উদ্যত হইলেন, তখন রাজা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। গঙ্গার নিকট হইতে তিনি শিশুটিকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিলেন। তখন গঙ্গা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া, নিজের পরিচয় দান করিলেন এবং রাজার নিকট বসুগণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, বসুগণের জন্যই আমি তোমার স্ত্রী হইয়াছিলাম। আমার সে কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই শিশু দিব্যবসু। আমি ইহাকে লইয়া চলিলাম। যথাসময়ে তোমার নিকট ইহাকে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

গঙ্গার অষ্টম পুত্র হইল। এই শিশুটিকে তিনি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একখানি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাজার নিকট দিলেন। রাজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিশুর ন্যায় ইহাকেও মৃত মনে করিয়া, অবিচারিতচিত্তে জলে ফেলিয়া দিলেন, শিশুটিকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গা, সমুদ্রকে আদেশ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে, গঙ্গা একদিন শান্তনুর নিকট নিজের পরিচয় দিয়া, বিদায় চাহিলেন, রাজা নিজের পুত্রহীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি তখন রাজাকে লইয়া গঙ্গাতীরে গেলেন এবং জলমধ্য

হইতে ভীমকে তুলিয়া আনিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার পুত্র। তখন রাজা বলিলেন, একটি পুত্র থাকা, আর অপুত্রক অবস্থা—এ উভয়ই সমান। তখন গঙ্গা একগাছি শাঁখা রাজাকে দিয়া বলিলেন, এই শাঁখা যে স্ত্রীলোকের হাতে লাগিবে, আপনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায়, তবে মূলে পুত্র কাড়িয়া লইবার কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২১, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্—সভাপতি।

পরিষদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজো-লিখিত 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে সভাপতি মহাশয় ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৮ই মাঘ, ২২এ জানুয়ারী ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

আলোচ্য-বিষয়,—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ (কলিকাতা), (খ) যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা), (গ) মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর) এবং শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালনা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

এই প্রসঙ্গে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় কতকগুলি মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া কতকগুলি মুদ্রা, ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি পুথি উপহার দিয়াছেন। আগামী অধিবেশনে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে, সেই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গভাষায় ইহার আলোচনা এই প্রথম।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৬। নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল—

(ক) ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্,—রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

(খ) ৺যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। মূক ও বধির বিদ্যালয় তাঁহার অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(গ) ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্—ভাগলপুর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মণীন্দ্র বাবু পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের আয়োজন প্রভৃতির জন্য ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের শাখা-পরিষৎ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি মূল পরিষদের চিত্রশালায় কতক প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাচীন পুথি ও কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের ফটো উপহার দিয়াছিলেন।

(ঘ) ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাল্না শাখা-পরিষদের সম্পাদক কাল্না 'পল্লীবাসী'-সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের একজন পুরাতন সদস্য ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি "পল্লীবাসীতে" বহু বৈষ্ণব সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাল্নার শাখা-পরিষদের তিনিই প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং স্থির হইল যে, তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হউক।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা বি এ, এডিশন্যাল ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট্, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, ভবানীপুর। প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বিশারদ ভিষগ্‌ভূষণ, ২ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার, তালতলা, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বি এ সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ফরিদপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরী, ৩০ গৌড়ীবেড়ে লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন ধর বি এস্‌সি (লণ্ডন) বার-এট্-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ দে, ৩ শ্যামচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ রিসড়া, দেওয়ানগাজী ষ্ট্রীট, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী ১।৬।১ বি প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সব-ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, পোঃ এবং ক্যাম্প অন্ড্রপুর, ভায়া লোহাপুর (ই, আই, আর,) বীরভূম, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ, বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র আঢ্য, ৪০ সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ বি, সহকারী রসায়ন পরীক্ষক, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ। প্রঃ—মৌলবী ওয়ায়েদ হোসেন বি এল্, সঃ—ঐ, সদঃ—মৌলবী আহম্মদ গনি, ৯ হাল্সীবাগান রোড, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস, ১৪৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ,-সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ৮।১ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—(১) Review of the Trade of India in 1920 21, (২) Annual Report of the Director General of Archaeology in India, 1918-19, Part I. (৩) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pussa, 1920-21. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(৪) Report on the Police *Administration in the Bengal Presidency* for the year 1920, (৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1921 (৬) Report on Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1920, (৭) Report on Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1920-21, (৮) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1921, (৯) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. II, (১০) Do. Vol. III, (১১) Do. Vol. IV. (১২) Report on the Administration of the Wards' Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1327 B.S. (1920-21.) (১৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1920-21. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(১৪) The Circulatory System in Bone, (১৫) A Review of the Inter-relationships of the Cetacea. (১৬) The Echinoderms as Aberrant Arthropods, (১৭) Contents of Smithsonian Miscellaneous Collections, Vols. 69, 70 and 71, The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(১৮) Annual Report of the Watson Museum of Rajkot, for the year

1920-21, The Registrar, Calcutta University—(১৯) Journal of the Department of Letters, Vols. VI. and VII. Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion, Paris—(২০) Memoires de La Societe de Linguistique de Paris [De Quelques Noms Anaryens en Indo-Aryen]' (২১) Bulletin De La Societe de Linguistique de Paris No. 69. শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২২) নির্ব্বাসিতের আত্ম-কথা, (২৩) সিন্‌-ফিন্‌ (২৪) বর্ত্তমান-সমস্যা, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—(২৫) দ্বীপান্তরের কথা, (২৬) মিলনের পথে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—(২৭) বেহার চিত্র, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত জয় সুখরাম পুরুষোত্তম রায় যোশীপুরা, বরোদা রাজের বিদ্যাধিকারী—(২৮) সয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ (হিন্দী), শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—(২৯) সীতানাথ, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩০) আলোচনা (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র—(৩১) ললিত-গাথা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ—(শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত)—(৩২) সিদ্ধান্তশিরোমণি; গোলাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৩) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, (৩৪) গান্ধী না অরবিন্দ?, শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা—(৩৫) পরমার্থ-বিজ্ঞান-রত্নাকর (১ম ভাগ, ২ খানি), শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—(৩৬) সন্ধ্যা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—(৩৭) ভণ্ড, শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার—(৩৮) শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত সারাংশ বক্তৃতা ও উপদেশ, ২য় ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(৩৯) শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ-চরিত, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—(৪০) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত, শ্রীযুক্ত সুরনাথ ভট্টাচার্য্য—(৪১) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা, শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী—(৪২) হিমালয়-দর্শন, (৪৩) পঞ্চামৃতম্‌, (৪৪) আমার মা, (৪৫) মনের কথা, (৪৬) সাবিত্রী-চরিত, (৪৭) কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, (৪৮) রত্নাবলী, (৪৯) তারা মা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬। গঙ্গা শান্তনুকে বলিতেছেন যে, এই পুত্র (ভীষ্ম) বশিষ্ঠের নিকট অস্ত্র ও শস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। (৬৭ পৃঃ)।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পিতার আজ্ঞা লইয়া, ভীষ্ম ভৃগুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

মূল মহাভারত

ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট হইতে বেদ এবং পরশুরাম ও আরও অনেকের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৭। শান্তনু ভীষ্মকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নিশ্চিন্তমনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি যমুনাতীরে মৃগয়া করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জলে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শান্তনু কামপরবশ হইলেন এবং পরিচয়ে তাহাকে দাশরাজের কন্যা জানিয়া, সেই দাশরাজের নিকট গমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শান্তনুর পিতা শান্তনুর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শান্তনুর "পাটেশ্বরী" নাই—তিনি রাজা হইবেন কি করিয়া? তখন শান্তনু গঙ্গার প্রদত্ত শঙ্খ ও ভীষ্মকে সঙ্গে লইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিলেন; কিন্তু কোথাও কন্যা না পাইয়া, হতাশ-মনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় নারদমুনি আসিয়া বলিলেন,—ধীবরের ঘরে সত্যবতী নামে এক কন্যা আছে, তাহার হাতে এই শঙ্খ লাগিবে এবং তাহাকেই তোমার বিবাহ করিতে হইবে। নারদ মুনির এই কথা শুনিয়া, শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের আশ্রমে গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮। শান্তনু দাশরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—আমার এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে হইবে এবং ইহার গর্ভে সন্তান হইলে, সে রাজ্যের অধিকারী হইবে, আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। শান্তনু বলিলেন,—আমার রাজ্যের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী দেবব্রত। সুতরাং আমি এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে পারি না। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে দেবব্রত পিতাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, শান্তনু মৃগয়ায় গিয়া একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছেন। কন্যার পিতার নিকট তাহাকে প্রার্থনা করায়, দেবব্রতের জন্যই সে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই। মন্ত্রিগণের মুখে এই কথা শুনিয়া, দেবব্রত ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ দাশরাজের নিকট গমন করিলেন এবং তিনি রাজ্য গ্রহণ বা বিবাহ কিছুই করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পিতার জন্য কন্যা আনয়ন: করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

৮। নারদমুনির সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া শান্তনু ও ভীষ্ম দাশরাজের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—তোমার কন্যার হাতে অমোঘার প্রদত্ত শঙ্খ ঠিক লাগিয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে আমায় সম্প্রদান কর। দাশরাজ বলিলেন,—আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমার দৌহিত্রকে সিংহাসন দান করিবেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা দিতে

[illegible] ইহাতে অসম্মত হইলে, ভীষ্ম তখন নপুংসক-পিতার [illegible] [illegible] যে, আমি বিবাহও করিব না এবং রাজ্যও গ্রহণ করিব না। [illegible] সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন।

মূল মহাভারত

৮। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৯। পরিচর নামে এক রাজার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাবিধ উপহার এবং চেদি রাজ্য দান করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। মৃগমাংসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া এই রাজা, মহিষীর ঋতুস্নানের দিন মৃগয়া করিতে গেলেন। অরণ্যে মহিষীকে স্মরণ করিতে করিতে কামবশতঃ ইঁহার বীর্য্যপাত হইলে, সেই বীর্য্য একটি পাতায় মুড়িয়া, শীকারের জন্য হস্তে ধৃত একটি বাজপক্ষীকে দিলেন; বলিলেন,—ইহা লইয়া মহিষীকে দাও। বাজপক্ষী তাহা লইয়া আকাশে উড়িলে, অন্য এক বাজপক্ষী খাদ্যদ্রব্য ভাবিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং উভয়ের যুদ্ধে উক্ত পর্ণপুট যমুনার জলে পড়িয়া গেল। সেই জলে দীর্ঘিকা নামে এক স্বর্গবিদ্যাধরী কোনও মুনির শাপে শফরী অর্থাৎ পুঁটিমাছ হইয়া ছিল। সে উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল এবং দশ মাস পরে ধীবরেরা তাহাকে জালে করিয়া তুলিলে, সে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসবান্তে মুক্ত হইয়া গেল। পরিচর রাজাকে পুত্রটি দিয়া, কন্যাটিকে ধীবররাজ পালন করিতে লাগিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

৯। প্রদীপ (প্রতীপ ?) নামে এক পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা সসৈন্যে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার "মুখ্য পাটেশ্বরী" ঋতুমতী হইয়া, একটি চক্রবাককে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চক্রবাক রাজার নিকট রাণীর প্রার্থনা নিবেদন করিলে, তিনি বলিলেন,—আমার যাইবার উপায় নাই। আমার এই বীর্য্য লইয়া যাও, রাণীকে পান করিতে দিও। আকাশ-পথে যাইবার সময় চক্রবাকের মুখ হইতে উক্ত বীর্য্য জলে পড়িয়া গেল এবং একটি বৃদ্ধ বোয়াল মাছ উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইল। কিছুকাল পরে ধীবরেরা সেই মাছটিকে ধরিয়া, দাশরাজকে উপহার দেয় এবং মাছের পেট কাটিয়া তিনি একটি কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহার নাম "মৎস্যগন্ধা।"

মূল মহাভারত

৯। কাশীদাসের ন্যায়। অপ্সরার নাম অদ্রিকা।

কাশীদাসী মহাভারত

১০। ক্রমে কন্যাটি বড় হইলে, মুনিগণকে যমুনার পার করিবার জন্য দাশরাজ তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পরাশর মুনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং [illegible] পরিচয় অবগত হইয়া, তাহাকে অভিলাষ করিলেন। কন্যা [illegible] জাতি, তাহাতে আমার অঙ্গে দুর্গন্ধ, তার উপর [illegible]

আমি অবিবাহিতা। কিরূপে আপনার কামনা পূরণ করি? মুনি বলিলেন,—আমি বর দিতেছি, তোমার শরীরে পদ্মগন্ধ হইবে; কুমারীধর্ম্মের হানি হইবে না এবং এক মহারাজা তোমাকে বিবাহ করিবেন। তখন মুনির অভিশাপে যমুনায় একটি দ্বীপ উত্থিত হইল এবং তাহা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। সেইখানে পরাশরের ঔরসে এবং কন্যা সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১০। ক্রমে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ইতিমধ্যে একদিন তপোবনে যাইবার জন্য নদীতীরে আসিয়া, পরাশর মুনি দাশরাজকে ডাকিতে লাগিলেন এবং 'তাঁহাকে নদী পার করাইয়া না দিলে অভিশাপ দিবেন' বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। দাশরাজ ভয়ে কোন উত্তর দিলেন না; কন্যাকে বলিলেন,—তুমি গিয়া "মহাচণ্ড ঋষিকে" পার করিয়া দাও। কন্যা পিতৃ-আজ্ঞায় মুনিকে নৌকায় তুলিয়া বাহিয়া চলিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ের দুর্গন্ধে আকুল হইয়া মুনি তাহাকে পদ্মগন্ধ হইবার জন্য বর দিলেন। কন্যার সেই পদ্মগন্ধ এবং অপরূপ রূপে মোহিত হইয়া পরাশর মুনি শৃঙ্গার প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র তাঁহাদিগকে স্থল প্রদান করিলে, সেইখানে বেদব্যাস আবির্ভূত হইলেন।

মূল মহাভারত

১০। কাশীদাসের ন্যায়।

—o—

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন *

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ন ৭টা।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ।

অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্যের উপস্থিত না হওয়ায়, অদ্য বিশেষ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫।১২।২৮

* পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ২০এ মাঘ হয়। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্নি মহাশয় "নেপালের শিল্প" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

চতুর্থ (স্থগিত) ও ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকের নবম অধ্যায়ের অনুবাদ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

বক্তা ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫.১২।২৮

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮এ ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়।—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত পাঁচটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও কতকগুলি মুদ্রা, (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-ডি, এম্-এস্ সি, মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা ও একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়-প্রদত্ত কতিপয় মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়-লিখিত "অর্থশাস্ত্রে

সমাজ-চিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং (খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহাশয়-লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (খ) পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক, (গ) দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, (ঘ) কালিদাস মিত্র বি-এল্‌ এবং (ঙ) হেমেন্দ্র-নাথ রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৮। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। এই বিবরণ গ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র বা মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়কে ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়কে তাঁহাদের প্রবন্ধের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রবন্ধ দুইটির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন, এবং শেষোক্ত প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার

(খ) ৺পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক

(গ) ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

(ঘ) ৺কালিদাস মিত্র বি এল্‌

(ঙ) ৺ হেমেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিবার প্রস্তাব করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারিলাল বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও কয়েক বৎসর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন, তাঁহার জন্য এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভার দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পণ্ডিত জগবন্ধু মোদক মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়া বঙ্গভাষার একটি বড় অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী ছাত্র—যেমন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ হইতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, এই বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন—

(ক) ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া-প্রদত্ত ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ৬০টি মুদ্রা ; (খ) শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও ১২টি মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় প্রদত্ত ২২৪টি মুদ্রা।

এই সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রদানের জন্য চিত্রশালার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।
৫.১২।২৮

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল রাও বি এ, সম্পাদক, "সাউথ ইণ্ডিয়ান রিসার্চ," ভেপারী, মান্দ্রাস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালীর' সহঃ সম্পাদক, গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল কাব্যতীর্থ, হেড্ পণ্ডিত, টি সি একাডেমী, ১৩ শিমলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত জহরলাল চক্রবর্ত্তী, ১ ডাফ্ ষ্ট্রীট; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত কাব্যতীর্থ, সেকেণ্ড পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর কলেজ; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী ডেস্প্যাচ ক্লার্ক, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট আফিস। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, ১৬ শ্রীনাথ দাস লেন, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায়চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার, ১.২ নারসিং লেন; শ্রীযুক্তা সরোজিনী বসু, শ্রীযুক্ত নিশানাথ বসুর বাটী, সৈদপুর, টাকী (২৪পং); অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এল্ এল্ বি, ১৮ রায় ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ ডি, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক, ১৩২।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এফ্; কিংস হাস্পাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন, ১৯১ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফীডার রোড, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, ১৯৪ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ ব্যারিষ্টার বি এ, আসিষ্টাণ্ট জজ, আলিপুর, (২৪ পং)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদঃ—শ্রীযুক্ত হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১) যুবরাজ সম্বর্দ্ধনী কাব্য, শ্রীযুক্ত রামবুদ্ধ দেব—(২) বিশ্বসংহিতা বা খৃঃ বিংশ শতাব্দীর মানবসমাজ-বিধি, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(৩) বসন্তকুমারী (জীবনী), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৪) শ্রীশ্রী চিত্র-গুপ্ত-পূজাপদ্ধতি, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেববর্ম্মা—(৫) উনকোটী তীর্থ (২ খানি), শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ—(৬) যাদবজীবন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭) পল্লীকথা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(৮) স্বরাজ, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ—(৯) সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২য় ভাগ, (কারকপ্রকরণম্), (১০) ঐ ঐ, সমাসপ্রকরণম্, (১১) রত্নাবলী, (১২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ,—(১৩) ব্যাকরণ-কৌমুদী ১ম ভাগ, (১৪) ঐ—৪র্থ ভাগ, (১৫) প্রবন্ধপাঠ, (১৬) মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার, শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ—(১৭) বল্লালচরিতম্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় (১৮) বরেন্দ্ররঞ্জন, শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়—(১৯) Purport in English of Yubaraj

Sambardhani Kabya, The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depôt—(20) Annual Administration Report of the Department of Industries, Bengal, during the year 1920, (২১) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year, 1920-21, (২২) Report on the working of the Co-operative Societies in Bengal, 1920-21, The Chief Inspector of Explosives in India,—(২৩) Twenty-second Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1921. শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(২৪) Smithsonian Meteorological Tables (4th Revised Edition), (২৫) *Uganda Mosses collected by R. Dümmer*, (২৬) *Cambrian Geology and Paleontology—IV*, (২৭) *The Smithsonian Eclipse Expeditions of June 8, 1918*, (২৮) The Reflecting Power of clouds, (২৯) The Races of Russia, (৩০) Begoniaceae Centrali—Americanae et Ecuadorenses, (৩১) A Lower Cambrian Edrioasterid, (৩২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1918, (৩৩) Archaeological Investigation at Paragonah—Utah, (৩৪) A Review of the Internationalship of the Cetacea, (৩৫) The Echinoderms as Aberrant Arthropods. (৩৬) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1915, (৩৭) Do Do 1916, (৩৮) Proceedings of the Burdwan Divisional Conference, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় (৩৯) The Soma Plant, The Secretary, Smithsonian Institution—(৪০) Thirty fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1913-14, Part I, The Officer-in-charge, Indian Museum, Archaeological Section—(৪১) Indian Museum, Archaeological Section, The Superintendent, Government Printing, India—(৪২) Statistical Tables relating to Banks in India, 1920.

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুথিগুলির প্রাপ্তি স্বীকার ভ্রমক্রমে যথাস্থানে করা হয় নাই,—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, বাবচর, যশোহর—(১)রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসকদম্ব, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ, কলিকাতা—(২) বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী, (৩)মুগলুব্ধ, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভক্তরত্ন, লালগোলা—(৪) দেবীমাহাত্ম্য, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায়, টাকী—(৫) গঙ্গার উপাখ্যান, (৬) যজ্ঞ-রক্ষার পালা।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১১। কাশী নগরীতে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন, এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম তথায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভীষ্ম দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীর বড় বড় রাজারা স্বয়ংবর-সভায় বসিয়া আছেন। তিনি তখন কাশীরাজ এবং উপস্থিত রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য এই তিনটি কন্যাকে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। আপনাদের মধ্যে যাঁহার সামর্থ্য থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া সমস্ত রাজগণ এবং অবশেষে শাল্ব নৃপতি পরাভূত হইলেন। ভীষ্ম, কন্যা লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১১। কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। তদুপলক্ষে কাশীরাজের দূত আসিয়া ভীষ্মকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এবং পৃথিবীর বিক্রমশালী রাজারা সেই সভায় আসিয়াছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সমক্ষে তিনটি কন্যাকেই রথে তুলিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া দেবতারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্রমে দেবতারা পলায়ন করিলে, ইন্দ্র ভীষ্মের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অমোঘানন্দন ভীষ্ম, ভৃগু অস্ত্র দ্বারা বজ্র ব্যর্থ করিলে ইন্দ্রও পলাইয়া গেলেন। ভীষ্ম, দেবগণকে পরাজিত করিয়া রাজগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজারা কেহই উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া, ভীষ্ম কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাশীরাজ নৃপতিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,—আপনারা সব মহা মহা বীর উপস্থিত থাকিতে একজন নপুংসক আমার কন্যা হরণ করিয়া লইল? রাজারা বলিলেন—কাশীরাজ, তুমি ভীষ্মকে জান না। তাঁহার নিকট মরিবার জন্য কে যাইবে?

মূল মহাভারত

১১। কাশীদাসের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১২। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত উক্ত তিনটী কন্যার বিবাহ দিবেন। বিবাহ-সভায় পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় অম্বা নামে কন্যা ভীষ্মকে বলিল,—আমি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; আমার পিতারও এ বিষয়ে সম্মতি আছে। অতএব আপনি শাল্বকে আনিয়া, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিন। এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই কন্যা শাল্বের নিকট গমন করিল। কিন্তু শাল্বরাজ তাহাকে গ্রহণ না করায়, সে পুনরায় ভীষ্মের নিকট আসিলে, ভীষ্মও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই কন্যা এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া, পরজন্মে যেন সে

ভীষ্মকে বধ করিতে পারে,' এই সংকল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিল। অম্বিকা ও অম্বালিকা—এই দুই ভগিনীর সহিত ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন।

সপ্তমী মহাভারত

১২। অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ হইল। কিন্তু অম্বা নামে অপর কন্যা রাজাকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ভীষ্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন সে ভীষ্মকে বলিল যে, আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি; তুমি আমাকে বিবাহ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—আমি রাজ্য ও স্ত্রী, কিছুই গ্রহণ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া, নপুংসক হইয়াছি; সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না। কন্যা অনেক অনুরোধ করিল। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই সম্মত না হওয়ায়, তখন সে ভৃগুরামের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, আপনার মুখ্য শিষ্য দুরাচার ভীষ্মকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতএব ধর্ম্মতঃ সে আমার পতি। আপনি ভীষ্মকে আমার স্বামী করিয়া দিউন। কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরশুরাম তাহাকে সান্ত্বনা-দানপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট আসিয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পরশুরাম তের দিন ধরিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, যখন কিছু করিতে পারিলেন না, তখন কন্যা পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করিবার সংকল্প করিয়া, অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগ করিল। পরশুরামও ভীষ্মকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি সত্য রক্ষার জন্য রাজকন্যাকে উপেক্ষা করিলে, অতএব ইহার হাতে তোমার মৃত্যু হইবে।

মূল মহাভারত

শাম্বকে মনে মনে পতি বরণ করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম তাহাকে ত্যাগ করেন তার পর এসম্বন্ধে আর কোনও কথা মূলে নাই।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র, ১৯এ মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন-পুথির বিবরণ-পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বুদ্ধঘোষের টীকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি দুষ্প্রাপ্য রৌপ্য 'পুরাণ' মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও প্রদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরলোকগত সাহিত্যিকগণের নাম পাঠ করিলেন—

(ক) কুমার হরিপ্রসাদ রায় (পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা)
(খ) অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ (বৈদ্যনাথ)
(গ) দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (কলিকাতা)
(ঘ) জীবেন্দ্রকুমার দত্ত (চট্টগ্রাম)
(ঙ) কুলদাকান্ত ঘোষ (দিনাজপুর)
(চ) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (হাওড়া)
(ছ) শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং পরলোকগত মহাত্মাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণ যে ভোট পাইবেন, তাহা পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদস্য—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩৬,৪।১ বেণেটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্ সি, ইউনিভারসিটি কলেজ অব সায়ান্স, ৯২ আপার সার্কুলার রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার, ২২।১ রায়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্ এ, বি এল্ ব্যারিষ্টার, ৭৬ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, ৯১ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন, ৫০ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সলিসিটার, ১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন, পোষ্টমাষ্টার, শিমলা ডাকঘর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাতচন্দ্র মিত্র এম্ বি, ২২৩ বৌবাজার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নন্দী, ৩ কেদারদাস লেন, দমদম জংসন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার বি এ, ১২।১ নিকাশীপাড়া লেন, শ্যামবাজার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, উপহৃত পুস্তক—(১) The Bhela Samhita (Samskrit Text). শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২) ব্রহ্মর্ষির উপদেশ-মালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু—(৩) ধর্ম্ম বা রত্নপুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল সাহা—(৪) সচিত্র কার্পাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৩। বিবাহের কিছুকাল পরে যক্ষ্মারোগে বিচিত্রবীর্য্য দেহত্যাগ করিলে, বধূদ্বয়ের সহিত সত্যবতী শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যথাবিধি প্রেতকর্ম্ম সমাধার পর, সত্যবতী পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অটল। তিনি বলিলেন,—সূর্য্য তেজ, চন্দ্র শৈত্য এবং ধর্ম্মরাজ যদি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি গঙ্গার নন্দন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। তবে আমি উপায় বলিয়া দিতে পারি। পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিলে, ক্ষত্রিয়-কামিনীরা ব্রাহ্মণের ঔরসে নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, মহাশূর বলির ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। আপৎকালে এইরূপ নীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অতএব পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, যথাকর্ত্তব্য স্থির করুন। এই সময় সত্যবতী ভীষ্মকে জানাইলেন যে, তাঁহার কুমারী অবস্থায় ব্যাসদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভীষ্মের অনুরোধে সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করেন এবং ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু ও দাসীর গর্ভে মহামতি বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৩। ভীষ্ম, সত্যবতীর নিকট বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে, তিনি অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া, শাস্ত্রানুসারে পিণ্ডাদি দান করাইলেন। পরে তিনি ভীষ্মকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—আপনি সব জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? আমি জীবিত থাকিতে কখনই রাজত্ব গ্রহণ বা বিবাহ, কিছুই করিব না। ঠিক এই সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন,—ভীষ্ম যে রাজ্য গ্রহণ করিবে না, তাহা ত সকলেই জানে। তুমি তোমার পুত্র ব্যাসকে ডাকিয়া আনাও। তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্রবধূর গর্ভে "গোলক" পুত্র উৎপন্ন হইলে, শাস্ত্রানুসারে সেই পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইবে। নারদের উপদেশ অনুসারে সত্যবতী ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলে, তাঁহার ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

১৩। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী ও মূল মহাভারতে

১৪। ইহার পর মাণ্ডব্য উপাখ্যান আছে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

১৪। মাণ্ডব্য উপাখ্যান নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

১৫। নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পর, কুমারগণের যৌবনকাল দেখিয়া, ভীষ্ম তাহাদের বিবাহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম জানিতে পারিলেন যে, যদুবংশীয় সুবল রাজার গান্ধারী নামে একটি কন্যা আছে। তখন ভীষ্ম, সুবলের নিকট দূত পাঠাইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। সুবল, জ্যেষ্ঠপুত্র শকুনির সহিত গান্ধারীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলে, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

সপ্তমী মহাভারত

১৫। কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ভীষ্ম ব্যাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—কুমারগণের এখন বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। অতএব কাহার ঘরে কন্যা আছে, আপনি বলুন। আমি নিজের বাহুবলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া আনিব। ব্যাসদেব সুবল রাজার কন্যা গান্ধারীর নাম করিলে, ভীষ্ম একাকী রথে চড়িয়া গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং গান্ধারীকে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

মূল মহাভারত

১৫। কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৬। যদুবংশে শূর নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অপুত্রক কুন্তিভোজ নৃপতিকে নিজের পৃথা নাম্নী কন্যা পুত্রিকারূপে দান করেন। এই কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ংবর-সভায় অন্যান্য রাজগণের সমক্ষে পাণ্ডুকে বরণ করিলে, ভোজরাজ পাণ্ডুর সহিত ইহার বিবাহ দেন।

সপ্তমী মহাভারত

১৬। ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর ভীষ্ম, ধনু হাতে লইয়', ভোজরাজ পৃথুর নিকট গেলেন। পৃথু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম বলিলেন,—তোমার কুন্তী নামে এক কন্যা আছে। পাণ্ডুর সহিত তুমি তাহার বিবাহ দাও। পাণ্ডুকে কন্যাদান করিতে রাজার মনে মনে ইচ্ছা ছিল; তাহার উপর ভীষ্মকেও তিনি আবার ভয় করেন। এই দুই কারণে তিনি কন্যাটিকে আনিয়া ভীষ্মের নিকট দিলেন। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম, উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

মূল মহাভারত

১৬। কাশীদাসীর ন্যায়।

বিশেষ অধিবেশন

[রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্য-সুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য আহূত।]

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১এ মে, রবিবার অপরাহ্ন ৫½টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার উদ্বোধনে সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের বহু সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং স্নেহের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং জানাইলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে তিনি পরিষদের বহুদিন সেবা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কালিদাস-সমিতির পক্ষ হইতে ৺বিহারী বাবুর জন্য অন্যত্র অনুষ্ঠিত শোক-সভায় গীত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়-রচিত "শোক-সঙ্গীত" গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিলেন, "স্বর্গীয় বিহারী বাবুর সহিত আমার প্রায় ৩৮ বৎসরের আলাপ। তিনি গান-বাজনার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রথের সময় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম গান লেখেন। তাহার পর বিহারী বাবু সেই ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রথম প্লেগের সময় আমাদের সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের জন্য বহু গান রচনা করিয়া দেন। ২০০ লোক লইয়া এই সম্মেলনে সঙ্গীত হইত; ৮টা সম্প্রদায় গান করিত। তিনি থিয়েটারে অভিনয় করিতে শিক্ষা দিতেন। পরিষদের অনেক কাজে, অনেক অনুষ্ঠানে—সাহিত্য-সম্মিলনে, সাহিত্য-সভায় গান রচনা করিয়া দিতেন। তিনি চৌকাবন্দী গান রচনা করিতেন। আমাদের একটা কুস্তীর আখড়া ছিল। বেণী ওস্তাদজী গুরু ছিলেন। সেখানে তিনিও কুস্তি করিতেন। রবীন্দ্রবাবু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার গানের সম্পদ্‌ নিজস্ব ছিল। গান বাঁধিয়া তাল মানের জন্য প্রায় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথের নিকট দেখাইতে যাইতেন। গান রচনায় ও তাহাতে সুর যোজনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সিদ্ধহস্ততা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি ইংরেজিতেও বক্তৃতা করিতেন।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক, বঙ্গভাষায় বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার সাহিত্যসুধাকর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, "বিহারী বাবু নবীন লেখকদের গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া উৎসাহ দিতেন। ধর্ম্মের কথা ও আলোচনায় তিনি ভাবাবিষ্ট হইতেন। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর বলিতেন, বিহারী বাবু সমসাময়িক গান ও ভক্তিরসের গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরচরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় সমালোচনায় তিনি সৎসাহস, নির্ভিকতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যাত্রা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—এমন কি সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বসিয়া শুনিতেন।"

ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন যে, বিহারী বাবু ঢাকুরিয়া বহুবার গিয়া তাঁহাদের

লাইব্রেরীতে বক্তৃতাদি দিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল—কোন সময়ে তাঁহার ভয়ংকর নাভিশ্বাস দেখিয়াও তাঁহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য মনোনিবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে ও লেখায় ফুটিয়া উঠিত। সমাজের দৌর্ব্বল্য দেখিলে তিনি 'বঙ্গবাসী'তে তাহার সমালোচনা করিতেন, কিন্তু সে সমালোচনায় বিদ্বেষের চিহ্ন থাকিত না। তিনি তাঁহার বিধবা কন্যাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং নিজ গৃহখানিকে আদর্শ হিন্দুগৃহের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন; এবং তিনি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল রকম আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বর্গীয় মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতিসভায়—টাউন-হলে তিনি ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু বঙ্গসাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইহলোক জয় করিয়াছেন—যেহেতু নানা সভা-সমিতিতে তাঁহার অশেষ গুণরাশির কীর্ত্তন হইতেছে; তিনি পরলোকও জয় করিয়াছেন—কেন না তিনি ৺ কাশীতে পরলোক গমন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বিহারী বাবু বিশেষ প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় সাহেব' খেতাব পাইলে পর, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভা হয়। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মান তাঁহার প্রাপ্য নয়—যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য, কেন না 'বঙ্গবাসীর' প্রাণস্বরূপ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কৃপায় এই 'বঙ্গবাসী' পত্রের সম্পাদন-ভার থাকায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই রাজসম্মান দান করিয়াছেন।

তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিহারী বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি ভক্তিমান্, ভাবুক ও সুকবি ছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি যাহা-কিছু চিত্তাকর্ষক দেখিতেন, তাহার সম্বন্ধেই ভাবাবেশে গান রচনা করিতেন। ধর্ম্মব্যাখ্যাদি শ্রবণে তিনি ভক্তি-গদ্গদ-ভাবে কাঁদিয়া উঠিতেন।

অতঃপর এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন—"সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও বন্ধু 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হউক এবং তজ্জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, বিহারী বাবু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তিনি একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব না দেখিলেই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তাঁহার জীবন একটা Object Lesson.

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, লালের বক্তৃতায় ভাবুকতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা দেশীয় ভাবপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বিহারী আদর্শ হিন্দুপরিবারের মত নিজ বাড়ীখানি গড়িয়াছিলেন। বাড়ীর সকলকেই সেই-শিক্ষা দীক্ষা দিতেন। হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে তিনি 'বঙ্গবাসীর' সুর বজায় ছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র মত সুরের কাগজ একখানিও নাই। পরিষদের বহু অনুষ্ঠানের নি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি একজন নিরভিমান ব্যক্তি ছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"৺বিহারিলাল ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। জীবনে তিনি অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন। সুখের বিষয়, তিনি মৃত্যুর কিছুদিন তাঁহার পুত্র ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ সরকারকে কারমাইকেল মেডিক্যাল অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর এই সভার কার্য্য শেষ হয়।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। স্বর্গীয় আচার্য্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকালনির্ণয়ক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲ সাধারণের পক্ষে ২॥০।

২। বৌদ্ধ গান ও দোহা—ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। বাঙ্গালা-ভাষা—শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩॥৵০, সাধারণের পক্ষে—৫॥০।

৪। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পদকল্পতরু, পদরসসার পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত পাঁচখানি গ্রন্থ মিলাইয়া, টীকা টিপ্পনী সমেত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য নামমাত্র ১ম ও ২য় খণ্ড সদস্যপক্ষে ২।০ ও সাধারণ পক্ষে ৩।০।

৬৲ টাকায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫।০ ও সাধারণপক্ষে ২২॥৵০। কিন্তু পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

শ্রীরামকমল সিংহ

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ৷৷০ আট আনা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অনুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালক বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত ঃ—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়। ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"—"নব্য-ভারত", চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... বর্ণনা-কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ। ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"
—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।"
—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vade-macum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৷৷০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে প্রায় এক হাজার অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতির ৩৭টি, চণ্ডীদাসের ২৭টি, গোবিন্দদাসের ৬৮টি, জ্ঞানদাসের ৫২টি এবং তদ্ভিন্ন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৪৪৩টি উৎকৃষ্ট পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইবে ; সুতরাং উহা যে পদাবলী-পাঠক-মাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র তিনটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown '*pada-kartas*' and *many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c.,* the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this golssary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্যও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে	
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	॥০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বলরাম দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	/১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	১৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	/০, ৵০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	/০, ৵০
*১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩॥০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২॥০, ২॥০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	।৵০, ॥৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ৵০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	॥০, ১৲

	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে	
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	॥৵০
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩॥৵০, ৫॥০
*৩৯।	মহিলা-ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	॥৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	॥/০, ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	॥০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ॥৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ।/০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২।০, ৩।০
৫১।	সমকল মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১॥০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	॥০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	॥০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২॥০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ॥০
৬০।	সারদামঙ্গল	॥০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০ ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	॥০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	॥৵, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১॥০

দ্রষ্টব্যঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে কিন্তু, কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এশিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদি সহযোগে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালী-মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার মূল্য পরিষদের সদস্যগণের জন্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

উনত্রিংশ ভাগ]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

বঙ্গাব্দ ১৩২৯

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—o—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

এই সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ আনা]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এশিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদি সহযোগে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। একরূপ পত্রিকা বাঙ্গালী-মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার মূল্য পরিষদের সদস্যগণের জন্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৬৲ টাকায় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫৷৹ ও সাধারণপক্ষে ২২৸৵৹। কিন্তু পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় রামকৃষ্ণ তপস্বী বিদ্যাভূষণ-বিরচিত বিমলপ্রভা ব্যাখ্যা সমেত এবং নিজকৃত অন্বয় ও পদ্যানুবাদ সম্বলিত ১৫০ খানি মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারম্ ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় কৃত পদ্যানুবাদ সমেত মহাকবি কালিদাসের পুষ্পবাণবিলাসম্ ১৫০ খানি দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় স্বরচিত ২৫০ খানি 'বৃন্দাবন-কথা' দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন-যাত্রীর পক্ষে এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। নানা মন্দির ও দেবমূর্ত্তির চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। পরিষদের সদস্য পক্ষে এই গ্রন্থের মূল্য ১৷৹।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় এই ভাণ্ডারে ৪০ খানি স্বপ্রকাশিত মূল অন্বয় ও পদ্যানুবাদ সহ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত প্রদান করিয়াছেন। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৹, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ৷৴৹ এবং সাধারণের পক্ষে ১৲ এক টাকা।

এই সকল গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে জমা হইবে।

ঋতুসংহারম্	১৲
পুষ্পবাণবিলাসম্	।৴৹
বৃন্দাবনকথা	২॥৹
মেঘদূত	১৲

সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম

(ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা)

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর-বিরচিত

এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ-গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানাভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরবী, পারস্য, পেশুয়ান, ইংরেজি ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং এই তিন খণ্ডে গানের সংখ্যা ১৩৮৯২। ইহা সঙ্গীতের আলোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নাগরী অক্ষরে ও তৃতীয় খণ্ড বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই খণ্ডের মূল্য ৩০৲ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য এবং সাধারণের সুবিধার জন্য ৩০৲ টাকার স্থলে ১০৲ দশ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হিন্দী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ৮৲ ও বাঙ্গালায় (তৃতীয় খণ্ড) ২৲ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

---

২ নং বেথুন রো, কলিকাতা, ভারতমিহির প্রেসে শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা ৮ হইতে ১২ নং ফর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রবন্ধাংশ ও ১৮।১ নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা কাত্যায়নী প্রেসে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা কভার, বিজ্ঞাপন ও মাসিক কার্য্যবিবরণ ১ ফর্ম্মা ৬৫ হইতে ৭৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত।

HANDBOOK TO THE SCULPTURE
IN THE MUSEUM OF THE
BANGIYA SAHITYA PARISHAD.
(WITH TWENTY SEVEN PLATES.)

BY

MANOMOHAN GANGULY, B.E., M. R. A. S., &c.

Hony. Supdt. Museum, Bangiya Sahitya Parishad.

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৲; শাখা পরিষদের সদস্য পক্ষে ৩৸০ ; সাধারণের পক্ষে ৬৲

ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৩ প্রকরণ ও ১৩৭ সূত্রে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৫২৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২।০, শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২৷৷০। এবং সাধারণের পক্ষে ২৸০। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে ১৷৷০, ১৸০ ও ২৷৷০

সর্ব্বসংবাদিনী

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়কৃত ভাগবত-সন্দর্ভে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ নামক যে ছয়টি সন্দর্ভ আছে, সর্ব্বসংবাদিনী তাহারই প্রথম চারিটি সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। বৈষ্ণব-দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব-সকল যাঁহারা অবগত হইতে সমুৎসুক পরিষদের এই নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ৩৬৬ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৸০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৲ ও সাধারণের পক্ষে ২।০।

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাশ্চাত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত-দর্শনের নিবিড় সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র ষড়্‌দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ ও শব্দসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—১।০ ও সাধারণের পক্ষে—১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

উনত্রিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—০—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	চিত্র-লক্ষণ ...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ ...	৫৫
২।	"সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ...	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র	
৩।	জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব ...	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, এফ্ আর এচ্ এস্	৭৩
৪।	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ...	৮৫
৫।	ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	... ...	৯৩
৬।	মাসিক কার্য্যবিবরণ	... ...	৬৫—৭৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে যথাসময়ে কার্য্যালয়ে

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

নাগার্জ্জুনপাদ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ১ম সংখ্যা—৪৮ পৃষ্ঠা)

লুইপাদ

কুক্কুরীপাদ

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ ১ম সংখ্যা -৫১ পৃষ্ঠা)

চিত্র-লক্ষণ

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্প লইয়া চতুর্দ্দিকে আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাস্ত্রাদির দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্পশাস্ত্রের অনুসন্ধান এবং তন্নিহিত তথ্যের সহিত মিলাইয়া চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি বিচার করিবার দিকে একটা চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিল্পশাস্ত্র লইয়া এদেশে আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পসম্বন্ধে যত তথ্য পাওয়া যায়, চিত্র-শিল্প-সম্বন্ধে তত পাওয়া যায় না। কিন্তু ৯ বৎসর পূর্ব্বে বের্টোল্ড লাউফের (Berthold Laufer) নামক এক জন জার্ম্মান পণ্ডিত তিব্বতীয় তাঞ্জুর-গ্রন্থমালা হইতে "রিমোঈশাজি" বা "চিত্র-লক্ষণ" নামক একখানি শিল্পশাস্ত্র জার্ম্মান অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় এবং অনুবাদ জার্ম্মান ভাষায় আবদ্ধ হওয়াতে, আমাদের দেশে গ্রন্থখানি এখনও সেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ নানা দিক্ দিয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। গ্রন্থখানির প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রন্থনিবিষ্ট বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং তৎসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব। ইহার ফলে যদি বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজে গ্রন্থখানির সম্যক্ আলোচনা হয় এবং গ্রন্থ-সম্পর্কীয় প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই সকল পুস্তক লইয়া কাঃ জুর এবং তাঞ্জুর নামক দুইটি বৃহৎ গ্রন্থমালা গ্রথিত হয়। আমাদের আলোচ্য "চিত্র-লক্ষণ" পুস্তকখানি তাঞ্জুর গ্রন্থমালা-ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থমালার সূত্র-বিভাগের ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে,—

১। দশতলন্যগ্রোধপরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনাম।

২। সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণবিবরণনাম।

৩। চিত্রলক্ষণম্।

৪। প্রতিমামানলক্ষণনাম।

চারিখানি গ্রন্থই সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। লাউফের সাহেব "Dokumente der Indischen Kunst" অর্থাৎ "ভারত-শিল্পের লিপিপ্রমাণ" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে "চিত্র লক্ষণ" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

* ১৩২৯ বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় পঠিত।

"চিত্রলক্ষণ" তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মূল গ্রন্থে আরও অধ্যায় ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পরিমাপ ও নানা আকৃতির চক্ষু উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গী আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই নয়নভঙ্গী বিবৃত হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সংস্করণে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ মূল গ্রন্থের অংশমাত্র ধরিয়া লইতে হইবে।

তিন অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ভূমিকামাত্র। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা ও "চিত্র-লক্ষণ" গ্রন্থের পার্থিব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায়ের শেষে "নগ্নজিৎ-কৃত চিত্র-লক্ষণ" বলিয়া গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম নাই, কেবল "চিত্র-লক্ষণের তৃতীয় অধ্যায়" এই কয়টি কথা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব-উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে, তাহার প্রধান পাত্র রাজা নগ্নজিৎ এবং তিনিই প্রথম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। চিত্রলক্ষণকার এই নগ্নজিৎ কে?—এ প্রশ্ন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উপরোক্ত উপাখ্যানটি জানা আবশ্যক। পুরাকালে ভয়জিৎ নামক একজন যশস্বী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে প্রজাগণ সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা তপশ্চর্য্যা দ্বারা দেবগণ অপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনার রাজত্বে অকালমৃত্যুর উদ্ভব হইল কিরূপে? নিশ্চয় আপনি অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছেন। নতুবা আমার বালকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিবে কেন? আপনার যদি ব্রাহ্মণে অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার প্রিয় পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনুন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণতনয়কে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অস্বীকার করিলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজিতপ্রায়, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন যে, জীবন মৃত্যু কর্ম্ম-ফল অনুসরণ করে। যম এ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তবে রাজার তৃপ্ত্যর্থ তিনি বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ-তনয়ের আকৃতি অনুসারে বর্ণসহকারে একটি চিত্র অঙ্কিত কর। রাজা তাহাই করিলেন ও ব্রহ্মা সেই চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বলিলেন,—"তুমি অদ্য যেরূপ নগ্নপ্রেতদিগকে জয় করিলে, চিরকাল সেইরূপ নগ্নজিৎ হইয়া থাক। তোমার নাম আজ হইতে নগ্নজিৎ হইল। আজ হইতে যমলোকের কোন অধিবাসী সূর্য্যালোকে আসিতে পারিবে না।" লাউফের সাহেব এই স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিব্বত ও চীনদেশের চিত্রবিদ্যায় এটি একটি মূলতত্ত্ব যে, চিত্রকর দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—"আমার প্রভাবে তুমি ব্রাহ্মণতনয়ের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে। জীবলোকে ইহাই প্রথম চিত্র। এই চিত্রবিদ্যার দ্বারা জগতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তদ্দ্বারা তুমি জগতে পূজার্হ হইলে।"

এই উপাখ্যান হইতে জানা গেল, নগ্নজিৎ একজন রাজা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে একাধিক স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে (৮ম কাণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ) এক গান্ধাররাজ নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণকার যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে নগ্নজিতের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন,—"এ মত একজন রাজন্যবন্ধুর মত মাত্র।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৭ম কাণ্ডে আছে যে, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ পর্ব্বত ও নারদ ঋষি কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। জৈনসূত্রে গান্ধাররাজ নগ্‌গতি বা নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। যে সকল রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। জৈনশাস্ত্রে তিনি চারি জন প্রত্যেকবুদ্ধের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এ পর্য্যন্ত কিন্তু এই গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সহিত চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিতের কোন সম্পর্ক পাওয়া গেল না। মহাভারতেও দুই স্থলে নগ্নজিতের উল্লেখ আছে। আদিপর্ব্বের ৬৭ অধ্যায়ে আছে,—

ইষুপান্নাম যস্তেষামসুরাণাং বলাধিকঃ॥
নগ্নজিন্নাম রাজাসীদ্ভুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ।

অর্থাৎ মহাভারতবর্ণিত যুগে যে সমস্ত অসুররাজ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়রাজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইষুপ নামক দানব বিখ্যাতবিক্রম রাজা নগ্নজিৎরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আদিপর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ে এই নগ্নজিতের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়,—

প্রহ্লাদশিষ্যো নগ্নজিৎ সুবলশ্চাভবত্ততঃ।
তস্য প্রজাধর্ম্মহন্ত্রী জজ্ঞে দেবপ্রকোপনাৎ॥
গান্ধাররাজপুত্রোঽভূচ্ছকুনিঃ সৌবলস্তথা।
দুর্য্যোধনস্য জননী জজ্ঞাতেঽর্থবিশারদৌ॥

অর্থাৎ গান্ধারী ও শকুনির পিতা গান্ধাররাজ সুবলই নগ্নজিৎ। তাঁহাকে "প্রহ্লাদশিষ্য" বলা হইয়াছে। চিত্রলক্ষণসঙ্কলয়িতা প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণের পরই বলিতেছেন যে, এই গ্রন্থে বিশ্বকর্ম্মা, প্রহ্লাদ ও নগ্নজিৎ—এই তিন জনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ একত্র করিয়া সংক্ষেপে চিত্রলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। লাউফের সাহেব অনুমান করেন, এই তিন জন তিনটি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। অন্ততঃ তিন জনের নামে তিনটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এ অনুমানের কোন যথার্থ ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে নগ্নজিৎ ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়েরই বিবৃত উল্লেখ আছে। কিন্তু উপরোক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও প্রহ্লাদের নাম নাই। নগ্নজিতের সহিত বিশ্বকর্ম্মার সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দুইজনকে দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রবর্ত্তয়িতা মনে করিবার কোন হেতু নাই। চিত্রবিদ্যার যে উৎপত্তিকাহিনী উপরে প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও নগ্নজিৎই প্রধান পাত্র। নগ্নজিৎ ব্রহ্মার আদেশে ও

অনুপ্রেরণায় প্রথম চিত্র অঙ্কিত করিলেন। নগ্নজিৎ কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলেন ও প্রশ্ন করিলেন,—"চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি কিরূপে হইল? বিভিন্ন চিত্রের লক্ষণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ কিরূপ?" ব্রহ্মা বলিলেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈত্য নির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। এই জন্য চিত্রবিদ্যা বেদস্বরূপ পরিগণিত হয়। আমিই প্রথম মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি।" ব্রহ্মার এই উক্তির সম্যক্ তাৎপর্য্য ও মূল্য পরে আলোচনা করিব, আপাততঃ বিশ্বকর্ম্মার সহিত *চিত্রলক্ষণের কি সম্বন্ধ, দেখা যাউক।* ব্রহ্মা চিত্রবিদ্যার নানারূপ স্তুতি করিয়া ও চিত্রশিল্পকে সকল শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া বলিলেন,—"তুমি এখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন কর। সেই দেবলোকের নগ্নজিৎ তোমাকে চিত্রের লক্ষণ, নিয়মাবলী ও পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন।" এখানে দেখা যায়, "নগ্নজিৎ" শব্দ চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, নগ্নজিৎ তখন বিশ্বকর্ম্মার নিকট গিয়া উপদেশ লইলেন। চিত্রলক্ষণ-গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ মূলগ্রন্থ নগ্নজিতের প্রতি বিশ্বকর্ম্মার উপদেশরূপে রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের গ্রন্থানুসারে নগ্নজিৎ বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যমাত্র, উভয়কে দুইটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতির মুখপাত্র বলিয়া মনে করা যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থের সূচনা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রহ্লাদের কোন উল্লেখ নাই। এখন মহাভারতের শ্লোকে পাইতেছি, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের শিষ্য। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণোক্ত নগ্নজিৎ একই ব্যক্তি। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে চিত্রলক্ষণোক্ত শিল্পধারা অতি প্রাচীনকালেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সম্পর্কে চিত্রবিদ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ একজন বিখ্যাত রাজা, গান্ধাররাজ নগ্নজিৎও একজন বিখ্যাত রাজা। চিত্রলক্ষণের নগ্নজিৎ প্রহ্লাদের সহিত একত্র উল্লিখিত, মহাভারতোক্ত গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ প্রহ্লাদশিষ্য বলিয়া অভিহিত। এই পর্য্যন্ত যোগসূত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ যে অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থলে নগ্নজিতের শিল্পমতের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার ৫৮ অধ্যায়ে এক স্থলে আছে,—

"নগ্নজিতা তু চতুর্দ্দশদৈর্ঘ্যেণ দ্রাবিড়ং কথিতম্।"

অন্য স্থলে আছে,—

"আস্যং সকেশনিচয়ং ষোড়শদৈর্ঘ্যেণ নগ্নজিৎপ্রোক্তম্।

চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে মুখমণ্ডলকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিকা ৪ অঙ্গুলি, কপাল ৪ অঙ্গুলি—মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চক্রবর্ত্তীর মস্তকোপরি উষ্ণীষ বলিয়া যে

কেশগুচ্ছ থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি।. সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ অঙ্গুলিই হইল। অতএব বরাহ-মিহিরধৃত নগ্নজিৎ এবং চিত্রলক্ষণকার নগ্নজিৎ এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। বৃহৎসংহিতার উক্তি হইতে বুঝা যায় না—নগ্নজিৎ ভাস্কর্য্যবিৎ ছিলেন, কি চিত্রবিৎ ছিলেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তিনি চিত্রবিৎ ছিলেন।

এখন চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। গ্রন্থখানি তিব্বতী বৌদ্ধদিগের ব্যবহারের জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রপিটক তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট। উক্ত গ্রন্থমালাভুক্ত অন্য তিনখানি শিল্পশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, বুদ্ধপ্রতিমা-লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগ্রন্থ। গ্রন্থের সূচনায় যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য দেবতা। প্রথমেই যথাক্রমে মহাদেব, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও তাঁহাদের শক্তি পার্ব্বতী, সরস্বতী ও পদ্মাবতীকে নমস্কার করা হইয়াছে। পরে পুনরায় বিশেষভাবে সর্ব্ববিদ্যার আকর মহাদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। দশম হইতে ঊনত্রিংশ শ্লোকে চন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু ও ইন্দ, সূর্য্য ও বরুণ, অগ্নি ও পবন, প্রজাপতি-বিশ্বকর্ম্মা, নগ্নজিৎ ও চিত্রবিদ্যার অন্যান্য সমস্ত আচার্য্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে। মহাদেবকে বারংবার নমস্কার করায় অনুমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা শৈব ছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে মহাদেবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং ব্রহ্মারই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, নগ্নজিৎ-শিল্পপদ্ধতির মূলে শৈব প্রভাব ছিল না। গ্রন্থমধ্যে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, তাহার কতক অংশ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাহাতে প্রধান পাত্র একজন হিন্দু রাজা, একজন ব্রাহ্মণ, যম, ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্ম্মা। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেরই ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মার একটি উক্তি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—"সর্ব্বপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। চৈত্যনির্ম্মাণ করিতে হইলেই চিত্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। অতএব চিত্রবিদ্যা বেদ বলিয়াই পরিগণিত।" এস্থলে বৈদিক যজ্ঞবিধির সহিত চিত্রবিদ্যার যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থে বৈদিক যজ্ঞ-বিধির সহিত চিত্রবিদ্যা বা ভাস্কর্য্যের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায় নাই। আমরা সকলেই জানি, বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদির স্থান নাই। কিরূপে ও ঠিক কোন্ সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বা প্রতিমা-চিত্রণ আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যে ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, জাতক ও ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাবেল সাহেব তাঁহার (Ideals of Indian Art) গ্রন্থে বৈদিক যুগেই ভারত-শিল্পের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৈদিক মন্ত্রে ঋষিগণ যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের কল্পনার অভাব ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাঁহারা রূপদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তথাপি বৈদিক যজ্ঞবেদীর পরিকল্পনায় ও যূপস্তম্ভাদি নির্ম্মাণে তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কতকপরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চিত্র-

লক্ষণকার বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে চৈত্য-শব্দের উল্লেখ বিরল। আমরা বৌদ্ধ চৈত্যের সহিতই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞসম্পর্কে এক প্রকার চৈত্যের উল্লেখ চিত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে এক সুহোত্র রাজার বর্ণনা আছে,—

তেষাং জ্যেষ্ঠঃ সুহোত্রস্তু রাজ্যমাপ মহীক্ষিতাম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাদ্যৈঃ সোঽযজদ্‌বহুভিঃ সবৈঃ।

সুহোত্রে রাজনি তস্যা ধর্ম্মতঃ শাসতি প্রজাঃ।
চৈত্য যূপাঙ্কিতা চাসীদ্ভূমিঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবৃদ্ধজনশস্যা চ সর্ব্বৈব ব্যরোচত।

রাজা সুহোত্র রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী শত-সহস্র চৈত্য-যূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। এস্থলেও বৈদিক যজ্ঞের সম্পর্কে চৈত্য ও যূপের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। হ্যাবেল বলেন, বৈদিক কাষ্ঠযূপই ভবিষ্যৎকালের স্তম্ভাদির মূল। বৈদিক চৈত্য সেইরূপ ভবিষ্যৎকালের চৈত্যাদির মূল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রলক্ষণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবলোকে চিত্রবিদ্যার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা নগ্নজিতের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টির পর ব্রহ্মা সৃষ্টির কল্যাণ-কামনায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাঁহার ধ্যানপ্রভাবে মহাদেব, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ দিব্য প্রভাবসম্পন্ন হইলেন। তাঁহারা তখন স্বীয় প্রভাববলে দিব্যশ্রীসম্পন্ন সুলক্ষণাক্রান্ত, সুবিভক্তাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপবান্ মূর্ত্তি বিকসিত করিলেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি নানারূপ ধারণ করিল এবং বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন হস্তে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ চিত্রমধ্যে প্রকটিত হইল, এবং এইরূপে দেবতারা নিজেই নিজেদের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব চিত্র দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইলেন এবং ব্রহ্মা বলিলেন, "সুন্দর হইয়াছে। এখন হইতে এই সকল মূর্ত্তির নিকটেই লোকে পূজোপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইবে।" দেবগণ "তথাস্তু" বলিয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে পূজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। এই কাহিনীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ছাপ। এখানেও বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের কোন চিহ্নমাত্র নাই। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার পার্থিব উৎপত্তির কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যার দৈব উৎপত্তির কথা। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া কিরূপে মনুষ্যচিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইল, তাহার কথা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বের কল্যাণের জন্য জীবলোকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য ব্রহ্মপ্রণোদিত হইয়া দেবগণ কিরূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন, তাহার কথা। দুই কথাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন নাই। সূচনায় বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন, রাজা ও অন্যান্য নরগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

দেওয়া যাইতেছে। পরে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন,—"দেবতা, অসুর, নাগেন্দ্র, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, বামন, জরিতু, পিশাচ, প্রেত, কবন্ধ, বিদ্যাধর—সকলের পক্ষেই নিম্নলিখিত মানগুলি খাটিবে।" বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু রাজা ও চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ ও মান লইয়াই গ্রন্থকার ব্যস্ত। কোন কোন স্থলে বিশেষ করিয়া দেবতা বা সাধারণ লোক বা যোগী বা নারীচিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা আছে। গ্রন্থের শেষে বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন,—"চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ও রাজ-লক্ষণ বিশেষভাবে বলা হইল। অন্যান্য সমস্ত মানুষের চিত্রলক্ষণ সম্বলিত ১২০০০ শাস্ত্র আছে। ব্রহ্মা এই সমগ্র শাস্ত্রকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সে সমস্ত পঞ্চশ্রেণীর চিত্র-শাস্ত্র বলিতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের প্রয়োজন। তবে তোমাকে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতেই মোটামুটিভাবে সর্ব্বপ্রকার মহাপুরুষের ও দেবনরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথানুপাতে অন্যান্য চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-মান স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।"

অতএব বুঝা গেল, চক্রবর্ত্তি-চিত্রলক্ষণই চিত্রলক্ষণ গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। এখন বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ্যভাবপ্রণোদিত চিত্রলক্ষণ কিরূপে বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইল। বুদ্ধ একজন চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং চিত্রলক্ষণে চক্রবর্ত্তি-চিত্র সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই বুদ্ধচিত্রপক্ষে প্রযোজ্য। শিল্প-রচনা-পদ্ধতি ও শিল্পের নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। শিল্পিগণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডী দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাঁহারা পুরুষপরম্পরাগত শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ের জন্যই স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্রশিল্পাদি রচনা করিতেন, এইরূপই অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিত্রলক্ষণ এই জন্যই বৌদ্ধ তাঞ্জুর গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছে।

লাউফের সাহেব মনে করেন, গ্রন্থখানি অংশতঃ জৈনপ্রভাবান্বিত। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ—নগ্নজিৎ নাম। নাম হইতে তিনি অনুমান করেন, নগ্নজিৎ-কৃত চিত্রলক্ষণ এমন কোন শিল্প-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত, যাঁহারা নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেন। দিগম্বর জৈনেরা যে নগ্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অন্য কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে নগ্নমূর্ত্তি চিত্রিত হইত, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের রামগড়গিরিস্থ যোগিমারা গুহায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুহায় একটি শিলালিপি আছে, যাহা হইতে জানা যায় যে, গুহাটি সুতনুকা নাম্নী একজন দেবদাসী কর্ত্তৃক নটীদিগের বিশ্রামাগার-স্বরূপে নির্ম্মিত ও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গুহার প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি চিত্র আছে। চিত্রের বিষয়গুলি ভাল করিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে চিত্রের প্রধান পাত্রগুলি নগ্নভাবে চিত্রিত হইয়াছে। নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন, চিত্রগুলি জৈনধর্ম্মসম্পৃক্ত হইতে পারে। চিত্রলক্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন কতকগুলি লক্ষণ ও মান দেওয়া হইয়াছে, যাহা নগ্নচিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাও লাউফের সাহেবের মতের পরিপোষক বলিয়া গণিত হইতে পারে।

এই অনুমান সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা, সমগ্র গ্রন্থমধ্যে কোথাও জৈনধর্ম্মের বা জৈনতীর্থঙ্করাদির উল্লেখ নাই। সমগ্র গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ্যভাবে অনুপ্রাণিত। যদিও গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ জৈনশাস্ত্রে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথব্রাহ্মণ ও মহাভারতভুক্ত ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নগ্নজিৎ সুপরিচিত ছিলেন। চিত্রলক্ষণে যে নগ্নমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সমস্ত উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে স্থলে দেবমূর্ত্তির উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, মূর্ত্তিগুলি শস্ত্রপ্রহরণধারী ও বস্ত্রালঙ্কার-শোভিত। তৃতীয় অধ্যায়ের যে অংশ দেখিয়া নগ্নচিত্রের কল্পনা মনে আসে, তাহার পার্শ্বেই বলা হইয়াছে—"যে সকল মূর্ত্তির অধোভাগ বস্ত্রাবৃত ও কটিবন্ধবেষ্টিত, তাহাদিগের নাভিনিম্নস্থ উদরাংশ চারি অঙ্গুলপরিমিত।" পুনরায় এক স্থলে বলিতেছেন, "চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ ও শিথিল হইবে।" ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রলক্ষণের যে দুই অধ্যায়ে নগ্নজিতের নাম আছে, সেই দুই অধ্যায়ই সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যভাবপূর্ণ। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে নগ্নজিতের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

লাউফের সাহেব আর একটি কথা তুলিয়াছেন। সে কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গান্ধাররাজ নগ্নজিৎ ও চিত্রলক্ষণ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাহা হইতে গান্ধাররাজ্যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্পের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। গান্ধার-রাজ্যে যে একটা প্রাচীন চিত্রশিল্প ছিল, এবং সেই শিল্পের ভিত্তির উপর গ্রীক শিল্পিগণের প্রভাবে যে গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের অভ্যুত্থান, এইরূপ অনুমান পূর্ব্বেই গ্রীন্‌বেডেল্ সাহেব তাঁহার "ভারতে বৌদ্ধ-শিল্প" গ্রন্থের শেষভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গান্ধারের ভাস্কর্য্য শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"In many sculptures of the *Gandhara* School, the pictorial element is so strongly in evidence that one might imagine that an early school of painting had existed in Gandhara whose extreme offshoot is represented to some extent in the Tibetan ecclesiastical painting; for examples, the nimbus, and the reliefs of "the flight of the Bodhisattva," "the birth of Gautama."

অর্থাৎ গান্ধারের অনেক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পসুলভ লক্ষণের এরূপ প্রাচুর্য্য যে, এ কথা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, গান্ধারে একটা প্রাচীন চিত্রকলা ছিল। তিব্বতীয় ধর্ম্মচিত্রগুলি সেই চিত্রকলার একটা প্রত্যন্তশাখা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

খোটান ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কতক-পরিমাণে গান্ধার ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে একটি ঐতিহ্য আছে

যে, বাজুনা ও ওয়াই-চি-ই-সোঙ নামক দুই জন খোটানী চিত্রকর ভারতীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ কোরিয়া ও চীনদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের কল্পিত গান্ধার চিত্রকলাই খোটানী চিত্রকর কর্ত্তৃক কোরিয়া ও চীনে নীত হইয়াছিল—এ কল্পনা অমূলক না হইতে পারে। অবশ্য এ সকল কথা কল্পনা ও অনুমান মাত্র। এ কল্পনা সিদ্ধান্তে পরিণত নাও হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে এরূপ কল্পনার মূল্য আছে বলিয়াই, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম।

এখন চিত্রলক্ষণের মূল বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। তৃতীয় অধ্যায়ে মানবচিত্রের বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তি চিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।

পরিমাপগুলি বরাবর অঙ্গুল-হিসাবে পরিমিত। যাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, তাহারই অঙ্গুলি দ্বারা মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পারে, কিন্তু একটি চিত্রমধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর অনুপাত ঠিক থাকা চাই। এই মানগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি করিতে চাই না। শিল্পতত্ত্ব লোচনার পক্ষে সে গুলি অতি মূল্যবান্ তথ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল গ্রন্থখানির সামান্য পরিচয় দিয়া তৎপ্রতি পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রথমে চক্রবর্ত্তী পুরুষের সমগ্র শরীরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায় সুবিন্যস্ত। গ্রন্থের শেষভাগে চক্রবর্ত্তী পুরুষের একটি সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা আছে। তাহার কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র অতি সুন্দর। যদি তাহার সেই প্রভামণ্ডলপরিবৃত রূপের সহিত কোন বস্তুর তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী ভূপতির সহিতই তাহার তুলনা হয়। সেই জন্যই তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া প্রভামণ্ডল চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রপ্রভার ন্যায় শুভ্র। সেই জন্য চক্রবর্ত্তি-শাসিত নরসমাজ দ্বিচন্দ্রবিশিষ্ট শুক্লসন্ধ্যার ন্যায় শোভা পায়। তাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা সুন্দর, তাঁহার কপাল সুন্দর। তাঁহার কেশের বর্ণ সুন্দর, উজ্জ্বল ও কোমল, তাঁহার কেশাগ্র কুঞ্চিত। তাঁহার নাসিকা উন্নত ও ঋজু, তাঁহার ওষ্ঠাধর রক্তিম। তাঁহার দন্তরাজি মুক্তাধবল, তাঁহার চক্ষুদ্বয় আকাশের ন্যায় নীলাভ, সুদীর্ঘবিশ্রান্ত। তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে তেজঃপুঞ্জ ঊর্ণা শোভমান। তাঁহার শুভ্রকায় অতি সুন্দররূপেই চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কর্ণদ্বয় সমভাবে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায়। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পরিপুষ্ট। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সুসংযুক্ত। হস্তপদ সুপুষ্ট ও সুগোল এবং শরীর মাংসল। নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত ও গভীর। তাঁহার শরীর সকলদিকেই সুগোল, সুতরাং সন্ধিস্থলগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার উরুযুগল হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুগোল। তাঁহার জানু বা গুল্ফগ্রন্থি দৃষ্টিগোচর হইবে না। তাঁহার নখর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়। তাঁহার পদতল চক্র-চিহ্নিত। তাঁহার অঙ্গুলি দীর্ঘ ও সুগোল। তাঁহার বর্ণ চম্পকপুষ্পের ন্যায়।"

গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে যে সমস্ত উপদেশ ও নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে এই কয়টি কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ পুরুষের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চিত্রমধ্যে কোথাও বন্ধুর মাংসপেশী, শিরা বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বক্ষঃস্থল সুপুষ্ট হইবে, অথচ সমতলভাবে চিত্রিত হইবে। চক্রবর্ত্তী বা দেবতার মূর্ত্তিতে গুম্ফ-শ্মশ্রু আদৌ থাকিবে না। তাঁহাদিগকে ষোড়শবর্ষীয় যুবকের ন্যায় চিত্রিত করিতে হইবে। তাঁহাদের শরীর সিংহোদরের ন্যায় দীর্ঘবিস্তৃত। এই সকল লক্ষণ ভারতীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রলক্ষণকার নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ আর কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান সহায়। তিনি আকারভেদে পঞ্চপ্রকার চক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন ;—(১) ধনুরাকৃতি ; (২) উৎপলপত্রাকৃতি ; (৩) মৎস্যোদরাকৃতি ; (৪) পদ্মপত্রাকৃতি ; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। প্রত্যেক আকারের চক্ষুর দৈর্ঘ্য-বিস্তারের পরিমাপ দেওয়া হইল। ধনুরাকৃতি চক্ষু নিমীলিতপ্রায়, ইহার বিস্তার ৩ যব মাত্র। ধনু হইতে উৎপলাদিক্রমে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। কড়িচক্ষুই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ফারিত। ইহার বিস্তার ১০ যব। ধ্যানস্থ যোগীদিগের চক্ষু ধনুরাকৃতি। সাধারণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি। রাজা, রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু মৎস্যোদরাকৃতি। ভয় বা ক্রন্দনসূচক চক্ষু পদ্মপত্রাকৃতি। যাতনা ও ক্রোধব্যঞ্জক চক্ষু কড়ির ন্যায় বিস্ফারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত করিলে রাজা প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দেবনেত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও স্নিগ্ধ, নয়নপল্লবে কোন কর্কশতা নাই, আভা পদ্মপত্রের ন্যায় এবং নীলবর্ণ মণির মধ্যে নানা বর্ণলীলায় সুচঞ্চল, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ। এই স্থলে গ্রন্থকার ৩৬ প্রকার নয়নভঙ্গীর উল্লেখমাত্র করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন অধ্যায় পাওয়া যায় নাই।

চক্ষুর ন্যায় জ্রুরও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা প্রশান্ত ব্যক্তির ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, নর্ত্তনশীল ; ক্রোধাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির ভ্রূ ধনুরাকৃতি ; ভীতিগ্রস্ত ও বিলাপকারী ব্যক্তির ভ্রূ নাসাসন্ধি হইতে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধকপাল জুড়িয়া থাকে।

চিত্রলক্ষণে শুধু যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক স্থলে বর্ণসম্বন্ধেও উপদেশ আছে। যে কয় প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল। চিত্র-শিল্পবিদ্‌গণ ইহার সহিত ভারতীয় চিত্র-শিল্পের অধুনাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১। লাল—উৎপলাকৃতি চক্ষুর ধারবর্ত্তীভাগে ; ওষ্ঠাধরপ্রান্ত (বিম্বফলের ন্যায়) ; নখর (লাক্ষাভ) ; নখের ভিতর দিক্ (উৎপলবৎ, নাগরাজ-ফণাবৎ*) ; করতল (রক্তপদ্মবৎ, শশাসৃক্‌বৎ) ; জিহ্বা (রক্তবৎ) ; পদপ্রান্তে অলক্তরাগ।

২। শুক্ল—দেবতাদিগের চক্ষু (দুগ্ধবৎ) ; দন্ত (মুক্তাবৎ) দুগ্ধবৎ, পদ্মবীজবৎ, তুষারবৎ, সুমন (জাতি)-পুষ্পবৎ ; চক্রবর্ত্তীর পরিচ্ছদ।

* বুদ্ধভট্টের রত্নপরীক্ষার পদ্মরাগমণির সহিত শশরক্তের তুলনা করা হইয়াছে।

৩। নীল—চক্ষুতারকা (আকাশবৎ); কেশ (ইন্দ্রনীলমণিবৎ, ভ্রমরবৎ, অঞ্জনবৎ, ময়ূর-কণ্ঠবৎ, কোকিলকায়বৎ, আকাশবৎ)।

৪। কৃষ্ণ—চক্ষুর মণি।

৫। জাফরাণ—করনখপ্রসাধনে ব্যবহৃত।

৬। সুবর্ণ—চক্রবর্ত্তীর গাত্রবর্ণ (জাম্বুনদসুবর্ণবৎ, প্রস্ফুটিত পদ্মবীজবৎ, চম্পকবৎ)।

এই ছয়টি বর্ণের মধ্যে লাল, শুক্ল, নীল ও সুবর্ণ, এই কয়টি বর্ণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আপনাদের সম্মুখে চিত্রলক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করিলাম। গ্রন্থখানির সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মনে উদয় হয়। তন্মধ্যে প্রবন্ধমধ্যে কয়েকটি নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। আশা করি, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল প্রশ্নের যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সমতটের পূর্ব্বে

(প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য)

গত ১৩২৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে"-শীর্ষক প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদী পূর্ণ বাবু যদি প্রতিবাদের পূর্ব্বে ঐ প্রবন্ধটি মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেন এবং তত্রোল্লেখিত * বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অন্যান্য প্রবন্ধগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে তাঁহাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইত না, যে গুলির উত্তরে ঐ সকল প্রবন্ধে লিখিত বহু কথার এস্থলে পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ণ বাবু প্রথমেই বলিয়াছেন যে, "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধলেখক (বিদ্যাবিনোদ মহাশয়) দেশবৎসলতা-প্রণোদিত হইয়াই 'শিহলিচটলো'কে শ্রীহট্ট বলিয়াছেন। উত্তরে বক্তব্য যে, এ কথা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ই যে বলিয়াছেন, এমন নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় ইহা বলিয়া গিয়াছেন। [রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৯, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০ পৃ° দ্রষ্টব্য]। "বিজয়া" (আষাঢ়, ১৩২০) পত্রিকায়ও ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা-প্রসঙ্গে ৺রাজকৃষ্ণ বাবু ও ৺কৈলাস বাবুর কথা আছে এবং তাহাতে শ্রীহট্টের ৭ম শতাব্দীতে স্ব-নামে ও স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ ঐ সময়কার এক প্রাচীন লিপিতে "শ্রীহট্টাধিশ্বরেভ্যঃ" এই শব্দটি যে রহিয়াছে, এ কথাও উল্লেখিত হইয়াছে [ঐ সংখ্যার "বিজয়া", ৬৩১ পৃ° অথবা এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ১নং ভলিউম—১ম ভাগ, ১০ পৃ° দ্রষ্টব্য।] অতএব শিহলিচটল "শ্রীহট্ট" না হইলেও শ্রীহট্টের কোনও ক্ষতির কারণ যখন দেখা যায় না এবং যখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহুপূর্ব্বেই বঙ্গের বিখ্যাত দুই জন প্রাত্নতত্ত্বিক শ্রীহট্টকেই শিহলিচটল দ্বারা সূচিত মনে করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদী পূর্ণ বাবুর এরূপ উক্তি সমীচীন কি না, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পূর্ণ বাবু সাহসিকতা-সহকারে বলিতেছেন, "আমরা বলিতেছি, সিলেট শব্দই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া "শ্রীহট্ট" হইয়াছে।" তিনি "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধেই (৪র্থ পৃ°—২৪ পঙ্‌ক্তি হইতে) দেখিতে পাইবেন, ভাটেরার তাম্রশাসনে (যাহা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক ১৮৮০ অব্দে এসিয়াটিক জর্ণেলে আলোচিত হইয়াছে) "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখ আছে এবং এই শাসন ত্রয়োদশ শতাব্দীর (অন্ততঃ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (৫ পৃ°, ৩—৪ পঙ্‌ক্তি)।

* "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৪র্থ পৃষ্ঠা ফুটনোট দ্রষ্টব্য (১৩২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১ম সংখ্যা); তাহাতে আছে, "এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি" ইত্যাদি।

প্রতিবাদী আবার দুঃসাহসিকতা-প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন, "শ্রীহট্ট শব্দ কোন্ পুরাণে বা প্রাচীন তন্ত্রে আছে, তাহা পদ্মনাথ বাবু দেখাইয়া দিতে পারেন কি?" "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের ৩য় পৃষ্ঠার ফুটনোটে "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই একটি তন্ত্রোক্ত বচন রহিয়াছে। তন্ত্রান্তরে (অর্থাৎ অপর এক তন্ত্রে) যে উহার পাঠান্তর আছে, তাহাও বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ মূল তন্ত্রের নাম নাই। "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য" (যাহা হয় ত প্রতিবাদী পড়িয়া থাকিবেন) তৃতীয় প্রকরণ, ১০০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে ঐ বাক্যটি আছে এবং তাহা মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রের বচন। চট্টলের প্রাচীনত্ব-খ্যাপনে যে "যোগিনী-তন্ত্রের" নাম সর্ব্বাদৌ প্রতিবাদী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও বহুশঃ শ্রীহট্টের নাম আছে ["বিজয়া"র ঐ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৩২০, আষাঢ়—৬২৯পৃঃ; অথবা যোগিনীতন্ত্র দ্বিতীয়ার্দ্ধ, প্রথম পটল—১৪।১৫ শ্লোক; ঐ ২য় ভাগ, দ্বিতীয় পটল—৪২।৪৩ শ্লোক—ঐ ঐ; ৬ষ্ঠ পটল, ১৪৬ শ্লোক; ঐ ঐ—৯ম পটল, ৯০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

এ ছাড়া চট্টলের প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি আবার দুই একটি পুরাণ ও তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল পুরাণ, "উপপুরাণ"—এ গুলি অত্যন্ত আধুনিক; তন্ত্রের তো কথাই নাই। যে যোগিনীতন্ত্রের কথা সর্ব্বাদৌ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কোচবিহার রাজবংশের বীজী পুরুষ বিশ্বসিংহের নাম আছে। বিশ্বসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। অপিচ যে "চৈত্র-মাহাত্ম্য" পুরাণের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যে তাহা দেবীপুরাণের অন্তর্গত বলা হইয়াছে, অথচ বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত দেবীপুরাণে ঐ চৈত্র-মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নাই। *

মহাপীঠ এবং অনাদিলিঙ্গগুলি অবশ্যই শাস্ত্রবিশ্বাসীর নিকটে সত্যযুগ হইতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রকাশ এই কলিযুগের দুর্ব্বলাধিকারীদের হিতার্থে এ যুগেই হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় তন্ত্র ও উপপুরাণের বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া কোনও ফল নাই। ইহার উপর আবার প্রক্ষিপ্তাংশও বহু আছে। পদ্মপুরাণ মহাপুরাণের মধ্যে পরিগণিত—ইহাতে শকুন্তলোপাখ্যান (কালিদাসের লেখানুরূপ) প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। †

প্রতিবাদী মহাশয় তন্ত্রাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কুত্রাপি চট্টলের পূর্ব্বে "শ্রী" নাই। অবশ্য চট্টলবাসী পণ্ডিত বা লেখকগণ স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বীয় জন্মভূমির পূর্ব্বে 'শ্রী' বসাইতে পারেন। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতেও দেখা যায়, রাজধানীগুলির নামের পূর্ব্বে কখন কখন

---

* চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্যের লেখক চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার নিকট হস্তলিখিত দেবীপুরাণের অংশ "চৈত্র-মাহাত্ম্য" আছে। হস্তলিখিত কোন কিছু যদি অন্যত্র মুদ্রিত বা উদ্ধৃত না হয়, তবে উহার প্রামাণিকতা কতদূর, ভাবিয়া দেখা উচিত।

† বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণে শকুন্তলার উপাখ্যানটি পাই নাই, অথচ বঙ্গবাসি-সম্পাদক রায় সাহেব ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয় অন্যত্র প্রকাশিত পদ্মপুরাণ দেখিয়াই বোধ হয়, শকুন্তলা-রহস্যে পদ্মপুরাণকেই শকুন্তলা নাটকের গল্পাংশের মূল বলিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ততা এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতেই ধরা পড়ে।

শ্রী বসিত, যেমন, "শ্রীবিক্রমপুর", "শ্রীদুর্গম্বয়া" ইত্যাদি। তবে বৌদ্ধ পরিব্রাজক য়ুয়ন-চোয়াং কেন যে 'চট্টল'কে এমন সম্মান দেখাইবেন, তাহার উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। প্রতিবাদী বলেন, উহা বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়াই "শ্রী"পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে য়ুয়নচোয়াং তো সুবহু বৌদ্ধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, অন্যত্র কুত্রাপি 'শ্রী' প্রয়োগ করিলেন না, এখানে—যে জায়গায় তিনি পদার্পণও করেন নাই *—তাহা করিতে গেলেন কেন? ভাল কথা, "শ্রীচট্টল" তো পূর্ণ বাবুর মতে বৌদ্ধ-জগতে খ্যাতিপন্নই ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রাচীন গ্রন্থা-বলীতে উহার নাম পাওয়া গিয়াছে কি? তিনি তো বৌদ্ধশাস্ত্র-পারদর্শী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরকে আমোলেই আনেন নাই † স্বয়ং এদিকে একটু গবেষণা প্রয়োগ করুন না?

'শ্রীহট্ট' নামটির ব্যাখ্যা বিষয়েও তাঁহার আপত্তি এই যে, যদি ইহা 'লক্ষ্মীর' (বা মহালক্ষ্মীর) হট্টই হইত, তবে 'লক্ষ্মীহট্ট' হইল না কেন? 'লক্ষ্মী' ও 'শ্রী' উভয় শব্দই একার্থবাচক, তাই লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারে দোষ কি? বিল্ববৃক্ষকে 'শ্রীবৃক্ষ' বলে—কেন না, "তত্রাসৌ বসতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষস্তেন উচ্যতে।"—(শব্দকল্পদ্রুমধৃতবহ্নিপুরাণবচনম্।) এ স্থলেও তো "লক্ষ্মীবৃক্ষ" হইতে পারিত?

শ্রীহট্টে কোন বৌদ্ধ চৈত্যের পরিচিহ্ন নাই—চট্টলে আছে। ইহাও শ্রীহট্টের বিপক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ দাঁড় করান হইয়াছে। দুর্ভাগ্য (বা সৌভাগ্য)-বশতঃ শ্রীহট্টে সম্প্রতি বহুশতাব্দী যাবৎ কোনও বৌদ্ধ নাই, তাই চৈত্যও নাই। বৌদ্ধ মগেরা যে যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, তথায়ই অধুনা বৌদ্ধ চৈত্যাদি দেখার সম্ভাবনা। শ্রীহট্ট কোনও দিন যে "মগরাজ্যের অন্তর্গত" ছিল এ কথা (প্রতিবাদী মহাশয় কুক সাহেবের বার্ম্মিজ্ হিস্টরীর পত্রাঙ্ক প্রদর্শন করিলেও) আমাদের জানা নাই—আমরা মাত্র জানি যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে মণিপুর ও কাছাড় রাজ্য এবং ব্রহ্মপুত্রোপকণ্ঠে আসাম রাজ্য মগদের দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছিল। এই উপদ্রবের ফলেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়াই বাধে, পরিশেষে আসাম ও কাছাড় ইংরেজের অধীন হইয়া পড়ে।

এখন বাকী রহিল শ্রীহট্টের কাছে সমুদ্রের কথা। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে "সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধে (৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টবাসীর 'সমুদ্র' দেখার সৌভাগ্য না হইতে পারে, কিন্তু একজন ইংরেজ—যিনি সাত সমুদ্র ডিঙাইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন—

---

* পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধে যেন বোধ হয়, তিনি মনে করেন, য়ুয়নচোয়াং চট্টলে গিয়াছিলেন এবং ঐ দিক্ দিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।।

† রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম চাটিগাঁ বলিয়াই বৌদ্ধজগতে খ্যাত ছিল। কিংবদন্তীও আছে, চট্টগ্রাম পূর্ব্বে বঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দুরাজার ও আরাকানের বৌদ্ধ রাজগণের অধীন ছিল। প্রবাদ আছে, খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে শেষোক্ত বৌদ্ধরাজ বঙ্গ আক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান চট্টগ্রামে এক জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন; (Anderson's Archaelogical Catalogue of Indian Museum, Vol. II, p. 162) সেই 'চিৎ তং গোঁ' হইতে দেশীয়েরা চট্টগ্রাম বা চট্টল নাম দিয়াছেন।

তিনি মাত্র পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে আগমনকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই পুনশ্চ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"*I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet I had recourse to my compass—the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent.*'—(Extracts from the Lives of Lindsays). এক শত মাইল বিস্তৃত হ্রদ—যাহাতে কোম্পাস্ দ্বারা নৌচালনের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা প্রতিবাদী মহাশয় "ডেবা, ডোবা বা হাওর" বলিয়া উল্লেখিত করিলেন! তাম্রশাসনে যে "সাগর পশ্চিমে" বলিয়া সীমা-নির্দ্দেশ আছে, "নৌবাটক" শব্দেই বা কি বুঝায়, এ সকল তো পূর্ণ বাবু গ্রাহ্য বলিয়াই মনে করিলেন না!

'শিহলিচটল'কে 'চট্টল' ধরিয়া যুয়নচোয়াং কর্তৃক উল্লেখিত অপরাপর রাজ্যের সংস্থান করা উচিত ছিল; প্রতিবাদী মহাশয় ততটা মাথা ঘামাইতে চান নাই। তিনি 'কমোলংক' প্রভৃতি অপর পাঁচটি রাজ্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত স্থানেই রাখিতে চান এবং তজ্জন্য যুয়নচোয়াঙের আর একটি ভুল আবিষ্কৃত করিয়াছেন—যাহা এ যাবৎ ইউরোপীয় বা এসিয়ার অধিবাসী কোনও প্রত্নতত্ত্বিক ধরিতে পারেন নাই। এ যাবৎ চীনীয় পর্য্যটকের একটি মাত্র ভুল প্রদর্শিত হইত—অর্থাৎ শিহলিচটল সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে, না হইয়া 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' হইবে—এইটুকু মাত্র। পূর্ণ বাবু সেই ভুলটি ছাড়া আর একটি ভুল বাহির করিয়াছেন, তাহা এই,—'কমোলাংক' শিহলিচটলের 'দক্ষিণ-পূর্ব্বে' না হইয়া 'উত্তর-পূর্ব্বে' হইবে। তাহা হইলেই 'কমোলংক' 'কোমিল্লা' হইবে (এবং অন্যান্যগুলি ঠিক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-প্রদর্শিতানুরূপই হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয়)। কিন্তু তিনি সংশোধনেও একটু ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। কোমিল্লা (ত্রিপুরা অর্থাৎ বর্ত্তমান হিল্ টিপারা নহে—ইহা তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল) চট্টলের উত্তর-পূর্ব্বে নহে, উত্তরে—বরং উত্তর-পশ্চিমে বলিলেও পারিতেন। ফলকথা, বেচারা যুয়নচোয়াঙের উপর অবিচারের মাত্রাটা প্রতিবাদী মহাশয় বাড়াইয়াছেন মাত্র। সংস্কৃতজ (রাজ্যাদির নামসূচক) শব্দ চীনদেশীয় অক্ষর (letter নহে syllable) দ্বারা প্রকাশ করিতে গিয়া অবশ্যই যুয়নচোয়াং (বা অন্যান্য চীনীয় পরিব্রাজক) নানা বিড়ম্বনা ঘটাইয়াছেন, তাহাতে সংস্কার বা সংশোধনের অবসর আছে; কিন্তু দিক্‌সূচক শব্দ তদানীং অতি সভ্য চীনদেশীয়দের অভিধানে অবশ্যই সুস্পষ্ট ছিল; ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বিকগণ দিগ্বাচক শব্দের তরজমায় সকলেই একমত। এ অবস্থায় যুয়নচোয়াঙের বিবরণীতে উল্লেখিত দিগ্বাচক শব্দগুলিকে উলট-পালট করা নিতান্তই অসমীচীন। চীনদেশের প্রত্নতত্ত্বালোচনায় ওয়াটার্স সাহেবের স্থান অতি উচ্চে—তিনি 'উত্তর পূর্ব্ব'কে (সমতটের 'উত্তর-পূর্ব্বে' শিহলিচটল—এই স্থলে) 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব' করা সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"which (i. e. North-east) is the reading of all the texts of the Life and of the Fangchi." (Watters' Yuan Chwang, Vol. ii, pp. 188-9)

অর্থাৎ বিভিন্ন দুইখানি গ্রন্থের নানা প্রতিলিপিতে একই পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব" পাওয়া যাইতেছে। এই পাঠ অব্যাহত রাখিয়া যুয়নচোয়াং যে সকল রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে গুলির সংস্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালা প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩২৬ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে এবং ইংরেজী প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণেলের ১৯২০ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে একটু সাবধান হইয়া করাই আবশ্যক ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ঈদৃশ একটা প্রত্নতত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেন না বাদ বিতর্ক দ্বারাই সত্যের আবিষ্ক্রিয়া হয়—এবং আবিষ্কৃত সত্যেরও ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধেরও একটা প্রতিবাদ ফরাসী প্রত্নতত্বজ্ঞ মুসো ফিনো ঐ জর্ণেলেই প্রকাশিত করিয়াছেন—তবে উহাও সারবান্ বলিয়া প্রতীত হইল না। ইনিও কিন্তু শিহলিচটলকে 'শ্রীচট্টল' বলেন না—পূর্ব্বেকার মত শ্রীক্ষেত্র বা প্রোমই বলেন, পরন্তু তৎপক্ষে যুক্তির মূল বড়ই শিথিল।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব *

বুদ্ধদেব তপস্যা-বলে সম্বোধি লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন ও স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালপ্রচলিত ছয়টি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছয় জন প্রধান গুরু—পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত ও সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত—আপনাদের শিষ্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। এই ছয় জন বৌদ্ধধর্ম্মবিরোধী ধর্ম্মগুরু তীর্থিক বা তীর্থ্য নামে পরিচিত; পালি ভাষায় তাঁহাদের তিত্থিয় বলা হইত।

এই তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, আচার্য্য ম্যাক্স্‌মূলার ষড়্‌দর্শনের ইতিহাসে এই তীর্থিকদিগের স্থান নির্ণয় করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ষড়্‌দর্শনে তীর্থিকদিগের স্থান ও জৈন বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তাঁহাদের প্রভাব সম্বন্ধে কোন সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; কারণ, তখন প্রমাণ ও উপকরণগুলি অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই।

মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত)-প্রমুখ ছয় তিত্থিয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত রক্‌হিল সাহেব-প্রণীত বুদ্ধজীবনীতে আছে; এখানি সামঞ্ঞফলসুত্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। রক্‌হিল তাঁহার পুস্তকের পরিশিষ্টে জৈন ভগবতী গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া মহাবীর (নিগণ্ঠ নাথপুত্ত) ও গোসাল মস্খলিপুত্ত মধ্যে আলাপের এবং সামঞ্ঞফলসুত্তের দুইটি চীন সংস্করণ অনুসারে ছয় তীর্থিকের মতবাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনিও কিন্তু প্রকৃত সমস্যার মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

স্পেন্স হার্ডি, আচার্য্য ওল্‌ডেন্‌বার্গ এবং অন্যান্য লেখকেরা, যাঁহারা বৌদ্ধ সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তীর্থিকদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক বিবরণমাত্র দিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

অধ্যাপক যাকবি সর্ব্বপ্রথমে জৈনসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার ২৭ পৃষ্ঠায় এই ছয় জন ধর্ম্মপ্রচারক তীর্থিকদের বিবরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন,—

"বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময়ে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্ত যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত না হইলেও যতটুকু আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই অমূল্য; কারণ, এই সকল বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, ঐ দুই প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারক তাঁহাদের ধর্ম্মমত কোন্ ভিত্তির উপর কোন্ উপকরণে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিরোধী ছয় তীর্থিকের ধর্ম্মমত ও জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম্মমত কোন কোন অংশে এমন সুসদৃশ যে, আমরা অনুমান

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ও মহাবীর তাঁহাদের ধর্ম্মবিরোধী ছয় ধর্ম্মগুরুর নিকট নিজেদের মতবাদের জন্য কতকাংশে ঋণী ছিলেন। আর এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়।"

অধ্যাপক য়াকবির এই উক্তির উল্লেখ করিয়া আচার্য্য রীস্ ডেভিড্‌স্ বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধ ও জৈন ইতিবৃত্তে যে দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদের আলোচনা ও মীমাংসা আছে, তাহাতে বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় মৌলিকতা বা মূলগত মূল্য না থাকিতে পারে, তথাপি সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্টই আছে; কারণ, তাহারা সমাজের এমন একটি আদিম অবস্থার পরিচয় দেয়, যখন সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও ধর্ম্ম ছিল উদার, উন্নত—সর্ব্বদেববাদ। আর যতটুকু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন কালের ভৌগোলিক সংস্থান, রাষ্ট্রবিভাগ ও ব্যবস্থা, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভারতের অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের আবশ্যক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।"

অধ্যাপক য়াকবি ছাড়া শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্‌স্ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ সব তীর্থিক তাঁহাদের কুতর্ক ও কুযুক্তি দ্বারাও কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পথ সুগম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল প্রকার বৌদ্ধ-ইতিবৃত্তে প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁহাদের সকলকেই ছয় তীর্থিক বা তিত্থির নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। এই সব ইতিবৃত্তের সকলগুলিই নির্ভরযোগ্য ও বিচারসহ নহে; যেহেতু কোন কোন ইতিবৃত্ত নানা প্রকারে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে যে, ঐ সব ধর্ম্মগুরুর যশ বুদ্ধদেবের আচরণের মহিমায় ও প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। জাতকের মধ্যে এই সব ধর্ম্মগুরুকে বুদ্ধের তুলনায়—ময়ূরের তুলনায় কাকের ন্যায়—অপকৃষ্ট বলা হইয়াছে।

মিলিন্দ-প্রশ্ন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা। এই পুস্তকে ছয় তিত্থিয়ের একটি কৃত্রিম বৃত্তান্ত আছে। এই বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই সামঞ্ঞফলসুত্তের বিবরণ স্মরণপথে উদিত হয়। সামঞ্ঞফলসুত্তের বিবরণ অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে তীর্থিকদের বিবরণ যৎসামান্যই আছে। বৌদ্ধ লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিরুদ্ধ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া, আমরা কেবলমাত্র সামঞ্ঞফলসুত্ত অবলম্বনে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যেখানে ইহার সাক্ষ্য অপর সাক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গত হইবে, কেবল সেইটুকু বিবরণ সত্য অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। জৈন অঙ্গ ছয় তীর্থিকের মধ্যে কেবলমাত্র মক্‌খলি গোসালপুত্ত ও নিগণ্ঠ নাথপুত্তের উল্লেখ করিয়াছে; নিগণ্ঠ নাথপুত্ত যে মহাবীরের নামান্তর, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য তীর্থিকের নামোল্লেখ না থাকিলেও মাঝে মাঝে তাঁহাদের মতবাদের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সামঞ্ঞফলসুত্ত ও অন্যান্য পুরাতন বৌদ্ধসুত্তে এই ছয় তীর্থিককে ধর্ম্মগুরু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; তাঁহাদের বহু শিষ্য ছিল; তাঁহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাঁহাদের তার্কিক বলিয়া খ্যাতি ও যশ ছিল। তাঁহারা লোকমান্য প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত মহাসকুলদায়ীসুত্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সব তির্থিয়ের তর্কালোচনায় মগধ পরিপূর্ণ থাকিত; ইহাদের শিষ্যেরাও অদম্য উৎসাহ ও সাহস-সহকারে দার্শনিক তর্ক করিতেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে গোসাল তীর্থিককে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণে চিত্র করিবার প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, জৈন ভগবতী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, গোসাল, জিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রাবস্তীতে শিক্ষকগুরু বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত সভিয়-সুত্ত পাঠে জানা যায় যে, সভিয় নামে একজন পরিব্রাজক বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ছয় তীর্থিকের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ ও সন্ন্যাসে অর্ব্বাচীন কি না। সমণ গোতম এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবল বলিয়াছিলেন যে, বয়সে কেহ বড় হয় না—বড় হয় জ্ঞানে। কিন্তু অন্যত্র স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমণ গোতম এই ছয় তীর্থিকের সমসাময়িক হইলেও, বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন।

মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত সামগামসুত্ত ও দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত পাটিকসুত্ত হইতে পাওয়া যায় যে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত অর্থাৎ মহাবীর বুদ্ধদেবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আচার্য্য হর্ণলে অনুমান করেন যে, বুদ্ধদেবের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত অভয়রাজকুমার-সুত্তে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব ও দেবদত্তের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তাহার সংবাদ মহাবীর অবগত ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণের মতে বুদ্ধদেবের ৭২ বৎসর বয়সে রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয় এবং বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদত্তের আন্দোলন বিম্বিসারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রমাণ-সমর্থিত অনুমানগুলি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে হয়। মহাবীর ৭২ বৎসর ও বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সুতরাং মহাবীরের জীবনের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের জীবনের সমসাময়িক ছিল। ডাক্তার হর্ণলে জৈন ইতিবৃত্তের প্রমাণগুলি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহাবীরের দুই বৎসর পূর্ব্বেই গোসাল মঙ্খলিপুত্ত বহুমানী শিক্ষাগুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গোসাল, মঙ্খলিপুত্তের মৃত্যুর পরও মহাবীর ষোল বৎসর জীবিত ছিলেন।

গোসাল যে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন ও তিনি গুরুর সহিত বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র হন, এ কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হইলেও, গোসাল যে মহাবীরের শিষ্যত্ব কখনও স্বীকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। জৈন ইতিবৃত্ত এই দুই ধর্ম্মশিক্ষকের সম্পর্ক রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ ইতিবৃত্তের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা যত পাওয়া যায়, সকলগুলিতেই ঐ দুইজনকে তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ তার্কিক, মীমাংসক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। গোসাল-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম আজীবক বা মস্করী এবং মহাবীর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিগণ্ঠ বা জৈন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এইটুকু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, মখলি গোসাল ছিলেন মহাবীরের চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক। অপর তীর্থিকদের সময় নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। বৌদ্ধ সূত্তগুলির সাক্ষ্য অনুসারে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা সকলেই গোতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন ও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ শীলশাস্ত্রে এমন কিছু কিছু বিবরণ আছে, যাহা হইতে বেলট্ঠি বংশের সঞ্জয়ের সময়ের একটু সূত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সূত্তগুলিতে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ও একজন পরিব্রাজক সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছয় তীর্থিকদের অন্যতম অঞ্ঞতিত্থিয় পরিব্বাজক অর্থাৎ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক ধর্ম্মোপদেশক; এবং শেষোক্ত পরিব্রাজক সঞ্জয় প্রথমে সারিপুত্ত ও মগ্গল্লানের শিক্ষক ছিলেন; সারিপুত্ত ও মগ্গল্লান পরে বুদ্ধ গোতমের প্রধান শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হন। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের কোন কোন অংশ বিচার করিয়া দেখিলে সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ও সঞ্জয় পরিব্রাজক একই ব্যক্তি। কার্ণ্ ও রাকবি এই সম্বন্ধে একমত হইয়া এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, বুদ্ধদেবের ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে যখন সঞ্জয়ের অন্যান্য বহু শিষ্যের সহিত সারিপুত্ত ও মগ্গল্লান বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার অল্প দিন পরেই সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। যদিও বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সঞ্জয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রাজা অশোকের কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব ইহা দেখা গেল যে, সঞ্জয় যে কেবল বুদ্ধদেবের চেয়ে বয়সে বড় সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; তিনি মহাবীর ও মখলি গোসাল অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠ অথচ সমসাময়িক ছিলেন।

প্রশ্নোপনিষদে এক কবন্ধী কাত্যায়নের উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক পিপ্পলাদ অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন। কাত্যায়নের উপনাম কবন্ধী বা কুকুদ কাত্যায়ন নামের অন্যান্য ধর্ম্মোপদেষ্টাদের হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যদি অনুমান করা যায় যে, কুকুদ কাত্যায়ন বা কবন্ধী কাত্যায়ন পিপ্পলাদের সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং বুদ্ধদেব কাত্যায়নের বয়ঃকনিষ্ঠ ও সমসাময়িক ছিলেন, তবে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, কাত্যায়ন ও সঞ্জয় সমবয়স্ক ও সমসাময়িক ছিলেন। অধ্যাপক কার্ণ্ একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, পুরণ কস্সপ বুদ্ধদেবের ৪২ বৎসর বয়সে গলায় একটি বড় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুকুদ কাত্যায়ন ও অজিত কেশকম্বলী সমবয়স্ক ছিলেন। এই যে কাল-নির্দ্দেশ—এগুলি সবই আপাতত-গ্রাহ্য ও বিরুদ্ধ প্রমাণে পরিত্যাজ্য। ছয় তীর্থিকের মতবাদের পরস্পর সংযোগসূত্রের সমর্থক প্রমাণ দ্বারা ঐ কালনির্দ্দেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। একজন অপরের চেয়ে কয়েক বৎসর আগে বা পরে জন্মিয়াছেন বা মরিয়াছেন প্রমাণ হইলেও, সেই সামান্য পৌর্ব্বাপর্য্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ছয় তীর্থিকের পরস্পরের

মতবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা একই কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের চিন্তাধারার পুষ্টি ও বুদ্ধদেবের মতবাদ প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাবীরের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিকদের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের যত বিরোধ ও বিরাগ, মহাবীরের প্রতি ও তাঁহার মতবাদের প্রতি বৌদ্ধদের সেরূপ বিরাগ ও বিরুদ্ধতা ছিল না। এমন কি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, চাতুর্যাম-সম্বর অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ সংযম সম্বন্ধে মহাবীরের মতবাদের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট উপাদেয়তা আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন যে, ডাক্তার এফ্, ডব্লিউ টমাস মহাবীর ও অপর পঞ্চ পরিব্রাজকের সম্পর্কের সঙ্গে গ্রীক সোফিষ্টদের সহিত সক্রেটিসের সম্পর্ক-তুলনা করিতে চাহেন। মহাবীরকে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য তীর্থিকদের হইতে পৃথক্ করা যায় কি না, এই প্রশ্ন-মীমাংসা না করিয়াও বলা যায় যে, বৌদ্ধরা ছয় তীর্থিককেই অপরাপর সমসাময়িক পরিব্রাজক হইতে পৃথক্ করিতেন, যথা—ব্রাহ্মণ পরিব্বাজক ও অঞ্ঞ-তিত্থিয় পরিব্বাজক।

বৌদ্ধ শব্দ পরুসবাচা দ্বারা দুই শ্রেণীর পরিব্রাজকদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব ও তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা ছয় তীর্থিক সম্প্রদায়কে পরুসবাচা বলিয়া এই বুঝাইতে চাহিতেন যে, দার্শনিক তর্কের সময় তাঁহারা পরুষ বাক্য ব্যবহার করিয়া বিতণ্ডা করিতেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"তোমরা এই মতবাদ ও সংযম বুঝিতে পারিবে না। আমি পারি। কেমন করিয়া তোমরা উহা বুঝিবে? তোমরা ভ্রমে পতিত। আমিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।" এই ছয় তীর্থিকের জীবনকথার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলা চলে। এই মাত্র জানি যে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন—সমণ (শ্রমণ, সন্ন্যাসী), মুণ্ডক (নেড়া মাথা) ও পরিব্বাজক (পরিব্রাজক, অটনশীল)। তাঁহারা নিজেদের একদিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে ব্রাহ্মণ গৃহী হইতে পৃথক্ মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহারা অরণ্যবাসী কৃচ্ছ্রব্রতাবলম্বী তপস্বী সন্ন্যাসী ও সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণ গৃহীদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের সংযোগ-শৃঙ্খলের মতন কাজ করিতেন। তীর্থিকগণ সকলেই অদার ও অনাগারিক ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদের ন্যায় একেবারে সংসারত্যাগী লোকসংস্রবশূন্য ছিলেন না; তাঁহারা পৌর কর্ত্তব্য জনহিত হইতে বিরত থাকিতেন না। প্রায়ই তাঁহারা রাজধানীর প্রাচীর-বহির্ভাগে আপনাদের আশ্রম স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণের হইতে স্বতন্ত্র ছিল। এক দিকে সন্ন্যাসী ও অপর দিকে গৃহী এবং মধ্যস্থলে তীর্থিকদের স্থান ছিল উচ্চে বা নীচে, দুই বলা চলে; তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমে গৃহী হইতে উচ্চ ছিলেন এবং তপঃকৃচ্ছ্রতার শিথিলতায় সন্ন্যাসী হইতে নিম্নে ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাবীরের জৈন সম্প্রদায় তপঃকৃচ্ছ্রতায় বৌদ্ধদের অপেক্ষা এক কাঠি বাড়া ছিল এবং আজিবক বা মস্করীরা জৈনদিগের অপেক্ষা আরও কঠিনব্রতী ছিল। অন্য দিকে আবার ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকেরা সাংসারিক আসক্তিতে ও ইন্দ্রিয়সুখবিলাসিতায় বৌদ্ধদিগের এক ধাপ নিম্নে ছিলেন; ব্রাহ্মণ মহাশালগণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক অপেক্ষা আরও এক ধাপ নীচে; অর্থ-কামীগণ (অর্থশাস্ত্র-রচয়িতারা) ধর্ম্মকামগণ হইতে এক পৈঠা নীচে ছিলেন, এই সমস্ত বলা হইতে

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর তীর্থিকদের ও মহাবীরের সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার পূর্ব্বগামী অর্হৎ জিনদের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের একটি উক্তির অর্থ আবিষ্কার করিতে পারি যে, কেন বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—তিনি দুই চরমের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, পৌর জীবনের আদর্শ ও ত্যাগী সন্ন্যাসি-জীবনের আদর্শ।

সামঞ্ঞফলসুত্তে একটি বিবরণ আছে যে, মহাবীর আত্মসংযমের চতুর্ব্বিধ উপায় চাতুর্যাম সংবর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব চতুর্যাম-সংবর বাক্যের সংজ্ঞা দুই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এক, মহাবীর-সম্পর্কে, অন্য, স্ব-সম্পর্কে। মহাবীর-সম্পর্কে সংজ্ঞা এই,—নির্গ্রন্থ জল হইতে সংবৃত থাকে, পাপ হইতে সংবৃত থাকে; সমস্ত পাপ ক্ষালন করিয়া পাপপ্রতিরোধের বোধে পরিপূর্ণ থাকে—ইহাই তাহার চাতুর্যাম সংবর; সে এই চতুর্গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকে বলিয়া সে নিগণ্ঠো (নির্গ্রন্থি, বন্ধনবিহীন), গততত্তো (অভিলষিত-উদ্দেশ্য-সিদ্ধ), যততত্তো (বশী, সংযমী, দমী), ঠিততত্তো (স্থিরচিত্ত)। বুদ্ধদেব স্ব-সম্পর্কে চাতুর্যাম সংবর অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চাতুর্যাম সংবর মানে শীল পালনের চারিটি নীতি, প্রত্যেককে চতুর্দ্দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখা।

মজ্ঝিম নিকায়ের চুলসকুলদায়ীসুত্ত পাঠে জানা যায় যে, মহাবীরের মতে চাতুর্যাম সংবর ও আত্মবঞ্চনা আত্মার শান্তিলাভের পথ। চাতুর্যাম সংবরের প্রথম সংবর সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন যে, জৈনরা শীতল জল পান করিত না, এই ভয়ে যে, জলে প্রাণ ও আত্মা আছে। জৈনদের জীবহিংসা সম্বন্ধে সতর্কতা মক্খলি গোসালের প্রভাবের ফল; তিনি বহু ধর্ম্মমূলক সমস্যা উত্থাপন করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে একটি এই—প্রাণধারণের জন্যও প্রাণিহিংসা করা সঙ্গত কি না? সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, হস্তিতাপস-সম্প্রদায় বৎসরে এক দিন একটি হস্তী বধ করিয়া সম্বৎসর তাহার মাংস আহার করিতেন এবং এইরূপে প্রাণিবধের সংখ্যা বৎসরে মাত্র একটির বেশী করিতে না হওয়ায় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণ-সংহিতাকার-ব্যবস্থাপকেরা স্মৃতিতে কোন কোন পশু ও মৎস্যের মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু যতী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্মভাবে সর্ব্ববিধ অহিংসার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মজ্ঝিম নিকায়ের উপালিসুত্তে এই বিষয়ে একটি মনোরম আলোচনা আছে। জৈন গৃহী উপালি বলিলেন,—তাঁহার ধর্ম্মগুরু মহাবীরের মতে প্রাণিহিংসামাত্রই পাপ—সেই হিংসা ইচ্ছাকৃতই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। বুদ্ধদেব বলিলেন,—অনিচ্ছাকৃত কোন কর্ম্মে মানুষ পাপভাগী হইতে পারে না; প্রাণিবধ নিবারণ করা অসাধ্য; কারণ, চলিতে ফিরিতেও মানুষ বহু প্রাণ নষ্ট করিতে বাধ্য হয়। জৈনগণ এই বৌদ্ধ মতবাদের বিরোধী। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে মনোরম বৃত্তান্ত জানা যায়।

দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত কস্সপসীহনাদসুত্তে বুদ্ধদেব অচেলক (বিবস্ত্র, দিগম্বর) সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, সেই বিবরণ অপরিবর্ত্তিতভাবে অঙ্গুত্তরনিকায়, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি প্রভৃতি পুস্তকে আছে। এই বিবরণ মধ্যে সেই সময়কার বিবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত নিয়ম ও আচার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই সম্-

পরিধায়ী। এই বিবরণের সহিত অধুনা লুপ্ত ও প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রগুলিতে উল্লিখিত বৈখানস-ধর্ম্মসূত্র বা শ্রামণক সূত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৌদ্ধ বিবরণ হইতে যে সমস্ত আচারের কথা জানিতে পারা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসূত্রে বানপ্রস্থী ও যতীদের পালনীয় নিয়ম ও আচারের মত। বৌদ্ধ বিবরণের বিশেষ মূল্য এই যে, তাহার মধ্যে তীর্থিক-সম্প্রদায়ের বহু উল্লেখ আছে। *কেশকম্বলি-সম্প্রদায় কেশ দ্বারা প্রস্তুত কম্বল পরিধান করিত। আজীবিক সম্প্রদায় নন্দবচ্ছ, কিসস সংকিচ্চ, মক্‌খলি গোসাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল;* বুদ্ধদেব ইহাদের বিবরণ মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহাসচ্চকসুত্তে পৃথগ্‌ভাবে দিয়াছেন; এই বিবরণ বস্তুতপক্ষে অনেক সম্প্রদায়ের বিবরণেরই একাংশ। সেই বিবরণের প্রধান বিষয় এই,—আজীবিকেরা বস্ত্র পরিধান করিত না। তাহারা প্রাণিমাত্রেরই প্রতি সদয় আচরণ করিত। তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করিত ও কাহারও আদেশ মান্য করিত না। তাহারা বহুদিন বা বহু সপ্তাহ একাদিক্রমে উপবাস করা অভ্যাস করিয়াছিল। মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহা-সচ্চকসুত্তে আছে যে, সচ্চক নামে এক জৈন বুদ্ধদেবকে জানাইয়াছিলেন যে, আজীবিকেরা নৈতিক জীবন যাপন না করিয়া উত্তম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা দৈহিক বল ও মেদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। সূত্রকৃতাঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, একজন জৈন মক্‌খলি গোসালকে কুচরিত্রতার জন্য নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আজীবিকদিগের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে কুচরিত্র বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া মনে হয় না। যদিও জৈনদের কাছে আজীবিক শব্দ সংসারানুরক্তির প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, তাহারা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুকূল নীতি সম্মা আজীবো (সম্যক্ জীবন) পালন করিত। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধশাস্ত্র আজীবিকদের যে সামান্য বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে, আজীবিকেরা জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালনীয় প্রায় সকল প্রকার নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিত। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আজীবিকদের নিকট হইতেই জৈন ও বৌদ্ধদের 'সম্মা আজীবো' নীতি পাওয়া গিয়াছে। তীর্থিকদের প্রভাব যে কেবল জৈন ও বৌদ্ধদের আচরণেই পড়িয়াছিল, তাহা নয়, তাহাদের ধর্ম্মমতও উহাদের মতবাদে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

আমাদের এই আনুমানিক উক্তির সমর্থক প্রমাণ তীর্থিকদের মতবাদ পর্য্যালোচনা করিলে পাওয়া যাইবে। পকুধ কচ্চায়ন (কুকুধ কাত্যায়ন) যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে—সস্‌সতবাদ (শাশ্বতবাদ)—ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘ-নিকায়, Vol. I, P. 1); অঞ্‌ঞজীবো (অন্যজীব—দ্বৈতবাদ), অন্নংশরীরোবাদো, সক্কারবাদো, আত্মষষ্ঠবাদো, অনিক্যবাদো, অকিরিয়াবাদো (অক্রিয়াবাদ)। কবন্ধী কাত্যায়নের দার্শনিক তত্ত্ব সাত্যস্তিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়—নোয় উপজ্জএ অসস্—অসৎ বা অনস্তিত্ব হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না; সতো নচ্চি বিনাসো—যাহা সৎ বা অস্তি, তাহার বিনাশ বা নাস্তি নাই; অসতো নচ্চি সম্ভবো—অসৎ বা নাস্তি হইতে কিছুর সম্ভব বা উদ্ভব হইতে পারে না। (সূত্রকৃতাঙ্গ, ২, ১, ২২)। এই সকল বৌদ্ধ খণ্ডিত রচনাগুলির মধ্যে, দার্শনিক তত্ত্বের

বা তর্কন্যায়ের উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা সুবিদিত যে, এই সৎকার্য্যবাদ ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলির মধ্যে ভগবদ্‌গীতায় সাংখ্যে, বৈশেষিক দর্শনে, বেদান্তে অনুসৃত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের মধ্যেও এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়,—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে এবং উপনিষদের ধর্ম্মে; বিশেষ করিয়া কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই তত্ত্ব আলোচিত হইতে দেখা যায়। এই কারণে জৈন টীকাকার শিলাঙ্ক প্রভৃতি এই তত্ত্বকে ভগবদ্‌গীতা, সাংখ্য ও শৈব দর্শনের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন। বস্তুর শাশ্বত অস্তিত্ব মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, আত্মা ও জগৎ (অত্তা চ লোকো চ)—উভয়ই শাশ্বত—চিরন্তন, উহা হইতে পূর্ব্বে ছিল না, এমনতর নূতন কিছু উৎপন্ন বা সৃষ্টি হইতে পারে না; উহারা শৈলশিখরের ন্যায় অবিচল ও স্থিরপ্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় সুস্থির। এই তত্ত্ব চিরন্তনকালে এক ও সত্য।

কচ্চায়ন জ্ঞানকে সাত বা ছয় উপায়ে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে এই সাত উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আনন্দ, বেদনা ও আত্মা। জৈন মতে এই ছয় উপায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও আত্মা। জৈন ও বৌদ্ধ বিবরণে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্যও আছে। কাত্যায়নের মতে বস্তুর স্থূল অস্তিত্ব ছয় বা সাত তত্ত্বের ক্রমান্বয় সংযোগ বিয়োগ ছাড়া আর কিছু নহে; বস্তু-তত্ত্ব আনন্দে সংযুক্ত হয়, বেদনায় বিচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে কচ্চায়ন নচিকেতার মতানুসরণ করিয়া ও ভগবদ্‌গীতা অনুসরণ করিয়া কাত্যায়ন জন্মমৃত্যুকে বিজ্ঞান-জগতের সাধারণ ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কচ্চায়নের বহুত্ববাদ প্রশ্নোপনিষদে অর্থাৎ সাংখ্যে পিপ্পলাদের দ্বৈতবাদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, প্রাণ ও রয়ি (পুরুষ ও প্রকৃতি) সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির নিদান। পিপ্পলাদের মতবাদ আধুনিক দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধী। যদি বস্তু অসৃষ্ট, অকারণ ও চিরন্তন হয়, তবে সৎ অসৎ ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে নৈতিক পার্থক্য করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অকিরিয়বাদ শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। কাত্যায়ন চিন্তা ও প্রাণকে এক বলিয়াছেন। ফলে তিনি সামান্য জ্ঞান দিয়া বিশেষকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবীর ও বুদ্ধদেব—উভয়েই কাত্যায়নের মত মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার এই মত প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কারণ, উভয়েরই মতে বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্পূর্ণ অনধিগম্য ও কোন প্রতীক দ্বারা উহার প্রকাশ অসম্ভব। এইরূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর কাত্যায়নের প্রভাব বিরুদ্ধতামূলক বলিয়া বোধ হয়।

অজিতকেশকম্বলীও তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক ব্যাপারমাত্রেরই সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট তাচ্ছিল্য দেখা যায়। তিনি জন্মান্তরবাদ ও পাপ-পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগৎ চতুর্ভূতের সমষ্টি—আকাশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আধারমাত্র এবং আত্মা বস্তুর বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তিনি কচ্চায়নের বহুত্ববাদ বা দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন,—তং জীবো তং শরীরং—যাহা জীবন, তাহাই শরীর।

মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, এই বলিয়া যে, অজিত আত্মা ও শরীরকে—মূর্ত্ত অমূর্ত্তকে বাস্তবিক এক বলেন নাই, তিনি এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বস্তুকে বাস্তবিক এক অখণ্ডরূপে দেখা ছাড়া আর উপায় নাই।

পায়াসি তাঁহার পূর্ব্বজ অজিতের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পায়াসিসুত্তন্ত, দীঘনিকায়, Vol. II.)। স্থানঙ্গ এই মতবাদকে বলিয়াছেন—ন, সন্তি পরলোকবাদা। মহাবীর ও বুদ্ধ অজিতের মতবাদকে বলিয়াছেন, অকিরিয়াবাদো ; কারণ, এই মত অনুসরণ করিলে ক্রিয়াতে অপ্রবৃত্তি ও জীবনে অবসাদ জন্মে। যাহাই হউক, মহাবীর ও বুদ্ধ তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উপকৃত—(১) তিনি বস্তুকে অখণ্ডরূপে দেখিতে শিখাইয়াছেন, ও (২) ক্রিয়ার ন্যায়ান্যায় বিচারে ইচ্ছার প্রবর্ত্তনা সন্ধান করিতে হইবে—ইহাও তাঁহারই শিক্ষা।

বৌদ্ধ সামঞ্ঞফলসুত্ত হইতে পূরণ কস্সপের দার্শনিক মতবাদের বিকৃত ও খণ্ডিত বিবরণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ কেবল কস্সপের দার্শনিক তত্ত্বের নৈতিক দিকের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কস্সপ নৈতিক জীবনে ইচ্ছার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধগণ কস্সপের মতকেও অকিরিয়াবাদা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ অজিতের দর্শন-তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন নাই। জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ স্পষ্ট বলিয়াছে যে, অজিতের মতে আত্মার উদাসীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। যখন ব্যক্তি কর্ম্ম করে বা অপরকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তখন সেই কর্ম্মকর্ত্তা তাহার আত্মা নহে (এবম্ অকারয়ু অপ্পা)। জৈন টীকাকারেরাও এই মতকে সাংখ্যমতের সহিত এক বলিয়াছেন। কারণ, সাংখ্যমতেও আত্মা উদাসীন। কস্সপ-লিখিত কোন প্রমাণ না পাওয়াতে আমরা জানিতে পারি না—তিনি ব্যক্তির সজ্ঞান অভিজ্ঞতায় আত্মার কার্য্য সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে আত্মা বা পুরুষ নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টামাত্র এবং প্রকৃতিই শরীর-মনের সকল কর্ম্মচেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে। কস্সপের মতে নিষ্ক্রিয় উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মাই প্রকৃতিকে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা দান করে। শরীর-মনকে উপাধি আত্মার সহিত যোগযুক্ত করে। এইরূপে কস্সপের মত পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অপুষ্ট সাংখ্যমতকে পরিপুষ্টি দানে সাহায্য করিয়াছিল এবং কস্সপের মতের প্রভাব জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপরও বিপরীতভাবে পড়িয়াছিল—তাহারা কস্সপের আত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদ অসম্ভাব্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিল।

ইহা বোধ হয় অসম্ভব নয় যে, বুদ্ধদেব শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের অকারণবাদ যদৃচ্ছাবাদ হইতে শ্বেতউপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের সহিত পূরণ কস্সপের অধীচ্ছাসমুৎপাদ ও অহেতুঅপ্পচ্চয়বাদো এক ধরিয়া বুঝিয়াছিলেন—অহুত্বা অহোসি—না থাকিয়াও কিছু হইতে পারা, নাস্তি হইতে অস্তি হওয়া—পূরণ কস্সপের মূল মত বলিয়া বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন! বুদ্ধদেবের পতিচ্চসমুপ্পাদ—কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তির তত্ত্ব—কস্সপের অধিচ্চসমুপ্পাদ তত্ত্বের বিপরীত। পূরণ কস্সপের মতবাদ বুদ্ধদেব নীতির দিক্ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিয়াছিলেন—নাস্তি হইতে অস্তি মানে অ-কারণ আপনা হইতেই আনন্দ ও বেদনা, ন্যায় অন্যায়, শুভ অশুভ ইত্যাদির ধারণা জন্মে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামঞ্ঞফলসুত্তের মতে, মক্খলি গোসাল কর্ত্তৃক অহেতুকবাদ বা অকারণবাদ প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল ; কিন্তু গোসালের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতবাদের মিল পাওয়া যায় না। অঙ্গুত্তর-নিকায়ের একটি পদে আনন্দ কস্সপ ও গোসালের মতবাদ মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আনন্দ অকারণবাদের প্রচারক বলিয়া কস্সপের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই সব গোলমালের জন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, গোসালের মতবাদ সর্ব্বাপেক্ষা হীন। শ্রীমতী রীস্ ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, এই উক্তি করিবার সময় বুদ্ধদেব গোসালকে অজিতকেশকম্বলী মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—কেশকম্বল গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীতল থাকে, অতএব উহা অহেতুক। মোক্খলি গোসালের চিন্তার ধারা অনুসরণ করিলে তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়াই বোধ হয় ; তিনি কিছুতেই অকারণবাদী ছিলেন না। জৈন ভগবতীতে দেখিতে পাই, মোক্খলি গোসালের মতে সমস্ত বস্তুই অপরিবর্ত্তনীয় স্থির। বুদ্ধঘোষও বলিয়াছেন যে, গোসালের মতে যাহা হইবার, তাহাই হয় ; যাহা হইবার নয়, তাহা কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোসালের মতে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মেই সমস্ত ঘটে, অর্থাৎ তিনি ঘটনার ক্ষেত্র হইতে অহেতুকত্ব একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—(১) নিয়তি, (২) জাতি, (৩) প্রকৃতি। গোসালের মতে জীব যে আনন্দ ও বেদনা বোধ করে, তাহার কারণ—নিয়তি-সঙ্গতি-ভাবপরিণতা, অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম্ম, জন্মপরিবেষ্টন ও স্বভাব (সামঞ্ঞফলসুত্ত, সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র)। গোসালের মতে পদার্থ স্বভাবে পরিবর্ত্তিত হয়—পরিণত পরিণামের সূচনা করে। ইহা এক রকম বিবর্ত্তনবাদ। সামঞ্ঞফলসুত্ত গোসালের মূল মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে—মূর্খ পণ্ডিত সকলেই জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া দুঃখ ক্ষয় করে (সন্ধাবিত্বা সংসরিত্বা দুক্খস্সন্তং করিস্সন্তি)। প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু এই তত্ত্বকে গোসালের মূল মত বলিলে তাঁহার মূল মতকে খর্ব্ব করা হয়। তাঁহার মত এই যে, সর্ব্বপ্রকার জীব ও জীবিতবস্তু সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে এবং প্রত্যেক জন্মের বিশেষ প্রকারের সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনা ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এইরূপ করিতে করিতে চরম অবস্থায় জীব, জিনি (সর্ব্বজয়ী সম্পূর্ণ জীব) হইয়া থাকে। গোসালের এই বিবর্ত্তনবাদ ও ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—গোসালের মতে ব্যক্তি ক্রমোন্নত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, উপজাতি হয় না ; নিম্নস্তরের উপজাতির ব্যক্তি উচ্চস্তরের উপজাতিতে উন্নীত হয়। এইরূপ জন্মান্তর পরিগ্রহে বিবর্ত্তনবাদ বুঝাইবার জন্য গোসাল জীব-সমূহকে ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়াছেন এবং মোটামুটি তাহার ভিতর হইতে দুইটি শ্রেণী পাওয়া যায়—মনস্তত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক। কিন্তু তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিপুষ্টি হইতে থাকে। তিনি কাল অনন্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন এবং অনন্ত কালকে কল্প, অন্তরকল্প প্রভৃতি বিভাগ ও উপ-বিভাগ দ্বারা শৃঙ্খলা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তির কাছে কাল সীমাবদ্ধ। যেমন, একগাছি সূতার প্রসারের শেষ সীমায় পৌঁছিলে গুলি আর ঘুরাইয়া খোলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব বিভিন্ন-

স্তর সম্বন্ধ; মানুষের জীবনের পরিণতিতে আটটি স্তর আছে এবং প্রত্যেক স্তরে তাহার শারীরিক গঠনের পরিপুষ্টির অনুপাতে মানসিক গঠন পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আবার মানসিক গঠনের অনুপাতে তাহার শরীর পরিপুষ্টি লাভ করে। আত্মার ক্রমোন্নতিবাদের দ্বারা গোসাল পূর্ব্বের আরণ্যকদের (ঐতরেয় আরণ্যক) এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মদর্শন-প্রবর্ত্তক মহাবীর ও বুদ্ধদেবের মধ্যে সংযোগ-শৃঙ্খলের মধ্যবলয় হইয়া আছেন। গোসালের জীবতত্ত্ব তাঁহার পরগামীদিগকে চিন্তার প্রচুর সুযোগ দান করিয়াছে এবং তাঁহারই যুক্তি লইয়া তাঁহারা নৈতিক, সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত বাসেট্ঠ সুত্ত জীবতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি দেখাইয়া জাতিভেদপ্রথা খণ্ডন করিয়াছে, জাতিভেদ অচল, এই কারণে যে তাহাতে প্রথমতঃ অনেক উপজাতি আছে—আবার মানুষের ভিতরও অনেক উপজাতি বিভাগ করিতে হয়। বুদ্ধদেব বহুবিধ জীব, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতির উপজাতি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—মানুষের মধ্যে এত রকম উপজাতি দেখা যায় না (১১৫ পৃষ্ঠা, ১৪ শ্লোক), অতএব মানুষের জাতিবিভাগ কৃত্রিম, সুতরাং অসঙ্গত। জাতিভেদের মিথ্যা বিভাগ তখনই জানা যায়, যখনই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়ের শরীরগত পার্থক্য কিছু নাই এবং একে অপর জাতীয় কন্যা হইতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।

সামঞ্ঞফলসুত্তের এক অংশে আছে যে, গোসাল কর্ম্মকে তিন স্তরে ভাগ করিয়াছেন—চিন্তা, বাক্য, ক্রিয়া; চিন্তা অর্দ্ধকর্ম্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কর্ম্মের এই ত্রিভাগ জেন্দ-আবেস্তা হইতে গৃহীত। কিন্তু এ অনুমান যথার্থ নহে; ইহা ভারতেরই চিন্তার ফল এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে। জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়া গোসাল কর্ম্মের অঙ্গের মধ্যে বাক্য ও ক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন; বুদ্ধদেব মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া চিন্তা বা চেতনার উপর জোর দিয়াছেন; মহাবীর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মন ও শরীরের পরস্পরাপেক্ষিতা স্বীকার করিয়া মনোকম্ম ও কায়কম্ম, উভয়কেই তুল্য মূল্য মনে করিয়াছেন—চিত্তংবয়ো কায়ো হোন্তি, কায়ংবয়ম চিত্তম্ হোতি। মোক্খলি গোসালের নির্দ্দিষ্ট নিয়তিবাদ মানিতে গেলে নৈতিক বিপত্তি উপস্থিত হয়। যদি জীব নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে তাহাদিগকে তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য দায়ী করা অন্যায়। মহাবীর ও বুদ্ধদেব উভয়েই বলিয়াছেন যে, গোসালের নিয়তিবাদ মানিলে জীবের স্বেচ্ছার স্বাধীনতার অবকাশ থাকে না। অতএব তাঁহার মতবাদকে অকিরিয়া-বাদো বা অক্রিয়াবাদ বলা যায়—তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণার কোন প্রবর্ত্তক পাওয়া যায় না. কিন্তু বস্তুতঃ গোসালের নির্দ্দিষ্টবাদ মানবের নৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী নহে; গোসাল তাঁহার মতবাদে এই দার্শনিক তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন যে, জাগতিক ব্যাপারে জড় ও মানস সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুগত্যই প্রবল। এইরূপে তিনি লোককে সাবধান করিতে চাহিয়াছেন যে, নৈতিক ও চারিত্রিক স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে তাহা নিয়মানুগত স্বাধীনতাতেই প্রকাশ পায়; যদি স্বেচ্ছা কার্য্যকরী হইতে চায়, তবে তাহাকে সাধারণ বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তো ও বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্তের শিক্ষক পরিব্রাজক সঞ্জয় এক কি না, তাহা এখনও নিশ্চিত জানা যায় নাই। অধ্যাপক য়াকবি দুইজনকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বেলট্ঠিপুত্তো তাঁহার কালের একজন প্রথিতযশা পরিব্রাজক শিক্ষক ছিলেন। জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে এক সঞ্জয়ের উল্লেখ আছে; তাঁহার মতে নাস্তিক্যবাদের আভাস পাওয়া যায়; তিনি গর্দ্দভালি কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বেলট্ঠিপুত্তোই ঐ পরিব্রাজক সঞ্জয় এবং তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্র সারিপুত্ত পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়া উভয় শিক্ষকের মিলনের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, তবে ইহা বুঝা যায় যে, কেমন করিয়া নাস্তিক্যবাদ ক্রমে যুক্তি-তর্কসঙ্গত বিশ্বাসের স্থান করিয়া দিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন হঠাৎ ঘটে নাই। ভারতীয় দর্শনে সঞ্জয়ের দান প্রাক্ ঐতিহ্যে পিরহো'র দানের তুল্য বলা যাইতে পারে; ঐ পিরহো খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকে ভারতে আসিয়া ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। তিনি অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের মূলচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, জীবন ও বস্তুর নিশ্চয়তা ও বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞান কখনও স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে না। তিনি প্রথম বৃথা তত্ত্বালোচনা ছাড়িয়া সমাহিত শান্ত মানসিক অবস্থা লাভকেই শান্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে তিনি চরিত্র ও নীতির দ্বারা শাসিত যুক্তিমার্গ প্রবর্ত্তন করিয়া মিথ্যা জল্পনার পথ রুদ্ধ করেন। সঞ্জয় দার্শনিক হিসাবে তার্কিক পর্য্যায়ভুক্ত, এবং তাঁহার শিক্ষা পকুধ কচ্চায়ন ও অজিত কেশকম্বলীর শিক্ষার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে দুর্ব্বোধ মনে হয়। *

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

---

* এই প্রবন্ধপ্রণয়ন কালে আমি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি,—

১। Life of the Buddha ... ... Rockhill
২। Buddhist India ... ... Rhys Davids
৩। Jātaka ... ... Fausboll
৪। Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics—Ajivikas.
৫। Majjhima Nikāya. ... ... P. T. S. Edition
৬। Indian Buddhism ... ... Kern
৭। Uvāsagadasāo. ... ... Hoernle
৮। Jaina Sutras. ... ... S. B. E.
৯। Sutrakritānga ... ... S. B. E.
১০। Buddhah ... ... Oldenberg.
১১। Anguttara Nikāya (Siamese Edition)
১২। Sumangala Vilāsinī ... ... P. T. S. Edition.
১৩। 'A short account of the wandering teachers at the time of the Buddha.'—B. C. Law. (J. A. S. B. Vol. XIV, 1918, No. 7.)
১৪। প্রশ্নোপনিষৎ।

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা *

গত বৎসর যখন আমি জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় পদার্থবিদ্যা পড়াইতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অভাবে বড়ই বিব্রত হইয়াছিলাম। আমাকে গোড়ায় ইংরেজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। যদিও বাঙ্গালা ভাষায় তখনও বহু বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি বহুপুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য আমি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। আমার সঙ্কলিত পরিভাষার কিয়দংশমাত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলি, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি, স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিদ্যা' রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের 'রসায়নসূত্র,' শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্বর্গীয় ব্রহ্মমোহন মল্লিক-লিখিত জ্যামিতি ও নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রচারিত 'গণিত কী পরিভাষা' হইতে অধিকাংশ শব্দই সংগৃহীত হইয়াছে। যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি। আবার যেখানে পরিভাষা লইয়া মতভেদ আছে, সেখানে যে শব্দটি আমার নিকট ঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন-বিষয়ে স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় যে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিবিহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।" চলিত ভাষায় যে সকল পরিভাষা সাধারণ লোকের মধ্যে বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, সেগুলিকেও কিছু মার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা সেই সকল শব্দ সাধুভাষানুমোদিত নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করি, তবে সেগুলি পুথিগতই থাকিয়া যাইবে, তাহার প্রচলন হইবে না। যে সকল ইংরেজি শব্দের পরিভাষা বাঙ্গালায় নাই, সেগুলির পরিভাষা প্রথমে সংস্কৃত ভাষা হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া না যাইলে, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে নূতন সুখপাঠ্য পরিভাষা গঠন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার সহায়তায়ও সুন্দর পরিভাষা সংগঠন দুঃসাধ্য হইতেছে, তখন ইংরেজি পারিভাষিক শব্দগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া লইতে হইবে।

---

* [illegible] শাখার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইরূপে এবং এবম্বিধপ্রকারে আমাদিগকে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পরিভাষা-সঙ্কলনের সময় যথেষ্ট সাবধানতার আবশ্যক। পরিভাষা-সঙ্কলন কিরূপভাবে করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। এই দৃষ্টান্তগুলির অনুশীলন করিলে বিষয়টির গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

ধরুন 'cone' শব্দটির বাঙ্গালা পরিভাষা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই, ইহার পরিভাষায় কোন কোন পুস্তকে 'সূচী' লিখিত হইয়াছে। 'cone'এর পরিভাষা 'সূচী' হইলে pyramidএর পরিভাষা কি হইবে? 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' শব্দটি গৃহীত হইয়াছে। ইহাই খুব যুক্তিসঙ্গত। pyramid এক শ্রেণীর solidএর সাধারণ নাম বই আর কিছুই নহে। Octagonal বা অষ্টকোণ pyramid hexagonal বা ষট্‌কোণ pyramid প্রভৃতি solidগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন এই অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramid অনন্তকোণবিশিষ্ট হয়, তখন pyramid 'cone'এ পরিণত হয়। ক্ষিতিজতলস্থ অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ pyramidকে ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে, ছেদক্ষেত্রটি একটি অষ্টকোণ বা ষট্‌কোণ হয়। সেইরূপ ক্ষিতিজতলস্থ coneকেও ক্ষিতিজতলের দ্বারা ছিন্ন করিলে ছেদক্ষেত্রটি একটি বৃত্ত হয়। অতএব pyramidএর পরিভাষা 'সূচী' করিয়া, cone, octagonal pyramid, hexagonal pyramid প্রভৃতির পরিভাষা যথাক্রমে 'বৃত্তসূচী', 'অষ্টকোণ সূচী', 'ষট্‌কোণ সূচী' ইত্যাদি করিলে বড়ই সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয়।

Conjugate :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষায় 'সম্বন্ধ' conjugateএর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'সম্বন্ধ' শব্দটি খুবই সাধারণ। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের মূলসূত্রানুসারে এই শব্দটি conjugateএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করা চলে না। আমি ইহার পরিবর্ত্তে 'যুতক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; 'যুতক' শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে এবং 'conjugate' ও 'যুতক' শব্দদ্বয়ের ধাত্বর্থ একই।

Convergent ও divergent :—'অন্তর্মুখী'ও 'বহির্মুখী' convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে ব্যবহার করিয়াছি। 'কেন্দ্রাভিমুখী' ও 'কেন্দ্রাপসারী' করিলে আরও ভাল হইত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু শেষোল্লিখিত শব্দদ্বয়কে convergent ও divergentএর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিলে centripetal ও centrifugalএর পরিভাষা কি হইবে? এইজন্য আমাকে 'অন্তর্মুখী' ও 'বহির্মুখী' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে।

Corpuscle :—আমরা শারীর-বিজ্ঞানে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে 'corpuscle' শব্দটি পাই। শারীর-বিজ্ঞানে রক্তকণার ইংরেজী নাম 'blood corpuscle'। পদার্থ-বিজ্ঞানে Newtonএর 'corpuscular theory'তে 'corpuscle' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'blood corpuscle'কে অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়। কিন্তু Newtonএর 'corpuscle' অতীন্দ্রিয় পদার্থ; ইহাকে অণুবীক্ষণের সহায়তায় দেখা যায় না। সেই জন্য শারীর-বিজ্ঞানের 'corpuscle'

এর পরিভাষা 'কণা' করিয়া, Newtonএর 'corpuscle' এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ 'কণিকা' করিয়াছি।

Focus :—স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় 'নাভি' (umbilicus=নাভি) focusএর পরিভাষা করিয়াছেন। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'অধিশ্রয়ণী' focusএর (focus=অগ্নিকুণ্ড) পরিভাষা করিয়াছেন। 'অধিশ্রয়ণী' শব্দ গ্রহণ করা উচিত কি 'নাভি' শব্দ গ্রহণ করা উচিত, এই লইয়া শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মধ্যে কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিচার চলিয়াছিল। অপূর্ব্ব বাবু 'নাভি'র পক্ষপাতী ও রামেন্দ্র বাবু "অধিশ্রয়ণী" বা "অধিশ্রয়"এর পক্ষপাতী ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা 'focus' শব্দটি গণিত-শাস্ত্রে ও পদার্থবিজ্ঞানে (বিশেষভাবে আলোক-বিজ্ঞানে) ব্যবহৃত হইতে দেখি। গাণিতিক-focus ও পদার্থ-বিজ্ঞানের focusএর ধর্ম্ম একজাতীয় নহে। আলোক-বিজ্ঞানের focusএর একটি ধর্ম্ম এই যে, এখানে রশ্মিপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত হইয়া আলোকের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি করে বা করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেইজন্যই ইংরেজিতে focus শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমিও এই জন্য 'অধিশ্রয়' শব্দটি পদার্থ-বিজ্ঞানের focus শব্দের পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রের focusএর পরিভাষা 'নাভি'ই রাখিয়াছি। আমরা যদি focusএর এই দুইটি পরিভাষা দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি, তাহা হইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায় এবং পরিভাষাও সম্পূর্ণরূপে হেঁয়ালিবিহীন হয়। *

Iris ও pupil :—অগ্নিপুরাণে 'তারা' ও 'দৃক্তারা' শব্দ দুইটি Iris ও pupil অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। † আমি 'দৃক্তারা' শব্দটি শ্রুতিকটুবোধে পরিবর্ত্তন করিয়া 'তারা' ও Irisএর পরিভাষা 'তারামণ্ডল' করিয়াছি। 'মুখ' ও 'মুখমণ্ডল' শব্দদ্বয়ের সাদৃশ্যে পরিভাষা দুইটি রচিত হইয়াছে। 'মুখ' যেমন 'মুখমণ্ডলের' ছিদ্রবিশেষ, pupilও সেইরূপ Iris-মধ্যস্থ ছিদ্রবিশেষ।

Parabola :—বাঙ্গালায় 'ক্ষেপণী' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিরূপে 'ক্ষেপণী' শব্দ 'parabola'র পরিভাষা করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, 'ক্ষেপণীপথ'কে কাটিয়া ছাঁটিয়া 'ক্ষেপণী' করা হইয়া থাকিবে। ক্ষিপ্ ধাতু হইতে 'ক্ষেপণী' শব্দ হইয়াছে। ক্ষিপ্ ধাতুর অর্থ 'নিক্ষেপ করা'; তাহা হইলে 'projectile'এর পরিভাষা 'ক্ষেপণী' করা উচিত। আর 'path of a projectile'এর প্রতিশব্দ 'ক্ষেপণীপথ' করা যাইতে পারে। Parabolaর জন্য নূতন শব্দ সৃষ্টি করা উচিত। হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'র 'পরবলয়' শব্দ parabolaর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। এখানে ইংরেজি

---

* [illegible] চক্রের কেন্দ্রস্থানকে নাভি বলা হইয়াছে।

† দ্ব্যঙ্গুলকাক্ষিকোশক ষড়ঙ্গুলকান্তরং তয়োঃ।
তারা নেত্রত্রিভাগেন দৃক্তারা পঞ্চমাংশিকা।—অগ্নিপুরাণ, ৫৩।২১।

parabolaকে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া সুখপাঠ্য সংস্কৃত শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। আমিও সমীচীনবোধে "পরবলয়" শব্দটি parabolaর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Sphere :—সংস্কৃত জ্যোতিষে 'গোল' sphere অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় 'গোল' 'sphere' ও 'circular' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেই জন্য sphereএর পরিভাষা 'বর্ত্তুল' এবং spherometerএর পরিভাষা 'বর্ত্তুলমান' করিয়াছি।

Truncated pyramid :—হিন্দী 'গণিত কী পরিভাষা'য় 'সূচীখণ্ড' truncated pyramidএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। যদি একটি সূচীকে এমনভাবে বিখণ্ড করা যায় যে, একখণ্ড শীর্ষবিশিষ্ট ও অপর খণ্ড শীর্ষবিহীন হয়, তাহা হইলে খণ্ড দুইটিকেই কি 'সূচীখণ্ড' বলা যায় না? কিন্তু আমরা শীর্ষবিহীন খণ্ডকেই truncated pyramid বলি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'সূচীখণ্ড' নির্দ্দোষ পরিভাষা নহে। আমি truncated pyramidএর পরিভাষা 'কবন্ধ-সূচী' করিয়াছি। ঠিক এই যুক্তি বলেই frustrum of a coneএর পরিভাষা 'কবন্ধ বৃত্ত-সূচী' করিয়াছি।

Vitreous humour :—'সান্দ্ররস' vitreous humourএর পরিভাষা করিয়াছি। 'সান্দ্র' শব্দের অর্থ 'গাঢ়', কিন্তু এই শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণতঃ প্রচলিত নহে। এই জন্যই এইটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে geometrical optics বা জ্যামিতিক দৃষ্টি-বিজ্ঞানের পরিভাষাই বিশেষভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। Physical optics বা আলোক-মীমাংসার কতিপয় পরিভাষা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে মাত্র। আলোক-মীমাংসার সম্পূর্ণ পরিভাষা সঙ্কলন গণিতশাস্ত্রের পরিভাষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেই জন্য গণিতের পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরে আলোক-মীমাংসার পরিভাষা সঙ্কলন করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, সেগুলির পার্শ্বে তারকাচিহ্ন দিয়াছি।

A

Aberration—চ্যুতি *
————, chromatic—বর্ণচ্যুতি *
————, spherical—বর্ত্তুলচ্যুতি *
Accommodation—আধান *
Achromatic—বর্ণাপসারী
Achromatism—বর্ণাপসারিত্ব
Angle—কোণ
——, acute—সূক্ষ্মকোণ
Angle, critical—সঙ্কট-কোণ *
——of deviation—বিচলন-কোণ *
——of emergence—বহির্গমন-কোণ *
——of incidence—আপাত-কোণ
——of minimum deviation—ন্যূনতম বিচলন-কোণ *
——, obtuse—স্থূলকোণ
——of reflection—পরাবর্ত্তিক কোণ
——, refracting—বর্ত্তক কোণ *

Angle of refraction—বর্তন-কোণ

——, solid—ঘন-কোণ

Angular distance—কৌণিক দূরত্ব *

Aperture of a mirror—দর্পণ-রন্ধ্র *

——of a lens—পরকলারন্ধ্র *

Aplanatic—চ্যুতিহীন *

Aphakia—আফাকিয়া *

Arrowhead—তীরফলা

Astigmatism—আস্তিগ্‌মতিজম্ বা অসমদৃষ্টি

Axis—অক্ষ

B

Blind spot—অন্ধস্থান *

C

Camera—কেমেরা

Centre—কেন্দ্র

——of curvature—অনুবৃত্ত-কেন্দ্র *

——, optical—দৃষ্টিকেন্দ্র *

Chromosphere—বর্ণমণ্ডল

Circle—বৃত্ত

——of curvature—অনুবৃত্ত *

Circular measure—চাপীয়মান

Concave meniscus—কনকেভ মেনিস্কস্ *

Cone—বৃত্ত-সূচী *

——, frustrum of—কবন্ধ বৃত্তসূচী *

Constant—স্থির

—— quantity—স্থির পরিমাণ

Convex meniscus—কনভেক্স মেনিস্কস্ *

Co-ordinates—ভুজ-যুগ্ম

Cornea—শ্বেতমণ্ডল[১] *

Choroid—কয়রেড *

Corona—ছটামুকুট

Corpuscle (physiological)—কণা

Corpuscle (Newton's)—কণীকা *

Corpuscular theory—কণীকাবাদ *

Cosine—কোটিজ্যা (কোজ্যা)

Crystal—স্ফটিক, দানা

——, biaxial—দ্ব্যক্ষ-স্ফটিক

——, negative uniaxial—ঋণাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক

——, positive uniaxial—ধনাত্মক একাক্ষ-স্ফটিক

——, uniaxial—একাক্ষ স্ফটিক

Crystalline lens—অক্ষি-পরকলা *

Crystallise—দানা বাঁধা

Cubic system—ঘন-সম্প্রদায়

Concentric—এককেন্দ্রিক *

Curvature—বক্রতা

Curve—বক্র

——, caustic—কস্তিক বক্র *

D

Dark line—কৃষ্ণরেখা, কালদাগ

Decomposition—বিশ্লেষণ

Deviation—বিচলন *

Diameter—ব্যাস

Diffraction—ব্যাবর্তন

Diffraction grating—ব্যাবর্তন জাল *

১। অগ্নিপুরাণের ৩৭৩ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে "শুক্লমণ্ডল" শব্দটি cornea অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—
"তেষাং ভূতানুমানাচ্চ ভবতীন্দ্রিয়সম্ভবঃ।
নেত্রয়োর্মণ্ডলং শুক্লং কথায়তি নৈত্রকম্।"

Diffusion—বিক্ষেপণ *

Dispersion—প্রক্ষেপণ *

Dotted line—বিন্দুরেখা *

Double refraction—দ্বৈধবর্ত্তন *

E

Ellipse—বৃত্তাভাস

Envelope—আবরণ

Equation—সমীকরণ

Eye piece—উপনেত্র

Ether—ঈথর

——, luminiferous—তেজোবাহী ঈথর

F

Far point (punctum remotum)—অনন্তিক বিন্দু *

Finite—সান্ত, সসীম

Focal length—আধিশ্রয়িক দূরত্ব *

Focus (optical)—অধিশ্রয়

——(mathematical)—নাভি

——, conjugate(optical)—যুক্তাধিশ্রয়

——, principal ,, —মুখ্যাধিশ্রয়

——, conjugate (mathematical)—যুক্তক-নাভি

——, *principal (mathematical)*—*মুখ্য নাভি*

Formula—সূত্র, সঙ্কেত, আর্য্যা

G

Gnomon—শঙ্কু

Goniometer—কোণমান *

Globe—গোলক

H

Harmonic motion—হরাত্মক গতি

Heliograph—হেলিগ্রাফ *

Heterogeneous—বিষমধর্ম্মী *

Homogeneous—সমধর্ম্মী *

Humour—রস *

——, aqueous—জলীয় রস *

——, vitreous—সান্দ্ররস *

Hyperbola—অতিপরবলয়

I

Image—প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব

Image, real—বাস্তব প্রতিবিম্ব *

——, virtual—অবাস্তব প্রতিবিম্ব *

Index arm—পট্টিকা

Infinite—অনন্ত

Infinity—অনন্ততা

Intensity—প্রাখর্য্য *

Inverted—বিপরীত-মুখ *

Iris—তারামণ্ডল

K

Kaleidoscope—কালিদোস্কোপ বা বহুরূপীক্ষণ *

L

Laryngoscope—লেরিঙ্গোস্কোপ বা কণ্ঠনালী-বীক্ষণ *

Lateral inversion—পার্শ্বিক বিপর্য্যয় *

Law—নিয়ম

Lens—পরকলা

——, concave—নতমধ্য, নতোদর, ক্ষীণমধ্য

——, *convex*—স্থূলমধ্য, উন্নতোদর

——, double concave, bi-concave—ডবল কনকেভ পরকলা *

——, double convex, biconvex—ডবল কনভেক্স পরকলা

Lens, plano concave, concavo plane—প্লেনো কনকেভ পরকলা, ক্ষীণমধ্য সমতল পরকলা *

——plano convex, convexo plane—প্লেনো কনভেক্স পরকলা, স্থূলমধ্যসমতল পরকলা *

Long sight (hypermetropia)—চালশা

Luminous—তেজোময় *

M

Magnification—বর্দ্ধন

Maximum—মহত্তম

Medium—বাহক

——, optical—আলোক-বাহক

Micrometer screw—সূক্ষ্মতামান স্ক্রু *

Microscope—অনুবীক্ষণ

——, simple—সরল অনুবীক্ষণ *

——, compound—জটিল অনুবীক্ষণ *

Minimum—ন্যূনতম

Mirage—মরীচিকা

Mirror—দর্পণ

——, plane—সমতল দর্পণ

——, concave—নতমধ্য বা নতোদর দর্পণ

——, *convex* স্ফীতমধ্য বা উন্নতোদর দর্পণ

Muscle—পেশী

——, *ciliary—সিলিয়ারী পেশী*

N

Near point (punctum proximum)—অন্তিকবিন্দু *

Nerve—নাড়ী

——, optic—দৃষ্টি নাড়ী

Non-luminous—তেজোহীন *

Normal—লম্ব *

O

Objective—দৃশ্যাভিমুখী *

Opaque—অনচ্ছ

Opthalmoscope—অপ্থাল্মোস্কোপ বা অক্ষিবীক্ষণ *

Optical axis—দৃষ্ট্যক্ষ *

Optical centre of a lens—পরকলার দৃষ্টিকেন্দ্র *

Optical illusion—দৃষ্টিবিভ্রম *

Optical instrument—বীক্ষণযন্ত্র *

Optics—দৃষ্টিবিজ্ঞান *

——, geometrical—জ্যামিতিক দৃষ্টিবিজ্ঞান *

——, physical—আলোক-মীমাংসা *

P

Parabola—পরবলয়

Parabolic—পরবলয়িক

Paraboloidal—পরবলয়াভাসিক

Parallel—সমান্তরাল

Parallax—লম্বন

Penumbra—উপচ্ছায়া

Phakoscope—ফেকোস্কোপ *

Phosphorescence—দীপ্তালোক

Photograph—ফটোগ্রাফ

Photometry—ভামিতি

Photometer—ফটোমিটার বা ভামান *

Photosphere—আলোক মণ্ডল

Plate—ফলক

Point—বিন্দু

Point of intersection—সম্পাতবিন্দু, ছেদবিন্দু *
——, nodal—নোদাল বিন্দু
——, principal—মুখ্য বিন্দু
——, cardinal—প্রধান বিন্দু
Polarisation—বিকৃতি *
Polarised—বিকৃত *
Pole—মেরু
—— of a mirror—দর্পণমেরু *
—— of lens—পরকলামেরু *
Polygon—বহুভুজ
Polyprism—বহুকলম *
Prism—কলম
Pupil—তারা
Pyramid—সূচী
——, truncated—কবন্ধ-সূচী *
Principle—সিদ্ধান্ত

R

Radius—ব্যাসার্দ্ধ
Ray—রশ্মি
——, emergent—বহির্গামী রশ্মি *
——, incident—পতিত রশ্মি
——, reflected—পরাবর্ত্তিত রশ্মি
——, refracted—বর্ত্তিত রশ্মি
Rays, pencil of—রশ্মিপুঞ্জ
——, convergent pencil of—অন্তর্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *
——, divergent pencil of—বহির্মুখী রশ্মিপুঞ্জ *
Reflecting surface—পরাবর্ত্তক তল *
Reflection—পরাবর্ত্তন
——, total—সমগ্র পরাবর্ত্তন *
Reflection, irregular—অনিয়ত পরাবর্ত্তন *
Refracting surface—বর্ত্তক তল *
Refraction—বর্ত্তন
Refractive index—বর্ত্তনাঙ্ক *
Refrangibility—বর্ত্তনীয়তা *
Retina—অক্ষি-যবনিকা
Right angle—সমকোণ
Ring—বলয় *

S

Stage (microscopic)—মঞ্চ *
Section—ছেদ
——, principal—মুখ্যচ্ছেদ *
Sextant—সেক্সটাণ্ট
——, pocket—পকেট সেক্সটাণ্ট
Shadow—ছায়া
Short sight (myopia)—মায়োপিয়া বা
Sight, line of—বীক্ষণ-রেখা *
Sine—ভুজজ্যা (ভুজ্যা)
Slit—আয়ত-ছিদ্র *
Space—আকাশ
Spectrometer—বর্ণচ্ছত্রমান *
Spectroscope—বর্ণচ্ছত্রবীক্ষণ *
Spectrum—বর্ণচ্ছত্র
Spherometer—বর্ত্তুলতামান *
Square—সমচতুর্ভুজ
Surface of contact or separation—সন্ধিতল *

T

Tangent—স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী
Tangent plane—স্পর্শসমতল *

Telescope—দূরবীক্ষণ
Term—পদ
Translucent—স্বচ্ছপ্রায় *
Transparent—স্বচ্ছ
Triangle—ত্রিভুজ
———, equilateral—সমবাহু ত্রিভুজ
———, isosceles—সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ
———, Right-angled—সমকোণী ত্রিভুজ
———, similar—সমজাতীয় ত্রিভুজ

U

Umbra—নিবিড়চ্ছায়া *

V

Velocity—বেগ
Vision, line of—দৃষ্টিরেখা[১] *

W

Wave theory—তরঙ্গবাদ

Y

Yellow spot—পীতস্থান *

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন,—“প্রবন্ধলেখক পরিভাষা সংকলন-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত একমত। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা দেখা উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দ পাওয়া না যাইলে, ইংরাজি শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লইবার আমি পক্ষপাতী। ইহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্ভার বাড়িবে ও শিক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি পড়িবার সময় আবার নূতন করিয়া ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না। নামবাচক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না। বর্ণনামূলক শব্দগুলির জন্যই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ রচনা করা উচিত। আমি আমার রসায়ন-সূত্রে clorineএর বাঙ্গালা ক্লোরিন করিয়াছি। ইহার জন্য নূতন নাম রচনা করিবার চেষ্টা করি নাই।”

১। সংস্কৃত জ্যোতিষে ‘দৃক্‌সূত্র’ আছে। শ্রুতিকটু বলিয়া এই শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, রবিবার, ২১এ মে, অপরাহ্ণ ৬টা।

[কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত]

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"চট্টগ্রামের কবি বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুরাগী সদস্য জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি ৺জীবেন্দ্র বাবুর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, কবি-প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই জীবেন্দ্রকুমার পরলোকগমন করিয়াছেন—ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি যশের জন্য কবিতা লিখিতেন না—তাঁহার কবিতার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল—প্রাণের প্রেরণায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি ফরমাইসে কবিতা লিখিতেন না। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—তিনি কবিতার দ্বারা হৃদয়ের নানা ভাব পরিস্ফুট করিতেন। গ্রীকরা বলিতেন,—কবিতার মধ্যে উদাত্ত গাম্ভীর্য্য (high seriousness) থাকা আবশ্যক—ইহাই কবিতার প্রাণ। জীবেন্দ্রকুমারের কবিতায় তাহা সম্পূর্ণভাবে আছে। তিনি অল্প বয়সেই পঙ্গু ছিলেন এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—এই জন্য তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে, এই দেহ যেন গেলেই ভাল হয়, পরে পুনরায় বলিতেন, "এই দৈহিক যন্ত্রণা ও দরিদ্রতা বিধাতার দান, সহ্য করিতেই হইবে।" যে চট্টল-ভূমিতে কবি নবীনচন্দ্রের জন্ম, সেই ভূমিতেই জীবেন্দ্রকুমার জন্মিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র বলিতেন—"এই চট্টলমাতা কবিজননী হইবার উপযুক্ত।" যাঁহারা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জীবেন্দ্রকুমারের চট্টগ্রামে জন্ম সার্থক হইয়াছিল। তিনি পরিষদের প্রতি শোক-সভায় ও সংবর্দ্ধনা-সভায় জন্য কবিতা রচনা করিয়া পাঠাইতেন।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"তিনি

চট্টগ্রামে যখন ছিলেন, তখন জীবেন্দ্রকুমারের বাড়ীর নিকটেই থাকিতেন। জীবেন্দ্রকুমার পঙ্গু ছিলেন বলিয়া বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। তিনি নানা মাসিক ও সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিতেন; অনেক কবিতা গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে জীবেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তিনি মিলিয়া সাহিত্যালোচনার জন্য প্রতিমাসে প্রতি মঙ্গলবারে 'মঙ্গল-মিলন' নামক একটি সাহিত্যালোচনা সভা স্থাপিত করেন। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে তাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলন করিয়া বেড়াইতেন। চট্টগ্রামে, পটিয়ায়, কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ভূমিতে, সাতকানিয়া ও সরোয়াতলীতে এবং অন্যান্য স্থানে এই সম্মিলন হয়। জীবেন্দ্রকুমার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই সকল সম্মিলনের জন্য গান ও কবিতা লিখিতেন। বঙ্গের এমন কোন সাহিত্য-সম্মিলন হয় নাই, যাহাতে জীবেন্দ্রকুমারের কবিতা পঠিত হয় নাই। অকালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে মুষ্টি-ভিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুষ্টি-ভিক্ষা হইলেও, স্বর্ণমুষ্টি এবং চিরদিন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরলোকগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) ২১এ মে, রবিবার—অপরাহ্ণ ৬া০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য,
সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুঁথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুঁথিশালা

হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সূদ-বিদ্যা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ-দশক" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি-এল্, বাহাদুর, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন সি আই ই, বি এল্ বাহাদুরের পরলোকগমনে, ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারিতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ১৪ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। 'ক' পরিশিষ্টে নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী মহাশয়ার প্রদত্ত ৪৯খানি এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রদত্ত ২৬খানি প্রাচীন পুথির নাম পঠিত হয় ও প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তৎপরে ৪১খানি উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত বাঙ্গালা পুস্তক ও ২২খানি ইংরেজি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। (খ—পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তক-তালিকা দেওয়া হইল।

৪। সময়াভাবে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণের পাঠ স্থগিত রাখা হইল।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "ভারতীয় সূদবিদ্যা" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রাখা হয়। (খ) শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় তাঁহার লিখিত "শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ-দশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক জানাইলেন যে, শ্রীচৈতন্য 'জগন্নাথ-দশক' লিখিয়াছিলেন কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিতে চাহেন যে, তাঁহার বাড়ীতে ২০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের লিখিত একখানি প্রাচীন পুথি আছে, তাহাতে 'জগন্নাথ-দশক' লিখিত আছে। পূর্ব্বে যে, 'জগন্নাথ অষ্টক বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হয় ত অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়া লিখিত এবং তাহাও ভ্রমপরিপূর্ণ। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শিববাবুকে এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পরলোকগমনে ও রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট তাঁহাদের শোকে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় মুকুন্দ বাবু তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় ও দেশপূজ্য পিতা ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষদে দান করিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলের একখানি দাসবিক্রয়ের মূল দলিল (দাসখৎ) প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতাকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভাভঙ্গ করা হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—রেভাঃ এস্ বি দাস, এফ্ আর জি এস্, ৩২৬ বিডন ষ্ট্রীট, ডাক্ হোষ্টেল; শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ কাব্যবাচস্পতি, সম্পাদক, বাটাজোড় সাধারণ লাইব্রেরী, হেড পণ্ডিত জাতীয় বিদ্যালয়, পোঃ বাটাজোড় (বরিশাল); শ্রীযুক্ত দ্বিজবর সাহা, ৭৭ গ্রে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার বি এ, ভাগবতরত্ন, ৩০২ আপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ দত্ত এম্ এ, ২১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৬।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল, ৪৩ কলুটোলা ষ্ট্রীট; প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার দত্ত এম্ এ, সম্পাদক—"আশীর্ব্বাদ", ২৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, সম্পাদক—নদীয়া-শাখা-পরিষৎ, কৃষ্ণনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি এল্, সবজজ্, শ্রীহট্ট; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, এম, এ, অধ্যাপক, মুরারীচাঁদ কলেজ, সম্পাদক, সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীহট্ট শাখা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, ১ সরকার-বাই লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার, ১১ নর্থ টালা রোড, বেলগাছিয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৯এ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৪১বি, বলদেপাড়া রোড, মাণিকতলা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, উপহৃত পুস্তক—(১) প্রেম ও প্রকৃতি, তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌সের কার্য্যাধ্যক্ষ, কাশী—(২) পুরাণ-তত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(৩) তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ, (৪) ভক্তিরসামৃতম্, (৫) চাণক্যসূত্রাণি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ হালদার—(৬) পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা, (৭) শ্রীরামচরিত, শ্রীযুক্ত রায় দেবেন্দ্রনাথ

সর্ব্বাধিকারী—(৮) য়ুরোপে তিন মাস, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু—(৯) নালন্দা, শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার,—(১০) অজন্তা, (১১) বাগগুহা ও রামগড়, (১২) হো-দের গল্প, শ্রীযুক্ত নয়ন-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৩) ভক্ত-শিশু, (১৪) আদর্শ মহিলা, (১৫) কবিকঙ্কণচণ্ডী (সচিত্র), শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাভূষণ,—(১৬) শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৭) প্রভাত-স্বপ্ন, (১৮) ভুলের খেলা, (১৯) মুখের মত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—(২০) আমার য়ুরোপ ভ্রমণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(২১) রাজরাণী, (২২) মলিন মুকুল, (২৩) শাপাবসান, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(২৪) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—(২৫) গাছপালা, শ্রীযুক্ত মতিলাল দে—(২৬) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—(২৭) উত্তরপাড়া-বিবরণ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(২৮) পঞ্চশস্য, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(২৯) গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৩০) উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাপ্রয়োগ, শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ-ভূষণ রায়—(৩১) শ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—১৩শ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—(৩৩) জাতীয়-শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—(৩৪) ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(৩৫) ব্যাকরণ-কৌমুদী (২য় ও ৩য় ভাগ), (৩৬) গুপ্তরত্নোদ্ধার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—(৩৭) বারাণসী, শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন মজুমদার—(৩৮) নালন্দা, (৩৯) সম্বর-একাদশী, (৪০) নীলদর্পন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৪১) কান্তকবি রজনীকান্ত। The Superintendent, Govt, Printing, India—(৪২) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 6, [The Temples at Palampet], (৪৩) Do, Do, No. 11, [Some recently added Sculptures in the Provincial Museum, Lucknow], (৪৪) Review of Agricultural Operations in India, 1920—21, (৪৫) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1920-21 The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৪৬) Administration Report of the Excise Department, Bengal, for the year 1920—21, (৪৭) Bengal Legislative Council Proceedings. vol. V, (৪৮) Do. vol. VI. (৪৯) Do. vol., VII, No 1, (৫০) Do. vol. VII. No 2, (৫১) Do. vol. VII. No 3, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—(৫২) A Mid-Victorian Hindu, (৫৩) The English Diary of an Indian Student, (৫৪) Ram Mohan Ray and Hinduism, The Director, Geological Survey of India—(৫৫) Records of the Geological Survey of India, vol. LIII, Part 2, 1921, (৫৬) Memoirs of the Geological Survey of India, vol. XLVIII, with maps, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—(৫৭) Sir Gooroodas Banerjee, The Secretary, Smithsonian

Institution—(৫৮) Excavation of a site at Santiago Ahnitzotla, D. F, Mexico, (৫৯) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1919. The Registrar, Calcutta University—(৬০) Address by Sir Ashutosh Mukherjee Kt., C. S. I. at the Annual convocation for Conferring Degrees, March 18, 1912, (৬১) Address by H. E. the Right Honourable Lawrence John Lumley Dundus Earl of Ronaldshay at the Annual Convocation, 18th March, 1922, The Surveyor General of India—(৬২) General Report on the Operations of the Survey of India, during 1920—21, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—(৬৩) Journal of Bengal Academy of Literature, 1893–94, Vol I. (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।)

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কোটালীপাড়া—(১) মহাভারত—বিরাটপর্ব্ব, (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩) উড্ডীশতন্ত্র, (৪) প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, (৫) পদাঙ্কদূত, (৬) কৃৎ-প্রকরণ, (৭) কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা (সন্ধি), (৮) গোপাল চরিত, (৯) মনোদূতাভিধান—১ম পরিচ্ছেদ, (১০) কুণ্ডিকা, শাট্যায়ন মন্ত্র প্রভৃতির ব্যাখ্যা, (১১) কলাপচন্দ্র (কলাপ-ব্যাকরণের টীকা), (১২) ব্যাখ্যাসার (কলাপের টীকা), (১৩) উনাদিবৃত্তি (কলাপীয়) (১৪) পদাঙ্কদূত, (১৫) কলাপচন্দ্র, (১৬) কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা (নাম) (১৭) কলাপসূত্র, (১৮) কমলোদয় (রামচরিত্র-বিষয়ক কাব্য), (১৯) মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর টীকা, (২০) নির্ব্বাণতন্ত্র, (২১) শান্তিশতক, (২২) শ্রুতবোধ, (২৩) কৃষ্ণমঞ্জরী, (২৪) অনুমরণ, (২৫) অমরকোষ, (২৬) শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস। শ্রীযুক্ত মহামায়া দেবী, কলিকাতা। (২৭)—বিশ্বসারতন্ত্র, ৩ খানি, (২৮) ভূতডামর তন্ত্র, (২৯) ভূতশুদ্ধি-তন্ত্র, (৩০) নিরুক্ত তন্ত্র, (৩১) উত্তর-তন্ত্র, (৩২) শাক্তাভিষেক, (৩৩) সংক্ষেপ-পুরশ্চরণ-বিধি, (৩৪) জপ-প্রয়োগ, (৩৫) পুরশ্চরণপ্রয়োগাদর্শ, (৩৬) জপ-প্রয়োগ, (৩৭) ষট্‌চক্র-বিবরণ, (৩৮) নিগমলতা, (৩৯) যোগসারতন্ত্র, (৪০) পুরশ্চরণ-রসোল্লাস, (৪১) কর্ম্মবিপাক, (৪২) অনধ্যায় ও তর্পণবাক্য, (৪৩) দায়াধিকারক্রমসংগ্রহ, (৪৪) ধর্ম্মদীপিকা, (৪৫) ভাষারত্ন, (৪৬) দায়ভাগ, (৪৭) শ্রীরামবোধকরী (দায়ভাগের টিপ্পনী), (৪৮) শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (৪৯) গ্রহযাগতত্ত্ব, (৫০) নবগ্রহমন্ত্র-ব্যাখ্যা, (৫১) বৃষোৎসর্গপ্রমাণ, (৫২) বাস্তুযাগতত্ত্ব, (৫৩) প্রায়শ্চিত্ত-লক্ষণ বিচার, (৫৪) সংকৃত্য-মুক্তাবলী, (৫৫) প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, (৫৬) পুরশ্চরণ-রসোল্লাস, (৫৭) শুদ্ধিতত্ত্ব, (৫৮) শুদ্ধিতত্ত্বকারিকা, (৫৯) উদ্বাহতত্ত্ব, (৬০) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, (৬১) আহ্নিকতত্ত্ব, (৬২) দত্তক-নির্ণয়, (৬৩) দত্তকবিধি, (৬৪) দায়তত্ত্ব, (৬৫) একাদশীতত্ত্ব, (৬৬) মলিম্লুচতত্ত্ব, (৬৭) কবিকল্পদ্রুম (বাহুপাঠ,)

(৬৮) শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ (সটীক), (৬৯) ভগবদ্‌গীতা, (৭০) মহাভারত—আদিপর্ব্ব, (৭১) ঐ উদ্যোগপর্ব্ব, (৭২) কাশীখণ্ড, (৭৩) অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৩রা আষাঢ় ১৩২৯, ১৭ই জুন—শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥ টা।

[আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি আই ই, এম্ এ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন এবং তৎপরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"বাল্যকাল হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। 'বঙ্গবাসী'র সম্পর্কে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র তখন 'বঙ্গবাসী'র লেখক ছিলেন। সভাপতি মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালা-নবীশ ছিলেন। আজকাল 'স্বদেশী নন্-কো-অপারেশন' প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু ১৮৯৬ সালে 'বঙ্গবাসী'তে তিনি দেশীয় ভাব, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য ধারাবাহিকভাবে লিখিতেন ও নিজে সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন এবং এই সকল প্রচলনের জন্য বহু অর্থ-ব্যয়ও করিয়াছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত ও সাহেবী চালচলনের পক্ষপাতীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্যামী ও সাহেবীয়ানা" লিখিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য—বিশেষতঃ ছড়া-পাঁচালী রক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। দাশুরায়ের পাঁচালী সংগ্রহের জন্য নানাস্থানে অক্ষয়চন্দ্র নিজে ঘুরিয়াছিলেন। বড়ায় এই পাঁচালী সংগ্রহের সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অক্ষয় বাবুর সময়কে বাঙ্গালার বৈঠকী যুগ—বঙ্কিম যুগ অথবা Augustan Period বলা যায়। ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রাজকৃষ্ণ, ভূদেব, হেমচন্দ্র আর অতকার সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয়—ইঁহাদের মধ্যে আলোচনা পরামর্শ হইত, বৈঠক হইত। শাস্ত্রী মহাশয় গেলেই, সে যুগের পরম্পরা যাইবে। আমাদের কথা কহিতে তাঁহারা শিখাইতেন।

এখন আর সে সজীবতা নাই ; বাঙ্গালার সে মজলিশও আর নাই। হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন, আড্ডায় দেখাইতেন—অক্ষয়চন্দ্রকে দেখাইতেন। অনেকে জানেন বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তরের" অনেক লেখা অক্ষয়চন্দ্রের। বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল, দেশের দিকে—অক্ষয়ের দৃষ্টি—দেশের শিল্প, বাণিজ্য—রোগ শোক প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে। আমরা যাহাকে Patriotism বলি—অক্ষয়চন্দ্রের তাহা ছিল ; দেশাত্মবোধ তাঁহারই ছিল। সে বঙ্কিমযুগ—সেই First Class intellect এর যুগ চলিয়া গিয়াছে। ১৮৩৭ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার একটা area র মধ্যে হালিসহর, কাঁঠালপাড়া, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়ে হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই স্থান-টুকুর মধ্যে কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষীর উদ্ভব হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। সন্দর্ভ, ভাষা, কবিতা, গদ্যপদ্য প্রভৃতি নূতন পদ্ধতিতে রচনা এই সময় হইতেই সুরু হয়। আমাদের সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় সে যুগের শেষ শিবরাত্রের সলিতা—তিনি বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাকে popularise করিয়াছেন। তিনি সে যুগের ব্যাখ্যাতা, পরামর্শদাতা, বিশ্লেষণকারীদিগের শেষ। সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়চন্দ্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মনস্বিগণকে দেখিয়া—তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া, উপদেশাবলী গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালী কোন্ শুভক্ষণে হয় ত অমৃত উদ্গীরণ করিয়া দেশকে ধন্য করিবে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষয়চন্দ্র অমর হইয়াছেন—'বন্দে মাতরম্' ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অমর হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমর ; এই সকল মহাত্মার ভাব ও প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে অনুস্যূত হউক। আমরা সেই পথের পথিক—আসুন, আমরা তাঁহাদের কাজের ধারা বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।

তৎপরে চুঁচুড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয় স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্রের লিখিত ' ভাই হাতভালি" নামক সন্দর্ভ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—"অক্ষয়চন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় প্রথম "বঙ্কিম-উৎসবে"। তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বাঙ্গালার ভিতর দিয়া অনেক রকম সভ্যতার ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। সকল স্তরের চিহ্নই বাঙ্গালায় রহিয়া গিয়াছে। অক্ষয় বাবু বলিতেন, যেখানে যাত্রা হইবে, সেখানে যাইবে। তিনি দেশীয় যাত্রা গান পাঁচালী ভাল বাসিতেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ মহাশয় বলিলেন,—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমাকে শ্ল্যাস্লেটের পরিবর্ত্তে কলম ধরাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় লেখাপড়ার অনুরাগ আমি তাঁহারই প্রভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলাম। তিনি আদর্শ হিন্দু ছিলেন ; চরিত্রও তাঁহার আদর্শ ছিল। তখনকার প্রবীণ লেখকগণের মধ্যে এরূপ চরিত্রবান্ লোক বিরল ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার মুরব্বী হইয়াও তিনি সেই কালের স্বদেশী ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন ; ৺ভূদেব প্রথম আচার্য্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষী বক্তৃগণ অনেক কথা বলিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে পরিষৎ

মহারথী অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ম দুই এক কথা বলিব মাত্র। অক্ষয়চন্দ্রের রচনার বিশিষ্টতা ছিল—তাঁহার সমালোচনায় ও অনুবাদে। সমালোচকের মত কটমট ভাষা তাঁহার ছিল না। 'বীণাপাণি' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'ঈশ্বরোপাসনা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রে অক্ষয়চন্দ্রের ঐ প্রবন্ধের কঠোর দুর্ব্বোধ্য ভাষার প্রতি কটাক্ষপাত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনুবাদের ক্ষমতার একটু পরিচয় দিতেছি। এদেশে এক চা-কর ইংরেজ কোম্পানী চা প্রচলনের বিজ্ঞাপন দিবার জন্ম এই কথাটি কতিপয় সাহিত্যিকের নিকট অনুবাদের জন্ম পাঠাইয়াছিলেন,—"A cup that cheers but does not inebriate" অনেকেই অনুবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমবাবুই অনুবাদগুলির পরীক্ষক নির্ব্বাচিত ছিলেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্রের অনুবাদই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। অক্ষয়চন্দ্র অনুবাদ করেন,—"তাতায় কিন্তু মাতায় না।" আর অনুবাদক ছিলেন,—অক্ষয়কুমার দত্ত ও পরে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ—তাঁহার ম্যাক্‌বেথ অনুবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় বলিলেন,—অক্ষয়দাদা খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সকলেই বলিলেন—তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন কি না, তাহা কেহ বলেন নাই। প্রথম বঙ্কিম-উৎসবের সময় অক্ষয়দাদা আমাদের বাড়ীতে (বক্তা ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র—৺সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবটা ভাল কি না? তিনি বলিলেন,—শাক্ত বৈষ্ণব এরূপ সম্প্রদায় হইলে বলিতে পারি না। উপাসক-সম্প্রদায় পড়িয়াছ? অনেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উল্লেখ উহাতে আছে। উহা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্প্রদায়—যথা, ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতিদের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে বলিতে পারি। আমি বলিলাম,—আপনার সাম্প্রদায়িক ভাব দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন,—গীতার "যে যথা মাং" ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থ বেশ বুঝিতে পারিলেই হইল। তাঁহাকে কলিকাতা হইতে কদমতলা পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে নানা দেব দেবী ও বিভিন্ন ধর্ম্মের মন্দিরের নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিতে দেখিয়াছি। এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, তিনি বলিলেন—"তবে বুঝে নাও, আমি কি?' তাঁহার রচনার সম্বন্ধে আমার বেশী বক্তব্য নাই। তাঁহাদের সময় আমরা কয়জন জ্যাঠা সমালোচক ছিলাম। তাঁহার "উদ্দীপনা" নামক সন্দর্ভটি পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার ভাব John Stuart Mill হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই রচনাকে নকল কে বলিবে? তাঁহার অতিথি-সৎকার করার কথা আপনারা সকলেই জানেন। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনের সময় পাঁচু দাদা ও অনেক সাহিত্যসেবী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন রাত্রি আমরা যে কি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নয়।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমার স্বদেশবাসী। চুঁচুড়ার এক পাড়াতেই আমাদের বাস। তাঁহার বাড়ীর নিকট কদমগাছ ছিল বলিয়া পাড়ার নাম 'কদমতলা' হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাচীন সাহিত্য সংরক্ষণের জন্ম স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশে তিনি সারদাবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,

কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর, সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী-পাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A.; *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada'-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য ও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৷৹ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ॥৹ আট আনা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অনুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালক বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়। ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।"—"নব্য-ভারত", চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... বর্ণনা-কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ। ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।" —"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই।" —"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vade-macum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥৹
পরিষদের সদস্যপক্ষে—১৷৹
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)	॥৹, ১৲
*২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪। ছুটীখানের মহাভারত	
৫। বলরাম দাসের জয়দেবচরিত্র	৵৹, ।৹
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৴১৹, ৶৹
*৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০। গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১। কাশীপরিক্রমা	
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম	৴৹, ৵৹
১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।৹
*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৴৹, ৵৹
*১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	
*২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ	
*২২। মিলন্দপঞ্হো	
*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩॥৹
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস	২॥৹, ২॥৹
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস	॥৵৹, ॥৵৹
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶৹, ৵৹
৩২। মায়াপুরী	৵৹, ।৹
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	॥৹, ১৲

	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫। কবি হেমচন্দ্র	।৵৹
৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৪ খণ্ড)	
৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵৹, ৪৶৹
৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩॥৵৹, ৫॥৹
*৩৯। মহিলা ব্রতকথা	
*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১। কল্কিপুরাণ	॥৵৹, ১।৹
৪২। জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।৹
৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ	॥৴৹, ১৵৹
৪৪। দুর্গামঙ্গল	॥৹, ১৲
৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭। তীর্থ-মঙ্গল	।৵৹, ॥৵৹
৪৮। মৃগলুব্ধ	৶৹, ।৴৹
৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি	৵৹, ৶৹
৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২।৹, ৩৹
৫১। সমরুল মোতাক্ষরীণ	
৫২। মৃগলুব্ধ সংবাদ	৶৹, ।৹
৫৩। তীর্থভ্রমণ	১৲, ১।৹
৫৪। গঙ্গামঙ্গল	॥৹, ৸৹
৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান	॥৹, ৸৹
৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸৹, ১৲
৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২॥৹
৫৯। জ্ঞানসাগর	।৵৹, ॥৹
৬০। সারদামঙ্গল	॥৹, ৸৹
৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।৹
৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।৹, ।৵৹
৬৩। ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৫৸৹, ৫৹
৬৪। গোরক্ষবিজয়	॥৹, ৸৹
৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	॥৶, ৸৵৹
৬৬। সর্ব্বসংবাদিনী	১৸৹, ২।৹
৬৭। মনোবিজ্ঞান	১৲, ১॥৹

দ্রষ্টব্য—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

ঊনত্রিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—o—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর (২)	...	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	৯৫
২।	ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র	...	শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১০৯
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	... ...	১—১৬
৪।	মাসিক কার্য্য-বিবরণ	...	... ...	৭৫—৭৭।১—৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর *

(২)

সুবন্ত-স্বর

স্বরস্থিতি অনুসারে সুবন্ত-প্রত্যয়-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল। ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল (Strong and Weak)-ভেদে কারক দ্বিবিধ। যে সকল কারক অতি মৌলিক, অর্থাৎ যাহা না হইলে কোনও ভাষারই কাজ চলে না, তাহাদিগকে প্রবল কারক বলা হয়। সে হিসাবে কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারক প্রবল বলিয়া গণ্য। অন্য সকল কারকই দুর্ব্বল। প্রবল কারকে প্রাতিপদিকের কোনও অংশের ধ্বংস হয় না; কিন্তু দুর্ব্বল কারকে প্রাতিপদিকের আকার ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। ইহার একমাত্র কারণ, স্বরস্থিতির তারতম্য। প্রবল কারকের প্রত্যয় দুর্ব্বল, অর্থাৎ প্রত্যয়ে স্বর থাকে না। দুর্ব্বল কারকে প্রত্যয় প্রবল ও স্বরবান্। সংস্কৃত (বৈদিক ও লৌকিক) ভাষায় প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচন ও দ্বিবচন এবং প্রথমার বহুবচন প্রবল কারক; অর্থাৎ এই সকল স্থানে প্রাতিপদিকে স্বরস্থিতি এবং প্রত্যয় স্বর-বিহীন। কিন্তু যে সকল স্থানে প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বরে সুর থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বর ও প্রত্যয়ের স্বর একত্র হইয়া পড়ে: সুতরাং প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হইলে যাহা হইত, প্রাতিপদিকে স্বর থাকাতেও তাহাই হয়, কোনও প্রভেদ থাকে না। ব্যঞ্জনাদি সুবন্ত প্রত্যয়-সমূহকে মধ্যম কারক ও স্বরাদি প্রত্যয়সমূহকে দুর্ব্বল কারকের প্রত্যয় বলা হয়। সাধারণতঃ দুর্ব্বল কারকের স্বর প্রত্যয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলেই প্রাতিপদিকের কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হয়। ভাষাবিজ্ঞানে এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিকে ablaut বা স্বরক্রম (vowel gradation) বলে। এই ablaut বা স্বরক্রম-প্রণালীর সংহারশীলতার অধিক উদাহরণ গ্রীক ভাষাতেই পাওয়া যায়। তবে আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার প্রভাব অল্প নহে। তিঙন্ত স্বরেও এই প্রকারের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে[১]। ধাতুস্বরের গুণ-বৃদ্ধি ও লোপ-প্রাপ্তির হেতুও এই স্বরস্থিতি। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরের সুর না থাকিলেও পদ-গঠনে স্বরপ্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে, অর্থাৎ বৈদিক ভাষায় স্বর-প্রভাব-জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যে পদের যে রূপ হইয়াছিল, লৌকিক ভাষায়ও তাহাই ছিল। সুবন্ত স্বরের স্থিতি-বিষয়ে দুইচারিটী সাধারণ কথা ছাড়া আর বেশী কোনও বিধি প্রণয়ন করা যায় না। কারণ, এখানে স্বরস্থিতির বহু ব্যতিক্রম। সুতরাং সাধারণভাবে স্বরস্থিতির বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথাই বলিতে পারি। তার পর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কথা বলিব।

---

* [illegible] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সাং পং পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃং।

ক। একাক্ষর (monosyllabic) প্রাতিপদিকের দুর্ব্বল ও মধ্যম কারকে (in middle and weak cases) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি। নাবা, নৌষু, বাচি, বাচাম্, নৌভ্যাম্, ইত্যাদি।[১]

খ। কতিপয় একাক্ষর প্রাতিপদিকে সকল কারকেই প্রাতিপদিক স্বর। গোভিঃ, গবাম্, গোষু। দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোথাও কোথাও (প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়) উভয়ত্র স্বরস্থিতি।

গ। অনেকাক্ষর ব্যঞ্জনান্ত প্রাতিপদিকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই দুর্ব্বলতম কারকে প্রত্যয়-স্বর। অন্যত্র প্রাতিপদিক স্বর। তুদতা, তুদতাম্, তুদতোঃ, তুদতে, মহতা, দাম্নঃ, মূর্দ্ধ্নে ; কিন্তু তুদদ্ভ্যাম্, তুদৎসু, মহৎসু, তুদদ্ভিঃ।

ঘ। অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের অন্ত্যাক্ষর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতিপদিকের স্বর স্বরাদি-প্রত্যয়ের প্রথম স্বরে অপসৃত হয়। মহিমন্ হইতে মহিম্না ; অগ্নি—অগ্ন্যোঃ ; ধেনু—ধেন্বা ; পিতৃ—পিত্রা ইত্যাদি।

ঙ। ই, উ এবং ঋকারান্ত (এবং ঋগ্‌বেদে ঈকারান্ত) অনেকাক্ষর প্রাতিপদিকের ষষ্ঠীর বহুবচনে (আম্ বা নাম্) প্রত্যয়ে স্বরস্থিতি হয়। অগ্নীনাম্, ধেনূনাম্, দাতৄণাম্, বহ্বীনাম্। সংখ্যাবাচক শব্দ অকারান্ত হইলেও এই নিয়ম। পঞ্চানাম্ দশানাম্। সপ্তানাম্। অষ্ট(ন্) শব্দের সর্ব্ববিভক্তিতেই প্রত্যয় স্বর ; অষ্টৌ, অষ্টাভিঃ, অষ্টাভ্যঃ ; অষ্টানাম্। কিন্তু অষ্ট শব্দের দ্বিতীয় স্বরের বৃদ্ধি না হইলে, সেই স্বরেই স্বরস্থিতি হয়। অষ্ট, অষ্টভিঃ, অষ্টভ্যঃ, অষ্টসু।

চ। সম্বোধন পদের স্বরের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে[২]

ছ। অকারান্ত শব্দে স্বরস্থিতি সু-ব্যবস্থিত, অর্থাৎ সকল বিভক্তিতেই একস্থানে স্বর।

একবচন ঃ—

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
প্রথমা	কামঃ	দেবঃ	আস্তম্
দ্বিতীয়া	কামম্	দেবম্	আস্তম্
তৃতীয়া	কামেন	দেবেন	আস্তেন
চতুর্থী	কামায়	দেবায়	আস্তায়

১। গ্না (নারী), দ্যৌ (আকাশ), নৃ (নর), ক্ষম্ (পৃথিবী), তন্ (বিস্তার) মদ্ (আনন্দ), বন্ (জঙ্গল), স্বর্ (আলোক), স্তৃ (তারকা), স্রু (অরণ্য), স্নু (পর্ব্বত-শিখর), যুন্ (যুবা) ইত্যাদি শব্দে এই নিয়ম।

২। সা° প° পত্রিকা, ১৩২১, ১ম সংখ্যা—১৪ পৃ°।

	পুংলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	নপুংসকলিঙ্গ
পঞ্চমী	কামাৎ	দেবাৎ	আস্তাৎ
ষষ্ঠী	কামস্য	দেবস্য	আস্তস্য
সপ্তমী	কামে	দেবে	আস্তে
সম্বোধন	কাম	দেব	আস্ত

দ্বিবচন ঃ—

কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সম্বোধন	কামৌ	দেবৌ	আস্তে
করণ-সম্প্রদান-অপাদান	কামাভ্যাম্	দেবাভ্যাম্	আস্তাভ্যাম্
ষষ্ঠী-সপ্তমী	কাময়োঃ	দেবয়োঃ	আস্তয়োঃ

বহুবচন ঃ—

প্রথমা	কামাঃ	দেবাঃ	আস্তানি
দ্বিতীয়া	কামান্	দেবান্	আস্তানি
তৃতীয়া	কামৈঃ	দেবৈঃ	আস্তৈঃ
চতুর্থী-পঞ্চমী	কামেভ্যঃ	দেবেভ্যঃ	আস্তেভ্যঃ
ষষ্ঠী	কামানাম্	দেবানাম্	আস্তানাম্
সপ্তমী	কামেষু	দেবেষু	আস্তেষু

অকারান্ত প্রাতিপদিকের কয়েকটী প্রাচীন (বৈদিক) সুবন্ত রূপ ;—

একবচন ঃ—তৃতীয়া রথেনা, যজ্ঞা। ষষ্ঠী—অশ্বসিআ।

দ্বিবচন ঃ—কর্ত্তৃ-কর্ম্ম—দেবা। ষষ্ঠী-সপ্তমী—পত্যোঃ (পত্যা হইতে)।

বহুবচন ঃ—প্রথমা ও সম্বোধন (পুং)—দেবাসঃ ; (নপুং) যুগা। তৃতীয়া—দেবেভিঃ। ষষ্ঠী—চরথাম্, দেবানঅম্।

স্ত্রীলিঙ্গে স্বরস্থিতির বৈশিষ্ট্য নাই,—অমিত্র—অমিত্রী ; মানুষ—মানুষী ; নবদশ—নবদশী। ত্রিংশত্তম—মী। কেবলা—কেবলী ; উগ্রা—উগ্রী ; পাপা—পাপী।

অ। ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রাতিপদিক :—(স্বরস্থিতি ব্যবহিত)।

একবচন ঃ—

অগ্নিঃ শত্রুঃ গতিঃ ধেনুঃ বারি মধু

অগ্নিম্	শত্রুম্	গতিম	ধেনুম্	বারি	মধু
অগ্নিনা	শত্রুণা	গত্যা	ধেন্বা	বারিণা	মধুনা
অগ্নয়ে	শত্রবে	গতয়ে, গত্যৈ	ধেনবে, ধেন্বৈ	বারিণে	মধুনে
অগ্নেঃ	শত্রোঃ	গতেঃ, গত্যাঃ	ধেনোঃ, ধেন্বাঃ	বারিণঃ	মধুনঃ
অগ্নৌ	শত্রৌ	গতৌ, গত্যাম্	ধেনৌ, ধেন্বাম্	বারিণি	মধুনি
অগ্নে	শত্রো	গতে	ধেনো	বারি, বারে	মধো মধু

দ্বিবচন :—

প্র-দ্বি-স	অগ্নী	শত্রূ	গতী	ধেনূ	বারিণী	মধুনী
তৃ চ-প	অগ্নিভ্যাম্	শত্রুভ্যাম্	গতিভ্যাম্	ধেনুভ্যাম্	বারিভ্যাম্	মধুভ্যাম্
ষ-স	অগ্ন্যোঃ	শত্র্বোঃ	গত্যোঃ	ধেন্বোঃ	বারিণোঃ	মধুনোঃ

বহুবচন :—

অগ্নয়ঃ	শত্রবঃ	গতয়ঃ	ধেনবঃ	বারীণি	মধূনি
অগ্নীন্	শত্রূন্	গতীঃ	ধেনূঃ		
অগ্নিভিঃ	শত্রুভিঃ	গতিভিঃ	ধেনুভিঃ	বারিভিঃ	মধুভিঃ
অগ্নিভ্যঃ	শত্রুভ্যঃ	গতিভ্যঃ	ধেনুভ্যঃ	বারিভ্যঃ	মধুভ্যঃ
অগ্নীনাম্[1]	শত্রূণাম্	গতীনাম্	ধেনূনাম্[1]	বারীণাম্	মধূনাম্
অগ্নিষু	শত্রুষু	গতিষু	ধেনুষু	বারিষু	মধুষু

কয়েকটী বিশিষ্ট রূপ :—**ইকারান্ত ; একবচন** তৃ (পুং) রষ্যা (রশ্মি হইতে), ঊর্মিআ। তৃ (স্ত্রী)—অচিত্তী, উতিআ, সুবৃক্তি। চ (স্ত্রী)—উতী ; (নপুং) শুচয়ে। প-ষ (পুং) [illegible]অঃ। প-ষ (স্ত্রী) ভূমিআঃ। প-ষ (নপুং) ভুরেঃ। স (পুং) অর্যা। (স্ত্রী) উদিতা, বেদী, ধনসাতৌ, (নপুং) অপ্রতা। **দ্বিবচন :**—ষ-স (পুং)—হরিওঃ। (স্ত্রী) যামিওঃ। **বহুবচন :**—প্র (স্ত্রী) ভূমিঃ। (নপুং) অক্ষী, সুরি, ভূরীণি। **উকারান্ত একবচন**—প্র (নপুং) উরু, উরূ। দ্বি (পুং) অভীরুমম্, সুচেতুনম্। তৃ (স্ত্রী) পশ্বা,

১। স্ত্রীর বহুবচনে অন্ত্যাক্ষরে স্বরবান্ প্রাতিপদিকের স্বর প্রকারে চালিত হয়।

ক্রত্বা। (স্ত্রী) অবহুনা, আওয়া, পত্যা। (নপুং) মধ্বা। চ (পুং) শিবে। (স্ত্রী) ইষে। (নপুং) পশ্বে, উরবে। প-ষ (পুং) পিত্বঃ, চারুণঃ। (স্ত্রী) ইষাঃ। (নপুং) মধ্বঃ, মধুনঃ, মধোঃ। স (পুং) সূনবি। (নপুং) সানবি, সান্বৌ, দাত্বা, সাহুনি। **দ্বিবচন**—প্র (নপুং) উর্বী। **বহুবচন**—প্র (পুং) মধুমঃ, মধ্বঃ। (স্ত্রী) শতক্রত্বঃ। (নপুং) পুরু পুরূ, পুরূণি। দ্বি (পুং) পশ্বঃ। (স্ত্রী) মধ্বঃ। সখায় (প্র-দ্বি, দ্বিবচন, পুং) জন্যুঃ (জনি হইতে ষষ্ঠী, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ)। অর্যঃ (প্র-দ্বি, বহুবচন, পং-স্ত্রী)। অর্যম্ (দ্বিতীয়া একবচন)। বেঃ (ষ°, পঞ্চ°, প্র° ১ব; অন্যথা বিঃ)। ষ (বহু) বীনাম্।

খ। (১) আ, ঈ ও ঊকারান্ত একাক্ষর প্রাতিপদিকের দুর্বল কারকে প্রত্যয়-স্বর। কিন্তু দ্বিতীয়ার বহুবচনে নহে।

একবচনঃ—

জাঃ (সন্ততি)	ধীঃ (বুদ্ধি)	ভূঃ (পৃথিবী)
জাম্	ধিয়ম্	ভুবম্
জা	ধিয়া	ভুবা
জে	ধিয়ে, ধিয়ৈ	ভুবে, ভুবৈ
জঃ	ধিয়ঃ, ধিয়াঃ	ভুবঃ, ভুবাঃ
জি	ধিয়ি, ধিয়াম্	ভুবি, ভুবাম্
জাঃ	ধীঃ	ভূঃ

দ্বিবচনঃ—

জৌ	ধিয়ৌ	ভুবৌ
জাভ্যাম্	ধীভ্যাম্	ভূভ্যাম্
জোঃ	ধিয়োঃ	ভুবোঃ

বহুবচনঃ—

জাঃ	ধিয়ঃ	ভুবঃ
জাঃ, (জঃ)	ধিয়ঃ	ভুবঃ

জাভিঃ	ধীভিঃ	ভূভিঃ
জাভ্যঃ	ধীভ্যঃ	ভূভ্যঃ
জানাম্, (জাম্)	ধিয়াম্, ধীনাম্	ভুবাম্, ভূনাম্
জাসু[1]	ধীষু	ভূষু

(২) [illegible] এই সকল শব্দের স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত হয়, অর্থাৎ কোনও বিভক্তিতেই প্রত্যয়ে স্বর অপসৃত হয় না।

হিতধীঃ ; -ধিয়ম্, -ধ্যম্ (স্ত্রী) ; -ধিয়া, -ধ্যা ; -ধিয়ে -ধ্যে ; -ধিয়ঃ -ধ্যঃ ; -ধিয়ি, -ধ্যি ; -ধিয়ৌ, -ধ্যৌ ; -ধীভ্যাম্ ; -ধিয়োঃ -ধ্যোঃ ; -ধিয়ঃ, -ধ্যঃ ; -ধীভিঃ ; -ধীভ্যঃ ; -ধিয়াম্, -ধীনাম্, -ধ্যাম্ ; -ধীষু।

কয়েকটী অনেকাক্ষর সমস্ত পদ—অবদ্য-ভিয়া (ঋ°), আধিয়া (অথ°), শৃতপান্, বয়োধৈঃ, যজ্ঞধেভিঃ ধনদৈঃ (সব ঋগ্বেদে) ; বেষশ্রিঃ (তৈ° স°) অহ্বয়ঃ (ঋ°), গণ-শ্রিভিঃ (ঋ°), কর্মণি (শত° ব্রা°), *ঋতনি-ভ্যঃ (ঋ°), সেনানিভ্যঃ (বাজ°) গ্রামণিভিঃ* (তৈ° ব্রা°) সুপুনা (অথ°) *শিতিভ্রবে* (তৈ° স°)। *প্রজা, স্বধা, শ্রদ্ধা, প্রতিমা।* আকারান্ত পুংলিঙ্গ—পন্থা, মন্থা, ঋভুক্ষা, উশনা (উশনা ১মা ১২° উশনে ৭।১) মহা আত্মা (কাঠামো), [আত্মাসু পাওয়া গিয়াছে।]

স্ত্রীলিঙ্গে অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি[2] কল্যাণ—কল্যাণী ; পুরুষ—পুরুষী ; যমী, নদী, লক্ষ্মী, সূর্মী, চরণ্যূ, চরিষ্ণু, জিঘাংসূ, মধূ, অগ্রা (অগ্রু), পৃদাকূ (পৃদাকু), শ্বশ্রূ (শ্বশুর), নৃতূ, তনূ, বধূ, চমূ, প্রাশূ, কৃকদাশূ, মক্ষূ।

ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ রথী, প্রাবী, স্তরী, অহী, আপথী। রথী, রথিআ, রথিঅঃ। রথিঅম্। রথিআ (রথীভ্যাম্), (রথীভিঃ), (রথীভ্যঃ)। রথিএ। রথিঅঃ (রথিওঃ) রথীনাম্। রথীষু রথী।

পন্থা প্রভৃতি ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া পরিগণিত। প্রবলরূপ পন্থন্, মধ্যম—পথি—দুর্বল—পথ—। পন্থাঃ পন্থানম্ পন্থানৌ পন্থানঃ। পথিভ্যাম্ পথিভিঃ পথিভ্যঃ পথিষু। পথা

১। জা শব্দের সপ্তমীর একবচন ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন অন্য প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া আকারান্ত একাক্ষর শব্দ বেদে পাওয়া যায় নাই।

২। ব্যতিরেক—তবিষী, পরুষী, পলিক্নী, রোহিণী।

পথে পথঃ পথি, পথঃ (পথঃ) (২য়া বহু°) পথাম্ ॥ ঋগ্বেদে পন্থাম্ (২য়া ১ব°) পন্থাঃ (১মা বহু°)। পথি হইতে পথয়ঃ (১মা বহু°) পথীনাম্ (৬ষ্ঠী বহু°); পাথঃ (২য়া বহু°—একবার মাত্র ঋগ্বেদে)॥ এইরূপ মথীনাম্, মন্থাম্ (২।১); ঋভুক্ষণম্ (২।১) ঋভুক্ষণঃ (১। বহু°)।

দ্বিতীয়া প্রভৃতিতে নদী প্রভৃতি শব্দের বিবিধ রূপ ও স্বরস্থিতি—নদিঅম্, নদিআ, নদিএ, নদিআঃ; তনুঅম্, তনুআ, তনুএ, তনুআঃ, তনুই; কিন্তু নদ্যম্, তন্বম্ ইত্যাদি। চমূ প্রভৃতির অন্ত্য ঊ প্রগৃহ্য বলিয়া গণ্য।

ঞ। বিশেষণে সাধারণতঃ অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি পাপ, পাপী, পাপা।

ট। ঋকারান্ত শব্দে ই-কারান্ত ও উকারান্ত শব্দের ন্যায় স্বরস্থিতি। অন্ত্য স্বরে সুর থাকিলে তাহা কেবলমাত্র ষষ্ঠীর বহুবচনে প্রত্যয়ে অপসৃত হয় (বা হইতে পারে)। স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত হইলে কখনও কখনও (বৈদিক ভাষায় বহু স্থলেই) ঋ স্থানে র্ হয়। নৃ ও স্তৃ শব্দে একাক্ষর-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—নৃভিঃ, নৃষু, নরি, নরে; স্তৃভিঃ। ষষ্ঠীর বহুবচনে নরাম্, নৃণাম্, স্বস্রাম্ (ঋ°), স্বসৃণাম্, ধাতৄণাম্। কতিপয় ঋকারান্ত শব্দঃ—দেবৃ (পুং), স্বসৃ (স্ত্রী), ননান্দৃ (স্ত্রী), নৃ (পুং), স্তৃ (পুং) (১মা বহু° তারঃ), উস্‌সৃ (স্ত্রী) (৬।১ উস্রঃ), মাতৃ, দুহিতৃ, ধাতৃ, কর্তৃ (৭মী কর্তরি ও কর্ত্রী), ক্রোষ্টৃ (শৃগাল)। কর্তৃ-কর্ম্ম-দ্বিবচনে দাতারা স্বসারা, পিতরা; ২য়া-বহুবচনে পিতরঃ, মাতরঃ; ২য়া-বহুবচনে মাতৄন্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বৈদিক প্রয়োগ। নপুংসক-লিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ ব্রাহ্মণের যুগে। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবে নপুংসক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধাতৃ, ভ্রাতৃ, (পুং ভ্রাতৃ), জনয়িতৃ (অন্তরিক্ষম্ পদের বিশেষণরূপে এই দুইটী পদ তৈ° ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইয়াছে; সেইরূপ নক্ষত্রাণি পদের বিশেষণ ভ্রাতৄণি ও জনয়িতৄণি)।

ঠ। ব্যঞ্জনান্ত শব্দেই ত্রিবিধ (প্রবল, মধ্যম ও দুর্ব্বল) রূপের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

(অ) ধাতু প্রাতিপদিক—বাচ্, ভ্রজ্, মুষ্, ত্রিশ্, উষ্, গির্, আ-শির্, স্থির্, জুর্, তুর্, ধুর্, পুর্, মুর্, স্তর্, স্ফুর্, স্পৃর্; চিকিৎ, যবীয়ুধ্, বনীবন্, সস্তদ্, অধ্বগৎ, দ্যুগৎ, নবগৎ, সংহৎ, জগৎ, স্বচ্, পথ্, হৃদ্, অপ্, বার্, দ্বার্, আস্, ককুভ্, ককুদ্। আবৎ, উদ্বৎ, সংবৎ। উপরতাৎ দেবতাৎ সত্যতাৎ সর্ব্বতাৎ। প্রবৎ দশৎ বহৎ পশ্চৎ বাঘৎ। যকৃৎ শকৃৎ। ত্রিংশৎ। দৃষদ্ ভসদ্ বনদ্ শরদ্।

[illegible], [illegible], [illegible], ভিষজ্, উশিজ্, বণিজ্, অসৃজ্। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible]।
এই সকল শব্দে পুংলিঙ্গ অপেক্ষা স্ত্রীলিঙ্গের সংখ্যা বেশী এবং নপুংসকলিঙ্গ সাধারণতঃ বিরল।
কতিপয় নপুংসক শব্দ :—হৃদ্ দম্ বার্ স্বর্ মাস্ (মাংস) আস্ (মুখ) ভাস্ দোস্ শম্ যোস শকৃৎ যকৃৎ অসৃজ্।

প্রবল রূপ :—বাক্ পাৎ বাচম্ পাদম্ বাচঃ পাদঃ বাচৌ পাদৌ।

মধ্যম ও দুর্ব্বল রূপ :—বাচা বাচে বাচঃ বাচি বাগম্ বাক্ষু। পদা পদে পদঃ পদোঃ পদ্ভি পৎসু ইত্যাদি।

কতিপয় বিচিত্র রূপ :—দন্ (১।১, দন্ত্, শব্দ, √দন্শ্ ধাতু হইতে), নাসা (১।২ নাসিকা পুংস্ (৭।১), পুংস্সু (প্রত্যয়ের দুইবার প্রয়োগ ঋ° একবার)। প্রাঞ্চ্, প্রত্যঞ্চ্, বিষ্বঞ্চ্, প্রভৃতি কতিপয় শব্দে স্বরস্থিতি অনিয়মিত।

(অ) -অস্,-ইস্,-উস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। অধিকাংশই নপুংসকলিঙ্গ। স্বরস্থিতি ধাত্বক্ষরে। মনস্ চক্ষুস্। -হবিস্ -উষস্ তোশস্ প্রভৃতিতে ভাব-পরিবর্ত্তনের সহিত স্বরস্থিতির পরিবর্ত্তন। অপস্—অপস্, তবস্—তবস্, যশস্—যশস্, তরস্—তরস্, প্রভৃতিতে বিশেষণ-অর্থে স্বরস্থিতির ব্যতিক্রমের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে[১]।

(ই) -অন্, -মন্, -বন্ ভাগান্ত শব্দ। প্রায় সকল শব্দই পুংলিঙ্গ ও নপুংসকলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নাই। এই সকল শব্দের ত্রিবিধ রূপ। প্রবল রূপে পুংলিঙ্গে অন্ত্য স্বরের বৃদ্ধি আ-কার হয়, দুর্ব্বল রূপে এ স্বর বিলুপ্ত হয় এবং মধ্যম রূপে কেবল অন্ত্য নকারের লোপ হয়। দুর্ব্বল রূপে [illegible] স্বরবান্ অ-কারের লোপ হইলে স্বর [illegible] সরিয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যত্র স্বরস্থিতির কোনও গোলযোগ নাই। সর্ব্বত্র সুনিয়মিত অর্থাৎ এক স্থানেই স্বরস্থিতি। রাজা রাজানঃ রাজানম্ রাজ্ঞা রাজ্ঞঃ রাজসু। আত্মানম্ আত্মনি আত্মভিঃ আত্মসু। 'মূর্ধন্' শব্দের দুর্ব্বল রূপে স্বরস্থিতি—মূর্ধ্না, মূর্ধ্নে, মূর্ধ্নঃ, মূর্ধভিঃ, মূর্ধ্নি (বিকল্পে মূর্ধনি—এখানে অ-লোপ হয় নাই)। বেদে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের রূপে '-ঔ'কারের পরিবর্ত্তে অধিক স্থানেই আ-কার ছিল। যুবা, যুবানা (ঋ°)। ব্রহ্মা (বিকল্পে ব্রহ্মাণি) নপুংসক প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ।

১। সা° প° পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—১৬ পৃ°।

-অন্ ভাগান্ত ভিন্ন অন্ত প্রকৃতির বহু শব্দও অন্ ভাগান্ত শব্দের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়। অহন্ অহন্; উধর্—উধস্—উধন্; অস্থি—অস্থন্; অক্ষি—অক্ষন্; দধি—দধন্; যকৃৎ—যকন্, শকৃৎ—শকন্; ইত্যাদি।

(উ) ইন্, মিন্ ও বিন্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। এই সকল শব্দও অ-স্ত্রীলিঙ্গ। এই সকল শব্দে ইন্ বিন্ ও মিন্ প্রত্যয়ের ই-কারে স্বরস্থিতি।

(ঊ) (১) অৎ ও অন্ত্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। এই সকল শব্দে ধাতুর গণ অনুসারে স্বরস্থিতি। অনিয়মের উদাহরণ বেশী নাই তিঙন্ত প্রকরণে এ বিষয় বলা হইয়াছে[১]। শেষ স্বরে স্বরবান্ কতিপয় শব্দের স্বর দুর্ব্বল রূপে প্রত্যয়-স্থ হইয়া যায়। অদন্ অদতে, অদতঃ, অদন্তি।

(২) মন্ত্ ও বন্ত্ ভাগান্ত তদ্ধিত শব্দ। ইহারা বিশেষণ। পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে অকারের বৃদ্ধি (-মান্ -বান্) ভিন্ন পূর্ব্বশ্রেণীর সহিত ইহাদের কোনও বিশেষ নাই। ইহাদের স্বর কোনও অবস্থাতেই পরে সরিয়া যায় না। পশুমান্, পশুমতা, পশুমতী, পশুমন্তঃ পশুমৎসু, ইত্যাদি।

(ঋ) -বাংস্ ভাগান্ত কৃদন্ত শব্দ। ইহাদের কৃৎ-প্রত্যয়ে (বাংস্, বৎ, বস্, উষ্) সুব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। বিদ্বান্, বিদুষে, তস্থুষি, বিদ্বদ্ভিঃ।

(৯) ঈয়স্ (যাংস্ ও য়স্) প্রত্যয়ান্ত আতিশয্য-বাচক (comparative) বিশেষণ শব্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুতে সু-ব্যবস্থিত স্বরস্থিতি। শ্রেয়ান্, শ্রেয়সা, গরীয়ান্, গরীয়সি, ভূয়াংসি।

ঙ। সর্ব্বনাম শব্দ।

(অ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম। লিঙ্গ অনুসারে ইহাদের রূপের বিভিন্নতা নাই। স্বরস্থিতি সুব্যবস্থিতভাবে শব্দের মূল উপাদানে বর্ত্তমান

একবচন :—		দ্বিবচন :—	
অহম্	ত্বম্	আবাম্	যুবাম্
মাম্, মা	ত্বাম্, ত্বা	আবাভ্যাম্	যুবাভ্যাম্
ময়া	ত্বয়া	আবয়োঃ	যুবয়োঃ
মহ্যম্, মে	তুভ্যম্, তে	নৌ	বাম
মৎ	ত্বৎ		
মম, মে	তব, তে		
ময়ি	ত্বয়ি		

১। সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা—২০-২৯ পৃঃ।

বহুবচন :—

বয়ম্	অস্মান্	অস্মাভিঃ	অস্মভ্যম্	অস্মৎ	অস্মাকম্	অস্মাসু	নঃ
যূয়ম্	যুষ্মান্	যুষ্মাভি	যুষ্মভ্যম্	যুষ্মৎ	যুষ্মাকম্	যুষ্মাসু	বঃ

একবচনে মা, মে, ত্বা, তে, দ্বিবচনে নৌ, বাম্, বহুবচনে নঃ, বঃ, এই কয়টী পদে স্বর নাই। বাক্যাদিতে ইহাদের প্রয়োগ নাই। এগুলি অপ্রধান পদ। তে জয়তঃ (জয়শীল তোমার), বো বৃত্তাভ্যঃ (আবদ্ধ তোমাদিগের জন্ত) এবং নস্ ত্রিভ্যঃ (আমাদের তিন জনকে) প্রভৃতি *স্থলে ঋগ্বেদে বিশেষণের ন্যায় ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। অথর্ববেদে 'মৎ' পদেও স্বরের অভাব দুই এক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।*

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—ত্বা (ঋ° তৃতীয়া একবচন); মে (ব্রা° সং চতুর্থী একবচন) ও মে; চতুর্থী বা ৭মীর বহুবচনে অস্মে ও যুষ্মে; ইহাদের শেষ স্বর প্রগৃহ্য। যুষ্মান্ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে যুষ্মাঃ পদ দুইবার বাজসনেয়ি সংহিতায় আছে। '-ভ্যম্' (৪র্থী বহুবচন) স্থানে কয়েক স্থলে '-ভ্য' প্রত্যয় আছে; ষষ্ঠীতে অস্মাক ও যুষ্মাক আছে। ত্বম্ স্থানে তুঅম্ আছে।

দ্বিবচনে প্রথমায় আবম্ ও যুবম্ পদের প্রয়োগই প্রাচীন ভাষায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ায় হইত আবাম্ ও যুবাম্। তৃতীয়ায় যুবভ্যাম্ ও যুবাভ্যাম্ (ঋ°), পঞ্চমীতে যুবৎ (ঋ°) ও আবৎ (তৈ° স°), ষষ্ঠী-সপ্তমীতে যুবোঃ (ঋ°) আছে।

এই পদগুলির গঠনে নানা (অন্ততঃ ৫টী শব্দ ও অবশিষ্ট প্রত্যয়) উপাদানের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। একবচনের মকারাদি পদগুলির পূর্ব্বে 'অস্-' জুড়িয়াই বহুবচন হইয়াছে : অস্-মৎ, অস্-মভ্যম্। দ্বিবচনের পদগুলির সহিত একবচন বা বহুবচনের কোনও মিল নাই। প্রথমার সহিত অন্য বিভক্তি বিচ্ছিন্ন। ভাষার বিকাশ বিষয়ে চিন্তা করিবার বহু উপাদান এখানে আছে। অস্মাক ও যুষ্মাক শব্দের নপুংসক একবচন যেন অস্মাকম্ ও যুষ্মাকম্।

(আ) প্রথম পুরুষের সর্ব্বনামেও স্বরস্থিতি ব্যবস্থিত। এখানে তিন লিঙ্গের ভেদ আছে।

একবচন	পুং°	সঃ	তম্					
			তেন	তস্মৈ	তস্মাৎ	তস্য	তস্মিন্	
	নপুং°	তৎ	তৎ					
	স্ত্রী°	সা	তাম	তয়া	তস্যৈ	তস্যাঃ	তস্যাঃ	তস্যাম্

দ্বিবচন	পুং	তৌ	বহুবচন	তে তান্ তৈঃ তেভ্যঃ তেষাম্ তেষু
	নপুং	তে তাভ্যাম্ তয়োঃ		তানি তানি
	স্ত্রী°	তে		তাঃ তাঃ তাভিঃ তাভ্যঃ তাসাম্ তাসু

কয়েকটী প্রাচীন রূপ :—তেনা (তৃ° ১ ব°), তা (পুং—১মা ও ২য়া দ্বিবচন), তা (নপুং ১মা বহু°) তেভিঃ (তৃ° বহুবচন), সস্মিন্ (=তস্মিন্ ; ঋগ্বেদে বহু স্থলে প্রয়োগ আছে), ছান্দোগ্য উপনিষদে সস্মাৎ একবার আছে।

ত্যদ্ শব্দের ভূরি প্রয়োগ বেদে। ক্রমশঃ ইহার প্রয়োগ কমিয়াছে। অথর্ববেদে ইহার প্রয়োগ অতি অল্প এবং লৌকিক সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই। স্যঃ (পুং), স্যা (স্ত্রী°) ত্যৎ (নপুং); ত্যম্, ত্যাম্, ত্যৎ ; ত্যা (=ত্যয়া, ঋ°) ; ১মা ১ বচনে ত্যা (স্ত্রীং) পাওয়া যায়।

এষঃ, এষা, এতৎ। 'এন' শব্দের স্বর নাই, প্রসঙ্গান্তরে বা প্রধানভাবে ইহার প্রয়োগ নাই। কর্ম্মকারক (১ব° দ্বিব° বহুব°), করণ (১ব°) ও ষষ্ঠী-সপ্তমীর দ্বিবচন ভিন্ন ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এটী অসম্পূর্ণ বা 'পঙ্গু' শব্দ। এনম্ এনৎ এনাম্ এনেন এনয়া ; এনৌ এনে এনয়োঃ ; এনান্ এনানি এনাঃ। ঋগ্বেদে এনোঃ (=এনয়োঃ) এবং কচিৎ এনাম্ ও এনাঃ (স্বরবান্) আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমায় এনৎ আছে। 'এন' শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় না। ইহা অপ্রধান প্রথম পুরুষের সর্ব্বনাম।

(ই) অদস্ শব্দ ও ইদম্ শব্দের সর্ব্বত্র দ্বিতীয় স্বরে স্বর।

একবচন :—

অদস্	পুং	অসৌ	অমুম্					
			অমুনা	অমুষ্মৈ	অমুষ্মাৎ	অমুষ্য	অমুষ্মিন্	
	নপুং	অদঃ	অদঃ					
	স্ত্রী°	অসৌ	অমুম্	অমুয়া	অমুষ্যৈ	অমুষ্যাঃ	অমুষ্যাঃ	অমুষ্যাম্
ইদম্	পুং	অয়ম্	ইমম্					
			অনেন	অস্মৈ	অস্মাৎ	অস্য	অস্মিন্	
	নপুং	ইদম্	ইদম্					
	স্ত্রী°	ইয়ম্	ইমাম্	অনয়া	অস্যৈ	অস্যাঃ	অস্যাঃ	অস্যাম্

দ্বিবচন ঃ—অমূ অমূভ্যাম্ অমুয়োঃ। ইমৌ ইমে ইমে আভ্যাম্ অনয়োঃ॥

বহুবচন ঃ—অমী অমূনি অমূঃ অমূন্ অমীভিঃ অমূভিঃ অমীভ্যঃ অমূভ্যঃ অমীষাম্

অমূষাম্ অমীষু অমূষু

ইমে ইমানি ইমাঃ ইমান্ এভিঃ আভিঃ এভ্যঃ আভ্যঃ এষাম্ আসাম্ এষু আসু

এখানেও নানা উপাদানের (বহু পদ্ম শব্দের) একত্র সমাবেশ। অয়ম্, অস্য প্রভৃতিতে 'অ-' শব্দ। ইহার সহিত একবচনে -স্ম (স্ত্রী° -স্য) শব্দের যোগ দেখা যায়। ইহারা বিকল্পে স্বরবান্ অর্থাৎ ইহাদের স্বর না থাকিলে ক্ষতি নাই। অবশিষ্ট রূপগুলিতে স্বর অপরিহার্য্য। অনেন অনয়া অনয়োঃ প্রভৃতিতে 'অন-' শব্দ ('*এন*' শব্দের ন্যায়)। *ইমৌ, ইমে ইমানি প্রভৃতিতে* 'ইম-' শব্দ। অয়ম্ ইয়ম্ ইদম্ প্রভৃতিতে 'ই' শব্দ। *তদ্ শব্দের ন্যায় ইদ্ শব্দ (নপুং) আছে।* সুতরাং ইদম্ (ইদ্+অম্) *পদে দুইটী প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ। 'অ' শব্দ হইতে এনা, অয়া,* অয়োঃ পদ আছে। 'ইম' শব্দ হইতে ইমস্য, ইমস্মৈ, ইমৈঃ, ইমেষু আছে। ঋগ্বেদে কয়েক স্থানে অস্মৈ, অস্য, আভিঃ (স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম) আছে। 'অ' শব্দ হইতে অতঃ, অত্র, অথ, অদ্ধা পদ হইয়াছে। 'ই' শব্দ হইতে ইতঃ, ইদ, ইদা, ইহ, ইতর, ঈম্ হইয়াছে। ঈদৃশ, এব, এবম্ প্রভৃতিও সম্ভবতঃ 'ই' হইতে। 'অমী' প্রগৃহ্য। অদস্, অদোময় প্রভৃতিতে অদ্ শব্দ আছে বটে, কিন্তু অমুম্ অমুষ্মিন্ প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ। অন্যত্র 'অমুত্র' অমুক, অমুতঃ, অমুথ, অমুর্হি, অমুবৎ, অমুদা প্রভৃতিতে 'অমু' শব্দ আছে। 'ত্যদ্' শব্দের ন্যায় স্বরবিহীন 'ত্ব' শব্দ বেদে ছিল। অমঃ (১মা ১ব°) অবোঃ (৬।৭ দ্বিব°) ইমা (=ইমৌ এবং ইমানি), অমু (=অমূনি), অমুয়া (ক্রিয়াবিশেষণ), অসৌ (স্বরবিহীন, সম্বোধন), অমী (স্বরবিহীন, সম্বোধন)—এইগুলি প্রাচীন রূপ।

(ঈ) জিজ্ঞাসাবাচক কিম্ শব্দের প্রথম অক্ষরে নিয়মিত স্বর। নকিঃ, মাকিঃ বৈদিক অব্যয়।

(উ) যদ্ শব্দেও প্রথমাক্ষরে নিয়মিত স্বর।

(ঊ) স্বয়ম্ (স্বরহীন), সম (স্বরহীন), সিম (সর্ব্ব), আত্মনা, তনূ, ভবন্ ও ভবতী সর্ব্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঋ) সর্ব, বিশ্ব, এক, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, পর, নেম, উভয়, স্ব প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ সর্বনামের ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়।

(ঢ) সংখ্যাবাচক শব্দে স্বরস্থিতি অব্যবস্থিত। কারকবিভক্তি বা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে সংখ্যা-স্বর পরে যাইতে পারে।

এক দ্ব ত্রি চতুর্ পঞ্চ ষষ্ সপ্ত অষ্ট নব দশ বিংশতি ষষ্টি অশীতি শত একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ সপ্তদশ অষ্টাত্রিংশৎ নবাশীতি একাশতম্ চতুঃসহস্রম্ ত্রয়ঃ ত্রীণি তিস্রঃ ত্রিভিঃ ত্রিভ্যঃ তিসৃভিঃ চত্বারঃ চতস্রঃ চতসৃভিঃ চতুর্ষু চতসৃষু পঞ্চ—পঞ্চভিঃ, নব—নবভ্যঃ, একাদশ—একাদশভ্যঃ পঞ্চদশানাম্ ষট্সু পঞ্চসু দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, একষষ্ট, শততম সহস্রতম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র*

ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকাগারে যে বাঙ্গালা পুথি ও কাগজ-পত্র আছে, ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত জে, এফ্, ব্লুম্‌হার্ট্‌ মহাশয় তাহার এক বিবরণী † প্রকাশিত করেন। এই বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, এই সংগ্রহে প্রাচীন বা উল্লেখযোগ্য পুথি তেমন কিছুই নাই। সংখ্যাতেও এই সংগ্রহ নগণ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য, কাশীরামের মহাভারত, অন্নদামঙ্গল—এই প্রধান বইগুলি এই সংগ্রহে আছে; কিন্তু কোনও পুথি অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের নহে। অধিকাংশ পুথি ও অন্য বাঙ্গালা কাগজ-পত্র বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-রচয়িতা হাল্‌হেডের সংগৃহীত। বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি ভিন্ন অন্য কতকগুলি বাঙ্গালা নথী-পত্র চিঠি প্রভৃতিও আছে। বিবরণীতে ব্লুম্‌হার্ট্‌ সাহেব তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী মনে করিয়া এই সকল নথী-পত্র হইতে কতকগুলি নকল করিয়া আনিয়াছি। এই পত্রাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার মত স্থান ও অবসর আমার নাই, কিন্তু যাঁহারা অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে ইহার মূল্য থাকিতে পারে। (মূল কাগজে যেখানে পংক্তি শেষ হইয়াছে, সেই স্থল নির্দ্দেশের জন্য এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রাদিতে [/] চিহ্ন দেওয়া হইল।)

[১]

Sloane 3201. G. একখানি পত্র।

/৭শ্রীশ্রীহরিঃ

মহামহিম শ্রীযুত কাপতান / মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব জীউ / মহোগ্রপ্রতাপেষু—

বন্দে খেদমতগার পরওরদে নমক শ্রীকৃষ্ণকান্ত / সর্ব্মণঃ কোরনিষ বন্দগি নিবেদনঞ্চ আগে সাহে/বের উমর দৌলত জেআদা হামেসা ৺স্থানে/চাহি তাহাতে এখানকার কুসল বিসেষ শ্রীযুত/সিবি ফতাজী কলিকাতা জাইতেছেন জে বিসএ/ সাহেবজী কহেন যুনেন গৌর করিবেন আর/ শ্রীযুত সিবি সাহেব জেমন সাহেবেরদিগের/কর্ম্মে তাহা জানিতেছেন অতএব জে বিহিত তাহা/ করিবেন নিবেদন ইতী—৪ শ্রাবণ।

---

* ১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu & Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum by J. F. Blumhardt, M. A.

পত্রের শিরোদেশে পুনর্লিখন—

এ পত্রে শ্রীযুত রসিকলাল/জী সেলাম লিখিতে কহিলেন / সেলাম জাহির হবেক—

চিঠিখানি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। 'শ্রীযুত কাপতান মেস্ত্রী ইস্টবিনসেন সাহেব' (=কাপ্তেন মিস্টার স্টিভেন্সন ?—ব্লুমহার্ট সাহেব এই নামটী কিন্তু Captain Wilson ধরিয়াছেন) কবে কোথায় ছিলেন, আর 'সিবি কতাজী' বা কে ছিলেন ও সাহেবদের কোন্ কর্ম্মে বা সহায়ক ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালায় কোম্পানীর দেশী ও ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের স্থিতি ও গতিবিধি আলোচনা করিলে, পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় মিলিতে পারে। দ্বিতীয় পত্রে এক স্টিভেন্সন্ সাহেবের কথা রহিয়াছে। এই দুই চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি একজন হইতে পারেন।

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দ কয়টী উল্লেখযোগ্য। বন্দে=বান্দা=বন্দহ্=দাস; খেদমতগার=আজ্ঞাকারী, সেবক; এখনকার বাঙ্গালায় 'খানসামা'; পরওয়রে নমক=লবণ (অর্থাৎ অন্ন)-পুষ্ট; কোরনিষ=কুরনিশ্; গৌর করা=প্রণিধান করা।

[২]

Sloane 4090. Fol. 19. একখানি পত্র। ১১৩৩ সাল=১৭২৭ খ্রীঃ

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ=

স্বরনং—

নকলপত্র মোকাম ভাগলপুরের—

শ্রীগুরুবক্স রোডার লিখন—

স্বস্তী সকলমঙ্গলালয় /

শ্রীযুত মে° হেমটেম সাহেব শ্রীযুত মে বরাভিন সাহেব / শ্রীযুত মে° কেটরেট সাহেব শ্রীযুত কা°রবলেষ সাহেব / আজ্ঞাকারী সদাপোষ্য শ্রীগরুবক্স রোডা ৺ সেলাম বহুত ২ / সিখনং নিবেদনঞ্চ। আগে সাহেবের দৌলত কী জেয়াদা হামেসা / ৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছী তাহাতে অত্রানন্দ বিশেষঃ—/ এখানকার চোপদারের সমাচার পূর্ব্বে নিবেদন পত্র লিখি / য়াছী পরে ২২ মাঘ রবিবারে মুরসীদাবাদ হইতে

শ্রীযুত নবাব / সাহেবের তরফ এক সওয়ার ও দস্তক এখানে আসীয়াছে কহে—/ মাল ইঙ্গরেজের নহে ইঙ্গরেজ মুরসীদাবাদে মুচলকা / দিয়াছেন তোমরা আপন মাল লইয়া ইঙ্গরেজের সঙ্গে বেবকাওতে / মহযুল মারিয়া আসীয়াছ। আমারদিগের সহিত রদবদল / অনেক জাইতেছে। পুনশ্চ করার হইল আমরা ইঙ্গরেজ সাহেবের / লিখন এবং শ্রীযুত নবাব সাহেবের লিখন আনাইয়া দিব / ইহা নিবেদন লিখি মাল সাহেবলোকের আমী চাকর / ইঙ্গরেজের। কাসীমবাজারে সাহেবের লিখন জায় মে° / ইষ্টীবিনশেন সাহেবেকে জতোউচীত লিখন করিয়া পাঠাইতে / আজ্ঞা হইবেক সেখান হইতে শ্রীযুত নবাব সাহেবের এক লিখন / আইযে জে ভাগলপুরে ইঙ্গরেজের নমক উতরিয়াছে গমাস্তা / লোক খাতিরজমাতে খরিদ ফোরক্ত করহ আমরা সওয়ার / চোপদারের আমদানীতে ভয় করি নাই আমল তেমত দি নাই / মাল ইঙ্গরেজের আমরা চাকর খামীন্দের বলেই সক্তি করিতেছী / খামীন্দের নামদরম্যান থাকীতে কোন পরয়া নাই মাল ইঙ্গরেজের / নহে এই ধোকাতে খরিদার বন্ধ করিয়াছে ইহ ধমকে আমী / ডরাই না সাহেবেলোকের ছায়া আমার সিরপর থাকীতে / কোন চীন্তা নাই মুরসীদাবাদের লিখন আইলে মাল খালাষ / হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি—

তারিখ /২৫ মাঘ রোজ বুধবার সনে ১১৩৩ সাল—

পত্রের মধ্যে এই ফারসী শব্দগুলি প্রণিধানযোগ্য :— দস্তক = আজ্ঞাপত্র ; বেবকাওতে = বে-বক্কারতহ্ = নিশ্চিন্তভাবে, কিছু গ্রাহ্য না করিয়া ; খাতির জমাতে = নিঃশঙ্কচিত্তে ; খরিদ্ ফোরক্ত = খরীদ্-ব-ফরোখ্‌ৎ = ক্রয়-বিক্রয় ; খামীন্দ = খাবিন্দ্ = স্বামী, প্রভু। দরম্যান = মধ্যে। ব্লুম্হার্ট্ সাহেব বিবরণীতে পত্রোল্লিখিত ইংরেজ কর্ম্মচারী চারিজনের নাম দিয়াছেন—Mr. C. Hampton, Mr. Braddon, Mr. E. Carteret ও Captain O. Borlace.

অন্তর্বাণিজ্য ও শুল্ক আদায় লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সুবাদার ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছিল, ও নবাব-নাজিমের সরকার হইতে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইতেছিল, যাহার পরিণামে মীর-কাসিমের পতন, এই পত্র হইতে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

[৩]

Sloane 4090. Fol. 20. একখানি প্রাচীন চুক্তিপত্র।

১১০৩ সাল=১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণ

সাথি শ্রীধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল / মহাসহেবু
লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও / নরসিংহ দাস আগে আমারা ছুই লুকে / করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে ?) সুনা/রগায় ও গর খ (?) রিকরি সকরাত ২ দ্ব (=দু)/ ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব / আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নি/অ মে করা[র] পত্র দিলাম স ১১০৩ তেং ১৪ আ/গ্রান—

পত্রের দক্ষিণ ভাগে উপরে আড়াআড়ি নাম-স্বাক্ষর—

শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস

খ্রীঃ ১৬৯৬ সালের এই চুক্তিপত্রখানি বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া একরার-পত্র দেওয়া হইতেছে। 'শ্রীযুত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল', ব্লুম্হার্ট সাহেবের মতে Mr. Gay ও Mr. Garbell. করার-পত্রের স্থান হইতেছে সোনারগাঁ; স্থানীয় উচ্চারণে 'সুনারগা' (তদ্রূপ, 'লুক'=লোক, 'কুন'=কোন, 'খুরাক'=খোরাক)। এই পত্রের মধ্যে কয়টা অক্ষরের সমাধান করিতে পারিলাম না; 'সুনারগায়'=সোণারগাঁয়ে—প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'সু' অনেক স্থলে 'খু'র মত লেখা দেখা যায়; কিন্তু তাহার পরের কথা কয়টী কি ? 'গর' শব্দের পরের অক্ষরটী (='খ' ?) কাটা বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে 'রিকরি', না 'বিকরি' ? 'সকরাত'=শ'করাতে, শতকরাতে ?='গড় বিক্রী শতকরা' ? পুরাতন লেখা যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা যে অক্ষর কয়টী আমি ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহার যথার্থ পাঠোদ্ধার করিবেন, এই আশায় দলিলখানির এক প্রতিলিপি দিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ অনুসারে 'আড়ত' শব্দ সোনারগাঁয়ের এই মহাজনদের লেখায় 'আরত' রূপ ধরিয়াছে। 'দায়া'=দাওয়া, দাবী। 'এই নিঅমে করা[র] পত্র দিলাম'—এই অংশটুকুর পাঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

পত্রখানির পিছনে অতি পুরাতন ছাঁদের ইংরেজী হাতে লেখা আছে—The Bramanies Carackter / from Dacca the Metropolis of / Bengall in the East Indies. ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভের দিকে কোনও কৌতূহলী ইংরেজ প্রাচ্য লিপি-বিশেষের ('ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ হিন্দু লিপির) নিদর্শন হিসাবে এটী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

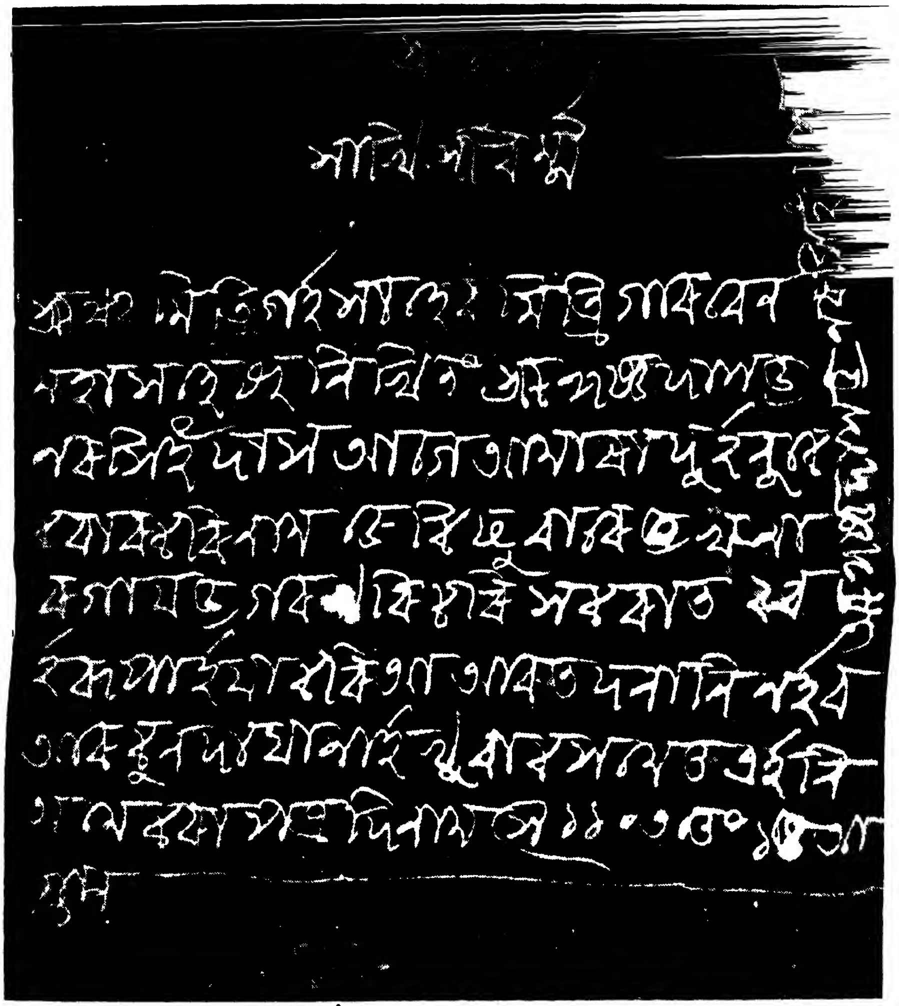

১১০৩ সালের একখানি বাঙ্গালা চুক্তিপত্র

(ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত)

Kohinoor Printing Works, Calcutta.

এই পত্রখণ্ড, ফারসী, কাশ্মী, আরমানী, তেলুগু, চীনা ও সংস্কৃতে (দেবনাগরীতে) লেখা অন্য কতকগুলি কাগজের সঙ্গে একত্র একখানি বহিতে বাঁধান আছে।

ইহা প্রায় ২৩০ বৎসর পুর্ব্বেকার অঙ্গীকার-পত্র। বাঙ্গালায় এত পুরাতন চিঠি বা দলিল সহজে মিলে না।

[৪]

5660 F. Various Papers in Bengali, Persian etc.

Instructions to the Aumeen & Gomasteh / at Hurrypaul (a true translation.—N. B. H.)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।—

শরণং—

মো° হরিপাল আমিন ও গোমাস্তা———

সে আঁড়ঙ্গের দালাল সকল কএক সন হইতে মোকরর/আছে ইহারা কুম্পানির কাজ অনেক খতরা করিয়াছে/তাতিরদিগের উপর একান্ত এক্তিয়ার পাইয়া তাহা/দিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও গোমাস্তা ও/কোটীর দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া/মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায়/করিতে পারে না। এ কারন আমি মুন্দর তজবিজ করিয়া/তাহারদিগেরে কাজ হইতে তগির করিলাম আমার/মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না/কিন্তু দালাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনির দফার /জামিন কেহ থাকে না একারন এই কএক জন ফলানা ২/সেখানকার নিকটাবর্ত্তি ও মাতবরিও আছে ইহা/দিগের দালালিতে মোকরর করিলাম।———

নয়া দালালেরদিগের কর্ত্তব্য কাজ এই মধ্যে ২ তাঁত/নজর করিবেক ও কাপড়ের রকম বুনিবার সময়/তজবিজ করিয়া দেখিবেক খবরদারি করিবেক/জেন নমুনাসহি সরস রকম হয় ও জে কিছু দাদনি/তাঁতিদিগকে তুমি করিবা তাহার জামিন/ওই নয়া দালালরা হইবেক ওই জামিনির জন্যে/দালালি খরচ বদস্তুর সাবেক থানকরা জেমত ২ /মোকরর আছে তাহা পাইবেক নয়া দালালদিগকে/আপন এক্তারিতে দাদনি কএক টাকা

হরগিজ/দিবা না কারন এই এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী/কদাচ হইতে পাইত না জদি মপশ্বল কুটীর আমলা/লোক করার কিস্তিবন্দিমাফিক কাপড় বুঝিয়া/লইত ও মপশ্বল তজবিজ করিয়া দাদনি করিত অতএব/এ হুকুম ও নাপচন্দ কাজের মহকুম হামেসগির জন্যে/লিখিতেছি।——

জদ্যাপি কারবারের আনওাল বদলির জন্যে /তোমার কাজ্য কথক তফাত পড়িবেক জে ধারার /কাজ করিতে হবেক ভাল বুঝিয়া তাহার আনওাল/নসিয়ত মত লিখি ইহাতে মালুম করিবা ও বেহতর/জানিবা যে তোমার কাজ মুবিতামত ও খোলাসারূপে/ জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।——

তোমাকে বেগর হেম্মত ও এরাদতে ও নেহাইয়ত/চালাকিতে একাজ করিবা ইহা বেগর তোমাকে মোকরর/করি নাই আমি একান্ত মোস্তজর থাকীলাম তুমি/কাজ ভাল করিবা বিশেষত তোমাকে জেয়াদা মেহনত/আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক একারণ সাবেক বরাওর্দ্দ হইতে দুই মুহরির জেয়াদা মোকরর/করিলাম।——

সদর আড়ঙ্গ খারহাটায় তুমি আপন দস্তে/দালাল কিম্বা দালালের গোমাস্তার মোকাবিলাতে/তাতিকে দাদনি করিবা ও জখন তাতি কুটীতে কাপড়/দাখিল করিবেক তখন দালাল কিম্বা দালালের/তরফ গোমাস্তা হাজির থাকীবেক এবং থান/[২] চুক্তির সময় তাতিসাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক/জখন থান খামসোজ ধোলাই হইবেক সাবেক/দস্তুরমত সেই সময় চুক্তি হইবেক।——

যে কাপড় ফেরত হবেক সে কাপড় তাবত কুটীতে কোরক/রাখিবা জাবত তাহার এওজ কাপড় সরকারি গোছ/মত দাখিল না করে জদি নমুনাসই কাপড় দাখিল/করিতে না পারে তাবত ঐ ফেরত কাপড় কুম্পানির / তরফ হইতে বিক্রি হইয়া তাতির নামে টাকা জমা হইবেক/ এ হুকুম হাজত আছে জদি সরবরাহ মুন্দরমত হয়/তবে বাকী হরগিজ পড়িবেক না জদি তাতি খবরদার / না হয় ও কাপড় সরস না করে ও সরবরাহে খতরা/করে গোমাস্তার নসিয়ত না মুনে ও এতো জেয়াদা/

কিস্মতেও বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওাল/মত কথক সাজাই করিবা কিন্তু তুমি বেহুদা সাজাই জদি/ করহ তবে তাতি তোমার নামে মোক্তারের নিকট/নালিস করিতে পারিবেক এ হুকুম খুব তহকিক জানিয়া/কখনো বদল করিবা না পহিলা তাতি জে রকম কাপড় দিবার করার করিবেক তাহার হাতে হরগীজ/তাহার দুই থানের জেয়াদা দাদনি দিবে না তাঁতি/ এক থান দাখিল করিবার পুর্ব্ব আর এক থানের/দাদনি করিবে না থান দাখিল হইলে পর দাদনি করিবা/ মালুম হইল তাতি ফি তাঁত দুই থানের জেয়াদা কাপড়/দাখিল করিতে পারে না এই কারণ ফি মাহা একবার/সেওয়ায় দাদনি হইতে পারিবেক না।———

সংপ্রতি খাজনা পৌছিলে পর এই মত দাদনির/দস্তুরমাফিক করার বমৌজিব তুমি দিবা/ও নায়েবগোমাস্তাকে হুকুম করিয়া তাহার হাতে/ দেয়াবা এবং দাদনির দফায় তুমি ও তোমার /নাএব কিছু গৌন করিবা না অনেক লোক পুর্ব্ব/আপন মুনফার জন্য তাতির খতরা করিয়া/ তাহাদিগকে আজিজ করিয়াছে জদি তুমি / সে ধারা কাজ করহ তবে জে তাগাদি কুর্দ্দ তোমার উপর বেজার হইব।———

একথা খুব এয়াদ রাখিবা তুমি ও নাএব ও আমলা/হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় হরগিজ কেহ/ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না এবং খরিদের/ কারন দাদনি হইবে না।———

পেটার আড়ঙ্গের মধ্যে হরিপাল ও মোড়া দ্বার/হাটার নিকটে কারন সেখানকার আলাদা/কোটী ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সামিল করিবা সেখান/কার তাতিলোক সদর কোটীতে সববরাহ করিবেক/কিন্তু দোসরা পেটার আড়ঙ্গ ধন্যাখালি মায়াপুর রাজবলহাট কৈকলা কলি জয়নগর ও সকল/জায়গার তাতিলোক সদর কোটীতে কাপড় দাখিল/ [ ] করিতে লাগিলে তাহারদিগের অনেক তছদিয়া হয়/একারন সে সকল আড়ঙ্গ মোকরর থাকীবেক নাএব/গোমাস্তা ও আমলাহায় দোসরা মাফিক তফসিল /মনস্থক এই সকল নাএবগোমাস্তা আপন/কাজে জায়গায় ২ মোকরর হইয়া মাফিক হুকুম/কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ্য করিবেক—

তোমাকে উচিত জেহানেসা পেটার আড়ঙ্গের কাজ/ নজর করহ মোকামি গোমাস্তা ও দালালরা/ কি ধারায় কাজ করে এবং তাতি ও পেটার আমলা/ দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয়/ কিম্বা তাতি তাতিতে মোকর্দ্দমা হয় তাহাও ফয়সল/ করিবা ফয়সল করিবার দফায় খুব সেতাবি ও আদালত করিবা।———

বেগর তোমার নিতান্ত খরদারি ও মোকামি গোমাস্তা/ দিগের স্থানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না/আর অবস্থ কুম্পানির কাজে ভালমতে সরবরাহ/ হইবেক জদি তুমি এ দফার সাচা হইতে পারহ/ তবে তোমার নেকনামি হইবেক এবং জে উপযুক্ত তোমার দেনবরি করিব কিন্তু জদি তুমি কিম্বা/ আমলহায় দোসরা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করহ/ তবে উপযুক্ত সাজাইতে পৌছিবা।———

হুকুম জানিবা মাষকাবার কাগজ সদরকুটীর ও/ পেটার কুটীর মাষ ২ কলিকাতায় মোক্তারকারের/ নিকট পাঠাইবা সে কাগজের এই বেওরা লিখিবা/ মাষ ২ কতো দাদনি করহ তাহার আসামিওার/ নামনবিসি ও মজুত তহবিল এবং যে কাপড় দাখিল/তাহার আলাদা হিসাব পাঠাইবা কোন রকম/ কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা লিখিবা করারের/ বাকি কাহার কতো তাহা লিখিবা কি কারন/ করারের বাকি পড়ে তাহারো বেওরা লিখিবা এ কাগজ/ হরেক মাষের ত্রিষা তইয়ার করিয়া দস্তখতি মুদে/ আগামি মাষের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে/ চাহ জখন খাজানা তহবিল জেয়াদা হবেক তখন/ কতো টাকার দরকার তাহা দরজ দিয়া লিখিবা/ আইন্দায় জমাখরচী কাজ দুর করিবার কারন যে কিছু / বাকি দালালির জিম্মে আখেরি মৌষুমে হইবেক তাহা / আদায় করিয়া লইবা তাতিদিগের করার সাল /তমামি করারি কাপড় আখরি ফিবরিল নাগাদি / দাখিল করিবেক তবেই তজবিজ ও ফয়সল কারন / ত্রিষা আবরিল মুর্দ্দা তোমাকে আইয়ামের ফোরসত / খুব মিলিবেক জদি একাজে কোন বখেড়া রোয়দাদ / হয় সিত্র মোক্তারকারকে খবর লিখিবা।

তাহার খোলাসা হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক ও ওজর / ওছিলা (ওছিলা?) জারি হইবেক না আর তাতিলোক জে মাফিক / করার করিয়াছে তাহার করারনামার নকল মনফুক/ [৪] করিয়া পাঠাই তাহাতেই হরেক পেটার আড়ঙ্গের / করার মালুম হইবেক তোমার কাজ এই খবরদার / হইয়া করার মাহফিক কাপড় / আদায় করিয়া লইবা।

জদি নয়ারকম কাপড় পেটার আড়ঙ্গে পয়দা হয় / তাহার নমুনা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা মোক্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির / কাজের উপযুক্ত হয় কিনা ও বেওরা লিখিবা / কতো কাপড় ঐ নয়ারকমের সরবরাহ সালিয়ানা / হবেক তাহার মাফিক জবাব লিখিবে।—

ছোট ২ মোকদ্দমা জে রোদাদ হইবেক তাহা স্তন জন্যে তাহাদিগকে সমঝাহ / সালিস দুরায় রফা করিয়া দিবেক জদি তাতিলোক / ইজারদারের নামে নালিষ করে বিম্বা ইজারদার তাতির / নামে নালিষ করে তবে ঐমত তাহাদিগকে সমঝাইয়া /১ সালিষ তুমি মোকরর করিয়া দিবা এক সালিষ সদর / ইজারদার করিয়া দিবেক জদি ইহাতে মোকদ্দমা রফা / না হয় তবে মোকদ্দমার তামাম হকিকত আরজি লিখিয়া / মোক্তারকারকে খবর জানাইবা তাতিলোক সকলে / গোল করিয়া নালিষ কারণ জদি কলিকাতা জাইতে / উদ্যতো হয় তবে খুব মোজাহেম হইবা কারন এই / তাহাদিগের জায়নে খরিদের কাজের খতরা এবং / মালগুজরিতে ও খতরা হয় অতএব জদি তাহাদিগের কোন ফরিয়াদী দফা সালিসিতে রফা / না হয় তবে কলিকাতায় তাহারা গোল করিয়া / না গিয়া আপন তরফ জনেক উকিল পাঠাইবেক / সেই উকিল সকল তাতির হইয়া মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিবেক।—

দালালের মারফতের বাকী তিন সনের টানা (টাকা?) হিসাবে / আন্দাজী ৯০০০ হাজার টাকা তাতিলোকের জিম্মে/ আছে এ বাকি উস্থল করিবার জন্যে তুমি খুব / মুকেদী করিবা জে উস্থল হইবেক তাহা সাবেক দালা/লেরদিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।—

কাপড় একসী সুত না হওাতে অনেক কথা জন্মিয়াছে / ও একসী না হওন কেবল গোগাস্তার কম তরদ্দুদি সংপ্রতি / হুকুম লিখি তুমি কিম্বা তোমার খাতির্জ্জমা মত জনেক / মাতবর লোক হপ্তা ২ তাত সকল ও তানা ভরনির সুত নজরা করিবা/তানা হাটাবার সময় বারিক ও একসী সুত তজবিজ / করিয়া দিবা জেনো ভারি সুত ও ফড্যা তানার মধ্যে / না থাকিতে পায় আর বুনিবার সময় ভরনির সুতে ও / কোন ফড্যা দিগর আএব না থাকে ভরনির সুতা / বারিক হয় খবরদারি করিবা তাতি জেন আপন / কেফাইতের জন্য ভারি সুত পড়্যানের মধ্যে আমেজ/ না করে সকল পাত একসী হয় এই / সকল জন্যে কাপড় বেআন্দাজ হয় ও সরবরাহে খতরা / হয় তুমি খুব খবরদারিতে হরেক থান কাপড় / তজবিজ করিয়া লইবা গজ ও অর ও গোছে হরগিজ......................

[অসমাপ্ত—মূল কাগজ এইখানেই সাঙ্গ হইয়াছে।]

উপরে মুদ্রিত কাগজখানির ইংরেজী শিরোলিখন হইতে বুঝা যায় যে ইহা ইংরেজীতে খসড়া-করা একখানি হুকুম-নামার বাঙ্গালা অনুবাদ। N. B. H. এই অক্ষরত্রয় নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর, ইহা নিঃসন্দেহ; হাল্‌হেড্‌ ইংরেজী-ভাষায় সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখেন, খ্রীষ্টীয় ১৭৭৮ সালে হুগলীতে এই বই মুদ্রিত হয়; হাল্‌হেড্‌ বাঙ্গালা তর্জ্জমাটী দেখিয়া 'ঠিক অনুবাদ' বলিয়া দস্তখত করিয়া দিতেছেন। হাল্‌হেডের নামের আদ্যক্ষর হইতে বুঝা যায় যে কাগজখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাঙ্গালা-দেশে বয়ন-শিল্প ও বস্ত্র-ব্যবসায়ের সহিত ঈস্ট্‌-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কি সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি তথ্য এই কাগজ হইতে পাওয়া যায়।

হরিপাল হুগলীজেলায়, তারকেশ্বরের নিকটস্থ বিখ্যাত গ্রাম। এখনও ঐ অঞ্চলের তাঁতের কাপড় সুপরিচিত।

মূল কাগজখানি বড় ফুলস্কাপ চারি পৃষ্ঠায়, লম্বে আধাআধি ভাঁজ করিয়া প্রতি পৃষ্ঠার অর্দ্ধ অংশ ধরিয়া লেখা। [২], [৩] ও [৪] পৃষ্ঠার আরম্ভ, উপরের মুদ্রিত পাঠে বন্ধনীদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কচিৎ দাঁড়ির ব্যবহার ভিন্ন মূলে আর কোনও বাক্য-চ্ছেদ-চিহ্ন নাই; একটানা পড়িয়া যাইলে প্রথমটায় দুই এক জায়গায় সহজে অর্থগ্রহণ হইবে না, কিন্তু তথাপিও মুদ্রিত পাঠে কমা দাঁড়ি প্রভৃতি দিবার বিশেষ কোনও আবশ্যকতা বিবেচনা করি নাই, মূলের রীতিই বজায় রাখিয়াছি।

কাগজখানির ভাষা দেখিয়া মনে হয়, অনুবাদ-কারী বাঙ্গালা গদ্যে এতটা একটানা রচনা করিয়া যাইতে অনভ্যস্ত; ইহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে; যেমন

১১৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশে প্রথম প্যারার প্রথম বাক্যটী; ও দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের গোড়ায় প্রথম পুরুষ হইতে বাক্যকে মধ্যম পুরুষে আনয়ন; ১১৪ পৃষ্ঠায় ১০ ও ১১ র ছত্রে 'তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে' স্থলে 'তোমাকে ··একাজ করিবা;' ১২ ও ১৩ র ছত্রে 'তোমাকে জেয়াদা মেহনত আপন হাতে দাদনির কারণ করিতে হবেক'; ১১৫ পৃষ্ঠায় ১৯ ও ২০ র ছত্রে 'নিকটে কারণ'=নিকটে বলিয়া; ইত্যাদি। তাঁতি পৌছ প্রভৃতি শব্দে লেখক বা অনুলেখক চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সর্ব্বত্র করেন নাই।

কাগজখানিতে ফারসী শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য উল্লেখযোগ্য। পুরাতন বাঙ্গালায় গদ্য রচনা নিতান্ত বিরল, অল্প স্বল্প গদ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা বেশীর ভাগ চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে, প্রায় সমস্তই বিষয় কর্ম্ম লইয়া; এতৎসম্পৃক্ত শব্দ বাঙ্গালায় ভূরি পরিমাণে ফারসী হইতে গৃহীত; তদ্ভিন্ন মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বহু সাধারণ শব্দও ফারসী বাঙ্গালার মৌখিক ভাষার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। এই সকল শব্দের অনেকগুলি আজকালকার সাধারণ বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া গেল। ইহা ভিন্ন দুই চারিটি দেশী শব্দের ও টিপ্পনী আবশ্যক হইবে মনে করিয়া নীচে [বন্ধনীর মধ্যে] দেওয়া গেল।

১১২—১৩ পৃষ্ঠা:—[খতরা=হানি; ক্ষতি-শব্দ হইতে]; [কোটী=কুঠি]; আমলাহায় (=আমলাহ (?)=আরবী ∠ অমলহ্, ∠অমল৽)=কর্ম্মচারিবৃন্দ; এতফাক (=আ° ইত্তিফাক্)=একমত; মবলগ (=আ° মুব্লঘ্)=আগমস্থান, পূর্ণতা, মোট টাকা, অনেক; তজবিজ (=আ তয্রীজ্ =অনুসন্ধান, বিচার; তগির=(উর্দু ও ফারসী তগীর্, আ° তঘ্য়ীর হইতে)=পরিবর্ত্তন, কর্ম্মচ্যুতি; হরগিজ (=ফা° হরগিজ, হরগজ)=কখনও, সদা; রকম (=আ রক্ম্)=প্রকার, কাজকরা বস্ত্র;

১১৪ পৃষ্ঠা:—মহকুম (=আ° মুহ্কম্)=পরিষ্কার, স্পষ্টীকৃত (নিয়ম); হামেসগি (=ফা° হমেশগী)=চিরকাল; আনওয়াল (=আ° অন্ৱাল্) রীতি, পদ্ধতিসমূহ; নসিয়ত (=আ° নসীহৎ) পরামর্শ, উপদেশ, বিধান, শাসন; মালুম (=আ° ম∠লূম্)=জ্ঞাত; বেহতর (=ফা° বিহ্তর্)=শ্রেয়, অপেক্ষাকৃত ভাল; [সুবিতা (=হিন্দী সুভীতা)=সুবিধা]; বেগর (ফা° ব+ঘয়্র্)=ব্যতিরেকে; হেম্মত (আ° হিম্মৎ)=চিন্তা, দুশ্চিন্তা; এরাদত (=আ° ইরাদৎ)=ইচ্ছা, চেষ্টা, অভিসন্ধি; নেহাইয়ত (=আ° নিহায়ৎ)=বৃদ্ধি, সীমা, বিশেষ; মোস্তজর (=আ° মুস্তজ্বির্)=প্রার্থী, অপেক্ষী; বরাওর্দ্দ (=ফা° বর্-আবর্‌দ্)=বরাদ্দ, পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ; মুহুরির (=আ° মুহ্বর্‌রর্)=মুহরী, কেরাণী; দস্ত (=ফা° দস্ৎ)=হাত; খামসোজ (=ফা° খাম্ শোব্ ?)= অর্দ্ধধৌত, কচলান; এওজ (=আ° ∠ইৱৰ্)=বদল; হাজত (=আ° হ্বাযৎ)=আবশ্যক;

১১৫ পৃষ্ঠা:—কিম্মত (=আ° কীমৎ)=মূল্য; বেগাফিল (=ফা° বে+আ° ঘাফিল)= সাবধান; তহকিক (=আ° তহ্কীক্)=সত্য, সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত; সেওয়ায় (=ফা° সিবা-ই, আ° সিৱা)=অধিক; বমৌজিব (=ফা বহ্+আ° মূখিব)=হেতু অনুসারে; আজিজ (=আ°∠আযিজ)=অক্ষম, বলহীন, নিপীড়িত; তাগাদি কুর্দ্দ (=আ° তকা∠উদ্+ফা°

কর্‌দহ্‌)=অমনোযোগিতা কৃতে; এয়াদ (=ফা° য়াদ)=স্মরণ; [পেটা (দক্ষিণী শব্দ)=দুর্গযুক্ত স্থান, সুদৃঢ় পল্লী, সুদৃঢ় স্থানের নিকটবর্ত্তী পল্লী, দেশীলোক কর্ত্তৃক অধ্যুষিত স্থান; পল্লী অঞ্চল;] তছদিয়া (=আ° তস্‌দী∠)=ঝঞ্ঝাট, আপদ, শিরঃপীড়া, ক্লেশ; মাফিক (=আ° মুৱাফিক্‌)=অনুসারে; তফসিল (আ° তফ্‌সীল)=বর্ণনা; মনফুক (=আ° মুন্‌ফক্‌)=আলাদা আলাদা;

১১৬ পৃষ্ঠা:—রোয়দাদ (১১৭ পৃষ্ঠায় রোদাদ) (=ফা° রূ-দাদ)=উপস্থাপিত, আদালতে আনীত; ফয়সল (=আ° ফয়্‌সলহ্‌)=বিচার; সেতাবি (=ফা° শিতাবী)=তাড়াতাড়ী, ত্বরিত, অগৌন; আদালত (=আ° ∠অদালৎ)=ন্যায়বিচার; খরদারী=খঅর, খবরদারী; তুলনীয়, পৃষ্ঠা ১১৮র শেষছত্রে, বর=বঅর, বহর; রেসয়ৎ (=আ° রিশ্‌ৱৎ)=ঘুষ; নেকনামি (=ফা° -নামী)=সুনাম; দেনবরি (=? হিন্দী দেনা—তুলনীয় দেন-গর্‌, দেনৱার্‌=দেনেৱালা)=পুরস্কার; সাজাই (উর্দু সজাঈ, ফা° সজা হইতে)=শাস্তি; মোক্তার-কার (=আ° মুখ্‌তার+ফা° কার)=কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী; আসামীওয়ার (=আ° অসামী+হিন্দী ৱার)=নাম ধরিয়া, লোকের নামানুক্রমিক; নামনবিশি (=ফা° নাম্‌-নৱীসী)=নামলিখন; [বেওরা=ব্যাপার, বিবরণী]; দস্তখতি যুদে (=ফা° দস্ত-খতী (আ° খত্ত্‌)+শুদহ্‌)=সহী হইলে পর; দরজ (আ° দর্‌জ্‌)=খাতায় লিখন; আইন্দা (=ফা° -ন্দহ্‌)=আগামী; মৌসুম (=আর মৱ্‌সিম্‌)=সময়; [ফিব্‌রিল=ইংরেজী ফেব্রুয়ারী; আবরিল=ইংরেজী এপ্রিল]; যুর্দা=শুদ্ধ? পর্য্যন্ত? আইয়াম (=আ° অয়্‌য়াম)=দিনসমূহ;

১১৭ পৃষ্ঠা:—মাহফিক=মাফিক; সুন (=আ° স্‌ন্‌∠)=প্রস্তুত করণ, করণ=নিষ্পত্তি; [সালিস দুরায়=দ্বরায়, দ্বারায়]; হকিকৎ (=আ° হকীকৎ)=সারসত্য; মোজাহেম (=আ° মুজাহিম্‌)=বিরোধী, বাধাদায়ক; ফরিয়াদী দফা (=ফা°+আ° দফ্‌∠অ)=নালিস আনয়ন, পেশ করণ; মুকেদী (=আ° মুকয়্যদ্‌)= সচেষ্টভাব, আগ্রহপূর্ণতা;

১১৮ পৃষ্ঠা:—তরদ্দুদি (=আ° তরদ্দুদ্‌)=পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন; খাতির্জ্জমা (=আ° খাত্বির্‌ যম∠)=নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, দৃঢ় ধারণা, সন্তোষ; বারিক (=ফা° বারীক্‌)=সরু, সূক্ষ্ম; [ফড্যা=ফড়িয়া, ফোড়ে='নাল-ফোড়', পড়িয়ানের সুতা তানার সুতার সহিত জড়াইয়া যাওয়া]; আএব (=আ° ∠অয়্‌ব্‌)=অসম্পূর্ণতা, দোষ; কেফাইত (=আ° কিফায়ৎ)=প্রাচুর্য্য, সুবিধা; আমেজ (ফা°)=মিশাল।

উপরের আরবী [ও ফারসী]; শব্দে নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে আরবী [ও ফারসী] অক্ষরের বাঙ্গালা প্রত্যক্ষর স্থির করা হইয়াছে:—অলিফ্‌ হম্‌জহ্‌=’; বা=ব; [পে=প] তা=ত; থা=থ; যীম=য; [চেহ্‌=চ]; হ্বা=হ্ব; খা=খ; দাল্‌=দ; ধাল্‌=ধ; রা=র; জা=জ; [ঝে=ঝ]; সীন্‌=স; শীন্‌=শ; ষাদ্‌=ষ; দ্বাদ্‌=দ্ব; ত্বা=ত্ব; ধ্বা=ধ্ব; ∠অয়ন্‌=∠; ঘয়ন্‌=ঘ; ফা=ফ্‌; কাফ্‌=ক; কাফ্‌=ক; [গাফ্‌=গ]; লাম্‌=ল; মীম্‌=ম; নূন্‌=ন; ৱাৱ=ৱ; হা=হ: য়া=য়, [ফারসীর ৱাৱ-ই-ম∠দূলহ্‌ যুক্ত খে=খ্‌।]

[৫]

5660. F. • পদ্য গল্প

৭ শ্রীশ্রীদুর্গাঃ—

শ্বহায়—

৺ মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র।—

সা° অবন্তিকে—

মো° ভোজপূর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম / শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় যুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য / কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ণ পয্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রূর ধনুকের / নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ হস্ত পদ্মের মৃনাল স্তন দাড়িম্ব/ফল রুপলাবন্য বিদুৎছটা তার তুলনা আর নাঞি এমন যুন্দরি / সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞি। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা / ভোজরাজা স্বনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক / এক ২ রাজার পূত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন / ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল / কন্যাঃ আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোযে ঃ এক খাটে রাজপুত্র / সোযে। জে রাজপুত্র জেমন ঙ্গানবান হয়। সে ঃ সেইরূপ কথা / সারারাত্র কহে। কন্যাকে কথা কহাইতে পারে না ঃ সকালে উঠে ঃ / রাজপুত্র ঃ ঘরে জায়। এইরূপ প্রকারে কত ২ রাজপূত্র আইল / কেহো কথা কহাইতে পারিলেক না ঃ কতমৎ প্রকার করিলেক / তবু ঃ কন্যাকে ঃ কথা কহাইতে পারিলেক না। এইরূপে অনেক / দীন গেল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ঃ কন্যার ঃ রুপগুন যুনে / বড়ই তুষ্ট ঃ হইলেন ঃ কাঁহাকেও ঃ কহিলেন না ঃ সঙ্গে এক জোন / মনস্য ঃ লইলেন না ঃ কেবল আপূনি একা ঃ বড় ঘোড়ায় আরোহন / হইয়া ঃ সিকারের ঃ নাম করিয়া ঃ দুই চারি ঃ রোজের পরে ঃ মোকাম ঃ ভোজপূর ঃ শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ বাটীতে ঃ উবিস্থীত /

হইলেন ঃ রাজার লোক জিঙ্গাষা ঃ করিলেক ঃ কে তুমি ঃ কোথা ঃ/ হইতে ঃ আইলে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ আপনার ঃ পরিচয় ঃ/দীলেন না ঃ কহিলেন ঃ আমি ঃ আতিত ঃ একথা স্থনে ঃ / শ্রীযুত ভোজরাজার ঃ লোক ঃ অপূর্ব্ব ঃ আষন ঃ বশীতে ঃ / দীলেন ঃ রাজা বসিলেন ঃ খাওানের ঃ অপূর্ব্ব ২ ঃ সামিগ্র ঃ /আনিয়া দীলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ খাইলেন ঃ পরে ঃ / সয়ন ঃ করিলেন ঃ / বৈকালে ঃ শ্রীযুত ভোজরাজা ঃ স্থনিলেন ঃ / এক ঃ আতিত ঃ আসিয়াছে ঃ লোক ঃ পাঠাইয়া ঃ ডাকাইগা ঃ / আনিলেন ঃ রাজা বিক্রমাদীত্যকে ঃ জীঙ্গাষা ঃ করিলেন ঃ/ কী জন্যা ঃ আগমোন ঃ হইয়াছে ঃ এখানে ঃ কী নাম ঃ । / তোমার ঃ প্রকত কহিবে ঃ তাহাতে ঃ রাজা আপনার / ঃ নাম ঃ ভাঁড়াইয়া ঃ আর এক ঃ নাম ঃ কহিলেন ঃ শ্রীযুত / ভোজরাজা ঃ পুনুর্ব্বার ঃ জিঙ্গাসা ঃ করিলেক ঃ তোমাকে ঃ/ এমন সুন্দর ঃ এমন গুণবান ঃ দেখিতেছী ঃ বুঝি ঃ তুমি ঃ / কোন ঃ রাজা হইবেক । পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ কহিলেন ঃ / আমি ঃ জে হই ঃ তোমার পরিচয়ে ঃ কায্য কী আছে ঃ তোমার ঃ / কন্যার পন স্থনিঞা ঃ আসিয়াছী ঃ আমি ঃ তাঁহাকে ঃ / কথা কহাইব ঃ রাজা ঃ কহিলেন ঃ ভালোই ঃ থাকোহ ঃ / পরে ঃ রাত্রে ঃ এক ঘরে ঃ দুই খাট ঃ বিছাইলেক ঃ / দুই জনে ঃ দুই খাটে ঃ সয়ন ঃ করিলেন ঃ ক্ষেনেক ঃ কাল / পরে ঃ রাজা বিক্রমাদীত্য ঃ জিঙ্গাষা ঃ করিলেন ঃ এ ঘরে / কেহ আছহ ঃ আমার সঙ্গে ঃ কথা কহো ঃ কন্যা উত্তর ঃ / দীলেক না ঃ পরে ঃ রাজা ঃ কী করিলেন ঃ তাঁহার সঙ্গে ঃ/ পোসা ঃ দুই ভূত ছীল ঃ তাহার ঃ নাম তাল ঃ বিতাল ঃ তাহাকে / স্মরণ ঃ করিলেন ঃ তখনি তাহারা ঃ দুই জনে ঃ আইলেন ঃ / ৭ কী আঙ্গা মহাঁরাজ ঃ কী করিব কহ ঃ রাজা কহিলেন ঃ / তুমি ঃ কন্যার খাটে গিয়া ঃ বইসহ ঃ আমি ঃ জীঙ্গাসা ঃ / করিলে ঃ কথা কহিও ঃ তাল ঃ বিতাল গিয়া ঃ কন্যার খাটে / বসিল ঃ পরে ঃ রাজা ঃ ডাকীয়া ঃ কহিলেন ঃ এ ঘরে কে জাগ্রত / আছহ ঃ তাল বিতাল ঃ উত্তর ঃ দীলেক ঃ কী জন্যা ঃ ডাক / মহাঁরাজ ঃ রাজা কহেন একী আশ্চয্য ঃ কন্যার ঃ

কথা নাঞী / তুমি ঃ কে ঃ তাল বিতাল ঃ কহিলেক ঃ মহাঁরাজ ঃ আমি ঃ / কন্যার খাট ঃ রাজা কহিলেন তবে তুমি ঃ স্থনহ ঃ এক দেসে / এক ঃ সওদাগর ছীল ঃ সে বানির্য্যতে গিয়াছীল ঃ পরে / তাহার ঃ জাহাজ ও নৌকা সকল ঃ ডুবিয়া গেল ঃ এক / খান তক্তা ধরিয়া ঃ সওদাগর ঃ কীনারায় ঃ উঠিল ঃ / সেই ঃ দেসে এক মায়ে মানুষ ঃ জল ঃ আনিতে আসিয়াছীল / সে ঃ সওদাগরকে ঃ লইয়া ঃ আপনার বাটীতে গেল ঃ। / বিস্তর ঃ সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক। কতক দীন / তাকাদী সেই খানে থাকীল। পরে এক দীন এক মালির ঃ / মায়ে ঃ স বড় জাদুগীর ঃ তার সঙ্গে। আর সওদাগরের / সঙ্গে সাক্ষ্যাত হইল ঃ সে মালিনি এক ঔসধ ঃ সওদাগরের ঃ গায়ে ফোলিয়া ফেলিয়া মারিলেক। সে ঔসধ তার গায়ে / লাগিতে ঃ ভেড়া হইল ঃ সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া ঃ বাঁদীয়া / আপনার ঃ ঘরে লইয়া গেল। রাত্রে এক ঔসধ গায়ে ছোঁয়াইয়া / মানুষ করে ঃ দীনে আরবার ভেড়া করে। এইমত করিয়া / প্রত্তহ বেহার করে। এক দীন ঃ সে ভেড়া দড়ি ছীঁড়িয়া ঃ / পালিয়া ঃ এক রাজার ঃ বাটীর ভিতর ঃ গেল ঃ রাজার / লোক ঃ সে ভেড়া ধরিয়া ঃ কাটীয়া। তাহার মাংষ। / খাইলেক। বল স্থনি ঃ রাজকন্যার ঃ খাট ঃ অপরাধ / কার হইল। তাল বিতাল কহিলেক। জে মায়ে জলের ঘাটে / হইতে। লইয়া গিয়া ঃ বাঁচাইয়াছিল ঃ সকল দোষ তাহার / হইল। মালিনির ঃ কিছু দোষ নাঞী। কন্যা একথা / স্থনিয়া ঃ আপনার খাট দুর করিয়া। ফেলিয়া দীলেক। / মাটীতে সয়ন ঃ করিয়া ঃ রহিল ঃ পরে রাজা বিক্রমাদীত্য / কহিতে লাগিল ঃ কন্যার খাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম / কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিরিয়া দীলেন ঃ এ ঘরে / আর কেহো আছহ ঃ তাল বিতাল ঃ উত্তর দীলেক ঃ / কেনো মহাঁরাজ ঃ পরে রাজা কহিলেন ঃ কে তুমি ঃ তাল বিতাল / কহিলেক ঃ আমি রাজকন্যার পরিধিয় বস্ত্র ঃ বড়ই ভালো / হইল ঃ কথা স্থন। এক দেসে ঃ এক সওদাগরের ঃ কন্যার ঃ / সঙ্গে ঃ বিভাহের কথা চারি জোনের সঙ্গে হইয়াছে ঃ / বিভাহের দীনে চারি জোন ঃ আসীয়া ঃ

উবিস্থীত হইল / কেহ বলে আমি বিভাহ ঃ করিব ঃ আর কেহ কহে তুমি কে / আমি ঃ করিব ঃ এই কথায় ঃ বড়ই ঝকড়া হইল ঃ সে কন্যা / এ কথা সুনে ঃ রাত্রের মধ্যে জহর করিয়া মরিলেক /, প্রাতঃকালে সে কন্যাকে ঃ বাহিরে ঃ আনিলেক। / চারি জোনে সে কন্যাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক / এক জোন কন্যার সোকে জহর খাইয়া মরিল ঃ এক জোন/ফিরে ঘরে গেল এক জোন বসিয়া থাকীল। এক জোন/এক ঔসধ খাওইয়া ঃ দুই জোনকে ঃ বাঁচাইলেক ঃ বল সুনি / কন্যার কাপড় সে কন্যা কে পাইবে তাল বিতাল কহিলেক ঃ জে ফিরা / ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক ঃ কন্যা একথা যুনিঞা কাপড় / ফেলিতে ঃ পারেন। না ঃ হাসিয়া ঃ উঠিলেন। কথা কহিলেন /রাজা কন্যার হাত ধরিয়া ঃ আপনার খাটে লইলেন ঃ সারা / রাত্র হাসীখুসি করিলেন। তার পর দীন ভোজ রাজা কন্যার / বিভাহ দীলেন। রাজা বিক্রমাদীত্যের সঙ্গে ।।।।।।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্যের বিশেষ অভাব। এই গল্পটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে খুবই উপযোগী। যথাযথ মূলানুযায়ী মুদ্রিত হইল।

[৬]

5660 F. **একটী গান**।—লালচন্দ্র ও নন্দলাল দুই জনের ভনিতা দেওয়া।

ওকি অপরূপ দেখি ধনি ঃ পিষ্টেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত কিম্বা ফনি কিম্বা বেনী ঃ অলকা বেষ্টীত / কনকে রচিত শিতি কিম্বা সৌদামিনি ঃ তার অধ / দেসে অন্ধকারো নাসে ঃ সিন্দুর কি দিনমনি ঃ/ খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল কি সফরি অনুমানী / কিবা বিধুবর কি মুখ সুন্দর কিছুই না জানি ॥২॥ কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ কিবা হয় তনুখানি ঃ / কি কুচ কি গিরি কি বুঝিতে না পারি কি কোক /বিহিন পানি ॥৩॥ কি মৃনালদণ্ড কিবা করিসুণ্ড / কিবা বাহুর সুবলনি ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম / সোপানো কিবা নাভি তরঙ্গনি কিবা কোটী / দেস কিবা পমুইষ মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি / কিবা রম্বা তরু কিবা যুগ্য উরু কিবা মরাল / চলনি ॥৫॥ লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায় / চল্যাছ লো বিনোদিনি নন্দলাল ভনে চায়্যা / আমাপানে হাস্যা কথা কহ সুনি ॥৬॥ঃঃ—

[৭]

5660 F. লাল কালিতে লেখা কতকগুলি মন্ত্র।—উপরে লাটিন ভাষায় পুরাতন ছাঁদের ইংরেজি হাতে লেখা Carmen Shanskrit cujus Ope Morsus Serpentis admodum Lethalis innoxius reddatur atque cito Moribundus convalescat / Inefficax foret nisi littera rubida scriptum অর্থাৎ "সংস্কৃত ছড়া, যাহার সাহায্যে অতি বিষাক্ত সাপের কামড় বিষমুক্ত করা যায়, ও মরণোন্মুখ শীঘ্র আরাম হয়। লাল অক্ষরে লিখিত না হইলে কার্য্যকর হয় না।"

[লাল রঙ্গে সাপের মন্ত্র লেখা সম্বন্ধে একটী কথা পরিষদের অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিত-চন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো" নাটকে কতকগুলি সাপের মন্ত্র নাটকের একটী পাত্রের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে এবং যখন ঐ বইয়ের প্রথম মুদ্রণ করা হয়, তখন মন্ত্রগুলি লাল অক্ষরেই ছাপান হইয়াছিল।]

হাতচালা। উচল চালম সুচল চালম অরে হাত তোরে চা(ল)ম থাকে চৌসাপার বিস ছামু ধর না থাকে চৌসাপার বিস ডাইনে বাঁয় চল কার আঙ্গা বিসহরির/ আঙ্গা।১। উচ উচ ভামুহে রক্তবরনে বিস নাই গুরু হে গামছা-মোড়নে রথে চাপিয়া হনুমন্ত জায় তুল তুল বিষ তুই গামছার বায় শ্রীমনসার আঙ্গা ১॥/ গামছা পাড়িয়া মারিবে॥ তাগাবান্ধা॥· মুই বান্ধি তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু তিনজনে গেলগা তাগা তাগনের সাত ভার বিষ পিচকর আকুল সমুদ্র উবুকরি/ তুই পা তোর স্মামি সাপে খালে তাগা বান্ধ্যা ঘরে জা ১॥ ভাগান্যার মামা সস্থর বিস ভাগিন্যা বৌ হেটয়েড্যা উপর ধাইস খাইস গুরনৌ উড়্যাবান্ধী/ উড়নি ভিডা বান্ধে ডোর কোথা আইস করঙ্গ (কু ?) র বেটা সিন্দমুযান্যা-চোর ইন্দ্রপুরের মাটি ব্রহ্মাপুরের ফুল মহাদেব বাঁধেন তাগা বাঁধ্যা চাঁপার/ ফুল ইহাঁর উদ্দিস করিস বল ধর্ম্ম ইসাদ পার তল ১॥/ আবেস দুর করা॥ আদবার বছরের পদমকুমার(রি ?) পার মগরমুট খাড়ু ডাইন হাতে ধোধবল/ ছাতা বাঁহাতে বিসের নাড়ু বিস খায় খলবলায় মনে মনে হাসে তিন্দিনির জায়া। না (লা ?) ধান সেহয়নে ভাসে ছাওাল কাঁদানি বাড়ুন ভাঙ্গানি আলাক/ দিয়া বাতি অন্ধ কার গার বিস ঝাড়াই সাক্ষি ব্রহ্মানি নাই বিস বিস-হরির আঙ্গা ১॥/ ঝাড়ান॥ স্বর্গের পায়রা/ সাগরপারি অমতভুবনে তোর

বাসা/ বিস উপজিল কোথা বিস উপজিল পদ্মা/র স্মরনে ন'ই বিস জগতে গৌরিহুংকার ১॥ মস্তকামহিল (যাইল ?) বিস পবন খরসান বাহড় বাহড় বিস / সিব পর / মান বাহড় রে বিষ তোরে ডাকেন পাঁও আপনার দর্পে বিস রক্তে দিলা ঝাপ বাহড়ে রে বিস তোরে অনাদিকৃষ্ণের স্মাপ ১॥ গড়ুর নাচে নপুর বাজে/ ঘুঙ্গুর বাজে পায় পথ ছাড়্যা দেয় তাহে গো'সাঁই গড়ুর জায় ।১॥/ পিলাকাটা ॥ উকং কালীয়ং রং লং বং সং ষং শং হং ক্ষ ডাকিনী ঝম্পে পিলা কম্পে/ পিলার বুকে মারম আগুনবান অমুকার আঙ্গের পিলা কাটা করম খান খান কার আঙ্গা উগ্রচণ্ডার আঙ্গা ১॥

এই মন্ত্রের সর্ব্বত্র বুঝিতে পারিলাম না ; মিলাইবার জন্য অন্য কোনও সাপের মন্ত্রেরও পাঠ পাই নাই, ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য কেবলমাত্র মূল কাগজে যেমন পাইয়াছি, তেমনি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। ডাকচরিত্র।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০২×৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২; মধ্যে ছিদ্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১০৯০ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

শিশুশুশ্রূষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী-কুগৃহিণীলক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ, বিবাহ-গণনা, লগ্ন-নিরূপণ এবং ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় পদ্যনিবদ্ধ সারগর্ভ উপদেশ।

আরম্ভ,— শ্রীশ্রীরাম ॥ ডাকচরিত্র ॥

জর্ন্ম মাত্র বলে ডাক।
পো এড়িয়া পোআতি রাথ ॥
ধুইআ পোঁছিআ দিহ কোলে।
তবে ফুল লাঙ্গিবেক কোলে[১] ॥
লাড়ি ছেদিআ দিহ জয়।
ডাক বলে এই হএ ॥
সুখান কাষ্ট জত্নে দেথ।
মাঝা বুঝিআ দিহ সেক ॥
এক কাষ্ঠে লাড়ি ঝাড়ি।
ডুই কাষ্ঠে ফোঁক পাড়ি ॥
তিন কাষ্ঠে করিআ এক।
চারি কাষ্ঠে দিহ সেক ॥
দ্বিতিয় উপবাসে দিহ আড়গড়া।
তথে ভাল হবেক পোয়াতির মাঝা ॥
বিবচনা করিয়া দিহ পত্য।
তবে ভাল হবেক পোয়াতি গত্য ॥
জত্নে ডুহাঁর রাখিহ জিব।
সক্তি করিআ ওসধ পীব ॥
ওসধ দিহ সময় বুঝি।
ঝাটীর মুল বিরতির বি[f]চ ॥
অপরাজিতা ইসর মুল।
পাঁচন দিহ দসমুল ॥
পর পরতা না দেখিব।
কোলের ভিতর ছাওআল থোব ॥
কোথায় না থোব পরের কোলে।
রাত্রি হইলে সোআইব কোলে ॥
লয় দিবসে হরিদ্রা দিহ।
একইষ দিবসে মন করিহ ॥

অর্থ ধর্ম্মপ্রকারন ॥
ধর্ম্ম করিতে জে জন জানে।
পুথর দিয়া পানি স্নানে ॥
অস্বদ রোপে জিবন ধন।
মণ্ডপ দেএ অসেষ পুন্ন ॥
জাহা দেই তাহা পাই।
পরলোকে সুখে খাই ॥
অতিত জনাকে না বঞ্চিহ।
আতি উৎকৃট ব্রাহ্মনে না বলিহ ॥
অন্ন বিনু নাহি দান।
ইহার পর ধর্ম্ম নাহি আন ॥

অর্থ রন্দনপ্রকারন ॥
সুকুতার পাতা কাসন্দির ঝোল।
তেলের ওপর দিয়া তোল ॥

১। 'ভালে' হইবে বোধ হয়।

পলতা সাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বেঞ্জন সাজ॥
মদ্গুর মৎস্য দাএ কুটিয়া।
হিঙ্গ আদা নবন দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক বেঞ্জন খাব॥
পোনা মাছ জামিরের রসে।
কাসন্দি দিআ জে জন পরষে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ।
আছুক মানবির দেবের লোভ জাএ॥
ইলিসা মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেবু তাতে দিয়া॥
জাহাতে দেই তাতে মেলে।
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে॥
চালু দিহ জত তত।
পানি দিহ তিন সুত॥
ভাত উত্তলাইলে দিহ কাঠী।
তবে দিহ জাল ভাটী॥
তবে জদি থাকে চালু।
তবে জানিহ ডাক আউল॥
বড় ইচিলা দাএ কুটী।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥
উলটী পালটী দিহ পীট।
হই খাইলে জোজোন দিট॥
রৌদ্রের বেলা বুলিআ আইসে।
আন্ধল ভাত কাসন্দি চোষে॥
পোড়া মাছে নবন প্রচুর।
আর বেঞ্জনে পেন্নাহ তর॥
পাকা তেতলি ব্রদ্ধ বোয়াল।
অধিক করিআ দিহ জাল॥
কাটী দিআ করিহ ঝোল।
খাবার বেলা মাথা নাহি তোল॥

মধ্য,—

অর্থ সিমা প্রকারন॥
ছাগল পাএরা পোসে হাঁষ।
সিমার মাঝে পোতে বাঁস॥
তারা নিত্য কন্দল করিতে চাএ।
ডাক বলে আমি কি করিব তাএ॥
নৌকা থাকিতে জে জন সাঁতারে।
সে জন আপনি মরে॥
মিছা কাজে গাছে চড়ন।
প্রমাত্রি থাকীতে তাহার মরন॥
পরের বোলে লাগা হএ।
সুদ্র হইআ ব্রাহ্মনি লএ॥
সিন্ধদ্বারে উঠে কাষ।
তাহার হএ জিবনের নাষ॥
ব্যাসা[1] লাজালে পুরুস নিধন।
মুখ পুড়ি তাহার দিআ আগুন॥
চোর গাই বাঁজা ছাগলি।
ঘরে আছে দুষ্টা মেলি॥
খল পড়সি পুত্র মুরখ।
ডাক বলে এ বড় দুখ॥
বিনি খদিরে গুআ খাএ।
সভা মধ্যে খাইআ জাএ॥
ঘাট এড়িআ কুঘাটে লাএ।
মাগু না [থা]কিতে সসুরবাড়ি জাএ॥
হইল ভাতে করে উপবাস।
সে জন মইলে কাহাকে নাহি দোস॥
ইতর হইআ করে হাষ।
গাবুর বএসে জার কাষ॥
গুরু জনকে করে পরিহাস।
ডাক বলে তার নরকে বাস॥

১। ব্যাসা—বেশ্যা।

দুর কর জে গুরু মারে।
দুর কর জে পরের স্ত্রি হরে॥
চোর সেবক চোর গাই।
বাঁজা স্ত্রি দুষ্ট ভাই॥
বুড়া গরু বস্ত্র পুরান।
জে বেচে সে সেআন॥ (পৃ° ৫।২-৬।১)

অন্ত,—

অর্থ নষ্টপ্রকারন॥
সুজন নষ্ট দুরজনের সঙ্গে।
পুত্র নষ্ট পরস্ত্রির সঙ্গে॥
লবন সঙ্জোগে নষ্ট ঘি।
বাপের ঘরে নষ্ট ঝি॥
আথর নষ্ট দসে পাঁচে।
ঘর নষ্ট গ্রিনি সাঁচে॥
জীবন নষ্ট জলে ঝাপ।
দেহ নষ্ট দেই নাফ॥
গারি নষ্ট যথা চুরি।
ধন নষ্ট জথা দারি॥
ঘর নষ্ট রাঁতের বাস।
ভূম্মি নষ্ট দামড়ার চাষ॥
মাণ্ড নষ্ট ঘন রোসে
কুলবধু নষ্ট পরের বাসে॥
আদর নষ্ট নিত্য গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে॥
নষ্ট সুয়া চিলের বাএ।
নষ্ট ঝি দোচারিনি মাএ॥
বহু নষ্ট বাপের ঘরে।
পুত্র নষ্ট প্রদার করে॥
সতি নষ্ট অসতির সঙ্গে।
কুলবধু নষ্ট হাস্যতরঙ্গে॥
বলে ডাক এই সাঁচা।
আপনি দড় সকল মিছা॥

অর্থ চিকীস্যা প্রকারন॥
ভৃঙ্গরাজ কেসিরা ঝাঁটী।
সকল তুলিআ করিহ গুটী॥
সুটী পীপলি বনমরিচা॥
সন১০৯০ ৩ অগ্রায়ন।

ডাক। তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী—ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে। 'ডাকিন্', 'ডাইন্' ও 'ডাইনী' শব্দ 'ডাকিনী'রই রূপ-ভেদ। ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন। বৃক্ষচালনাদি ব্যাপার, যাহা আমরা অদ্ভুত মনে করি, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ। এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত।

২। রামায়ণ-আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$×৩$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২০,২২—৩৬; মধ্যে ছিদ্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

রামং লক্ষ্মণপুর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
নমো বন্দো নমো বন্দো দেব শ্রীহরি।
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গধারি॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেব গনপতি।
পরম ভকতি দেবী শ্বরস্বতী॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দো এক মন চিত্তে।
সাত কাণ্ড রামায়ন গাঁঞা দিল গিতে॥
সাত কাণ্ড রামায়ন আগু কাণ্ড প্রথম।
শুনিলে বুলিতে কেবল অমৃতের সমান॥
আগু কাণ্ড পোথী জেবা জনে শুনে।
ম্রমৃত পান করে হেন বাশে মনে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল পাচালি।
আগুকাণ্ডে গাঞা দিল রামের বংশাবলি॥
প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র মারিচ রাজা ষর্ব্ব লোকে জানি।
তাহার পুত্র হইল কশ্বেব মহামুনি॥
তার পুত্র সু[র্য্য] লোকের প্রধান।
অঙ্গিরা তাহার পুত্র গুনে অনুপাম॥
তাহার পুত্র মনু রাজা বিদিত ষংশারে।
ধেনু নামে তাহার পুত্র হইল সংশারে॥
তাহার পুত্র অক্ষাকু [ইক্ষ্বাকু] রাজা হইল প্রখর।
প্রথমে সাধিলেন তেঙ অজোধ্যা নগর॥
ভিক্ষু নামে তাহার পুত্র বড় রূপবান।
হেমচন্দ্র তাহার পুত্র গুনের বাখান॥
হেমচন্দ্রের পুত্র হইল সুচন্দ্র নাম।
মহাগুনবন্ত তেঙ অভিনব কাম॥

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের প্রথম ১২ পঙ্‌ক্তি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। পরবর্ত্তী অংশও অন্য পুথির সহিত মিলে না।

শেষ,—

চন্দ্রের কলা জেন দিনে দিনে বাঢ়ে।
দিনে দিনে চারি পুত্র কোলেশীঞা চঢ়ে॥
লক্ষন শত্রূঘন দুই শহোদর।
দুই ভাই বিশম্বাদ করে নিরন্তর॥
জথা রাম তথা গীঞা মিলিলা লক্ষন।
ভরথের পাছু গীঞা মিলীলা সত্রূঘন॥
রাম লক্ষন দুই ভাই পরম পীরিতি।
ভরথ সত্রূঘন দুই জনে হইলা একমতি॥
ছাওলে ছাওলে জেন পরম পিরিতি।
সমুদ্রের জলে জেন চন্দ্র একমতি॥
অন্থে অন্থে বিশম্বাদ নাহি ভ্রাতি (ভ্রাতৃ) মুখে।
দুই দুই এক মতি দেখে শর্ব্ব লোকে॥
নানা বিদ্যা শিখে দুহে হঞা তৎপর।
নদ নদী বহে জেন পাইল শাগর॥
জে জে বিদ্যা গুরুর ঠাঞি শিখে নিরন্তর।
সেই বিদ্যা শিখে হঞা তৎপর॥
মুনির সাঁপ দষরথের পড়িঞা গেল মনে।
কোন পৃত না পায় রাজা শ্রীরাম দরশনে॥
এক দীন না পায় রাজা শ্রীরাম দরশন।
পুরি অন্ধকার হয় হেন লয় মন॥
রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কী[র্ত্তি]বাষ॥*॥
নারায়নের জন্মকথা সুনীল সর্ব্ব জনে।
লক্ষ্মী ঠাকুরানির জন্ম সুনহ বিশেষ॥
ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ন শম্পূর্ন মস্ত॥ * ॥

জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি। ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেবশর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবনীকের সমাপ্ত লিখন হইল /৪মাঘ বৃহস্পতিবার মুক্কা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ রাকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল কবোরি গুনাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়ঃ বৃহস্পতি বারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি

পুথির শেষে আত্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আছে, শ্রীরামাদির জন্মবিবরণ পর্য্যন্ত।

৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১১২⁄৮ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯১ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

শেষ পত্রে 'রঘুনন্দন দেব সাং পং মহাম্মদাবাদ' লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুথিখানি রঘুনন্দনের অধিকারে ছিল।

আরম্ভ,—৭ নম গনেসায় নম।

অথ আদিকাণ্ট।
বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।
শ্রীগুরুর চরনে আমি করিয়া ভকতি।
লেখিবার সাদ করে আদিকাণ্ঠ পুথি॥
রামায়ন পুথী এই রাম অবতার।
পড়িলে সুনিলে ভবসিন্ধু হয় পার॥
রাম নাম দুই অক্ষর লয় মুখ ভরি।
বিসম সমন ভয় জেই নামে তরি॥
জয় রঘুনন্দন রাম গুনের সাগর।
মহিমা অনন্ত তার ভুবন ইশ্বর॥
ত্রিজগতনাথ সেই প্রভু জনার্দ্দন।
তাহার মহিমার অন্ত নাহিক ভুবন॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া জত আছে চরাচর।
সকল ব্যাপিত আছে জগত ইশ্বর॥
হর বিরিঞ্চি ধ্যানে নাহি পায় জারে।
আমি অল্পবুদ্ধি হৈয়া কি জানিমু তারে॥
চের্চবনের পুত্র বাল্মিক মুনিবরে।
রামায়ন করিলেক লোক তরিবারে॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সেই মুনিবরে।
স্লোকবন্দে রচিলেক পুথা রামায়নে॥
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিয়া প্রকারে।
কির্ত্তিবাস করি কহে বুঝিতে সংসারে॥
প্রনমহ নারায়ন রাম ভগবান।
জার নাম স্মরি লোক পায় পরিত্রান॥
হেন প্রভু সিরে বন্দি সর্ব্ব লোকে গতি।
তান দুই ভার্য্যা বন্দি লক্ষি সরেস্বতি॥
শ্রীরাম লক্ষন বন্দি রাবননিধন।
করজুড়ে প্রনমহ রাম নারায়ণ॥
এক চির্ত্তে সুন লোক রামের কথন।
হেলাএ জিনিয়া জাইব যে দারুন সমন॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা কৈলা সিতা।
অজধ্যাতে রার্য্যোভ্রষ্ট সর্গে গেল পিতা॥
বনবাসে গেলা রাম অজধ্যার কাণ্ডে।
অরন্যেত সিতা হরি নিল দসমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্দাতে মিত্র লাব কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতু বান্দি কটক হৈলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংসে সংহার॥
উর্ত্তরাতে রাজা হৈলা কমললোচন।
চারি ভাই মিলি রার্জ্জো করিল পালন॥
এগার হাজার বৎ[স]র রার্জ্জো ভুগ করি।
চারি সহদর মিলি গেলা সর্গপুরি॥
রামের চরিত্রকথা অতি সুধাময়।
রামের চরিত্র কির্ত্তিবাস কবি কয়॥
ভক্তি করি সুন লোক হৈয়া একমন।
রাম নাম সম পুন্য নাহি ত্রিভুবন॥
শ্রদ্ধাএ অশ্রদ্ধাএ জেই রাম নাম লয়।
সংসার তরিয়া জাইতে নাই কুন ভয়॥

এক দিন বার্ম্মিক মুনি মনেত ভাবিয়া।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে মুনি মিলিলেক গিয়া॥
ব্রহ্মারে প্রনাম করি বসিলা আসনে।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা প্রজাপতি স্থানে॥
আপনে করিলা দেব সকল সংসার।
মহা ঘোর পাতকেত কি গতি এবার॥
দিনে দিনে অল্প ধন অল্প আউ হৈব।
জঞ্জালেতে লিন হৈয়া তপ না করিব॥
কেমতে নিস্তার হৈবা এ সকল জন।
কৃপা করি আমাতে জে করিবা আপন॥
মুনির বচন ব্রহ্মা সুনিয়া তখন।
আজ্ঞা দিলা কর তুমি পুথা রামায়ন॥
রামায়ন শ্রবনে পাতক দুর হৈব।
সংসারসাগর তরি বৈকুণ্ঠেত জাইব॥
ভবের দুর্ল্লভ জান রামনামখানি।
জে জনে জপএ তার জর্ম্ম নহে পুনি॥
এতে রামায়ন তুমি করহ প্রচার।
জে জনে সুনিব তার সর্গ্‌গে হয় বাস॥
এত জদি প্রজাপতি বোলিলা বচন।
সুনি হরসিত হৈলা বার্ম্মিকের মন॥
ব্রহ্মাকে প্রনাম তবে করিয়া তখন।
আপনার আশ্রমে মিলিলা তপধন॥
অবতারের পূর্ব্ব সাইট হাজার বছর।
রামায়ন বর্ন্নিলেক বার্ম্মিক মুনিবর॥
রাম অবতার মুনি করিলা প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে তারে গাইল কির্ত্তিবাস॥

শেষ,—

পরসুরামের ধনু রামে তুলি লৈলা হাথে।
বাম আঠু পৃষ্ঠে দিয়া গুন দিলা তাতে॥
রামে বোলে বান আমি ছাড়িমু নির্চ্চয়।
এই বান হনে কিবা ব্রহ্মবধ হয়॥
খেত্রিবংসে আমার জর্ম্ম তুমি ত ব্রাহ্মন।
তুমারে করিলু রক্ষা ব্রাহ্মন কারন॥
ত্রিভুবনে বের্থ নহে আমার সন্ধান।
কথাএ এড়িমু বান কহ মর স্থান॥
দেখিয়া পাইলা ভয় রাম দ্বিজবর।
জোড়হাথে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর॥
সংসারের সার তুমি অনাথের গতি।
তুমারে জনিব প্রভু কাহার সকতি॥
ত্রিলক্ষের নাথ তুমি সুন মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেবে তুমা ধ্যানে নাহি পায়॥
তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর।
বান মারি বন্দি কর মর সর্গ্‌গদ্বার॥
সর্গ্‌গবাসে জাইতে মর নাহি অভিলাষ।
তুমা দেখি মুক্ত হৈলাম এই সর্গ্‌গবাস॥
বৈকণ্ঠের পতি রাম জানে নানা সন্ধি।
পরসুরামের সর্গ্‌গদ্বার কৈলা বন্দি॥
সর্গ্‌গদ্বার বন্দি করি উঠিল আকাসে।
সর্গ্‌গদ্বার রুন্দিয়া আইল রাম পাসে॥
পুত্রের বিক্রম দেখি বোলে দসরথ।
পুনর্ব্বার জর্ম্ম হইল পরুসরামের হাথ॥
জত রাজা দসরথের আছিল সংহতি।
জোড়হাথে শ্রীরামরে করে নানা স্তুতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব খেত্রি পলায় জার ভয়।
হেন পরসুরামে পাইল পরাজয়॥
সমস্তে মিলিয়া তবে করে অনুমান।
মনুস্য না হয় রাম দেব ভগবান॥
বিদায় হইয়া রাম গেলেন তখন।
অপমান পাইয়া প্রবেসিলা তপবন॥
পরসুরাম জিনি রাম সানন্দিত মনে।
অজদ্ধাতে গেলা রাম সানন্দিত মনে॥
রথের পতাকা দ্ধজ দেখি সতে সতে।
সর্ব্বলোক চলি আইলা অনুব্রজি নিতে॥

বেলা অবসেসে প্রবেসিলা অন্তপুরি।
হরসিত সর্ব্বলোক অজদ্ধা নগরি॥
প্রতি ঘরে ঘরে লোকে করিলা মঙ্গল।
নানা নির্ত্ত গিত বাদ্য করে কুলাহল॥
সুভক্ষনে সিতা দেবি প্রবেসিলা পুরি।
তান রূপে দিপ্তি করে অজদ্ধা নগরি॥
জত ধন আনিছিলা অনেক প্রকার।
তারে দিয়া ভরিলেক সতেক ভাণ্ডার॥
চারি পুত্রবধু লৈয়া রাজা গেলা ঘরে।
সন্তুসিত হৈয়া রাজা সুখে রার্য্য করে॥
শ্রীরামের মৈদ্ধে রাজার কেবল সরিল।
না দেখিলে থাকিতে না পারে এক তিল॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখে ঘর করে।
কুন অর্থে চিন্তা তার নাহিক সংসারে॥
রার্য ভুগ করে রাজা পরম সন্তসে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥•॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা হৈলা সিতা।
অজদ্ধাতে বনে গেলা হারাইয়া সিতা॥

(ইহার পর পুথির অক্ষর অস্পষ্ট)

৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ৪, ৬—১৫৭, ১৬০—২০৯, ২১১—২১৪, ২১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুথি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মধ্য,—

জত জত মহারাজা হৈল সুর্য্যবংসে।
রঘুকে জিনিঞা কেহ পৃথিবি সা নাসে॥
ইন্দ্রকে জিনিঞা কির্ত্তি থুইল অনুমান।
রঘু হৈতে দিগুন সুর্য্যবংষের বাখান॥
অজ নামে মহারাজা রঘুর তনয়।
অজের নন্দন দষরথ মহাসয়॥
ইন্দ্র সম রাষ্য করে অজ নরপতি।
রানি মহাদেই তার নাম ইন্দ্রবতি॥
ইন্দ্রবতি কন্যা সেই বড়ই রূপিসি।
ত্রিনবিন্দু মুনির সাঁপে হইয়াছে মানুসি॥
চিত্রহারিনি নামে ছিল বিদ্যাধরি।
তৃনবিন্দু মুনির আগে নানা নৃর্ত্ত করি॥
কন্যা দেখি তপভঙ্গ হৈল মুনিবরে।
তে কারনে সাঁপ মুনি দিলাত সর্ত্তরে॥
সাঁপভ্রষ্টা হয়্যা তুমি জাহত পৃথিবি।
ভোজবংসে জর্ম্মি হবে অজের মহাদেবি॥
অজের সনে ক্রিড়া করিবে কথোক দিবসে।
পারিজাত দরষনে আসিবে স্বর্গবাসে॥
হেন ইন্দ্রবতি লয়্যা অজ ক্রড়া করে।
কথো দিনে গর্ত্ত তার রহিলা উদরে॥
বিষ্ণু অংশে জর্ম্ম হৈল বিষ্ণুতেজ ধরে।
দসরথ বলিয়া নাম থুইল পুত্রবরে॥
মহারাজা মহাদেবি পুষ্পবনে বুলে।
বছরেকের পুত্র দষরথ লয়্যা কোলে॥
নিদ্রায় দষরথ পুত্রে খাটে সোয়াইয়া।
দুইজনে ক্রড়া করে আনন্দ হইয়া॥
ক্রড়া করি শ্রমে নিদ্রা গেলা দুই জনে।
হেন কালে নারদ জান আকাষগমনে॥
বিনার অগ্রেতে ছিল পারিজাত মালে।
বায়ে উড়াইয়া মালা পেলে ভুমিতলে॥
অন্তরিক্ষে মালা পেলে কেহো নাঞি দেখে।
আচম্বিতে পড়ে মালা ইন্দ্রবতির বুকে॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল ইন্দ্রবতি হৈল সচেতন।
পারিজাত দ্রসনে গেলা স্বর্গভুবন॥

ইন্দ্রকন্যা ইন্দ্রবতি গেলা ইন্দ্রপুরি।
স্ত্রীর সোকে বিকল হৈল অজ অধিকারি॥
ইন্দ্রবতি ছাড়ি গেল রাজার অন্য নাঞি
মনে।
স্ত্রির সোকে অজ রাজা মৈল কথো দিনে॥
পুত্রে রাষ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নরপতি।
আদ্যকাণ্ড রচিল কিত্তিবাষ মহামতি॥
(পত্র ৯৩।২-৯৪।১)

৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১০½×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৭—১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। পুথি জীর্ণ ও খণ্ডিত; অক্ষর অস্পষ্ট।

মধ্য,-

ইন্দ্রে বোলেন মেঘগন সুনহ বচন।
দষরথের রাষ্যে গিআ কর বরিষন॥
ইন্দ্রের বচনে মেঘ করিল পয়ান।
কাল উচিত বিষ্টি করিল বিদ্যমান॥
ষম্পুর্ন হইল যস্য দষরথের দেষে।
হরষিত হইআ লোক অজন্মাতে বৈষে॥
কোন দুঃখ নাহি রাজার অধিকারে।
পরম ধার্ম্মিক রাজা সুখে রাজ্য করে॥
মৃগয়া করিতে গেল রাজা গহন কানন।
কোন জন্তুর সহিত রাজার নহিল দরষন॥
রাজা বোলে মৃগ পসু আছে বোনের
ভিতর।
বন বিচারন করে রাজা নৃপোবর।
মৃগের পদচিহ্ন দেখিআ দষরথে।
রাজা বোলে মৃগগন গেছে এই পথে॥
সেই পথে গেলা রাজা বোনের ভিতরে।
অন্দ মুনির পুত্র কলষিত লাগিছে জল
ভরিবারে॥
(পত্র ১৯।১)

ধনুক ভাঙ্গিতে ষব্দ হইল অতিষয়।
ষব্দ শুনি ষর্ব্ব লোক পাইল বড় ভয়॥
বশুমতি কম্পমান নদ নদি ষাগর।
তরাষ লাগিল গিয়া পর্ব্বতষিখর॥
অষ্ট লোকপাল আদি দেব রিষিগন।
ধনুর ষব্দে ভয়ঙ্কর হইল ষর্ব্বজন॥
ভয়ে পাইয়া দেবগন গেল ব্রাহ্মার গোচর।
আচম্বিত হইল কেনে মোহা ষরতর॥
এতেক উৎপাত গোষাঁঞি কিষের কারণ
হয়ে।
তোমা হতে হয়ে তর্ত্ত কহো মহাষয়ে॥
ব্রহ্মা বোলেন দেবরাজ সঙ্কা নাহি মোনে।
মহাষব্দ করিছেন রাম ধনুর ভাঙ্গনে॥
বিষ্ণু অবতার রাম জনকের ঘরে।
ভাঙ্গিয়া ষিবের ধনু মোহাষব্দ করে॥
ষর্গ মত্য পাতালে লাগিছে তরাষ॥
সুনিয়া দেবগণের হরিষ অপার॥
(পত্র ১১৮।২)

ভণিতা,—

ষর্ব্বসিদ্ধি করিয়া রাজা আইল আপন দেষে।
আদ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিৎ কির্ত্তিবাষে॥
পাত্র মিত্র হরষিত রাজার সন্তোষে।
সুস্ত হইল রাজা গাইল কির্ত্তিবাষে॥

৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৭। প্রতি ১—১১ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
গণপতি শিবা শিব সর[স্ব]তি মাতা।
লক্ষিনারায়ন বন্দ বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বাল্মিকে পুজিয়ে চরন।
জাহার প্রশাদে সুখে বাচে সর্ব্বজন॥
অবধানে যুন শবে হৈয়া একমন।
সুর্জ্যবংশের কথা অপুর্ব্ব কথন॥
ঋষি শৈল্য হতে মহানদী রামায়ন।
রাম সাগরেতে আশি হইল মিলন॥
অবিরথ সে অম্রিত পান করে বুধি।
দশরথ করে মাত্র ভুঞ্জ নিরাবধি॥
ইহার উপায় মনে হইল উদয়।
অনাআশে শুনে জেন রচিব ভাশায়॥
বামন হইয়া চাঁদে হাত বারায় জেমন।
ভেলা করি সমুদ্র পার হতে করে মন॥
সুর্জ্যবংশের কির্ত্তীক অশখ্য বর্ন্না।
তেমতি আমার হয় মনের বাশনা॥
তথাপি শিদ্ধান্ত কহেন মহামনি আদি।
একবার সে পদ স্মরন কর জদি॥
পঙ্গুতে লংঘায় গিরি বোবা কথা কয়।
বানরে সঙ্গিত গায় জাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্রপদ হৃদে করি ধ্যান।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ জেবা [এক] খান॥
সসাগরা পৃথিবীমুণ্ডল রাজ্য জার।
মুনি আদি বংশ কৃত্তি আছয়ে অপার॥
সগর নামেতে পুর্ব্বপুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কিত্তি রাখিলেন জিনি॥
জদি হয় ফনিপতি সমান রশনা।
ঈক্ষাকুবংশচরিত্র না হয় বর্ন্না॥
আমি অতি মুঢ়মতি না জানি ভজন।
কৃপা করি সুনহ কিঞ্চিৎ রামায়ন॥

সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আন্তকাণ্ড।
শুনিলে অদ্ভুত কথা অমিতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর আর বর্গ হয়।
মনোবাঞ্চা পুন্ন আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কৌশল্য নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরজুর তিরেতে সর্ব্বশর্য্য সমন্নিত॥
তাহার মধ্যে বিরাজিত অজোধ্যানগরি।
নয় ভাগ মধ্যে উদ্ধ অতি সোভা করি॥(?)
বিংশতি জোজন দির্ঘে প্রস্থেতে অদ্ধেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য হৈম্য আছয়ে অনেক॥
মনিবঞ্জে (মানবেন্দ্র) মনু পুর্ব্বে
করিলা নির্ম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তোমার সমান॥
সুবিভক্ত জলশিক্ত রেনু রাজপথে।
নানা বস্ত্র শোভে তথা রত্ন বিভুশিতে॥
গভীর পরিখা গড় নানা অস্ত্র জুত।
রথ গজ অশ্ব শৈন্য আছে কত সত॥
শর্ব্বত্র শমান শোভা সুমঙ্গল নিধি।
পুরির তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
সে পুরি পালেন নিত্ত দশরথ রাজা।
সুর্জ্যবংশে জন্মে রাজ্য সুর্জ্যে সম তেজা॥
ভুপাল জতেক আছে পৃথিবি ভিতর।
সুর্জ্যেবংশে রাজা সবার ঈশ্বর॥
মহারাজাপালিতা শে অজোধ্যে নগরি।
দেবেন্দ্র পালিত যথা দেবেন্দ্রের পুরি॥
মাতা পিতা নাহি রাজার ভাই শহদয়॥
কুলে শিলে ধর্ম্মে রাজা বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুন কি বলিতে জানি।
তার গৃহে নারায়ন জন্মিলা আপনি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ কএক পঙ্‌ক্তি বাল্মীকীর মূলের অনেকটা অনুগত (বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ)।

শেষ,—

অম্বরিশ নামে রাজা জন্মে শুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে ॥
জজ্ঞ করিবারে রাজা মনুশ কিনে আনে।
ইন্দ্র লুকাইয়া তারে রাক্ষে অন্য স্থানে ॥
জজ্ঞ সাঙ্গে সর্গে লবে ইন্দ্র অধিকার।
ত্রাশে জজ্ঞ নয় (নর?) ইন্দ্রে রাখে বারে বার ॥
মনুষ্য হারায়্যা রাজা জজ্ঞ করে কিশে।
মনুষ্য কিনিতে রাজা বেরায় দেশে দেশে ॥
দেশে দেশে বেরায় রাজা পাইয়া বহু ক্লেশ।
বষিষ্ট মুনির কাছে পাইল উদ্দেশ ॥
বিরাট নামেতে মুনি পরম পবিত্র।
দেবদোশে হইল মুনির দুশ্চরিত্র ॥
দইবের ঘটনে মুনি সদত দরিদ্র।
সংশার ভবনেতে জিবিকা অতি ক্ষুদ্র ॥
ত্রিন পুত্র আছে তার সর্ব্বলোকে জানে।
এক পুত্র কিনিবারে গেল তার স্থানে ॥
অম্বরিষ নাম মোর জন্ম সুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে।
এক লক্ষ্য সর্ন্নমুদ্রা দিবত তোমারে।
এক পুত্র দেহ জদি জজ্ঞ করিবারে ॥
মুনি বলে জেষ্ট পুত্র আমার ভক্ত বড়।
তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড় ॥

(ইহার পর পুথিতে আর তিন পঙ্‌ক্তি আছে)।

ভণিতা,—

কিত্তিবাশ ভনে সর্গে গেলেন শোদাশ।
আদ্রকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ ॥

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬১/৪ × ৫১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৬, ২৮—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্‌ক্তি খণ্ডিত।

আদি,—

আপদামপহন্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং ॥

শরঙ্গ রাগেণ গীয়তে।

বন্দহুঁ জানকিজিবন রাম।
শুর নর মুনিগন ভব চতুরানন
পূজিত পদনখ রাম ॥
শর্ব্বানির নন্দন বন্দ দেব বিঘ্নরাজ।
মহামনু জিন্যা তনু দেবের সমাঝ ॥
দিপচর্ম্ম পরিধান করে জাপ্যমালা।
তনুভাসে তিমির নাষে জেন চন্দ্রকলা ॥
বিচিত্র মুকুট সোভে সুগান্ধি চন্দন।
রম্য ফুলে অলি বুলে মধুর কারন ॥
খর্ব্ব তনু লম্বোদর চতুর্ভুজধারি।
অহন্নিসি মুখে সদা বলেন হরি হরি ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কহে বিনায়কের পায়।
বিষ্ণুভক্তি তুমি মুক্তি দিবে গণরায় ॥
স্বরসতি দেবি বন্দ পদ্ম আসনে।
গাইব শ্রীরামকথা বর সাধ মনে ॥
ত্রৈলক্যতারিনি মা তোমারে সভে পুজে ॥
তোমার দয়া হইলে বৈসি পণ্ডিতসমাজে ॥

গৌরিরাগেণ গিয়তে।

রঘুকুলে শ্রীপাদ রাম ধন্ন হয়ে।
ব্রহ্মা মহেশ জারে না পায় ধেয়ানে।
এমন দয়াল রাম ভজিব কেমনে ॥
নাসা আগে গজমতি তিলক কপালে।
কটিতে পিতবাস বোনমালা গলে ॥

চরনে নুপুর বাজে ঝুনু ঝুনু সুনি।
হরিল জগির জ্ঞান ধ্যান ছারে মুনি॥
পদনখ সোভা করে নিন্দিত কতো সসি।
দেখিয়া মোহিত হয় জোগি আর ঋসি।
ইন্দ্রের অমরাবতি কোন সুখ ফলে।
কতো ইন্দ্রপদ প্রভু চরনকোমলে॥
করুনার সাগর বন্দ বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাঞি॥
বন্দ পৃভু গৌরচন্দ করুণার সিন্ধু।
নবদ্বিপবাসি সচিসুত দিনবন্ধু॥

উদ্ধৃত অংশে 'শ্রীপাদ' ও 'বৈষ্ণব গোসাঞি' শব্দ পাওয়া যায় এবং গৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে। পদটিতে ভণিতা নাই।

মুনিত তপোষি জতো চরন সেবিয়ে।
মুক্ত পদ পায় তারা তোমার গুন গাইয়ে॥
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বশ্য সুদ্র চারি জাতি।
তোমার স্বরির হইতে সভার উৎপতি॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনি মহাসয়।
সভার আধার তুমি করুনা দয়াময়॥
পিপিলিকা আদি করে জতো জিব বৈসে।
কেহ তোমার ভিন্ন নহে সব
তোমার অংসে॥
গহন কানন আদি লতা পতা তরু।
তুমি পষু পক্ষী আদি সভাকার গুরু॥
তু[মি] শ্রীষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারন।
দুষ্টের দমন তুমি শ্রেষ্টের পালন॥
ভুভার খণ্ডায় প্রভু অখিলের পতি।
তোমার চরন বিনে আর নাহি গতি॥

মধ্য,—

হেন কালে নারদ মুনি জোড় কৈল হাত।
নিবেদন করি সুন অখিলের নাথ॥
গানের বিবাদ মোরা করে দুই জন।
ছোট বড় বুঝে তুমি দেহ নারায়ন॥
প্রভু বলেন আগে দোহে আলাপহ রাগ।
ছোট বড় এখনি পাইব তার লাগ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ আলাপিল।
চারি চরনে রাগ পুরিতে নারিল॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুর কৈল শ্রুতি।
ততধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গিল কারু ভাঙ্গিল মাথা।
প্রভুর চরণ ধরিয়া করিছে ব্যগ্রতা॥
প্রভু বলে সুন সুন দেব ত্রিলোচন।
তুমি কিছু গান কর সুনি সর্ব্বজন॥
জে আজ্ঞা বলিয়া শিব রাগ আলাপিল।
ছয় রাগ ছত্তিষ রাগিনি মুর্ত্তিমন্ত হৈল॥

(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

ইহার পর রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অনন্তর সদাশিবের সঙ্গীতালাপে নারায়ণ দ্রবময় হয়েন এবং তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ,—

বসিতে আনিয়ে দিল কুসের আসন॥
হেন কালে মুনি বলে সুন মহারীসি।
অন্তের আসনে মোরা কভু নাহী বসি॥
বিচিত্র আসনে তবে বসে সর্ব্বজন।
এইরূপে আনন্দে আছএ নারিগন॥
ফল এন্যা দিল মুনি বেস্তার অগ্রেতে।
খাও খাও বলিয়ে ডারাল জোর হাতে॥
বিষ্টু বিষ্টু বলে বুড়ি হাথ দিল কানে।
বিষ্টু না পুজিলে জল খাইব কেমনে॥
বিষ্টু না পুজিলে নহেত জল পান।
দেব অশ্চনা করিব মোরে দেহ স্থান॥

নানা দূর্ব্ব জোগাইয়া দিছে নারিগন।
ভাবট করিয়া বুড়ি পূজে নারায়ন॥
উপহার দির্ব্ব সব থুইল থরে থর।
বেদ নাহী জানে সুধ নারিছে অধর॥
হেনকালে নানা রঙ্গ করে নারিগন।
মধ্যে করো্য নিল সভে মুনির নন্দন॥
কেহ কেহ গিত গায় নানা রঙ্গ তালে।
ভাবট বুড়ির সাঙ্গ হইল হেন কালে॥
পূজা সাঙ্গ করো্য বুড়ি কৈল শঙ্খধ্বনি।
বুড়ি বলে মহাপ্রসাদ লহ এসে মুনি॥
পুশ্প মধু হাতে বলে সুন মুনিবর।
মোর দেসের ধর গঙ্গাজল মনহর॥
কুসাগ্রে বিন্দু জল করয়ে খেপন।
সহস্র জর্ম্মের হয় [পাপ] বিমচন॥
মুনিঞা ভকতি কথা মুনির নন্দন।
দেই পাই মুনিরাজ করয়ে ভক্ষন॥
মদক মধু দিয়ে তবে দিলেক মোহিনি।
নানা গান বাগু রঙ্গ নাচে মহামুনি॥
গাছের ফল বলে খাওায় সির্দ্ধের লাড়ু।
গঙ্গাজল বলে মধু খাওায় গারু গারু॥
মিষ্ট পাইয়া তুষ্ট হইল মুনিরাজের মুন।
প্রফল্লিত হই মুখ রাতুল লোচন॥
বির্দ্ধ বেউস্তা বলে মুনির হরিলাম মুন।
তোমরা জুবতি সব দেহ আলিঙ্গন॥
কেহ গায়(বায়?) কেহ নাচে কেহ গায় গিত।
সভায় পায়ে নুপর বাজে মুনি মুগলিত॥

৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৭×৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। হরূপের ছাঁদ অনেকটা পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

ব্রহ্মবধ দেখী ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্ন্যাসির বেসে ব্রহ্মা কৈল আগমন॥
নানা রত্ন ধন লৈয়া গেল ততক্ষন।
সেই তপোবনে দিয়া তাহার গমন॥
দেখিয়া মুনির পুত্র ধাইয়া আইল ডরে(রড়ে)।
দারুন মুসল আছে কান্ধের উপরে॥
* ব্রহ্মারে দেখিয়া মুনি হরসিত মন।
ইহারে মারিয়া আজি বিস্তর পাব ধন॥
মুনির কুমারে বোলে বধিব জিবন।
তোরে বধ করিয়া করি উদর ভরন॥
মুসল লইয়া জাএ ব্রহ্মা মারিবারে।
হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মা বোলে ধিরে ধিরে॥
ব্রহ্মা বোলেন সুন মুনির কুমার।
কোনখানে আমা তোমি করিবা সংহার॥
মুনিপুত্রে বোলে সন্ন্যাসি সুনহ বচন।
এইখানে তোমারে আমি বধিব জিবন॥
হেনকালে সন্ন্যাসি বোলে সুনহ বচন।
আমার চাপনে হবে জিবের মরন॥
সুনিয়া মুনির পুত্র লাগে চমৎকার।
সন্ন্যাসির তরে তবে বোলে আর বার॥
আপনে মরিবা তোমি তাতে নাহি মন।
তোমা বধ লাগীবেক কহত কারন॥
সন্যাসি বোলে মুনিপুত্র বলিএ তোমারে।
আমা তরে প্রানিবধ লাগীব তোমারে॥
সুনিয়া জে ভয় পাইল মুনির কুমার।
লক্ষ লক্ষ প্রানি আমি করিএ সংহার॥
ধন লইয়া আমি পুসি মাও জে বাপেরে।
বোল দেখি এ পাপ লাগে কার তরে॥

সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
ই সকল পাপ তোর হইব ঘটন॥
সন্ন্যাসির কথা সুনি বাল্মিক কোপে জলে।
মহাক্রোধ করি তবে সন্যাসিরে বোলে॥
স্ত্রি পুত্র পুসি আমি বির্দ্ধ মায় বাপ।
এত পুন্ন করি আমি কি করিব পাপ॥
সন্ন্যাসি বোলে ভাল কথা কহিলা আপনি।
স্ত্রি পুত্র মাও বাপ জিজ্ঞাস আপনি॥
তারা জদি হএ পাপ পুন্ন্যের জে ভারী।
তবে তোমারে আমি দোষ দিতে নারি॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিয়া আইষহ এখন॥
মুনির কুমারে বোলে বুজিল তোমা মন।
আমারে পাঠাইয়া তোমি পলাবে এখন॥
এড়াইতে চাহ তোমি এই সে কারনে।
প্রান লইয়া জাইবার এই আছে মনে॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র আমি সত্য করি।
সত্ত্য নাস হএ জদি এথান হোতে লড়ি॥
ব্রহ্মা বোলে এই মতে চল তোমি ঘর।
পাপ পুন্ন জিজ্ঞাসিয়া আইষহ সত্ত্যর॥
এতে সুনি চলিলেক মুনির কুমার।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বাপ নমস্করি বন্দে মাএর চরন।
সত্ত্য কথা মাও বাপ কহিবা এখন॥
পাপ পুন্ন করি আমি তোমা সব পুসি।
আর কোন দোসের জে আমি নহি দোসি॥
জত করি পাপ আমি তোমরা নি ভারি।
এই সব কথা আমি তোমাতে গোচরি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতরে।
তাহা বধ পাপ জত লাগে নি তোমারে॥
মাও বাপে বোলে পুত্র সুনহ বচন।
প্রানিবধ পাপ মোরে না লাগে কখন॥
গর্ভে ধরি স্তন দিয়া পুসিল তোমারে।
নানা কর্ম্ম করি তোমি পুসিবা আমারে॥
জত বধ কর বাপু তোমা সব দায়।
মাও বাপ বচনে সে হইল বিস্ময়॥
এতেক সুনিয়া তবে গেল অন্তয্পুরে।
আপনার ব্রাহ্মনিরে জিজ্ঞাসে সত্তারে॥
স্ত্রি পুত্র ঠাঞী তবে বোলে সিগ্রগতি।
আমা পাপ পুন্ন তোমরা হইবা সংহতি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতর।
তোমাতে নি কিছু লাগে কহত সত্ত্যর॥
ক্রোধ করি স্ত্রি পুত্রে বোলে মুনি তরে।
তোমা সম অবোদ জে নাইক সংসারে॥
মুনিপত্নি বোলেন করিয়া পরিহার।
আমার সরিয়ে নাই পাপের সঞ্চার॥
আমাকে জখন তোমি কৈলা পানিগ্রহন।
মোতে পাপ নাই লাগে কহিল এখন॥
স্ত্রি পুত্র কথা সুনি হইল চিন্তিত।
মাথাএ জে হানে সুনি লোটাএ ভুমিত॥
স্ত্রি পুত্রের কথাএ ত্রাষ পাইল মনে মনে।
কাতর হৈয়া গিয়া পড়ে সন্ন্যাসির চরনে॥
সন্ন্যাসিকে মুনিপুত্রে করে পরিহার।
কোন মতে হইবেক আ[মা]র নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলেন সুন মুনির কুমার।
রাম নাম জপিলে পাইবা প্রতিকার॥
মুনির কুমারে বোলে সুনহ সন্ন্যাসি।
ও বাক্য বলিতে আমি বড় ভয় বাসি॥
এতেক বলিল জদি মুনির কুমার।
সন্ন্যাসি বোলেন তোমি পাইবা নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলে জত বধ কর তপবনে।
তাহা কি বলিব আমি কহত এখনে॥
কাতর হইয়া মুনিপুত্র হাত করি জোড়া।
জত বধ করি গোসাই তারে বলি মরা॥

সন্ন্যাসি বোলে মরা জপিলে পাইবা পরিত্রান।
এত বলিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্ধ্যান॥

পূর্ব্ববঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থে 'নি'র ব্যবহার সাধারণ। উদ্ধৃত অংশে শকি-অর্থে 'নি'র প্রয়োগ দেখিয়াও অনুমান হয় যে, পুথিখানি পূর্ব্বাঞ্চলের।

পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। আরও আছে, দেশে ফিরিবার সময় জনক রামের নিকট সীতার কথা তুলিতে বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিয়া যান। ইহার পর,—

রাম লক্ষন বিস্বামিত্র এক ঠাঁই বসি।
সিতার জে কথা কহে বিস্বামিত্র রিসি॥
মুনি বোলে রাম লক্ষন বলি তোমা তরে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জনকের ঘরে॥
কন্যারূপ দেখিয়া জে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষি আসিছে আপনি॥
রামে বোলে মুনি জে বিস্বয় করি চিত্যে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জন্মীল কেমতে॥
মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।
জেমতে জন্মিল কন্যা বলিএ তোমারে॥
লক্ষির জনম সুন মিথিলা নগরে।
জেমতে জন্মিল লক্ষি মিথিলা নগরে॥
অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতি।
হিমাল [বে]য় তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়াএ লঙ্কার রাবন।
লক্ষিরূপ দেখিয়া হইল অচেতন॥
লক্ষিরূপ দেখিয়া জে রাবন মোর্চিত।
দেখিয়া রাবন রাজা ধরিতে নারে চিত॥
কামে অচেতন রাবন ধরিতে জাএ বলে।
রাবনের সাপ দিয়া সামাইল পাতালে॥
তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবন।
আমা লাগি হৈব তোর সবংসে মরন॥
মিথিলা নামে আছে দেস উত্যম সমাজ।
সেই দেসেত রাজা জনক মহারাজ॥
বার বৎসর চাস চসে আব্দ পরিমিত।
তবে যজ্ঞ করে রাজা সাস্ত্রের বিহিত॥
যজ্ঞ করিতে রাজা জজ্ঞভূমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা জাএত আকাসে॥
অন্তরিক্ষে জাএ কন্যা বাএ কাপড় উড়ে।
দেখিয়া জনক রাজা বির্জ্জ টলি পড়ে॥
সেই বির্জ্জে পৃথিবি হইল গর্ব্ববতি।
অজোনিসম্ভবা লক্ষি জন্মিলেক তথি॥
চাসভূমে কন্যা পাইল জনক মহারিসি।
পৃথিবি জে আলো করে কন্যা ত মানসি॥

ভণিতা,—

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
সম্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাষ॥

(পত্র ১৫।১)

৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট।

লক্ষ লক্ষ মুনি আসি অযোধ্যা পুরি।
যজ্ঞ করিবারে সবে বৈসে সারি সারি॥
ঋষ্যশ্রুঙ্গ মহামুনি শ্রুপ নিল হাতে।
যজ্ঞে ঘৃত দিল মুনি শ্রীফলের পাতে॥

দশরথ কৌশুল্যা আইল যজ্ঞস্থানে।
জোড়হাতে পুত্র বর মাগে দুই জনে॥
আচম্বিতে আকাশবানি স্থনি চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মিবেন রাবন করিতে সংহার॥
হেন বেলায় রাজায় তবে বলে সব মুনি।
পুত্র হইবে রাজা স্থন আকাশবানি॥
হেন কালে অঙ্গে রাজা দেখে সুলক্ষন।
দক্ষিন বাহু নৃত্ত করে দক্ষিন লোচন॥
এই মত দশরথ আসি যজ্ঞস্থানে।
বিধাতার নিবন্ধ হইবে জেমনে॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বৈশেন সভাস্থানে।
অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন সুমন্তের সনে॥
রার্জ্যভোগ আমি করিলাম অধিক কাল।
নানা অমঙ্গল আমি দেখিলাম জঞ্জাল॥
রক্ত সন্ধ্যা দেখি আমি দুই ······।
চালের উপরে গিধিনী উড়িছে ঘনে ঘনে॥
চন্দ্র সুর্য্য খসিয়ে পড়িছে আকাশে।
বিপরিত শব্দ স্থনি রা[ত] অবশেষে॥
দিন দুই প্রহরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বুড়ি।
রথ হতে পাড়ে আমায় গলায় দিয়ে দড়ি॥
আপনি পণ্ডিত আমি সকল শাস্ত্র জানি।
মরন নিকট আমার মনে অনুমানি॥
অন্ধ মুনির শাপ আমার না জায় খণ্ডন।
পুত্রশোকে [হবে] আমার নিকট মরন॥
জাবত শরিরে প্রান এ দেহেতে আছে।
রাম রাজা করি আমি জে হউক পাছে॥
ভরথ বিদ্যমানে রামে দিব ছত্র দণ্ড।
ইহাতে কেকুই আসি করে পাছে ভণ্ড॥
ভরথ পাঠায়ে দিব পড়িবার ছলে।
গিরিরার্য্যে থাকুক গিয়া হয়ে কুতুহলে॥
রাজা বলে শুনহ ভরথ শত্রুঘ্ন।
মাতামহোর বাড়ি গিয়ে পড় দুই জন॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন পাইবে বিস্তর।
বিদাই হইয়া জান দুই সহোদর॥
দুই ভাই চলি জান মাতামহো দেশে।
তবে দশরথ রাজা বসীলেন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর যুক্তি করে সুমন্তের সনে।
শ্রীরামেরে রার্য্য দিব এই আমার মনে॥
রামকে রার্য্য দিতে রাজা দৃঢ় কৈল মন।
নিবড়িল আগুকাণ্ড গিত রামায়ণ॥

এইখানে পুথি শেষ হইয়াছে; কিন্তু ভণিতা নাই। অন্যত্র ভণিতা এইরূপ,—

কীর্ত্তিবাস গাইল গিত আগুকাণ্ডের সার।
প্রথমে করিলেন রাম তাড়কা সংহার॥
(পত্র ১৬।১)

আগুকাণ্ডের গান কির্ত্তিবাস কন
শ্রবনেতে পাপ বিমোচন॥
(পত্র ২০।১)

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩৮—৫৫। একখানি পুথিই বিচ্ছিন্ন হইয়া ৮ ও ১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ৫৫।২ পত্রে আদিকাণ্ডের শেষ এবং অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরি।
আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি হৈল দেবপুরি॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিসন॥
জনককে ডাক দিয়া বোলে দেবগন॥

ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও দশরথের অরিষ্ট দর্শন অংশে ৯ সংখ্যক পুথির সহিত কিছু কিছু মিল আছে।

শেষ,—

রামের সত্রু কেকই রাজা এ সব জানে।
বিরলে জে জুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
ভরথ বিগ্যমানে জদি দেই ছত্র দণ্ড।
তবেত কেকই তরে হইব পাসণ্ড॥
ভরথ পাঠাইয়া দেই পড়িবার ছলে।
রাজগিরি থাউক গিয়া মাতামহ ঘরে॥
রাজা বোলে সুনহ ভরথ সত্রুঘন।
মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় দুই জন॥
বিভা জে করিয়া আইলা তারা নাহি জানে।
নমস্কার কর গিয়া তাহার চরনে॥
রাজাতে বিদায় মাগে ভরথ কুমার।
আজ্ঞা কর জাই মাতামহ দেখিবার॥
রাজা বোলে জায় পুত্র না করিয় ব্যাজ।
তোমি চারি ভাই বিনে সুন্য মোর রাজ॥
ঘোড়া হস্তি রথ দিল বহুমূল্য ধন।
বাপ ঠাই বিদায় হইয়া দুই জন॥
শ্রীরাম চরনে ধরি বোলেন ভরথ।
মাতুল দেখিতে আজ্ঞা কর মহাসত॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তর।
একই সরির জান চারি সহোদর॥
নমস্কার করি দুই চলিল হরিসে।
উত্তরিল দুই ভাই গিরিরাজ দেসে॥
মাতামহ বাড়ি গিয়া রৈল দুই জন।
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
কির্ত্তিবাস কবিত্ত্য জে অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত জে পোথা আগ্যকাণ্ড॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র অগ্যকাণ্ড সমাপ্ত॥
সুর্জ্জবংস জম্মকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজোধ্যা কাহিনি॥
স্বদয়হৃদয় রাম সর্ব্বলোকে দয়া।
সর্ব্ব কার্জ্জ সিদ্ধি হএ লৈলে পদছায়া॥
রাম রাজা হৈতে প্রজা আনন্দ বিসেস।
অজোধ্যার রাজ জুগ্য রাম হৃসিকেস॥
এতেক ভাবিয়া প্রজা গেল সিংহদ্বারে।
সুমন্তে জানাইল গিয়া রাজার গোচরে॥
সিংহদ্বারে আসিয়াছে জত প্রজাগন।
প্রজা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন॥
আজ্ঞা পাইয়া সাক্ষাতে আসিল প্রজাগন।

১১। রামায়ণ—আদকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১২¾×৬¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রথম দুই পত্র কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রামকল্পতরুতলে জে থাকে বসিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনি আশীয়া॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোঁওরনে হয় পাপ বিমোচন।
রাম রাম বল ভাই রাম বল মুখে।
অবস্ত জাইব দিন দুখ আর সুখে॥
সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আগ্যকাণ্ড।
সুনিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥
যাহাতে হইল গিত পোথা রামায়ণ।
যাঁহার প্রসাদে লোক সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যেবনের পুত্র বালম্মিক মহামুনি।
অগ্য করিয়া তারে সর্ব্ব লোক বানি॥
দষ সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
অনাগত করিল গিত মুহিল সংসার॥

নবম বিশেষ অধিবেশন

[৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত]

৪ঠা আষাঢ় (১৩২৯), ১৮ই জুন ; রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে ‘বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ’ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয়-রচিত “বঙ্কিম-বরণ” গান গীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই সমিতির এখনও ১১২৲ টাকা দেনা রহিয়াছে। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট এই অর্থের জন্য আবেদন জানাইলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে ৭০৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। দাতৃগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “বঙ্কিম বাবু স্বর্গ হইতে দেখিবেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত মন্ত্র জপ করিতে শিখিয়াছে।”

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	...	৫০০৲
শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্,	...	৫০৲
" যোগেশচন্দ্র বসু বি এল্	...	৫০৲
" প্রিয়নাথ গুহ	...	৫০৲
" শৈলেশনাথ বিশি	...	২৫৲
" সহায়নারায়ণ পাল	...	২৫৲
গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজ	...	৫৲
		৭০৫৲

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এবং সভাস্থ ব্যক্তিগণ পরিষদের নিম্নতলে আসিলে প’র সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় স্বরচিত “বঙ্কিম-বন্দনা” নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁহার জীবনীর আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সময় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে ঘোষণা করিলেন যে, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত দোয়াত প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী......" ইত্যাদি গান গাহিলেন।

'বসুমতী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব" পাঠ করিলেন।

তৎপরে বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা ৺সঞ্জীব বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবত-ভূষণ মহাশয় বলরাম দাস-রচিত "নিরমল বদন কমল বড় মাধুরী" ইতি শীর্ষক একটি বৈষ্ণবপদ গাহিলেন।

"আনন্দ-বাজার-পত্রিকা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় 'আনন্দমঠ' হইতে "মায়ের তিন মূর্ত্তি" পাঠ করেন।

অতঃপর "বন্দে মাতরম্" গীত হয়।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১০ই আষাঢ় (১৩২৯) ২৪এ জুন, শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ টা

[এই অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।]

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ ২৯শ ভাগ, পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২০শে (১৩২৮) মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি সভারম্ভে নেপালের শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং বক্তা শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের বিষয় উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে একশত চিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, কাব্য, ললিতকলা প্রভৃতির সহিত যে সকল শিল্পের সম্বন্ধ আছে, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্র বাবু সেগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া জানাইলে বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সময়াভাববশতঃ এই প্রবন্ধের বিশেষভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইবেন না। নেপালের শিল্পে মগধের ছাপ আছে বলিলে ঠিক সুবিচার করা হয় না। নেপালীরা উৎকৃষ্ট ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং গ্রন্থকার। অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ নেপালীরা রচনা করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১১ই আষাঢ় (১৩২৯), ২৫ এ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—(ক) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, (খ) রায় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ, (গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু এবং (ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্ণি মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

৪। উনত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন।

৬। উনত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। উনত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত এবং নেপাল হইতে আনীত তিনটি ধাতুমূর্ত্তি এবং কতিপয় মুদ্রা, (খ) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এফ্ এল্ এস্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি মুদ্রা, (গ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি বৌদ্ধস্তূপ, (ঘ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত একটি পিত্তলমূর্ত্তি এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুই খণ্ড ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-তহবিলের অর্থে প্রস্তুত—(ক) ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও (খ) ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়দ্বয়ের চিত্র। (২) একজন বন্ধুর প্রদত্ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি-এচ্ ডি মহাশয়ের তৈল-চিত্র। (৩) পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈল-চিত্র।

১১। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। এই সময়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় জানাইলেন যে, বঙ্গের অন্যতম সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গত রাত্রে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার

মৃত্যুতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ-সাহিত্যের তথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য সত্বরেই পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

২। শোক-প্রকাশ :—সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

(ক) আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্,
(খ) রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ
(গ) ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) বিজয়কৃষ্ণ বসু বি এ
(ঙ) সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্ এটর্ণি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন "সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। তাঁহার সহিত সাহিত্য-সভায় ও বেনেভোলেণ্ট সোসাইটিতে কাজ করিয়াছি। ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাসিমবাজারের মহারাজকে সুপরামর্শ দিয়া অনেক সাহিত্যিক কাজে উৎসাহিত করিতেন এবং অনেক সৎকাজ তাঁহার দ্বারা করাইয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ললিত বাবু একজন চরিত্রবান্ লোক ছিলেন, সেরূপ লোক আজকাল বিরল।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এখনও 'রমেশভবন' কেন নির্ম্মিত হইতেছে না। সম্পাদক মহাশয় ইহার উত্তরে জানাইলেন, 'রমেশভবন' সংক্রান্ত কার্য্যাবলী পরিষদের কর্ত্তৃত্বাধীনে হয় না, রমেশভবন-কমিটির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথাপি রমেশভবন-কমিটির অন্যতম সম্পাদকরূপে তিনি এ বিষয়ে যাহা জানেন, তাহা জানাইতে পারেন।" এই বলিয়া তিনি রমেশভবন-কমিটির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু বলিলেন, "রমেশভবন নির্ম্মাণের জন্য আনুষঙ্গিক আবেদন করপোরেশনে পাঠান হইয়াছে। কোন কোন আইনঘটিত অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, কার্য্য বেশী অগ্রসর হয় নাই; আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই আমরা রমেশভবন মূর্ত্ত দেখিব।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের গ্রন্থাবলী-ভুক্ত শব্দকল্পতরুর অপর খণ্ড কবে বাহির হইবে? তদুত্তরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, "সত্বরই এই বই বাহির হইবে।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে

কোন্ শ্রেণীর বই সদস্যগণ পাঠের জন্য লইয়া যান। সম্পাদক মহাশয় তদুত্তরে জানাইলেন যে, এ বিষয়ে তিনি পত্র লিখিলেই সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৭।২৮ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় লেখাপড়া চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষাকে Second language করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

"মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিগত ২৭ বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পরিষদের সে চেষ্টাকে সফলতা-মণ্ডিত করিয়াছেন, এই সংবাদে পরিষৎ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা ঐ পদ্ধতির অনুমোদন করুন।

"এই প্রস্তাবের অনুলিপি পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব মহোদয়গণকে প্রেরণ করা হউক।"

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, গতবর্ষে কতিপয় সদস্য বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁ লেভি মহাশয়কে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে তাঁহাদের এই প্রস্তাব পরিষদের সমস্ত সদস্যের নিকট প্রেরিত হয়। সুখের বিষয়, সদস্যগণের নির্ব্বাচনে পরিষৎ ডাঃ সিলভেঁ লেভি (Dr. Sylvain Levi) মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে পাইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত চারি জন সহায়ক-সদস্যের স্থিতিকাল এই বার্ষিক অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, এই সম্বন্ধে আলোচনার পর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইঁহাদিগকে পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ইঁহারা আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
" আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ
" বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

তৎপরে শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে লিখিত নবনির্ব্বাচিত সাধারণ সদস্য-তালিকা পাঠ করিলেন। তাঁহারা যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় উনত্রিংশ বর্ষের জন্য সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত ২০ জন সভ্যের এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত ৬ জন শাখার প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যের নাম পাঠ করিলেন।

সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

২। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি

৩। „ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি

৪। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্

৫। „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

৬। „ রায় জলধর সেন বাহাদুর

৭। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

৮। „ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

৯। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

১০। „ মৃণালকান্তি ঘোষ

১১। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

১২। „ ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১৩। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

১৪। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৫। „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ

১৬। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি

১৮। „ রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ

১৯। „ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (লণ্ডন), এফ্ আর এস্ ই

২০। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)

শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (গৌহাটী)

২। „ ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ (বর্দ্ধমান)

৩। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ (নদীয়া)

৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

৬। " হরিহর শাস্ত্রী (কাশী)

৭। উনত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনসম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত নামগুলি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই,
এফ্ আর এ এস্, এম্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্
সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই,
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্

৩। " রায় জলধর সেন বাহাদুর

৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্নি

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

৭। শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ

৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক— " মন্মথমোহন বসু এম্ এ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি

প্রস্তাবক—সভাপতি
সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহকারী সম্পাদকগণ—

১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

৩। " হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

৪। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

৫। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

৬। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

সমর্থক— " সতীশচন্দ্র মিত্র

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী

সমর্থক— " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

সমর্থক— " হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

অনুমোদক—{ রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

সমর্থক— " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্,

" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ

সমর্থক— " হেমচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী-পাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada'-kartas" and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c. the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four Indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Lierature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent colletion of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য ও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৸৹ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অনুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালক বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত ঃ—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয় ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত", চৈত্র ১৩২৬

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ... বর্ণনা-কৌশল এক জন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly servicable to those who are interested in Brindaban—its past history and present pos'tion."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vade-macum; to the stay-at-home reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1910.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৷৷৹
পরিষদের সদস্যপক্ষে—১৸৹
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩,১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে

*১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ॥০, ১৲
(অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)
*২। শ্রীভাস্কর দাসের রসমঞ্জরী
*৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
*৪। ছুটিখানের মহাভারত
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ৵০, ।০
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী /১০, ৶০
*৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল
*৮। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল
*৯। ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী
*১০। গৌরপদতরঙ্গিণী ২৲, ২৲
*১১। কাশীপরিক্রমা
*১২। নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ
*১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব
*১৪। কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম /০, ৵০
১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ ১৲, ১।০
*১৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা
১৮। শঙ্কর ও শাক্যমুনি /০, ৵০
*১৯। নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি
*২০। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র
*২১। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ
*২২। মিলন্দপঞ্হো
*২৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা
*২৪। বিদ্যাপতির পদাবলী ৩৲, ৪৲
২৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস ৩৲, ৩॥০
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস ২॥০, ২॥০
২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস ॥৵০, ॥৵০
*২৮। শতপথ-ব্রাহ্মণ
*২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু
*৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর
৩১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ৶০, ।৵০
৩২। মায়াপুরী ৵০, ।০
৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ॥০, ১৲

*৩৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
৩৫। কবি হেমচন্দ্র ॥৵০
৩৬। রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)
৩৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ২।৵০, ৪৶০
৩৮। শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড) ৩৷৵০, ৫॥০
*৩৯। মহিলা-ব্রতকথা
*৪০। রাসায়নিক পরিভাষা
৪১। কল্কিপুরাণ ॥৵০, ১।০
৪২। জ্যোতিষ দর্পণ ১৲, ১।০
৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ ॥/০, ১৵০
৪৪। দুর্গামঙ্গল ॥০, ১৲
৪৫। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ২৫৲, ৩০৲
*৪৬। চণ্ডীদাসের পদাবলী ২৲, ৩৲
৪৭। তীর্থ-মঙ্গল ।৵০, ॥৵০
৪৮। মৃগলুব্ধ ৶০, ।/০
৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি ৵০, ৶০
৫০। পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড) ২।০, ৩।০
৫১। সয়ফুল গোতাফরীণ
৫২। মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০, ।০
৫৩। তীর্থভ্রমণ ১৲, ১॥০
৫৪। গঙ্গামঙ্গল ॥০, ৸০
৫৫। বৌদ্ধগান ও দোহা ৩৲, ৩৲
৫৬। ধর্ম্মপূজা-বিধান ॥০, ৸০
৫৭। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা ৸০, ১৲
৫৮। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ২৲, ২॥০
৫৯। জ্ঞানসাগর ।৵০, ॥০
৬০। সারদামঙ্গল ॥০, ৸০
৬১। নেপালে বাঙ্গালা নাটক ১৲, ১।০
৬২। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস ।০, ।৵০
৬৩। ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড) ৩৸০ ৫।০
৬৪। গোরক্ষবিজয় ॥০, ৸০
৬৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস ॥৶, ৸৵০
৬৬। সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, ২।০
৬৭। মনোবিজ্ঞান ১৲, ১॥০

দ্রষ্টব্যঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

ঊনত্রিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:০:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

—:০:—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	চণ্ডীদাস ...	... মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই-ই, এম্ এ	১২১
২।	নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি	... শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই	১৪৭
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	... ...	১৭-৩২
৪।	বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ	... ...	১—৪০
৫।	মাসিক কার্য্য-বিবরণ	... ...	৭—১৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩৷১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি

চণ্ডীদাস

এতক্ষণ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধেরা যে গান লিখিয়াছেন, সেই কথাই বলিতেছিলাম। এখন হিন্দুদিগের বাঙ্গালা গানের কথা বলিব। এই সকল গানের প্রধান কবি, 'কবি চণ্ডীদাস'। তিনি যেমনি প্রধান, তেমনি প্রাচীন। তাঁহার গানের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা আগে বুঝিতে হয়। তাই আমরা এখন বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

বিষ্ণু বেদের দেবতা। তিনি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্য। তিনি তিন পা দিয়া জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার এক পা উদয়াচলে, এক পা অস্তাচলে, আর এক পা ঠিক মাথার উপরে। আমরা এখনও যে বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি, তাঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকি। পুরাণ-কর্ত্তারা বিষ্ণুকে ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। সে ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সুতরাং পৃথিবী পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক বার অবতার হইতে হইয়াছে। যখনই যখনই প্রজা উৎপীড়িত হইয়াছে, তখনই তিনি অবতার হইয়াছেন। তাঁর অবতার অসংখ্য। তাহার মধ্যে দশটী প্রধান। এই দশের মধ্যেও আবার বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ—ইঁহাদেরই অধিক উপাসনা হয়। কৃষ্ণের উপাসনা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ লইয়াই মহাভারত, কৃষ্ণ লইয়াই হরিবংশ; কৃষ্ণ লইয়াই ভাগবত। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে রাধার কথা নাই। কতদিনে যে কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইংরেজী প্রথম শতকে অন্ধ্র বংশে হালা বা শালিবাহন নামে একজন রাজা হন। তিনি মহারাষ্ট্রী ভাষায় সাতশত আদিরসের গান সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের নাম এক জায়গায় পাওয়া যায়। তাহার পর বহু দিন ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ প্রাচীন হইলেও, তাঁহাদের উপাসনা যে বেশী পরিমাণে প্রচলিত ছিল, বোধ হয় না।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ নামে একখানি আধুনিক পুরাণ আছে, এখানিতে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা আছে। সুতরাং উহা শঙ্করাচার্য্যের পরের লেখা, অর্থাৎ ইংরেজী আটশত সালের পরের লেখা। এখানি আধুনিক বলিবার আর একটী কারণ আছে। আমাদের অষ্টাদশ মহাপুরাণ বেশ প্রাচীন, উহার মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ একখানি। নারদপুরাণে এই প্রাচীন অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া আছে, সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেরও বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু সে পুরাণের সঙ্গে এখন যেখানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়া চলিত আছে, তাহার সঙ্গে একেবারে মিল নাই। এখানি পাঁচটী খণ্ডে ভাগ করা। শেষটী শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। উহাতে প্রথম হইতেই রাধার কথা। রাধা বৈকুণ্ঠেও বৈকুণ্ঠেশ্বরী। সেখান হইতে শ্রীদামের শাপে তাঁহাকে মানুষী হইয়া বৃন্দাবনে জন্মাইতে হয়। কৃষ্ণও তখন কংসাসুর বধের জন্য অবতার হইতেছিলেন। তাঁহাকেও যে কারণে বহুকাল বৃন্দাবনে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে

জানেন। এইখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। সে মিলনও একরূপ অদ্ভুত। নন্দরাজা এক দিন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া গরু বাছুর চরাইতে মাঠে গিয়াছিলেন, হঠাৎ দেবতারা সন্ধ্যার সময় ঝড় বৃষ্টি তুলিয়া দিলেন। নন্দ মহাফাঁফরে পড়িলেন। ছেলে লইয়া বাড়ী ছুটিয়া যাইবেন, সে যো নাই। সব গরু বাছুর মাঠে, এদিকে ছেলেও কাঁদিয়া উঠিল। এ সময়ে নন্দ দেখিলেন, রাধা সেখানে উপস্থিত। তিনি ছোট ছেলেটীকে রাধার কোলে দিয়া বলিলেন, তুমি একে বাড়ী পৌঁছিয়া দাও। রাধা কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বাড়ী যাইতেছেন, পথে কৃষ্ণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মনোহর যুবাপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া রাধার কাছে প্রেমভিক্ষা করিলেন। ঠিক সেই সময় ব্রহ্মা আসিয়া দু'জনের বিবাহ দিয়া গেলেন। তাহার পর যা হইবার, তাহাই হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই গল্পটী লইয়া মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

সুতরাং জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বেশ জানিতেন। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই রাধাকে প্রচার করিয়াছে এবং এ গল্পটী আর কোথাও পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি (অথবা যে বইখানি বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া ছাপাইয়াছেন) মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম "খণ্ড"। প্রথম পালাটীর নাম "জন্মখণ্ড"। এখানেও প্রথমেই আকাশে দেবসভা হইয়াছে। কংসের জন্য সৃষ্টি-নাশ হইতেছে, সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মার কথায় দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া কংস বধ করিবেন, স্বীকার করিলেন এবং একগাছি কালো এবং একগাছি সাদা চুল দিয়া বলিয়া দিলেন,—বসুদেবের ঘরে দৈবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণের জন্ম হইবে, তাঁহারাই কংসকে নাশ করিবেন। নারদ আসিয়া কংসকে সে কথা বলিয়া দিয়া গেলেন। কংস প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার ভগিনী দৈবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই, তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ছ'টী শিশু মারা যাওয়ার পর, সাদা চুল দৈবকীকে দেওয়া হইল। তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইলে, বলরাম বিমাতা রোহিণীর গর্ভে গিয়া রহিলেন, প্রকাশ করিয়া দিলেন, দৈবকীর গর্ভপাত হইয়াছে। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, কেমন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যোজাত মেয়েটীকে লইয়া দৈবকীর আঁতুড়ে রাখেন, সে কথা সকলেই জানেন। কংস যখন সেই মেয়েটীকে পাথরের উপর আছড়াইয়া মারিয়া ফেলে, তখন সে কন্যা আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল,—

তোমারে মারিবে যে।
গোকুলে বাড়িছে সে॥

এই যে মহামায়ার কথা, ইহা কিন্তু কোন রাগে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল অতি প্রাচীন ভাস কবির 'বালচরিত্র' নামে নাটকে। চণ্ডীদাস এ কথা কোথায় পাইলেন, জানি না।

কৃষ্ণ যখন গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন, তখন দেবতারা পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মীকে বৃষভানুর কন্যা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন এবং অভিমন্যু নামে একটা নপুংসকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই অভিমন্যুই আয়ান ঘোষ বা আইহান। একে লক্ষ্মী আসিয়াছেন, তাহাতে নপুংসকের স্ত্রী হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতে তাঁহার ধর্ম্মমত আর কোন বাধা রহিল না। রাধার শাশুড়ী রাধার মায়ের কাছে গিয়া তাহার পিসীকে লইয়া আসিল। সেই রাধার অভিভাবক হইল, তাহার নাম বড়াই বুড়ী। সেই রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বড়াইয়ের রূপ বর্ণনা,—

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূঙ্গি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
মাহা পুট নাশাদণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি মুলে দুঈ কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কাশ্মীরের কবি দামোদর ইংরেজী অষ্টম শতকে 'কুট্টনীমত' নামে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে কুট্টনীর যে বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা ঠিক সেইরূপ। মিথিলার কবি জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বর্ণনরত্নাকরেও কুট্টনীর ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধিকার বয়স এগার বৎসর হইলে, রাধিকার শাশুড়ী দই, দুধ, ঘি ও ঘোলেতে পসরা সাজাইয়া বড়াইয়ের সাথে রাধিকাকে মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে পাঠান। একদিন বড়াই পথে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া বুড়ী বড়ই ফাঁফরে পড়িল। সে বনের মধ্যে দেখিল, কাহারা গরু চরাইতেছে। বুড়ী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার নাতিনী রাধাকে দেখিয়াছ? কৃষ্ণই গরু চরাইতেছিলেন, তিনি বড়াইয়ের কাছে রাধার পরিচয় লইলেন। তাহার রূপবর্ণনা শুনিলেন। তার পর বলিলেন, তুমি যদি রাধার সঙ্গে আমার ভাব করাইয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি রাধার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কৃষ্ণ বড়াইয়ের হাতে পান সাজিয়া দিলেন এবং রাধিকার জন্য অনেক ফুল ও ফল ভেট পাঠাইলেন এবং দূর হইতে দেখাইয়া

দিলেন, ঐ বকুলতলাতে রাধা বসিয়া আছেন। বুড়ী সেখানে গিয়া খানিক কথাবার্ত্তার পর কৃষ্ণের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন এবং কৃষ্ণের ভেট তাহাকে দিলেন।

এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥

* * *

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের নন্দন গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥

বড়াই অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই রাধাকে রাজী করিতে পারিল না, তখন কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, রাধাকে লইয়া বড়াই মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যাইবে এবং দান লইবার ছলে তিনি রাধিকার নিকট অনেক টাকা কড়ি চাহিবেন এবং না দিতে পারিলে একটু জোর জবরদস্তি করিবেন। ইহার নাম 'দানখণ্ড'। এ বইয়ের দানখণ্ড খুব লম্বা। এই দানখণ্ডেই কৃষ্ণ ও রাধার কথাবার্ত্তায় কবি বেশ বাহাদুরী করিয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—আমি তোর মামী, তোর গুরু লঘু জ্ঞান নাই। আমার বয়স অল্প, আমি তোর অত খোসামুদে কথা বুঝি না—আমার স্বামী আছে, শাশুড়ী আছে, শ্বশুর আছে; আমি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বউ, আমি ইচ্ছা করিলে কংস রাজাকে বলিয়া দিয়া তোকে খুব জব্দ করিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি তার দই দুধ সব ছড়াইয়া দিলেন এবং তার যত সখী ছিল, তাহাদের সকলের জন্য অনেক টাকা দান চাহিয়া বসিলেন। দান না দাও, আমি যা বলি, তাই কর। রাধিকা বড়াইয়ের কাছে নালিশ করিল। বড়াই কৃষ্ণের দিকে টানিয়াই কথা কহিল,—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥
এত্তেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস॥ ১॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণেঁ্য জাওঁ বিকে মথুরা নগর॥ধ্রু॥
নাগর শেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী।

আধিক পীড়এ ষবেঁ ভুখিল ভষলে ।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমল মুকুলে ॥২॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝী ।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে ।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥৩॥
রতি কথা সখি মুখে না শুণীলোঁ কানে ।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥৪॥

কৃষ্ণ কোন কথার উত্তর না দিয়া কেবল রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ও তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কথনও কথনও পুরাণ হইতে পরস্ত্রীগমনের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কথনও কথনও 'আমি যে ত্রিদশের নাথ, আমি কত বড় বড় কর্ম্ম করিয়াছি; আমি তোমার কংস রাজাকে ভয় করি না'—ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

একবার রাধা বলিলেন,—

সুণহ (মোর বচন)   নটক টেন্ডন কাহ্ন
কেহ্নে কর অপমানকে বাটে ।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ   তোর কিবা ভাত খাওঁ
ন মানসি কংস রাজ পাটে ॥

কৃষ্ণ জবাব দিতেছেন,—

হইএ আহ্মে দামোদর   মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে ।
মারিবোঁ কংস আসুর   তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পরিবাএ তোরে ॥

রাধার জবাব,—

হঅ গরু রাখোআল   বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ ।
তোহ্মে বাটে-মাহাদাণী   মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলে জাণাবিবোঁ রাজাএ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

রাধা হে তোর   বলে ভাও ভাঁগিআঁ।
সকল দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ ।

দানখণ্ডে জোর জবরদস্তি করিয়া কৃষ্ণ আপনার অভিলাষ পূরণ করিলেন। আর এক দিন রাধিকাকে নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেন। রাধিকা যখন বুঝিলেন, কৃষ্ণের দশা এইরূপ, তখন তিনি এক দিন রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি আর এ পসরা বহিতে পারি না, বড়াই আমার জন্য একটা মজুর আনিয়া দে। বড়াই কৃষ্ণকে আনিয়া দিল। আবার কৃষ্ণ ও রাধিকার কিছু গালাগালি হইল, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়া লইলেন। আর এক দিন রাধিকা ভয়ানক রৌদ্রে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কি করেন, তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া দিলেন। পুস্তকের যে খণ্ডে এই সকল ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'ভারখণ্ড' ও 'ছত্রখণ্ড'। তাহার পর 'বৃন্দাবনখণ্ড'।

এ বার রাধা বড়াইয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়। বড়াই বলিল, মথুরাতে পসরা লইয়া চল। শাশুড়ী অমনি আর যাইতে দিবে না; তুমি এক কাজ কর, আমার সখীদের শাশুড়ীদের কাছে যাও। আমার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ক্ষেপাইয়া দাও; বল, আইহনের মা রাধাকে মথুরায় যাইতে দেয় না, তাই কোন্ গোয়ালিনীর মথুরায় যাওয়া হয় না। তারা বড়লোক, সব করিতে পারে; দই দুধ না বেচিলে তোমাদের সংসার কিসে চলিবে?—এই কথা শুনিয়া সব বুড়ী গোয়ালিনী রাগিয়া রাধার শাশুড়ীর কাছে বলিল,—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ এক মতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব॥
এ বোল শুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা সভার পাএ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর॥

পরদিন সকাল বেলা সব সখীরা একত্র হইয়া বিচিত্র সাজগোজ করিয়া—

দধি দুধ ঘৃত ঘোল সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা॥

* * * *

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে।
তখনে হাসিআঁ বুলিল সভাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মণেঁ সুখ পাই॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে॥

রাস্তার যাইতে যাইতে বড়াই বলিতে লাগিল, কানাই এখন বড় ভাল ছেলে হইয়াছে। সে আর বাটদান, হাটদান, ঘাটদান কিছুই চাহে না। কেবল লোকের উপকার করে। যে সব লোক হাটে যায়, তাহাদের ফুল ফল দিয়া সন্তুষ্ট করে এবং সঙ্গে করিয়া যমুনার ধারে পৌছিয়া দেয়। অতএব তোমরা তাহাকে আর ভয় করিও না। সে এখন বড় ভাল লোক হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সব গোয়ালিনীর ইচ্ছা হইল, বৃন্দাবনের ফুল ফল কিছু ভোগ করে—

বৃন্দাবনের ফুলে সন্ধার হইল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

সময়টা বসন্তকাল। মলয় পবন বহিতেছে, কিন্তু বৃন্দাবনে সব ঋতুই বিরাজ করিতেছেন, সকল ঋতুর ফুলই সেখানে আছে। সম্বৎসরের যত ফল ফুল—সবই বৃন্দাবনে পাওয়া যায়। গোয়ালিনীরা সেই ফুলের লোভে সব বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া গেল। কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়াই বলিলেন,—

শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার॥

রাধা বলিলেন,—আমি ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে অনেক সখী আসিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। ইহারা যেন আমার নিন্দা করিতে না পারে।

সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে॥
তোর মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার মনের কথা টানিয়া বলিয়াছ।

ষোল সহস্র তোর সখিগণ॥
সন্ধার তোষিব আহ্মে মন॥
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপী সমাজে॥

এই বলিয়া কৃষ্ণ সকল সখীদের কাছে বলিলেন,—এই তোমাদের অভয় দিলাম, তোমরা যত পার ফুল ছেঁড়, ফল খাও। যখন দেখিলেন, ফুল উঁচায় রহিয়াছে, একজন পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে —পারিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে কোলে লইয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন, সে আপন হাতে ফুল

পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইল। গোপীরা যে যেখানে বেড়াইতেছে, কৃষ্ণ তাহাদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নানা রসরঙ্গ করিতে লাগিলেন।

খণেক গুণিল কাহ্নে।
ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে॥
আনেক হয়িআঁ তখনে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে॥

ইহারই নাম রাস। চণ্ডীদাস রাস শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সে শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন এবং জাঁকালো রাসমণ্ডপ করিয়া সেখানে কৃষ্ণকে কেলি করাইয়াছেন। কৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া গোপীগণের সহিত কেলি করিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ হঠাৎ দেখিলেন, রাধিকা নিকটে নাই। তখন তিনি সব দেহ সংহার করিয়া আবার এক কানাই হইয়া গোপীগণকে ছাড়িয়া রাধিকার কাছে গেলেন। রাধিকা গোপীগণের প্রতি স্নেহ দেখিয়া মান করিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণ যাইবামাত্র তিনি বলিলেন,—

ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোএঁ
আপণে আপণ দোষে॥

* * *

যে পর পুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সরূপেঁ জাণিলোঁ তোরে।

* * *

শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ
কে নাহি উপহাসে॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণের বড় ভয় হইল। তিনি রাধিকার মান ভঞ্জনের জন্য বলিতে লাগিলেন,—

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে ছুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঅঁা লোভে।
পরতেখ তোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥
মদন বাণে দগধ ভৈলোঁ
তোর অকারণ মাণে।
বদন কমল মধুপান দিঅঁা
রাখহ মোর পরাণে॥
যবেঁ সর্তো কোপ কয়িলে
তবেঁ মোরে হান নয়ন বাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন করিআঁ
অধর দংশ দশনে॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষণ
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
আধরে কোকনদ রূপে।
মদন বাণে কৃষ্ণক রঙ্গিরে
হএ তোর আনুরূপে॥
এ তোর কুচ শোভে মণি (মাল)
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থল কমল চরণে॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণ পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥
পালাউ আহ্মার মদন বিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড় চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তাহাতেও রাধার মান ভাঙ্গিল না। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তোমার সখীরা আমার বৃন্দাবনের সব গাছ ভাঙ্গিয়াছে, ডালপালা ভাঙ্গিয়াছে; আমি তোমার কাছ হইতে ইহার দাম তুলিয়া লইব।

রাধা বলিলেন,—বাঃ, তুমি খোসামদ করিয়া আমাকে এখানে আনিলে, সখীদের বন দেখাইলে; তাহাদের অভয় দিলে—এখন তুমি আমার কাছে দাম চাও? এ তোমার বড় কুচরিত!

কৃষ্ণ বলিলেন,—আমি তোমায় আনি নাই। তুমি রাজপথে মথুরায় যাইতেছিলে, অস্তব্যস্ত হইয়া আমার বৃন্দাবনে কেন আসিলে? আর আমার এই ক্ষতি করিলে? আমি অনেক যত্নে বৃন্দাবন তৈরী করিয়াছি, সব নষ্ট করিয়া দিলে! এইরূপ কচাল করিতে করিতে অনেকক্ষণে রাধার মান ভাঙ্গিয়া গেল, রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হইল। দুইজনে নানারূপ কেলি করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কালিয়দমনখণ্ড। এ খণ্ডে রাধার কথা নাই। তাহার পর, যমুনাখণ্ডে জলকেলি, তার পর হারখণ্ড, কৃষ্ণ রাধিকার হার ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, রাধিকা যশোদার কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। তাহার পর বাণখণ্ড। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণের রাগ হইয়াছে, তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাধাকে পায়ে ধরাইব, তবে ছাড়িব: শেষে হইলও তাই। তাহার পর বংশীখণ্ড। কৃষ্ণের বাঁশী রাধা চুরি করিলেন এবং অনেকক্ষণ 'চুরি করি নাই' বলিলেন, তার পর বাঁশী দিয়া

তাঁহার সহিত ভাব করিলেন। তার পর, রাধার বিরহ। কৃষ্ণ এখন বেশ যুৎ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর রাধাকে চাই না। রাধিকার বড় অনুতাপ হইল, তিনি বলিলেন,—

শিশুকালে আহ্মে মতি ভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞির থানে ॥
বিনয় বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞি আন মোর থানে ॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করি মোরে দেউ দরশনে ॥

দূতী বলিলেন,—

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে।
এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥

বড়াইর অনুরোধে অনেক কষ্টে কৃষ্ণ একবার দেখা করিতে রাজী হইলেন। তিনি রাধাকে আসিতে বলিলেন। রাধা আসিলে দুই জনে কেলি করিলেন। তার পর, কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া রাধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এই সুযোগে রাধার মাথাটী নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া রাধা দেখিলেন, কৃষ্ণ নাই। তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন; বার বার বড়াইকে পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের আর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। বড়ু চণ্ডী-দাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল।

এই বইখানি যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ছাঁচে ঢালা, কিন্তু কৃষ্ণের জীবনসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সঙ্গে ইহার অনেক তফাৎ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা বৈকুণ্ঠেই ছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীদামের শাপে তিনি পৃথিবীতে আসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইলে, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন আয়ান ঘোষের নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই, পুরাণকারেরা এই সকল কথা লিখিয়া কৃষ্ণরাধার প্রেমটা দম্পতী-প্রেমরূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব অংশেই বামনাইটা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের বইয়েও সব দিক্ রক্ষা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বামনাই করিয়া নয়। নারায়ণ যেমন দুইগাছি চুল দিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণ ও বলরামরূপে অবতার হইব, অমনি দেবতারা সাধ্যসাধনা করিয়া লক্ষ্মীকেও পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন, সেই লক্ষ্মীই রাধা। কবি তাঁহাকে আইহনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। আইহন নপুংসক। সুতরাং—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পতি ক্লীব, সুতরাং রাধা অনায়াসেই অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। কবি তাঁহাকে কৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিয়া ধর্ম্মটা কোনরূপে বজায় রাখিলেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন পুরাণের মতে নন্দ রাজা করাইয়া দেন। কিন্তু বড়ু বড়াইয়ের হাতে পান ও ফুলের ডালি দিয়া কৃষ্ণই যে মিলনের জন্য ব্যাকুল, তাহা দেখাইয়াছেন। রাধিকা প্রথম সে পানডালা ফেলিয়া দিলেন, বড়াইকে এক চড়ও মারিলেন। কিন্তু বড়াই তাঁর মায়ের পিসী, সুতরাং বড়াইকে তাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পুরাণের মতে কৃষ্ণরাধিকা দেবতা। তাঁহাদের সব কার্য্যই শাস্ত্রসঙ্গত ও দেবতাদের মতই জাঁকালো। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে একজন গোয়াল, আর একজন গোয়ালিনী। গোয়ালিনী মথুরার হাটে দই দুধ বিক্রয় করিতে যায়, আর কৃষ্ণ তাহা কাড়িয়া খান আর রাধিকার উপর নানারূপ অবৈধ উৎপীড়ন করেন। দু'জনেরই কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মতিগতি গোয়ালাদেরই মত। তাঁহারা যে ঝগড়া করেন, সেও গোয়ালাদের মত।

পুরাণের রাস খুব জাঁকালো। কিন্তু রাসের আগেই বস্ত্রহরণ। বড়ু চণ্ডীদাসে রাসের পর কালিয়দমন, যমুনাখণ্ড বা জলকেলী ও বস্ত্রহরণ। পুরাণের রাস এইরূপে আরম্ভ হয়,—গোপীরা সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকে পতি পাইবার আশায় পার্ব্বতীর পূজা করে। পার্ব্বতী বর দেন, তিন মাস পরে মধুমাসে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করিবেন। কৃষ্ণ এই তিন মাস ধরিয়া রাসমণ্ডপ খুব করিয়া সাজাইলেন। গোপীরা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিঃশঙ্ক ও কামমোহিত হইয়া রাসমঞ্চে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, রাধিকাকে সঙ্গে লইয়া রাসমঞ্চ ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ রাধিকাকে লইয়া ভ্রমণ করিলেন ও সেখানে বিহার করিলেন। সকলের শেষে মলয়পর্ব্বতের উপরে গিয়া রাধাকে নানারূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাস—রাসই নয়। তিনি রাস শব্দই ব্যবহার করেন নাই। সেটা একটা গয়লা-গয়লানীর ব্যাপার। তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। পুরাণে রাসের মধ্যে মান নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসে মান কিছু চড়া। রাধিকা নিজেই বলিলেন, আমার শাশুড়ী দুরন্ত; আমার স্বামী দুরন্ত; তোমার আমার কুৎসা পাইলে লোকে আর কিছু চায় না। সুতরাং তুমি আমার সখীদের আগে ঠাণ্ডা কর, সন্তুষ্ট কর; তাহাদের অভিলাষ পূরণ কর। কৃষ্ণ যখন তাহা করিলেন, তখন রাধিকা ভাবিলেন, ভালরে ভাল, আমি স্বামী ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে আসিলাম, আর তাহার এই ব্যবহার। সে আমার সাম্‌নে আর পাঁচ জনকে লইয়া কেলি করিতে লাগিল। যাক্‌, আমি কৃষ্ণকে চাই না। কৃষ্ণ অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, পায় ধরিলেন; তাহাতে হইল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তোর সখীরা বৃন্দাবন ভাঙ্গিয়াছে, তোকে দাম দিতে হইবে, নহিলে তোকে বাঁধিয়া রাখিব, তখন রাধিকা ঝগড়ায় হারিয়া কৃষ্ণের কথায় রাজী হইলেন।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" আরম্ভ হইয়াছে বসন্তবর্ণন লইয়া। তাহার পর গোপীদের সহিত রাস। তাহা দেখিয়া রাধিকার মান। উভয় পক্ষে দূতী পাঠান। কৃষ্ণ রাধিকাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। রাধিকা অত্যন্ত দুর্ব্বল, আসিতে পারিলেন না। কৃষ্ণই আসিলেন এবং তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া পায় ধরিয়া, তাঁহার মান ভঞ্জন করিলেন।

জয়দেবের যতগুলি গীত আছে, এই পায়েধরার গীতটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী,—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং ॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

ইহার পর সখীরা আসিয়া রাধিকার মান ভঞ্জন করিয়া দিল ও তাঁহাদের মিলন হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা জানিতেন। তাঁহার মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ভাব তিনি ঐ পুরাণ হইতেই লইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মান নাই। মানভঞ্জনও নাই। জয়দেব এ মানভঞ্জনের কথা পাইলেন কোথায়? বলিবে তাঁহার নিজের রচনা। কিন্তু নিজের রচনা হইলেও ইহার মূল ত কোথাও আছে। বোধ হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ডই তাহার মূল। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল, জানি না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাস, মান ও মানভঞ্জন, বড়ু চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড মাত্র। দুইএরই আরম্ভ বসন্ত-বর্ণন লইয়া। তাহা হইলে কি মনে হয় না যে, জয়দেব এই মানের কথা বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে লইয়াছেন? তিনি উচ্চ অঙ্গের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষা-কবি। বলিতে গেলে একরকম মেঠো কবি। জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ

লোকের জন্য পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে, সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিস ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয়, ঠিক জানেন। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বড়ু চণ্ডীদাস, এই দুইজনকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন। জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" এই গানটীর সহিত বৃন্দাবনখণ্ডের "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে" এই গানটী মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডীদাসের গানটী জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেন না, জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেন না। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপ্‌ড়িগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সৃষ্টির পর ওরূপ পাপ্‌ড়িগুলি কোন কবিই সাহস করিয়া লিখিতে পারেন না।

বসন্ত বাবু বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি ছাপাইয়াছেন এবং ছাপাইবার জন্য বেশ খাটিয়াছেন। নিজের মত কোন জায়গায় জাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই; অন্ততঃ তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি কিছু করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরেজী সনের। এবিষয়ে দুই মত নাই। রাখাল বাবুও স্বীকার করিয়াছেন, ১৪ শতকের লেখা; আরও সকলে স্বীকার করিয়াছেন। ১৪ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আমরা এ পর্য্যন্ত এই ১৫০ বছরের হাতে লেখা সংস্কৃতই হউক বা বাঙ্গালাই হউক, কোন পুথিই আজও পাই নাই। এই ঘোর অরাজকের সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিবেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা। বোধ হয়, লক্ষ্মণ সেনের সময়ই এই বইখানি রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া বাঙ্গালায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই শৈব বল্লাল সেনের ছেলে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব হইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব কবি জয়দেবকে খুব আদর করিলেন। কাশ্মীর দেশের একখানি জয়দেবের পুঁথিতে লেখা আছে—লক্ষ্মণ সেনই জয়দেবকে 'কবিরাজ' এই আখ্যা দিয়াছিলেন। জয়দেব যখন গীতগোবিন্দ লেখেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবের বই সকল পড়িতে এবং আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল—সে পুথি বাঙ্গালাতে হউক বা সংস্কৃতেই হউক। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তিনি কতক লইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে, আর কতক লইয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুস্তক হইতে। বলিবে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে সব কথা নাই, বড়ু চণ্ডীদাস সে সব কথা পাইলেন কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সে কালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন। কারণ, তাঁহার শ্রোতা সাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কৃতে বিশেষ বিজ্ঞ নহেন। পুরাণ বামনাইএর দিক্ হইতে তার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন, জয়দেবও সংস্কৃতকবির দিক্ হইতে তাহার অনেক ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে—বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিতে।

এ দেশের লোকের সংস্কার যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পূর্ব্বে রাধার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। সে সংস্কারটী ভুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হালা সপ্তশতীতে রাধার নাম আছে এবং সেখানে কৃষ্ণের নামও আছে। উহার ৮৯ শ্লোকে আছে ;—

"মুহমারুএণ তং কহ্ণ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণঁ বল্লবীণং অগ্নাণঁ বি গোরঅং হরসি॥"—গাথাসপ্তশতী ১।৮৯

ইহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা।— মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজং (-চক্ষূরাগঃ) রাধিকায়া অপনয়ন্। এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি। সৌভাগ্যগর্ব্বখণ্ডনাৎ।

রাধার চক্ষে গরুর পায়ের ধূলা লাগিয়াছে। কৃষ্ণ ফুঁদিয়া সেই ধূলা বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে এই সমস্ত গোপী এবং অন্য যে সকল আছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব নষ্ট হইল।

সুতরাং এখানে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কথাই বলা হইল ; কতকটা রাসের কথাও বলা হইল। *"এই সকল গোপীর"* অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ-রাধার সম্মুখে ছিল ; ইহা হইতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ অনেকগুলি গোপী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় সেখান দিয়া কতকগুলি গরু চলিয়া যায় তাহাতে রাধার চোখে ধূলা পড়ে। কৃষ্ণ আদর করিয়া নিজের মুখে ফুঁ দিয়া সে ধূলা ঝাড়িয়া দেন। তাহাতে 'অন্য গোপীদের' আমি কৃষ্ণের বড় প্রিয়া বলিয়া যে অভিমান ছিল, সে অভিমানটা কাটিয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখানে অনেকগুলি গোপী ছিল এবং কৃষ্ণ সকলকে লইয়াই কেলি করিতেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ বইখানি ইংরেজী ৬৯ সালের লেখা। সে সময় হইতেই তাহা হইলে কৃষ্ণরাধার প্রেমের কথা চলিয়া আসিতেছিল এবং বোধ হয়, রাসের কথাও চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল কথা ক্রমে ১২ শতক পর্য্যন্ত খুব বিস্তার হইয়া পড়ে। বড়ু চণ্ডীদাস সেগুলিকে জড় করিয়া তাঁহার বই লেখেন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতে জয়দেব রাস এবং মানের কথা পান।

এতদিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি ; বামুনের ছেলে। তিনি বাসুলী দেবীর পূজারী। বাসুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। রজকিনী মন্দিরের পেটিনী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট ঝুঁট দিত।

বিদ্যাপতির সাথে চণ্ডীদাসের দেখা হইয়াছিল। দু'জনেই দু'জনার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের দেখা হয়,তখন চণ্ডীদাসের বয়স বেশী ; বিদ্যাপতির বয়স অল্প। চৌদ্দ শতকের মাঝখান হইতে পনর শতকের মাঝখান পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কথাই মিছা বলিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পরস্পরের দেখাশুনার কথা উড়াইয়াই দিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই—চণ্ডীদাস ত এ কথা বলেন না, বিদ্যাপতিও এ কথা বলেন না। বলেন, তাঁহাদের চারি শত বৎসর পরের নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাস। সুতরাং উহাতে বিশেষ আস্থা করিবার কোন কারণ নাই'। ভুল বলিবার আরও এক বিশেষ কারণ আছে। চণ্ডীদাস যদি বিদ্যাপতির সহিত দেখা করিতে যান,

তিনি পশ্চিম মুখে যাইবেন এবং বিদ্যাপতি পূর্ব্ব-মুখে আসিবেন। তাহা হইলে গঙ্গাতীরে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গঙ্গা নান্নুর হইতে পূবে। সুতরাং ও কথাটা অগ্রাহ্য। নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। নীলরতন বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও সে কথা নাই; আছে, নীলরতনবাবুর "রাগাত্মিক" পদাবলীর মধ্যে। নীলরতন বাবু সেগুলিকে "রাগাত্মিক" বলিয়াছেন, কিন্তু সেগুলিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলির ভাষা, ভাব-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, বড়ই একেলে। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এদেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটীও টিঁকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী রজকিনীও টিঁকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষা-শেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল; না, ওখানি তিনি নিজে লিখিয়াছিলেন? পূর্ব্বে লেখা ত সম্ভবই নয়, তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য দু'খানা পুস্তক লিখিবেন কেন? একখানা ছাপিয়াছেন বসন্ত বাবু, আর একখানা ছাপিয়াছেন নীলরতন বাবু। একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানার ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর একখানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, দশ বার জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল বড়ু চণ্ডীদাসের বইএর গানের সঙ্গে একটী গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস দু'জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, তাহার অনেকগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহায়" আছে। আবার অনেকগুলি জয়দেবেও আছে। দ্বিজ-চণ্ডীদাসের রাগরাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। দু'চারটী যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতকগুলি আবার বড়ই বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও দু'জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এক চণ্ডীদাসকে ভাঙ্গিয়া দুই করিতে বাঙ্গালী কি রাজী হইবেন? বড়ু চণ্ডীদাস বলিতেছেন, আমার নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদে এক জায়গায়ও অনন্তের নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস আবার কোথাও রামী রজকিনীর নাম করেন নাই। পদ দু'জনারই; দু'জনেই গান লিখিয়াছেন। একজন কৃষ্ণলীলার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয় কতদূর লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার জন্মখণ্ডে ও কালিয়দমনখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা নাই। কিন্তু সে প্রেম ছাড়া নীলরতন বাবুর একটী পদও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস গানে গানে কৃষ্ণের সব কথাই লিখিয়াছেন। গানের মধ্যে তিনি যে পূতনাবধ করিয়াছিলেন, যমলার্জ্জুন বধ করিয়াছিলেন, শকটাসুর বধ করিয়াছিলেন—সে সব কথা আছে। তিনি যেন গান

সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণের একটী ইতিহাস লিখিয়াছেন। নীলরতন বাবুর বইখানি কতকটা কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা। তাঁহার চণ্ডীদাস ইতিহাসের কথা বলেন না। কেবল প্রেম, আর কেবল রাধা। এ ভেদ হইবার কারণও বোধ হয়, চণ্ডীদাস দুই জন। একজনের সময় এধরণের কীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। আর একজনের সময় কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে জীব গোস্বামী "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামে একখানি অলঙ্কারের বই লেখেন, সেই সময় হইতেই রাগ, রস ভাব লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বড়ু চণ্ডীদাস ইহার অনেক আগে। তাঁহার পুথিতে রাগ, রস, ভাব লইয়া গান বা পদ সাজাইবার কোন চেষ্টা নাই। যে সব চণ্ডীদাসের পদ নীলরতন বাবু ছাপাইয়াছেন, তাহাতে কতক কতক সে ভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা ছিল। নীলরতন বাবু কিন্তু নূতন কীর্ত্তনের ধরণে সেগুলি সাজাইয়াছেন। রসাস্বাদনের পক্ষে বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পক্ষে তাহাতে, একটু মন্দ হইয়াছে। এ চণ্ডীদাসের সময়টা উজ্জ্বল-নীলমণির আগে হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে একটু কষ্ট পাইতে হয়। তিনি যে ভাবে পুথিগুলি পাইয়াছিলেন, সে ভাবে ছাপাইলে বোধ হয়, ইতিহাসকারের পক্ষে একটু সুবিধা হইত।

যদি চণ্ডীদাস দুই হন, তাহা হইলে দু'জনের এক জায়গায় মিল আছে। দু'জনেই বাসুলী দেবীর ভক্ত। বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীকে আয়ী বলিয়াছেন। আয়ী শব্দে তিনি কি বুঝিতেন, জানি না, উহা বোধ হয়, "আর্য্যা" শব্দের অপভ্রংশ। অনেক জায়গায়, মাকে আয়ী বলে। রাজপুতনায় আয়ীপন্থ বলিয়া এক ধর্ম্ম আছে। মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজারা যখন মাড়ুতে রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিখাডাবির ঘরে একটী ছোট সুন্দর মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাকে সকলে আয়ী বলিয়া ডাকিত। আয়ী মানে মা। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার নাম আয়ীপন্থ। বাঙ্গলায় আয়ী বলিতে দিদিমা বুঝায়। অনেক জায়গায় প্রপিতামহীও বুঝায়। চণ্ডীদাস বাসুলীকে কি বলিতেন, জানি না। তিনি আপনাকে বাসুলীর গণ বলিয়াছেন, বাসুলীর গতি বলিয়াছেন, গতি শব্দের অর্থ চেলা। বৌদ্ধদের মধ্যে একথাটা খুব চলিত এবং এখনও চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি বাসুলীর বরে এই বই লিখিতেছেন। তাঁহার ভণিতার পর গানে আর কৃষ্ণরাধার কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে উপদেশ দেন। তিনি আয়ী, গতি বা গণ, এই সব শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাসুলীর নাম স্থানে স্থানে করিয়া থাকেন, কিন্তু বড় বেশী নয়। এক বাসুলীর চেলা হইলেও দুইজনের মধ্যে বেশ একটু তফাৎ আছে।

এখন দেখিতে হইবে বাসুলী কে? এতদিন লোকের সংস্কার ছিল, বাসুলী ও বিশালাক্ষী এক। তিনি নিত্যাদেবীর সহচরী। নিত্যাষোড়শী নামে এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের। তাঁহার ষোলজন সহচরী ছিল। ষোল জন সহচরী-সুদ্ধ নিত্যার মন্দিরও বাঁকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে। বাসুলী তাঁহার এক সহচরী। কিন্তু তিনি মানুষী, কি দেবী, বুঝা গেল না। তিনি যদি নিত্যার আদেশে চণ্ডীদাসকে একটী চড় মারিয়া থাকেন, তবে তিনি মানুষী। সে কালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত। বাসুলী তাহাও হইতে পারেন। তিনি বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপুজার

বিধিতে ধর্ম্ম ঠাকুরের যত আবরণ-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন, বিশালাক্ষী। একজন আছেন, বাসুলী। সুতরাং দু'জনে এক হইতে পারেন না। বাসুলীর নমস্কারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমায়, পটে, খোলায় খাবরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকার টাউন হলের পাশে এক চণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি আছে। উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন। বড়ু অনন্ত এই চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়। এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডিদাস, আদি চণ্ডীদাস—এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁরা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁরাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক্ সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪।১৫ শতকে; তার পরও হয় ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন, অর্থাৎ তিনিই প্রথম চণ্ডীর দাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটী বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া একজন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা পাতা পাওয়া যায়। তাহাতে লেখা আছে, চণ্ডীদাস একদিন গৌড়ের বাদশাহের বাড়ী কীর্ত্তন করিতে যান। তাঁহার কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়। বাদশাহের এক বেগম এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গান শুনিবার জন্য চণ্ডীদাসের বাসায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার হাবভাবে বোধ হয়, যেন তিনি চণ্ডীদাসের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। বাদশাহ তাঁহাকে বারম্বার নিষেধ করেন, তুমি ওখানে যাইও না। কিন্তু বেগম সাহেব তাহা না শুনিয়া পুনরায় চণ্ডীদাসের কাছে গেলেন। বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত রাগিয়া হুকুম দিলেন, চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া, হাতী খুব জোরে চালাইয়া দাও। এইরূপে তাহার চিত্র-বধ হউক। ঠিক সেইরূপই করা হইল। হাতীকে খুব জোরে চালান হইল। হাতীর পিঠে কাছি দিয়া চণ্ডীদাস খুব শক্তরূপে বাঁধা ছিলেন। হাতী চলায় কাছির ঘেঁষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। তিনি মরিয়া গেলেন। হাতীকে অনেক দূর জোরে দৌড় করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃত দেহ বাদশাহের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। রামী রজকিনী নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দেখিতেছিল। এমন সময় বাদশাহের বেগম আসিয়া হঠাৎ চণ্ডীদাসের বুকের উপর পড়িলেন এবং দেহত্যাগ করিলেন। রামী রজকিনী বেগম সাহেবকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করিয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এ কথা সত্য কি না, জানা যায় না। সত্য হইলে এক জন চণ্ডীদাস যে বাঙ্গালার স্বাধীন

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে খুব বড় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করিতে হয় এবং এ বাদশাহ কে ছিলেন, তাহারও সন্ধান করিতে হয়। প্রথম ইলিয়াশসাহী বাদশাহেরা খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তাঁহারা যে কীর্ত্তন শুনিবেন, এ কথা মনে হয় না। রাজা গণেশের বংশধরেরা মুসলমান হইলেও তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলাল উদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পৌত্র মহম্মদ শা কয়েক বৎসর বাজালায় বাদসাহী করেন। ইহাদের কাহারও রাণী বা বেগম কীর্ত্তন শুনিয়া ভুলিতে পারেন। তাহা হইলে চৌদ্দ শতকের শেষ অর্দ্ধেক হইতে ১৫ শতকের প্রথম অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত একজন কীর্ত্তনীয়া চণ্ডীদাস ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে হয়। তিনি রামী রজকিনীকে আপনার নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি নীচ সংসর্গে মিশিয়াছি।

তাহা হইলে মোট মীমাংসা হইল, বড়ু চণ্ডীদাস লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তাঁহার বই লেখেন এবং জয়দেব তাঁহারই বই হইতে অনেক ভাব ও কথা লইয়াছিলেন। আর দ্বিজ চণ্ডীদাস কেবল গান করিয়া বেড়াইতেন, খেয়ালমত গান বাঁধিতেন—রীতিমত কোন বই লিখিয়া যান নাই।

এখন ভাষা দেখিতে হইবে। কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০ এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন। জয়গোপালের হস্ত হইতে সে রামায়ণখানি রক্ষা করিয়া প্রাচীন হাতে লেখা পুথি দেখিয়া হীরেন্দ্রবাবু তাহার অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছাপাইয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতও এই সময়ের লেখা। এই মহাভারত, রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে এক বলিয়াই বোধ হয়। যা ভেদ দেশভেদে। চণ্ডীদাসের বাড়ী পশ্চিমবঙ্গে, কৃত্তিবাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট, বিজয় পণ্ডিতের বাড়ী ফরিদপুর বা বরিশালে। দেশভেদে যেটুকু ভেদ হয়, ততটুকু ভেদই আছে। 'আপাতদৃষ্টিতে' শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ, এই সকল পুস্তকের দুরূহ পদসমূহের সূচি নির্ম্মাণ করিয়া বা ইহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনা করিয়া দেখি নাই, দেখিবার সময়ও নাই। যদি কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন, অত্যন্ত বাধিত হইব এবং তাহার ফল যদি চণ্ডীদাসকে অধিক প্রাচীন বা অধিক নবীন করিয়া তুলে, তাহতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কিন্তু বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার মতই। তবে দেশভেদে ও কালভেদে যতটুকু তফাৎ হইবার, তাহা হইয়াছে। তিনি ঐ সকল দোহা ও গান হইতে যে কেবল অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক কথাও লইয়াছেন। তাহা ধরিয়া দেওয়া বিশেষ কঠিন নহে। বৌদ্ধগানের মধ্যে চাটিলের নামটী সকলের চেয়ে নূতন। কারণ, চাটিলের নাম আমরা আর কোথাও পাই নাই। সিদ্ধপুরুষদের নামের ফর্দ্দেও পাই নাই। তেঙ্গুরের ক্যাটেলগেও পাই নাই। বর্ণনরত্নাকরেও পাই নাই। তাঁহার গানের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার বেশ মিল আছে। কাহ্নুপাদের ভাষার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে। তবে কাহ্নুপাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, চাটিলের বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গেই হইবে। সুতরাং বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস দু'জন হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিতেছিলাম, তাহাতে সহজিয়া ভাবের একেবারেই উল্লেখ করি নাই—

কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণলীলাটী যে হিন্দুর সহজিয়া ভাব, সে কথাটী আমি অনেক জায়গায় বলিয়াছি। সহজিয়ারা যে জিনিষটী নিজের দেহের উপর লইয়া আসে, হিন্দুরা সেটা কৃষ্ণের উপর অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেবতা মানেন। বৌদ্ধেরা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য পাইতে চান। দেবতা হইতে চানও না, পারেনও না। সুতরাং সহজিয়ারা যে মহাসুখ আপনি উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, হিন্দুরা সেই মহাসুখে কৃষ্ণরাধাকে মগ্ন দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আপনাকে সে সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা সিংহাসনে নিত্য বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের বিহারের উপকরণ জোগাইতেছে। আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া কৃষ্ণরাধার মহাসুখের প্রতিভাস দেখিতে পাইব এবং তাঁহাদের সেবায় রত থাকিব অর্থাৎ নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব, এই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য আর একরূপ। তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন এবং অনন্তকাল তাঁহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া থাকিবেন ; দুই একেবারেই থাকিবে না। বৌদ্ধদিগের অধিকাংশ চর্য্যাপদেরই উদ্দেশ্য এই। বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব কৃষ্ণ রাধিকার উপর সেই জিনিষটী অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ী কোথায় ছিল, জানা যায় না, কিন্তু জয়দেবের বাড়ী কেন্দুলী ছিল। কেন্দুলী অজয় নদীর ধারে। সেনপাহাড়ী অর্থাৎ সেন রাজাদিগের প্রাচীন রাজধানী হইতে বেশী দূরে নয়। সহজিয়ারা আজিও দলে দলে পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে জয়দেবের ঘাটে স্নান করিতে আসে এবং প্রতি বৎসর ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, উনিও ত আমাদের গুরু। আগে বোধ হয়, শুদ্ধ হিন্দু সহজিয়ারাই কেন্দুলীতে আসিত। বৌদ্ধেরা আসিত না। কিন্তু বৌদ্ধেরা এখন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছে ; মনে করে, আমরাও হিন্দু এবং কেন্দুলীতে বছর বছর আসা তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু একটু বেশী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেই তাহারা বলে,আমরা দেবতা মানি না। আমরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ বলিয়া মানি, কৃষ্ণকেও মহাপুরুষ বলিয়া মানি। আমাদের দেবতা, আমাদের সাধন ভজন এই দেহে। তাহারা কেন্দুলীতেই যায়, চৈতন্যসম্প্রদায়ের আর কোন তীর্থস্থানে বড় একটা যায় না। কিন্তু হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস বোধ হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া শেষে পাকা সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন। কারণ, নীলরতন বাবু কৃষ্ণলীলার ৭৬৩ পদের পর রাগরাগিণীশূন্য যে কতকগুলি "রাগাত্মিক" পদ দিয়াছেন, তাহা পুরা সহজিয়া। সেই জন্যই বোধ হয়, গৌড়ের বাদশাহের বেগম সাহেব—হয় ত তিনি কোন সহজিয়া ঘরেরই মেয়ে হইবেন—দ্বিজ চণ্ডীদাসের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাকাল

(নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—১৪৭ পৃষ্ঠা।)

নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি *

কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে যে তিনটি পিত্তল-মূর্ত্তি আনিয়া পরিষৎ-চিত্রশালায় রক্ষা করিবার জন্য উপহার দিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিটিই উল্লেখযোগ্য। এ তিনটির এইটিকেই প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়; মূর্ত্তিবিদ্যা হিসাবে ইহার মূল্যও যথেষ্ট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনটিই তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এগুলি আধুনিক।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয়

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ কেহ নাকি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি মূর্ত্তি-বিদ্যা সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাকে মহাকাল ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এই মূর্ত্তিটি এত সাধারণ শ্রেণীর মহাকাল যে, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার তিব্বতীয় অভিধানে মহাকাল বুঝাইতে,এই শ্রেণীর মহাকালের বর্ণনাযুক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ—

গোন্‌পো ছক্‌ ঠুক্‌ পা (Mgon-po phyag-drug-pa)

Mgon-po = নাথ; phyag-drugpa = ছয় হাতযুক্ত।

জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে শাস্ত্রী মহাশয় আগামী এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন না। ততদিন অপেক্ষা না করিয়া, এ সম্বন্ধে একটু-আধটু আলোচনা করা অবৈধ নহে বিবেচনা করিয়া এবং আপনাদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-হিসাবে আমার মন্তব্যটি পূর্ব্বেই প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। আমিও তাঁহার মতামত জানিবার জন্য সোৎসুক অপেক্ষা করিব।

মূর্ত্তিটির লক্ষণ

মূর্ত্তিটির স্বরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার লক্ষণ-গুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ইহা ষড়্‌ভুজ, দ্বিপদ এবং একশীর্ষ; গণেশমূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়ন, বৃত্তোগ্রলোচন, ঊর্দ্ধকেশ, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত, জ্বালামণ্ডলাবৃত, দ্রংষ্ট্রাকরাল, শ্মশ্রু-গুম্ফ শোভিত। ছয়টি হস্তে যে প্রহরণ বা লাঞ্ছনগুলি বিদ্যমান, তাহাদের যথাক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

দক্ষিণহস্ত—ডমরু, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী; বামহস্ত—নরকপালযুক্ত ত্রিশূল, পাশ, নরকপাল।

মূর্ত্তিটির গলদেশে হৃদয়াকৃতি নরমুণ্ডমালা লম্বমান, দক্ষিণ জানুর উপর ব্যাঘ্রমস্তক বিদ্যমান; এই ব্যাঘ্রের চর্ম্মই মহাকাল পরিধান করিয়া আছেন; জ্বালামণ্ডলের নিম্নে ৫০টি মুণ্ডে গঠিত মাল্য শোভমান। মস্তকে পঞ্চ-কপাল ও পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি লাঞ্ছন

---

* ১৩২২৷৩০শে পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মূর্ত্তিটির স্বরূপ-দ্যোতক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। পদগ্রন্থি ও মণিবন্ধে সর্প, নূপুর ও সর্পবলয়, গলদেশে সর্পহার। পদদেশে বিরাজমান গণেশমূর্ত্তির দুই হস্ত—দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রাযুক্ত, বামহস্তে লড্ডুক রহিয়াছে ; এ মূর্ত্তির মুকুটও পঞ্চশীর্ষযুক্ত।

একখানি আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের এক বর্ণনা পাইয়াছি ; ইহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটির বিশেষ মিল আছে। পুথিটির নাম ধর্ম্মকোষসংগ্রহ। ইহার কথা ক্রমশঃ বলিব। বর্ণনাটি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত ; ইহা এই—"এক-বক্ত্র-নীলাঞ্জনবর্ণ-ভ্রূকুটিকরালঃ বর্ত্তুলত্রিনয়নঃ। পিঙ্গলনয়নয়োর্দ্ধকেশঃ ললৎজিহ্ব দংষ্ট্রাকরালঃ ব্যাত্তাননঃ রক্তশ্মশ্রুল নবনাগালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গঃ মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ চতুর্ভুজঃ প্রথমসব্যহস্তে ন্যস্তাধঃপ্রদেশঃ করতিং দ্বিতীয়েনাকুঞ্চিতেন ডমরুং বাদয়ন্ মারান্ ত্রাসয়ন্। প্রথমবামে করোটকং পঞ্চামিষপূর্ণং। দ্বিতীয়েন দ্বিমুণ্ডযুক্তখট্টাঙ্গং দধানঃ বেতালোপরিপ্রত্যালীঢ়ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নামো মহাকাল মহাবীরঃ। মহান্তং কলয়তি ইতি মহাকালঃ। মহাংশ্চাসৌ কালো বা। কারণং মারদর্পসংহরণার্থং নীলবর্ণেনাক্ষোভ্যেন সৃষ্টো যো মহাকালঃ॥ মহান্ কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ যস্য সঃ মহাকালঃ। মহান্তং কালং কলয়তি চ চতুর্যুগাদি কালসময়ং ত্র ——— সময়ং কলয়তি বিচারয়তি ইতি মহাকালঃ। মারাদিদুষ্টজনত্রাসনার্থং বুদ্ধশাসনরক্ষণে ভয়ঙ্করমূর্ত্তিঃ ত্রিভুবনস্থান্ বুদ্ধদ্রোহিণঃ ত্রাসয়িতুম্ বর্ত্তুলভীমত্রিনয়নঃ এবং সর্ব্বাঙ্গাবয়বানি ভীমানি যস্য ত্রাসনার্থং পালনার্থং মৌলৌ অক্ষোভ্যঃ যস্য মহাকারুণিকঃ। অথচ যে যে বুদ্ধ-নিন্দকাস্তান্ অনেন ছেৎস্যামি ইতি করতিং আদধানঃ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধনিন্দকদের রক্তপান করিবার জন্য হস্তে করোটক ; শব্দদ্বারা বুদ্ধ-নিন্দকদের বধির করেন বলিয়া হস্তে ডমরু।*

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ও মহাকাল বর্ণনা

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাটি স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে গৃহীত। নেপালী পুথিতে যেমন মহাকালকে বুদ্ধধর্ম্ম বা বুদ্ধশাসনরক্ষয়িতা অভিহিত করা হইয়াছে, তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থেও এইরূপ বলা হইয়াছে। সে কথা ক্রমশঃ বলিব।

নেপালী পুথি ও তিব্বতীয় সাধনা-গ্রন্থ

শিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মূর্ত্তিটির মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই ; ইহাতে বিভিন্ন মুদ্রাও তেমন দৃষ্ট হয় না। যে যে হস্তে ডমরু, অঙ্কুশ, ত্রিশূল ও পাশ রহিয়াছে, তাহার সকলগুলিই "কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা"-জ্ঞাপক। যে হস্তে অঙ্কুশ রহিয়াছে, তাহার তর্জ্জনীটি আর একটু বক্র হইলে সিংহকর্ণ মুদ্রা হইয়া যাইত। যে হস্তে কর্ত্তরী, তাহা "কটকহস্তমুদ্রা"-দ্যোতক ; যে হস্তে কপাল রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিপর্য্যস্ত কর্ত্তরী-মুদ্রার ন্যায় ; ইহার নাম "গ্রহণহস্ত"। দাক্ষিণাত্যে পুরোহিতদিগকে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি, ইহার পরিভাষা জ্ঞাত নহি। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার South-Indian Bronzes পুস্তকের L চিত্রে এইরূপ

শিল্পের দিক্ হইতে মূর্ত্তিটির পরিচয়

* আদর্শ পুথির বানান ও পাঠের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।—লেখক।

হস্তকে "গলীন হস্ত" বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং এই পরিভাষায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা "গলীন হস্ত" নামের পার্শ্বস্থিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়। কোন শিল্প-শাস্ত্রে যে এ নাম পাইয়াছেন, তাহারও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তির দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রা-জ্ঞাপক। এই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় যে সম্মুখে হেলিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতীয় শিল্পরীত্যনুসারে; বামহস্তটি কোন মুদ্রাজ্ঞাপক নহে; শিল্পশাস্ত্রীয় গ্রহণমুদ্রাজ্ঞাপক যে চিরন্তন রীতি রহিয়াছে, ইহা তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র; হস্তটি স্বাভাবিক ধরিবার রীতিতে গঠিত।

মহাকালের পদস্থিত গণেশমূর্ত্তি

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য; দুইটি পদদেশের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। এ মুদ্রার নাম প্রত্যালীঢ় মুদ্রা। দক্ষিণ পদ বাম পদ অপেক্ষা উচ্চে অবস্থিত, দক্ষিণ জানুও এই কারণে বাম জানু অপেক্ষা উন্নীত। কিন্তু তাহা বলিয়া দেহযষ্টিতে কোন "ভঙ্গ" ভাব দেখা যায় না। মুখটি বামে ঈষৎ হেলিয়াছে।

মূর্ত্তিটির দাঁড়াইবার ভঙ্গি

মূর্ত্তিটি তেমন অলঙ্কার-ভূষিত নহে; অলঙ্কারের মধ্যে সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা, পঞ্চনরকপাল ও পঞ্চরত্নযুক্ত শিরোবন্ধ। সর্পই কর্ণকুণ্ডলরূপে বিরাজমান, সাধারণতঃ দৃষ্ট কটিবন্ধও নাই। পঞ্চমুণ্ড পঞ্চধ্যানী বুদ্ধনির্দ্দেশক ও পঞ্চশীর্ষ বা পঞ্চরত্নযুক্ত মুকুটটি অক্ষোভ্যের মুদ্রাজ্ঞাপক। প্রায়শঃ এইরূপ মূর্ত্তির মস্তকে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এ হিসাবে ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। মূর্ত্তিটির ঊর্দ্ধকেশাবলি বেশ মনোজ্ঞ; ইহারা জ্বালাদ্যোতক। হস্তে ধৃত প্রহরণগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ হস্তে ধৃত কর্ত্তরী তিব্বতীয় আদর্শে কল্পিত। ডমরুটির ধরিবার দণ্ড দুইটি। কোন কোন ডমরু সর্পজড়িত থাকে। ইহাতে তাহা নাই। ত্রিশূলের দণ্ডে সর্প জড়াইয়া আছে।

মূর্ত্তিটির অলঙ্কার ও প্রহরণ

এ মূর্ত্তিটির আর একটি বৈচিত্র্য এই যে, গণেশমূর্ত্তিটি শয়ান নহে। তিব্বতীয় অনেক মূর্ত্তিতেই শয়ান অবস্থায় গণেশ দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ গণেশ নহে, তাঁহার শক্তিও তাঁহার সহিত শয়ানা থাকেন। তেঞ্জুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ড হইতে শবরিকৃত গুহ্যসাধনা হইতে মহাকালের চক্র বা সাধনা বর্ণনা করিবার সময় ইহার উল্লেখ করিব।

গণেশমূর্ত্তি সম্বন্ধে বিশিষ্টতা

আরও একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং এ হিসাবে মূর্ত্তিটিকে বৈচিত্র্য-যুক্ত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ মহাকালমূর্ত্তি সশক্তি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটির সম্মুখদেশে মুখোমুখী আলিঙ্গনবদ্ধা শক্তির মূর্ত্তি মহাকালের সহিত দৃষ্ট হয়; এ স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সশক্তি মহাকাল, শক্তিহীন মহাকাল অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। সশক্তি মহাকালের যে সাধন করিতে হয়, তাহা 'গুহ্যসাধনা' বর্ণনা করিবার সময় বলিব। মহাকালের শক্তির নাম গুহ্যজ্ঞানা।

শক্তি হিসাবে বিশিষ্টতা

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন মূর্ত্তিভেদের নিয়মানুসারে আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ রাজসিক শ্রেণীর অন্তর্গত। আমি সাত্ত্বিক শ্রেণীর মহাকাল-মূর্ত্তি দেখি নাই, কিন্তু থাকা অসম্ভব নহে। ইহার রাজসী ও তামসী মূর্ত্তিরই প্রচলন অধিক। ঠিক শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ইহাকে রাজসিক মূর্ত্তিও বলা চলে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, শিল্পী কোন কালেই শিল্পশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আপন মূর্ত্তি কল্পনা করেন নাই। ইহা আমি পেশোয়ার, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছি। ইহাতে এক প্রকার ভালই হইয়াছে; কেন না, শাস্ত্রের এই নিগড়বদ্ধ নিয়ম ব্যত্যয় শিল্পে সজীবতা ও প্রাণস্পন্দনের সূচনা করিয়া শুদ্ধ যে দেশের শিল্পধারাকে রক্ষা করে, এমন নহে, জাতিটিকেও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হিসাবে মূর্ত্তিভেদ

প্রকৃত প্রস্তাবে মহাকালের রাজসিক মূর্ত্তিই হইতে পারে না। কেন না, রাজসিক মূর্ত্তির বর্ণ লোহিত এবং তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ কৃষ্ণ। আমরা দেখিয়াছি যে, মহাকালের বর্ণ নীলাঞ্জনের ন্যায়। স্বয়ম্ভূপুরাণধৃত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালী পুথিতে মহাকালের বর্ণনায় আছে,—'একবক্ত্র, নীলাঞ্জনবর্ণ ভ্রূকুটিকরাল, বর্ত্তুলস্ত্রিনয়নঃ'।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও তৎসংক্রান্ত মূর্ত্তি-বিদ্যা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন। তবে ইনি কি? ইনি ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম। কথাটা এখনও পরিস্ফুট হইল না। ধর্ম্মপাল অর্থ লইয়া অনেক কথা আছে। ধর্ম্মপালের অর্থ, যিনি ধর্ম্ম রক্ষা বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম রক্ষা করেন। ধর্ম্মপাল পূজা দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হয় না; ইহার দ্বারা ধর্ম্মের রক্ষাই হয়। মহাযানশাখান্তর্গত বৌদ্ধ তান্ত্রিক শাস্ত্র-মতে বা বজ্রযান বা অতিমহাযান শাস্ত্রানুসারে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি এই ধর্ম্মপাল-শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ভাবটি হীনযানপন্থীরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। কলিকাতাস্থ মহাধর্ম্মরাজশ্রী বিহারে বিষ্ণুর চিত্র বিহারের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে রক্ষিত আছে। হীনযান-সম্প্রদায়ে এ ভাবটি গৃহীত হইলেও, তাঁহাদের কোন সূত্র বা পিটক গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই। Childers' Pali Dictionary গ্রন্থেও এ ভাবাত্মক কোন শব্দ নয়নগোচর হয় নাই।

মহাকাল বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নহেন, ইনি ধর্ম্মপালবিশেষ

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্রের বীরসাধন-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ধর্ম্মপাল শব্দের উল্লেখ পাইয়াছি। আরও কয়েকটি তন্ত্রে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোথাও এ শব্দের উল্লেখ পাই নাই। ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তিবিদ্যা-বিষয়ক কোন স্বদেশী বা বিদেশী পণ্ডিতের গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকালবিষয়ক পদটি এই:—'শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে।' শ্রীগর্ভ কোন্ দেবতা, জ্ঞাত নহি, বিজয় একাদশ রুদ্রের অন্যতম। মৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত এই তন্ত্রোক্ত পদটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও মূর্ত্তিবিদ্যার তুলনামূলক আলোচনার পথ অনেকটা সুগম করিবে, আশা করি।

ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ধর্ম্মপালের উল্লেখ

তিব্বতীয় ভাষায় ধর্ম্মপাল দ্রাগ্‌সে (Dragshed) নামে অভিহিত। ইঁহারা ভূত পিশাচ-দিগকে দূর করিবার জন্য পূজিত হয়েন। অন্যান্য দেবতারা যে ভূত পিশাচ দমনে অসমর্থ, তাহা নহে; ইঁহাদের কার্য্যই ইহাদিগকে দূর করা। বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি প্রভৃতির পূজায় যে আপৎ-শান্তি হয় না, এমন নহে; ইঁহাদিগকে পিশাচ-দমনরূপ সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করা—ইঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করা মাত্র। ইঁহাদের পূজায় সাধকের সিদ্ধি-লাভ হয়, নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মপালদিগের পূজায় নির্ব্বাণ-লাভ হয় না।

তিব্বতে ধর্ম্মপালের পূজা

ধর্ম্মপালেরা অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত; সে কথা বলিতেছি। মহাকাল প্রভৃতি যে ধর্ম্মপালেরা সশক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই ভূত পিশাচ-শান্তি ভিন্ন সাধকের পাপ শান্তিও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া ইঁহাদের পূজায় সাধকের নির্ব্বাণ লাভ ঘটিবে না।

শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামা তেঞ্জুরান্তর্গত সাধনা-পুস্তকে দেখিয়াছি যে, মহাকালকে দেহরক্ষা ও তৎসহ অন্তঃ বহিঃশুদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন করাইবার জন্য আবাহন করা হইতেছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রেও ঠিক এই প্রকারের আবাহন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। কৌলাবলী তন্ত্রে বিহিত আছে যে, বীরসাধনেচ্ছু সাধক চিতার পশ্চিম পার্শ্বে সংযত ও স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গণেশ, বটুক, যোগিনী ও মাতৃকার পূজা করিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত স্তবটি পাঠ করিবেন,—

বৌদ্ধ-তন্ত্র-শাস্ত্রে মহাকালের আবাহন

যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচ-যক্ষ-সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঙ্গণাঃ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাতা ভবন্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥

মহাকালের মূর্ত্তি প্রায়শঃ মুখোমুখি আলিঙ্গনবদ্ধ শক্তির সাহচর্য্যে দৃষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি এ হিসাবে একটু অসাধারণ বলিতে হইবে।

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে মহাকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পূজিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সাধনাও বিভিন্ন। ছয় হস্তযুক্ত, চারি হস্তযুক্ত বা ত্রিশীর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মহাকালমূর্ত্তি এক এক মঠের উপাস্য দেবতা। অশ্বপৃষ্ঠে তিন চারি দিনের পথে ব্রহ্মপুত্রনদের কূলে অবস্থিত ও লাসার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক্‌স্থ দোর্জেঠাক্‌ নামক গ্রামস্থিত মঠে প্রাপ্ত একখানি মহাকালসাধনা পুথি দেখিয়াছি। এখানির নাম শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্ব-দুষ্টনকর্ম্ম বা এক কথায় "মহাকালকর্ম্ম"। মহাকাল-বিশেষের পূজার পর যে মন্ত্রপাঠ-বিধি আছে, তাহার ভাবগত অনুবাদ দিয়া এই দেবতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মহাকাল আবাহনে অন্যান্য দেব-দেবীরও স্তব নির্দ্দিষ্ট আছে।

তিব্বতীয় ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন ধর্ম্মপালমূর্ত্তির পূজা

"হে মহাবজ্রকাল, সর্ব্বধর্ম্মপালদিগের পিতা, মাতা ও পুত্র, হে পঞ্চনাথ, হে পঞ্চদেবী, হে কাকমুখ কর্ম্মনাথ, হে সিংহমুখ, হে যমরাজ, হে শোকরাজ, হে লোহিত ও কৃষ্ণঘাতক, হে পঞ্চাধিক সপ্ততি শুদ্ধশ্রেণীর শ্রীনাথ, হে ত্রিংসৎসংখ্যক সেনানী, হে এক সহস্র কৃষ্ণ, হে একলক্ষ পিশাচী, হে এক কোটি মাতৃ অর্থাৎ কালী প্রভৃতি, সহস্র মহাশঙ্খ (1000 Billions) দেবসেনা, তোমরা সপরিবারে বুদ্ধশাসন রক্ষা কর। ত্রিরত্নের জয় কর। শাসনধর অর্থাৎ আচার্য্যদিগের আয়ু বৃদ্ধি কর, সঙ্ঘস্থ সকলকে পালন কর। প্রাণীদিগের সুখবর্দ্ধন জন্য কর্ম্ম কর এবং নিশ্চিত আমার ধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য আমার অন্তঃ, বহিঃ ও মধ্য—এই তিনের দোষ এবং গ্রহ, রোগ ও বিঘ্ন—এই সমস্ত শান্তি কর। আমার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা যেন ধর্ম্মে পরিণত হয়। শান্তি (রোগশান্তি), বৃত (আয়ুঃ বৃদ্ধি), ঈশ ও রুদ্রাত্মক চারি কর্ম্ম আমার মনোমত সিদ্ধ কর; হে মহাকালসমূহ, শ্রবণ কর—হে মহাকালদিগের ভৃত্যগণ, শ্রবণ কর। আদিকালে মহাশ্রীর (বুদ্ধের) নিকট শাসন পালন জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ঐ প্রতিজ্ঞা আমি এক্ষণে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমি বিদ্যাধর, অর্থাৎ তন্ত্রধর, সিদ্ধিক; আমি যোগী, প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী ও প্রতিজ্ঞাস্থিত। আমি দেবতাদিগের প্রিয়। হে মহাকাল, তুমিও প্রতিজ্ঞাধর, ধর্ম্মপাল, তুমি মহাতেজাঃ, ঋদ্ধিধারক, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি এস, তুমি এস। হে জ্ঞাননাথ, এখানে এস। হে জ্ঞানমহামাতৃ (অর্থাৎ কালী) এখানে এস, ইত্যাদি। হে ধর্ম্মপালগণ, বুদ্ধের বাক্যকে সম্মান করে না, এমন কেহ নাই, ইহাকে গম্ভীরভাবে বিচার করে না, এমন কেহ নাই......... ....হে মহাকাল, তুমি ধর্ম্ম-ধাতুগৃহ হইতে ভগবান্ মহাশ্রী হেরুক হইতে সৃষ্টি ও নির্ব্বাণ আয়ত্ত করিবার জন্য আসিয়াছ। তুমি সর্ব্ব-ধর্ম্মপালগণের রাজা। ধর্ম্মপালেরা তোমার দূত। দুষ্ট লোক তোমার ভৃত্য। আমি প্রীতির সহিত তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি প্রতিজ্ঞাধর। প্রাণ যাইলেও আমি সুমেরুশীর্ষ হইতে সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই তোমার সেবা করি। তোমারও প্রাণ যাইলেও আমার জন্য কর্ম্ম করা উচিত। আমার ধর্ম্মের অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্ম্মের যে অনিষ্ট করে, আমার আপন ভ্রাতাকেও নাশ কর।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাকাল-জ্ঞান-সর্ব্বছুষ্টনকর্ম্ম-নামক তিব্বতীয় পুস্তকোক্ত মহাকালের স্তব

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার কার্য্য বৌদ্ধ-শাসন ও তৎস্থিত সঙ্ঘ প্রভৃতি রক্ষা করা। ইনি বৌদ্ধাচার্য্য বা শাসনধর-দিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তাঁহাদের রক্ষা করেন। ইনি মহাতেজাঃ ও ঋদ্ধিকর। ইনি দুষ্টলোকের দমনকর্ত্তা ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনিষ্টকারীর নাশকর্ত্তা। ইত্যাদি।

মহাকালের কার্য্য

ধর্ম্মপালেরা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ ডেনিকার (Dr. Deniker) যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক।

তিনি যম ও কুবেরকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহনবিশেষের উপর এ বিভাগ স্থাপিত। প্রকৃতপক্ষে এ দুইজন একই শ্রেণীর ধর্ম্মপাল। ইঁহারা উভয়েই লোকপালবিশেষ। অতিমহাযান বা বজ্রযান-শাখার বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপালের নিম্নবর্ণিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন,—

ধর্ম্মপালের শ্রেণীবিভাগ

ধর্ম্মপাল

- নাথ
  - শুক্লনাথ
  - কৃষ্ণনাথ
- ডাকিনী (কালী, একজটী প্রভৃতি)
- গ্রহ
- নক্ষত্র
- লোকপাল (শিব, ব্রহ্মা, যম, কুবের প্রভৃতি)
- ভূমিপাল (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)

শুক্লনাথের আর এক নাম চিন্তামণি। আমাদের আলোচ্য মহাকাল কৃষ্ণনাথ-শ্রেণীর নাথদিগের অন্যতম। এক্ষণে নাথ কি, তাহা বুঝা যাউক।

মহাকাল নাথ-বিশেষ

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ইঙ্গ-তিব্বতীয় অভিধানে নাথের অর্থ Protector বা পালক করিয়াছেন। তিব্বতীয় ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ গোন্‌পো (Mgon-po). Dr. Eitel-র Handbook of Chinese Buddhism বা Sanskrit-Chinese কোষগ্রন্থে "নাথ" শব্দের উল্লেখ দেখি নাই। The Gods of Northern Buddhism গ্রন্থেও এ শব্দের প্রয়োগ নাই। বিস্ময়ের বিষয়, Dr. Schlagintweit তাঁহার Buddhism in Tibet গ্রন্থে নাথদিগের কথা কিছুই বলেন নাই, বা নাথ বা Mgon-po শব্দটিও ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, পণ্ডিত ফুসে তাঁহার Iconographie Bouddhique de l' Inde গ্রন্থের কোন খণ্ডেই নাথ শব্দের উল্লেখ করেন নাই; ব্যবহার দেখি, শুদ্ধ Col. Waddell র Lamaism গ্রন্থে। ইনি ইহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন Lord-demon; এ প্রতিশব্দ যে অশুদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। ডাঃ আইটেল বরং মহাকালকে Great Spirit King অর্থে অনুবাদ করিয়া ধাত্বর্থ অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন।

নাথ শব্দের অর্থ

নাথেরা অসংখ্য; ইঁহাদেরও শ্রেণী আছে। পূর্ব্বে যে শ্রীমহাকালজ্ঞান-সর্ব্বদুষ্টনকর্ম্মনামক তিব্বতীয় সাধনা-পুস্তকের কথা বলিয়াছি, তাহাতে ৭৫ জন শুদ্ধ শ্রেণীর শ্রীনাথের আবাহন করা হইয়াছে। ইহাতে মহাকালকে জ্ঞাননাথ বলা হইয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত Lamaism গ্রন্থে নাথদিগের কথা বলিতে গিয়া পাদটীকায় সংক্ষেপে ইহার সহিত বর্ম্মন্‌দিগের নাটের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন। Encyolopædia of Ethics & Religion গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় সন্দেহ করেন যে, বোধ হয়, নাথ শব্দ ও নাট শব্দের মধ্যে

তিব্বতীয় নাথ ও বর্ম্মন্‌দিগের নাট

ধাতুগত কোন সম্বন্ধ নাই। নাট শব্দটি সংস্কৃত নাথ শব্দ হইতে উদ্ভূত কি না, ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন। আমি ভাষাবিৎ নহি, অতএব আমার এ অনধিকার-চর্চ্চার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাষাগত সম্বন্ধ না থাকিলেও ভাবগত সম্বন্ধ যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে সামান্য চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন। বর্ম্মন্‌দিগের মধ্যে কি দরিদ্র, কি ধনী, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি বৌদ্ধ যতি, কি বৌদ্ধ গৃহী, কি অসভ্য আদিমজাতি, কি আলোকপ্রাপ্ত ঈশোপাসক—সকলেই আপনার শান্তির জন্য নাটের পূজা করিয়া থাকেন। ইহারা অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক জীববিশেষ। নাট বৌদ্ধদিগের রক্ষয়িতা বলিয়া, বৌদ্ধ-বিহারের পার্শ্বে নাট্‌সিন্ (Natsin) বা নাট্‌কুন্ (Natkun) নামে তাঁহার মন্দির অবস্থিত। গ্রামান্তে পালক ও রক্ষয়িতা হিসাবে নাটদিগের মন্দির বর্ত্তমান।

নাটধর্ম্মটি বিশেষ জটিল। ইহার সহিত গ্রহশান্তি, ভূতপূজা প্রভৃতি বিশেষভাবে জড়িত। Encyclopoedia of Ethics & Religion এর সম্পাদক মহাশয় নাট পূজাকে Animism বলিয়া এক কথায় বুঝাইয়াছেন। Animism শব্দটীর যে কি অর্থ, তাহা আমি ত ভাল করিয়া বুঝি না এবং ইহার ভিত্তিও আমার নিকট তত সুদৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। দার্শনিকচূড়ামণি হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার তাঁহার Sociology পুস্তকে ইহার ভিত্তিকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার Gifford Lecturesর Physical Religion নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ বক্তৃতায় এই Animism রূপ Volkerspsychologie বা ethnological mythology কে একেবারে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নাটপূজা ও Animism

স্থূলতঃ বলিতে গেলে নাটেরা এখনও যে ভাবে পূজিত হয়েন, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটি ভাব বর্ত্তমান,—জীবের রক্ষয়িতা, গতায়ুদিগের প্রেত বা আত্মা এবং বৌদ্ধদিগের অতিপ্রাকৃত প্রেতাত্মা বা ভূত।

চীনদেশে মহাকাল বা গোন্‌পোর অনুরূপ কোন দেবতার পূজা হয় কি না, ঠিক জানি না। তবে মিষ্টার জনষ্টন্ (Mr. R.F. Johnston) তাঁহার Buddhist China গ্রন্থে যে তুতির (T'uti) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যেন অনেকটা মহাকালের অনুরূপ। চীনের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক শ্মশানক্ষেত্র, প্রত্যেক মন্দিরে এক একজন গৃহদেবতা আছেন। তাঁহারা রক্ষয়িতা হিসাবে পূজিত হয়েন। ইঁহাদের কোন বিশেষ নাম নাই, এবং যে দেবতার ইঁহারা অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত, তাঁহার নাম Han Yü.

তিব্বতীয় মহাকাল বা গোন্‌পো এবং চীনদেশীয় তুতি (T'uti)

মহাকাল যে নাথদিগের অন্যতম, তাহা "নাথসময়-স্তোত্র" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুস্তিকাখানি তেঙ্গুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডের অন্তর্গত ও গুরুরাহুল-বিরচিত।' এ পুস্তকে মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহা অদ্যকার আলোচ্য মূর্ত্তিতে প্রয়োজ্য। ইহা হইতে ভাবগত অনুবাদ দিয়া মহাকালের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যাউক।

"কালাগ্নির মধ্যে মহাকাল অবস্থিত। ইঁহার প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয়। এই কারণ ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণনীল। ইঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি প্রদর্শন করিবার জন্য ইঁনি উর্দ্ধকেশ ও ইঁহার কেশ জ্বালাময়। ইনি ধাতু বা স্বর্গে বাস করেন বলিয়া ইঁহার মস্তকে অক্ষোভ্য মূদ্রা অর্থাৎ পঞ্চশীর্ষ মুকুট রহিয়াছে। ডাকিনীদের আপন অধীনে রাখিবার জন্য কপালে সিন্দূর রহিয়াছে। মহাকালের প্রকৃতি পঞ্চবুদ্ধাত্মিকা বলিয়া (বুদ্ধ অক্ষোভ্য, বুদ্ধ বজ্রসত্ব, বুদ্ধ রত্নসম্ভব, বুদ্ধ অমিতাভ, বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি) মস্তকে পঞ্চকপাল রহিয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া ত্রিনেত্র। দুর্জ্জনকে দমন করেন বলিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন ; ছয়টি প্রজ্ঞাপারমিতা সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া ছয়টি হস্ত বিদ্যমান ; নাগদিগকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন বলিয়া সর্পাবৃত। সর্ব্বক্লেশের মূল কর্ত্তন করেন বলিয়া প্রথম দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী বিদ্যমান। সর্ব্বপ্রাণীকে কখনও বিস্মৃত হয়েন না ও তাহাদের স্বর্গে লইয়া যান বলিয়া দক্ষিণ মধ্যম হস্তে তেজস্বর কপালের মালা রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মশূন্য বলিতেছেন বলিয়া দক্ষিণ তৃতীয় হস্তে প্রজ্ঞা ডমরু বর্ত্তমান। বিজ্ঞান মূল হইতে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম বাম হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল হৃদয়ের নিকট ধরিয়া আছেন। তিন বিষ বা ক্লেশ মূল হইতে কর্ত্তন করেন বলিয়া মধ্যম বাম হস্তে ত্রিশূল বিদ্যমান। তিন লোকের দুর্জ্জনদিগকে বাঁধিবার জন্য তৃতীয় বাম হস্তে কালপাশ ধরিয়া আছেন। সর্ব্বজীবের ভয় দূর করিয়া অভয় দিবার জন্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন। ক্লেশ শুষ্ক করিবার জন্য সূর্য্যতেজ আপন শরীর হইতে বিকীরণ করিতেছেন। মহাকাল নির্দ্দোষ, এই জন্য পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দুর্জ্জন লোককে নাশ করিবার জন্য গণেশ পদতলে অবস্থিত। সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য চন্দ্রমণ্ডলে আসীন। শ্রীমহাকাল, তোমাকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। মাংস ও রক্তের বলি আহার কর। যোগী অর্থাৎ সাধক স্বয়ং তোমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ কর"।

"নাথসময়স্তোত্র" পুস্তক হইতে মহাকাল যে নাথবিশেষ, তাহার প্রমাণ

এই স্তোত্রটীর রচয়িতা যে গুরু রাহুল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার সম্বন্ধে আমি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। আমি যে লামার নিকট বজ্রযান সম্বন্ধে জানিবার সুবিধা পাইয়াছি, তিনি বলেন যে, রাহুল ৮৪ জন বৌদ্ধাচার্য্যের অন্তর্গত এবং নাগার্জ্জুন ইঁহাদের অন্যতম। কিন্তু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তৎকর্তৃক সম্পাদিত ও Sampa Khan-po বিরচিত Pag Sam Jon zang গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন যে, এই ৮৪ জন আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির পরে ও রাজা চনকের (Tsanak) পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। মহামহোপাধ্যায় ৺ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার History of the Mediaeval School of Indian Logic গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগ-বিরচিত প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের ভাষ্যকার ও প্রমাণবার্ত্তিককারিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি-রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন, এবং সপ্তম খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই মতানুসারে নাগার্জ্জুন আচার্য্য হইতে পারেন না। কেন না, ইনি

নাথসময়স্তোত্র গ্রন্থের রচয়িতা গুরু রাহুল

বহু পূর্ব্বে তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, নাগার্জ্জুন আচার্য্য হউন আর নাই হউন, আমরা ইহা বুঝিলাম যে, গুরু রাহুল সপ্তম শতকের পরে প্রাদুর্ভূত হন। এ মত অবশ্য *Pag Sam Jon Zang*র ভিত্তির উপর স্থাপিত। এ যুক্তির দ্বারা মহাকাল পূজা দশম শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, প্রমাণ করিতে পারা যায়।

ডাঃ ওয়াডেল তাঁহার Lamaism গ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে আগত ষোড়শ বৌদ্ধ স্থবিরের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ মতটি তারানাথ হইতে গৃহীত।

রাহুল ও রাহুলভদ্র

Dr. Eitel ও তাঁহার *Handbook of Chinese Buddhism* নামক কোষগ্রন্থে রাহুল ও রাহুলভদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাহুল ও রাহুলভদ্র *একই ব্যক্তি, এবং গৌতম বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শিষ্য এবং* দীক্ষার্থীর গুরুরূপে পূজিত হন। লামা-পদে দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীর উপর মহাকালের ভর হয়। সে কথা ক্রমশঃ বলিব। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, রাহুল ও মহাকালে বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইনি যেন মহাকাল পূজার গুরুস্বরূপ।

গুরু রাহুল ও মহাকালে সম্বন্ধ

তিব্বতের ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন প্রকারের মহাকাল পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের অনেকগুলি শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ইঁহাদের প্রত্যেকের তিব্বতীয় ও সংস্কৃত নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। মহাকাল গণপতি (পাল্ গোন্-ল্যাগ্—দেন্—ছোক্-কি-দাক্‌পো—Dplmgon—lags-ldn—tshogs—ky—Bdgpo) পাল্‌গোন্=শ্রীনাথ, ল্যাগ্‌দেন=শ্রী, ছোক্=গণ, কি=র [of], দাক্‌পো=পতি।

মহাকাল গণপতি

পরিচয় :—একমুখ। নীল-কৃষ্ণবর্ণ, দুই হাত, রাক্ষসের মত আকৃতি। তিন চক্ষু, মুখ ব্যাদান করিয়া দন্ত দেখাইতেছেন। মুখ হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। জিহ্বা মুখ-বিবরে গোল করিয়া রাখিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও পিঙ্গল কেশ; দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী; কপালযুক্ত বাম হস্ত হৃদয়োপরি জপমুদ্রায় রক্ষিত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড; কৃষ্ণবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত। মস্তকে নরকপালযুক্ত মুকুট। ৫০টি নরকপাল-হার পরিহিত। পদদেশ ও হস্ত সর্পভূষণে অলঙ্কৃত। মনুষ্যচর্ম্ম সম্মুখদেশে পরিহিত, তন্নিম্নে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; পৃষ্ঠে হস্তিচর্ম্ম; পদে উপানৎ।

এই প্রকার মহাকালমূর্ত্তি লাসা হইতে অশ্বপৃষ্ঠে চারি দিনের পথে অবস্থিত মিণ্ডোলিং গ্রামস্থ মঠে পূজিত হন, শুনিয়াছি।

২। চতুর্ভুজ মহাকাল—গোন্‌পো—ছক্—শিপা—Mgonpo—phyag—bzhi—pa]

গোন্‌পো=মহাকাল

ছক=হস্ত

শি=চারি

পরিচয় :—ঘনকৃষ্ণবর্ণ; এক মুখ, চারি হাত; অতিশয় প্রকাণ্ড উদর; মুখব্যাদান করিয়া দন্ত

বাহির করিয়া আছেন; রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন। দক্ষিণ হস্তে—মনুষ্য-হৃদয় সহ কর্ত্তরী, খড়্গ। বাম হস্তে—কপাল, ত্রিশূল।

ইঁহার মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা, বক্ষে ৫০টি নরমুণ্ডগ্রথিত হার দোদুল্যমান; নানাবর্ণ চিত্রিত কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত। আর আর সমস্ত ভূষণ প্রথম-সংখ্যক মূর্ত্তিটির ন্যায়। ইনি স্বীয় শক্তির সহিত মহারাজলীলশ্রী আসনে উপবিষ্ট।

চতুর্ভুজ মহাকাল

৩। মহাকালপণ্ডক—(পণ্ডক=নপুংসক)—(মনিং নাক্‌পো—Manin nagpo) মনিং=নপুংসক, নাক্‌পো=কৃষ্ণবর্ণ। পরিচয়:—কৃষ্ণবর্ণ, একমুখ, দুই হাত, দক্ষিণ হস্তে ধ্বজা, বাম হস্তে পাশ সহিত মনুষ্য-হৃদয়; ত্রিনয়ন; কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও সর্পনির্ম্মিত মস্তকে ৫টি শুষ্ক কপালের মালা; গলে মনুষ্য-হৃদয়ের মালা (আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিতে হৃদয়াকৃতি মুণ্ডমালা আছে); কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত; কটিবন্ধে চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড রক্ষিত।

৪। মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ (*গোন্‌পো-ঠামসুক—Mgonpo-Bramgzugs, ঠাম=ব্রাহ্মণ, সুক্=রূপ*)। *পরিচয়:—একমুখ, শ্বেত শ্মশ্রুযুক্ত; দক্ষিণ হস্তে মনুষ্যাস্থিনির্ম্মিত শিঙ্গা, বাম হস্তে* রক্তপূর্ণ নরকপাল। কথিত আছে যে, চীনসম্রাট্ কুবলাই খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন দীক্ষিত হইবার জন্য লামা পাগো-পাকে তিব্বত হইতে চীনদেশে লইয়া গিয়া বিচার আরম্ভ করেন, তখন পাগো-পা চীনসম্রাট্‌কে তর্কে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না, নিজেই প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রে মহাকাল শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে লামার নিকট আবির্ভূত হইয়া হেবজ্র তন্ত্রোক্ত সূত্রটী তাঁহাকে শিখাইয়া দেন। সূত্রটির সাহায্যে চীনসম্রাটের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এ প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক না, ডাঃ ওয়াডেল বলেন যে, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সময় হইতে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতক হইতে লামাদিগের বিশেষ প্রাধান্য আরম্ভ হয়, এবং তিব্বতে লামা-শাসনতন্ত্র-পদ্ধতিরও আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মণরূপী মহাকাল

"মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ" বা গোন্-পো ঠামসুক সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ইঁহার আসন একটু বিচিত্র। ইনি সচরাচর মহারাজলীলশ্রী আসনে সমাসীন। সাধারণতঃ এ আসন দৃষ্ট হয় না। মঞ্জুশ্রীও এই আসনে দৃষ্ট হন, তাহা মঞ্জুশ্রী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

৫। কর্ত্তরীধর জ্ঞাননাথ মহাকাল (ইসে-গোন্‌পো-ঠিখুকচেন্—Yeshes-Mgonpo-grigug chan)

ইসে=জ্ঞান; গোন্ পো=নাথ; ঠিখুক্=কর্ত্তরী; চেন্=যুক্ত। মহাকালের এই রূপটীর বর্ণনা আমি তেঙ্গুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে পাইয়াছি; পত্রাঙ্ক ১৬ এ লাইন ১ হইতে পত্রাঙ্ক ১৭ এ লাইন ৩। এ পত্রাঙ্ক আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত এবং প্যারি হইতে প্রকাশিত Cordier

কর্ত্তরীনাথ জ্ঞাননাথ মহাকাল

সম্পাদিত Index Du Bstan-Hgyur, Troisieme Partie Tibetain 180-332) হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পরিচয় :—ইনি পদ্ম ও সূর্য্যের আসনস্থিত মনুষ্য-মূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান। ইঁহার এক মুখ ও দুই হাত। দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তরী, বামহস্তে রক্তবর্ণ কপাল। এক দন্ত, ত্রিনেত্র, রক্তবর্ণ জ্বালাময় কেশ; মস্তকে পঞ্চকপালযুক্ত হার; গলদেশে ৫০টি নরমুণ্ডমালা; ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। ইনি বাম পদের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন, দক্ষিণ পদ উত্থিত ও অনুপ্রস্থ ভাবে স্থাপিত। তিব্বতীয় ভাষায় এ মুদ্রার পরিভাষিক নাম খরতব্ (Garstabs) এবং সচরাচর চলিত নাম একুম্ ইয়ন্ ক্যাং (Gyas-Bskum-Gyon-Brkyng)।

এ (Gyas)=দক্ষিণ; কুম্ (Bskum) উত্থিত; (ইয়ন) Gyon=বাম; ক্যাং (Brkyng) দণ্ডায়মান। তিব্বতীয় খরতব্ মুদ্রার সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'তাণ্ডব'; কিন্তু আমরা তাণ্ডব বলিলে যাহা বুঝি, এ মুদ্রা ঠিক সে ভাবের জ্ঞাপক নহে। তাণ্ডবের মধ্যে যে সজীবতা ও অঙ্গাদি পরিচালনের ভাব বিদ্যমান, ইহাতে তাহা নাই। এ মুদ্রা দণ্ডায়মানভাবজ্ঞাপক। এ প্রসঙ্গে আর *একটী কথা প্রণিধানযোগ্য।* তাণ্ডব মুদ্রায় সচরাচর দক্ষিণ পদ ভূমির উপর অবস্থিত থাকে, *এবং বাম পদ* অনুপ্রস্থভাবে রক্ষিত। তিব্বতীয় মুদ্রায় বাম পদটি ভূমিতলে রক্ষিত এবং দক্ষিণ পদ উত্থিত।

এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, তাণ্ডব সম্বন্ধীয় মন্তব্যটি শিব-তাণ্ডবে প্রযোজ্য। কৃষ্ণ-তাণ্ডবে সাধারণতঃ তিব্বতীয় মুদ্রার ন্যায় বাম পদটি ভূমিতে রক্ষিত থাকে।

৬। *নাথরুদ্রান্তক—(Mgonpo-Tragshad—গোন্‌পো ট্রাক্‌সাদ্)*

তেঙ্গুরের তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে একটি অধ্যায় পাইয়াছি, ইহার নাম *"নাথরুদ্রান্তক সংক্ষিপ্তাভিষেকপ্রক্রিয়া"; কিন্তু ইহাতে মহাকালের এ মূর্ত্তির কোন বর্ণনা দেওয়া* নাই।

৭। যক্ষ মহাকাল (নোৎ জিন-নাক্‌পো-ছেন্‌পো Gnod-Sbyin-Nagpo)

নোৎ জিন=যক্ষ; নাক্‌পো=কাল।

যক্ষ মহাকাল

ছেন্ পো=মহা।

৫১এ পৃষ্ঠা ৩ পঙ্‌ক্তি হইতে ৫৩ বি পৃষ্ঠা ৭ পঙ্‌ক্তি তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে এই মহাকালের সাধনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাম "যক্ষমহাকালসাধনা"। লামারা "যক্ষমহাকাল কথ্যনাম"ও বলিয়া থাকেন।

পরিচয় :—ইঁহার তিন মুখ, ছয় হাত, তিনটি পদ। দক্ষিণ, মধ্য ও বাম মুখ যথাক্রমে ব্যাঘ্র, রুদ্র ও সিংহের ন্যায়। দক্ষিণ পদ অনুপ্রস্থভাবে উত্থিত, বাম পদ লম্বমান, আর একপদ কিলের ন্যায়। হস্তে প্রহরণগুলি নিম্নলিখিতক্রমে রহিয়াছে :—

দক্ষিণ হস্ত :—(১) বজ্র।
(২) ত্রিশূল।
(৩) কিল।

বামহস্ত :— (১) ঘণ্টা।
(২) অঙ্কুশ।
(৩) মুখের নিকট আনীত রক্তপূর্ণ কপাল।

অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় যে, Schlagintweit, Waddell, Deniker প্রভৃতি কেহই দুই একটির অধিক মহাকালবিশেষের কথা বলেন নাই, এই জন্যই আমি সাতটি মহাকালের বর্ণনা দিলাম। ডাঃ স্লাগিনটোয়েট কেবল মাত্র একটি মহাকালবিশেষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মহাকালগুলির মধ্যে সপ্তমটির (Nagpo-chanpo) অর্থাৎ যক্ষমহাকাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তিনি

মহাকালের ভর

লামাসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর উপর মহাকাল Nagpo-chanpoর ভর বা আবেশের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। সেই ভরের সহিত চোর ধরিবার কিংবা ভূত ছাড়াইবার জন্য "বাণচালা"ও প্রচলিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের বাণচালার ক্রিয়াও অনেকটা এইরূপ। সকল দেশেই বাণচালা অল্প-বিস্তর বিদ্যমান।

কিন্তু এইখানে আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, সেটি বলিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত শান্তিসাধক ঝাড়াপড়া, ফিরাণি, দমন প্রভৃতি মন্ত্রের মধ্যে "ধর্ম্মের আজ্ঞা" বচনটি পাওয়া যায়। এ ধর্ম্ম কে? বঙ্গদেশ যে এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাপন্ন ছিল, সে বিষয় এখন সন্দেহের অতীত। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে অনেক প্রমাণ বাহির করিয়াছেন; কিন্তু এখনও বিশেষ আলোচনা কিছুই হয় নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এই ঝাড়াপড়ার মন্ত্রগুলির ও ধর্ম্মপূজা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমি যে দুই একটি অযত্নবিন্যস্ত রত্নের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার সংবাদ দিব।

বলিতেছিলাম—"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম কে? দুই একটি মন্ত্রের উল্লেখ বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক

"ঝাড়াপড়ার" ধর্ম্ম

হইবে না। বৌদ্ধ মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা যেমন বাণ চালাইয়া তিব্বতে চোর ধরা হয়, তেমনি বঙ্গদেশে ধর্ম্মের আজ্ঞায় ক্ষুর চালার সহিত চোর ধরিবার নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-রীতি প্রচলিত আছে,—

ভুজর পিঞ্জর লোহার শিকল।
ক্ষুরে চোরা জানোম পাগল॥
চোরা চোরা ভাঙ্গিয়া আন।
চোরের মাথা মুড়াইয়া আন॥
অমুকের বস্ত্র যে কইয়াছে চুরি।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় তাহারে ধরি॥

গলদেশে কাঁটা বিদ্ধ হইলে তাহার মন্ত্র;—

গঙ্গা যমুনা ত্রিবেণী স্মরণে।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় গলার কাঁটা নামে॥

আমরক্ত রোগের জলপড়া :—

সাগরের কূলে উপজিল শূল।
আরে পিও পিও পাণী ॥
অমুকের ঘুচিলাম রক্তশূল ছাড়ানী।
ধর্ম্মের আজ্ঞা ॥

ফিক্ বেদনা ঝাড়ন :—

ওপার থেকে আস্‌ছে বুড়ী।
কাঁধে তার শরের ঝুড়ি।
কোন্ কোন্ শর?
ওশর, কুশর কুগেঁটে শর।
অমুকের অঙ্গে যে বেদনা আছে,
লেউটে তার বুকে পড়।
কার আজ্ঞে?
বড় বাপ ধর্ম্মের আজ্ঞে।
শীঘ্রি ছাড়, শীঘ্রি ছাড় ॥

এ বড় বাপ ধর্ম্মটি কে? ইনি কি ত্রিরত্নের ধর্ম্ম, না বৌদ্ধ ধর্ম্মপালদিগের নেতা ও পিতৃস্বরূপ মহাকাল? সমস্ত বিপৎ আপৎ শান্তি করিবার জন্য বজ্রযানপন্থীরা মহাকাল পূজা করিয়া থাকেন। ইনি ইঁহাদের গৃহদেবতাস্বরূপ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, মহাকালের ভর বা আবেশ দ্বারা এবং চালা ফেরা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা চোর ধরা ও আপৎ বিপৎ প্রভৃতি দূর করা হয়। মহাকাল স্বয়ং ধর্ম্মপালবিশেষ এবং ধর্ম্মপালদিগের পিতৃমাতৃস্বরূপ। দোর্জ্জেঠাক্ মঠে প্রাপ্ত বজ্রযানপন্থীদের "শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্ম" নামক যে পুথিখানির কথা বলিয়াছি, তাহাতে মহাকালকে ধর্ম্মপালদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই জন্য আমার মনে হয় যে, তুক্‌তাক্, ঝাড়াপড়া প্রভৃতির ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল মহাকালেরই রূপান্তরমাত্র, ইহা ত্রিরত্নান্তর্গত ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মপাল মহাকালও সামান্য নহেন। তেঙ্গুরান্তর্গত "নাথসময়স্তোত্র" সাধনায় মহাকালকে বুদ্ধস্বভাব, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশনাশক, প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ, ও শূন্যবাদপ্রচারক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ করিবার প্রয়োজনও নাই।

ত্রিরত্নের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল

ধর্ম্মপাল তথা মহাকালপূজা যে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী পূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। এ পুথিখানি যে বিশেষ আধুনিক ও অনেকগুলি তন্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বেশ বুঝা যায়। জ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলী তন্ত্র হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে

ধর্ম্মপূজাবিধান গ্রন্থ, ধর্ম্মপাল-পূজা এবং কৌলাবলী তন্ত্র

দেখি। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে। ইহা ধর্ম্মপূজান্তর্গত ছাগবলির সময় উচ্চারিত হয়।

আশীবিষসম খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোহস্তু তে॥

এটি ধর্ম্মপূজাবিধানের খড়্গাভিমন্ত্রণ মন্ত্র এবং কৌলাবলী তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসে দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে আছে,—

ওঁ অস (শি) বিশনঃ (?) খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।

বৌদ্ধ মহাকাল যে বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পূজিত হইতেন, তাহা ধর্ম্মপূজাবিধানের আর একটি শ্লোক হইতে বেশ সপ্রমাণ হয়, এবং এ প্রমাণটির সহিত তিব্বতীয় পরিভাষার বেশ সংস্রব আছে, বুঝা যায়।

ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরপূজার বিধান আছে,—ইঁহার পূজা করিলে ইক্ষুযন্ত্র হইতে অধিক ইক্ষুরস বহির্গত হয় ও অধিক গুড় প্রস্তুত হয়।

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযন্ত্রৈঃ ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তুভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ॥

মন্ত্রে পণ্ডাসুর ইক্ষুর বাটী বা ইক্ষুর গোলায় বাস করেন বলিয়া কথিত, অর্থাৎ ইনি একজন গৃহস্থ কৃষকের দেবতা। মহাকালও গৃহী, কৃষক, যতি—সকলেরই সুখবৃদ্ধি ও আপৎ শান্তির জন্য পূজিত হন। এক্ষণে দেখা যাউক, পণ্ডাসুর কি? অমরসিংহ পণ্ড শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নপুংসক। পণ্ডক বা পণ্ডগ, এই দুই শব্দেরও অর্থ নপুংসক। আমি যে সাতটি মহাকাল-ভেদের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাদের তৃতীয়টির নাম মহাকালপণ্ডক। ইঁহার তিব্বতীয় নাম মনিং নাক্‌পো (Manin-nagpo)। মনিং শব্দের অর্থ নপুংসক। ইঁহার কটিবন্ধে চন্দনকাষ্ঠের দণ্ড রহিয়াছে। কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড যে কৃষক বা পশুপালকের নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য, ইহা বলিতে হইবে না। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মপূজাবিধানে মহাকাল পূজার বিধিও নির্দ্দিষ্ট আছে। আর একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। ধর্ম্মপূজাবিধানের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম শিব নহেন, হিন্দুর কোন দেবতা নহেন, সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব। অন্যান্য তন্ত্রের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এ কথাটিতে ততটা আস্থা স্থাপন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়েরও নাকি এই মত। আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে বলিতেছি যে, এ ধর্ম্ম শিবও বটে, হিন্দুর দেবতাও বটে,

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত পণ্ডাসুর ও তিব্বতীয় মনিং নাক্‌পো

সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবও বটে এবং এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ মহাকালও বটে—এ সকলেরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। বহু স্থলে ধর্ম্মরাজকে বিঘ্ন বিনাশনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশ করা ধর্ম্মপাল মহাকালের বিশেষ কর্ম্ম। শুদ্ধ শূন্যতাবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মরাজকে ত্রিরত্নের বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। তেঙ্গুরান্তর্গত "নাথসময়স্তোত্র" হইতে দেখাইয়াছি যে, মহাকালও শূন্যধর্ম্মপ্রচারক ও প্রজ্ঞাপারমিতাসিদ্ধ। যাহা হউক, আমার এ মতটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সামান্য আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ

এবার মন্দিরে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। বৌদ্ধ মন্দিরে কিংবা বিহারে মহাকালের স্থান নির্দ্দেশ লইয়া একটু সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকাল শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইঁহাকে বিহার বা মঠের রক্ষয়িতা বলিয়াছেন এবং বিহারস্থ ভোজনশালায় ইঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নেপালে অন্য ব্যবস্থা। এদেশে প্রায়শঃ বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকালের স্থান। ইঁহার সহচর মহাবল; মহাবলের কথা বলিতেছি।

মন্দিরে মহাকালের স্থান-নির্দ্দেশ

নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট হজসন্ সাহেব কর্ত্তৃক *এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত* অনেকগুলি পুথির মধ্যে ৮৫ খানি পুথির পরিচয়জ্ঞাপক Napalese Buddhist Literature নামে যে পুস্তক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণয়ন করেন, তাহার দুইখানি পুথির মধ্যে মহাকালের পরিচয় পাওয়া যায়। একখানির নাম *ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা*, আর একখানির নাম মহাকালতন্ত্র। প্রথমোক্তখানি মহাপণ্ডিত নিঃসঙ্গাচার্য্য শ্রীকুলদত্ত-বিরচিত ও দশকর্ম্মান্বিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত। ইহাতে বিহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে বিহারের দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মহাবল ও মহাকালের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে হইবে। দুই মূর্ত্তিই দেখিতে একরূপ, কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, মহাকালের গলদেশে নরকপালমালা লম্বমান। এই দুই মূর্ত্তিই কৃষ্ণবর্ণ, একশীর্ষ, ত্রিনেত্র, নেত্রগুলি বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ ঊর্দ্ধকেশ, দংষ্ট্রাভীষণ মুখ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ও সর্পভূষণ। এ বর্ণনার সহিত কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত তন্ত্রসারোক্ত মহাকালের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা ও মহাকাল তন্ত্র

আমরা পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা হইতে দেখিলাম যে, মহাবল মহাকালের সহচর। এ মহাবল কে? শব্দকল্পদ্রুমে ত্রিকাণ্ডশেষানুসারে মহাবল শব্দের বুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, আর এক অর্থে বায়ুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র মহাবল অর্থে বলবান্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ও অন্য কোন অর্থ দেন নাই। বিশ্বকোষে বুদ্ধ, পিতৃগণবিশেষ, বায়ু, বলীয়ান্, ইন্দ্রবিশেষ, শিবানুচর-ভেদ ও নাগভেদ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। এ মহাবল কখনই ইন্দ্র, নাগ বা শিবানুচর নহেন, এ মহাবল যম ভিন্ন আর কেহ নহেন। অগ্নিপুরাণান্তর্গত দিক্‌পতিযাগ নামক ষট্‌পঞ্চাশত্তম

অধ্যায়ে আমি যমের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহাতে যমকে মহাবল আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে—"মহিষস্থ সমাগচ্ছ দণ্ডহস্ত মহাবল।" মহাবল বিশেষণরূপে অগ্নি, লৌহজন্ম প্রভৃতি দুই একটি দেবতায় প্রযুক্ত হইলেও বোধ হয়, কেবলমাত্র যমের নামবিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। মহাবল অর্থে যম মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম অংশে ললিতোপাখ্যান হইতে মহাকালীর সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ মহাকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মহাকালের পার্শ্বে কাল ও মৃত্যুর অবস্থিতির উল্লেখ আছে।

মহাবল শব্দের অর্থ

নেপালে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংমিশ্রণ

নেপালে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিচিত্র সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুইটি প্রমাণ দিলাম। তৃতীয় প্রমাণটি মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাকাল ধর্ম্মপালদিগের অন্যতম; যমও একজন ধর্ম্মপাল; এ হিসাবে যম ও মহাকালের সাহচর্য্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক একখানি আধুনিক পুথি অন্বেষণ করিতে করিতে মহাকালের বাসস্থান নির্দ্দেশক সামান্য উল্লেখ পাইয়াছি; পুস্তকখানি নেপাল দরবারের পণ্ডিত বজ্রাচার্য্য অমৃতানন্দ কর্ত্তৃক নেপালের রেসিডেণ্ট হজসন্ সাহেবের অনুরোধে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের লিখা; স্বয়ম্ভূপুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে কথিত আছে, বুদ্ধশাসন রক্ষার জন্য মহাকালমূর্ত্তি বিহারাদি বুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত হয়। মহাকাল স্থানের তোরণাকার দ্বারোপরি বুদ্ধনামাদি অঙ্কিত হয় বা বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রিত হয়। মূলটি এই:—

নেপালের ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক পুথিবর্ণিত মহাকাল-সাধনা

"অতো বুদ্ধশাসনরক্ষণার্থং সঃ মহাকালঃ বিহারাদিষু বুদ্ধক্ষেত্রেষু স্থাপিতঃ স্থাপনীয়শ্চ। তত্তোরণাকার দ্বারস্যোপরি বুদ্ধস্য নামাদি।"

মহাকালের সাধনা সাধকের পক্ষে রহস্য ও গূঢ়ার্থপূর্ণ হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে চিন্তার দ্বার খুলিয়া দিবে, আশা করা যায়। এই জন্যই এ দেবতার সাধনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল। তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৮৩ খণ্ডে শবরি কর্ত্তৃক "গুহ্যসাধনা" নামে যে সাধনা দৃষ্ট হয়, তাহা মহাকাল সম্বন্ধে। সাধনামূলক চক্রটির একটি চিত্র আমি অঙ্কিত করিয়াছি। ইহা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইবে যে, সাধনার মূলে কিরূপ বিরাট্ কল্পনা রহিয়াছে।

সাধক ধ্যান করিতে করিতে দেখিবেন যে, বায়ুর উপর অগ্নি প্রতিষ্ঠিত, অগ্নির উপর জল, জলের উপর মৃত্তিকা, মৃত্তিকার উপর সুমেরু এবং সুমেরুর উপর ভ্রুম্ অক্ষর; দেখিবেন যে, এই "ভ্রুম্" অক্ষর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ প্রকাশিত; ইহার মধ্যে বিশ্ববজ্র, বিশ্ববজ্রের উপর পদ্ম, পদ্মের উপর সূর্য্য, সূর্য্যের উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর পুরুষ ও স্ত্রীগণপতিমূর্ত্তি শয়ান। এই দুই মূর্ত্তির উপর শ্রীমহাকৃতি হেরুক অর্থাৎ মহাকাল বিরাজমান, ইহার এক মুখ, ছয় হাত ও ভয়ঙ্কর রূপ, হস্তে কর্ত্তরী, কপাল, ডমরু, রক্তপূর্ণ কপাল, ডমরু ও পাশ; বামপদ লম্বমান ও দক্ষিণ পদ অমুপ্রস্থভাবে উত্থিত, সর্প ও অস্থির আভরণ পরিহিত, ইনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া

তেঙ্গুরান্তর্গত গুহ্যসাধনান্তর্গত মহাকাল-সাধনা

আছেন। ইঁহার স্ত্রী বা শক্তি গুহজ্ঞানা স্বামীর মুখোমুখী হইয়া দৃঢ়ালিঙ্গনবন্ধনে দণ্ডায়মান। গুহজ্ঞানার বর্ণ পদ্মরাগের ন্যায়। ইঁহার এক মুখ, দুই হাত, তিন নেত্র, হস্তে ডমরু এবং কপাল। স্বামীর মুখোমুখী দণ্ডায়মান বলিয়া ইঁহার দক্ষিণ পদ লম্বমান ও বাম পদ উত্থিত।

পূর্ব্বোক্ত মহাকালকে কেন্দ্রে রাখিয়া সাধক চারি পার্শ্বে চারিটি নাথ কল্পনা করিবেন। এই সকল নাথেরাও শক্তি সহিত বিরাজমান ও গণপতির উপর দণ্ডায়মান। পূর্ব্বদিকের নাথের এক হস্তে চক্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অন্য হস্তে কপাল; দক্ষিণ দিকৃস্থ নাথের এক হস্তে রত্ন-নির্ম্মিত হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও অপর হস্তে কপাল; পশ্চিম দিকৃস্থ নাথের হস্তে পদ্মের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল; উত্তর দিকের নাথের হস্তে বিশ্ববজ্রের হাতলযুক্ত কর্ত্তরী ও কপাল। ইঁহাদের বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, পীত, লোহিত ও হরিৎ। সাধক কল্পনা করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত চারিজন নাথের চতুর্দ্দিকে ১৬ জন ভক্ত রহিয়াছেন; ইঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে উত্তর, পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম—এই চারিদিকে ব্রকসদ্ বা নাথরুদ্রান্তক, ক্ষেত্রপাল, জিনমিত্র ও টাকীরাজা রহিয়াছেন। ব্রকসদের হস্তে শূল ও পাশ; ক্ষেত্রপালের হস্তে কর্ত্তরী ও কপাল, জিনমিত্রের হস্তে দণ্ড ও কপাল এবং টাকীরাজার হস্তে অঙ্কুশ ও কপাল বর্ত্তমান। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে দশজন দিকৃপাল। আট জন দিকৃপাল এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও নাগ। ইঁহাদের চারিপার্শ্বে বৈশ্রবণ প্রভৃতি চারি জন রাজা; ইঁহাদের বাহিরে আট জন দেবতা। ইঁহাদের চতুর্দ্দিকে নয় জন বীর বা ভৈরব। তিব্বতী ভাষায় ইঁহাদের নাম জিগ্‌ছেৎ (Hjigs-Byed); এই নয় জন ভৈরব বা বীরের চতুঃপার্শ্বে ৮ জন নাগ; ইহাদের বাহিরে ২৮ নক্ষত্র এবং সর্ব্ব বাহিরে ৭৫ জন নাথ।

মহাকাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করি নাই। সেটি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে; এটি না জানিলে তাঁহার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তেঙ্গুর তান্ত্রিক অংশের ৭৩ খণ্ডে ১৪ বি পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্‌ক্তিতে আমাদের আলোচ্য মহাকালকে "দশভূমি ঈশ্বর নাথ অবলোকিতেশ্বর" বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে বিষ্ণু, শিব, বৈশ্রবণ অষ্ট ভূমিতে অবস্থিত, অবলোকিতেশ্বর দশভূমি, বুদ্ধ বজ্রধর ত্রয়োদশ ভূমি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, মহাকাল অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণকায়া। অবলোকিতেশ্বরের অনেক নির্ম্মাণকায়া আছে। যে গণপতির উপর মহাকাল দণ্ডায়মান, ইনিও অবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া।

মহাকাল নির্দ্দিষ্ট ভূমি

তেঙ্গুর তান্ত্রিকাংশের ৮৩ খণ্ডে পণ্ডিত অমোঘবজ্র-বিরচিত গণেশ-স্তোত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গণপতি স্বর্গলোকে দেবতাদিগের স্বার্গবহ ছিলেন, ও আপন পুণ্যে তুষিত স্বর্গ হইতে আসিয়া মহাদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন; এবং ইনি আর্য্যাবলোকিতেশ্বরের নির্ম্মাণ-কায়া। অতএব গণপতি ও মহাকাল এক ভূমিরই দেবতা। মহাকাল গণপতির উপর দণ্ডায়মান বলিয়া, ইহা মনে করা অসঙ্গত যে, মহাকাল গণপতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর দেবতা। তবে কেন যে ইনি গণপতির উপর দণ্ডায়মান, তাহা অবগত নহি। আমি যে লামার নিকট অধ্যয়ন করিতেছি,

গণপতি ও মহাকাল একই ভূমির দেবতা

তিনিও ইহার কারণ বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি সহসা রাজকার্য্যে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায়, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মকোষসংগ্রহ নামক আধুনিক নেপালি পুথিখানি অন্বেষণ করিতে করিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ পাইয়াছি; এটি স্বয়ম্ভুপুরাণ হইতে গৃহীত। যে গল্পটিতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই:—পূর্ব্বকালে অদ্রিয়াচার্য্য বা ওড়িয়াচার্য্য নেপালস্থ বাগ্‌মতীতীরে ছত্র, ধ্বজ, পুষ্পমালালঙ্কৃত যোগমণ্ডপে যোগ সাধনা করিতেছিলেন। সে স্থলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং লোকপালদের অর্চ্চনা হইতেছিল। সেই সময় গণেশ ক্রীড়নার্থ বাগ্‌মতীতীরে আসিয়া দেখেন যে, যোগমণ্ডপে তাঁহার মূর্ত্তি নাই; তিনি ক্রোধভরে গণদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, গজচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট অদ্রিয়াচার্য্যকে ধ্বংস কর, চূর্ণ কর (গজচর্ম্মস্থমদ্রিয়াচার্য্যং অস্মৎপূজাপ্রতিবন্ধকং বিধ্বংসয়, চূর্ণয় ইতি)। ইহাতে যুদ্ধ বাধে; অদ্রিয়াচার্য্যের যড়ক্ষরী মন্ত্রের প্রভাবে যে ক্রোধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে দেখিয়া গণেশ পলায়ন করিল। বিঘ্নান্তকও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার এক দন্ত উন্মূলিত করিল। পরাজিত গণেশ এইবার অদ্রিয়াচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, হে গুরো, হে আচার্য্য, আমি বুদ্ধ হইয়াছি। এই সময় হইতেই বৌদ্ধপূজামণ্ডপে গণেশের স্থান হইল। এই বর্ণনার পরেই মহাকালের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বয়ম্ভুপুরাণোক্ত ও ধর্ম্মকোষ-সংগ্রহ-বর্ণিত বিঘ্নান্তক ও মহাকাল

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাকাল যে গণেশবাহন বিঘ্নান্তক, তাহা কে বলিল? উভয়ের বর্ণনা সাহচর্য্য কখনই গ্রাহ্য প্রমাণ হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ মহাকালের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও গণেশবাহনের উল্লেখ নাই। বাহন ভিন্ন তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাকালের বাহন নানা প্রকারের হইতে পারে; আর ইহাও দেখাইয়াছি যে, তিব্বতীয় বজ্রযানান্তর্গত যে শ্রেণীর মহাকালের নাম "মহাকাল গণপতি" বা পাল্‌গোন্ ল্যাগ্‌দেন্—ছোক্-কি-দাক্‌পো, তাহার বাহন গণপতি। তিব্বতীয় বজ্রযানপন্থীরা মহাকালের বিঘ্নান্তক নাম ব্যবহার করেন না; এ নাম গণেশেই প্রযোজ্য। আর এক কথা এই যে, ধর্ম্মকোষসংগ্রহের বর্ণনা হইতে গণেশবাহন বিঘ্নান্তককে বিনিঃসৃত ক্রোধমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। মূলটি এইরূপ—"তথেতি তথৈব জাতো মহান্ যুদ্ধঃ। ততঃ ষড়ক্ষরী প্রভাবাৎ দশক্রোধেষু বিনিঃসৃতেষু গণেশবাহন-বিঘ্নান্তকং আলোক্য গণেশোঽসৌ পলায়িতঃ। পলায়িতস্য অপি একদন্তঃ বিঘ্নান্তকেন উন্মূলিতঃ। ততো নির্ম্মদঃ গণেশোঽসৌ ওড়িয়াচার্য্যমাপন্নঃ।" এই গ্রন্থ হইতে ঠিক বুঝা গেল না যে, মহাকালের নাম বিঘ্নান্তক কি না। ডাঃ ফুসে তাঁহার Etude Sur Liconographie Bouddhique De L'inde গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় হেরুক, সম্বর প্রভৃতি দেবতার নামোল্লেখ করিবার সময় বিঘ্নান্তক ও মহাকালের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। কেননা, তাঁহার উক্তি সাধনমালার উপর স্থাপিত। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি;

ডাঃ ফুসে অনেকগুলি দেবতার মধ্যে "বিঘ্নান্তক, মহাকাল এবং এমন কি গণপতি" এইরূপভাবে লিখিয়াছেন। নামসাহচর্য্য মধ্যেও গুণসামান্য বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাদাত্মকত্ব আছে কি না সন্দেহ। আমি নেপালী সাধনামূলক পুঁথিগুলি দেখিবার অবকাশ পাই নাই; সেগুলি দেখিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানটি হইতে বুঝা গেল যে, বিঘ্নান্তক ক্রোধসংজ্ঞক ভৈরব বিশেষ। আমাকে বোধ হয়, বলিতে হইবে না যে, নিম্নলিখিত অষ্ট শ্রেণীর ভৈরব বিদ্যমান—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত ভৈরব, কাপাল, ভীষণ, ও সংহার।

কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এত দূর হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মহাকালের প্রভাবের কথা চিন্তা করিলে পুরাতনের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠগুলিতে বর্ত্তমানের যে আলোকলহরী খেলিতে থাকে, তাহা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, তাহাতে অতীতের অন্ধকার-যবনিকা অপসৃত হইয়া যায় এবং হৃদয় এক আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মহাকালের নাম করিলেই বাণভট্ট বর্ণিত ঐশ্বর্য্যশালিনী উজ্জয়িনীর কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়—"যস্যাঞ্চ কৈলাসবাসপ্রীতির্মহাকালাভিধানঃ স্বয়ং প্রতিবসতি"। আর মনে পড়ে, মহাকবি কালিদাসবর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে মহাকাল-নিকেতন—

"অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভিঃ
জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্॥"—রঘুঃ ৬। ৩৪॥

আর প্রিয়াবিরহবিধুর যক্ষকে মনে পড়ে না কি? "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" কান্তাবিরহ-কাতর যক্ষ যখন রামগিরির নমেরুবৃক্ষশীতল আশ্রমে বপ্রক্রীড়া প্রবৃত্ত তির্য্যগদন্ত মাতঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্বদর্শন নবীন জলধর দর্শনান্তর দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তাকুলচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট কুশলসংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া মেঘকে দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন উজ্জয়িনীর মহাকাল বিগ্রহের কথা বিস্মৃত হন নাই; এত উদ্বেগের সময়ও প্রিয়াবিরহকাতর যক্ষ মেঘকে বক্রপথে গমনপূর্ব্বক কেবলমাত্র উজ্জয়িনীর সৌধশিখর-প্রণয়ী হইয়া পৌরাঙ্গনাদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত-চঞ্চল কটাক্ষ উপভোগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; বলিয়াছিলেন,—

মেঘদূতে মহাকালের উল্লেখ

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ।
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধামচণ্ডেশ্বরস্য।

কেন না,—

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্॥

মহাকবি কালিদাসের সময় উজ্জয়িনীর প্রধান দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে মহাকালমন্দির অন্যতম এবং ইহার যশঃ ভারতের চারিধারে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর মহাকাল অতি প্রাচীন; ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ৬৮টি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছে, তাঁহাদের একটি। স্কন্দপুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাকালের সহিত জৈন-দিগের ইতিহাসেরও অল্প-বিস্তর সংযোগ আছে। প্রবাদ আছে যে, জৈন ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তয়িতা সিদ্ধসেন দিবাকর বা কুমুদচন্দ্র কল্যাণ-মন্দিরস্তবে উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল মূর্ত্তি হইতে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি আবির্ভাব করাইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর মহাকাল স্বয়ম্ভুলিঙ্গবিশেষ

এইবার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্তর্গত মহাকাল ও বৌদ্ধ মহাকালের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ বিদ্যমান।

যাঁহারা কালীপূজা-পদ্ধতির সহিত পরিচিত, তাঁহারা অবগত আছেন যে, কালীপূজার প্রথম পর্য্যায়াক্রান্ত যথাক্রমে পঞ্চদশশক্তি, অষ্টশক্তি, অষ্টভৈরব, বটুকগণ, ডাকিনী, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, লোকপাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারোক্ত পূজাপদ্ধতি একটু সংক্ষিপ্ত হইলেও মহাকালের পূজা হিসাবে বিশেষ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় তৎসঙ্কলিত তন্ত্রসারে কুমারীকল্পতন্ত্র হইতে মহাকালের যে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে মহাকালভৈরবকে সর্ব্ববিঘ্ননাশ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

কালীপূজা ও মহাকাল পূজা

হুঁ ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় হ্রীং শ্রীঁ ফট্ স্বাহা।

তন্ত্রোক্ত এই মন্ত্র হইতে বুঝিলাম যে, মহাকাল ভৈরবস্বরূপ, তবে অষ্টভৈরবের অন্তর্গত নহে।

কালীপূজার মহাকাল শিববিশেষ, ইনি শিবানুচর নহেন; ভৈরব শিব ও শিবানুচর—দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিয়াছি যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে ভৈরব নামে সম্বোধন করিতেছেন, যথা—
"অন্যচ্চ বিবিধং কার্য্যং প্রসাদাদ্ ব্রুহি ভৈরব।"

কালীপূজাবিধানোক্ত মহাকাল শিবের নামভেদ

এইবার তন্ত্রসারোক্ত মহাকালবর্ণনাটির সহিত আমাদের আলোচ্য মূর্ত্তিটি মিলাইয়া লওয়া যাউক। আমরা দেখিব যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান।

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জলন্নিভম্॥

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রের তৃতীয় পটলে গ্রামের উচ্চাটন সম্পাদন মন্ত্রে মহাকালকে রুদ্ররূপে আহ্বান করা হইয়াছে। ওঁ নমো ভগবতে মহাকালরুদ্রায় ত্রিপুরবিনাশনকারণায় দহ দহ ধম ধম পচ পচ মথ মথ মোহয় মোহয় উন্মাদয় উন্মাদয় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় শ্রীমহারুদ্র আজ্ঞাপয়তি শঙ্করী, মোহিনী, ভগবতী খেং খেং হুঁ ফট্ স্বাহা।

উড্ডামরেশ্বর তন্ত্রোক্ত মহাকাল

ইহাতেও দেখিলাম, মহাকাল শিববিশেষ, শিবানুচর নহেন ; কিন্তু কার্য্য বৌদ্ধ মহাকালের ন্যায়।

কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত মহাকাল

শ্রীজ্ঞানানন্দ পরমহংস-বিরচিত কৌলাবলীতন্ত্র পাঠ করিবার সময় অনেক স্থলে মহাকালের উল্লেখ পাইয়াছি। এখানেও মহাকাল শিবের নামভেদ। উদাহরণস্বরূপ বিংশ উল্লাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে মহাকাল কেবলমাত্র শিব নহেন, শিবানুচরও বটে। কৌলাবলী তন্ত্রের বীরসাধনা-বিষয়ক চতুর্দ্দশ উল্লাসে ইহাকে শিবানুচররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্মশানাধিপতিং পশ্চাৎ ভৈরবং কালভৈরবং।
মহাকালং যজেদ্‌যত্নাৎ পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ম্॥

ইঁহাদের বিঘ্নবিনাশনের জন্য পূজা করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে মণিনাগেশ্বর শিবমন্দিরের দ্বারদেশে যে ভৈরবমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে স্থানীয় লোকে মহাকাল বলিয়া অভিহিত করে।

ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত মহাকালমূর্ত্তি

কয়েকখানি তন্ত্র পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে, বিভিন্নশ্রেণীর ভৈরবদিগের বর্ণনা প্রায় একই প্রকারের। ইহা হইতে যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অঘোর, বটুকভৈরব, বা ক্ষেত্রপাল—প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর একই প্রকারের ; কার্য্যও অনেকটা এক ধরণের।

(১) সারদা-তিলক তন্ত্রোক্ত অঘোরের ধ্যান :—

সজলঘনসমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।
পরশু-ডমরু-খড়্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি॥

(২) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত বটুকনাথের ধ্যান :—

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি-
স্তরুণতিমিরনীলো ব্যালযজ্ঞোপবীতী।
ক্রমসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদহেতু-
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

(৩) কৌলাবলী তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং
হুঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহবদনং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং।

ফট্‌কারং বদ্ধনাগং ভ্রূকুটিতমুখং ভৈরবং শূলপাণিং
খট্টাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি ॥

(৪) সারদাতিলকে ক্ষেত্রপালের ধ্যান :—

নীলাঞ্জনাদ্রিনিভমূর্দ্ধপিশঙ্গকেশং
বৃত্তোগ্রলোচনমুপাত্তগদাকপালং।
আশাম্বরং ভুজগভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং
ক্ষেত্রেশমদ্ভুততনুং প্রণমামি দেবম্‌ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে। এগুলিতে প্রায় একরূপই বর্ণনা। সৌভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মপূজাবিধানোক্ত দুইটি শ্লোক হইতে আমরা মহাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মন্তব্যে পঁহুছিতে পারিব। বাণেশ্বর ও লৌহজঙ্ঘের পূজার পর ও দশ দিক্‌-পালের পূজার পূর্ব্বে পণ্ডাসুর পূজার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি পূর্ব্বে তিব্বতীয় বজ্রযানোক্ত সাধনা-গ্রন্থ হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পণ্ডাসুর ও মহাকাল পণ্ডক বা মনিং নাক্‌ পো (Manin-Nagpo) একই। ধর্ম্মপূজাবিধানে পণ্ডাসুরকে ক্ষেত্রপালরূপে নমস্কার করা হইয়াছে। যথা,—

ধর্ম্মপূজাবিধান পুস্তক হইতে মহাকাল সম্বন্ধে যাথার্থ্য নির্ণয়

ওঁ পণ্ডাসুর ইহাগচ্ছ ক্ষেত্রপাল শুভপ্রদ।
পাহি মামিক্ষুযষ্ট্রে (:) ত্বং তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥
ওঁ পণ্ডাসুর নমস্তভ্যমিক্ষুবাটিনিবাসিনে।
যজমানহিতার্থায় গুড়বৃদ্ধিপ্রদায়িনে ॥
ও পণ্ডাসুরায় নমঃ ॥

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধ মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ। শিব হইতে ভাব লইয়া এ মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। শৈবাগম মতে ক্ষেত্রপালে শিবের একাদশ-সহস্র অংশ বর্ত্তমান। ডাঃ আইটেল তাঁহার Handbook of Chinese Buddhism গ্রন্থে মহাকালের মহাদেব অর্থ দিয়া যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইনি মহাদেবের শিষ্যবিশেষ এবং বিহারের রক্ষয়িতা। শেষোক্ত অর্থই বৌদ্ধ মহাকালে প্রযোজ্য।

মহাকাল ক্ষেত্রপাল বিশেষ

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে; প্রশ্নটি এই যে, ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে ক্ষেত্রপাল আশাম্বর বা নগ্ন বলিয়া বর্ণিত। আমাদের আলোচ্য মহাকালটি ত নগ্ন নহে, পরন্তু ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত। এইরূপ কেন?

ধর্ম্মকোষসংগ্রহে বর্ণিত আছে,—

"ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরঃ তস্য নাম মহাকাল মহাবীরঃ।" ভৈরব শিবের অনুচর ও অংশ বলিয়া কোন কোন ভৈরবে শিবের অনেকগুলি গুণ বর্ত্তমান; এই হিসাবে অঘোর ভৈরবকে "রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্‌"

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হিসাবে শিবের ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ভাবটি মহাকালে সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর এক কথা আছে।

নেপালী ও তিব্বতীয় শিল্প

নেপাল হইতে আনীত এ মূর্ত্তিটিতে তিব্বতীয় প্রভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান; তিব্বতীয় ভঙ্গী, রীতি বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান। তিব্বতীয় মূর্ত্তিগুলিতে বন্-পোদিগের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। তিব্বতস্থ বন্-পোদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের শিল্প গুরুপদ্মসম্ভব-প্রবর্ত্তিত বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম্ম,সভ্যতাও শিল্প অপেক্ষা অনেক পুরাতন; উভয়ের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য বর্ত্তমান; বিশেষতঃ শিল্পে। অনেক বন্-পোমূর্ত্তি ভ্রমক্রমে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির সভাতে Mr. Van Manen একটি বন্ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; অনেক বিষয়ে, মস্তকের পঞ্চ কপালটি—এমন কি, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অদ্যকার আলোচ্য মহাকাল মূর্ত্তিটির মত। আমার বোধ হয়, নেপালী শিল্পে তিব্বতীয় বৌদ্ধ ও বন্-পো—উভয় প্রভাবই বর্ত্তমান। অদ্য এ কথার আভাস দিলাম মাত্র; আপনারা যদি অনুমতি করেন, বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব।

তিব্বতীয় বন্ মূর্ত্তি

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

দষরথ নামে রাজা জর্ম্ম শুয্যকুলে।
অস্ত্রে সাস্ত্রে পণ্ডিত রাজাধর্ম্মে রাজ্য পালে॥
সুর্য্যবংশে দষরথ সবে একেশ্বর।
নাহি রাজার ভাই সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে সাষে রাজা সব নৃপবরে॥

ইহার পর দশরথের সহিত কৌশল্যার বিবাহ।

শেষ,—

শুনিঞা পরূশরাম করিছে উর্ত্তর।
জোড়হস্ত করি স্তুতি করিছে বিস্তর॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আছ নারায়ন।
ব্রর্ম্মা বলিতে নারে তোমার কারণ॥
আগম পুরাণ বেদ সকল জে জাণে।
তোমার চরন সে ভাবে একমণে॥
সর্ব্ব জিবের নাথ তুমি অনাথের গতি।
তব গুন বলিতে পারে কাহার সকতি॥
তুমি তো সকল জান তোমারে কে জানে।
ব্রর্ম্মা মহেশ্বর তোমাএ না পাএ ধেয়ানে॥
মুক্ষ শুক্ষ তুমি হও জগতের সার।
দিব্য জ্ঞান দেহ তুমি ঘুচুক অহংকার॥
আমি ছার কি বলিব তোমার চরণে।
জে কর আপণে তুমী আপনার গুণে॥
স্বর্গ বহি লোকের গতি নাহি আর।
বাণে বন্দি করি রাখ স্বর্গের দুয়ার॥
স্বর্গে জাইতে প্রভু মোর নাহি অভিলাষ।
তোমা দেখি মুক্ত হৈনু ব্যের্থা স্বর্গবাষ॥
রণপণ্ডিত রাম জানেন বাণের সন্ধি।
পরূশরামের স্বর্গের দুয়ার বাণে কৈল বন্দি॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাষে।
পথ বন্দি হৈল তার না গেল স্বর্গবাষে॥
পুণর্ব্বার জর্ম্ম হৈল পরূশরামের হাতে।
রাম জয় দেখি সীতা হরিষমনেতে॥
রাম হেন শ্বামি পাইলাম বহু পুর্ণপনে।

ভণিতা,—

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিলা আন্তকাণ্ড।
শুণিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥

১২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{8}$×৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামের অনুজ বন্দো ভরত সত্রুর্ঘন।
রামের কুলপুরহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রনামে বন্দো পবনকুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষন আমরা শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রনামে বন্দিব মনি বাল্মিকচরন।
জে মুনি রচিল্য সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম জর্ম্ম লভিতে ছিল সাটি সহোশ্র বৎসর।
তখন রচিল মুনি পাইআ ব্রহ্মার বর॥
রাম না জন্মিতে রামনাম অবতার।
হেন মুনির চরনে ক্রোটি লক্ষ নমস্কার॥
পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুনসালি।
অনেক সাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালি॥

সুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাস।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তীবাস॥
প্রনামে বন্দিব সরস্বতির চরন।
জথাতে আছয়ে গ্রহস্থ হউক স্বরন॥
দিক্ষাগুরু সিক্ষাগুরুর চরন বন্দিআ।
গাইব পুরানকথা রাম ধিয়াইয়া॥
তৎপর বন্দিব দেবী গঙ্গা ভাগিরতি।
জাহার পরস মাত্র সুভ হয় গতি॥
আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
স্বর্গে গেল গঙ্গাজল বিন্দুমাত্র পাইআ॥
লঙ্কার রাজা বন্দিব ধার্ম্মিক বিভিসন।
সুগ্রীব আদি করিআ বন্দিব জতেক বানরগণ॥
বন্দনা গাইতে মর হইবে অনেক্ষন।
একত্রে বন্দিব মাথে জতেক দেবগন॥
বন্দনা গাইতে জেবা দেবতা এড়ায়।
সতো লক্ষ প্রনাম করিলাম তার পায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
হরির্দ্ধনি করো সভে পাপবিমোচন॥

উদ্ধৃত অংশে কবির পরিচয় আছে।[১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে গীত হইত, তাহাও বলা হইয়াছে।

শেষ,—

রাজা বোলে সব্যা সুন আমার বচন।
তুমি রানি হও রুহিতাস্য নন্দন॥
আমি হরিশ্চন্দ্র রাজা দিলাম পরিচয়।
রানির হাত ধরিআ তখন মহারাজা কয়॥
আমি বেচিয়াছিলাম তোমায় দক্ষিনার তরে।
দাসী হইয়া ছিলা তুমি ব্রাহ্মনের ঘরে॥
আমি নফর হইয়াছিলাম বিরবরের ঘরে।
কহিলাম তর্ত্তকথা বুঝহ অন্তরে॥
সব্যা রানি বোলে রাজা পাইলাম পরিচয়।
কান্দিয়া পড়িল রানি মহারাজার পায়।
রাজা বোলে সব্যা রানি সুনহ উত্তরে॥
কতো কাল থাকিলা বান্ধা ব্রাহ্মনের ধারে॥
রানি বোলেন নিবেদন সুনহ বচন।
ব্রাহ্মনের ধারে থাক্যা দিলাম কঙ্কন॥
দক্ষিন হাতের কঙ্কন আমি দিলাম ব্রাহ্মনে।
বাম হাতের কঙ্কন আমি রাখ্যাছি রাজনে॥
বাম হাতের কঙ্কন রানি দিলেন খুলিয়া।
বিরবরের স্থানে আইস বিদায় হইয়া॥
ভাল ভাল বলিয়া রাজা কঙ্কন নিল হাতে।
বিদায় হইতে জান সুর্য্যবংসের নাথে॥
আসি উপস্থিত হইল বিরবরের সমাজ।
আমাকে বিদায় দেহো বোলে মহারাজ॥
অনেক দিবস আমি ছিলাম তোমার ঘরে।
এখন আমাকে বিদায় দেয় বোলে নৃপবরে॥
ভাল ভাল বলিয়া কথা বোলে বিরবর।
বিদায় দিলাম তুমি জায়ো নিজ ঘর॥
জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কঙ্কন লইল হাতে।
ভিতু হইয়া বোলেন কিছু সুর্য্যবংসের নাথে॥
সপ্ত ক্রোটি কাঞ্চন আমায় দিয়াছিলা তুমি।
ধারে থাকিয়া তোমাকে কঙ্কন দিলাম আমি
বিরবর বোলে সোধ গেল আমার ধার।
তোমারে খালাস দিলাম চলিয়া জায়ো ঘর॥

১। প্রবন্ধান্তরে—

সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥

বিরবরের স্থানে রাজা বিদায় হইয়া।
জমুনার কুলে রাজা প্রবেসিল গিয়া॥
রাজা বোলে করো য়ানি চিতার নির্ম্মান।
স্নহিতাষ্য কোলে দোহে ত্যাগ করি প্রান॥
চিতা সর্য্যা করিল রাজা জমুনার কুলে।
চন্দনের কাষ্ঠ দিলা চিতার উপরে
স্নহিতাষ্য সোয়াইল লইয়া

মুদ্রিত পুস্তকে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীস্থ কালু হাড়ির নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন; কিন্তু আলোচ্য পুথিতে ব্রহ্মার উপদেশে যম বীরবর পাটনীর বেশে আসিয়া রাজাকে ক্রয় করেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কাশীতে যমুনার উল্লেখ বুঝা গেল না।

১৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৮×৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০২ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।
আদিকাণ্টে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অরণ্যকাণ্ডে গেল রাম রার্য্য হারাইয়া॥
রার্য্য হারাইয়া জদি রাম গেল বন।
অরণ্যকাণ্টে সিতা হরি নিলেক রাবন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্টে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরা কা[ে]ণ্ট সেতুবন্ধ কটক হইল পার।
লঙ্কাকাণ্টে রাবন মারি সিতার উদ্ধার॥
উর্ত্তরকাণ্টে রামচন্দ্র চলি আইল দেসে।
এহি মতে সাত কাণ্ট ভনে কির্ত্তিবাসে॥
সাত কাণ্ট রামায়ন প্রথম আদি কাণ্ড।
সুনিতে অপুর্ব্ব রস অমৃতের ভাণ্ড॥
জাহার প্রসাদে গিত হইল রামায়ন।
জাহার প্রসাদে গিত সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যাবনের পুত্র হইল বাল্মিক মহামুনি।
আদি কবি বোল তানে সর্ব্বলোকে জানি॥
দস সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
... ... কারনে কবির্ত্ত মোহিত সংসার॥
দসরথ নামে রাজা জর্ম্ম সুর্য্যবংসে।
সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা জর্ম্ম ধর্ম্ম অংসে॥
সুর্য্য বংসে দসরথ ... ... এবে শ্বর।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহি সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
তিন সত বৎসর রাজা বিহা নাহি করে॥

প্রথম দুই পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শেষ,—

পরসুরাম জিনি রাম চলে কুতুহলে।
অজধ্যাএ চলে রাম সঙ্গদল বলে॥
রথের পতকা রাম দুরে থাকি দেখে।
অনুমানে আইল লোক পরম কৌতুকে॥
বেলি অবসেসে প্রবেস কৈল পুরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অজধ্যা নগরি॥
সুবর্ন্ন কলসি আর পুরিয়া পসার।
গুআ নারিকেল বান্ধি হইল অপার॥
ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র সুন্দর।
উপরেত চন্দ্র তারা সোভে মনোহর॥
কুলবধু জত আছে প্রজার জে নারি।
ঘৃতের প্রদিপ লইয়া হইল সারি সারি॥

কৌসর্ল্যা কেকৈ আর সুমিত্রা সতিনি।
আর জত আইসে রাজার সতে সতে রানি ॥
উদ্ধ সোয়াসে আইসে উড়লে লড়ে।
স্ত্রি পুরুস ধাএ ঠেলাঠেলি পড়ে ॥
সিতারে দেখিতে লোক অতিক জতন।
রাম সিতা দুই জন লক্ষিনারায়ন ॥
সুভক্ষনে সিতাদেবি প্রবেসিল পুরি।
সিতারূপে আলো করে অজধ্যা নগরি ॥
সিতারূপ দেখি লোকে করে কানাকানি।
জনকে [র] ঘরে লক্ষি জর্ম্মিল আপনি ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত খাইল আর খাইল কলা।
চারি বধুর কাছে নিয়া দিল চারি থালা ॥
নানা সব্দে বাদ্য বাজে অনেক বাজন।
জয় জয় কোলাহল দিল নারিগণ ॥
কৌসর্ল্যা কেকৈ তারা সুমিত্রা সুন্দরি।
চারি বধুর পরিছেদ করাএ সেই পুরি ॥
জত ধন জন রাম পাইল অলঙ্কার।
সেই ধনে হইল রামের অধিক ভাণ্ডার ॥
জতেক জতুক পাইল তবে সিতা সুন্দরি।
লক্ষির ভাণ্ডার সব লঙ্গিতে না পারি ॥

ইহার পরের অংশ ৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মিলে। 'উড়লে' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

১৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{৩}{৪}$ × ৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে তিন হাতের হরপ পাওয়া যায়।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আদর করিয়া বন্দিব বাল্মিকের চরন।
স্লোকছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন ॥
রামায়ন বৃক্ষ কৈলা সাতকাণ্ড ডাল।
চব্বিস হাজার গ্রন্থফল উত্তম রসাল ॥
স্লো[ক] ছন্দে রামায়ন পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলা পুরান পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে ॥*॥
কির্ত্তিবাসের কথা সুন অমৃতের ভাণ্ড।
প্রথকে প্রথকে পুথি রচিলা সাত কাণ্ড ॥
আগুকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবির বিভা।
অজোধ্যায় বনবাস ভরথে রার্য্য দিয়া ॥
হরি হরি বলরে সকল বন্দুজন।
আগুকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
অখিল ভুবনপতি দেবা আধিদেবা।
গোল্লকে ধরিলা রূপ কিবা রূপের সোভা ॥
রামরূপ হৈলা সৃষ্টী রাখিতে ব্রহ্মার।
পঞ্চম পাতকি নামে হইব উদ্ধার ॥
পুর্ন ব্রহ্ম সনাতন হল্যা নারায়ন।
রাম লক্ষন হইলা আর ভরথ সত্রুর্ঘন ॥
রত্নসিংহাসনে প্রভু কিবা রূপের সোভা।
দক্ষিনে ভরথ বামে অজোনিসম্ভবা ॥
সিরে ছত্র ধর্য্যাছেন ঠাকুর লক্ষন।
চামর ঢুলায় অঙ্গে ঠাকুর সত্রুর্ঘন ॥
সুললিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অজয় তুন বামেতে কোদণ্ড ॥
কুন্তলে বকুল মালা মল্লিকা মালতি।
নিবিড় নিলীম দেহ চন্দ্রকান্তি জোতি ॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা ॥
বাহুদণ্ড জিনি সুণ্ড মাতঙ্গ আকার।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু নাভিত বিস্তার ॥

দক্ষিণ পার্সে সুগ্রিব বামে জাম্বুবান।
সম্মুখেতে স্তব করে বির হনুমান॥
রামরূপ হৈলা প্রভু মুকুন্দ মুরারি।
গন্ধর্ব্বে গান করে নাচে বিদ্যাধরি॥
চারি বেদে স্তব করে জথা ভগবান।
অপসরা নাচয়ে কিন্নরে করে গান॥
রামরূপ হল্যা হরি বৈকুণ্ঠনগরে।
সিব ব্রহ্মা নারদ জান বিষ্ণু দেখিবারে॥
জয় বিজয় দ্বারেতে আছেন দুই ভাই।
দ্বার ছাড়্যা দিতে প্রভুর আজ্ঞা নাঞি॥
সুনিয়া তিন জনে করেন মনস্তাপ।
সেই ক্ষেনে জয় বিজয়েরে দিলা অভিসাঁপ॥
গোলকে আসিয়া না দেখিতে পাল্যাম পুর্ন্নব্রহ্ম।
গোলক ছাড়িয়া দোহে লহ গিয়া জন্ম॥
সুনিয়া স্তব করেন ভাই দুই জন।
কত দিনে হব প্রভু সাঁপ বিমোচন॥
মৈত্রভাবে সাত জন্ম ভাব দুই ভাই।
সাত জন্ম বই পাবে সুন মোর ঠাঞি॥
সক্রভাবে তিন জন্ম নারায়নে ভাব দুই ভাই।
তিন জন্মে পাবে হরি সুন মোর ঠাঞি॥
দ্বারিকে অভিসাঁপ দিয়া তিন জন জায়।
গোলকে অপুর্ব্ব সভা দেখিবারে পায়॥
রাম অবতারে হয়্যা হরি আছেন বস্যা।
অপুরূপ অবতার দেখিছেন আস্যা॥
একদৃষ্ট করিয়া তবে তিন জনে চায়।
একা হরি চারি অংস দেখিবারে পায়॥
রূপ দেখে তিন জনে হইলে বিভোল।
প্রান [পণে] নয়নে রাখিতে নারে জল॥
নারদ বলেন সিবকে জোড় করা্যা হাথ।
এক কথা বলি সিব তোমার সাক্ষাত॥
ভুত ভবিষ্যতি কথা জান ত্রিপুরারি।
বিস্ময় ঘুচাহ মোর তোমার পায়ে ধরি॥
এমন রূপ কেন ধর্যাছেন প্রভু ভগবান।
মুর্ত্তি ধর্যাছেন জেন দুর্ব্বাদলস্যাম॥
অপরূপ লক্ষি কেন বস্যাছেন বামে।
সোনার ছত্র কে ধর্যাছে দক্ষিনে॥
কোন জনা চামর ঢুলাইছে গায়।
সকল কথা বল সিব ধরি তোমা পায়॥
এতেক কথা সুনিয়া সিবের হৈল হাস।
এইরূপে হৈব হরি জনম প্রকাস॥
পরম নিগুড় কথা রাখিয় জতনে।
অবতির্ন্ন হইবেন অজোধ্যা ভুবনে॥
চারি অংস হইয়া জন্মিবেন ভগবান।
পঞ্চম পাতকি নামা হবে পরিত্রান॥
এতেক সুনিয়া প্রনাম করেন সিবের পায়।
সিব ব্রহ্মা নারদ তিনে হইলা বিদায়॥
এই নামে উদ্ধার হইব জত জিব।
আনন্দে পুষ্বিত হয়্যা আস্যান সদাসিব॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব আইলা কৈলাসে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥ *॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব বসিলা কৈলাসে।
স্নান কর্যা পার্ব্বতি বসিলা সিবের পাসে॥
গলে বস্ত্র দিয়া গৌরি জোড় করেন হাথ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম মোরে সুনায় প্রাননাথ॥

মধ্য,—

দেবগনের স্তব সুনি বলেন ভগবান।
ভারথে জন্মিলে পাব নানা অপমান॥
কিরূপে জন্মিব কোথা হব স্থিতি।
কোন বংসে জন্মিব হইব কোন জাতি॥
বর দিয়া রাবনেরে সকলে বাড়াল্যে।
স্বাস্তি থাকিতে আমায় কোথায় না দিলে॥

ভারথে জন্মিলে হয় পঞ্চম অবস্তা।
কত কাল থাকিব ব্রর্ম্মা কহ মোরে কথা॥
ব্রর্ম্মা বলেন সুন প্রভু গদাধর।
অজোধ্যায় থাকিবে এগার হাজার বৎসর॥
বিষ্ণুজজ্ঞ দষরথ কর‍্যাছে আরম্ভ।
সুর্য্যবংসে জর্ম্ম প্রভু না কর বিলম্ব॥
তপস্যা করিল রাজা খিরদের কুলে।
তোমা পুত্র পাল রাজা তপস্যার ফলে॥
চারি বেদে প্রভু তোমার দিতে নারে সিমা।
আমরা কি বলিতে পারি তোমার মহিমা॥
কে বলিতে পারে নাথ তোমার চরিত্র।
তপস্যাতে পেল রাজা তোমা হেন পুত্র॥
রঘু নামে রাজা ছিল দিলিপনন্দন।
বলাছ তোমার কুলে হইব নন্দন॥
অণ্যারণ্য নামে রাজা ছিল সুয্যবংসে।
ধর্ম্ম রায্য করিল কাহাকে নাহি হিংসে॥
অবিচারে রাবন তারে বানেতে মারিল।
মরনকালেতে সেই রাবনে সাপীল॥
মোর বংসে মহাপুরুষ হব অবতার।
সবংসে তোমারে রাবন করিবেন সংহার॥
মহারাজার বাক্য কভু নহে আন।
দষরথের পুত্র হয়্যা জন্মিবে ভগবান॥
রানি আরাধন কর‍্যা পুজি সঙ্কর ভবানি॥
ভগবান পুত্র হবেন বড় পায়্যাছে রানি॥

(পৃ০ ৬৪।২-৬৫।১)

শেষ,—

ভৃগুরাম বলে সুন রাম গুনমুনি।
না জানিয়া তোমারে বলিনু কটুবানি॥
মনে কিছু না করিহ সে সব বচন।
অপরাধ ক্ষেমা কর রাজিবলোচন॥
রাম বলে ব্রহ্মবাদ আমরা না করি।
ব্রাহ্মনের অপরাধ সকলি সম্বরি॥
মোর ঠাই আইলে তুমি জুঝিবার তরে।
এড়িলে মরিবে তুমি অস্ত্রের প্রহারে॥
ব্রহ্মহত্যা না করিব পুরিয়া সন্ধান।
কিন্তু বের্থ নহে বিষ্ণু অবতার বান॥
ধর্ম্মপথ সর্গপথ দুই পথ হয়।
কোন পথ রূর্দ্ধ করি কহত নিশ্চয়॥
ভ্রগুরাম বলে সুন কমললোচন।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মপথে আছে মোর মন॥
ধর্ম্মপথ মোর নাহি করিহ বিনাস।
সর্গপথ রোন্দ জদি

এইখানে কএক পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে।

সকল ব্রাহ্মনে তুষ্ট কৈল দান দিয়া।
সনতুষ্ট হইল সভে নানা ধন পেএ॥
কুটম্ব বান্ধব জত নানা দেসে দেসে।
সভাই সনম্মান পেএ গেল নিজ দেসে॥
আর জত পাত্র মিত্র রাজার দুয়ারি।
মহানন্দে পুরবাসি আপনা পাসরি॥
দিবানিসি অন্ত[ঃ]পুরে আনন্দ উর্চ্ছব।
দিনে দিনে বধুগনের বাড়ান গৌরব॥
সভা অনুগতা সিতা ভুবনমোহিনি।
জানকিরে সভে ব্রত জত রাজরানি॥
সিতার রূপেতে সোভা রাজার আআস।
লক্ষীর সহিত রাম করেন বিলাস॥
হোথা দসরথ রাজা আনন্দিত মনে।
রাজকাজ্য করে রাজা আনন্দিত মনে॥
দেয়ানেতে রাজকায্য করে অনক্ষন।
অন্তঃপুরে পুত্রবধূ করে নিরক্ষন॥
সিতা রাজবধূ পুত্র রাম গুননিধি।
দিনে দিনে বাড়ে সুখ নাহিক অবধি॥
রচিলেন কির্ত্তিবাস ভরথ বিরারে (?)।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এত দুরে॥

১৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

চব্যন মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক মুনি তপে তপোধন॥
স্বতজাত রাজার কন্যা নামে জসোমতি।
চ্যবান মুনি বিভা কৈলা পরম জুবতি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
কথো দিনে মুনিপত্নি হইলা ঋতুবতি॥
ঋতুস্নান কর্য্যা স্বামিসনে ক্রিড়া করে।
এক অংসে বিষ্ণু আসি জন্মিল উদরে॥
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে আন।
অথাজগ্য মাসে দিল পঞ্চামৃত দান॥
মাঘ মাসের সুক্ল পক্ষের অষ্টমি।
রাত্রিসেসে প্রসবিলা মুনির ব্রাহ্মনি॥
সুন্দর পুত্র হইল জে মুনির কুমার।
লক্ষনে জানিল পুত্র বিষ্ণু অবতার॥
চতুর্দ্দিগে মুনি সব পড়ে মন্ত্র বেদ।
কুসহস্তে কন্যা সব কৈল নাড়িছেঁদ॥
অনেক মুনি আইলেন দেখিবার তরে।
সভা লয়্যা বিষ্ণুজজ্ঞ করে মুনিবরে॥
সাস্ত্রমতে জজ্ঞ জবে হইল সমাধান।
পুত্র কোলে কর্য্যা আনে সভা বিদ্যমান॥
চ্যাব্যন বলেন সভে কর অবধান।
সভে মেলি আমার পুত্রের থুয় নাম॥
চ্যব্যন মুনির এত সুনিঞা বচন।
আপুনি বক্তা হইল নারদ তপোধন॥
তোমার পুত্রের গুন কহিব কোন জন।
জাহার কিত্তি ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
কোন জন ঘুসিব তোমার পুত্রের জে নাম।
রত্নাকর নাম তার থুইল অনুপাম॥
মেলানি করিয়া দেবগন গেল ঘর।
দিনেদিনে বাড়ে এথা মুনির কোঙর॥
চুড়াকর্ন কর্ম্ম কৈলা বেদের বিহিত।
সাত বৎসরেতে দিলা জজ্ঞ জে পবিত॥
দ্বাদস বৎসর মুনি প্রথম জৌবন।
কোথা বিভা দিব মুনি চিন্তে মনে মন॥
পর্ব্বত মুনির কন্যা পরমসুন্দরি।
রত্নাকর মুনি সেই কন্যা বিভা করি॥
দুইজনে ক্রিড়া করে পরম পিরিতি।
প্রলম নামেতে পুত্র প্রসবিলা সতি॥
প্রলম নামেতে পুত্র বাড়ে দিনে দিনে।
দ্বাদস বৎসর হইল প্রথম জৌবনে॥
আদিত্য মুনির কন্যা নাম পদ্মাবতি।
প্রলম মুনি বিভা কৈল পরম জুবতি॥
পুত্রে পৌত্রে চব্যন মুনি করে অনুমান।
আমার বসতিজগ্য আছে কোন স্থান॥
বাপের বোল সুনিঞা বলেন রত্নাকর।
বড়ই উত্তম স্থান আছে মনোহর॥
কৈলাসের নিকট পুরি আছে সুস্তিবতি।
দক্ষিন দিগেতে বহে গঙ্গা ভাগিরথি॥
উত্তরে কৌসিক বহে মদ্ধেতে তমসা।
অনেক মুনি আছএ করিয়া তথা বাসা॥
নানা ফল মুল মিলিব তমসার জল।
আমরা বসিতে পিত্যা সেই জগ্য স্থল॥
পুত্রির বচনে মুনি দিলা অনুমতি।
পরিবার সঙ্গে মুনি চলে সিঘ্রগতি॥
গঙ্গাকে দেখিআ সুখি চব্যন মহাঁমুনি।
গঙ্গা নিকটে তপবন সৃজিলা আপনি॥

গঙ্গার নিকটে মুনি বান্ধিলেন কুড়্যা।
সারি সারি বসাইলা ব্রহ্মশ্চজ্য পাড়া॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবন মুনি সেইখানে বৈসে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥ * ॥

চ্যাব্ধ্যন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
ধর্ম্মপথ তক্ত হইল বসত ভিতর॥
মুনিব্রত ছেড়্যা হইল বড় দুরাচার।
পরস্ত্রিকে বলে ধর্যা করয়ে সৃঙ্গার॥
ভাল ভাল সুন্দর স্ত্রিকে মুনি জথা দেখে।
সধ্যার সময়ে মুনি তার ঘর ঢুকে॥
সন্ধ্যা পুজা ছাড়ি মুনির নারিপৃতি মন।
পুত্রের কারনে মুনি চিন্তে মনে মন॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়ি মুনি বড় দুরাচার।
সধ্যা জপ ছাড়ি কেন কর অবিচার॥
অধর্ম্ম ছাড়িআ বাপু ধর্ম্মে দেহ মন।
পিত্যা জত বলে নাঞি সুনেত বচন॥
বাপের বচন মুনি কিছু নাই ধরে।
দুই চারি পাঁচ সঙ্গে দস্যবির্ত্তি করে॥
আক্ষটির রূপে জখন সান্তায় গিয়া বনে।
তিন চারি পাঁচ মৃগ বানে বিন্ধি আনে॥
মৃগমাংস ঘরে লইআ করএ রন্ধন।
মৃগপক্ষমাংস মুনি করএ ভক্ষন॥
অনেক দস্য আসি তবে মিলিল প্রচুর।
সকল দস্যের মুনি হইল ঠাকুর॥
সকল দস্য লইয়া মুনি করেন মন্ত্রনা।
নানা দেস ভাঙ্গিতে পাঠায় থানা থানা॥
আপনি চলিলা মুনি দস্য অধিকারি।
নানা দেস ভাঙ্গিলেন দিআ ডাকাচুরি॥

মধ্য,—

তোভট্ট রাজার কন্যা পরমসুন্দরি।
সভাকে জিনিঞা কন্যা রূপে বিদ্যাধরি॥
তার সনে অজ রাজ সদা করে রতি।
কথো দিনে রাজরানি হইল গর্ব্ভবতি॥
নয় মাস গর্ব্ভভার ধরিলা উদরে।
প্রসবিল পুত্র লোমপাদ নাম ধরে॥
বসিষ্ঠ পুরোহিত আর জত পাত্রগন।
পুত্রচ্ছের্যাব জজ্ঞ করে দেব আবাহন॥
জজ্ঞে পুর্ন্না দিল রাজা সুভক্ষোন বেলে।
সুজ্য অর্ঘ্য দিআ রাজা পুত্র কৈল কোলে॥
পুত্র দেখি হরসিত হইল রাজন।
নানা অলঙ্কার কৈল পুত্রের ভুসন॥
অন্নপ্রাসন কর্ম্মবেদ সাস্ত্রের বিহিত।
চুড়াকর্ম্ম কর্যা দিল জজ্ঞপবিত॥
অস্ত্র সাস্ত্র স্মত বিদ্যা নাই অগোচর।
সকল বিদ্যা সিখিলেন দুই সহোদর॥
দসরথ জেষ্ট ভাই লোমপাদ কনেষ্ট।
বিদ্যাধর জিনি দুহে রূপে গুনে স্রেষ্ট॥
মালা লিলা অমলা কমলা বিমলি।
পঞ্চরানি সঙ্গে অজ সদা করে কেলি॥
এক দিন ক্রিড়া করিলেন মধুবনে।
ইন্দুমতির তরে রাজা কান্দে সকরুনে॥
রাজ্য করে দসরথ পাত্র মিত্র সনে।
অজ রাজা সোকে কান্দে দসরথ না জানে॥
সভাকে মেলানি দিআ দসরথের ভোজন।
সয়নমন্দিরে গিয়া করিল সয়ন॥
সুনন্দা সনে দসরথের ভালমন্দ কথা।
দসরথের বিবাহ না হয় সুনন্দা পায় বেথা॥
সুনন্দা বলেন সুন তুমি জুবরাজ।
তোমার বিভা না দেয় রাজা ভাল নহে কাজ॥
রাজকাজ্য না করে রাজা কামে হইল
ভোলা।
আপন কাজ্য পায়্যা রাজা তব কাজ্যে
হেলা॥

দসরথে বুঝাইল সুনন্দা জুবতি।
অজ রাজা স্থানে সুনন্দ গেল সিগ্রগতি॥
রানিগন সঙ্গে রাজার হাস পরিহাস।
সুনন্দার গমন গাইল কির্ত্তিবাস॥

(পৃঃ ৯৫।১-৯৫।২)

পুথির বিশিষ্টতা বর্ণনাবাহুল্যে এবং নূতন নূতন বিষয়ের সন্নিবেশে। আকারেও পুথিখানি অপেক্ষাকৃত বড়।

১৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আর্দ্দি অন্ত নাহি জখন সর্ব্বে গতি।
জার তর্ত্ত নাহি জানে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
প্রথমে হইলেন প্রভু মিন অবতার।
মিনরূপে চারি বেদ কোরিল উদ্ধার॥
দিতিএতে হইলে প্রভু কুর্ম্ম অবতার।
কুর্ম্মরূপে ধরা ধরিলে পিষ্টপর॥
তিতিএতে হইলে প্রভু বরাহ অবতার।
দন্তে উথাড়ে পৃথিমির করিলে উদ্ধার॥
চতুর্থ্যে হইলে নিসিংহ অবতার।
বিদারিলেন হিরন্নকস্বপ দুরাচার॥
পঞ্চমে বামন মুর্ত্তি হইলে শ্রীহরি।
বলিকে ছলিএ নিলে রসাতল গিরি॥
সষ্টমে হইলেন ভ্রগুরাম অবতার।
নিক্ষেত্রি করিলে প্রভু তিন সপ্ত বার॥
সপ্তমে হইলে প্রভু রাম অবোতার।
রাম নামে ত্রিজগত কোরিলে উদ্ধার॥
অষ্টমে বলরাম মুর্ত্তি হাল ধরিলেন হাথে।
দলিলেন অসুর মুণ্ড মুসলের ঘাতে॥
নবমে হইলেন প্রভু বর্দ্ধ অবতার।
দসমে কলির্ক্ক্য হইবেন অস্তের উপর॥
জতো জতো কোহিলাম অবতারের নাম।
কেহো নহে তুল্য রাম নামের সোমান॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র পাচালি।
আর্দ্দিকাণ্ড গাইল গিত প্রথম সিকলি॥*॥
আদ্দি অন্ত নাহি জখন সর্ব্বে গতি।
বটপত্র ভর কোরি বেড়ান লক্ষিপতি॥
ছিষ্টি কোরিতে তখন বিষ্টুর হইল মন।
বিষ্টুর নাভিপদ্মো হইল ব্রহ্মার জনম॥
প্রভুর কন্নে হইতে মলা পড়িল দুইখান।
দুই গোটা অসুর হইল মহা বলবান॥

শেষ,—

রাজ্জ লয়ে দুস্খু পান বিস্বামিত্র মুনি॥
দুস্খু পান মুনি গোসাই মনেতে ভাবিল।
সিগ্র করি মুনিবর রাজার নিকটে য়েল॥
জেখানে বসিয়ে আছে রাজা আর রানি।
হেন কালে এলো তথা বিস্বামিত্র মুনি॥
রাজার হস্ত ধরে মুনি কহিতে লাগিল।
মুনি বলে রাজা তোমার রাজ্জ নিতে হল॥
রাজা বলে না লইব অজর্দ্ধা নগর।
রুহিদাসে রাজা কর [মুন] মুনিবর॥
সুমন্ত সারথি আসি হইল উপস্থিত।
বসিষ্ট মুনি আইল কুলের পুরহিত॥
রাজসহি জজ্ঞ করিল হরিষচন্দ্র।
দেবলোক রাজলোক হইল আনন্দ্র॥
স্থানে স্থানে দিলো লোক দিখি স্বয়বর।
দেউল জাঙ্গাল দিল দেখিতে মোনহর॥

সগ্যে হইতে স্নেসে রথ হরিষচন্দ্র লইতে।
সকল সহিতে রাজা চড়ে জেয়ে রথে॥
পাত্র মিত্র কটক বসিল রাজার পাযে।
কটক সহিতে রাজা জায় সগ্যবাযে॥
তাহা দেখি ভাবেন ব্রহ্মা গোসাই।
এতো কটক আইলে সগ্যে ঠাই হবে নাই॥
জায় জায় নারদ মুনি কহগা এই কালে।
ব্রহ্মার বাক্য পাইয়ে নারদ মুনি চলে॥
কটক সমুখে তখন নারদ মুনি বলে।
সগ্যবাযে জায় তোমরা কোন পুন্যফলে॥
সব্বে রানি বলে যুন নারদ মহামুনি।
কোন কম্ম করিছী কিছুই না জানি॥
আর এক রথে খোহে দিল তোলাইয়ে।
পাত্র মিত্রগনে নারদ কহে ডাক দিয়ে॥
পুনুর্ব্বার নারদ মুনি তাদিগে জে বলে।
সগ্যবাযে জায় তোমরা কোন পুণ্যফলে॥
নারদের বাক্য যুনি কহিছে উত্তর।
স্থানে স্থানে দিয়েছি আমরা দিঘি স্বরবর॥
দেউল জাঙ্গাল দিয়ে পুন্য করিয়ে।
সগ্যবাযে জাই আমরা এই ধম্ম লয়ে॥
আপনি করিয়ে ধম্ম উস্চারন করে।
সগ্যে হইতে রথখান নাবে ধিরে ধিরে॥
য়েহো লোক পরলোক কিছুই না পাইল।
হরিষচন্দ্রের কটক মদ্ধে পথেতে রহিল॥
সগ্যে থাকিয়ে ভাবে জতো দেবগোন।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষন॥
নউতুন বস্ত্র কাটিয়ে রাখিবে কোন স্থান।
রাজার কটক তাহা করিবে পড়িধান॥
ভোমেতে সজ্জে নটিরে পারিবে।
রাজার কটক তাহে স্বরন করিবে॥
তিথি ভুলে শ্রাদ্ধ করিবে জেই জন।
রাজার কটক তাহা করিবে ভক্ষন॥
হরিষ্‌চন্দ্রে উপক্ষনা যুনে জেই জন।
সকল পাপ নষ্ট হয় পায় নারায়ন॥
হরিশ্চন্দ্র সগ্যে গেল কটক মর্দ্ধে পথে।
রুইদাস রাজা হলো রাজ্জ অজদ্ধাতে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন।
রামের পিরিতে হরি বল বন্ধুজন॥
সোমাপ্তঃ॥ * ॥

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
বাল্মিকের চরনে কোরিএ প্রনাম।
সপ্তকাণ্ড রামাঅন জাহার বাক্ষান॥
সাটি হাজার বৎসর বাকি ছিল অবতার।
পূর্ব্বেতে কোরিল মুনি গ্রেন্থের সঞ্চার॥
অত্রিক নামেতে মুনি তনয় ব্রেহ্মার।
চবন নামেতে হৈল তাহার কুমার॥
তেজপুঞ্জ তপে বড় হৈল মুনিবর।
তাহার তনয় হৈল নাম রত্নাকর॥
ব্রহ্ম বিত্তি জপ তপ অগ্নী দিএ তাথে।
দুষ্টবুদ্ধি হৈল তার সিষুকাল হৈতে॥
নাহি যুনে তাহার বাক্য নাহি ধম্মজ্ঞান।
পরবিত্ত হিংসা বিনু মনে নাহি আন॥
রত্নাকর পাপে পুন্ন হৈল বোযুমোতি।
এক দিন অন্তরে চিন্তিলেন জগৎপতি॥
উর্দ্ধারিব রত্নাকর ভাবি জগতপোতি।
সন্যাসির বেস ধোরি গেলা সিগ্রগতি॥

প্রসর্ন্য হোইএ তারে প্রভু দিলা বর।
মরা মন্ত্র জপে সাটি হাজার বৎসর ॥
সির্দ্ধ দেহ বালিমিকের প্রভু জানি মনে।
আজ্ঞা কোরি গেলা তারে পুরান রচনে ॥
এক দিন বালিমিক সিশ্ব সমিভ্রারে।
শ্চান কোরিবারে গেলা কাঙ্ক্ষ সরবরে ॥
বক আর বোকিনি তথা কোরিছে বেহার।
আকস্বাত ব্রাধি এক কোরিল প্রহার ॥
শ্চান করে বাল্মিকি সে সকল দেখে।
ছুর্ছন্দ সোলক এক নির্গত হইল মুখে ॥
বিস্ময় বাল্মিকী হইলা স্বরোবর তটে।
হেন কালে ব্রহ্মা এলেন তাহার নিকটে ॥
বাল্মিকি প্রনাম করে বস্ত দিয়া গলে।
কবিতা বির্ত্তান্ত কথা বি[রি]ঞ্চিকে বলে ॥
ব্রহ্মা কহে স্লোক ইহা করিলা বর্ন্নন।
সোলোক নিঞা ইহা কবে সর্ব্বজন ॥
রামায়ন গ্রহন্ত কর আমার য়াজ্ঞাতে।
ইহা সুনি বাল্মীকি সুধায় জোড়হাতে ॥
কেমন প্রকারে গ্রন্থ করিব নির্ম্মান।
কহ দেখি মহামুনি ইহার সন্ধান ॥
ব্রহ্মা কহে যয় বিজয় বৈকণ্ঠের দ্বারি।
ব্রহ্মসাপে জন্মিব দ্বার পরিহরি ॥
ঐরি ভাবে বিষ্টু তারে করিতে উর্দ্ধার।
সুর্য্যবংসে হবেন রাম বিষ্টু য়বতার ॥
অবতার পুর্ব্বে গ্রন্থ করহ বর্ন্নন।
নারদে পাঠাব য়ামী তোমার সদন ॥
লইবে তাহার স্থানে বিষেস সন্ধান।
ইহা কহি বি[রি]ঞ্চি হইলা অন্তর্ধ্যান ॥

মধ্য,—

রথে চাপি দসরত মনের হরিসে।
উপনিত নৃপতি হইল বঙ্গ[১] দেসে ॥
লোমস্পাদ সুনিল আইল দসরথ।
গমন করিল আগে বাড়াইএ পথ ॥
বহু সমাদর করি নিল অন্তস্পুরে।
মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসিল ভোজনের পরে ॥
দসরথ কহে সখা করি নিবেদন।
রিসিস্রিঙ্গে নিতে এলাম তোমারি ভুবন ॥
জজ্ঞ আরম্ভিব আমি পুত্রের কারনে।
লমস্পাদ কহে কিছু আনন্দিত মনে ॥
সান্ত নামে তুআ কন্যা আমি এনাছিলাম।
রিসিস্রিঙ্গে এনে সেই কন্যা দান দিলাম ॥
ঝি জামাতা লএ সিগ্র চল মহাসয়।
রিসিস্রিঙ্গে জজ্ঞ কৈলে কার্য্য সির্দ্ধ হয় ॥
ইহা সুনি দসরথ মুনিকে লইএ।
অজর্দ্ধা প্রবেস করে জয়র্দ্ধনি দিএ ॥

(পৃ॰ ৫৪।১)

অন্ত,—

হেন কালে দুত গিএ কহিছেন পাসে।
চারি ভাই বিভাহ করিএ এল্য দেসে ॥
কৌসল্যার আনন্দ কথা কে করে বর্ন্নন।
হস্ত বাড়াইএ রানি পাইলা গগন ॥
বেরারে নগরের লোক সুভ দিন হল্য।
জানকি করিএ বিবা রাম ঘরে এল্য ॥
জতেক অজর্দ্ধার লোক আনন্দিত হএ।
রামকে আনিতে চলে জোতুক লইএ ॥
হস্তেতে কাঞ্চন থাল জতেক সুন্দরি।
সুসয্যা হইএ সভে দাণ্ডালা সারি সারি ॥
কত পুর্ন্ন কুম্ব দ্বারে দ্বারে অম্বসাখা তাথে।
সারি সারি করে রাখে রামচন্দের পথে ॥
পুর্ন্ন কুম্ভ কক্ষে কত ব্রাহ্মনের নারি।
দক্ষিনেতে বৎস পুর্ন্ন গাভি সারি সারি ॥
সুমঙ্গল দেখে তবে ভাই চারি জন।
প্রবেস কোরিল এসে অজধ্যা ভুবন ॥

১। 'অঙ্গ' হইবে।

জতেক অজধ্যার নারি জতুক লইএ।
সিতার বদন দেখে অঞ্চলেতে দিএ॥
নানা ধন দেয় লোক পুরিত আনন্দ।
আপনার দ্বারেতে দাণ্ডাল রামচন্দ্র॥
আইলা কেকুই রানি সিতা লএ কোলে
আপনার গজমতি হার দিলা গলে॥
দসরথ রামচন্দে কোলেতে কোরিএ।
কেকুই সিতাকে লয় হাসিএ হাসিএ॥
অঙ্গনে পিড়ার পর দাণ্ডাইলা রাম।
কিবা সোভা পাইলা জনকযুতা বাম॥
উলর্খিএ রামচন্দ্র লইলেন মন্দিরে।
বসিলেন রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে॥
তারপর দসরথ যুমিত্রা সহিতে।
বধু সহ নামাইএ আনিলা ভরথে॥
উলর্খিএ মন্দিরে বসিলা দুইজনে।
দসরথ কোলে গিএ কোরিলা লক্ষনে॥
উর্মীলা করিএ কোলে কৌসল্যা লইএ।
লক্ষনেরে গ্রিহেতে লইলেন উলর্খিএ॥
তার পর রাম সিতা বসি দুই জন।
সত্রুঘ্নে গ্রিহে লএ করিল গমন॥
দসরথ রাজা তবে আনন্দিত মনে।
নানা ধোন বস্ত দিল বাদ্যকারগনে॥
সকল ব্রাহ্মনে রাজা করাল ভোজন।
ভোজন করিলেন সব লএ বন্ধুগন॥
প্রভাতে আসিএ সব নৃপতির পাসে।
বিদায় হইএ গেল জার জেবা দেসে॥
রাম সিতা বঞ্চে যুখে অজধ্যা ভুবনে।
তিন ভাই বঞ্চে রাম আনন্দিত মনে॥
দিনে দিনে দসরথ মনেতে উল্লাস।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত রচিল কিত্তিবাস॥

১৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬—২২ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ॥
পয়ার॥

সভা করি বসীছেণ রাম কমললুচণ।
হেন কালে আসীলেক মনি তপুধন॥
মনিকে দেখীআ রাম উঠীল স[ং]ভ্রমে।
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া রাম পুজিল আপণে॥
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া মনির বন্দিল চরন।
বসীতে আসন দিল রত্ন সীঙ্গাসন॥
রামে আসীর্ব্বাদ করি বৈসে তপুধন।
রামে মনিঠাকুর কুণ অর্থে আগমন॥
মুনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
দেখীতে আসছি তোমার অজদ্যা ভুবন॥
শ্রীরাম বলেন মনি কহ মোর স্থাণে।
হরিশ্চন্দ্রে পাইল দুক্ষ কিসের কারণে॥
পুর্ব্ব বিবরন সুনি তোমার প্রসাদ।
কিমতে রাজার তবে ফলীল প্রমাদ॥
মোনি বলে ভাল জিজ্ঞাসীলা নারায়ন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাথে দেয় মন॥
জিজ্ঞাসিলা কহি কথা সুন নারায়ন।
কহিব সকল কথা তোমার সদন॥
রাজসহি জজ্ঞ কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
সাইট সহস্র রাজা আইল রাজদ্বারে॥
রাজা বহি কেহ না করে জজ্ঞের কাম।
রাজা সব মিলি কার্জ্য করে অভিশ্রাম॥

পুষ্প দুর্ব্বা তোলে কেহ কেহ যুগায় ধুতি।
গোময় দিয়া স্থাণ করে কুণ নৃপতি॥
কাষ্ঠ আনিআ কেহ যুগায় সর্ত্তর।
জজ্ঞঘৃত আনি দেয় কুণ:নৃপবর॥
কলসী ভরিয়া কেহ আনি দেয় জল।
স্থাণ সুর্দ্ধ করে কুণ নৃপতি সকল॥
তণ্ডোল পাথালি কেহ রাখে রাসী রাসী।
প্রস্তোত করিআ রাখে কাটী মেষ খাসী॥
বেগ্ননের সর্জ্জ্য করে কুণ নৃপবর।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করএ সর্ত্তর॥
ভারারি হইআ কেহ নানা দির্ব্ব রাখে।
কুণ রাজা জজ্ঞদ্বারে দ্বারি হৈয়া থাকে॥
কুণ রাজা রহিল জজ্ঞের সন্নিধাণে।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে একমণে॥
জজ্ঞের কার্জ্য করে কুণ নৃপবর।
জজ্ঞ রক্ষা করে কেহ লৈয়া ধনুসর॥
হরসীত হৈয়া কেহ করে নির্ত্ত গীত।
জারে জে কর্ম্মেতে রাখে তাথে নিযুক্তিত॥
নানা দেষ হৈতে মনি আসীল সর্ত্তর।
জজ্ঞ করিতে গেল রাজা জজ্ঞসালা ঘর॥
কুসণ্ডীকা করিলেক মন্ত্র পরিয়া।
জজ্ঞ করেন রাজা সুর্দ্ধ ঘৃত দিয়া॥
প্রতি দিন দেণ রাজা সহস্র আহুতি।
এহিরূপে জজ্ঞ তবে করেন নৃপতি॥
সমোদায় জজ্ঞ করে এক জে বৎসর।
পরম সানন্দে জজ্ঞ করে নৃপবর॥
স [১] পুর্ন্ন করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
দাণ দিতে বৈসে রাজা হরসীত মতি॥
কুটী কুটী সুবর্ন্ন খনিরে দিল দাণ।
জার জে বাঞ্চীত রাজা না করিল আণ॥
প্রতি রাজাকে দিল এক নব দণ্ড।
বিবর্গ করিআ দিল প্রতি রাজ্যখণ্ড॥
পাত্র মিত্রেকে দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার।
কারে কারে দিল রাজা অমোর্ল্ল ভাণ্ডার॥
সুনা রুপা তামা কাসা না রাখীল ঘরে।
দাণ করিয়া রাজা গৃহ সুর্ন্ন করে॥
রাজার দাণে দারিদ্রগন হৈলেক সুকি।
এমত দাতা রাজা কবু নাহি দেখী॥
আচরিতে পাত্র নাহি দিলেক সকল।
মৃর্ত্তীকার পাত্রে রাজা আচোরএ জল॥
হেন মত হইল হরিশ্চন্দ্র মহাবল।
বসীতে আসন রাখে গাছের বাকল॥
দাণ করি গ্রহ সুর্ন্ন করিল নৃপতি।
হেন কালে প্রজাপতি করেন যুগতি॥
ধন থাকিলে দাণ করে সর্ব্বজণ।
না থাকিলে দাণ করে সেহি সে ভাজণ॥
হেণ কালে বোজি হরিশ্চন্দ্রের সকতি।
কেনমতে দাণ করে বোজি তার রিতি॥
দেবগন লৈয়া ব্রর্ম্মা মনে অণুমানি।
আপণে ধরিল বেস বিশ্বামিত্র মনি॥
বেসধারি হৈয়া গেল রাজার দ্বারে।
দ্বারিকে বলিল জাটে জানাহ রাজারে॥

হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে অনন্য-সাধারণ দান এবং ব্রহ্মার বিশ্বামিত্র-বেশে রাজাকে ছলনা নূতন।

শেষ,—

ত্রিপদী॥

রাজরানি সুকানলে মরা পুত্র করি কুলে
চলি জায় জান্নবির তিরে।
ঘোর নিসী অন্দকার দিগাদিগ চিনা ভার
ভয় পায় দেবতা অন্তরে॥

১। 'দুর' হইবে বোধ হয়।

হেন স্থানে রাজদারা   সুকে হৈয়া জ্ঞানহারা
উপনিত স্বসাণ মাজেতে।
মরা পুত্র করি কুলে   বসীল জাহ্ণবির কুলে
নাহি ফেলে মায়ার জর্ন্নেতে ॥
কথণ রাত্র দণ্ড ছয়   হরিশ্চন্দ্র মহাসয়
ঘাটে ঘাটে ফিরে চকি দিএ।
সেহি কালে কান্দে রানি   ঘর[১] হতে নৃপমনি
কহে বানি চরেয়ে চাহিএ ॥
সুন অহে অনুচর   জায় সবে সীগ্রতর
কে আসীছে ফেলীবার মরা।
তথাতে জাইয়া সবে   আমারে খবর দিবে
এক জন আসীয়া জে ত্বরা ॥
নৃপতি আদেস পাইয়া   চরগন জায় ধাইয়া
জেহি স্থাণে আছে রাজরানি।
দেখে জাহ্ণবির জলে   মরা পুত্র করি কুলে
পরস্পর করে কানাকানি ॥
সীগ্র জায় এক জণে   কহ গীয়া কর্ত্তার স্থাণে
এহি জে সকল বিবরণ।
হেন কালে মহাশয়   হরিশ্চন্দ্র নররায়
সেহি স্থাণে দিল দরসন ॥
রাজারে দেখীয়া চর   কহে করি যুরকর
দেখ আগে আপনি নয়ন।
এক স্ত্রি চোরা আইসে   জলেতে দারেতে বসে
চোরি করি ফেলিবার সন্তাণ ॥
সুনি রাজা ক্রোধভরে   রানির বৎসা করে
অতিসয় রাগান্নীত হৈয়া।
কুথা তোর হয় বাড়ি   নির্ত্য নির্ত্য কর চোরি
আসী বোজি জায় ফেলাইয়া ॥
আজি সাস্তি দিব তরে   জেণ না এমণ করে
মরা ফেলী জায় পলাইয়া।
রানি বলে হায় হায়   সুন অহে মহাসয়
কটু কহ কিসের লাগীয়া ॥

১। "দুর" হইবে বোধ হয়।

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের বানি   সুণ সুক[১] রাজরানি
সান্ত কর পরিচয় দিয়া।
না জানিয়া নররায়   তেহি তোমা কটো কয়
সুনি রাজা মরিবে কান্দীয়া ॥

পয়ার ॥

ফাফর হইয়া দেখি কান্দে সকরূণে।
মৃতা দাহণের কাষ্ট দিব কুণ জণে ॥
জত মৃতা পুরা কাষ্ট ফেলাইছে কুলে।
জত্ন করি আণে রানি আপনার বলে ॥
আহা গোসাই মরে কি কৈল বিদাতা।
অধিক জতণে রানি সাজাইল চিতা ॥
রানি বলে অহে দানি কেণ দেহ দুক্ষ।
পুত্রসুক কাতরে ফাটীয়া জায় বোক ॥
কুথা হতে আইলে তোই কথা তর ঘর।
না জাণহ এহি ঘাটে আমি লই কর ॥
রানি বলে একি আর ঠেকীল আপদে।
কুণ দেসে কুণ জণে মরার করি সাদে ॥
নাহি মরা ফেলাইব নিব অন্ন স্থাণে।
করি লইতে বোজি করিয়াছ মণে ॥
রাজা বলে ঘাটে আইলে নিয়ম আমার।
পঞ্চাস কাহণ কৈরি প্রথেক মরার ॥
রানি বলে অহে দানি ছারি দেয় মরে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি ত্রিপদীর পদ আছে। রামায়ণের অন্যান্য পুথির উপাখ্যান ভাগের সহিত উদ্ধৃত অংশের মিল নাই।

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার জন্মকথা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬। প্রতি পৃষ্ঠায়

১। 'সুণ' হইবে বোধ হয়।

৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া

আরম্ভ,—

অথ গঙ্গার জন্ম ॥

এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি ভাবিয়া য়ন্তরে।
উপনিত হইল আসি য়জধ্যা নগরে ॥
মুনি দেখি ভগিরথ উঠি দাণ্ডাইল।
জোড়হাথে মুনিবর প্রনাম করিল ॥
মুনিবর বসিতে দিলেন সিংহাসন।
তাহাতে বসিল মুনি পাতি কুসাসন ॥
মুনি বলে স্থন য়হে ভগিরথ রাজন।
কোপিলের কোপে ভস্ম সাগরনন্দন ॥
তা সভাকার কিছু না হইল প্রতিকার।
গঙ্গা য়ানিয়া কর সভার উর্দ্ধার ॥
ভগিরথ বলে তবে যুন মহামুনি।
উর্দ্দেস পাইলে গঙ্গা আমি জে য়ানি ॥
মুনি বলেন গঙ্গা য়াছেন ব্রহ্ম কুমণ্ডলে।
গঙ্গারে পাইবে তুমি ব্রহ্মাকে সেবিলে ॥
রাজা বলে গঙ্গা কোথা পাইল বিধাতা।
কোথা বা হইল গঙ্গা তার জন্ম কোথা ॥
মুনি বলে স্বধাবানি স্থন হে রাজন।
জন্মকথা কহিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
তম্বরা নারদ গায়ক বহুতর।
দুই জনে বিবাদ করয়ে নিরন্তর ॥
নারদ বলে তম্বরা তোমারে কই দড়।
তোমাকে অধিক আমি গায়ক বড় ॥
তম্বুরা বলে ওকথা কেনে কহ তুমি।
তোমাকে অধিক গায়ক বটি আমি ॥
নারদ বলে পঞ্চ মুখে সিব ভাল জানে।
... ... জাইয়া বুঝিব তার স্থানে ॥
চলিলা নারদ তম্বুরা মহামতি।
কৈলাসেতে গেলেন জেথানে পস্বুপতি ॥
বিবাদ করিয়া গোসাঞি য়াইলাম দুই জনে।
আপনি কহিয়া দাও কে কমন গায়নে ॥
সিব বলেন গায়ন না বুঝি দুই জন।
চল জাই গোলকে য়াছেন নারায়ন ॥
তিন জন য়াইল জথা লক্ষি গদাধর।
নারায়নে লক্ষিকে বন্দিলে মহেস্বর ॥
তম্বুরা নারদ কৃষ্ণে বন্দে করপুটে।
দুই জনে দাণ্ডাইল গোবিন্দ নিকটে ॥
আমরা বিবাদ করি য়াইলাম দুই জন।
তোমরা বুঝহ দোহে কেমন গায়ন ॥
আপনে বুঝহ বুঝন তিন জন।
প্রভু বলে তুহে তবে কর য়ালাপন ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ য়ালাপিল।
চারি চরন রাগ পুরিতে নারিল ॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুরা কৈল স্তুতি।
ততোধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥
রাগ রাগিনি আরম্ভ কৈল দুই জন।
প্রমাদ ভাবিয়া তারা করিছে ক্রন্দন ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।
প্রভুর চরনে ধরি করিছে বেগথা ॥
ছয় রাগ য়াছে জুথ ছর্ত্তিস রাগিনি।
প্রভুর বচনে গান করে যুলপ্রানি ॥

২০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার মাহাত্ম্য)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

গঙ্গার মাহার্ত্য কথা সুন সর্ব্বজণ।
জে কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা সুন সাধু ভাই।
সুনিলে সে সব কথা আপদ ছারাই॥
সাবদাণে সুণে জেবা গঙ্গার চরিত্র।
সুনিলে পাতক নাসে সরির পবিত্র॥
বিশ্বামিত্রে জজ্ঞ করে অরণ্য ভিতরে।
রাক্ষসে আসীয়া মুনির জজ্ঞ নষ্ট করে॥
রাক্ষসে কারণে মোনি বর ভয় পাইয়া।
অজুধ্যাতে মহামনি গেলেন চলিয়া॥
মোনি দেখী আনন্দীত দসরথ রাজা।
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া মোনির করিলেক পুজা॥
অসেসপ্রকারে রাজা মোনিকে পুজিল।
কি কারণে আগমন রাজা জিজ্ঞাসীল॥
মোনি বলে মর কথা সুনহ রাজণ।
মর জজ্ঞ করে আসী রাক্ষসে লঙ্গন॥
সুনিআছি পুত্র জর্ম্মিআছে জে তোমার।
রাম লক্কন দেহ আমার জজ্ঞ রাখীবার॥
এত সুনি দসরথে পুত্র আনি দিল।
রাম লক্কন লৈয়া মোনি হরিসে চলীল॥
ভাগীরথীর তিরে গেল তিন মাহাজণ।
গঙ্গা দেখী সানন্দীত কমললুচণ॥
মন্দ মন্দ নিস্রেতে তরঙ্গে রহে নির।
গঙ্গা দেখী রঘুনাথ পুলকে সরির॥
মনি বলে মর কথা সুন রঘুনাথ।
ভগীরথে গঙ্গাকে আনিছে প্রথীবিত॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে স্তোতি করে নিরান্তর।
পরিত্রাণ হেতু গঙ্গা আনিছে নৃপবর॥
রামে বলে কহ মোনি তোমার মোথে সুনি
বিস্তার করিয়া কহ মনি অপূর্ব্ব কাহিনী॥
বিস্তার করিয়া কহ মোনি অপূর্ব্ব কথন।
গঙ্গাদেবির জর্ম্ম আদি সাগরসঙ্গম॥
মনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
কহিব গঙ্গার জর্ম্ম অপুর্ব্ব কথন॥
তোমার দক্ষীণ পদে গঙ্গার জে জর্ম্ম।
জে কথা সুনিলে লুকের রহে ধর্ম্ম॥
ভৃকু আর নারদ মনি ব্রর্ম্মার নন্দণ।
একত্রে বসীয়া করে গীত আলাপন॥
বিরাগে গাহিল গীত দুই মহামনি।
নবিন সির্জ্যণ হৈল জত রাগ রাগীনি॥
পড়িয়া রহিল রাগ চলীতে না পারে।
নারদে বলএ ভৃকু না পার গাহিবারে॥
বিরাগে গাহিলা গীত ক্ষেমা দেহ আপণে।
সুনিয়া বলীল তবে ভৃকু তপুধণে॥
আমি মন্দ তোমি আসী কর হে গাহেণ।
কি মত গায় তোমি সুনিব এখন॥
এত সুনি নারদ মোনি বলিল বচণ।
চল জাই জথা আছে দেব ত্রিলুচণ॥
সিব বিণে রাগ ব্যক্কা অন্ত[১] নাহি জাণে।
চলহ আমরা জাই মহাদেব স্থাণে॥
ভাল ভাল বলীয়া কহিল মহামনি।
সর্ত্তরে চলীআ গেল জথা সুলপানি॥

ইহার পর দুই মুনি মহাদেবের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন, এ বিষয়ে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। যেমন কথা, তেমনি কাজ; তিন জনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সদাশিব বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন। বিষ্ণু মুনিদিগকে গান করিতে অনুমতি দিলেন। মুনিরা আলাপ করিলেন; বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

১। 'অন্ন' (অন্ত) হইবে;

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, ঊনত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের অবগতির জন্য বিগত অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন ;—মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহাতাব বাহাদুর এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। এই বর্ষে আর কোনও মহানুভাব ব্যক্তি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পরিষদের স্থায়ী তহবিলে দান করিয়া, ইহার বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই।

সদস্য

আলোচ্য-বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল :—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৪, মৌলবী—০, সহায়ক—২০, সাধারণ—২১১২ (কলিকাতা—১০৮৯, মফস্বল—১০২৩); মোট—২১৫০। পূর্ব্ব-বর্ষের সংখ্যার তুলনায় ৩১ জন সাধারণ-সদস্য অধিক হইয়াছিলেন।

(ক) **বিশিষ্ট-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতিপয় সদস্য, ফরাসীদেশীয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ সিলভ্যঁলেভী মহোদয়কে বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার ফলাফল অদ্য আপনাদের সমক্ষে প্রকাশ করা হইবে। বর্ষশেষে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন।

(খ) **আজীবন-সদস্য**—বর্ষের আরম্ভে পরিষদের ৬ জন আজীবন সদস্য ছিলেন। তাহার পর নূতন আর কেহই এই সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে যিনি এককালে ৫০০৲ টাকা দান করিবেন, নিয়মানুসারে তিনি পরিষদের আজীবন-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গদেশে বাণী ও কমলার বরপুত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও এই বাণী-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, ইঁহাদের অনুগ্রহে পরিষদের ধনভাণ্ডার ও জ্ঞানভাণ্ডার অচিরেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের ৪ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ময়মনসিংহ সিমুলজানি বিজয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইল।

(ঘ) **মৌলবী-সদস্য**—দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান এই মৌলবী-সদস্যপদ গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। পরিষদের সম্পাদক, কার্য্য-বিবরণীর মধ্যে প্রতি বর্ষেই এই অভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। তথাপি সহৃদয় বাঙ্গালী মুসলমানগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গবাণীর সেবায় হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় যে, মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের এই অধিকারের প্রতি এখনও মনোযোগী হইতেছেন না।

(ঙ) **সহায়ক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন; তন্মধ্যে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, বার্ষিক অধিবেশনে ২ জন পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ১ জন সাধারণ-সদস্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর সদস্য কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বিবিধ শাখা-সমিতিতে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া নানাভাবে পরিষদের কার্য্যপরিচালনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন এবং বর্ষের শেষাংশে সহকারী সম্পাদকরূপেও পরিষদের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধবয়সেও যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে যোগদান করেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ন্যায় প্রবীণ কর্ম্মোৎসাহী সহায়ক-সদস্য পাইয়া পরিষৎ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যথাক্রমে দর্শন ও সাহিত্য-শাখার সভ্যরূপে পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ও পরিষদের ভোট পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণের নিকট হইতে পরিষৎ কোন সাহায্য পান নাই।

(চ) **সাধারণ-সদস্য**—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ১০৮৯ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৮ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে, ১৬ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ও ১১৪ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এক জন স্বীয় সহায়ক-সদস্যপদের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হইলে, সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ২ জন কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় সাধারণ-সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে ১৬ জন সদস্য মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বল হইতে ১৩ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের পর, বর্ষশেষে লিকাতাবা সী সদস্য-সংখ্যা ১১৭৯ হইয়াছে।

(২) বর্ষের প্রথমে ১০২৩ জন মফস্বলবাসী পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদত্যাগ

ও চাঁদা অনাদায় হেতু ২১ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১ জন সহায়ক-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২২ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। চাঁদা অনাদায় হেতু একজন সদস্যের নাম পূর্ব্বে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৬ জন কলিকাতাবাসী সদস্য মফস্বলে আসিয়াছেন এবং ১৩ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতায় গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের পর, বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্যসংখ্যা ১০১২ হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ২৪২ জন এবং মফস্বলবাসী সদস্যগণের মধ্যে ৪৪৯ জন দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ মোটেই চাঁদা দিতেছেন না। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের ৪২ (খ) নিয়মের আমলে আসাতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদিগের পত্রিকাদি প্রেরণ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিয়া পরিষদের যাবতীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত সকল সদস্য নিয়মিতভাবে তাঁহাদের চাঁদা দান করিয়া পরিষৎকে অতিশয় গুরুতর কর্ম্মভার সম্পাদনে যথোচিত উৎসাহ দান করিয়াছেন।

উল্লিখিত কারণে আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—		৮
আজীবন—		৬
অধ্যাপক—		৫
মৌলবী—		০
সহায়ক—		২২
সাধারণ—		২১৯১
কলিকাতা——	১১৭৯	
মফস্বল——	১০১২	
	২১৯১	
মোট——		২১৩২

পরলোকগত সদস্য

আলোচ্য-বর্ষে পরিষদের ৩১ জন সাধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ক-সদস্য পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ক্ষতি অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট এ সময়ে পুনরায় আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সহায়ক-সদস্য

১। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—(চট্টগ্রাম)

সাধারণ-সদস্য

১। অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ—(বহরমপুর)

২। অমৃতলাল বসু—(২৪ পরগণা)

৩। আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, বি এল্—(কাশী)
৪। আশুতোষ বসু—(চুঁচুড়া)
৫। কালিদাস মিত্র বি এল্—(যশোহর)
৬। কিরণকুমার বসু এম্ এ—(কলিকাতা)
৭। কুলদাকান্ত ঘোষ বি এল্—(দিনাজপুর)
৮। চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ—(কলিকাতা)
৯। জগদ্বন্ধু মোদক—(কলিকাতা)
১০। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
১১। তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ—(ময়মনসিংহ)
১২। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্—(হাওড়া)
১৩। দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—(কলিকাতা)
১৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—(হাওড়া)
১৫। নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী এল্ এম্ এস্—(টেঞা, মুর্শিদাবাদ)
১৬। বরদাকান্ত রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)
১৭। বরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ, বি এল্—(কলিকাতা)
১৮। বসন্তকুমার রায় কবিভূষণ—(কলিকাতা)
১৯। ভুবনমোহন পাঠক বি এ—(নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা)
২০। মুকুন্দলাল লায়েক—(কলিকাতা)
২১। যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(কলিকাতা)
২২। যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এ (অক্সন)—(কলিকাতা)
২৩। রামচন্দ্র—(কলিকাতা)
২৪। রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর—(দাঁতন, মেদিনীপুর)
২৫। ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়—(নদীয়া)
২৬। ডাঃ শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভি এল্ এম্ এস্—(মালদহ)
২৭। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লীবাসী সম্পাদক—(কালনা, বর্দ্ধমান)
২৮। সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল—(কলিকাতা)
২৯। কুমার হরিপ্রসাদ রায়—(পোস্তা রাজবাটী, কলিকাতা)
৩০। হেমেন্দ্রনাথ রায়—(কালীঘাট, কলিকাতা)
৩১। হৃষীকেশ দত্ত—(বেলেঘাটা, কলিকাতা)

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোক-প্রাপ্তিতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,—

১। প্রভাতকুমার রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার (কলিকাতা), ২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (কলিকাতা), ৩। মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ (ভাগলপুর)।

সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর, সপ্তবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইলে, আগামী বর্ষের (১৩২৮ বঙ্গাব্দের) আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে অধ্যাপক ও সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন ও কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচনের কার্য্য শেষ হইলে প্রস্তর-নির্ম্মিত কতিপয় অস্ত্র প্রদর্শিত এবং ৪খানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এই চারিটি শাখার কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল শাখার আহ্বানকারী ও সভ্যগণ বিশেষ পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদভাজন। এই শাখা-সভাগুলির নির্দ্দেশ অনুসারেই মাসিক অধিবেশনে পাঠের ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থও এই শাখা-সভা স্থির করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার সভ্যগণ যথেষ্ট কার্য্য-তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে এই সকল শাখার কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই শাখার ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে ১৫টি প্রবন্ধ এবং ২ খানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি গ্রন্থ দর্শন-শাখায় আলোচিত হওয়া সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, উক্ত শাখায় প্রেরিত হইয়াছে এবং অপরখানি পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবে, স্থির হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ৮টি উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায়, পরিত্যক্ত হইয়াছে, দুইটি প্রবন্ধ কেবল অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইয়াছে এবং একটি আলোচনাধীন রহিয়াছে। চারিটি প্রবন্ধ মাসিক অধিবেশনে পঠিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, স্থির হইয়াছে; তাহাদের ও গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	প্রবন্ধ		লেখক
১।	গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথি আলোচনা	···	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
২।	বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর	···	„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৩।	ভারতীয় সূদ-বিদ্যা	···	„ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪।	শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক	···	„ শিবচন্দ্র শীল

দীনবন্ধু দাস সঙ্কলিত "সঙ্কীর্ত্তনামৃত" নামে একখানি পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই পুথিখানি অন্যান্য পুথির সহিত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত এই শাখার প্রস্তাবক্রমে স্থির হইয়াছে যে,-প্রতি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত হইবে।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় আলোচ্য-বর্ষে দর্শন-শাখার সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার মাত্র একটি অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে "ঈশ্বর-প্রামাণ্য বা গুরু-শিষ্যসংবাদ" নামক একখানি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রবন্ধ আলোচনার জন্য আসিয়াছিল। প্রবন্ধটি অনুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত এবং গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(গ) ইতিহাস-শাখা

ইতিহাস-শাখায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় ইহার আহ্বানকারী ছিলেন। এই শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং এই সকল অধিবেশনে ৮টি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধ অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে, পাঁচটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে, একটির সম্বন্ধে লেখকের সহিত পত্র-ব্যবহার চলিতেছে এবং একটি অসম্পূর্ণ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। বিশেষজ্ঞের মতামত না পাওয়ার জন্য "কামন্দকীয় নীতিসার" গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	প্রবন্ধের নাম	লেখক
১।	নারায়ণ পালের লিপি—	শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ
২।	মৌর্য্য-যুগের ভারতীয় সমাজ— (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)	„ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
৩।	জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—	„ বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্
৪।	বুদ্ধঘোষের টীকা—	ঐ
৫।	'সমতটের পূর্ব্বে' প্রবন্ধের প্রতিবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য—	„ সাতকড়ি মিত্র

শাখা-সভার আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত শাখার কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী ছিলেন, এই বর্ষে শাখার দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং কতিপয় বিষয়ে সার্কুলার

দ্বারা একবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। দুইটি প্রবন্ধ ও একখানি গ্রন্থ আলোচনার জন্য পাওয়া গিয়াছিল। একটি প্রবন্ধ ও নকুল-কৃত "অশ্ব-চিকিৎসা" নামক গ্রন্থ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া স্থির হয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত "ভারতীয় লিপিসমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ" নামক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্য পাঁচ জন করিয়া সভ্য লইয়া এই শাখার অধীনে দুইটি প্রশাখা-সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে এই দুই প্রশাখা-সমিতির আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গণিত ও জ্যোতিষ প্রশাখা-সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই দুই প্রশাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

পূর্ব্ববর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য ৩০৲ টাকা বেতনে একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উপরিলিখিত শাখাগুলির আহ্বানকারী ও সভ্যগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে শাখার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ, প্রবন্ধলেখকের নাম ও অধিবেশনের তারিখ নিম্নে লিখিত হইল,—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৬এ আষাঢ়, (১৩২৮) রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নালিতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ। (খ) খনিবিদ্যার পরিভাষা—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এস্‌সি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১লা শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-জাতির খাদ্যের উপকরণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্, (খ) রামপ্রসাদ ও রামদুলাল—শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২২এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর পুথির আলোচনা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৯এ শ্রাবণ, রবিবার। প্রবন্ধ—ভারতীয় লিপি-সমূহের জন্য তড়িৎ-বার্ত্তার ধ্বনি-নির্দ্দেশ—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ বিদ্যারত্ন।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) নারায়ণ-পালের লিপি—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ ডি; (খ) মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (প্রথম অধ্যায়)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৫এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৌদ্ধগান ও দোহা—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—৮ই মাঘ, রবিবার। প্রবন্ধ—বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮এ ফাল্গুন, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস (দ্বিতীয় অধ্যায়)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। (খ) জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশন—৫ই চৈত্র, রবিবার। প্রবন্ধ—বুদ্ধঘোষের টীকা—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ, (১৩২৯) রবিবার। প্রবন্ধ—শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদশক—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্য

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে—

১। ১টি সূর্য্যমূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কোটালীপাড়া।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনে—

২। ৫টি প্রস্তরমূর্ত্তি।

৩। ৬০টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাত্রী—শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী।

৪। ১টি প্রস্তরমূর্ত্তি।

৫। ১২টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি।

৬। ২২৪টি বিভিন্ন মুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

নবম মাসিক অধিবেশনে—

৭। ১টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ।

দশম মাসিক অধিবেশনে—

৮। এক খানি দাস-বিক্রয়ের দলিল।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য একটি, সাহিত্য-সেবীর পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ তিনটি, চিত্র-প্রতিষ্ঠা এবং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি (১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম) অধিবেশন হয় এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য তিনটি (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) এবং সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের জন্য একটি (১০ম), মোট দশটি অধিবেশন আহূত হয়; উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিত না ঘটায়, একটি অধিবেশন হয় নাই। নিম্নে উক্ত শ্রেণীভেদে অধিবেশনগুলির বিবরণ দেওয়া হইল,—

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ়, (১৩২৮) বুধবার স্বর্গীয় কবি মাইকেল

মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভা হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু আই এস্ ও, এম্ বি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়দ্বয় স্বরচিত এক একটি কবিতা পাঠ করিলে, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর রচিত একটি কবিতা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ও শ্রীযুক্ত রসময় লাহা স্বর্গীয় কবিবরের সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি এ এবং সভাপতি মহাশয় কবির গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, কবির রচিত "বীরাঙ্গনা" ও "মেঘনাদবধ" কাব্য হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী বি এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় কিছু কিছু আবৃত্তি করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—১৬ই আশ্বিন, রবিবার, চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ, মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মার কন্যার লিখিত একটি জীবনচরিত পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি স্বর্গীয় কর মহাশয়ের গুণাবলী ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিলে পর, সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়া, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শোক-প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ৪৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) রবিবার, পরলোকগত সাহিত্যিক "বঙ্গবাসী"-সম্পাদক রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় একটি গান করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিহারী বাবুর নানাগুণের বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) রবিবার। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়; রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৺জীবেন্দ্র বাবুর গুণকীর্ত্তন করেন। ৺জীবেন্দ্র বাবুর স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, শনিবার সভাপতি মহারাজ

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, মহাশয় নানারূপ আলোচনা করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন, রবিবার। এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন হয়। বৌবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় রচিত "বঙ্কিম-বরণ" গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতি-সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্মৃতি-সমিতির ১১২৲ টাকা দেনা দেখাইয়া সহকারী সম্পাদক অর্থের জন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে পর, ৭০৫৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অনন্তর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনীর" এক গান গাহিলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয় "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ মহাশয় একটি কীর্ত্তন গান করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুম-দার মহাশয় 'আনন্দমঠে'র "মায়ের তিন মূর্ত্তি" পাঠ করেন। গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত-সমাজের পক্ষ হইতে "বন্দে মাতরম্" গীত হয় এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২রা পৌষ, শনিবার। শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের অষ্টম অধ্যা-য়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২৮এ মাঘ, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এম্ এ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থা-বলীর অন্তর্ভূত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের নবম ও দশম অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ, শুক্রবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং *আলোক-চিত্রের* সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

দশম বিশেষ অধিবেশন—১০ই আষাঢ় (১৩২৯) ২৫এ জুন, শনিবার এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে লোকশিক্ষার উপযোগী বক্তৃতা দান করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর বক্তৃতা আলোচ্য বর্ষে তিনটির বেশী হইতে পারে নাই। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে এই শ্রেণীর বক্তৃতা প্রদানে উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব আছে, এমন কথা বলা চলে না। তথাপি পরিষদের চেষ্টায় এইরূপ বক্তৃতা তিনটির অধিক হইয়া উঠে নাই, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষের শীতঋতুতে সাহিত্য প্রভৃতি চারিটি শাখা-সভাকে তিনটি করিয়া বারটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শাখা-সভাসমূহও বিভিন্ন বক্তৃগণকে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকেই বক্তৃতা-প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই সকল বক্তৃতার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে শাখা-সভাসমূহ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অধি ত ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু
শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
সম্পাদক— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক— " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" হিরণকুমার রায় চৌধুরী

	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
	" রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
কোষাধ্যক্ষ—	" কিরণচন্দ্র দত্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ—	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
ছাত্রাধ্যক্ষ—	" শৈলেন্দ্রনাথ সরকার
গ্রন্থ ধ্যক্ষ—	" পঞ্চানন মিত্র
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	" ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
	" গিরিজাকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতি ও তৎসম্পর্কীয় মুদ্রণ-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বর্ষমধ্যে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্য্যভার অর্পিত হয়। সহকারী সম্পাদকগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় অষ্টাবিংশ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অর্থাদি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বৎসর চিত্রশালার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া চিত্রশালার সচিত্র বিবরণযুক্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়ের উপর গ্রন্থশালার কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু আয়-ব্যয়-পরীক্ষা-কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বাবু কর্ম্মোপলক্ষে দিল্লী গমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভা-সংক্রান্ত কোন কার্য্যই হয় নাই। ইহাঁদের কৃতকার্য্যতার জন্য সম্পাদক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—

(১) সাধারণ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্‌এ, বিএল্
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
" বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
" মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
" জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু এম্ এ
মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি লিট্
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্ সি,
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" কৃষ্ণচরণ সরকার
" রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
" রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী
" ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি
" নলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ

(২) শাখা-পরিষৎ-সমূহ হইতে নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ
" ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় বর্ষমধ্যে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার স্থানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়দ্বয় সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগ করায়, তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৪টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা তিন বার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নির্দ্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইল,—

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২। ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমাগত বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরিষৎ মন্দিরে আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে জারী, হোলী, সখীসংবাদ, মুর্শেদি প্রভৃতি গান সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে আপাততঃ এক মাসের জন্য ৩০৲ ব্যয় করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়।

৪। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর প্রচারের জন্য পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও ৫৲ ও ৬৲টাকা মূল্যে সদস্য ও সাধারণের নিকট সেট-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মূল্য কমাইয়া একত্রে তিন খণ্ডের মূল্য ১০৲ টাকা করা হইয়াছে।

৬। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটীক সোসাইটী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হওয়ায়, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়া, এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—(ক) পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয়-নির্ব্বাচন, (খ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে প্রকাশ্য চিত্র-নির্ব্বাচনের জন্য শাখা সমিতি, (ঘ) ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (ঙ) পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য শাখা-সমিতি, (চ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরীক্ষার জন্য শাখা-সমিতি।

৭। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনার্থ একজন লেখক নিয়োগের জন্য প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে তিন মাসের জন্য ৯০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

৮। সাহিত্যাদি চারিশাখা দ্বারা বিষয়ানুসারে পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৯। পরিষদের পুথিশালায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১০। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না, এই বিষয়ে আজকাল নানাস্থানে আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য "সাহিত্য-সভার" একযোগে "কালিদাস-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১১। পারিষৎ মন্দির রীতিমত মেরামত করিবার এবং শৌচাগার প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২। গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাধার প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং অন্যান্য শাখা-সমিতিতে পরিষদের যে সকল সদস্য সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছেন, সম্পাদক এই স্থলে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অনুসন্ধান-সমিতি

গত বর্ষের কার্য্যবিবণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, নদীয়া ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমির সংস্থান নির্ণয়ের জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক "নদীয়া-সমিতি" নামে একটি ঐতিহাসিক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই শাখা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছে এবং উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না ঘটায়, একটি অধিবেশন হয় নাই। এই সকল অধিবেশনে সমিতির কার্য্যপ্রণালী নির্ণয়, চৌদ্দ জন অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচন, নক্‌সা সংগ্রহ ও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে এবং সরকারী কাগজ পত্র হইতে সমিতির উদ্দেশ্যানুকূল প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে

চিত্রশালার কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। বর্ষের প্রথমে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি, নিয়মানুসারে চিত্রশালা-সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সমিতির আহ্বানকারী ছিলেন। বর্ষমধ্যে এই সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে "বাস্তুবিদ্যা" নামক শিল্পবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশ করিবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে এবং ইহার ভার চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। চিত্রশালার জন্য একটি প্রদর্শনাধার (Show-Case) ক্রয় করা হইয়াছে। এই সমিতির উদ্যোগে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় "নেপালের শিল্প" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহের বর্ণনাপূর্ণ সচিত্র তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ প্রণয়নের জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এত অল্পসময়ের মধ্যে পুস্তক মুদ্রিত হইত কি না সন্দেহ। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রুফ্ প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত রামকমল বাবুকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

	দ্রব্য	প্রদাতা
১।	৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্র	শ্রীকালিদাস মিত্র
২।	৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তৈলচিত্র	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত
৩।	৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র	
৪।	৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের চিত্র	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু
৫।	৺জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের চিত্র	শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৬।	৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তৈলচিত্র	শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর
৭।	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্ম্মর-মূর্ত্তি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-সমিতি
৮।	১টি সূর্য্যমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
৯।	ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত ১টি রৌপ্যমুদ্রা	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
১০।	৬টি প্রস্তরমূর্ত্তি	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১১।	১টি প্রস্তরমূর্ত্তি	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এ, এম্ এস্ সি
১২।	৬০টি নানাশ্রেণীর মুদ্রা	শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী
১৩।	২৪৪টি নানাজাতীয় মুদ্রা	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্

দ্রব্য	প্রদাতা
১৪। ১২টি বিভিন্ন মুদ্রা	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এ, এম্ এস্ সি
১৫। একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা	রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এফ্ এল্ এস্
১৬। ৪টি বৌদ্ধস্তূপ	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর
১৭। একটি পিঙ্গলমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ
১৮। ২খণ্ড ইষ্টক	শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

উপরিলিখিত দ্রব্যসমূহ দান করার জন্য পরিষৎ দাতাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালা দেখিতে আসিয়াছিলেন—

১। শ্রীযুক্ত সিলভেঁ লেভী।
২। " স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
৩। " রামচন্দ্র কাক, আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, কাশ্মীর।
৪। " জি, ইয়াজদানী, ঐ—হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্য।
৫। " জে, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার।
৬। " আর, গোপাল আয়েঙ্গার।
৭। " টি, রাজগোপাল রাও।
৮। " জে, সি, মুখার্জ্জি।
৯। " দয়ারাম সাহানী।
১০। " এম্, ঘোষ, পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটর।
১১। " ডব্লিউ, আর, গোর্লে।
১২। " এফ্, ডব্লিউ টমাস।
১৩। " ডাক্তার জে জে মোদি।
১৪। " সি এস্ শ্রীনিবাস আচারি।
১৫। " এস্ ভি পিম্বনাথ।
১৬। " এ রঙ্গস্বামী সরস্বতী।
১৭। " পণ্ডিত রামকরণ।
১৮। " যদুনন্দন সহায়।
১৯। " পণ্ডিত বঙ্গীর সুব্বা রাও।
২০। " নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
২১। " ডাঃ এন্ জি সদাচারী।
২২। " কে এ সুব্রাহ্মণ্য আয়ার।
২৩। " ডি বি দে ধর।

২৪। শ্রীযুক্ত কে কে জয়সোয়াল।
২৫। " কে এন্ দীক্ষিত।
২৬। " রমাপ্রসাদ চন্দ।
২৭। ,, এইচ্ কৃষ্ণ শাস্ত্রী।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় রক্ষিত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি রাখিবার জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। শ্রেণীভেদে মূর্ত্তিগুলি সাজান হইয়াছে ও তাহাদের সংখ্যাপাত করা এবং দেওয়ালে ও কাষ্ঠফলকে পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে দর্শকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভরসা করা যায় যে, আগামী বর্ষে মুদ্রাগুলির সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারা যাইবে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৩ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর মহাশয় তাঁহার স্থলে এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিশিষ্টে সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এবারেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে ওয়ার্ড কমিশনর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন এবং করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থে পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য করপোরেশনের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, স্থান-সংকীর্ণতাপ্রযুক্ত একটি বড় পুস্তকাধার প্রস্তুত না করিলে পুস্তকগুলি ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে পুস্তকাধার প্রস্তুতের ভার সায়েন্টিফিক সাপ্লাই কোম্পানীকে অর্পণ করা হইবে, স্থির হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহারা কার্য্যারম্ভ করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে ১২০২ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০৩১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৭১ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। ২৩৮ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ৪১ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৯৭ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষমধ্যে সর্ব্বসমেত ১৪৪০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। পরিষদের উন্নতিচিকীর্ষু সদস্য এবং গ্রন্থকার মহোদয়গণকে তাঁহাদের স্বরচিত বা প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

আমেরিকার স্মিথ্সোনিয়ান ইন্ষ্টিটিউশন হইতে ১৫ খানি মূল্যবান্ পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ বৈজ্ঞানিক পুস্তক সদস্যগণ পাঠ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত Monthly Labor Review, ফ্রান্সের Le Society de Linguistique de Paris ও American Anthropological Association, Boston Museum of Fine Arts

তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি নিয়মিত পাঠাইতেছেন। তজ্জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। যেহেতু, তাঁহারই সাহায্যে পরিষৎ এই সকল পত্রিকাদি পাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ৯খানি দৈনিক, ৪৬ খানি সাপ্তাহিক, ৪ খানি পাক্ষিক, ৭০ খানি মাসিক, ৫ খানি ত্রৈমাসিক ও ২ খানি দ্বৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও পেটেণ্ট অফিস নোটিফিকেশন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিত পাওয়া গিয়াছে। Indian Antiquary, Modern Review এবং Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকাগুলির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থাগারের কার্য্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য খোলা ছিল। প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সংবাদপত্র, মাসিকপত্র এবং পুস্তকাদি পাঠের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১৩২৮ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল—৪৪৫৩। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে ৮১খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে

পুথিশালা

শ্রীযুক্তা মহামায়া দেবী ৪৯ খানি, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৬ খানি, শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায় ২ দুই খানি, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ১ খানি, শ্রীযুক্ত তারকনাথ চন্দ ২ খানি ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির মধ্যে ৭৪ খানি সংস্কৃত ও ৭ খানি বাঙ্গালা। একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৪২২ শকাব্দে অর্থাৎ ৪২১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত দুই একখানি পুথিও ইহার মধ্যে আছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৩৪।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি—	২৯২৩
সংস্কৃত পুথি—	১৩৪৬
অসমীয়া পুথি—	৩
ওড়িয়া পুথি—	৩
হিন্দী পুথি—	২
ফার্সী পুথি—	১২
তিব্বতীয় পুথি—	২৪৪
ইংরাজী পুথি—	১
	৪৫৩৪

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে একটি খণ্ড প্রকাশ করা যাইতে পারে। সভাপতি মহাশয় ইহা পরীক্ষা করিয়া দিলে, আগামী বর্ষে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক তালিকাও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই ছাত্রসভ্য বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোনও কার্য্য হয় নাই। দুই জন ছাত্র নূতন ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ দানগুলি পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল দাতাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেন।

১। পাথুরিয়াঘাটার জমীদার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এককালে ৫০০৲ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে এই টাকা দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় এই বিষয় অবগত হইবামাত্র, তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা পরিষদের তহবিলে দান করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। স্বর্গীয় যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী পরিষদের গৃহ-সংস্কারার্থে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—(ক) পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং তাঁহার স্বরচিত "বৃন্দাবন-কথা" নামক গ্রন্থের ২০০ খণ্ড দান করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি এই ভাণ্ডারে ১৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, তাঁহার সম্পাদিত কালিদাসের ঋতুসংহার ১৫০ খানি এবং পুষ্পবাণবিলাস ১৫০ খানি দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় গৃহ-সংস্কারার্থ ১০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন জানাইয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি মহাশয় পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতিবর্ষে ১০০৲ একশত টাকা করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য দান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয় দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের জন্য তাঁহার লিখিত ব্যাখ্যাযুক্ত কালিদাসের "মেঘদূত" ৪০ খানি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আয়-ব্যয়-বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তহবিলের মোট আয় ২০৫৮৪৸৶৩ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৯৮১১৸৶৯ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮৪৫৷৵০ টাকা ধরিয়া বর্ষশেষে পরিষদের সাধারণ তহবিলে মোট ১৬১৮৷৶৬ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। পরিষদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের কতক টাকাও এই উদ্বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান বর্ষে চাঁদা আদায়ের পরিমাণ কম হওয়াতে, বর্ষশেষে দেনার পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিষদের আয়-ব্যয়-সমিতির বর্ত্তমান বর্ষে ৮টী অধিবেশন হইয়াছে। সভ্যগণ পরিষদে উপস্থিত হইয়া কষ্টস্বীকার ও পরিশ্রমসহকারে পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি, পরিষৎ তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবেন না।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষে স্থায়ী তহবিলে কোন নূতন দান পাওয়া যায় নাই। পরিষদের স্থায়ী তহবিলের উন্নতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। একথা পরিষদের হিতৈষিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। স্থায়ী তহবিল পুষ্ট হইলে পরিষদের পক্ষে অনেক কার্য্য সুগম ও সহজসাধ্য হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে সংস্কার না করিলে পরিষৎ মন্দিরের অত্যন্ত ক্ষতি হইত, কাজেই মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যূন ৫৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত ৫০০৲, রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দাসী মহোদয়া প্রদত্ত ১০০৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-প্রদত্ত ১০০৲ টাকা এই মন্দিরসংস্কার কার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-তহবিলের কার্য্য অনেক-দূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ সি, মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার বহুমূল্য সময় ক্ষেপণ এবং যথেষ্ট কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। যতীন্দ্র বাবু যে ভাবে পরিষদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা পরিষদের অনেক মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়গণের চেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে মহাশয়ও এ বিষয়ে পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী গমন করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় হিসাব-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরিজকুমার বসু মহাশয়দ্বয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের হিসাব পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা উভয়ই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র।

এই সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা ও নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাকের সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয়দ্বয় নিজ নিজ নিরূপিত কার্য্য ব্যতিরেকে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহারা শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও পরিষদের প্রতি যে প্রীতি ও আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় ২০৫৮৪৸/৩ টাকা হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা ২১১৩/৯ টাকা কম হইয়াছে। এই হ্রাসের অন্যতম কারণ পূর্ব্বকথিত কিঞ্চিন্ন্যূন ৭০০ শত সদস্যের চাঁদা পাওয়া যায় নাই এবং অনিবার্য্য কারণে ২৮শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা আলোচ্য বর্ষের মাঘ মাসে মুদ্রিত না হওয়ায়, ভিঃ পিঃ সাহায্যে যাঁহাদের চাঁদা আদায় হইয়া থাকে, তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদার কিয়দংশ আদায় হয় নাই। এই বাবদে ১৫০০৲ টাকা কম হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ সাধারণের সহানুভূতি লাভে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফল হইয়াছেন। এই বর্ষে মামুলি বার্ষিক দান ১৮৫০৲ টাকা ব্যতীত এককালীন দান ১৪০৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব বর্ষের দান অপেক্ষা ১৪১৭৲ টাকা অধিক।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ব্যয় ১৯৮১১৸৵৯ হয়। পূর্ব্ববর্ষের ব্যয় ২২১৩৭।/৯ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৩২৫।৶০ টাকা ব্যয় কম হইয়াছিল।

বর্ষারম্ভে পরিষদের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ২০৪৭১৲ টাকা ব্যয় করিবার উদ্দেশ্য ছিল। এই ধার্য্য ব্যয় অপেক্ষা যথার্থ ব্যয় ৬৫৯/৩ কম হইয়াছে। ইহাতে আয়ের অভাব সূচিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, পরিষৎ যে সকল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের সমুচিত সম্পাদনের জন্য যে অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হয়, তৎসমুদায় আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণে ধরা যায় না। কারণ, তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান হয় না। এই নিমিত্ত ইচ্ছা স্বত্বেও আয়-ব্যয়-বিবরণে ব্যয়ভার সাধারণতঃ অনেক কমাইয়া ধরিতে হয়। কিন্তু অপর সমস্ত সাধারণ সমিতির নিয়ম এই যে পূর্ণকার্য্যভারের ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া তদুপযুক্ত আয় সঙ্কুলান যাহাতে হয়, তাহার জন্য সদস্যগণ উদ্যোগী হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের এ অবস্থা এখনও আসে নাই। বঙ্গের মাতৃভাষানুরাগী বিদ্যোৎসাহী সুসন্তানগণ যদি এই অবস্থার দিকে সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণই এই উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত করিতে পারে।

বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত তহবিল ২৫৬৩৩.৬ টাকা ছিল। ইহার মধ্যে পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিল ১০৫৩৫।৵৯ টাকা মাত্র আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে কেহই স্থায়ী তহবিলের পুষ্টির জন্য কোন টাকা দান করেন নাই। পরিষদের বার্ষিক আয় হইতে বাড়াইয়া স্থায়ী তহবিলের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের হ্রাস হইয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, এই চারি শাখাসভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কতিপয় প্রবন্ধ উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বৎসরে আয়-ব্যয়-সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ২৮ ফর্মার মধ্যে চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রিত করিতে হইবে। কিন্তু কাগজের মূল্যাধিক্যবশতঃ কার্য্যতঃ ২৫ ফর্মার বেশী মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এই ২৫ ফর্মার মধ্যে শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে,—

সাহিত্য—১
বিজ্ঞান—৩
প্রাচীন সাহিত্য—২
মুদ্রাতত্ত্ব—৩
ইতিহাস—৮
প্রত্নতত্ত্ব—৪
পরিভাষা—১
———
২২

নিম্নে প্রবন্ধগুলির সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য

১-২। "আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়। আসাম গভর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ে গৌহাটীর কমিশনর আফিসে সংস্কৃত ও অসমীয়া ভাষায় লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু তন্মধ্য হইতে ভাষা-পুথির বিবরণগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। গতবর্ষের পত্রিকায়ও এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা পত্রিকায় এইরূপ দুইটি বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে 'জ্যোতিষচূড়ামণি' ও 'কিতাপত-মঞ্জরী' নামে দুইখানি গণিত-পুস্তকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দুইখানি পুস্তকের রচয়িতা বা সংগ্রহকারের নাম যথাক্রমে—রঘুপতি ও বকুল হৃদয়ানন্দ। এই দুইখানি পুথির মধ্যে মিশ্র ও আমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণ ভূমির কালি কসিবার নিয়ম, রাজদপ্তরের হিসাবাদি রাখিবার পদ্ধতি, জমি জরিপ সম্বন্ধে আমিনের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক অঙ্কশাস্ত্র-রচয়িতাদের নাম তাঁহাদের রচিত আর্য্যাগুলির সহিত আলোচ্য পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩। "ময়নামতীর পুথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়। গোপীচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও জলন্ধরনাথ প্রভৃতি নাথগুরুগণের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত বিবরণ বাহির হইয়াছে, এই প্রবন্ধে লেখক তাহার একটি সার সঙ্কলন করিয়া দিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

১। "আলোক-চিত্রের সাহায্যে স্বরের রূপ পরীক্ষা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় Manometric flame এর স্পন্দন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য

আলোকচিত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শব্দবিজ্ঞানে স্পন্দিত শিখার যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সমস্তই মনগড়া শিখার, জিহ্বাংশেই ছবি বিশেষভাবে দেওয়া হইয়া থাকে। যথার্থ স্পন্দনটা যে শিখার তলদেশের ব্যাপার, জিহ্বাংশটা আসল ব্যাপার নহে, তাহাই তিনি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

২। "স্পন্দিত শিখার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের (g) শক্তিনির্ণয়" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। স্পন্দিত শিক্ষার আলোকরচিত্র-সাহায্যে যে নূতন উপায়ে 'g' এর সংখ্যা (মাধ্যাকর্ষণজনিত বেগবর্দ্ধমানতার সংখ্যা) নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩। "নালিতা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্ এ মহাশয় নালিতা অর্থাৎ শুষ্ক পাটপাতার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার স্বকৃত পরীক্ষার ফল বিবৃত করিয়াছেন। পাট-পাতার রাসায়নিক পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে যদিও আর কেহ অগ্রসর হন নাই, কিন্তু ইহার উপকারিতার বিষয় বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন—আয়ুর্ব্বেদেও ইহার গুণের কথা উল্লিখিত আছে। ঢাকা কলেজের রসায়নাগারে নানাবিধ রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর প্রবন্ধ-লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

মুদ্রাতত্ত্ব

১। "মানভূম বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" প্রবন্ধের লেখক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় বিএ। বরাহভূম পরগণার অন্তর্গত বলরামপুরের সাত মাইল দূরে বেলডি গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটাঁড় নামক শ্মশানভূমিতে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু এই জাতীয় কয়েকটি তাম্রমুদ্রা পাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে ছয়টি সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি যেখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভূমিজদিগের সমাধিস্থল। প্রাচীনকালে অনেক জাতির মধ্যে পরলোকে ব্যবহারের জন্য মৃতের সমাধিস্থলে মুদ্রা রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। লেখক অনুমান করেন যে, এবম্বিধ কোনও কারণে শ্মশান-ভূমিতে এই মুদ্রা আসিয়া থাকিবে।

২-৩ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, মহাশয়দ্বয় উপরিলিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যদ্বয়ে তাঁহারা এই জাতীয় মুদ্রার নাম, পূর্ব্বে কোন্ কোন্ স্থানে এইপ্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কোন্ সময়ে বা প্রস্তুত হইয়াছিল, মুদ্রার ওজন ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বহুবিধ তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় বা সপ্তম শতকের মধ্যভাগের পূর্ব্বেই এই সকল মুদ্রা তৈয়ারী হইয়াছিল।

ইতিহাস

১। "রাজা গন্ধর্ব্বসেন ও রাজা ভর্ত্তৃহরি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলেন,—অবন্তীর রাজা ইন্দ্রসেনের পুত্র চন্দ্রসেন অজয় নদের তীরে উজ্জয়িনী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। ইন্দ্রসেনের পুত্র গন্ধর্ব্বসেন ও গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি। হিন্দী ভাষায় লিখিত ভয়থরা-চরিত্রে তিলকচন্দ ও

গোপীচন্দের বিষয়ে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি আছে, লেখক তাহার আলোচনা করিয়া বলেন যে, লখিন্দরের সহিত গন্ধর্ব্বসেনের কন্যা বিপুলা বা বেহুলার বিবাহের পর, গন্ধর্ব্বসেন উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যান এবং ত্রিপুরা জেলায় 'উজানী' নামে নগর স্থাপন করেন। ভর্ত্তৃহরি, সিংহলপট্টনের রাজকন্যা সামদোইকে বিবাহ করেন। লেখকের মতে এই সিংহলপট্টন তারকেশ্বরের অন্তর্গত সিঙ্গুরের পূর্ব্বনাম। ভর্ত্তৃহরি এক শৈব যোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং ইঁহাদের প্রধান বাসস্থান কাশীধাম। প্রবন্ধলেখক এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ মৈত্র মহাশয়ের একটী মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

২। "প্রতিবাদ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াং শ্রীহট্টকে শি-হ-লি-চ ট লো-রূপে লিখিয়া গিয়াছেন, ষড়বিংশ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় "সমতটের পূর্ব্বে" নামক একটি প্রবন্ধে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক, তাঁহার সেই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লি-হ-লি-চ-ট-লো শব্দে চট্টল বা চট্টগ্রাম বুঝিতে হইবে।

৩। "পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির খাদ্যের উপকরণ" প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস্ মহাশয় উক্ত জাতির খাদ্যের উপকরণ, পাকপ্রণালী, কৃষিকার্য্য, রন্ধনের পাত্র, লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত দেশে ডলু নামে এক প্রকার বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ কাটিয়া তাহারা রন্ধনের পাত্ররূপে ব্যবহার করে; তদ্ভিন্ন তাহারা 'মুনিয়া' নামে এক প্রকার গাছ পোড়াইয়া, তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। আজকাল সরকারের আইনে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

৪। "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্নরূপ ও অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে যাজক বা পুরোহিত অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদেও এরূপ ব্যবহার আছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আবার ইঁহাকে একজন দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'বিশ্বকর্ম্মা' শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশম মণ্ডলে বিশ্বকর্ম্মা একজন স্বতন্ত্র দেবতা। ব্রহ্মার অপর নাম প্রজাপতি; কিন্তু ঋগ্বেদে সাবিত্রী ও সোমের বিশেষণরূপে 'প্রজাপতি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীনতম ঋগ্বেদের ব্রহ্মা, প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা, ও হিরণগর্ভ প্রভৃতি এইরূপ বিভিন্নতা সত্বেও পরবর্ত্তী কালে কিরূপে একীভূত হইয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মায় পরিণত হইয়াছেন, লেখক সে সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় দান করিয়াছেন। ব্রহ্মার কি রকম রূপ ছিল, কিরূপে তাঁহার পূজা প্রথমে প্রসার লাভ করিয়া, পরবর্ত্তী কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মার চারিটি মুখ কেন হইল, শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও তাহার শ্রেণীবিভাগ ও এই সমস্ত মূর্ত্তির সময় নিরূপণ করিবার উপায় প্রভৃতি অনেক বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণ যুগ পর্য্যন্ত এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়েরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে ব্রহ্মা সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক সংলগ্ন ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।

৫। "বিষ্ণু" প্রবন্ধের লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ ও ইরাণ জাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী ছিলেন। অল্প বিস্তর বিভিন্নতা থাকিলেও ইহাঁরা উভয়েই অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসক। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুই সেই সূর্য্যদেবতা। বিষ্ণু বৈদিক যুগের একজন পুরাতন দেবতা। আদিত্য তাঁহার নাম। ইন্দ্রের অপেক্ষা তাঁহার পদ কিছু ছোট হইলেও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিত্য বিষ্ণু কিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর আসন গ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি অপরাপর দেবতা, এমন কি, ইন্দ্রের মহিমা পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিয়া, পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে পরিণত হইলেন, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া সে সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। ইহার পর তিনি চতুর্ব্যূহবাদের বিস্তৃত আলোচনান্তে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার ও মূর্ত্তির উল্লেখপূর্ব্বক ভারতের বাহিরে ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিষ্ণু কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

৬। "মহাদেব" প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় বলেন,— বেদে মহাদেব বা শিবের নাম নাই, অথচ তিনি ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে একজন প্রধান, ইহার অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন,—রুদ্রই শিব; বেদে রুদ্রের নাম আছে। কিন্তু রুদ্র একটি গণের নাম, ইহার অধিপতি ইন্দ্র। তাহা ছাড়া শিব ও রুদ্রের ধ্যানে বুঝা যায় যে, ইহাঁরা উভয়ে পৃথক্ দেবতা। অথর্ব্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে ব্রাত্যদের বাড়াইবার জন্য অনেক লেখা হইয়াছে। সাবিত্রী-পতিত হইলে ব্রাত্য হয়। কিন্তু এ ব্রাত্য সে ব্রাত্য নহে। ব্রাত নামে ঋষিদের বিপক্ষ এক যাযাবর জাতি ছিল—তাহাদিগকেই ব্রাত্য বলিত। এই ব্রাত্যেরা পশুপালন ছাড়া আর কিছুই করিত না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রাত্যেরাও ঋষিদের ন্যায় দৈবপ্রজা, অর্থাৎ দেবতার উপাসক। তবে তাহাদের দেবতারা স্বর্গে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; উহারা দেবতাদের খুজিয়া পাইত না। মরুদ্গণেরা ব্রাত্যদের কতকগুলি সামগান শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহার নাম ব্রাত্যস্তোম। ব্রাত্যেরা যাযাবর স্বভাব ত্যাগ করিয়া, ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিলে ঋষিদের সহিত সমান হইয়া যাইত। ঋষিরা তখন তাহাদের সহিত একস্থানে বাস ও আহারাদি করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নানাবিধ প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, এই ব্রাত্যদের উপাস্য দেবতাই মহাদেব। ইতিপূর্ব্বে অনেকে বলিতেন যে, মহাদেব অনার্য্যগণের উপাস্য দেবতা। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—ব্রাত্যগণ আর্য্যবংশীয়। অতএব তাহাদের উপাস্য দেবতা মহাদেবও আর্য্যের দেবতা।

৭। "মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সমাজ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়। কয়েক বৎসর হইল, কৌটিল্যের রচিত অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া মহীশূর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের জীবিতকালে

চাণক্য কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। অতএব ইহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে মৌর্য্যযুগের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু আলোচ্য প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সাহায্যে মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে,— *চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্থান* এবং তাঁহাদের সামাজিক অধিকার, ব্রাহ্মণগণের *প্রতি জৈন ও বৌদ্ধদের ঈর্ষা,* ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণের বিরোধ, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সামাজিক অধিকার এবং জীবিকা, দাস ও দাসত্বপ্রথা, অন্যান্য দেশীয় দাসগণের সহিত ভারতীয় দাসদের তুলনা ইত্যাদি।

৮। "বুদ্ধ ঘোষের টীকা" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, জনশ্রুতি অনুসারে বুদ্ধঘোষ কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই টীকাগুলির প্রধান পুস্তকের নাম বিসুদ্ধিমগ্‌গ (বৌদ্ধবিশ্বকোষ)। তাঁহার সম্বন্ধে আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি সমগ্র বিনয়পিটক, পাতিমোক্‌খ, চারিটি নিকায় এবং অভিধম্মপিটকের সপ্ত পরিচ্ছেদের টীকা করেন। খুদ্দক-নিকায়ের কতক অংশের টীকাও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমতী রীজ ডেভিস্‌পত্নীর মতে বুদ্ধঘোষের রচনা অপুষ্ট হইলেও, তাহা বিশেষ অর্থ-দ্যোতক ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এবং সেগুলি পাঠ না করিলে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া অসম্ভব। প্রবন্ধলেখক বুদ্ধঘোষের রচনা হইতে তাঁহার মনস্বিতার ধারা এবং তাঁহার পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'মহাবংশ' অনুসারে ও রেবতের অনুজ্ঞায় রাজা মহানামের রাজ্যকালে বুদ্ধঘোষ সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের তৎকালীন প্রচলিত টীকাগুলির পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়া আনিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ বোধিদ্রুমের সন্নিহিত ঘোষগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন—পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

প্রত্নতত্ত্ব

১। "মানভূম ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ মহাশয় উক্ত স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়াছেন। ইছাগড় গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি চতুর্ম্মুখ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং এই মূর্ত্তির উত্তর ও পশ্চিম দিকে মাটি ও পাথরের একটি স্তূপ আছে। তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের স্তূপটির কতক অংশ খনন করিয়া এই শিলালিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় লিপি দুইখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিপি দুইখানি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

২। "নারায়ণপালের লিপি"প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ,পি এচ্ ডি মহাশয়। এই লিপি একটি ধাতু মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে উৎকীর্ণ। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু পুনরায় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া বলেন যে, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ পালরাজগণের রাজ্যাভিষেকের যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, এই

লিপির আবিষ্কারে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই লিপিখানি কেবল যে পুরাতন মত নিরাকরণের সহায়ক, তাহা নহে, ইহা দ্বারা পালরাজগণের কালনির্ণয়রূপ বিষম সমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে এই কথার অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া, তাঁহার মত সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। "শ্রীহট্ট ভাটেরার তাম্রশাসন" প্রবন্ধের লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শ্রীহট্টের অন্তর্গত ভাটেরা-বাজারের অনতিদূরে আবিষ্কৃত দুইখানি তাম্রশাসনের পরিচয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রদান করিয়াছিলেন। লিপি দুইখানির পাঠোদ্ধার করিতে মিত্র মহাশয় অনেকগুলি ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়াছেন, আলোচ্য প্রবন্ধ-লেখকের ইহাই মত এবং সেই ভ্রম-প্রমাদগুলি সংশোধন করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পরিভাষা

১। "খনিবিদ্যার পরিভাষা" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল বি এস্‌সি মহাশয়। রাণীগঞ্জের কয়লাভূমিতে গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাঙ্গালা ভাষায় খনিবিষয়ক বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খনি জরিপ-সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদও ছাপা হইতেছে। এই জন্য খনিবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু বর্ত্তমান প্রবন্ধে কএকটি পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২০০৲ টাকা এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ-স্থায়ী-তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ এবং পুস্তক-বিক্রয় দরুণ ২৯৫।৴৬ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই বিভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ ন্যায়দর্শন গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে :—

১। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

২। উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৪। লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড)—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ সম্পাদিত।

ছাপাখানা-সমিতি

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল।

ছাপাখানা-সমিতির তত্ত্বাবধানে মুদ্রণবিভাগের সকল কার্য্যই এ বৎসর ভাল হইয়াছে।

চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং *এক খানি গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।* ইহা ব্যতীত ছাপাখানার ও দপ্তরীর বিল মঞ্জুর, *মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ,* ছাপাখানায় কার্য্য প্রদান জন্য দর আনয়ন ও তৎসম্বন্ধে উপযুক্ততা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অনেক বিষয় সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ছাপাখানা-সমিতির কতিপয় নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য সমিতির সভাগণ এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে যশোহরের রায়গ্রামে ও বঙ্গের বাহিরে লাহোরে পরিষদের শাখা স্থাপনের সূচনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আসাম শ্রীহট্টে শাখা স্থাপনের সূচনার বিষয় গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে শাখাগুলিতে কার্য্য বিশেষরূপ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দুই এক স্থল ব্যতীত ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভৌগোলিকতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধান কোন শাখা করিতেছেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার জন্যই শাখা-পরিষৎগুলির অস্তিত্ব প্রার্থনীয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে প্রত্যেক শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে প্রতিবর্ষে প্রকৃত অনুসন্ধান দ্বারা বঙ্গের নানা বিষয়ের উদ্ধার সাধনের প্রয়াস করিবেন এবং তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিয়া মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর বঙ্গের কোথাও সম্মিলন আহূত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুরোধে এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গের সাহিত্যিকমণ্ডলীর সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ দেওয়া হইল।

পদক ও পুরস্কার

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

পদক ও পুরস্কার — প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (ক)—বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

পদক ও পুরস্কার　　　　প্রবন্ধের বিষয়

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক (খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক)—বাঙ্গালার গীতি কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু"-চরিত্র।

১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

উপরিলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৩টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই জন্য আরও তিন মাস সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া প্রবন্ধ আহ্বানের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষণ

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ভার পরিষদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে,—

১। চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ।—ইঁহার স্মৃতি-সভায় ৪৫৲টাকা চাঁদা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

২। রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার—পরিষৎ মন্দিরে ইঁহার একখানি তৈলচিত্র রক্ষিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

৩। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত—ইঁহার এক খানি ব্রোমাইড্ চিত্র প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে সকল সাহিত্যিকের স্মৃতি যে ভাবে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে কি কি কাজ হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি—তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কোন

কাজ হয় নাই। বৈদিক অনুসন্ধানমূলক কোন উপযুক্ত প্রবন্ধও পাওয়া যায় নাই। মূর্ত্তিনির্ম্মাণের সঙ্কল্প, স্মৃতি-ফলক-নির্ম্মাণের প্রস্তাব, জীবনচরিত্র ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির আলোচনা প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে স্মৃতি-তহবিলে ২৮০৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। মোট ১৮৯৬৷৷০ এই তহবিলে সংগৃহীত হইল।

২। অক্ষয়কুমার বড়াল-স্মৃতি—সুবর্ণবণিক সমাজ হইতে স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ২০০৲ টাকার কোম্পানী কাগজ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, তাহার দরুন ১০৲ সুদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কলিকাতার বাসভূমির নিকট স্মৃতি ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই।

৩। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি—স্মৃতি-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত ৭৫৷০ টাকায় মৃত মহাত্মার স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

৪। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের কোন বন্ধু তাঁহার একখানি তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। এই চিত্রখানি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—উপরি উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এক ব্রোমাইড চিত্র প্রস্তুত হইয়া সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর—ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৭। ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সন—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মৃত মহাত্মার একখানি ব্রোমাইড চিত্র দান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সপ্তবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাহা পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-স্মৃতি—গত দুই বৎসর ধরিয়া পরিষৎ মৃত মহাত্মার বার্ষিক স্মৃতি-সভার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বসঞ্চিত যে অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাহার উপর আলোচ্য বর্ষে ২০৷৹ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। স্মৃতি উৎসবের ব্যয় ব্যতীত বর্ষশেষে ৯৮।৶৬ উদ্বৃত্ত আছে।

৯। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়। তাঁহার চেষ্টায় অক্ষয়চন্দ্রের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া গত ৩রা আষাঢ় তারিখে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৲ চাঁদা উঠিয়াছিল। তহবিলে বর্ষের শেষে ১৬৶৯ টাকা উদ্বৃত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

১০। রমেশচন্দ্র দত্ত—ইঁহার তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। আগামী

বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে। শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় এই চিত্রখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

১১। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, তাঁহার চিত্র যে চিত্রশিল্পী বিনামূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে উহা এখনও পাওয়া যায় নাই। চিত্রশিল্পী মহাশয়কে অনুরোধ করা হইয়াছে, যাহাতে তিনি আগামী বর্ষে উক্ত তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দেন।

১২। রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে ৪ঠা আষাঢ় তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আলোচ্য বর্ষে ১৪২৮৲ চাঁদা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যয় সমেত ১৫০৲ টাকা এখনও ঋণ রহিয়াছে।

১৪। মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। আরও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

১৫। নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর—কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ মহাশয় কবির একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৬। সারদাচরণ মিত্র—পরিষৎ ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-স্মৃতি—কবির জন্মভূমিতে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার এবং তাঁহার একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এই স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ।

১৮। কাশীরাম দাস-স্মৃতি—আলোচ্য-বর্ষে স্মৃতি-তহবিলে ৭৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। সিঙ্গীগ্রামে কেশে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও দালান নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

১৯। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—ইঁহার চিত্র প্রস্তুত আলোচ্য বর্ষেও হইয়া উঠে নাই।

২০। সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র দান করিবার প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছেন।

২১। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। স্মৃতিরক্ষার জন্য ৭৪৲টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ও অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৺শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন এম্ বি ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সেন এম্ এ মহাশয়দ্বয় একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা চাঁদা দান করিয়া এই চিত্র-প্রতিষ্ঠায় পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী।

২২। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—শ্রীযুক্ত রায় প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি এ, ন্যায়বাগীশবাহাদুর একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্যকার সভায় উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৩। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন। উক্ত স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এবং উহা অদ্যকার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৪। গিরিশচন্দ্র ঘোষ—এই মহাত্মার চিত্র পরিষৎ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির আয়োজনে মৃত মহাত্মার একটি পূর্ণাবয়ব মর্ম্মরমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বি বি ওয়াগ মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা পরিষৎ মন্দিরে কিছুদিনের জন্য রক্ষিত আছে।

২৫। প্রাণনাথ দত্ত, ২৬। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, ২৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ২৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, ২৯। শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৩০। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, ৩১। দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৩২। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ৩৩। অদ্বৈতচরণ আঢ্য, ৩৪। দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ৩৫। দামোদর মুখোপাধ্যায়, ৩৬। চারুচন্দ্র ঘোষ, ৩৭। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ৩৮। রাধাগোবিন্দ কর, ৩৯। হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন। ইঁহাদের চিত্র যে সকল মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও সে সব সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু তৎপরতার সহিত এ বিষয়ে যেন পরিষৎকে সাহায্য করেন।

৪০। কবি রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে বর্ষ-শেষে ৩৩৷৷০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

৪১। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি-তহবিল—নিয়মানুসারে পদক দেওয়া বাদে এই তহবিলে বর্ষের শেষে ৬৩০৷৷৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতে রীতিমত ইহার সংস্কার না হওয়ায়, বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ রেলওয়ে লাইন মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী থাকায়, মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। এইজন্য প্রায় প্রতি বর্ষেই কিছু না কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু পরিষৎ এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মন্দিরের আমূল সংস্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য,তজ্জন্য কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন হাজার টাকার বিল হইয়াছে। পরিষদের পরমহিতৈষী বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কন্‌ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্নসহকারে মন্দির মেরামত করিয়াছেন। পরিষদের অন্যতম বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ও প্রত্যহ এই সংস্কার কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। *কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও প্রায় ৫৫০০৲ টাকার অভাবে জলের ড্রেন ও পায়খানা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।*

সদস্যগণ ও মাতৃভাষার উন্নতিকামী দেশের ধনকুবেরগণ এককালে পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প সফল করিবার জন্য মুক্তহস্তে দান করিয়া বঙ্গবাণীর সেবকগণের এই মিলন-ক্ষেত্র—সারস্বত-নিকেতন—নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মন্দির সংস্কারের জন্য ও মন্দিরের আনুষঙ্গিক গৃহাদি—চাকরদের থাকিবার স্থান, পায়খানা প্রভৃতি—নির্ম্মাণে পরিষৎকে সাহায্য করিতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না, তাহা পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। মন্দির মেরামত ও শেষোক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য কিঞ্চিদধিক ৫৫০০৲ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আবশ্যক। পরিষদের দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদন করিবার পর, পরিষদের তহবিলে উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকে, তাহার দ্বারা এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সেই জন্য বঙ্গের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট এবং সদস্যগণের নিকট এই টাকার জন্য সম্পাদক বিনীতভাবে ভিক্ষা চাহিতেছেন।

এই সংস্কার কার্য্য ব্যতীত চিত্রশালার জন্য প্রস্তরমূর্ত্তির পাদপীঠ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল চিত্রাদি সংগৃহীত হওয়ায় মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার বিষয় চিত্রশালার বিবরণের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ দুইটি সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

সংবর্দ্ধনা

(ক) রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা।—পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় প্রস্তাব করেন যে, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদেশের পণ্ডিত-সমাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, এই উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হউক। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, কি-ভাবে সংবর্দ্ধনা করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের

১৯এ ভাদ্র এই সংবর্দ্ধনা হয়। পরিষদের সদস্য ও বন্ধুগণ এই উপলক্ষে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উক্ত শাখা-সমিতির সভ্যগণের ও সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই সংবর্দ্ধনা সভায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঢাকা হইতে যে 'আশীর্ব্বাদ' লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন। কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীমতী লীলা ও শ্রীমতী ইলা দেবী কবিবরকে মাল্য ও চন্দন দান করিয়া কবির রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় স্বরচিত 'রবি-প্রশস্তি', শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'নমস্কার', শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'রবীন্দ্র-মঙ্গল', নাটোরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় *'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' নামক কবিতাগুলি পাঠ করেন।* তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় স্বরচিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' পাঠ করিলে পর, কবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়, কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক-মহাশয় লিখিত 'আবাহন' নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-রচিত একটি গান গীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়-লিখিত "বরণ" এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীমতী মানকুমারী দেবী মহাশয়া-লিখিত "স্বাগত" নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে কবিবরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়া 'অভিনন্দন' পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার 'অভিনন্দন' পাঠ করিলে পর, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কবি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়-লিখিত একটি গান গীত হয়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপরিলিখিত গানগুলি গাহিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে সমাগত ব্যক্তিগণের জন্য যৎসামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হয় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর মন্দির সাজাইবার জন্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে 'রবীন্দ্র-মঙ্গল' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাহাতে কবিতা, পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ ও গানগুলি মুদ্রিত করা হইয়াছিল এবং সেই পুস্তিকা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) বিগত ২৮এ জানুয়ারী হইতে ৩০এ জানুয়ারী কলিকাতায় ওরিয়াণ্টাল কন্ফারেন্সের

অধিবেশন হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ঐ কন্‌ফারেন্সের উপলক্ষে কলিকাতায় যে সকল পণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ১৪ই মাঘ (২৮এ জানুয়ারী) পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। এই উপলক্ষে পরিষৎ মন্দির যথোপযুক্ত-ভাবে সজ্জিত করা হয় এবং চিত্রশালার দ্রব্যাদি, পুথিশালা হইতে কতিপয় প্রাচীন পুথি ও গ্রন্থাগার হইতে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তক প্রদর্শনের জন্য সাজাইয়া রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণগুলি প্রদর্শনের জন্য পরিষৎকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ধার দিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিগণ সমাগত হইলে পর, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে অভ্যাগতগণকে মাল্যদান করা হইলে পর, সভাপতি মহাশয় সকলের পরিচয় দান করেন। তৎপরে একটী বৈদিক-স্তোত্র পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়-রচিত 'স্বাগত' গীত হয়। সভাপতি মহাশয় ইংরেজী ভাষায় যে অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্ এ মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'অভিনন্দন' শ্লোক পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধগান ও দোহা' হইতে উদ্ধৃত দুইটী গান গাহেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবিদিগের কতিপয় গান গাহিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন। তৎপরে সকলে পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার ও পুথিশালা পরিদর্শন করেন। এই সকল পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দর্শকগণের মন্তব্যপুস্তকে পরিষদের কার্য্যপরিচালন ও চিত্রশালা সম্বন্ধে বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে গত ১৮ই মাঘ তারিখে পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি মহাশয় সস্ত্রীক ডাঃ সিল্‌ভেঁ লেভী মহোদয়কে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিগণকেও এই সান্ধ্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সঙ্গীত ও জলযোগাদির দ্বারা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করা হয়।

উক্ত উভয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ও পরিষদের সম্পাদক মন্দির সাজাইবার উপযোগী বহুদ্রব্য দিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছিলেন। এই অভ্যর্থনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। সঙ্গীতাদি গাহিয়া প্রতিনিধিগণকে যাঁহারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় সঙ্গীতপারদর্শিতার জন্য মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর শ্রীমতী লীলা দেবীকে একটি সুবর্ণপদক দান করিবার প্রস্তাব করিয়া পরিষদের হস্তে ঐ পদক দান করেন। পরিষৎ শ্রীমতী লীলা দেবীকে ঐ পদক উপহার দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য মহারাজকুমারের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

পরিষৎ এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর হইতে প্রায় প্রতিবর্ষেই ট্যাক্স রেহাইএর প্রার্থনা

করিয়া কলিকাতা করপোরেশনে দরখাস্ত করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, করপোরেশন এতকাল পরিষদের এই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই। আলোচ্য বর্ষেও এই প্রার্থনা পুনরায় জানান হইয়াছিল। সুখের বিষয়, এবার করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইং ১৯২২।২৩ সালের জন্য ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। বার্ষিক ২৬২৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হইত। এই ট্যাক্স রেহাই দেওয়ার জন্য করপোরেশনের সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জে এন্ গুপ্ত মহাশয় এবং পরিষদের হিতৈষী কমিশনারগণ পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতা করপোরেশন

১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হাওড়ায় হয়। তৎপর এই দীর্ঘকাল বঙ্গের কোন স্থান হইতেই সম্মিলন আহূত হয় নাই। নানা চেষ্টা করিয়াও সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যভার গ্রহণে কাহাকেও সম্মত করাইতে পারেন নাই। পরিষদের ও সম্মিলনের অক্লান্তকর্ম্মী ও হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় মেদিনীপুরে সম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা হয়। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুকে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে মেদিনীপুরে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া এই কার্য্য উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মেলন সংঘটনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সফলমনোরথ হন। তৎপর গত ইষ্টারের বন্ধের সময় ১লা, ২রা ও ৩রা বৈশাখ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন মেদিনীপুর সহরে বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সাধারণ সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতাশচন্দ্র সরকার মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। সম্মিলনের কার্য্য তিন দিনব্যাপী চলিয়াছিল। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

গত ১লা অক্টোবর খুলনা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্রবৃন্দ পরিষৎ-মন্দিরে একটি অভিনয় করেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদিগের নিকট আলো ও পাখার খরচ বাবত কোনরূপ অর্থ না লইয়া পরিষদের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় ওরিয়াণ্টাল কন্ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য ও মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রতিনিধি প্রেরণ

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী'-পদকের জন্য শাখা-সমিতিতে উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। পরিষদের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত পদকের জন্য গঠিত শাখা-সমিতির সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা সমিতি এবং গণিত-সমিতি।—দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই দুই শাখা-সমিতির কোন কার্য্যই হয় নাই।

নিয়ম-পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে পরিষৎ-শাখাসমূহের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-প্রণালী সংক্রান্ত ৩৬ (খ) সংখ্যক নিয়মটির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহীত পরিবর্দ্ধিত নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা ৩৬ (খ) নিয়মের অব্যবহিত পরে বসিবে—

"এই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে উপযুক্ত সংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির (৬ জনের) বা তাহার কোন অংশের নাম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণকর্ত্তৃক ঐ সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। বর্ষমধ্যে কোন কারণে শাখার কোন প্রতিনিধির পদ শূন্য হইলে, মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-পরিষৎসমূহের সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ শূন্যপদে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।"

রমেশ ভবন

আলোচ্য বর্ষে 'রমেশ-ভবন' সংক্রান্ত কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের সহিত সংলগ্ন করিয়া রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পরিষদের মন্দিরের সহিত একযোগে এ্যেসমেণ্ট করিবার জন্য করপোরেশনে আবেদন করা হইয়াছে। এই আবেদন মঞ্জুর হইলে মন্দিরের নক্সা মঞ্জুরের জন্য করপোরেশনে দরখাস্ত করা হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই পরিষদের প্রথম সভাপতি মহাশয়ের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং পরিষদের চিত্রশালা পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুসারে মন্দিরে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষেও অনেক মহানুভব ব্যক্তি এই মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় এবং নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

উপসংহার

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টাবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ যথাসাধ্য সংক্ষেপে সদস্যগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। সদস্যগণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহানুভূতি এবং সাহায্য ব্যতীত সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব হইত না, তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে জানাইতেছি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরেও জানাইয়াছি। দিন দিন পরিষদের কার্য্য সকল বিভাগেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিত্য নিত্য নূতন কর্ম্মীর আবশ্যক হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় মাতৃভাষার উন্নতিপ্রয়াসী উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে অনেক আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক প্রতিবর্ষেই বঙ্গদেশের শিক্ষিত কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে বিনীতভাবে

আবেদন জানাইয়া আসিতেছেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের এই অন্যতম প্রধান সারস্বত আয়তনের শ্রী ও সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য—বাঙ্গালীর জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য অসঙ্কোচে নিজ নিজ সময় ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন। যে কয়জন মুষ্টিমেয় কর্ম্মী প্রতিনিয়তই সম্পাদককে সাহায্য করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় পরিষদের সদস্যগণের নিকট নিতান্ত অনাবশ্যক, যেহেতু পরিষদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহ ও অপরিসীম শ্রদ্ধার বশে এতদিন তাঁহারা নানাভাবে পরিষদের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং পরিষদের কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ করিবার সময় তাঁহাদের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণপথে পতিত হয়। এই সকল অক্লান্ত সেবকগণ ব্যতীত যদিও দুই চারিজন উদ্যমশীল ও অনুরাগী কর্ম্মী আমরা পাইয়াছি, তথাপি কর্ম্মবহুল পরিষদের জীবন রক্ষার জন্য আরও কর্ম্মীর প্রয়োজন।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নানারূপে মাতৃভাষার সেবায় লিপ্ত থাকিয়াও যেরূপভাবে তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অধিকাংশ পরিষদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। মুখ্যতঃ তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াই আমি পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যদি কিছুমাত্র সফল হইয়া থাকি, তাহা তাঁহারই সাহায্যে। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত পরিষদের কার্য্য পরিচালনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পরিচয় চিত্রশালার কার্য্যবিবরণে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনুরাগের ফলে পরিষদের চিত্রশালা নবশ্রীধারণ করিয়াছে এবং রমেশ-ভবনের চিরপোষিত কল্পনা কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত-জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের হিসাবসংক্রান্ত বহুদর্শিতা লইয়া পরিষদের হিসাবাদি রক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় নব-উদ্যমে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে পরিষৎ তাঁহাদের নিকট উত্তরকালে বহু আশা করিতে পারেন। পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাণী-নাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বার্দ্ধক্যে যেরূপ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের কোনও কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়াও তাহার কার্য্যে ও সম্মিলনের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া সম্পাদককে যার পর নাই উপকৃত করিয়াছেন। সম্পাদকের অনুরোধে স্বয়ং নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি মেদিনীপুরে যাতায়াত না করিলে মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মিলন করা সম্ভবপর হইত না। যখনই পরিষদের প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে বা পরিষৎসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নামে সহকারী

না হইলেও সম্পাদকের এক জন প্রধান সহায়রূপে অনেক কার্য্য করিয়া সম্পাদকের ও পরিষদের সদস্যবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কোষাধ্যক্ষপদে থাকিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থাগারের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ও সদাশয় সদস্যগণ পরিষৎকে সমুন্নত করিবার জন্য যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদক তাঁহাদের সকলের নিকটই বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অদূর ভবিষ্যতে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত হইবে, তাহা রমেশ-ভবন সংক্রান্ত কার্য্য বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। রমেশ-ভবন পরিষদেরই অংশরূপে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আগামী বর্ষে এই সারস্বত-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ বর্ষশেষেই সমাপ্ত হইবে, তখন একদল উপযুক্ত কর্ম্মীর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজনাদি করা প্রয়োজন। এই জন্য আমি বিনীতভাবে বঙ্গের মাতৃভাষানুরক্ত যুবকগণকে এবং প্রবীণ সাহিত্য-ধুরন্ধরগণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা অসঙ্কোচে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙ্গালী জাতির গৌরবের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন করিয়া তুলুন, পরিষদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা কিছু আছে, তাহার সংশোধন করিয়া সকলে একমনে একক্রিয় হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বঙ্গবাণীর আদর্শ সেবামন্দিরে পরিণত করিয়া তুলুন এবং আমাদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩২৯।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণকে কোন কোন পদ দিলে ভাল হয় এবং সদস্যগণকে এ বিষয়ে জানান উচিত, যাহাতে তাঁহারা যথাসময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রস্তাব করিতে পারেন। উত্তরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, সদস্যগণ নিয়মানুসারে কোন প্রস্তাব যথাসময়ে পাঠাইলে, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে নিশ্চয়ই আলোচিত হইতে পারে। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মাধ্যক্ষ মনোনীত করেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্যিকগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচন হন, তাহা অতি আনন্দের বিষয়। পরিষদের সাহিত্যিক কার্য্যসম্পাদন জন্য পরিষদের কোন না কোন শাখায় তাঁহাদিগকে লওয়া হইয়া থাকে—অফিসের কার্য্য পরিচালনের জন্য তাঁহাদের সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়, হয় না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক রহিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহাদের নাম নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্যেও অনেক বরেণ্য সাহিত্যিক আছেন। পরিষদের কাজ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে তাঁহারা কোন পদের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়াই কাজ করেন এবং তাহা বরণীয়, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার হেতু নাই। এই বলিয়া তিনি কতিপয় কর্ম্মাধ্যক্ষের নামোল্লেখ করিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে পূর্ব্বলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২০ জন সভ্যের মধ্যে ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮। ১১ ও ১২ সংখ্যক ব্যক্তিগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই জন্য এই নয় জনের পরিবর্ত্তে ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত নয় জন কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
২। মৌলবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ।
৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।
৪। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৫। " মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।
৬। " রাখালরাজ রায় এম্ এ।
৭। " ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি।

সংশোধন—এই কার্য্য-বিবরণের ৪র্থ পৃষ্ঠার ২৫শ লাইনের পর "১৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত" বসিবে এবং তৎপরের ২ লাইনের ১৫ স্থানে ১৬ এবং ১৬ স্থানে ১৭ হইবে।

৮। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।
৯। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

কিন্তু এই নয় জনের মধ্যেও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শাখা-পরিষৎ সমূহের প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আসিয়াছেন এবং তাহা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব ভোটের সংখ্যার অনুসারে নিম্নোক্ত দুই জন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।
২। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

১৩। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত দুইটি ধাতুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি সম্প্রতি তিনি নেপাল হইতে আনিয়াছেন।

(১) বিষ্ণুমূর্ত্তি।
(২) বজ্রসত্ত্ব।

(খ) শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু নেপাল হইতে সম্প্রতি আনিয়াছেন।

(৩) যমারি।

(গ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধাতুমূর্ত্তি ও একটি প্রস্তরমূর্ত্তি।

(৪) উর্দ্ধপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুময়ী)।
(৫) পিঙ্গল-মূর্ত্তি।

(ঘ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি প্রস্তরের স্তূপ। এইগুলি স্বর্গীয় রাজা ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত।

(ঙ) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এস্ মহাশয়-প্রদত্ত একটি প্রাচীন মুদ্রা।

(চ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-প্রদত্ত দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এই সকল দ্রব্য-প্রদাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে এবং পরিষদের চিত্রশালার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর প্রদত্ত ধাতুমূর্ত্তি পাইয়া পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

১৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির আবরণ উন্মোচন করিলেন—

(ক) কৈলাসচন্দ্র সিংহ এবং (খ) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা (ব্রোমাইড্)। এই চিত্র

দুইখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত তাঁহার পিতা ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (তৈলচিত্র)। এই চিত্রখানি উক্ত মহাত্মার একজন ভক্ত শিষ্যের প্রদত্ত। পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (তৈলচিত্র)। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর কতিপয় সদস্যের চেষ্টায় পরিষদে এক স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। সেই সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সকল চিত্র প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, ২ প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—ডাঃ এস্ কে বসু, ৭২ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ, এটর্ণী, সুকিয়া ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মহান্তী, জারমণিনের স্বত্বাধিকারী,১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, ৪১ কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিশ্র বি এসসি, ২৮।১ সিমলা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় বি এ, জমিদার, ২ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টালা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া, ৫১।৫২ বড়তলা ষ্ট্রীট্, বড়বাজার; শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, ৩ ভোলানাথ কুণ্ডুর লেন, গ্রে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্ এ, ১৫।১ই ঘোষাল লেন, পোঃ এল্‌গিন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৫৫।১৫ অপার সার্কুলার রোড। প্রঃ—ঐ,সঃ—ঐ,

সদঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ৪৭ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণী-নাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়, ৫২।১ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ কেলিপাড়া লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বারকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী সঃ শ্রীযুক্ত অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ১৯এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্দ্ধণ এম্ এ, ২।১ অক্রূর দত্ত লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এসিষ্টাণ্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জনার্দ্দনপুর লক্ষ্মাপুর (মেদিনীপুর)। উদ্বোধক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাল এম্ এ, বি এল্ হাইকোর্টের উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল্ [illegible] শিবপুর রোড, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনুরূপনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, "শিবনিবাস," [illegible]মোহন মুখোপাধ্যায় লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সম্পাদক—বঙ্গীয় রাষ্ট্রসভা ৩৮ নং [illegible] ষ্ট্রীট; মৌলবী সৈয়দ মজিদ বক্স, সম্পাদক—খেলাফৎ কমিটি, ৯ [illegible] চিৎপুর রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—রায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর, ১২৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ, মঙ্গল-কুটীর, ৮৩।১ অপার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, ৫৯ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সদঃ—শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টো-পাধ্যায় বি এ, 'উপাসনা' অফিস, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট, ১১ কলেজ স্কোয়ার; শ্রীযুক্ত কবিরাজ অমরেন্দ্রনাথ রায়, সেণ্টাল এভিনিউ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজ কুমুদকৃষ্ণ মিত্র বি এল্, ১৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, রোহাড়, ২৪ পরগণা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ৯২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহার-দাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা। উপহৃত পুস্তক—(১) চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ; শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু—(২) গুরুদক্ষিণা, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৩) যামিনী; শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া—(৪) কুল-লক্ষ্মী, (৫) তপস্বী

অষ্টবিন্দুকে পত্র, (৬) ভারত-গৌরব, (৭) রাজ্য-সম্বন্ধী সিদ্ধান্ত, (৮) বন-দেবী, (৯) শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-দর্পণ। Director, Geological Survey of India—(১০) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII, Part 3. The Superintendent, Government Printing, India—(১১) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 10 [A Guide to Nizamuddin], (১২) Patent Office Journal, 1921, (১৩) Patent Office Journal January to March, 1922, The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.,—(১৪) Thirty-fifth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Part II, 1913-14, (১৫) A Study of the *Body Temperature of Birds,* (১৬) *Cambrian Geology and Paleontology, IV. No. 7, The Secretary, U. S. Department of Labor, Washington*—(১৬) Index Numbers of wholesale prices in the United States and Foreign Countries. The Superintendent, Government Press, Madras—(১৭) Padya cudamani of Ashva Ghosh, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার—(১৮) General Index to the reports of the Archaeological Survey of India, Vols. I to XXIII, (Cunningham).

মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি

সমাধি-ক্ষেত্রে।

১৫।৩।২৯ প্রাতে ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবির সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানানন্তর কবির উদ্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের পক্ষে ও বঙ্গবাসীর পক্ষে কবির গুণকীর্ত্তন করেন। তৎপরে তিনি ও প্রায় ২০ জন ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিতীয় বার সকলে সমাধিস্থানে গমন করেন। কবির বিবিধ গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ও পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় বক্তৃতা করেন। মৌলবি হবিবর রহমান সাহেব সমাধিক্ষেত্রের উপর পুষ্পদান করেন।

ঊনত্রিংশ বার্ষিক প্রথম বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-সভা

১৫ই আষাঢ় ১৩২৯, ২৯ এ জুন ১৯২২, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, সুরিরত্ন—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের সৌজন্যে উক্ত থিয়েটারের গায়কগণ, মাইকেল মধুসূদনের 'কে রচিবে মধুচক্র' ইত্যাদি গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে—

(২) সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

(৩) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেঘনাদবধ কাব্য হইতে "যে শয্যায় ......" ও "হে প্রচেতঃ ......" ইতি শীর্ষক রাবণের অংশ আবৃত্তি করেন।

(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় মাইকেলের কাব্য হইতে দেশাত্মবোধ বিষয়ক রচনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৫) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামের অংশ আবৃত্তি করেন। তৎপরে (৬) শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "রামের বিলাপ" আবৃত্তি করিলে পর, (৭) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় "হেক্‌টর বধ" হইতে ও (৮) শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করেন। অতঃপর (৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যসখা সেন গুপ্ত মহাশয় 'জয়দেব' গান করেন এবং (১০) শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী মহাশয় "সাংসারিক জ্ঞান ও অর্থ" আবৃত্তি করেন। তৎপরে (১১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "লক্ষ্মণের" অংশ এবং (১২) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে "গোধুলি" আবৃত্তি করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় স্বরচিত "মধুসূদন" নামক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে সভপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

২৮এ আষাঢ় ১৩২৯, ১২ই জুলাই ১৯২২, বুধবার, অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল এম্ এ মহাশয় মালদহ হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন।

সভারম্ভে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "কোন্ দেশেতে তরুলতা" শীর্ষক গান গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সত্যেন্দ্রনাথকে কবি ও মানুষ হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু আজিকার সভায় তাহা সম্ভব নয়। সাহিত্যে কবিতা অমর—কবিতার এক অংশ সাহিত্যের চিরস্থায়ী অঙ্গ হয়েথাক্‌বে। আজকাল চারধারে জাতীয় জীবন গঠনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে—বিচিত্র চেষ্টার সমষ্টি দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হ'তে পারে। জাতীয় জীবনের ভিত্তি—মূল ভিত্তিই হ'ল ভাষা। বাঙ্গালীর ভেতর সব চেয়ে বড় বন্ধন সাহিত্য—এই বন্ধনে বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পরের আত্মীয়তা বেড়ে যাবে। বাঙ্গালা সাহিত্য হ'তে জাতীয় জীবনের একটা দিকের অটল ভিত্তি গড়ে উঠ্‌ছে। জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী কবিতা রচনা যাঁরা আজ কাল করচেন, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। ভাল লেখকদের প্রথম লেখাতেই প্রকাশ পায়, তাঁরা শেষে কেমন প্রতিভাবান্ হয়ে দাঁড়াবেন—সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' প্রথমে মনে ঘা দিয়াছিল। সত্যেন্দ্র অল্পবয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখা চিন্তার জিনিস, সাধনার জিনিস, তার মধ্যে আর্ট আছে, তার ভঙ্গীই আলাদা। সত্যেন্দ্র কবি ও শিল্পী ছিলেন, তা' ছন্দে ও শব্দে দেখিয়ে গিয়াছেন, তিনি অনেক দেশের আর্ট অতি যত্নের সহিত আয়ত্ত ক'রেছিলেন ব'লে আমাদের তিনি নানা ছন্দ ও শব্দ সম্পদ্ দিয়ে গিয়াছেন।"

তৎপরে 'দীপ্তি,' 'হিতৈষী' প্রভৃতির লেখক ও কবি সত্যেন্দ্রনাথের মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়-লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ও বহু জীবনকথাপূর্ণ একটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ মহাশয় "কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ" নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ মহাশয় স্বরচিত এক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "সত্যেন্দ্র-তর্পণ" নামক কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর কুমারী শ্রীমতী আশালতা কবি সত্যেন্দ্রনাথের "কোন্ দেশেতে তরুলতা" আবৃত্তি করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় "সত্যেন্দ্র স্মরণে", শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লিট্ মহাশয় "সত্যেন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় "সত্যেন্দ্র-বিয়োগ" এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় "সত্যেন্দ্র স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিলেন।

(ক) ছন্দ সরস্বতীর বরপুত্র সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে পরলোকগত কবির উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রস্তাব করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটি কার্য্যকরী-সমিতি গঠন করা হউক, এই সমিতিকে আবশুক মত সদস্ত বাড়াইয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

১। পরিষদের সভাপতি
২। „ সম্পাদক
৩। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
৪। „ নলিনীরঞ্জন পাণ্ডিত
৫। „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
৬। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
৭। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব।
৮। মৌলবী কাজি নুজরুল ইস্‌লাম।
৯। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
১০। „ যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
১১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। „ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। „ গিরিজাকুমার বসু।
১৪। „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।
১৫। „ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।
১৬। „ ফণীন্দ্রনাথ পাল।
১৭। „ শিশিরকুমার ভাদুড়ী।
১৮। „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী।
১৯। „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিলেন,—

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু—"সত্যেন্দ্র-স্মৃতি"
„ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"পরলোকে সত্যেন্দ্র,"
„ নরেন্দ্রনাথ দেব—"সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ"

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "যে দিন আবার ফুটিবে মুকুল, সে দিন আমায় দেখ্‌তে পাবে" নামক গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং যে সকল সহৃদয় বন্ধু এই অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্ত পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ও পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ঊনত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৯

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্যে]

ঊনত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৮৫
২।	আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ (৩)	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ	১
৩।	চিত্রলক্ষণ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ	৫৫
৪।	চণ্ডীদাস	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	১২৭
৫।	জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব	শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্	৭৩
৬।	নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই	১৪৭
৭।	বৈদিক ভাষায় স্বরের স্বর	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	৯,৯৫
৮।	ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র	শ্রীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১০৯
৯।	সভাপতির অভিভাষণ	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	৪৩
১০।	"সমতটের পূর্ব্বে" প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য ...	শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র	৬৭
১১।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ		১—৩২

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার অকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে; সুতরাং উহা যে পদাবলী পাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava

Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c. the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and index of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent colletion of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা, ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্যও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত *পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর* বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্ল্লভ নবপ্রবর্ত্তন। *পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা* অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎসব এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৸৹ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ॥৹ আট আনা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অনুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালকবালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত ঃ—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয় ... গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ... বর্ণনা-কৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্জ্বল্যমান।—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ ... বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই" —"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥৹
পরিষদের-সদস্যপক্ষে—১৸৹
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থ	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	॥০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৴১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৴০, ৵০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৴০, ৵০
*১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্‌হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩॥০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২॥০, ২॥০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	॥৵০, ॥৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৵০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	॥০, ১৲
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	॥৵০
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩॥৵০, ৫॥০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	॥৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	॥৴০, ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	॥০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ॥৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ।৴০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—২ খণ্ড)	২।০, ৩।০
৫১।	সয়রুল মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১॥০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	॥০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	॥০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২॥০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ॥০
৬০।	সারদামঙ্গল	॥০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০ ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	॥০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	॥৵০, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১॥০

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

ত্রিংশ ভাগ]　　　　　　　　　　[প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

-:০:-

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

-:০:-

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	যোগেন্দ্রবাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী	১
২।	আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে দুই একটি কথা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৬
৩।	অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র (২) ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,	৭
৪।	পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ...	শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্	১৭
৫।	ঐ প্রবন্ধের আলোচনা ...	... ...	৩৯
৬।	বাঙ্গালা প্রাচীন-পুথির বিবরণ ...	... ...	৩৩—৪৮
৭।	বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ (পরিশিষ্ট) ...	... ...	৪১—৬৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পর্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত পদগুলির টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দুরূহ পদের সুললিত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১॥০ ও সাধারণের পক্ষে ১৸০, এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে পরিষদের সদস্য পক্ষে ১, ১।০; সাধারণ পক্ষে ১॥০, ১৸০।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বঙ্গ-সাহিত্য

পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে বঙ্গবাণীর মন্দির সংস্থাপনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্,—বারাণসী-শাখা কর্ত্তৃক এই সাহিত্যিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপস্বত্ব সমস্তই বঙ্গবাণীর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

বঙ্গসাহিত্যের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পরিষদ্‌সদস্য-পক্ষে তিন টাকা। সাধারণ-পক্ষে সাড়ে চারি টাকা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখকগণের নাম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি এচ্ ডি, পি আর এস্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য এম্ এ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

প্রাপ্তিস্থান—পত্রিকাধ্যক্ষ

বঙ্গ-সাহিত্য-কার্য্যালয়

৩৫, মিশিরপোখরা ষ্ট্রীট,—কাশীধাম।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ*

১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যোগেন্দ্র বাবু জ্যামিতিতে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে দুই প্রকার দেখাইয়াছেন। যথা,—ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ও নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধ। ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম ও ৯ম এই-গুলিকে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর অবশিষ্টগুলিকে নব-গঠিত স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেন না, অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধগুলি ইউক্লিড্‌কৃত জ্যামিতিতে স্থান পায় নাই, ঐ সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ পরবর্ত্তী জ্যামিতিকারগণ সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকাটী দেওয়া হইল। যথা,—

১। যাহারা কোন একটীর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।

৯। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদায় বৃহত্তর।

১০। দুই সরল রেখার দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

১২। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটী সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ

* ১৩২১।২৬এ কার্ত্তিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্বে সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে, পরস্পর মিলিত হইবে।

এই নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে স্বতঃসিদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নহে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কেন না উহারা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইউক্লিডের তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধটীও প্রমাণ করিয়াছেন।

১। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর। (৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ)

২। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর। (৫ম স্বতঃসিদ্ধ)

৩। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান। (৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ)

৪। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান। (৭ম স্বতঃসিদ্ধ)

৫। সমান সমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান। (৩য় স্বতঃসিদ্ধ)

এক্ষণে আপত্তি এই যে, উহারা কোনক্রমেই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে না। লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত (১) "দুইটী বস্তু পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটী বৃহত্তর অপরটী লঘুতর হইবে। (২) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।" এই দুইটী সত্য ব্যতীতও আর কতকগুলি সত্যের প্রয়োজন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। যে সমস্ত সত্য আবশ্যক বোধে পরে বিবৃত করা হইয়াছে, যদি সেই সমস্ত সত্য উক্ত সত্য দুইটীর মত পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম যে, তাঁহার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ হইয়াছে।

যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত উক্ত সত্য দুইটী জ্যামিতিক প্রমাণে প্রায়ই দরকার হয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না থাকায়, প্রতিজ্ঞার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা চলে না, কেন না Geometrical reasoning is said to be deductive, because by a connected chain of argument it deduces new truths from truths already proved or admitted. সুতরাং কোন সত্যের সাহায্য লইতে হইলে, তাহাকে সাহায্যের পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া স্বীকার কিংবা প্রমাণিত করিতে হইবে। এস্থলে যোগেন্দ্র বাবু উক্ত সত্য দুইটীর সাহায্য লইবার পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করায়, অন্যান্য জ্যামিতিকারগণের প্রমাণ অপেক্ষা তাঁহার প্রমাণ অনেক নির্দ্দোষ হইয়াছে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণের নিমিত্ত বলিতেছেন, "কএর এরূপ একটী ভগ্নাংশ আছে, যাহা খএর সমান। মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ চ।" এক্ষণে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অনুমান কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে মনে করিতে পারি? নিম্নলিখিতরূপ statementটী যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে এ প্রকার অনুমান করিতে পারি। সুতরাং এস্থলে

একটী নূতন সত্যের আবশ্যক হইতেছে। statementটী এই যে,—From the greater a part can be taken equal to the less. কিন্তু এই সত্যটী ইউক্লিডের সতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

"ক ; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তুর সমষ্টি। অতএব ক ও গএর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও গএর সমষ্টি।" অর্থাৎ গ বস্তুতে একবার, ক বস্তু, আর একবার ক বস্তুর সমান চ, ছ প্রভৃতি যোগ হইতেছে; সুতরাং যোগফল পরস্পর সমান। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল ? যোগফল সমান স্বীকার করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ statementটীর আবশ্যক হইতেছে,—If equals be added to the same thing, then the sums are equal. অথচ ইহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে স্থান পায় নাই। এই statementটী কেহ যেন ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে না করেন, কেন না, উক্ত স্বতঃসিদ্ধে আর এই statementএ পার্থক্য রহিয়াছে—ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে, **সমান সমান বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ) আর এস্থলে আবশ্যক হইতেছে, **একই বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ নহে)। সমান সমান বস্তু যে একই বস্তু হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

খ, চএর এবং ঘ, গএর সমান বলিয়া প্রথম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে খ ও ঘএর সমষ্টি গ ও চএর সমষ্টির সঙ্গে সমান—অর্থাৎ সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে—ইহা প্রথম স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরন্তু ইহা দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ। এই ত্রুটি বোধ হয়, মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়াছে।

গ ও চএর সমষ্টি গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ। আবার গ ও চএর সমষ্টি খ ও ঘএর সমষ্টির সমান ও গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টি ক ও গএর সমষ্টির সমান। সুতরাং খ ও ঘএর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও গএর সমষ্টি বৃহত্তর। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল ? ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সত্যটীর আবশ্যক হইতেছে। যথা,—কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে, প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। অথচ এই সত্যটীও ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত নিম্নলিখিত সত্যগুলিরও সাহায্য লইতেছে। যথা,—

১। বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের সমান করিয়া অংশ লওয়া যাইতে পারে।

২। একটী বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে।

৩। কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

উল্লিখিত সত্যগুলি যদি প্রমাণের পূর্ব্বে যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রমাণটী বিশুদ্ধ জ্যামিতিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, **নচেৎ নয়**।

৫ম স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায় বলিয়া উহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায়, অর্থাৎ যে সকল সত্যের দ্বারা ও যে opperation দ্বারা চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক সেই সকল সত্য ও সেই opperation দ্বারা এই স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইবে, যদি ইহাই বুঝায়, তাহা হইলে কখনই এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইতে পারে না। কেন না, যখন প্রমাণিত হইবে—**ক** ও **গ**এর অবশিষ্ট **চ**, **ছ** প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও **গ**এর অবশিষ্ট, তখন আর একটী নূতন সত্যের * দরকার হইবে, যে সত্যের দরকার, চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণে কোনক্রমে দরকার হইতে পারে না, আর opperation হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অর্থাৎ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধে opperation হইয়াছে addition আর এই স্বতঃসিদ্ধের opperation হইবে subtraction। পার্থক্য যখন এত, তখন কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ?

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ। "মনে কর, **ক**এর সমান **ঘ** ও **ঙ** এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি **খ** এবং উক্ত **ক**এর সমান **চ** ও **ছ** এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি **গ**।" এক্ষণে **ঘ** ও **ঙ**এর সমষ্টি **খ** এবং **চ** ও **ছ**এর সমষ্টি **গ** মনে করিলে তবেই প্রমাণিত হয় যে, **খ** ও **গ** পরস্পর সমান। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এমন কোন সুসঙ্গত কারণ (either admitted or proved) দেখিতে পাইতেছি না যে, যাহাতে আমরা **ঘ** ও **ঙ**এর সমষ্টি **খ** এবং **চ** ও **ছ**এর সমষ্টি **গ** মনে করিতে বাধ্য হই।

আর একটী কথা—এই স্বতঃসিদ্ধের সাধারণ সূত্রে (General Enunciation) রহিয়াছে—"**সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ** পরস্পর সমান", আর ইহার বিবরণ সূত্রে (Particular Enunciation) রহিয়াছে "**খ** ও **গ**এর প্রত্যেকে **ক**এর দ্বিগুণ ; **খ** ও **গ** পরস্পর সমান হইবে।" অর্থাৎ বলা হইল, **একই বস্তুর দ্বিগুণ** সকল পরস্পর সমান। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সাধারণ সূত্রে ও বিবরণ সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৭ম স্বতঃসিদ্ধ। "যদি **খ** ও **গ** পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। কিন্তু তাহা অসম্ভব।" অসম্ভব যে কেন, তাহা বুঝিলাম না। **খ** ও **গ** সমান না হইলে উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়াই সম্ভব। ইহাতে অসম্ভবের স্থান কোথায় ? আর উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায়, যদি কোন সত্যের (admitted or proved) ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়া

* সমান সমান বস্তু হইতে একই বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান হয়।

অসম্ভব। এ স্থলে উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায় কোন সত্যের যে ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটিতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন না, অথচ বলিতেছেন, ঐ প্রকার হওয়া অসম্ভব। উক্ত প্রকার অসমান স্বীকার করায় যদি কোন সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, অসমান রাশি খ ও গএর দ্বিগুণ অসমান হওয়া অসম্ভব।

ইহার সাধারণ-সূত্রে রহিয়াছে, "সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান", আর বিবরণ-সূত্রে রহিয়াছে, "খ ও গ প্রত্যেকে কএর অর্দ্ধ. খ ও গ সমান হইবে", অর্থাৎ খ ও গ দুই সমান বস্তুর অর্দ্ধ না হইয়া একই বস্তুর অর্দ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এস্থলেও সাধারণ-সূত্রে ও বিবরণ-সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৬ষ্ঠ ও ৭ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ না করিয়া উহাদের পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে অন্য কিছু প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ—"ক হইতে গ বিয়োগ করিলে ঙ অবশিষ্ট থাকে। অতএব ক ; গ ও ঙএর সমষ্টি।" ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি—ককে আমরা **সমস্ত** বলিব আর গ ও ঙকে যথাক্রমে **গৃহীত** ও **অবশিষ্ট** বলিয়া উল্লেখ করিব। এখানে আপত্তি এই যে, গৃহীত ও অবশিষ্টের সমষ্টি সমস্তের সঙ্গে সমান, ইহা সত্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে গৃহীত না হওয়ায়, স্বীকার করিতে পারি না যে, ক ; গ ও ঙএর সমষ্টির সমান। যদি এই সিদ্ধান্তটী স্বীকার করিতে হয়, তবে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত এস্থলে আরও একটী স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ কোনটীই deductive science অনুসারে নির্দ্দোষ নহে।

শ্রীকৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

১৩২৯ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' প্রবন্ধে আমি 'aberration'এর পরিভাষা 'চ্যুতি' করিয়া, 'chromatic aberration', 'spherical aberration' ও 'aplanatic এর পরিভাষা যথাক্রমে 'বর্ণচ্যুতি', 'বর্ত্তুলচ্যুতি' ও 'চ্যুতিহীন' করিয়াছি। যখন আমি উল্লিখিত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার 'নাগরী-সাহিত্য-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা' দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সম্প্রতি একখানি 'ভৌতিক পরিভাষা' আমি পাইয়াছি। উক্ত পুস্তিকায় 'aberration', 'chromatic aberration', 'spherical aberration', 'aplanatic'এর পরিভাষা যথাক্রমে 'রঙ্গাপেরণ', 'গোলাপেরণ' ও 'অনপেরক' করা হইয়াছে। মদ্‌রচিত পরিভাষাগুলি অপেক্ষা 'ভৌতিক পরিভাষার' পারিভাষিক শব্দগুলি অধিকতর সুন্দর। যদি আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পুস্তকটি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাকে নূতন শব্দরচনার শ্রম-স্বীকার করিতে হইত না। কেবলমাত্র 'chromatic aberration' ও 'spherical aberration'এর পরিভাষা রঙ্গাপেরণ ও "গোলাপেরণ" না করিয়া যথাক্রমে বর্ণাপেরণ ও 'বর্ত্তুলাপেরণ' করিবার আমি পক্ষপাতী। Long sight (Hypermetropia)—এর পরিভাষা ভ্রমক্রমে 'চালিশা' ছাপা হইয়াছে, ইহার পরিভাষা 'হাইপার মেট্রোপিয়া' হইবে। আমরা বাঙ্গালায় "চালিশা" অর্থে যাহা বুঝি, ঠিক সেই অর্থেই ইংরাজী Presbyopia শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র*

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(২)

অতঃপর তৎকালের লোকের অবস্থান (e. g. distribution of population) সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালের ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলির অধিকাংশই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গ্রামবাসীরা প্রায়ই ভূমিকর্ষণ বা চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ফলে গ্রামগুলির অবস্থান এবং ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগেই বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। এই খণ্ডে লোকের বাসগৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও উহার উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। গণ্ডগ্রামগুলিতে অধিক লোকের বাস ছিল এবং উহার আয়তন ও নির্ম্মাণপ্রণালী বিভিন্ন হইত। এই বাস্তখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চাষের জমি ও উহার পর বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বা গোপ্রচার থাকিত। এই গোচারণ ভূমি সাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং উহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। সকলেই প্রয়োজন মত নিজ নিজ গো-মহিষাদি চরাইতে পারিতেন, তবে অকারণ গো-মহিষাদি ছাড়িয়া রাখিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রে গোচারণভূমির রক্ষার জন্য বিশেষ বিধির উল্লেখ দেখা যায়। (কেহ অযথা উক্ত ভূমির অন্যায়রূপে অধিকার করিলে (encroachment) বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রের নির্দেশমত উক্ত গোচারণভূমির বিস্তার একশত ধনুর কম হইবার ব্যবস্থা ছিল না। (১৭২ পৃষ্ঠা।)

মৌর্য্যযুগের অবসানের অব্যবহিত পরে রচিত মনু ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে গণ্ডগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণভূমি রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

গোচারণ-ভূমির পর কোন কোন গ্রামে প্রাচীর বা বেড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল—"অন্তেঃ সমন্ততো গ্রামাদ্ধনুঃ শতাপকৃষ্টমুপশালং কারয়েৎ।" আবার অনেক গ্রাম খোলা বা উন্মুক্ত ও প্রাচীরাদি বিহীন ছিল।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি কর্ষক-বহুল ও শূদ্রপ্রায় হইত। অর্থাৎ শূদ্রাদির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং উচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কতকগুলি গ্রামে আবার মাত্র একবর্ণের বা একজাতীয় লোকের বা একবৃত্তির লোকের বাস ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে অর্থাৎ বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকে এইরূপ একবর্ণবহুল গ্রামের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নানাস্থানে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম বা ব্রাহ্মণনিগম ক্ষত্রিয়গ্রাম ও বৈশ্যগ্রামের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উপরি উক্ত একবর্ণবহুল গ্রামের ন্যায় কতকগুলি গ্রামে কেবল এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা এক-জীবিকার লোকের বাস ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পরবর্ত্তী যুগে রচিত জাতকাদিতে ও মহাভারতের বহুস্থানে কুম্ভকারগ্রাম, সূত্রধরগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম ও কর্ম্মকার-গ্রামাদির বহু উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। এই শিল্পিরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বা গ্রামবাসী উচ্চ বর্ণের লোকের হস্তে উৎপীড়িত হইবার ভয়ে এক গ্রামে সকলে সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা ও ব্যবসায়ে উন্নতি—উভয় দিক্ই বজায় থাকিত।

প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে বিশ্রামাগার, মিলনাগার (শালা), সাধারণের ব্যবহারার্থ জলাশয়, শিক্ষাস্থান প্রভৃতি থাকিত। গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতার মন্দিরাদি এবং চৈত্য-বৃক্ষাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরাদি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গ্রাম্য দেবতাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত ধেনু বা বৃষগুলিও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদিগকে মারিলে বা বধ করিলে অপরাধী বিশেষ দণ্ডিত হইত।

গ্রামগুলির লোকসংখ্যার অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, অধিবাসীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জনপদনিবেশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে হইলে, সাধারণতঃ উহাতে অন্যূন ১০০ হইতে ৫০০ শূদ্র কৃষক-পরিবারের স্থান রাখা হইত। এতদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, কারুবর্গ, শিল্পী, চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গকে ভূমি দিয়া বাস করান হইত। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় বা ঋত্বিক্ প্রভৃতি নিষ্কর ব্রহ্মদেয় ভূমি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের দান-বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত। অন্য গ্রামকর্ম্মচারিদিগকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের দানবিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত না। তাঁহারা উহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিতেন, (বিক্রয়াধানবর্জ্জম্")। গ্রামবাসীরা গ্রামের কার্য্য নিজেরাই দেখিতেন। বাস্তু বা সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামবৃদ্ধেরা উহার বিচার করিতেন। ("ক্ষেত্রবিবাদং সামন্তগ্রামবৃদ্ধাঃ কুর্য্যুঃ।") মন্দির, দেবালয়, বা সাধারণের পূজাস্থান ও চৈত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদি গ্রামবাসীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। (স্বাম্যভাবে গ্রামাঃ পুণ্যশীলা বা প্রতিকুর্য্যুঃ।—১৭১ পৃষ্ঠা।) ঐরূপ নাবালক দিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণের ভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হাতে ছিল। ("বালদ্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্দ্ধয়েয়ুঃ আব্যবহার-প্রাপণাৎ দেবদ্রব্যং চ।"—৪৮ পৃষ্ঠা।) তাঁহারা গ্রামের কৃষিকার্য্য বা অন্য কার্য্যের জন্য নিযুক্ত গ্রামভৃতকদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। গ্রামভৃতকেরা গ্রামেরই কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহারা স্বাধীন কর্ম্মকর, কি দাসরূপে পরিগণিত হইত, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, তাহারা অস্বাধীন ও গ্রামের জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া গণিত হইত।

সামান্য সামান্য অপরাধের বিচারভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের কৃষক বা কারুবর্গ চুক্তিমত কার্য্য না করিলে, উহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত।

সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে গ্রামবাসিমাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। গ্রামে কোন পুণ্যস্থান, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কোন নূতন জলাশয় খনন করিতে হইলে বা কোন সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণকল্পে গ্রামবাসিমাত্রকেই উহাতে সাহায্য করিতে হইত। ঐরূপ গ্রামে কোন উৎসব-সমাজাদি হইলে বা নাটকাদির অভিনয় হইলেও গ্রামবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। কেহ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য দানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ দানে বাধ্য করা হইত এবং তাঁহার ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ উক্ত কার্য্যের লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। জনপদনিবেশাধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন,—

"পুণ্যস্থানারামাণাং চ। সম্ভূয় সেতুবন্ধাদপ্রকামতঃ কর্ম্মকরবলীবর্দ্দাঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। ব্যয়-কর্ম্মণি চ ভাগী স্যাৎ। ন চাংশং লভেত।"—৪৭ পৃ°।

অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে যোগদান না করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্য-বলীবর্দ্দাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তিনি পাইবেন না। আর এক স্থলে কৌটিল্য বলেন,—

"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্বস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্ব্বহিতে চ কর্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ গ্রামে সাধারণের আমোদের জন্য কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে বা কোন হিতকর কার্য্য হইলে, যদি কেহ উহাতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে উঁহাকে উহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়া হইবে না। যদি তিনি সাহায্য না করিয়া গোপনে উহাতে যোগদান করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার দেয়ের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য করা হইবে।

বোধ হয়, এই সকল সাধারণের হিতকর বা প্রীতি-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উহার কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করা হইত। গ্রামবাসিগণ সকলেই তাঁহার আদেশ শুনিতে বাধ্য ছিলেন। না শুনিলে দণ্ডিত হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—

'সর্ব্বহিতমেকস্য ব্রুবতঃ কুর্য্যুঃ আজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"—১৭৩ পৃ°।

অর্থাৎ সাধারণের হিতকর কার্য্যে নেতার আদেশ শুনিতে সকলেই বাধ্য। না করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

গ্রামের শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামের কোন এক ব্যক্তি প্রজাসাধারণের মনোনীত বা রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় এই কর্ম্মচারী 'গ্রামিক' নামে অভিহিত হইতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগে এই নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীর নাম ছিল—'গ্রামণী'। গ্রামিককে গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য বা তদন্ত করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাহায্যার্থ ও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনার্থ কতিপয় গ্রামবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ সমভিব্যাহারী সহায়কদিগকে

বাছিয়া লওয়া হইত। কেহ গ্রামিকের সমভিব্যাহারে তদন্তে যাইতে অস্বীকৃত হইলে বা অপারগ হইলে, তাহাকে তদ্বিনিময়ে যোজন প্রতি ১½ পণ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত। কৌটিল্য বলেন,—

"গ্রামার্থেন গ্রামিকং ব্রজন্তং উপবাসাঃ পর্য্যায়েন অনুগচ্ছেয়ুঃ অনমুগচ্ছন্তঃ পণার্দ্ধপণিকং যোজনং দদ্যুঃ।"

এই সকল গ্রামবাসীকে Elected Commissioners বলা যাইতে পারে। গ্রামশাসনকল্পে গ্রামিককে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইত। এগুলি বর্ত্তমানের Lower Magisterial powers বলা যাইতে পারে। প্রমাণ পাইলে গ্রামিক চোর বা পারদারিককে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। বিদ্বেষবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে এইরূপে বহিষ্কৃত করিলে তিনি নিজেই দণ্ডিত হইতেন (গ্রামিকস্য গ্রামাদস্তেনপারদারং নিরস্যতঃ চতুর্ব্বিংশতিপণো দণ্ডঃ"—১৭২ পৃ°)।

গ্রামিক ভিন্ন অন্য কোন গ্রামকর্ম্মচারীর নাম অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫ম অধ্যায় হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি। সভাপর্ব্বের উক্ত পঞ্চম অধ্যায়টি অতি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক বা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত অধ্যায়ের ৮০র শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের প্রশ্নস্থলে গ্রাম-সমূহের পঞ্চ কর্ম্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে[১]। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে টীকাকার এস্থলে কোন প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ হইতে উক্ত পাঁচ জন কর্ম্মচারীর নামোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি গ্রামে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটি কর্ম্মচারীর নাম টীকাকারের মতে প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, সংবিধাতা, লেখক ও সাক্ষী। উহাঁদের কার্য্য সম্বন্ধে টীকাকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার মতে সমাহর্ত্তা গ্রাম হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সংবিধাতা উহার হিসাব-রক্ষণাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। লেখকেরও ঐরূপ কার্য্য ছিল। প্রশাস্তা বোধ হয়, গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য ও রক্ষীদিগের নেতা ছিলেন।

শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও গুপ্তচরাদির ব্যবস্থা ছিল। তাহারা গ্রামের নানাস্থানে থাকিয়া লোকের চরিত্র বা কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য চোর-রজ্জুক নামে এক স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল কর্ম্মচারীরা গ্রামে চুরি হইলে চোর ধরিবার জন্য বা তদভাবে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী ছিলেন। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে হইলে বিবীতাধ্যক্ষকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা গ্রাম সম্বন্ধে বলিব। অর্থশাস্ত্রের সময় গ্রামকর্ম্মচারীরা গ্রামের

১। মূল শ্লোকটি এই,—

কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ।
ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব ।৮০।

টীকাকার বলেন,—কচ্চিচ্ছূরা ইতি প্রতিগ্রামং পঞ্চপঞ্চেতি। তে চ প্রশাস্তা সমাহর্ত্তা সংবিধাতা, লেখকঃ সাক্ষী-চেতি। সমাহর্ত্তা প্রজাভ্যো দ্রব্যমুদ্গৃহ্যৈকীকৃত্য রাজ্ঞে অর্পয়িতা। সংবিধাতা প্রজাসমাহর্ত্রো রেকবাক্যতাঘটকঃ।

লোকের, তাহাদের জীবিকার, আয়-ব্যয়ের ও গো-মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। সমসাময়িক যুগের গ্রীক্-পর্য্যটকেরাও ভারতীয় Censusএর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তৎকালে ভারতের গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যাপেক্ষা এই শাসননীতির মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ যথেষ্টই ছিল। নিজের দেশে—নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া, নিজের কল্যাণার্থ কার্য্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে, গ্রামবাসিমাত্রেরই উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। রাজা করগ্রহণ করিয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে সকলেই সুখ-শান্তিতে থাকিয়া পরস্পরের অবিরোধে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান্ থাকিতেন; দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বিপদের সময় প্রজাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিদুরিত হইয়া, দেশের লোকে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে উদ্যত হইতেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং এখনও ভারতের নানাদেশে উহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। মুসলমান রাজা এ দেশে আসিয়া ঐ শাসননীতির উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। তবে ইংরাজদিগের রাজ্য-স্থাপনের পর প্রথম প্রথম উহা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা হয়। তখন আবার এদিকেও ঐ স্বায়ত্তশাসনের ফলে হিংসাদ্বেষ, দলাদলি মারামারির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার বশীভূত হইয়া গ্রামের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। বর্ত্তমানে আবার গ্রামে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

নগরজীবন

অতঃপর নগরের কথা। বর্ত্তমানে নগর বলিতে বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির কেন্দ্রীভূত বিশাল জনাবাসস্থান বুঝায়। লোকসংখ্যার আধিক্য, ঘনবসতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধাবশতঃ নানা শ্রেণীর লোকের বাস প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষত্বই গ্রাম ও নগরের পার্থক্যসূচক। প্রাচীন যুগের নগরের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। নগরবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহা বলা হইবে।

বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালনবৃত্তি জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। গ্রাম্যজীবনই সুখকর ও সুবিধাজনক ছিল। তখন বড় বড় নগরের স্থাপনও হয় নাই এবং বৈদিক সাহিত্যে কোন বড় নগরের নামও দুষ্প্রাপ্য। এই যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে নানা

প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল এবং কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বহু লোক জীবিকার জন্য ঐগুলির অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকেরাও গ্রাম ছাড়িয়া, ব্যবসায়ের সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান করিয়া নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রমিকের সমবায়ে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় সঞ্চিত ধনাদি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নদীতটে বা বাণিজ্যাদির সুবিধাজনক স্থানে নগরের স্থাপন হইতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতে অসংখ্য নগর স্থাপিত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, বৈশালী, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরীর উল্লেখ পাইয়া থাকি।

এই নগরগুলি প্রায়শঃই পরিখা, উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকারবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের স্থলে স্থলে আবার শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ বা শত্রুসেনার গতিরোধের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tower বা দুর্গ থাকিত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাষাণনির্ম্মিতই হইত। স্থলে স্থলে প্রস্তরের অভাব হইলে, কাঠেরও প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইত। টাওয়ারগুলি গোল বা চতুষ্কোণাকৃতি হইত ও উচ্চতায় প্রাচীর ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিত। মেগাস্থিনিশের বর্ণনায় তিনি পাটলিপুত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র সহরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১।০ মাইল (৯০ × ১৫ ষ্টাডিয়া, ষ্টা = $\frac{১}{১০}$ মাইল) সহরটির চারিধারে প্রাকার ও প্রাকারের পর উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অন্তরে একটি করিয়া মোটের উপর ৫৭০ টি ক্ষুদ্র টাউয়ার বা দুর্গ ও ৬৪টি দ্বার ছিল। এই সকল দুর্গমধ্যে সদাসর্ব্বদা সুসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

অর্থশাস্ত্রের দুর্গবিধান ও দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতেও তৎকালের নগরীর নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত দুইটি অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে, কোন নগরী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উহার ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইত। ভূমিনির্ব্বাচনের পর, উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা হইতে ৪ (২৪ ফুট) দণ্ডপায়, ১২ দণ্ড বিস্তৃত ও ৬ দণ্ড উচ্চ বপ্র (rampart) নির্ম্মাণ করা হইত। ইহার উপরে আবার উচ্চ ইষ্টক বা পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইত।

প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য কয়েকটি দ্বার রাখিয়া দেওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে নগর বা দুর্গের দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। এগুলির উভয় পার্শ্বও বিশেষরূপ সুরক্ষিত থাকিত। এই দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে মহাদ্বার বা main gate বলা হইত। এই দ্বারের পার্শ্বেই আবার একদিকে মহদ্দ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্ম্মচারী ও রক্ষিগণের আবাস ছিল এবং অপর দিকে শুল্কাধ্যক্ষের আফিস—শুল্কশালা থাকিত (শুল্কাধ্যক্ষঃ শুল্কশালাধ্বজং চ প্রাঙ্মুখং উদঙ্মুখং বা মহাদ্বারাভ্যাশে নিবেশয়েৎ)।

কেহ নগরে প্রবেশ করিলে বা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় দৌবারিক বা নগরপালের কর্ম্মচারীরা উহাদের সম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান লইয়া তবে প্রবেশ করিতে দিত। অবশ্য

দিনমানে বা পূর্ব্বরাত্রেও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। তবে নূতন আগন্তুক-মাত্রকেই মুদ্রা বা passport দেখাইতে হইত। অসময়ে কেহ নগর হইতে বাহির হইলে বা নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত। (প্রস্থিতাগতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্রিদোষং ভজেৎ। * * * পথিকোৎপথিকাশ্চ বহিরন্তশ্চ নগরস্য দেবগৃহপুণ্যস্থানবন-শ্মশানেষু সত্রণমনিষ্টোপকরণমুদ্ভাণ্ডীকৃতমাবিগ্নমতিস্বপ্নমধ্বক্লান্তপূর্ব্বং বা গৃহ্ণীয়ুঃ—অ° শা°, ১৪৪ পৃ°। অর্থাৎ নূতন আগন্তুক, আহত, ক্লিষ্ট বা ব্যাধিত, পীড়িত ব্যক্তিমাত্রকেই নগরপালের লোকেরা গ্রহণ করিবে। ঐরূপ যদি কেহ লুক্কায়িত ধন লইয়া বা অনিষ্টের উপকরণাদি লইয়া আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। মোটের উপর, সন্দেহের কারণ থাকিলেই পুলিশের হস্তে পড়িতে হইত।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, নগরদ্বার রোধের ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের পরে কেহ নগর-প্রবেশ করিতে চাহিলে বা নগর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নগরাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দীর্ঘচারায়ণ নামক মন্ত্রীর চক্রান্তে নগরের বাহিরে আসিলে, ষড়যন্ত্রানুযায়ী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কৌশলের ফলে তৎপুত্র বিরূঢকের রাজা হইবার সুবিধা হয়।

নগরপালের কর্ম্মচারীদের ন্যায় শুল্কাধ্যক্ষের লোকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের গতিবিধি পর্য্য-বেক্ষণ ও তাহাদের সঙ্গের পণ্যাদি (মোট-ঘাট) পরীক্ষা করিত। যদি কাহারও সহিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম-কবচাদি বা অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যাইত, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। অন্য সকলপ্রকার পণ্যের উৎপত্তিস্থল ও মূল্য প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া উহার উপর আমদানী ও রপ্তানীভেদে শুল্ক লওয়া হইত। কেহ শুল্ক না দিয়া মাল লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বা কম শুল্ক দিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া ভারবাহী পশু ও ভারবাহীদিগের উপরও শুল্ক ছিল। বিবাহ, দেবপূজা যজ্ঞ, বা চূড়াকর্ম্ম-উপনয়নাদি সংস্কারের জন্য কেহ মাল লইয়া আসিলে, তাহার উপর শুল্ক লওয়া হইত না। শ্রোত্রিয়াদির দ্রব্যাদির উপরও কোন শুল্ক ছিল না।

এই ত গেল নগরপ্রাচীর ও নগরদ্বারের কথা। অতঃপর নগরের ভিতরের কথা কিছু বলিব। নগরের ভিতরের ব্যবস্থা ত এখনকার হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতে জানা যায় যে, নগর বা দুর্গের তিনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাজপথ থাকিত। রাজপথগুলি যেখানে নগরপ্রাচীরের সহিত মিলিত, সেই স্থানেই একটি করিয়া দ্বার থাকিত।

এই কয়টি বড় বড় রাজপথ ছাড়া আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথও থাকিত। নগরের ভিতরে এক এক খণ্ডে (sectorএ) এক এক জাতীয় লোক বা এক ব্যবসায়ের লোকদিগের

স্থান দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গন্ধমাল্যব্যবসায়ী, প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ী, সূত্রব্যবসায়ী, ধান্ত-ব্যবসায়িগণ, ঊর্ণা বা সূত্রব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ, চর্ম্মকারবর্গ, অস্ত্রশস্ত্রাদিনির্ম্মাতৃবর্গ, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির বসতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিল। কুম্ভকার প্রভৃতি যাহাদের অগ্নি লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শূদ্র কর্ম্মকর ভৃত্যাদিও স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। বেশ্যাদিগের পল্লী ভিন্ন ছিল। তাহাদের পল্লীর নিকটেই মদ্যব্যবসায়ী, পক্কমাংস ও পক্কৌদনব্যবসায়ীদিগের বাস ছিল। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও জাতীয় লোকের আবাসস্থানের যথাযথ নির্দ্দেশ করা আছে। এখানে উহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

নগরের মধ্যে গৃহস্থদিগের বাসস্থান ও দোকান-পশার ভিন্ন উহার অংশবিশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিকরণ অর্থাৎ আফিস ও বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নগরেই একটি করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়, নগরপাল বা নগররক্ষকের অধিকরণ বা আফিস ; প্রত্যেক পল্লীমধ্যে বা উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া গুল্ম বা ফাঁড়ী, শুল্কাধ্যক্ষের আফিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে হাট-বাজার থাকিত। উক্ত হাট বাজারের সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শুল্কগ্রহণ ভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণ পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কেহ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহার যথাযথ দণ্ড বিধান করিতেন। অতিরিক্ত লাভে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের ও রাজব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে পণ্য সুলভে বিক্রীত হয় (উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেণ বিক্রাপয়েৎ। স্থূলমপি চ লাভং প্রজানাম্ ঔপঘাতিকং বারয়েৎ)। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও বিদেশের আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে লাভগ্রহণ করিতে পারিতেন।

দোকান বাজার সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বলিবার কথা আছে। এখনকার দিনের মত তৎকালে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যবসায় করিতে বা দোকান করিতে পারিতেন না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবার পর, দোকান করিয়া মাল খরিদ ও সঞ্চয় করিতে হইত। নচেৎ সমস্ত মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। (তেন ধান্যপণ্যনিচয়াংশ্চানুজ্ঞাতাঃ কুর্য্যুঃ ; অন্যথা নিচিতমেষাং পণ্যাধ্যক্ষো গৃহ্ণীয়াৎ)। বণিক্‌দিগের পক্ষে একযোটে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা বা নিজেদের সুবিধার জন্য কোন জিনিষের দর কমান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যাহা হউক, এসকল কথা অন্য প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। তবে কয়েকটি মাত্র কথা বিশেষ প্রয়োজনীয়-হিসাবে এস্থলে উল্লেখ করিব। বাণিজ্য-দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্যাদির নিরূপণের জন্য শুল্কাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংস্থাধ্যক্ষ নামে আরও দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন ; ক্রয়বিক্রয়, জুয়াচুরি নিবারণ ও ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পিদিগের কার্য্যতত্ত্বাবধারণের জন্য ও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্য তিনজন

মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বোর্ড* ছিল। কারুশিল্পীরা যথেচ্ছ পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না; তাঁহারা ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পী বা কর্ম্মকরদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ ঐ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদিগের (মূলে কুশলাঃ—Experts) হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অথবা কারুশিল্পীদিগের বেতন হ্রাসের জন্য কোন দল পাকাইলে দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন। (কারুশিল্পিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ষম্ আজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপঘাতং বা সম্ভূয় সমুত্থাপয়তাং সহস্রং দণ্ডঃ।—অ° শা°, ২০৫ পৃষ্ঠা)

অর্থশাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থে আমরা এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তবে সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকগণ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ক্রয়বিক্রয়, শুল্কগ্রহণ, ওজনাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্য ৬টি বোর্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বোর্ডের কথা উল্লেখ নাই, তবে অনুমান করা যায় যে, একএকটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী না থাকিয়া, উক্ত বিভাগের পরিচালনের জন্য ৫।৬ জন সমানপদস্থ লোক রাখা হইত। কৌটিল্যের নিজের অভিপ্রায়ও এইরূপ। তিনি একজনের উপর কোন্ এক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিতে একেবারেই নারাজ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, কোন এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা একেবারেই উচিত নহে। এ বিষয়ে তাঁহার মতের সারাংশস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম; সেইটি এই,—

বহুমুখ্যং অনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ।

অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণের ভার বহু লোকের হস্তে অর্পিত হইবে এবং চিরস্থায়িভাবে কাহাকেও এক বিভাগে রাখা হইবে না। মতটি আমাদের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, যদি গ্রীকদিগের উল্লিখিত বোর্ডগুলির সহিত এই অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যক্ষ কয়টির কার্য্যের সমতা থাকে, তাহা হইলে গ্রীকবিবরণী ও অর্থশাস্ত্র—উভয়েরই মূল্য আমাদের নিকট বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে।

নগরের শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল নাগর বা নগরপালের হস্তে। নগররক্ষক একাধারে পুলিশ কোতোয়াল, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা নগরের লোকসংখ্যা, লোকের আয়-ব্যয়, জীবিকা প্রভৃতির হিসাব রাখিতেন; পাষণ্ড অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ভিক্ষুক, নবাগত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন; বেশ্যা, মদ্যব্যবসায়ী (শৌণ্ডিক), পক্বমাংস বা ভাতবিক্রেতা হোটেলওয়ালাদের আড্ডার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন; মদ খাইবার আড্ডা (পানাগার) জুয়াখেলার আড্ডা প্রভৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখিতেন এবং কোন সন্দেহের কারণ থাকিলেই অপরাধীদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে হয় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতেন বা বরাবর হাজতে প্রেরণ করিতেন।

নগরের রাস্তা-ঘাটের সমস্ত ব্যবস্থাও নগররক্ষকের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল। কেহ পথে ময়লা ফেলিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিলে বা মৃতদেহ ফেলিলে বা কোন প্রকার সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইলে দণ্ডিত হইতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান বা দূষিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা

পচা মাংস বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হইত। তৎকালে মাংস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের জন্ত সূনাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্তপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে নাগরক বা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ড বিধান করিতেন। ঐরূপ অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা না করিলে বা অগ্নিনির্ব্বাণের উপকরণাদি না রাখিলে লোকে দণ্ডিত হইত।

নগরের প্রত্যেক প্রান্তে, চৌমাথায় ও অন্যান্য স্থানে রাজপ্রহরীরা দিনে ও রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন নানা ছদ্মবেশে বহু প্রকার চরেরাও লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, দ্বার বন্ধ করা হইত (একথা স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে নাই) ও *মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি করা হইত।* সন্ধ্যার পর বা অসময়ে নগরপ্রবেশ বা নগর হইতে বহির্গমন *নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাহির হইতে হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে হইত।* সন্দেহস্থলে বা উপযুক্ত কারণ না দর্শাইতে পারিলে দণ্ডিত হইতে হইত। রাত্রিকালে বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে, গৃহে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা রোগীর জন্য চিকিৎসক আনিতে হইলে, বা আগুন লাগার জন্য নগরপালের তূর্য্যধ্বনি হইলে তন্নির্ব্বাণার্থ বা কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে নগরপালের অনুমতি-পত্র লইয়া লোক গমনাগমন করিতে পারিত। (সূতিকাচিকিৎসকপ্রেতপ্রদীপায়ননাগরক-তূর্য্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্তমুদ্রাভিশ্চাগ্রাহ্যাঃ—অ° শা°, ১৪৬ পৃ°।) রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বা ছদ্মবেশে বিকটবেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের ছিল (প্রচ্ছন্নবিপরীতবেশাঃ প্রব্রজিতা দণ্ডশস্ত্রহস্তাশ্চ মনুষ্যা দোষতো দণ্ড্যাঃ)। এতদ্ভিন্ন রাজান্তঃপুরের নিকট বেড়ান বা প্রবেশ করা বা নগরপ্রাচীর আরোহণ করিলে গুরুতর মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হইত (রাজপরিগ্রহোপগমনে নগররক্ষারোহণে চ মধ্যমঃ সাহসদণ্ডঃ।)

বেশ্যা, পানাগারে ও দ্যূতক্রীড়ার স্থানের বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঐ যুগে বেশ্যারা রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের শাসন ও রক্ষণের জন্য নগরগণিকাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিতেন। পানাগারগুলিও সুরাধ্যক্ষ নামে এক বিশেষ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জুয়াখেলা, পাশাখেলার আড্ডাগুলিতে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অন্য কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ্যা, মদ্য ও জুয়া প্রভৃতি হইতে রাজ্যের কিছু আয় হইত। পরে ঐগুলির বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?*

সেন-বংশীয়গণের রাজত্বকালে বিশেষতঃ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় যাঁহারা কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ী বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন,—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

ইঁহাদের সম্বন্ধে আর একটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥" †

এই শ্লোকের কবিরাজ গীতগোবিন্দের কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী। ধোয়ী কবির বিরচিত পবনদূতের শেষে "ইতি শ্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতাখ্যং সমাপ্তং"—এইরূপ লিখিতও আছে। ধোয়ী কবিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে অনেক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পবনদূতে তিনি তাহা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্ম্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব (সতন্) মন্ত্রমেতজ্জগাদ॥" ১০১॥

শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি অন্যভাবে লিখিত আছে,—

"দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
খ্যাতো যশ্চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী
বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বররুচেরাসসাদ প্রতিষ্ঠাম্॥
ধোয়ীকস্য।"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "সমিতৌ"এর স্থলে "পকৈতে" কবিরাজপ্রতিষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—৩৩৪ পৃ°)

তাঁহার কবিরাজচক্রবর্ত্তী উপাধিও গৌড়েশ্বর হইতে লব্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ধোয়ী শ্রুতিধর বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন, জয়দেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিরাজচক্রবর্ত্তী পবনদূতের রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কবির কিছু পরিচয় প্রদান করা হইল, এক্ষণে কাব্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কালিদাস যেমন রামগিরি পর্ব্বত হইতে বিরহী যক্ষের দ্বারা মেঘকে-দূত করিয়া অলকায় যক্ষ-পত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ীও সেইরূপ চন্দনাদ্রি বা মলয়পর্ব্বত হইতে কুবলয়বতীনাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার দ্বারা মলয়পবনকে দূত করিয়া, বিজয়পুরে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়ে গমন করেন, কুবলয়বতী তখন তাঁহাকে দেখিয়া মদনপীড়িতা হইয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্বাণাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্লীলাভবনশিখরৈরম্বরং ব্যালিখন্তি-
র্ধত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ীবভূব ॥ ২ ॥

বাল্যাদালীষ্বপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ৎ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥"

কুবলয়বতী মলয়-পবনকে গৌড়দেশে যাইতেই অনুরোধ করিতেছেন। প্রথমে তিনি পবনকে শ্রীখণ্ডপর্ব্বত (চন্দন বা মলয়পর্ব্বত) হইতে পাণ্ড্যদেশে যাইতে বলেন। পাণ্ড্য দেশের রাজধানী তাম্রপর্ণীনদীতীরস্থ উরগপুরী হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার পর কাঞ্চীপুর, কাঞ্চীপুর ত্যাগ করিয়া কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, পরে মাল্যবান্ ও পম্পাপ্সর সরোবরে পঁহুছিবার কথা। তাহার পর গোদাবরীসিক্ত অন্ধ্রদেশ, সেখান হইতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী যাইতে হইবে। তথা হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে রেবা নদী দেখিয়া যাইবার কথা। তাহার পর যযাতিনগরী, অবশেষে সুহ্মদেশে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সুহ্মদেশেই গৌড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। ধোয়ী কবি প্রথমে—

"তস্তাতস্তাপ্রতিহতগতের্যাস্ততস্তে মদর্থং
গৌড়ীক্ষৌণী ক'তি সু মলয়ক্ষ্মাধরাদ্যোজনানি ।"

এবং

"তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ।
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণে গৌড়দেশঃ।"

বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত সুহ্মদেশ ও বিজয়পুরের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে, বিজয়পুর যে গৌড়রাজ্যের রাজধানী ও সুহ্মদেশে অবস্থিত, তাহা বুঝা যায়। তাঁহার বর্ণনায় সুহ্মদেশ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, গৌড় দেশের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে তিনি সুহ্মদেশের বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন, তাহার পর রাজধানীর বর্ণনা, গৌড়দেশের আর স্বতন্ত্র বর্ণনা করেন নাই।

কবি কি ভাবে সুহ্মদেশ ও রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

"গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাদ্বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্বৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮ ॥

যাতশ্চোর্দ্ধং ধনপতিনগেনৈব সৌধৈরগারৈঃ
পশ্যেস্তস্মিন্নগরমনঘং চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ।
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামাঃ
ভর্ত্তুর্ভূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯ ॥

তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতাসংবিভক্তাঙ্গরম্যং।
যাতে যস্মিন্নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০ ॥

তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতঞ্চান্তরা সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জ্জনানাং
যত্র যেধাপ্যমরনগরী সন্নিকৃষ্টা বিভাতি ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্তামথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাং।
প্রত্যাবৃত্যা ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
কর্ত্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুদ্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২ ॥

তোয়ক্রীড়াসরসনিপতদ্ব্রহ্মসীমন্তিনীনাং
বীচিধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩ ॥

সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাৎ।
মা নির্ম্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরো ভূ-
র্ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্ত্বাদৃশো যঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং
বীচিহস্তৈ রচয় কুচয়োরংশুকস্রংসনানি।
সদ্যস্তাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
যাস্ত ক্রীড়ামন্থণহসিতান্যুত্তরীয়াঞ্চলত্বং ॥ ৩৫ ॥

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতস্ত্বমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ ॥

যৎ সৌধানামুপরি বড়ভীশালভঞ্জীষু লোলাঃ
সুস্নিগ্ধাষু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতূহলেন।
উন্নীয়ন্তে কথমপি রহঃ পাণিপঙ্কেরুহাগ্র-
স্পর্শোদ্গচ্ছৎপুলকমুকুলাঃ সুভ্রুবো বল্লভেন ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামা রমণমণিভির্ব্বদ্ধমুগ্ধালবালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু।
যত্রায়ত্নোপগতসলিলৈস্তত্ক্রমাসিক্তমূলা
নাপেক্ষ্যন্তে পরিজনবধূপাণিবিস্রোপিতাম্ভঃ ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গাশ্লেষপ্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকস্থিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ ।
বালাভ্যোঽথ প্রণয়কলহে রূঢ়কোপাঙ্কুরাভ্যো
বিভ্রস্তি ভ্রূকুটিরচনাচারুভীমাননাভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

ইহার পর নগরের আরও বর্ণনা আছে, তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা,—

"পুঞ্জীভূতং জগদিব ততঃ সপ্তকক্ষানিবেশৈঃ
রম্যং যায়া ভবনমবনীমণ্ডলাখণ্ডলস্য ।
যৎ সৌধানাং শিখরিসুহৃদাং মূর্দ্ধ্নি বিশ্রান্তমেঘে
বিদ্যুল্লেখা বিতরতি মুহুর্বৈজয়ন্তীবিলাসং ॥" ৫৩ ॥

স্নিগ্ধশ্যামৈরিব বিরচিতা দ্রাবিতৈরিন্দ্রনীলৈ-
র্বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব ।
যস্যাস্তীরে বিহরদনতিপ্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
মন্যে লীলাগতিষু গুরবো রাজহংসা ভবন্তি ॥ ৫৪ ॥

দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্তং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাধারগত্যা জনানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনে সংবিভাগঃ ॥ ৫৫ ॥"

ইহার পর আরও কয়েকটি শ্লোকে রাজার প্রবল প্রতাপ বর্ণনা করিয়া, কুবলয়বতী মলয়-পবনকে আপনার মনের কথা জানাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

আমরা যে পবনদূত হইতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা প্রথমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত রঘুরাম তর্করত্নের নিকট উহা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর পবনদূতের আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, বিশ্বকোষ-পুস্তকাগারে একাধিক পবনদূতের পুঁথি আছে, তাহার একখানি নাকি সটীক। ৫ম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩০৫ সালে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "ধোয়ী কবির পবনদূত" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় পবনদূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত পবনদূতখানি সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে যে সকল লিপিকরপ্রমাদ ছিল, তিনি তাহার সংশোধিত পাঠও দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি,

তবে তাঁহারও সম্পাদিত পবনদূতের দুই এক স্থানে যে সুস্পষ্ট মুদ্রাকরপ্রমাদ ছিল, আমরা তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

আমরা উপরে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে এরূপ জানা যাইতেছে যে, সুহ্মদেশের পরিসরভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত ও তাহা সৌধরাজিতে বিভূষিত। সেখানে সেন-রাজের ইষ্টদেবতা মুরারি দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, মহাদেবের নগরও কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় শ্বেত অট্টালিকাবলীতে শোভিত। তথায় গঙ্গাতীরে প্রণম্য রঘুকুলগুরু (রামচন্দ্র ?) এবং অর্দ্ধগৌরীশ্বরও আছেন। গঙ্গার স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ আছে, জনগণের গঙ্গাস্নানের জন্য শ্রীবল্লালনরপতি তাহা করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গা ফেনরাশিতে ও হংসশ্রেণীতে শোভা পাইতেছেন, ঐ প্রদেশে গঙ্গা হইতে কালভুজঙ্গীর ন্যায় আবর্ত্তচক্রা যমুনা বাহির হইয়াছেন। দিগ্বিজয়ী রাজার রাজধানীর নাম বিজয়পুর, তাহা একটি স্কন্ধাবারও বটে, সেখানে গঙ্গাবাত পৌরাঙ্গনাগণের শরীর শীতল করিয়া তুলে। তথাকার সৌধাবলীর উপরে চিলেঘর কাষ্ঠপুত্তলিকাশোভিত, সেগুলি পুরসুন্দরীগণের গুপ্তক্রীড়াগার। সেখানে পৌরস্ত্রীরা প্রাঙ্গণে সুপারিবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন, তাহা অযত্নে বাড়িয়া উঠে। গঙ্গার অবস্থান ও নগরের প্রকৃতি নির্ম্মল, তাহাতে আবার লক্ষ্মণসেন রাজা, সে জন্য সেখানকার লোকদিগের ইহলোক পরলোক—কোথায়ও ভয় নাই।

তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা, প্রাসাদটি সাতমহল, তাহার মস্তকে মেঘ বিশ্রাম করে, তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলসিলে, পতাকা উড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার নিকট নীলজলে শোভিত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। নূতন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, লক্ষ্মণসেন সেই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিতেছেন।

এক্ষণে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কোথায় ? এ সম্বন্ধে যাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"কালিদাস যেমন মেঘকে বিরহী যক্ষের দূত করিয়াছেন, সেইরূপ ধোয়ী কবি মলয়-পবনকে বিরহিণী কুবলয়বতীর দূত করিয়া চন্দনাদ্রি (মলয়পর্ব্বত) হইতে লক্ষ্মণসেনের নিকট নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছেন।"

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে লিখিয়াছেন,—

"*Suhma* is the old name of a division of Bengal comprising northern Midnapure district, Hughly west of the Sarasvati river and the eastern part of District Burdwan. *Tamralipti* was its port, and *Vijayapura* its capital. *Vijayapura* is apparently to be identified with Nudiah (Nadia or Navadvip), which was the capital of Lakhmaneya at the time of the inroad of Muhammad-i-Bakhtyar. Is this name

connected in any way with Vijayasena, grandfather of Laksmana-sena ?"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌড়রাজমালায় লিখিতেছেন,—"তাহার পর জিজ্ঞাস্য—'সহর নোদিয়হ' কোন্খানে ছিল ? আবুল ফজল্ মিন্হাজের 'নোদিয়হ'কে 'নদীয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলার সংস্কৃতচর্চ্চার গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখ্মনিয়ার 'নদীয়া', তাহার আভাস দিয়াছেন।" আবুল ফজলের মতই এখন সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবুল ফজলের সময়েও সকলে 'নোদিয়হ'কে নদীয়া বলিয়া মনে করিত না। মুন্তখাব্ উৎ-তওয়ারিখ গ্রন্থে আবুল কাদির বেদৌনি মিন্হাজের 'নোদিয়হ'কে 'নোদীয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী 'বিজয়পুর' এবং 'লক্ষ্মণাবতীর' উল্লেখ পাওয়া যায়। পবনদূতে ধোয়ী কবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং "ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী" (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেণীর (ত্রিবেণীর) উল্লেখ করিয়া, 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং' বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন, গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিন্হাজ লিখিয়াছেন,—'মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার ঐ (রায় লখমনিয়ার) মুলুক-সকল (মমল্কৎ) দখল (জব্ত) করিয়া, সহর নোদিয়হকে 'খরাব' করিলেন, এবং যে মৌজা (এখন) লখ্ণাবতী, তাহার উপর রাজধানী (দার-উল-মুল্ক) স্থাপন করিলেন। এখানে দেখা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার যেন লক্ষ্মণাবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লখ্ণাবতী লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানের নাম 'লক্ষ্মণাবতী' রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। ঐ স্থানের নাম আগেই লক্ষ্মণাবতী ছিল, এবং উহাই লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল। সেনরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে লখ্ণাবতী বা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্ত্তী বিশাল সাগরদীঘী লক্ষ্মণসেন খোদাইয়াছিলেন এবং সাগরদীঘীর অনতিদূরস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বল্লাল-গড় নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী 'বিজয়পুর' মিন্হাজুদ্দীন কর্ত্তৃক 'নোদিয়াহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। পবনদূতের প্রকাশক প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী 'নোদিয়াহ' এবং 'নদীয়া' অভিন্ন মনে করিয়া নদীয়াই বিজয়পুর, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত (জনশ্রুতি অনুসারে) কুমার রাজার রাজধানী 'কুমারপুরের' নিকটবর্ত্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ 'বিজয়নগর'ই পবনদূতের 'বিজয়পুর' বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়পুরের নামকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বিজয়নগরেও জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিলেন। দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে (বরেন্দ্রেই) 'বিজয়নগর' অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান 'দেবপাড়া' অবস্থিত। দেবপাড়ার 'পদুম-সহর' নামক হ্রদ বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতি

এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে এবং 'পদুমসহরে'র তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষও এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিন্‌হাজের বর্ণনানুসারে 'লখ্‌ণাবতী' হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকে 'নোদিয়াহ' বলিতে প্রবৃত্তি হয়।"

গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিতেছেন,—

"ধোয়ী কবির পবনদূত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল, বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন তাঁহার 'দানসাগর'গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব 'বরেন্দ্রে' প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'শ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই 'বিজয়পুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাবক্ষেত্র অগৌরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার (গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত) দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থান হইতেই অনুসন্ধান কার্য্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ 'বিবরণ-মালায়' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

তাহার পর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

"বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও মতে নবদ্বীপে, কাহারও মতে রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্ত-রাজ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন জীবিত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে 'কুমার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শ্ববর্তী কুমারপুর জন-প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি 'কুমার রাজার রাজধানী' বলিয়া পরিচিত। ইহারই ৭ মাইল দূরে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ 'পদুমসহর' শিলালিপি-বর্ণিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতিই রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেওপাড়ার মধ্যে কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা হেমন্তসেন রাঢ় দেশেই গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সেই গঙ্গা-সলিল-বাহিত স্থানই হেমন্তপুর

নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিজয়সেনের সৌভাগ্যোদয়স্থান বিজয়-নগরের-পার্শ্বে তৎকালে গঙ্গা বা এখনকার পদ্মা নদীও প্রবাহিত ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এবং চারিদিকে আধিপত্যবিস্তারের সহিত তিনি উত্তররাঢ়ে আসিয়া তাঁহার পৈতৃক রাজধানী হেমন্তপুরের নিকট অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন বিজয়পুর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

শূরবংশ-বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নশীপুর হইতে দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ভাগীরথী হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বে 'সিঙ্গা' নামক স্থানে মহারাজ অনুশূরের সময় 'সিংহেশ্বর' নামক রাজধানী ছিল। তাহারই নিকটবর্ত্তী শূরুই বা শূরপুরী ও অনুপুর শূরবংশীয় মহারাজ অনুশূরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই অনুপুর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হেমন্তপুর ও হেমন্তপুরের এক মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর বিদ্যমান। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' পাঠ করিলে মনে হইবে যে, সুহ্মদেশ বা রাঢ়ের মধ্যেই ভাগীরথীর নিকট 'বিজয়পুর' রাজধানী ছিল। পবনদূতে লিখিত আছে" বলিয়া তাহার পর পবনদূতের ২৭ এবং ৩৩ হইতে ৩৮ পর্য্যন্ত শ্লোকের অনুবাদ দিয়া, নীচে পাদটীকায় সংস্কৃতশ্লোকগুলিও দিয়াছেন, পরে বলিতেছেন,—

"মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবিবর ধোয়ী বিজয়পুরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত বিজয়নগর ও রাঢ়ের বিজয়পুর দুইটি ভিন্ন স্থান বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আবর্ত্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয়পুর। এরূপ স্থলে উপরে যে মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ 'বিজয়পুর' নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই মহারাজ বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর বলিয়া মনে হইবে। বলা বাহুল্য, এই বিজয়পুরের অনতিদূরে সুবৃহৎ রমণা দীঘী বিদ্যমান, এ অঞ্চলে এত বড় দীঘী আর নাই। মুসলমানেরা আসিয়া এইস্থান অধিকার করিয়া বাস করিলে এই রমণা দীঘী শেখের দীঘী এবং হেমন্তপুর হেমৎপুর-নামে খ্যাত হয়।"

আমরা এই মতগুলির আলোচনা করিয়া, পবনদূতের লিখিত বিজয়পুর কোথায়, তাহাই স্থির করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা গৌড়রাজমালার মতেরই আলোচনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন—"পবনদূতে ধোয়ী কবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং 'ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী' (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেণী, ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়া 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং' (৩৬ শ্লোক) বর্ণন করিয়াছেন।" একথা সত্য, পবনদূতে ত্রিবেণীর পরই বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। কিন্তু চন্দ মহাশয় ত্রিবেণী অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া, রাজসাহীতে যে বিজয়পুর নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে সকলেই প্রত্যক্ষরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। মৈত্র মহাশয়ও তাঁহার মতই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু

আমরা একটা কথা বলি, যে শ্লোক হইতে 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরং', ইত্যাদি তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের শেষভাগেই যে,

'গঙ্গাবাতস্তমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥'

এবং ৩৯ শ্লোকে—

'গঙ্গাশ্লেষ-প্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকদ্বিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ ।'

লিখিত আছে, ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই ? শ্লোকসংখ্যা যখন গৌড়রাজমালায় দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহারা পবনদূত যে ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? সে যাহা হউক, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'বিজয়পুর' গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। অবশ্য পদ্মা যে ধোয়ী কবির গঙ্গা নহে, ইহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার করিবেন না, আর গৌড়মালায় নির্দ্দিষ্ট বিজয়নগরও যে পদ্মাতীরে নহে, ইহাও বটে। তাহা হইলে বিজয়নগরকে কিরূপে পবনদূতের বিজয়পুর বলা যায় ?

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। নগেন্দ্রবাবু অবশ্য বিজয়পুরকে গঙ্গাতীরেই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আবর্ত্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা, অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী 'বিজয়পুর'।" অবশ্য ৩৩ শ্লোকে কবি ত্রিবেণীরই কথা বলিতেছেন, কিন্তু ৩৪ শ্লোকে তিনি যে 'দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং' বলিয়া যমুনার বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার আবর্ত্তচক্রার অর্থ কি চাকদহ ? যদি উক্ত শব্দটিকে দ্ব্যর্থবোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চাকদহকে কি যমুনাতীরে বুঝিতে হইবে না ? কারণ, কবির বর্ণনায় দেখা যায়, আবর্ত্তচক্রার সহিত যমুনার সম্বন্ধ, গঙ্গার নহে। কিন্তু চাকদহ ত যমুনাতীরে নহে, তাহা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। যমুনাকে কালভুজঙ্গীর সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহার আবর্ত্তগুলিকে ভুজঙ্গীর চক্রের সহিত তুলনাই করিয়াছেন। সুতরাং আবর্ত্তচক্রা কখনও চাকদহ নহে। এ কথাগুলি বলার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কবি ত্রিবেণীর পর আর কোন স্থানের কথা বলেন নাই, একেবারেই বিজয়পুরের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়পুরেই তাঁহার মলয়পবনকে প্রেরণ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রাজধানীর নিকটে যাহা যাহা বিশেষরূপে দর্শনীয়, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে দেশে বিজয়পুর অবস্থিত, সেই দেশেরই কিছু পরিচয়চ্ছলে কবি ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, এ রমণা সরোবরের কথা কবি কোন্ শ্লোকে উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ৩৫ শ্লোকে 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' একটি পদ আছে। তাহার 'রমণা' শব্দটিই কি নগেন্দ্রবাবুর রমণা সরোবর? কারণ, অনুবাদে নগেন্দ্রবাবু 'রমণালোকনব্যাকুল'ই রাখিয়া তাহার 'রমণা' পর্য্যন্ত নিম্নরেখ করিয়া দিয়াছেন। তাহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি শ্লোকটি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। শ্লোকটির প্রথমে লেখা আছে, 'ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং'; উহার 'তত্র' শব্দে কোন্ স্থান বুঝাইতেছে, তাহা নগেন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেন নাই। এই শ্লোকের পূর্ব্বে ত্রিবেণীর কথা বলায়, ঐ "তত্র" শব্দটি ত্রিবেণীকেই বুঝাইতেছে। বিজয়পুরের কথা তাহার পর শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কবির 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' পদটির অর্থ কি 'রমণদিগের (পতিগণের) আলোকনে ব্যাকুলা' রমণীগণের এইরূপ নহে? কবি ৪২ শ্লোকে 'ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনুসলিলাঃ' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ক্রীড়াবাপীগুলি রমণা সরোবর বলা যায় কি না, তাহাও একবার দেখিতে হয়। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু এ শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই, বা তাহার অনুবাদ দেন নাই। কাজেই উহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, বলা যাইতে পারে না। আর থাকিলেও সে ক্রীড়াবাপীগুলির জল অল্প ও তাহা অনেকগুলি, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, তাহা উক্ত 'ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনুসলিলাঃ' হইতে বুঝা যায় না। তাহার পর ৫৪ শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সপ্তকক্ষ প্রাসাদের নিকট কবি 'বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নগেন্দ্রবাবু সে শ্লোক উদ্ধৃত বা তাহার অনুবাদ প্রদান করেন নাই, কাজেই উক্ত বাপী যে তাঁহার রমণা সরোবর বলিয়া লক্ষ্য, তাহাও বলা যায় না। আর ঐ বাপীর কোনই নাম শ্লোক হইতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ৩৫ শ্লোকের 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' পদের 'রমণা' কথাই নগেন্দ্রবাবু 'রমণা সরোবর' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য তিনি অনুবাদের 'রমণা' কথাটি নিম্নরেখ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান যে ঠিক হয় নাই, আমরা পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন তিনি যাহাকে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ শেখের দীঘীকে যে রমণা বলিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। হিন্দুদের 'রমণা' সরোবরকে মুসলমানেরা 'শেখের দীঘী' করিয়া লন নাই, উহা মুসলমানেরাই খনন করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহা ৯২১ হিজরীর রবিয়সসানি মাসে ঐ দীঘী খনন করান, শেখের দীঘীর তীরে প্রস্তরফলকে একথা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এই শেখের দীঘী সম্বন্ধে আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বিজয়পুর গঙ্গাতীরে, আর শেখের দীঘী গঙ্গা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং তাহা গঙ্গার পশ্চিম দিকে। নদীপুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে, কাজেই তাহার নিকটস্থ বিজয়পুর রাঢ়ের মধ্যে হইতে পারে না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু পবনদূতের বিজয়পুরকে যে স্থানে স্থাপিত করিতেছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন নহে।

তাহা হইলে বিজয়পুর কোথায়? শাস্ত্রী মহাশয় ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ নবদ্বীপই যে বিজয়পুর, আমরাও তাহাই বিবেচনা করি। আমাদের এইরূপ

অনুমানের কারণগুলি, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ী কবির বর্ণিত বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত, সেখানে প্রাঙ্গণে রোপিত ক্রমুক তরুসকল (সুপারিগাছগুলি) অযত্নে বাড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে নিম্নবঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও সুপারিগাছ অযত্নে বাড়িয়া উঠে না। কাজেই *বিজয়পুর নিম্নবঙ্গের মধ্যে স্থাপিত ছিল* বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। যদি কেহ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তৎকালে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া, তাহাকে বিজয়পুর বলিতে ইচ্ছা করেন, অযত্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রমুকতরু তাহার বিরুদ্ধপ্রমাণে দাঁড়াইবে। যদিও কেহ গৌড়ের সহিত বিজয়পুরের অভিন্নতা-স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই, কিন্তু এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে বলিয়া আমরা তাহারও আলোচনা করিয়া রাখিলাম। নগেন্দ্রবাবুর *বিজয়পুরেও* অযত্নে ক্রমুকতরুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর *বিজয়নগর* সম্বন্ধেও যে তাহা একেবারে বলা যায় না, এমন নহে। কিন্তু তাঁহার বিজয়নগর যখন গঙ্গাতীরেই নহে, তখন বিজয়নগরের প্রসঙ্গে একথা না বলিলেও চলে। ইহার পর মিন্‌হাজ সিরাজের কথা। বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়-প্রসঙ্গে মিন্‌হাজ বলিতেছেন,—"It is related by credible authorities that mention of the brave deeds and conquests of Malik Muhammad Bakhtyar was made before Rai Lakhmaniya, whose capital was the city of Nudiya." (Elliot's History of India, Vol. II., p. 307, Tabakat-i-Nasiri)। এই Nudiyaকেই পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াই বলিয়া আসিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবু নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণ-বৈষম্য লইয়া যতই কেন আপত্তি করুন না, তাহাতে নোদিয়হ ও নদীয়ার অভিন্নতা খণ্ডন হয় নাই। পবনদূত ও তবকতি নাসিরি পরস্পর পরস্পরের কথা সমর্থন করিতেছে। উচ্চারণ-বৈষম্য যদি অভিন্নতা প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পাটলীপুত্র ও পালিবোথরা কখনও এক হইতে পারে না। বরঞ্চ পালিবোথরা ও পাটলীপুত্রের অপেক্ষা নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণসাদৃশ্য অনেকটা কাছাকাছি।

তাহার পর পবনদূতের লিখিত বিষয়গুলির নিদর্শন বর্ত্তমান নবদ্বীপে ও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায় কিনা, আমরা তাহারও আলোচনা করিতেছি। পবনদূতের ৫৩ শ্লোকে বিজয়পুরের যে সপ্তকক্ষ প্রাসাদের কথা এবং ৫৪ শ্লোকে যে বাপীর কথা লিখিত আছে, প্রথমে আমরা তাহারই নিদর্শনের কথা জানাইতেছি। ৫৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে, উক্ত প্রাসাদে নূতনরাজ্যে অভিষিক্ত লক্ষ্মণসেন অবস্থিতি করিতেছেন। তাহা হইলে প্রাসাদ ও বাপী যে বল্লালসেনের সময় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে 'বামনপুকুর' নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে একটি দীঘী 'বল্লালদীঘী' নামে আজিও কথিত হইয়া আসিতেছে, ইহারই সংলগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন 'বল্লালঢিবি' নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে Bengal District Gazetteers, Nadiaয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"Bamanpukur.—A village in the Katwali Thana on the east bank of the Bhagirathi opposite Nabadwip. There seems no doubt that a portion of the old Nabadwip of the Hindu kings of Bengal lay within this village : the remainder of the site now lies under the waters of the Bhagirathi. In the village there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sena ; and near by is a tank which is called Ballaldighi."

Statistical Account of Nadiyaয়ও লিখিত হইয়াছিল,—

"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. It was recently dug up by one Mulla Sahib, who discovered some *barkoses* or wooden trays, and a box containing remnants of shawls and silken dresses, and also some small silver coins. There is also a *dighi* or lake called *Ballalidighi.* It is on the east of the Bhagirathi, and on the west of the Jalangi. The founder Lakshman Sen, built a palace of which the ruins are still extant. It was situated on the south of a tank called *Bilpukur* on the east of the Bhagirathi, on the west of the Jalangi, and on the north of Samudra-garia."

পবনদূতের বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী 'বল্লালঢিবি' ও 'বল্লালদীঘী', 'বেলপুকুর' বা তাহার দক্ষিণস্থ লক্ষ্মণসেনের নির্ম্মিত প্রাসাদ নহে। কারণ, নূতন রাজ্যাভিষিক্ত লক্ষ্মণসেনের কথাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই যাহার সহিত বল্লালসেনের সম্বন্ধ, তাহাকেই কবির বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী বলিতে হয়।

'নদীয়া-কাহিনী'-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্ত্তমান 'বল্লালঢিবী'।"

কিন্তু তিনি পবনদূতের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে উক্ত কাব্যের গল্প শুনিয়া লিখিয়াছেন, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখেন নাই।

হুলো পঞ্চাননের কারিকাতেও বল্লালনগরের উল্লেখ আছে,—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগর উত্তরে কয়রে বাসস্থান॥
নিজের প্রিয় নিবাস বল্লালনগর।
দেখ যার পূর্ব্বতট নবদ্বীপ উত্তর॥

কহিলেন রাজা কাহার কোথা অবস্থান।
নব নবদ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপ সংস্থান॥
সদাচার রাখিবারে কর তাঁহা বাস।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হউক আদর্শ নিবাস॥”

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে গ্রামে, ‘বল্লালঢিবি’ বা বল্লালদীঘী আছে, তাহার নাম বামনপুকুর। এই বামনপুকুর যে প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, তাহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর ‘ভক্তি-রত্নাকর’ হইতেও জানা যায়। ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমায় নরহরি লিখিতেছেন,—

“ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামনপোখৈরা গ্রামে যান মন্দগতি॥
চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল॥
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস॥
বামনপোখৈরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব্ব নাম ব্রাহ্মণ পুষ্কর বিজ্ঞে কয়॥

* * *

পুষ্কর কহেন দূর হইতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে॥”

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় (১৩২২) ‘বর্দ্ধমানের কথা ও স্থানপরিচয়’নামক প্রবন্ধে দেবগ্রামের যে বল্লালের ভিটা ও বল্লাল-দীঘীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে দেবগ্রাম বিজয়পুর কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। কিন্তু দেবগ্রামের প্রান্ত দিয়া কোন কালে গঙ্গা প্রবাহিত হইলেও সেনরাজগণের সময়ে সেখানে যে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আবার দেবগ্রামে উক্ত ভিটা ও দীঘীসম্বন্ধে মতভেদও আছে। নগেন্দ্রবাবুও দেবগ্রামকে বিজয়পুর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেনরাজগণের বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের স্থাননির্ণয়, তিনি দেবগ্রামের বিক্রমপুরকে তাহা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের ‘শ্রীবিক্রমপুর’ প্রবন্ধের উত্তরে যদিও তিনি বলিতেছেন,—

“কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে, আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির

পবনদূত পাঠ করিয়া, আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়"। রাজন্যকাণ্ডে আমরা সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও পবনদূতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইলে রাজন্যকাণ্ড লেখার পর সীতাহাটী তাম্রশাসন ও পবনদূত পাঠ করার কথা নগেন্দ্রবাবু কেন বলিতেছেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি পরে উহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তিনি কিন্তু বিক্রমপুর প্রবন্ধে রাজন্যকাণ্ডে উল্লিখিত তাঁহার বিজয়পুরের কোনরূপ খণ্ডন করেন নাই, কাজেই রাজন্যকাণ্ডের বিজয়পুরকেই আমরা তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। তিনি উক্ত প্রবন্ধে লিখিত বিক্রমপুরের স্থাননির্ণয়সম্বন্ধে অন্য মত প্রকাশ করিতেছেন, বিজয়পুর-সম্বন্ধে নহে।

সে যাহা হউক, 'বল্লালঢিবি' বা 'বল্লালদীঘী' আমাদের বিজয়পুর ও নবদ্বীপের অভিন্নতা সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ নহে। উহার আর একটি প্রধান প্রমাণ যে মিন্‌হাজের কথা, আমরা পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

পবনদূতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কবি সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, রাজধানীর নিকটস্থ দর্শনীয় বিষয়গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ। ২৭ শ্লোকে তিনি গঙ্গা-সন্নিহিত, সুহ্মদেশের কথা বলিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে তিনি যে সেন-রাজগণের ইষ্টদেবতা মুরারির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিলেন, বলিতে পারা যায় না। মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা হইতে লক্ষ্মণসেনের বিষ্ণুর প্রতি প্রবল অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেখান হইতে তিনি উত্তর দিকে গিয়া কৈলাস-শিখরতুল্য সৌধরাজিপরিপূর্ণ যে মহাদেবের নগরের কথা বলিতেছেন, তাহাও স্থির করা কঠিন। তবে ইহার সহিত ও ৩০ শ্লোকে বর্ণিত রঘুকুলগুরুর (রামচন্দ্রের) সহিত ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর ও মেটারীর রাম-সীতার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ৩০ শ্লোকের অর্দ্ধগৌরীশ্বর কোথায় ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৩১ শ্লোকে 'শ্রীবন্ধানক্ষিতিপতির্যশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ,' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কথা আমরা কিছু বলিতে পারি। 'শ্রীবন্ধানক্ষিতিপতি'কে শাস্ত্রী-মহাশয় 'বল্লালক্ষিতিপতি' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমরাও তাহাই মনে করি। 'বল্লাল' স্থলে লিপিকরপ্রমাদে 'বন্ধান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট বল্লালসেনের জাঙ্গাল বলিয়া একটা জাঙ্গালের চিহ্ন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—

"এই সাঁওতা হইতে দুইটি প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটি পশ্চিম দিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের ভিতের মাঠ দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজীপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে, অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্ব দিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সোণাপুর হইয়া ঘুণীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উত্তর

জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের পরিচিত।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নবদ্বীপের নিকট পর্য্যন্ত বল্লালসেনের জাঙ্গাল ছিল, পবনদূতে বিজয়পুরের মধ্যে সেতুবন্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই, তাহার বাহিরেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৩২ শ্লোকে গঙ্গার যেখানে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিত, তাহার উল্লেখ বুঝা যায়। এক্ষণে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত জোয়ার না আসিলেও পূর্ব্বে যে তাহার নিকট পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত, তাহার প্রমাণ আছে। ভক্তি-রত্নাকর হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রগড় পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত। সমুদ্রগড় পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যেই ছিল। ভক্তি-রত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞগণ শ্রীসমুদ্রগড়ি নাম কয়।
এথা গঙ্গসমুদ্রপ্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা॥
* * *
ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥
* * *
প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতিনিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি॥
* * *
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতিমাত্র আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
তবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥"

তাহার পর ৩৩, ৩৪, ৩৫, শ্লোকে ত্রিবেণী ও যমুনার কথা বলিয়াছেন। ৩৬ শ্লোক হইতে বিজয়পুরের কথা আরম্ভ হইয়াছে। কবির বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি প্রথমে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল স্থান যে নবদ্বীপের অল্পবিস্তর নিকটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সুহ্মদেশের কথা বলিয়া প্রথমেই রাজধানীর উত্তরদিকের স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, পরে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আবার দক্ষিণদিকে আসিয়াছেন। কারণ, বল্লালসেতুপ্রভৃতি বিজয়পুর বা নবদ্বীপের উত্তরদিকেই অবস্থিত, আর সমুদ্রগড় ও ত্রিবেণীর

অবস্থান তাহার দক্ষিণদিকেই। কবি ২৭ শ্লোক হইতে সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পঁহুছেন নাই। কারণ, তাঁহার ২৯ শ্লোকোক্ত কৈলাসগিরি-সদৃশ সৌধশ্রেণীবিভূষিত মহাদেবের নগর প্রভৃতি তৎকালীন ত্রিবেণীর দক্ষিণে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেনরাজগণের সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে অট্টালিকারাজিসমন্বিত কোন প্রসিদ্ধ নগরের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণাভাব। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্তগ্রামের পর গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত আর কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুন্দরবনের মধ্যে প্রাচীন নগরাদির নিদর্শন থাকিলেও, গঙ্গাতীরে যে কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার প্রমাণ নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ধোয়ী কবি গঙ্গাতীরস্থ স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার উল্লিখিত সৌধরাজিমণ্ডিত স্থানগুলি নবদ্বীপের উত্তরদিকেই মনে করি। কবি প্রথমে নবদ্বীপের উত্তরদিকের কথা বলিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে কেন আসিলেন, এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, কবি রাজধানী বিজয়পুরে গিয়াই তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। সেইখানে লক্ষ্মণসেনের নিকট কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হয়। কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর, আর কোন স্থানে মলয়-পবনকে পাঠাইবার প্রয়োজন ঘটে না। সেইজন্য রাজধানীর নিকট যে যে স্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়, তিনি অগ্রে তাহাই বলিয়া লইয়াছেন। প্রথমে উত্তরদিকের কথা বলিয়া, শেষে দক্ষিণদিকের কথা বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও মলয়পবনকে উত্তরদিকে আনিতে আনিতে পশ্চিম দিকে বাঁকাইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত, নর্ম্মদানদী দেখাইয়াও আনিয়াছেন। এখানেও সেইরূপ প্রথমে তাহাকে উত্তরে লইয়া গিয়া, আবার দক্ষিণে আনিয়া, আবার ত্রিবেণী হইতে উত্তরদিকে বিজয়পুর লইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অবস্থান, তাহাতে অযত্নে সুপারি-গাছগুলির বৃদ্ধি এবং মিনহাজের উক্তি অনুসারে নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী, নবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলির প্রাচীন নিদর্শন এবং তাহাদের অবস্থানের সহিত পবনদূতের বর্ণনার ঐক্য দেখিয়া, সুচারুরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবদ্বীপই পবনদূতের বর্ণিত বিজয়পুর রাজধানী। পবনদূতের কথা ও মিনহাজের উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বিজয়-পুর বা নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণসেনের সময় তাঁহার রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরমাত্র ছিল। যদি তাহাকে তাঁহার অন্যতম রাজধানীও বলা যায়, কারণ, কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতীকেও তাঁহার রাজধানী বলা হইয়াছে, তথাপি বিজয়পুর বা নদীয়াই যে তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল, ধোয়ী কবির ও মিনহাজের কথা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে এবং নবদ্বীপের সহিত যে লক্ষ্মণসেনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর সহিত তাঁহার সেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইজন্য বক্তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী নদীয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন, লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া, বক্তিয়ার নদীয়ায় প্রথমে কেন আসিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহাদিগকে আমরা বলিব, নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী থাকায়, বক্তিয়ার প্রথমে সেইখানেই আসিয়া-

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপ যে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। পবনদূতের লিখিত বিজয়পুর বা নবদ্বীপকে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু নবদ্বীপকে রাজধানী কেবল ধোয়ী কবি বলেন নাই, মিন্‌হাজউদ্দীনও বলিয়াছেন। রাখালবাবু মিন্‌হাজের কোন কোন কথা স্বীকারও করিয়াছেন, অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত কথা যে তিনি বা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন বিষয়ের সমর্থক অন্য পক্ষের কোন প্রমাণ থাকিলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া অযুক্তিকর নহে। ধোয়ী কবি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি, আর মিন্‌হাজও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীয় দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির উক্তি যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবলই ভূগর্ভে প্রোথিত তাম্রশাসন বা মুদ্রাই যে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পবনদূতের বর্ণনার সহিত তাম্রশাসনেরও ঐক্য দেখা যায়। লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত মাধাইনগরের তাম্রশাসনের লিখিত 'যস্ত কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গনাঙ্গনাভিঃ' (?) এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদা-পাণিসংবাসবেদ্যাং' প্রভৃতিতে 'যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহসমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি' ইত্যাদি বর্ণনার সহিত পবনদূতের 'দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং' ইত্যাদির ঐক্য দেখা যাইতেছে। পবনদূত কাব্য হইলেও, তাহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু আছে, তাহা অপ্রামাণ্য মনে করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকেরা ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরা পবনদূতের কলিঙ্গনগরী, যযাতিনগরী প্রভৃতির ন্যায় বিজয়পুরকেও ঐতিহাসিক স্থান মনে করিয়াই, তাহার স্থাননির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে বক্তিয়ারের নদীয়াবিজয় কতদূর সত্য, আমরা সে সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণসমুদ্রের তীর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যে লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ অশ্বারোহী আসিয়া, তাঁহার রাজধানীটা জয় করিয়া লইল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে জানা যাইতেছে যে, ১১২৭ শাক বা ১২০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩১ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। অথচ ১২০০ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার পূর্ব্বে বা কিছু পরে বক্তিয়ার নদীয়া জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়া থাকেন। আবার বক্তিয়ারের অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দিন যুজবক নদীয়াবিজয়ের স্মরণের জন্য নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, বক্তিয়ার নদীয়া জয় করেন নাই, আক্রমণমাত্র করিয়াছিলেন। হয় লক্ষ্মণসেন তথায় অনুপস্থিত ছিলেন, নতুবা তাঁহার সৈন্যগণ তখন অন্য কোন স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিল। বক্তিয়ার সহসা নগর আক্রমণ করিয়া, লুণ্ঠনাদির পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, নদীয়া লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারে ছিল। পরে সুলতান মুগীসউদ্দীন যুজবক তাহা অধিকার করিয়া তাহার স্মরণার্থ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

একটা এরূপ কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণ হইয়াছিল, না, তাঁহার পরবর্ত্তী লাক্ষ্মণেয়ের সময় তাহা ঘটিয়াছিল? কারণ, কেহ কেহ মিন্‌হাজের লখ্‌মনিয়াকে লক্ষ্মণসেন

না বলিয়া, লাক্ষ্মণেয় বলিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণের কথা বলেন না। তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে কাহারও সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির মতে লক্ষ্মণসেনের সময়েই বক্তিয়ারকর্তৃক নবদ্বীপ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ বল্লালসেনের সঙ্কলিত দানসাগর এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সঙ্কলিত অদ্ভুতসাগরে উল্লিখিত সময়ের উপর নির্ভর করিয়া, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালবাবু ঐ সকল শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের শ্লোক যে অপ্রামাণ্য নহে, আমরা তাহা স্বীকার করি। দানসাগরে লিখিত আছে,—

"শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।"

১০৯১ শাকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দানসাগর রচিত হইয়াছিল। অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেংদ্ভুতসাগরম্।"

১০৯০ শাক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হয়। বল্লালসেন ইহা আরম্ভ করিয়া যান, এবং লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত অদ্ভুতসাগরে 'ভুজবসুদশমিতে শকে শ্রীমদ্‌বল্লালসেনরাজ্যাদৌ' অর্থাৎ ১০৮২ শকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ বলিয়া লিখিত আছে। রাখালবাবুর মতে বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিংহাসনে আরোহণ এবং ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ, উহাই লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল। কিলহর্ণ সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, রাখালবাবু ১১১৮—১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভ-কাল স্থির করিয়া, ঐ সময়েই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ বলিতেছেন। ১১৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন পুত্রের সময়ে বক্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন বলিয়া রাখালবাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ-সংবতই রাখালবাবুর এই সকল সময়-নির্দ্ধারণের প্রধান প্রমাণ। তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হইতেই গণিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণানুসারে তাহা সম্ভব কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের কথাই নাই ধরিলাম। রাখালবাবু বিজয়সেনের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বার্লিনের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন-সমিতির গ্রন্থাগারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলার রাজা নান্যদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি।" এই নান্যদেবের পরাজয়ের কথা উমাপতিধরের লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে। রাখালবাবু পূর্ব্বে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু শিমরুণগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত 'নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিত-শাকবর্ষে......শ্রীনান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তম্' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও ১০১৯ শাক বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ নান্যদেবের সময়ই বলিয়া জানা যাইতেছে। রাখালবাবুর আবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন, যাহা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিজয়সেন তাঁহার রাজত্বের ৬২ বর্ষে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে নান্যদেবের রাজত্বকাল ১০১৯ শাকে ৬২ বৎসর যোগ করিলে, আমরা ১০৮১ শাক পাইতেছি এবং বিজয়সেন তখনও রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের সহিত অদ্ভুতসাগরে লিখিত ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভের কি ঐক্য হইতেছে না? তাহা হইলে উহার শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিব কেন? বিজয়সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, রাখালবাবু যে সময় তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা আর স্থির থাকিতেছে না। কাজেই ১০৮১ শাক বা ১১৫৯ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে বিজয়সেনের রাজত্বকাল বিদ্যমান থাকিলে, ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে কিরূপে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়? কাজেই ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে যদি লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বিজয়সেনের রাজত্বকালের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এই ১১১৯ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম ধরিয়া লইলে, বক্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণসময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল, মিন্‌হাজের উক্ত উক্তির সহিত ইহার ঐক্য হয়। তবে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্মের যে অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। কারণ, ১১১৯ খৃঃ অব্দে বিজয়সেন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছিলেন, বল্লালসেনের রাজত্বের তখন নামগন্ধও নাই এবং বল্লালসেন তখন পরলোকগমনও করেন নাই, ইহলোকেই বিদ্যমান ছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের পিতার পরলোকগমনের সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য তাঁহার মাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ঊর্দ্ধপদে ও নতমুণ্ডে রাখিয়া, শুভমুহূর্ত্তে লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ করান হইয়াছিল। তবে বল্লালসেনের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করিয়া, লক্ষ্মণের জন্মঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকে ভবিষ্যতে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ করাইবার চেষ্টা হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, মিন্‌হাজের এরূপ বর্ণনা কতদূর সত্য, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নান্যদেবের রাজত্বকালের সময়ের সহিত অদ্ভুতসাগরের সময়ের ঐক্য হওয়ায়, ১০৮২ শাকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু কিন্তু ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি মিন্‌হাজের বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া, বলিতে চাহেন যে, লক্ষ্মণের জন্মসময়ের অব্যবহিতপূর্ব্বেই বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহা হইলে ১১১৯ খৃঃ অব্দ বা ১০৪১ শাকে বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ১০৮২ শাক বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। তাহাই লক্ষ্য করিয়া ১০৮২ শাকে অদ্ভুতসাগরে তাঁহার 'রাজ্যাদৌ' লিখিত হইয়াছে, ইহাই নগেন্দ্রবাবুর মত। এই সম্বন্ধে তিনি দুইটি প্রধান প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি প্রমাণে তিনি বলেন যে, অদ্ভুতসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯০ শাকে বল্লালসেন অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করিয়া সেই বর্ষেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, দানসাগরে ১০৯১ শাকে তাহা রচিত হওয়ার যে কথা লিখিত আছে, নগেন্দ্রবাবু বলেন, বল্লালের

গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্ট তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রমাণে তিনি সূক্তিকর্ণামৃত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। তাহা হইলে ১০৯০ শাক হইতেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়। তিনি ১০৯০ শাকে লক্ষ্মণের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইয়াই বলিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালের রাজত্বাবসান ঘটিতেছে। সীতাহাটী হইতে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনে যখন তাঁহার রাজত্বের ১১শ বর্ষ লিখিত দেখা যাইতেছে, তখন ১০৮২ শাকে কিরূপে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ঘটিতে পারে? আমরা নিম্নে তাঁহার এই যুক্তিগুলির আলোচনা করিতেছি। প্রথমে তিনি অদ্ভুত-সাগরের যে শ্লোক হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিন্তু যে কথা বুঝিতে পারি না। নিম্নে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অবিকল প্রদত্ত হইল,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।

গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্চ্চ্য সঃ॥

নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতঃ।
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ॥"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে এরূপ বুঝায় যে, ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি স্বর্গে গমন করেন, লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, যে ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং সেই ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হইতেই বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন। কোন্ অব্দে বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝা যায় না। ১০৯০ শাকে তাহা বুঝিতে হইলে, কষ্টকল্পনাই করিতে হয়। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া, একটা প্রমাণ খাড়া করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ সূক্তিকর্ণামৃতের কথা। তিনি সূক্তিকর্ণামৃতের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতেশরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।

সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পঙ্ক্তিহেতোবকুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষে সূক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন। ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ হইলে, ১০৯০ শাকেই তাঁহার রাজত্বারম্ভ হয়, ইহাই নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ বলি না। উদ্ধৃতাংশের 'রসৈকত্রিংশ' কথাটিকে নগেন্দ্রবাবু ৩৭ বলিয়া অর্থ করিতেছেন, কিন্তু তাহা যে নহে, আমরা তাহা দেখাইয়া দিতেছি। উদ্ধৃতাংশটিতে দুইটি আর্য্যা ছন্দের শ্লোক আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্লোকেরই চতুর্থ পাদে একটি করিয়া মাত্রা কম রহিয়াছে। কাজেই 'রসৈকত্রিংশে' এরূপ পাঠ ঠিক নহে। তদ্ভিন্ন যেখানে একত্রিংশ কথা বলা হইতেছে, সেখানে আবার তাহার সহিত 'রস' শব্দ যোগ করিয়া ৩৭ বুঝাইবার জন্য কবির এরূপ কষ্টকল্পনা করার প্রয়োজন বুঝা যায় না। 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে তিনি অনায়াসে 'ষড়েকত্রিংশে' লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে ছন্দোরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ একত্রিংশের পূর্ব্বে 'রস' বা 'ষট্' বসাইলে, গণনার সাধারণ রীতি অনুসারে ৩১৬ই বুঝাইবে, ৩৭ বুঝাইবে না। তাহাকে ৩৭ বুঝিতে হইলে, উহাকে কদাচ সাধু প্রয়োগ বলা যাইতে পারে না। আর ৩৭এর সহিত বর্ষবাচক কোন শব্দেরও উল্লেখ নাই। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে'ও সাধুপ্রয়োগ নহে। আমরা সেজন্য 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' এবং দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ পাদে 'সূক্তিকর্ণামৃতং' এর স্থলে 'সদুক্তিকর্ণামৃতং' বসাইতে চাহি। ইহাতে ছন্দোরক্ষা হয় এবং প্রয়োগদোষও ঘটে না। 'সূক্তিকর্ণামৃতে'র অপর নাম যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত', সকলেই তাহা অবগত আছেন। 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' হইলে ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩১ বৎসর হয়। তাহা হইলে ১০৯৬ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অদ্ভুতসাগরের কথানুসারে ১০৮২ শকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ স্বীকার করিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার ১৪ বৎসর রাজত্ব করা হয়। তাহা হইলে সীতাহাটীর তাম্রশাসনে বল্লালসেনের রাজত্বের যে ১১শ বর্ষ লিখিত আছে, ১০৯৩ শাকে তাহা গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর সে আপত্তিরও মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত প্রমাণ এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাদের দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ভবিষ্যতে যদি নূতন কোন প্রমাণ আসিয়া পড়ে, তবে তাহার দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, সকলে অবশ্য তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে বল্লালসেনের রাজত্বকাল অবশ্য অল্পই হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বিজয়সেনের সময় হইতে যে রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা নবাবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, উপস্থিত প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহাতে দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, সূক্তিকর্ণামৃত ও তাম্রশাসন সমস্তেরই সামঞ্জস্য হয় বলিয়া আমরা মনে করি। একটা কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণ-

সংবৎ বা ১০৪১ শাক হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্মসময় ধরিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার রাজ্যারম্ভের সময় তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হয়। সে সময়ে পবনদূতের কবি তাঁহাকে কুবলয়বতীর প্রার্থী করিয়া বর্ণনা করা কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু কুবলয়বতী তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যবিজয় সময়ে দেখিয়াছিলেন, সে সময়ে কলিঙ্গাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার কৌমারকেলি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাজকবি যখন রাজার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার বয়সের প্রতিই বা লক্ষ্য করিবেন কেন? আর দিগ্বিজয়ী রাজার বয়সের কথা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী কোন রমণী মনেই স্থানদান করেন না, পুরাণে ও ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে যাহা হউক, এ সকলের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে আমরা এসকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পবনদূতের বিজয়পুরের স্থাননির্ণয়। আমরা পূর্ব্বে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে বিজয়পুর যাঁহার রাজধানী ও যিনি পবনদূতের নায়ক, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া, আমরা তাহারই অবতারণা করিলাম। ভবিষ্যতে নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, এসকল সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমরা সুখী ভিন্ন দুঃখিত হইব না। কারণ, আমরা সত্যেরই প্রার্থী।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপকেই পবনদূতোল্লিখিত বিজয়পুর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, কিন্তু এই বল্লালদীঘি ও বিজয়পুর সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন প্রকার উল্লেখ নাই, এজন্য প্রবন্ধলেখকমহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে সকলপ্রকার বিরুদ্ধমতের আলোচনা দ্বারা অতি প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিজয়পুর কিংবা বল্লালদীঘির উল্লেখ নাই বলিয়া, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণীত হইলে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিহাস বা ভূগোল নহে। আর বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার উল্লেখ নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি—কারণ, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সাহিত্য এখনও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয় নাই।—এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বিজয়পুর আর নবদ্বীপ যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্ধকার-যুগের যে বিষয়টি তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিতই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধে উল্লিখিত বঙ্গ-বিজেতা বখ্‌তিয়ারের স্থানে মহম্মদ-বিন্-ইখ্‌তিয়ারের নামোল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সেন-বংশের শেষ সময়ে যিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, তিনি বক্‌তিয়ার নহেন—বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ-বিন্-ইখ্‌তিয়ার। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

পঞ্চমেতে ভৃকু তাল রাগে নারদ মোনি।
অতঃপর বিষ্ণু শিবকে আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।
বিষ্ণুর বচণে সীব হরিস অপার।
পঞ্চমে আলাপে গীত রাগের সঞ্চার॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরিল।
সুনিআ মোহিত সব ধরনি পরিল॥
দেবব্রহ্মসি মোনিন্দ্রসী জত সমোদীতে।
সুনিয়া গীতের ধ্বনি পরিল ভুমিতে॥
ব্রর্হ্মার মোখে বেদ নাহি গদগদ স্বর।
অচেতন হৈয়া পরে দেব পুরন্দর॥
আদিত্যাদি দিকপাল আদি সর্ব্বজণ।
চারি ভিতে পরে সবে হৈয়া অচেতণ॥
বিষ্ণুর স্বরির হৈতে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্হ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাথে উপজিল॥
সর্ব্বাঙ্গে তিথীল ঘাম ধারা বহে স্রোতে।
জর্ম্মীল জে গঙ্গাদেবি বিষ্ণুর পদেতে॥
মস্তক হতে নিস্বরিল ঘাম বাম পায়।
কনীষ্ট অঙ্গুলীএ গঙ্গা জর্ম্মীল তথাএ॥
এহি মতে গঙ্গাদেবি মোর্ত্তিমাণ হৈল।
মোর্ত্তীমাণ দেখী গঙ্গা মহেসে ধরিল॥
জটা মর্দ্ধে গঙ্গাকে রাখীলা সুলপানি।

ইহার পর,—

কথক্ষণে চৈতণ্য পাইল দেবগন॥
বিষ্ণু বলে সুন সিব আমার বচণ।
কভু নাহি সুনি হেণ অপুর্ব্ব কথণ॥
ত্রিভুবন মোহিত তোমার অপুর্ব্ব গাঁহেণ।
না সুনিছি হেন গীত আমার স্রবন॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরি।
ধন্ন ধন্ন মহাদেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিষ্ণুর বচণে তোষ্ট দেব মহেস্বর।
পঞ্চ মোখে স্তব করে বিষ্ণুর গুচর॥
সীবে বলএ বিষ্ণু সংসারের সার।
অণন্ত ব্রর্হ্মাণ্ড শ্রীষ্টী তোমার অধিকার॥
তুমার স্বরির হণে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্হ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাহে উপজিল॥
এত বলী মহাদেব জটা বিস্তারিলা।
জটা হণে গঙ্গা দেবি ভুমিতে রাখীলা॥
ধবল বরন গঙ্গা জেণ চন্দ্র আভা।
বৈথণ্ড প্রকাস হৈল মোক্তিপদ পাবা॥
তবে গঙ্গাএ বলে সুন নারায়ন।
তোমার পদেতে হৈল আমার জনম॥
দেখীয়া গঙ্গার রূপ হরিস অন্তর।
ভাবিলা গঙ্গার বর দেব মহেস্বর॥
বিষ্ণু বলে প্রজাপতি সুন দিয়া মন।
গঙ্গাদেবির যুগ্য বর দেব পঞ্চানন॥
বিষ্ণোর বচণ সুনি ব্রর্হ্মা হরসীত।
মহাদেব যুগ্য বর নহে অণুচিত॥
ব্রর্হ্মা বলে মর কথা সুন নারায়ন।
কন্না দাণ কর যুক্ত বর ত্রিলুচণ॥
গঙ্গা দেবি আর সিব হৈয়া হরসিত।
নানা য়লঙ্কারে গঙ্গা করিল ভুসিত॥
বিত্তাধরি নাচে গন্ধর্ব্ব গায়ে গিত।
গঙ্গা বিবা করে সিব হৈয়া হরসিত॥
পুরহিত জত কর্ম্ম কহিল জানি।
সোভক্ষেনে বিবা করে দেব সোলপানি॥
জামাতারে জৌতক দিলা নানা রত্নধন।
সিব স্থানে কৈণ্যা দান কৈলা নারায়ন॥

২১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

রত্নাকরের পাপক্ষয় হইতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

২২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(যযাতির পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪২/৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩, ৫—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথি সুপ্রাচীন।

শেষ,—

রথে নঞা কুসধ্বজ চলিল সুমন্ত।
ব্যালিস বাজানা বাজে সুখের নাহি অন্ত॥
কেহ বলে সির্দ্ধার্থের মুণ্ডে পড়ুগ বাজ।
কেহ ধিক্করে জজাতি মহারাজ॥
সুনিঞা সকল লোক ধিক ধিক বলে।
পবন সমান রথ সুমন্তের চলে॥
মুনি মুক্তা বিমানে সোভিছে ঝিলিমিলি।
ব্যালিস বাজনা বাজে পড়ে দামাসালি॥
সুমন্ত আইলা দেসে বেলা অবশেষ।
ঘোর ঘটা বাজনাতে পুর্ন্ন হৈল্য দেস॥
বাউবেগে বিমান সরজু হৈলা পার।
সমাচার পাইল রাজা জজুস কুমার॥
বান্ধভাণ্ড সহিত আইল মহিপতি।
দীর্ঘ হঞা কুসধ্বজে করিল প্রনতি॥
আনন্দিত হৈল রাজা সুমন্ত দেখিঞা।
আলিঙ্গন দিল রাজা বাহু প্রসারিঞা॥
রথ হৈতে কোলে কর‍্যা নামাইল রাজা।
ভক্তিভাবে করিল মনিপুত্রের পুজা॥
কুসধ্বজে নেহালিঞা দেখে ভট্টারক।
দেখিঞা সিসুর রূপ লাগিল টাটক॥
সোনার পুতলি জেন সির্দ্ধার্থের পুত্র।
চন্দ্রের সমান কান্তি কান্দে জজ্ঞসুত্র॥

ললাটের উপরে সুন্দর সুত্র ফোটা।
ঝলমল করে সিরে তাম্রবর্ন্নের জটা॥
চঞ্চল নয়ন দুটি চতুর্দ্দিগে ছুটে।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি মুখে হৈতে উঠে॥
সুকোমল তনু তৈল্য তাম্বুল বিহিনি।
পরিধান করিয়াছে ... জিনি॥
বয়েস বৎসর আট জানে চারি বেদ।
সতন্ত করন সিসু বড়ই আবোদ॥
সুন্দর সরিরখানি বড়ই নির্ম্মল।
দেখিঞা রাজার আখি করে ছলছল॥
বাসা নিঞা ভূপতি দিলেন কুসধ্বজে।
আপুনি করিল পুজা মাল্য গন্ধরাজে॥
ভক্ষন করিতে দিল মিষ্টান্নসকল।
পান করিতে দিল পঞ্চ তির্থের জল॥
সিংহাসনে বসাঞা দিলেন নানাফুল।
আপুনি জোগায় রাজা কর্পুর তাম্বুল॥
গলায় দিলেন রাজা মুনি মুক্তা হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরাইল নানা অলঙ্কার॥

কৃতাঞ্জলি হৈল রাজা বসিষ্ঠের আগে।
কত জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আর বিধি মার্গে॥
বসিষ্ঠ বলেন পুর্ন্না দিব মহিপাল।
মুনিপুত্র নঞা কালি আসিবে সকাল॥
এত সুনি জজাতি গেলেন নিকেতন।
কির্ত্তিবাস গাইল আন্দ্যকাণ্ড রামায়ন॥*॥
ভবনে ভূপতি আস্যা বঞ্চিল রজনি।
অঙ্গখানি প্রভাতে উঠিলা নৃপমুনি॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা সরজুর জলে।
পবিত্র হইঞা রাজা আইলা জজ্ঞসালে॥
একে একে মুনিগনে ভূপতি সম্ভাসে।
আসন করিল রাজা বসিষ্ঠের পাসে॥

কিঙ্করে আনিঞা দিলেন আগুন।
জজ্ঞকুণ্ডে মুনিগন করেন হবন ॥
জব তিল মধু ঘৃত বস্ত্র পুষ্প গন্ধ।
হেম নারিকেল দিল জজ্ঞের নির্ব্বন্ধ ॥
অনলে আহুতি মুনি ঢালে ঘনে ঘনে।
হন হন কর‍্যা অগ্নি উঠিল গগনে ॥
দসদণ্ড নিবড়িল পুর্ন্নার শময়।
রাজাকে বলেন বানি মুনি মহাশএ ॥
এই বেলা আন রাজা মুনির তনয়।
আসি জেন জজ্ঞকুণ্ডে সান্তায় নির্ভয় ॥
এত সুনি রাজা সুমন্তে আজ্ঞা দিল।
কুসধ্বজে আনিবারে সুমন্ত চলিল ॥
সুমন্ত সারথি গিঞা বলে জোড়করে।
প্রবেস করহ আস্তা অগ্নির ভিতরে ॥
সুনিঞা ত কুসধ্বজ হৈলা আনন্দিত।
সরজুর জলে স্নান করিল তুরিত ॥
সুদ্ধিতা হইঞা সন্ধ্যা করিলা তর্পন।
পাড়ে উঠিঞা পরিল দ্বিজ উত্তম বসন ॥
গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা করিলেন ভালে।
তুলসিপত্রের মালা পরিলেন গলে ॥
একান্ত হইঞা বিষ্ণুপদে দিঞা চিত।
জজ্ঞসালে কুসধ্বজ হল্যা উপনিত ॥
আচম্বিতে অজোধ্যাতে হৈলা ধাওাধাই।
কুসধ্বজে দেখিবারে আইলা সভাই ॥
নগরিয়া লোক কাঁন্দে মুখপানে চাঞা।
পিত্যা পুত্রে দিঞাছে আপন চক্ষু খাঞা ॥
মঙ্গগ সে মাতাপিতা বড়ই নির্দ্দয়।
কোন মতে হেন বাছা কর‍্যাছে বিক্রয় ॥
এইরূপ কেহো কান্দে মায়াজালে।
তনু দিতে কুসধ্বজ চলে জজ্ঞসালে ॥
হনহনি অগ্নির দেখিঞা লাগে ডর।
কুসধ্বজ ভাবেন গোবিন্দ গদাধর ॥

কির্ত্তিবাস পণ্ডিত জিউন জুগে গে।
জার কির্ত্তি সুনিলে লোকে চমৎকার লাগে ॥
(পৃ° ৭১১—৮১২)

যযাতির পালাটি প্রায়শঃ পৃথক্ পুথির আকারেই পাওয়া যায়।

২৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর, পূর্ব্বাঞ্চলের। আদি,—

দসরথ মহারাজা সুর্য্যোকুলে ক্ষাত।
র্তেজ বির্য্য পরাক্রম জগতে বিক্ষাত ॥
দান জজ্ঞ সিল ব্রত অজদ্ধার পতি।
চারি পুত্র সনে দসরথ নৃপতি ॥
ইন্দ্র সম বিক্রম পালএ প্রজাগন।
মহাসুখে বৈসে লোক অজদ্ধা ভুবন ॥
ধনু ভাঙ্গি বিভা করি জনকের দেস।
চারি ভাই নিজ রার্য্যে করিলা প্রবেস ॥
কসল্যা সুমিত্রা কেকই গন লইয়া।
চারি পুত্রবধু মিলা মঙ্গল করিয়া ॥
চারি পুত্রবধু গেলা আপনার ঘর।
জয় মঙ্গলধ্বনি অজধ্যা নগর ॥
মনে বড় আনন্দিত রাজা দসরথ।
নানা রত্ন দিয়া দ্বিজ সম্বাসে সমস্ত ॥
রাজাগন প্রজাগন করিয়া বিদায়।
কেকই মন্দিরে তবে রাজা চলি জায় ॥
সিতা রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত মন।
বৈকণ্ট ভুবনে জেন লক্ষি নারায়ন ॥

হেন কালে ভরথে বোলএ রাজা স্থানে।
মাতামহ সম্বাসিতে লৈয়া আছে মনে॥
রাজা বোলে জায় তুমি না কর ব্যাজ।
তুমি চারি ভাই বিনে শুন্য মর রাজ॥
শ্রীরামের পাএ ধরি ভরথে বোলয়।
মাতুল আশ্রমে আজ্ঞা কর মহাসয়॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সর্ত্তরে।
একই সরির আমি চারি সহদরে॥
মাতামহ দেশে গেলা ভরথ সত্রুঘন।
বিদ্ধ রাজার সেবা করে শ্রীরাম লক্ষন॥
ভকত বছ্‌ছলা রাম কমললোচন॥
ধন্য ধন্য বোলে জত পাত্রমিত্রগন॥
সর্ব্ব রার্য্যোখণ্ডে মিলিয়া ধরি নাম।
সর্ব্ব কার্য্যো সিদ্ধি তবে হৈল মনস্কাম॥
প্রতি ঘরে সুবর্ন্নের কুম্ভ সারি সারি।
ইন্দ্র সম রার্য্যো দেখি অজধ্যা নগরি॥
স্থানে স্থানে সর্ব্ব রার্য্যে বান্ধিল তরুন।
নানা বাদ্য বায়ে তাতে সুনিতে অতুল॥
সঙ্খ সিংহনাদ বায়ে আর ধনে ঘন।
গগন ভরিয়া উঠে ঘন্টার বাযন॥
শ্রীরামের পুরি তবে দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় ঘর সব সুভিছে বিস্তর॥
তিন সত ঘর আছে পুরির ভিথর।
চিত্রে বিচিত্রে ঘর সুভে মনোহর॥

এইখানে ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ পুরীর বর্ণনা আছে। তাহার পর,—

তিন কোটি ঘর সুভে অজদ্ধানগর।
পর্ব্বত সমান গড়ে বেড়িছে নগর॥
আছউক লংঘিব কেও দেখি লাগে ভয়।
সত্রুর অভেদ স্থান বড়ই দুর্ঝায়॥
আনন্দে আছএ রাজা পরম সন্তসে।
অহনিসি রঘুনাথ থাকে তান পাসে॥
প্রজাগন রামমুখ করে নিরক্ষন।
রামচন্দ্র বিনে তান আন নাহি মন॥
মন্ত্রনা করিয়া তবে সব প্রজাগনে।
হস্ত জুড় করি কহে নৃপতির স্থানে॥
বিদ্ধ বএস তুমার কহিল এখন।
রার্য্যো অধিকার তুমার কুন প্রয়জন॥
এতেকে আমারা সবে করি নিবেদন।
রঘুনাথ রাজা কর দেখি সর্ব্বজন॥
এত সুনি দসরথ আনন্দিত মনে।
প্রজাগন প্রসংসা করিলা ততক্ষনে॥
প্রজাগনের বাক্য রাজা হরসিত মনে।
কসল্যার পুরে রাজা গেলেন তখনে॥
কসল্যা সুমিত্রা আর কেকইর স্থানে।
জিজ্ঞাসা করিলা রাজা হরসিত মনে॥
শ্রীরামরে রাজা করিবারে লয় মন।
ধন্য ধন্য বোলি তারা বোলিলা তখন॥

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

প্রানি দহে সদায় বনবাসে রাম জায়
পাথরে বান্ধিমু মর হিয়া।
মতি মর হৈল নাস পুত্র দিলু বনবাস
এই দুঃক্ষে মরিমু পুড়িয়া॥১॥
হাহা রে দারুন বিধি রামচন্দ্র হেন নিধি
দিয়া কেনে নিলে অকস্মাত।
হেন হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বাক্যে হইলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত॥২॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বুদ্ধি দিল মরে
কেমে সত্য কৈলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস জিবনের নাহি য়াস
জখনে শ্রীরাম গৈলা বনে॥৩॥
কিবা হৈল মরে দিয়া কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর হৈল মতিনাস।

আমার কর্ম্মের হিন বুঝিলু তাহার চিহ্ন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ ৪ ॥
(পৃং ২৬১—২৬২)

ইহার পর রামচন্দ্রের বনগমন, গুহক-সমাগম, ভরদ্বাজ-আশ্রম-দর্শন, চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থান, কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ এবং দশরথের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর কৌশল্যার বিলাপ,—

উঠ উঠ আরে প্রভু রে
উঠ প্রভু শ্রীরামজনক।
রামসোকে মৈলা তুমি কি কর্ম্ম করিমু আমি
কুন বুদ্ধি দিয়া জায় মক ॥ ১ ॥
উঠ প্রভু অজধ্যার নাথ।
সতিনির পুত্র জতেক কেকইরে পালিবেক
আমারে সপিলা কার হাথ ॥ ২ ॥
উঠ প্রভু প্রানের ইস্বর।
বিধি তুমা হৈলা বাম বনেতে পাঠাইলা রাম
এই বদ কেকই উপর ॥ ৩ ॥
উঠ প্রভু সুর্য্যবংসমনি।
তপস্যার কারন পুত্র পাইলা মহাজন
তার হস্তে না পাইলা আগুনি ॥ ৪ ॥
উঠ প্রভু বৈস সিংহাসনে।
রাজকাজ জথুচিত কেকইর কর হিত
আমি সব পালিবেক কুনে ॥ ৫ ॥
উঠিয়া শ্রীরামের কথা সুন।
হৈল দুক্ষ এত বড় মুই ত অভাগি দড়
মর দুক্ষ হইল দ্বিগুন ॥ ৬ ॥
উঠিয়া না কহ কেনে কথা।
তিন গৃহে তিন নারি গেলা প্রভু পরিহরি
আমি সব মরিমু সর্ব্বথা ॥ ৭ ॥
মহাসোকে করএ কান্দন।
সুমিত্রা লক্ষনের মায় কান্দে করি দির্ঘরায়
কির্ত্তিবাসে ভনে রামায়ন ॥ ৮ ॥
(পৃং ৩৮।১)

অন্ত,—

প্রজা সম্বদিয়া পুনি রামচন্দ্রে বোলে ॥
চল চল প্রজাগন না করিয় ব্যাজ।
আমার সপত জদি বোল আর কাজ ॥
রামবাক্যে প্রজা সবে তুলিলেক গায়।
শ্রীরাম লক্ষন সিতার বন্দিলেক পায় ॥
ভরথ সত্রুঘনে তবে শ্রীরাম বন্দিয়া।
সিতার চরন বন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
রামচন্দ্রে লইলা বসিষ্ঠ পদধুলি।
সম্বাসিলা ব্রাহ্মনে আপনা গায় তুলি ॥
বিদায় করিলা তবে রাম ক্রিসিকেস।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রজা চলে নিজ দেস ॥
কত দিনে সর্ব্ব সুন্য গেলা অজদ্ধাত।
পাত্র মিত্র পুরহিত মিলিলা সভাত ॥
ছত্র নিয়া রাখিলেক সিংহদ্বারেতে।
নমস্কার ছত্রেতে করএ প্রজা জতে ॥
সিংহাসন রাখিলেক সোভা বিদ্যমান।
উপরে পানাই থৈল রাজার সমান ॥
পানাইতে প্রজাগনে করে নিবেদন।
এই মতে রার্য্যে আছে কেকইনন্দন ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে সরস্বতি।
অজধ্যাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্তি ॥

২৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৭৩।; প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

মাএ মেলানি করি লড়ে দুই সহোদর।
রামে বিদায় হৈতে গেলা শ্রীরামের ঘর॥
দেখিলেন রামচন্দ্র জানকি সহিত।
নমস্কার হৈল ভরথ সাস্তবিহিত॥
দুই ভাইকে দিলা রাম বসিতে আসন।
সিতা দেবি দিলা তাথে য়াসিষ বচন॥
আপনার কথা ভরথ কহেন রামের পাসে।
মাতামহের ঘর জাই বাপের আদেসে॥
মেলানি মাগিতে আমি আল্যাঙ তোমার স্থান
আপনে জানিঞা কর আমার কল্যান॥
রামে বলেন জনকবাক্য কেহো নাহি ঠেলে।
পরম হরিসে জায় আসিহ কুসলে॥
জাইবারে রামচন্দ্র দিল অনুমতি।
লক্ষন সম্ভাসে তখন ভরথ মহামতি॥
জত দিন থাকিব আমি মাতামহের দেসে।
তাবদ থাকিহ তুমি শ্রীরামের পাসে॥
একচিত্তে ভাব্য তুমি রামের চরন।
আমার সংহতি জাব বির সত্রুঘন॥
রামে প্রনমিঞা ভরথ করিল গমন।
পশ্চাতে নিলেন নাগ সুমিত্রানন্দন॥
হরিসে বিদায় কৈল রাজা দসরথে।
প্রভাতে মেলানি হয়্যা চড়ে গিয়া রথে॥
রথেতে চাপিয়া বির নড়ে সিঘ্রগতি।
কেকুএর দেস জান ব্রাহ্মনসংহতি॥
সত্রুঘন কোঙর জান ভরথের দোসর।
পাছু লাগ নিল তবে জত অনুচর॥
পবনবেগে জায় রথ তারা হেন ছুটে।
কত নদ নদি পর্ব্বত এড়াল্য গুটে গুটে॥
কত দুর গিয়া পাইল কেকুইর পুর।
পাহাড় জঙ্গল ডাঙ্গা এড়াল্য প্রচুর॥
আনন্দে করিল মাতামোহ দরসন।
তা দেখিয়া তুষ্ট হল্য জত পাত্রগন॥
রাজ অন্তপুর তবে গেলা দুই ভাই।
তোথা গিয়া সম্ভাসিল রাজ মহাদ্দাই॥
ভরত দেখিয়া খণ্ডে সভাকার দুখ।
দিনে দিনে ভরথ তোথা করে নানা সুখ॥
মাতামোহের দেস গেলা ভরথ সত্রুঘন।
সকল বাত্রা পায় হোথা আকাসে দেবগন॥
মারিব রাবন রাম পাঠাইব বন।
ভরথ থাকিলে কায্য নহে সুষোভন॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত সকল বুঝে কাজ।
রাবন মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাঝ॥

মধ্য,—

রাগ পাহিড়া॥

মুছিয়া আখির পানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে আসিঞা কৈল কোলে।
চান্দ্র মুখ হেরি হেরি বদনে চুম্বন করি
নিস্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে॥
পরিহরি জগজনে জাবে হে রামের সনে
ই সব সম্পদ থুয়্যা ঘরে।
নিছনি জাইএ তোর সফল জিবন মোর
তুমা পুত্র ধরিঞা উদরে॥
মনে না করিহ তাপ ছাড়্যা জাই মা বাপ
না দেখিব অজোধ্যা ভুবন।
জে তুমার বাপ মা তার সনে বন জা
অজোধ্যা হইব সেই বন॥
জেখানে করিবে বাসা ছাড়িয়া জিবনের আসা
রামের কহিল আবরন।
* * *
এই সর্ত্য করিহ পালন॥
পড়িয়া মঙ্গলবানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে দিলেন আসির্ব্বাদ।

মেলানি দিলাঙ বনে জাহ বাপু রাম সনে
ইথে মোর নাহিথ বিসাদ॥
সুমিত্রার বোল সুনি আর [আর] জত রানি
সুমিত্রার বদন সভে আর[১]।
বানিকণ্ঠ মনে মনে ইহা ভাবি রাত্রিদিনে
প্রানের লক্ষন ছাড়া জায়॥ (পৃ° ৪৩।২)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে মাঝে মাঝে বাণীকণ্ঠ, মধুকণ্ঠ প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়।

অন্ত,—

দিবল দা হাথে করি জত বনঝোড়া।
লেখা জথা নাহি জত চলে হাথি ঘোড়া॥
সাল পিয়াল লোধ পথে জাইতে ঝুড়ে।
ডালে মুলে বৃক্ষ কত সিকড় উপাড়ে॥
থালি জুলি ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোসরে।
লক্ষ লক্ষ লোক বাছে পথের ঝিকর॥
সন্ন্য সামন্ত জায় আজ্ঞা সেনাপতি।
রাউত মাহুত আজি পাইক পদাতি॥
ঢালি ধানুকি লড়ে প্রচণ্ড প্রতাপ।
বড় বড় বির চলে জেন কাল সাপ॥
সাজ সাজ বলিঞা হইল গণ্ডগোল।
না জানি নিশ্চয় বাজে কত ঢাক ঢোল॥
দুন্দুবি কাহাল বাজে দামায় ঘন কাঠি।
উঠের পিঠে নানা জন্ত্র চলে কোটী কোটী॥
সুবর্ন্ন কলস তাহে পতকা উড়্যা জায়।
নত্তকে নিত্য করিছে গাএনে গিত গায়॥
অষ্টসত রানি জায় ছাড়িয়া অন্তপরি।
ছোট বড় লড়ে জত অজোধ্যা নগরি॥
কৌসল্যা সুমিত্রা লড়িল দুই জন।
কৈকৈ না জ্যাতে চাহে লজ্জার কারন॥

বসিষ্ঠ আদি চলিল জতেক মুনিগন।
ব্রাহ্মনি সহিতে [জায় কতে] ক ব্রাহ্মন॥
সুভক্ষনে রথে চড়ি ভরথ দেস ছাড়ে।
ত্রিস জোজনের পথ দিঘে জুড়ে॥
কথক দুর গিয়া ভরথ বসিল দেয়ানে।
হেন কালে বসিষ্ঠ কহে ভরতের স্থানে॥
আপনে আসিয়া জদি বিধাতা … ।
… … … এই দেসে॥
রার্য্য সন্ন্য কর্যা জাহ আপনার মনে।
সন্ন্যাকার পায়্যা পাছে লেই অন্য জনে॥
বাপের সত্য পালিতে রাম ফিরে বনে বন।
আনি [তে] নারিবে কেহু দুখের ভাজন॥
ভরত বলেন তুমি কিসের পুরোহিত।
রাম আনিবারে কথা কহ অনোচিত॥
তোমার বচন আমি করি পরিহার।
ই হেন কুচ্ছিত বোল না বলিহ আর॥
জুক্তি দিয়া ভরথের নারিল রাখিতে।
শ্রীরাম আনিতে তথন লড়িল তুরিত॥
কৌসল্যা সুমিত্রা সঙ্গে নয়া শত্রুঘ্নন
শ্রীরাম আনিতে সভে চলিল কানন॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের সরষ বচন।
রামচরিত্র সুনিলে পাপ হয় বিমোচন॥

২৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

১। 'চায়' হইবে।

আদি,—

অজোর্ধ্যাকাণ্ডো লিক্ষ্যতে ।

বের্দ্ধকালে দসরথের পাকেছে মাথার কেস।
শুক্ল মাল্য পরে রাজা শুক্ল সর্ব্ব বেস ॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন দিয়া নানা ধন।
বিস্তার জৌতুক লয়্যা আইল দেবগন ॥
রামের তরে জৌতুক দিলান দেবগন।
মহারাজা দসরথ অজোধ্যা ভুবন ॥
জতো জতো রাজা আছে ভারথ ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তি তুমি সভার ভিতর ॥
এক ভিক্ষ্যা চাহি আমরা তোমার ঠাঞি।
শ্রীরাম রাজা করিলে সভে তুষ্ট হইয়া জাই ॥
পঞ্চদস বৎসরে রাম নানা বুর্দ্ধি ধরে।
তাড়কা রাক্ষসি বধ করে একশ্বরে ॥
সকল রাক্ষস আসি মুনিকে করে নাস।
এক বানে হেন রাক্ষস করিলা বিনাস ॥
মহাদেবের ধনুক ছিলা জনকের ঘরে।
তাহা দেখি দেব দানব সভে কাঁপে ডরে ॥
সংসারের রাজা আইল তাতে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ্জ থাকুক না পারে লাড়িতে
শ্রীরামচন্দ্র আসি গুন দিলেন ধুনুকে।
কর্ন্যা দাম কৈল জনক পরম কৌতুকে ॥
ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পরসরামের বানে।
হেন পরসরাম শ্রীরাম জিনিলেক রনে ॥
জার বানে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি।
হেন রাম রাজা হইলে নির্ভয়েতে থাকি ॥
দেবগনের বাক্য সুনি হরিস অন্তরে।
জোড়হস্তে দেবগনে পরিহার করে ॥
আজ্ঞা হউক রাজা করি দেহ সুভাক্ষনে।
শ্রীরাম রাজা হউক দেখি আপন নয়ানে ॥
হেন কালে বসিষ্ঠ করিল সুভাক্ষান।
পূষ্যা নবমি বসন্ত মধুমাস নিয়ম ॥
এতেক মুনিঞা সভে দিল অনুমতি।
অজুধ্যায় রাজা হন রঘুবংসের পতি ॥
রাজা বলে অধিবাসের জত দির্ব্ব লাগে।
সকল দির্ব্ব আনিঞা জুগায় পাত্রভাগে ॥
মঙ্গল দিব্য জত সাস্ত্রের বিধান।
সকল দির্ব্ব আনি দেহ বসিষ্টের স্থান ॥
রাজা বলে কহি সুন সুমন্ত সারথি।
রথে চড়ি রামচন্দ্রে আন সিঘ্রগতি ॥
রাজ আজ্ঞায় সারথি গেল রামের স্থানে।
তোমারে দেখিতে রাজা ডাকিলেন আপনে
রথে চড়ি রামচন্দ্র পিতার পদ বন্দে।
রামেরে নিহালে রাজা পরম সানন্দে ॥
সিংহাসনে বসিলা রাম পরম কৌতুকে।
চন্দ্র সুর্য্য উদয় জেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
রাজা বলে সুন বাপু রাজিবলোচন।
রাজা হইয়া করো বাপু রার্য্যের পালন ॥
সহস্র বৎসর রার্য্য কৈনু কুতুহলে।
তোমা হেন পুত্র পাইলাম বহু তপের ফলে ॥
মনেতে জানিল রাজা নিকট মরন।
মনের কথা কার তরে না কহে রাজন ॥

মধ্য,—

তিন দিন ছিল রাম চণ্ডালের দেসে।
পাতকালে গঙ্গাপার জান বোনবাসে ॥
প্রাতকাল নৌকা গোহা করিল সাজন।
পার করি দিল কুলে উঠিল তিন জন ॥
মধে সিতা আগে পাছে জায় দুই বির।
দুই কোস পথ বাহি জান গঙ্গার তির ॥
গঙ্গাপার কর‍্যা গুহা হৈয়্যা করপুট।
ভরদ্বাজের আশ্রম পর্ব্বত চিত্রকুট ॥
রাম লক্ষন দুই ভাই দুর্জ্জয় বিক্রম।
উত্তরিলা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ॥

কোলাকুলি আলিঙ্গন দুই সহদরে।
রাম লক্ষন সিতা বন্দি গুহা আইল ঘরে॥
ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরাম উপনিত।
দুরে হইতে রূপ দেখি হইলেন চিন্তিত॥
অনুমান করে জত মনিকন্যাগন।
এমত অপুর্ব্ব রূপ না দিখি কথন॥
আগে পাছে পুরূস রূপের নাঞি সিমা।
মধ্যখানে কন্যা জেন সোনার প্রিতিমা॥
ভিক্ষুক ভিক্ষারি বুঝি আইসে বনপথে।
ভিখারি হইলে স্ত্রি আনিবে কেন সাথে॥
তিতিক্ষা করিয়া বুঝি প্রবেসিলে বন।
সে হইলে থাকিবে কেন হাথে শ্বরাসন॥
রাজপুত্র হবে হেন দেখি রূপের ছটা।
সে হইলে থাকিবে কেন মস্তকেতে জটা॥
অরূন্যে ভ্রময়ে ব্যাধ সহিত বনিতা।
তা হইলে থাকিবে কেন গলায় পইতা॥
মুনির আশ্রম পুন্যস্থল অনুপাম।
কে আইসে লখিতে নারি নবঘনস্যাম॥
মানকন্যাগন সভে করে অনুমান।
ভরদ্বাজের পুরে রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান॥
ভরদ্বাজ বন্দি রাম কহেন বিনয়।
মনি গোসাঞি সুনহ আমার পরিচয়॥
অজুধ্যায় স্থিতি আমার দসরথ পিতা।
অনজ লক্ষন সঙ্গে আর প্রিয়া সিতা॥
বাপের সত্য পালিতে আসিছি মুনিবর।
অরূন্যে বাঞ্চতে হবে চোদ্দ বৎসর॥
(পৃ০২৭।২-২৮।১)

অন্ত,—

বটবৃক্ষে ডাকিয়া বলেন লক্ষন ধানুকি।
তুমি জান পিণ্ডি দিলা সিতা চন্দ্রামুখি॥
বট বৃক্ষ্য বলেন সুন ঠাকুর লক্ষন।
অমন সাক্ষি প্রভু আমি না দিব কথন॥
রামের বামে সিতা ডাড়ান আমি দেখিব
নয়ানে।
তবে আমি তাহার সাক্ষি দিব বিদ্যমানে॥
বৃক্ষের কথা সুনিঞা সিতার আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সিতা ডাড়াইল্যান তথন॥
জুগল রূপ বটবৃক্ষ দেখিয়া নয়ানে।
জোড়হস্তে বৃক্ষ্য বলে রাম বিদ্যমানে॥
তোমার চরনে প্রভু মোর নিবেদন।
চিন্তামনি নাম তুমি ধর কি কারন॥
দয়াময় নাম তোমার সর্ব্ব লোকে কয়।
দুখি দারিদ্রে তরায়্যা নাম দয়াময়॥
স্থাপর জঙ্গম আদি জতো জিবগন।
সর্ব্ব জিবেতে তুমি আছ নারায়ন॥
জগৎ সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামনি।
সিতা পিণ্ড দিলা কিনা না জান রঘুমনি॥
চিন্তামনি নামে তোমার কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামুনি নামটি তোমার গেল॥
আপ্তবিশ্যতি রাম হয়্যাছ আপনি।
মায়ায় মানুস হৈয়্যা কিছু নাঞিকো জানি॥
বালির পিণ্ড দিল সিতা আসিয়া এই স্থানে।
পিণ্ড খাইয়্যা গেল রাজা সর্গ ভুবনে॥
বৃক্ষের কথায় লজ্জ্যা পাইলান রঘুবর।
চিরজিবি হয় বট অক্ষয় অমর॥
বৃক্ষেরে বর দিলা সিতা পরম পিরিতি।
সুসিতল সুন্দর থাকুক তোমার জুতি॥
রাম বলে ধন্য ধন্য সিতা ত সুন্দরি।
তোমা হৈতে পিতা আমার গেল স্বর্গপুরি॥
এক রাত্রি বঞ্চিল রাম সেই তরুতলে।
প্রাতকালে তিন জন দক্ষিন দিগ চলে॥
পঞ্চবটি নামে তির্থ আছে বোনের ভিতর।
সেইখানে গেলা তবে রাম রঘুবর॥
পঞ্চবটিতে কুড়ে বন্দিলা লক্ষন।
বোনবাসে সেইখানে রহিলা নারায়ন॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের জর্ম্ম সুভাক্ষন।
অজুধ্যাকাণ্ড সংপুর্ন্ন গাইলা রামায়ন॥
দুই কাণ্ড সুনিলে সকল বন্ধুজন।
ত্রিতিয় কাণ্ডে অরন্ন্যো সুনিহ সর্ব্বজন॥
ইতি অজুধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

২৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯½×৩½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪২, ৪৫-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৮ সাল (পৃ° ৩১।১)। খণ্ডিত।

আদি,—

সুমন্ত আনিয়া রাজা বলিলা বচন।
সিগ্রগতি আনহ বসিষ্ট তপধন॥
দেসে দেসে বার্ত্তা দেও জানাও সব প্রজা।
অদ্য রামের অধিবাস কল্লি হবেন রাজা॥
রাজা হইতে জে জে দির্ব্য লাগে আর।
সকল আনাও তুমি সাক্ষাতে আমার॥
জেন মতে আদেস করিলা নরপতি।
সকল কর্ম্ম করিলা সুমন্ত সারথি॥
আসীলা বসিষ্ট মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
প্রনাম করিয়া রাজা দিলা সিঙ্গাসন॥
জোড়হস্তে নরপতি কহে মুনিপাষ।
কল্লি রাম হবেন রাজা [অদ্য] অধিবাস॥
এ কথা সুনিয়া মুনি হরসিত মন।
দেব(বেদ)ধনি তখনে করিলা তপধন॥
শ্রীরাম আনিয়া রাজা বোলিলা বচন।
রাজা হইয়া কর বাপু রাজ্যের পালন॥
রাজার বচনে রাম হরসিত মন।
সত্ত্বরে চলিয়া গেলা মাত্রী দরসন॥
জোড়হস্তে রঘুনাথ কহে সব কথা।
রাজা হইতে আর্জ্ঞা মোরে করিছেন পীতা॥
শুনিয়া হইল রানির প্রসন্ন বদন।
শ্রীরাম ধরিয়া রানী দিলা আলিঙ্গন॥
আপনার শ্রী রাজা দিয়াছেন তোমারে।
রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষ্যা কর সাবহিতে॥
এতেক সুনিয়া রাম প্রসন্ন বদন।
লক্ষনেরে সম্বোদিয়া বলিলা বচন॥
আমি রাজা হইব ভাই তুমী যুবরাজ।
ভরত ভাই করিবেন জত রাজকাজ॥
কনিষ্ট সত্রুঘন ভাই প্রানের দোসর।
সর্ব্বক্ষন থাকীবা ভাই আমার গোচর॥
এতেক বলিলা রাম লক্ষনের পাষ।
সত্ত্বরে চলিলা রাম সিতার সাক্ষাত॥

(পৃ° ২।২-৩।২)

অন্ত,—

শ্রীরাম বোলেন মাতা স্থীর কর মন।
মির্থা ক[া]জে এত সোক পাও কি কারন॥
বিধবা লক্ষন মাতা কেন দেখা তোমারে।
বাপুর তত্য মাতা কহুক আমারে॥
এতেক শুনিয়া রানী রামের উর্ত্তর।
তোমার কারনে রাজা মিত্যু কলেবর॥
এতেক শুনিয়া রাম হইল মুর্চ্ছিত।
বাপু বাপু বলিয়া রাম পরিলা ভুমিত॥
আর না দেখীলাম বাপু তোমার চরন।
আর না শুনিলাম তোমার মধুর বচন॥
আমার কারন বাপু ছাড়িলা জিবন।
আমা দিয়া না হইল বাপু শ্রার্দ্ধ দাহন॥
পুত্রের আসা মুনিস্থে করে কি কারন।
আমি পুত্র হেতু কেবল তেজীলা জীবন॥
এতেক বুলিয়া রাম হইলা অচেতন।
সান্ত করিলা তবে বসিষ্ট তপধন॥

স্থির কর মহাপ্রভু না কর ক্রন্দন।
বিধাতা নির্ব্বন্দ কিছ না জাএ খণ্ডন॥
বিধির বিধাতা তোমী দেব নারায়ন।
আপ্ত বিস্বৃতি তোমী না জান কারন॥
মায়া ছাড়ি কর রাজার শ্রাদ্ধ তর্পন।
তোমী পুত্র হেতু হউক সর্গে আগমন॥
(পৃ° ৫০।২-৫১।১)

২৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ ১২ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাশে।
অজোধ্যাকাণ্ড রচিতে করিল অভিলাশে॥
অজোধ্যাকাণ্ড সুনিলে ভাই পাসান বিদুরে।
জেই সন্তাপে রাজা দসরথ মরে॥
প্রাতশ্রান করিল দসরথ রাজা।
দেবলোকের পিত্রিলোকের করিলেন পুজা॥
গৌর বর্ন্ন ধরে রাজা যুক্ল উত্তরি।
চন্দনে ভূশিত রাজা যুক্ল বস্ত্র পরি॥
বৃর্দ্ধকালে রাজার পাকিল মাথার কেশ।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা যুক্ল সকল বেশ॥
রাজ্য রক্ষ্যা করে রাজা বশি সিংহাশনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল নৃপতি সম্ভাশনে॥
হস্তি ঘোড়া নানা দৃব্য রাজ অভরন।
রামে বিভার জৌতুক আনিল রাজাগন॥
দসরথে প্রনাম করে করি জোড়হাত।
মহারাজা দসরথ তুমি সভার নাথ॥
জত জত রাজা আছে পৃথিবি ভিতরে।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি সভার উপরে॥
এক দান মাগিতে রাজা বড় ভয় বাশী।
শ্রীরাম [রা]জা হইলে নিলয় হইয়া বশি॥
দসরথ বির্দ্ধমানে রাম পঞ্চঝুটি ধরে।
তারকা রাক্ষশি মরে শ্রীরামের সরে॥
রাক্ষশ সব আশিয়া মুনির যজ্ঞ করিত নাশ
হেন সব রাক্ষশে রাম করিল বিনাশ॥
মহাদেবের ধনুক ছীল জন[ক] রাজার ঘরে।
তাহা দেখিঞা দেবতা গন্ধর্ব্ব...ডরে॥

এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পাতাখানি এক হাতের এবং বাকী সমস্ত পুথিখানি অপর হাতের লেখা। ইহার পর,—

সংসারের রাজা আইল তাহাতে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ থাকুক নারিল নাড়িতে॥
শ্রীরাম আসিয়া গুন দিলেন ধনুকে।
কন্যা দান করেন জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবনের ক্ষেত্রি কাপে পরসুরামের নামে।
হেন পরসুরাম রাজাএ জিনিল শ্রীরামে॥
মনে আসয় করি সভে শ্রীরাম রাজা
করিয়া রাখি।
রামের নামে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি॥
অন্তরে হরিস রাজা সুনিঞা সভার বচন।
বাক্য ছলে বুঝিল রাজা সভাকার মন॥

অন্ত,—

বিসিস্ট বিদায় হইলা শ্রীরামের স্তানে।
তিনজন নমস্কার হইলা মুনির চরনে॥
রাষ্যখণ্ড লয়্যা ভরথ আইলা নিজ দেসে।
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ চারি দিবসে॥
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ দিন অবসান।
উপবাসে রহিলা ভরথ নাক্রি শ্রান দান॥

পুরি সমেত কান্দিয়া পুহাইল রজনি।
প্রভাত সমএ ভরথ পাত্র মিত্র আনি॥
ভরথ বলেন বসিস্ট মুনি করহ অবধান।
জেস্‌ট থাকিতে কনেস্টে রাজা নাহিক বিধান॥
চরনপাদুকা রাম পাঠাইলা দেসে।
দুই পাদুকা রাজা করি যুক্তি মোর আইসে॥
বসিস্ট বলেন ভাল বুক্তি করিয়াছ মনে।
দুই পাদুকা রাজা করি রায্য কর সাবধানে।
রত্ন সিংহাসনে পাতিলেন নেত্তের বসন।
ছত্র চামর তাতে করিল সাজন॥
চিত্র বিচিত্র তাতে সাজন নানা বেস।
তাহার উপর পাদুকা থুয়্যা করিল অভিসেক॥
সকল মুনি লয়্যা করিল বেদধ্বনি।
অজোধ্যা নগরে তখন রামজয় সুনি॥
দণ্ডবত করিল ভরথ রায্য সমেতে।
পাদুকা রাজা করিয়া রায্য করিল ভরথে॥
রঘুনাথ করিয়াছেন জেমন আচার।
গাছের বাকল পরিয়া রহিল সংসার॥
অজোধ্যার জত লোক তপস্বির বেস ধরি।
চৌদ্দ বৎসর রহিলা গাছের বাকল পরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত।
লোক তরাইতে করিল রামায়ন গিত॥

২৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—পুথির আড়া ও কাগজ দুই রকম; ২-১৭ পত্র পর্য্যন্ত ১১½ × ৪½ এবং ১৮-৩৬ পত্র পর্য্যন্ত ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩৬, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

প্রবাল পাথর দিল না জায় গনন।
নানা সামিগ্র দিল কৈকৈ রাজন॥
বিদায় করিয়া দেন পুরাধা ব্রৰ্ম্মন॥
বিদায় হইয়া দ্বিজ জান নিজ ঘরে।
এস্যা উপস্তিত হলা অজুধ্যা নগরে॥
সিংহাসনে বস্যে আছে অজের নন্দন।
রাজার দুয়ারে বিপ্র দিলা দরসন॥
মাধব নামেতে দুয়ারি আছে রাজার দুয়ারে
হেন কালে ব্রার্ম্মন গেল তাহার বরাবরে॥
ব্রার্ম্মন বলেন দ্বারি যুন জে বচন।
এই কথা কহগা রাজার দরসন॥
এই কথা কহগা রাজার বরাবরে।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তোমার দুয়ারে॥
মাধব নামেতে দ্বারি রাজায় নয়াঁয় মাথা।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তার যুন কথা॥
এ কথা যুনিয়া রাজা করিছে আদেষ।
কি হেতু আইল দ্বিজ জানহ বিসেষ॥
এ কথা যুনিয়া দ্বারি করিল গমন।
সেই ব্রার্ম্মনের নিকটে জায়্যা দিল দরসন॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বন্দিল চরন।
কোথা হইতে মহাশয় করেছ গমন॥
আমারে পাঠাইলেন জে কৈকৈ রাজন।
চারি য়ংসে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন ভগবান॥
তাঁহাকে দেখিবেন কৈকৈ বলবান॥
দস সহস্র ঘোড়া দিল সিন্দুব বরন।
অমুল্য পাথর দিল না জায় গনন॥
সুধাও আদি জতেক দিল বৰ্দ্ধজন।
সভাকার কল্যান কহিছেন ব্রার্ম্মন॥

দরসথ বলে তবে সুন মহাবলে।
সসুর সাসুড়ি আমার আছেন কুসলে॥
কুসলে আছেন তোমার সসুর সাসুড়ি।
ব্রাহ্মন বলেন রাজা নিবেদন করি॥
কুসলে আছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবগন।
এ কথা সুনিয়া রাজার আনন্দিত মন॥
আমার হিয়ার হিয়া রাম নয়ানের [তারা]।
এক তিল না দেখিলে রাম হই হারা॥
রামের লাগিয়া হর গৌরি আরাধিল।
অনেক জতনে আমি রামধন পাইল॥
সসুরের বাক্য অন্যথা করিতে নারি।
ভরথ দিয়া তোষগা কৈকৈ অধিকারি॥
ভরথে ডাকিয়া রাজা করিছেন আদেষ।
মাতামহের দেষ জাও করিয়া সুবেষ॥

ভরথ ও শত্রুঘ্ন সকলের নিকট বিদায় লইয়া কেকয় প্রদেশে যাত্রা করিলেন। জরা-বার্দ্ধক্য জন্য দশরথ অনেক সময় অন্তঃপুরে থাকেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইত্যবসরে এক দিন প্রজারা রামকে রাজা করিতে হইবে বলিয়া মহারাজকে জড়াইয়া ধরিল। দশরথ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং অনুরূপ আয়োজনের আদেশ দিলেন।

অন্ত,-

এ কথা সুনিয়া রাম ক্রোধে সাত তাল।
বনেতে আসিয়া ভরথ বাড়ালি জোনপ্রাল॥
ক্রোধ জেই মাত্র করিলেন নারায়ন।
নিসব্দে রহিলেন তবে ভরথ বিচক্ষন॥
রাম বলেন সুন ভরথ রাজরিসি।
চন্দ বৎসরকে আমি চন্দ দণ্ড বাসি॥
পালন করিহ তবে জত মাতৃগন।
পালন করিহ জে অজুধ্যার প্রজাগন॥
বিদায় হইয়া চলিয়া জাও দেস।
এ স্থান ছাড়িয়া আমি জাই বনবাস।
এই কথা জেই মাত্র রামচন্দ্র বলে।
কান্দিতে লাগিলা রামের মাতৃ সকলে॥
একে একে বিদায় হইছেন মুনিগন।
বিদায় হইছেন ভরথ সত্রুঘন॥
রথেতে চড়েন সভে রামকে দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিল সবে রামকে বেড়িয়া॥
অন্তরিক্ষে আইল রথ উপর গগন।
রাম বন্দ্যা কেন্দে জান ভরথ সত্রুঘন॥
জে দিন জেখানে রাম করাছেন বিশ্রাম।
বিদায় হইয়া জান ভরথ বলবান॥
আসিয়া উত্তরিলেন অজুধ্যা নগর।
পাদুকা করিল রাজা রার্ধ্যের উপর॥
অনুক্ষন তাহাতে ভরথ ঢুলান চামর।
অনুচর হইয়া কার্য্য করেন নিরন্তর॥
রামের লাগিয়া ভরথ সদাই বিকল।
মিষ্ট দিব্য না খায় ভরথ বলবান॥
মিষ্ট দিব্য খাইলে পাছে পাসরিব রাম।
তিন অঙ্গুলে জব চুর্ন গোমুতেতে মাখে।
তাহাই খাইয়া ভরথ আপন প্রান রাখে॥
ভরথ সত্রুঘন আইলা নিজ দেসে।
রাম লক্ষন সিতা তবে বনেতে প্রবেসে॥
বাল্মীক বন্দিয়া গান কিত্তিবাসে গায়।
অজুধ্যা কাণ্ড পুথি এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব অধিকারি।
বদন ভরিয়া সভে মুখে বল হরি॥

২৯। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।
আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৩১।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

জানকি অযোধ্যা আনি প্রভু রঘুবর।
আনন্দেতে রামচন্দ্র বঞ্চেণ বাসর॥
একত্রে´ সিতার সহ প্রভু রঘুনাথ।
অঙ্গনে বেড়ান ধরি জানকির হাথ॥
কিবে সে রামের রূপ নবিন জৌবন।
নব দূর্কাদল জিনি উর্জ্জল কিরণ॥
কর পদ কোকনদ রামরম্ভা উরু।
অঞ্জন[১] জিনিঞা নেত্র ইন্দ্রধনু ভুরু॥
পক্ক বিম্বুফল জিনি সুরঙ্গ অধর।
গরুড় জিনিঞা নাশা অতি মনোহর॥
শুমেরুর শৃঙ্গ জিনি বক্ষ মনোহর।
কেশরি জিনিঞা কটী নাভি জে গভির॥
বাম দিগে কিবা সোভা জনককুমারি।
নব জলধর জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিল বস্ত্র পরিধান নানা অভরণ।
কটাক্ষে হেরিঞা হরিছেন রামের মন॥
জতেক রামের মাতা ঝরকার পথে।
আনন্দ হইঞা সভে রামরূপ দেখে॥
স্বর্গ করতল হয় শ্রীরাম দেখিঞা।
দেখিছে রামের রূপ নঞান ভরিঞা॥
তিল আধ রাজা নাই রামে দেখি বাঁচে।
সারা দিন রামচন্দ্রে রাখে নিজ কাছে॥
অবন্তি নগরে হোথা কৈকৈ রাজন।
সুনিল রামের কির্ত্তি ধনুক ভঙ্গন॥
দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল অন্তরে।
ডাকিঞা য়ানিল রাজা আপন কুমারে॥
সুনিলাম রাম নাকি ধনুক ভেঙ্গেছে।
পদরেণু দিঞা নাকি অহল্যা তেরেছে॥

১। 'খঞ্জন' হইবে।

সুনিলাম ভৃগুর দর্প হরিঞাছেন রাম
কাষ্ঠকে কাঞ্চন কৈল দূর্ব্বাদলস্যাম॥
বৃদ্ধ হইলাম বাছা জাইতে নারিব।
রামকে আনগা বাছা নয়ানে দেখিব॥
দশরথে পত্র লেখে কৈকৈ রাজন।
কল্যান করিঞা পত্রে করিল লিখন॥
আমি সে শশুর তোমার তুমি সে জামাতা।
গুরু জনার বাক্য কভু না কর অন্যথা॥
শ্রীরাম দেখিতে মোর বাঞ্ছা আছে মনে।
তিন দিনের তরে পাঠাইবে নারায়ণে॥
পত্র দিঞা পুত্রে সেহ বিদায় করিল।
দ্বাদস দণ্ডেতে সেহ অযোধ্যাকে আল্য।
রাজসভায় উপনিত হইল জাইঞা।
বসাইল দসরথ আদর করিঞা॥
পত্র দিঞা রাজপুত্র সভাতে বসিল।
পত্র পড়ি মহারাজা বিরস হইল॥
হেন কালে সভাতে আইল রঘুনাথ।
মাতুলে প্রণাম করেণ ভরথের সাঁথ॥
আসীর্ব্বাদ করে রামে রাজার নন্দন।
ইকি ভাগ্য মাতুল আল্যে আমাদের ভবন॥
কৈকৈ রাজার পুত্র প্রতি দশরথ কয়।
রামকে পাঠাতে আমি নারিব নিশ্চয়॥
ভরথ শত্রুঘ্ন বরং জান তোমার সাথে।
দিন কত বই পাঠাইব রঘুনাথে॥
সুনিঞা ভরথ হইল বিরস বদন।
বিরলেতে রাম সঙ্গে কহিছে বচন॥
না দেখি তোমারে ভাই রহিতে নারিব।
কদাচিত মাতামহো গৃহে নাহি জাব॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনহ বচন।
নাহি গেলে কহ দেখি কহিবে কেমন॥

ভরথ কহে কুশপ্ন দেখিছি রঘুবর।
সেই হত্যে স্থির নয় আমার অস্তর ॥
জেন য়েক রাজার দেশে এক রাজার নন্দন।
অধিবাস হইল জেন পাইতে রম্ভ সিংহাসন ॥
সুত্র করে বান্ধা গেল হইল উল্লাস।
বিমাতা তার জেন দিলেক বনবাস ॥
রাম কি জানি ফল পাছে হয় আপনা প্রিতি।
অতেব জাইতে মোর না হয় আমার মতি ॥

মধ্য,—

সমস্ত দিবস গেল প্রবেশ রজনি।
সরজুর তিরেতে বসিলা রঘুমনি ॥
কুশাসন বিছাইঞা দিলেন লক্ষ্মণ।
কার্ম্মুক সিয়রে রাম করিলা সয়ন ॥
রামের চরণ সেবে জনকনন্দিনি।
চরনতলেতে সোন জনমতুখিনি ॥
কতক্ষণে নিদ্রাগত হইল প্রজাগণ।
ধনুহাথে দাণ্ডাইঞা গোউরবরণ ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে নিদ্রা আকর্ষিল।
এল্যায় মাথার কেশ কার্ম্মুক খসিল ॥
সচকিত হঞা বির আপনা সম্বরে।
ভূমে হত্যে কার্ম্মুক তুলিঞা ধরে করে ॥
কোপেতে হইল বির অরুনলোচন।
অলস নিদ্রার আজি বধিব জিবন ॥
ইহা কহি কার্ম্মুক ধরি জুড়িলেক বান।
নিদ্রা অলস আসি হইলা মুর্ত্তিমান ॥
সম্বরহ কোপ তুমি গোউরবরন।
আমাদিগ্যে বধিবারে পারে কোন জন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করি অধিকার।
নারি জাতি হই মোরা সুমিত্রাকুমার ॥
তুষ্ট চিত্র হৈল মোর সর্ত্ত গুনে।
বর মাগ গোউরবরন জেবা লয় মোনে ॥
লক্ষ্ম‍ন কহেন জদি বর দিবে মোরে।
ক্ষেমা দিতে হল্য তবে চোদ্দ বৎসরের তরে ॥
নিদ্রা অলস কহে সুন সুমিত্রাকুমার।
আজ্ঞা কর কখন করিব অধিকার ॥
লক্ষ্ম‍ন কহেন জখন সাঙ্গ করি বোন।
অজোধ্যায় রাজা হইবেন রাজিবলোচন ॥
সেত ছত্র জখন ধরিব রাম সিরে।
সেই কালে অধিকার করিবে আমারে ॥
নিদ্রা অলস্য ক্ষেমা দিয়া গেল।
চোর্দ্দি বৎসর লাগি বির নিস্কণ্টক হল ॥
(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

অন্ত,—

রাজনিত ভরথে সিখায় রঘুনাথ।
ভরথ শ্রবন করে জুড়ি দুটি হাথ ॥
পুত্র সম প্রজাগনে করিবে পালন।
ছেষ্টের পালন কর্য্য দুষ্টের দবন ॥
কদাচিত লোভ না করিহ পরধনে।
কদাচিত হতশ্রদ্ধা না কর্য্য ব্রাহ্মণে ॥
মর্জ্যাদার অমর্জ্যাদা না কর্য্য কখন।
দারিদ্রে করিহ দয়া রাজার লক্ষণ ॥
মায়ে হত্যে অধিক দেখিঅ পরনারি।
পালন করিহ প্রজা এই মত করি ॥
ইহা কহি রামচন্দ্র প্রজাগন লঞা।
ভরথের হাথে হাথে দিলেন সুঁপিঞা ॥
মিছু মন্দ হাসিয়া কহিল রঘুবর।
ভরথে লইঞা বক্ষ এ চোর্দ্দ বৎসর ॥
প্রজাগন কহে রাম তাহা নাঞি জানি।
পাদুকা হইল রাজা তোমার তুল্য গুনি ॥
কেবল ভরথ মাত্র করিব পালন।
ইহা বলি বিদায় হইল সব প্রজাগন ॥
সুমিত্রা কৌসল্যা কেকোই প্রভিতি।
পবোধিয়া বিদায় করিল রঘুপতি ॥

বসিষ্ঠাদি মুনিগন ফিড়ে বাহুড়িঞা।
ভরথ বিদায় হইল কান্দিঞা কান্দিঞা॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
লক্ষি কৃপা করেন জেই সুনে রামায়ন॥*॥
জাত্রা কৈল সর্ব্বজন রাখি রঘুনাথে॥
প্রবেস করিল সভে পুরি অজোর্দ্ধাতে॥
রাজসিংহাসন তবে ভরথ য়ানিঞা।
পাতুকারে রাজা করে প্রজাগন লঞা॥
সেতছত্র ধরে সেই পাতুকা উপরে।
প্রজাগন প্রনমিল দিয়া রাজকর॥
পাতুকারে রাজা করি য়জোধ্যা ভুবনে।
ভরথ করিল বাস নন্দিগ্রামের বনে॥
বাকল পরিল যার জটা ধরে সিরে।
আসন সয়ন হৈল মির্ত্তিকা উপরে॥
বনচারি হঞা রহে ভরথ শত্রুঘ্ন।
নন্দিগ্রাম হত্যে করে প্রজার পালন॥
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত কথা কির্ত্তিবাস কয়।
হরিধ্বনি বল সভে কাণ্ড হইল সায়॥

৩০। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫২/৪×৫১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৮। প্রতি-পৃষ্ঠায়৹ ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আদি,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরী।
ইন্দ্রের অমরাবতী তাহা তিরস্করী॥
রাজা প্রজা পুরজন সুখী নিরন্তর।
এক তিল সম জার শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম যুবরাজ হয়্যা।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসী প্রজাগণ ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় গুণের আলয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভুত লক্ষণ রামের অদ্ভূত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুনের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম যৌবন।
শাস্ত্রবিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপণ॥
যোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দহৃদয়।
রামে রাজা করিবেন ভাবিলেন নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দুত পাঠালেন আপনে।
সত্বরে লিখিলেন পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
অবিরত দান রাজা দেন অতিরেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেন ভাবে সর্ব্বজন॥
দেশের জতেক লোক ভাবেন মনে মনে।
রামচন্দ্র মহারাজা হবেন কত দিনে॥
পুরোহিত প্রজাগণ ভাবি মনে মন।
মন্ত্রনা করিয়ে গেলেন রাজার সদন॥
রামচন্দ্র পুত্র তোমার পুজিত জগতে।
ত্রিদশের ভাগ্যোদয় জানিহ মনেতে॥
নিজ বলে সাগরস্ত পৃথিবী সাসিলে।
বেদবিধি দান ধর্ম্ম সকল করিলে॥
মনে লয় রামে রাজ্য কর সমর্পণ।
প্রজার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
পুরোহিতের বাক্য রাজা হৈল হরষিত।
তুমি সবে কহিয়াছ মনের বাঞ্ছিত॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৮১৪৯৸৩
২।	প্রবেশিকা	১৩৩৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০৪৸৵৬
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭১৮৷৵০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৯০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১০৪৮৷৵৬
৭।	এককালীন দান	৩০৫৫৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১৮২৩৷৷৵০
৯।	পদক ও পুরস্কার	১৯২৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৪১৶০
১১।	বিবিধ আয়	১৩৯৷৬
১২।	হাওলাত আদায়	১২২০৷৷৶০
১৩।	হাওলাত জমা	১০০০৲
১৪।	আমানত জমা	৩৪১৵০
১৫।	পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১০০০৲
১৬।	স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৭৲
১৭।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৩১৭৲
১৮।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান	১০০৲
১৯।	সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি খাতে জমা	১৭০৲
২০।	সাহিত্য-সম্মিলন খাতে জমা	৩৩৷৶৬
		২০৫৮৪৸৶৩

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৭৪১৷৷৶০
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫১০৷৷৵০
৩।	পুস্তকালয়	১৪৭৮৵০
৪।	পুথিশালা	৬৮৯৷/৩
৫।	চিত্রশালা	৭৮৬৶৩
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	৪৬৩৷/০
৭।	ডাকমাশুল	১০১৮৷৷/০
৮।	বাড়ী মেরামত	১০৯২৸৯
৯।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৬৷৷০
১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১।	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও তার বদলান বিল	৩৪১৷৩
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১১৫৷০
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৭৷৷০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৯২৷৯
১৫।	নূতন আসবাব	২১৵০
১৬।	গাড়ীভাড়া	১৩০৶৬
১৭।	সাহিত্য-সম্মিলন	৩১৶৬
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৮৫৶৬
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৬৲
২০।	” ” খরচ	৩৯৷৷৬
২১।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
২২।	বিবিধ ব্যয়	৩৮৫৸৶৩
২৩।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	৫১৷৷৵০
২৪।	বেতন	৩২৫০৸/৬
২৫।	কমিশন	৪৩১৸০
২৬।	হাওলাত দাদন	১৪৫৩৷৷৵০
২৭।	পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১৩৭৫৷৵৬
২৮।	আমানত শোধ	৬১০৸৶৩
২৯।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৩৬৭৲
৩০।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৪৲
৩১।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ	১০০৲

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৫৩৮৪৸৶৬
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের আয়—	১৮৫৮৪৸/৩
(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)	
	৪৩৯৬৯৸৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের ব্যয়	১৮৪৩৬।৩
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)	
	২৫৫৩৩।৬
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	১০০৲
উদ্বৃত্ত	২৫৬৩৩।৬

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

জের ১৩২৩৵৬

(ক) সাধারণ-তহবিল—	১৩২৩৵৬	(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার—	২৪৩১০৵০
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	৯২৫৻৬	কোম্পানীর কাগজ মজুত	১৪৮০০৲
কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	২০৭৻৩	পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲
ডাকঘরে মজুত	১৮৫৶৩	টারমিনেবল্ ওয়ারলোন	১০০০৲
কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট মজুত	৫৸৵৩	ওয়ার বণ্ড	৫০০৲
		ডাকঘরে মজুত	২৫২৯৷৶৯
		কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	৪৮০৷৩
	১৩২৩৵৬		২৪৩১০৵০

২৫৬৩৩।৬

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল
শ্রীগিরিজাকুমার বসু। শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।
১৮।২।১৩২৯
শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।
১২।২।২৯

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
অষ্টাবিংশ বার্ষিক-অধিবেশনের সভাপতি।
১১।৩।১৩২৯
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—কোষাধ্যক্ষ
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সম্পাদক
অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি এবং
সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও
বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি।

বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়			মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা			
		নগদ	সুদ	বই বিক্রয়				কোম্পানীর কাগজ	ডাকঘরে	কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত	পরিষৎ তহবিল
সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৫৩৫।৵৯	—	—	—	১০৫৩৫।৵৯	...	১০৫৩৫।৵৯	৬৫০০৲	৬০২॥৵৯	...	৩৪৩২৸০
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩৭২২৶৩	—	৪৫৫৲	২৯৫॥/৬	১৪৪৭২৸৯	১৪৬৯।৵০	১৩০০৩।৵৯	১৩০০০৲	...	...	৩।৵৯
রজনীকান্ত স্মৃতি তহবিল	৩২॥৵০	—	৸৵০	—	৩৩॥০	...	৩৩॥০	...	৩৩॥০	...	...
কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	২৭০৸৵৯	—	৭৲	—	২৭৭৸৵৯	...	২৭৭৸৵৯	...	২৭৭৸৵৯	...	...
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৪২॥৩	—	১৮৸০	১।০	৬৬২॥৩	৩২৲	৬৩০॥৩	...	৬৩০॥৩	...	...
গ্রন্থ প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২৩০০৲	—	৬০৲	—	২৩৬০৲	...	২৩৬০৲	..	৩৬০৲	...	২০০০৲
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৪৭০॥৵৯	২৬৫৲	১৫৲	—	১৭৫০॥৵৯	৪২৸০	১৭০৭৸৵৯	..	৬০০৲	...	১১০৭৸৵৯
অক্ষয়চন্দ্র সরকার " "	১১৫৸/৯	১৲	—	—	১১৬৸/৯	১০০৲	১৬৸/৯	..	...	১৬৸/৯	...
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৫।০	—	—	—	৭৫।০	..	৭৫।০	...	...	৭৫।০	...
অক্ষয়কুমার বড়াল " "	২০০৲	—	১০৲	—	২১০৲	..	২১০৲	২০০৲	..	১০৲	...
মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	১০২॥/৬	২০৸০	—	—	১২৩।/৬	২৪৸৶০	৯৮।৵৬	...	...	৯৮।৵৬	...
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	৫০৲	৫০৲	—	—	১০০৲	৫০৲	৫০৲	...	...	৫০৲	...
দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল	৭৪৲	—	—	—	৭৪৲	...	৭৪৲	...	..	৭৪৲	...
মনোমোহন চক্রবর্ত্তী " "	৫০৲	—	—	—	৫০৲	...	৫০৲	...	.	৫০৲	...
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি " "	১০০৲	—	—	—	১০০৲	...	১০০৲	...	...	১০০৲	...
দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৫০৪৲	১০০৲	—	—	১৬০৪৲	৪৲	১৬০০৲	১৬০০৲	...	...	...
সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	—	১৭০৲	—	—	১৭০৲	...	১৭০৲	...	২৫৲	...	১৪৫৲
কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত-ভাণ্ডার	—	৬৲	—	—	৬৲	...	৬৲	...	...	৬৲	...
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মর-মূর্ত্তি-তহবিল	—	১৪২৮৲	—	—	১৪২৮৲	১৪২৮৲	..	...	...	...	...
মোট	৩১২৪৬/০	২০৪০৸০	৫৬৬॥৵০	২৯৬৸/৬	৩৪১৫০।৬	৩১৫১/০	৩০৯৯৮৶/৬	২১৩০০৲	২৫২৯॥/৯	৪৮০॥৩	৬৬৮৯/৬

রজাকুমার বসু
নাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।
১৯.২।২৯

শ্রী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

গৃহীত হইল—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি। ১১।৩।২৯

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রী সূর্য্যকুমার পাল—হিসাবরক্ষক। ১২।২।২৯

শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—	২০৫৬৶৹
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—	১৪৫৩॥৵৹
	৩৫০৯৸৹
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—	১২২০॥৶৹
	২২৮৯৵৹

জায়

১।	নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি	১০৲
২।	মেসার্স এস্, কে, লাহিড়ী	৫৲
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
৪।	ম্যানেজার, কটন প্রেস	৪৯।৭॥০
৫।	বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি-তহবিল	১৪৫০৲
৬।	মেসার্স. ঘোষ ব্রাদার্স	১৯০॥৵৹
৭।	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ (দঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন)	১৫৲
৮।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের সুদ আদায় সাপেক্ষ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে সাহায্য	২৭৲
		২২৮৯৵৹

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।১।২৯

১৩২৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গতবর্ষের আমানত জমা	৫৫৪।৶৩
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	৩৪১৵৹
	৮৯৫॥৴৩
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৬১০৸৶৩
	২৮৪॥৵৹

জায়

১।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৲
২।	,, এককড়ি কুণ্ডু	১০০৲
৩।	,, পশুপতিনাথ আচার্য্য	৮০৲
৪।	,, শরৎকুমার মিত্র	৪৮৷৵৹
৫।	,, পাঁচু জমাদার	৫০৲
		২৮৪॥৵৹

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
২৭।১।২০

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	১১০৲	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৯৸০
" স্যর আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲	পত্র ছাপাইবার ব্যয়	৩৲
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲		৪২৸০
" মন্মথমোহন বসু	১৫৲		
" সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৫৲		
" মৃণালকান্তি ঘোষ	১০৲	কৈঃ	
গুণমুগ্ধ ২৫৲ মধ্যে	১০৲	গতবর্ষের জের	১৪৭০৷৵৯
ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	১৫৲	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২৮০৲
	২৮০৲		১৭৫০৷৵৯
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৪২৸০
		উদ্বৃত্ত	১৭০৭৸৵৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	১৲	চিত্রশিল্পীর পারিশ্রমিক	১০০৲
	১৲		১০০৲
	কৈঃ		
		গতবর্ষের জের	১১৫৸৵৯
		বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১৲
			১১৬৸৵৯
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	১০০
		উদ্বৃত্ত	১৬৸৵৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব রক্ষক।

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

আয়		ব্যয়	
কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায়	[illegible]		

কৈঃ

গত বর্ষের জের	২০০৲
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০৲
উদ্বৃত্ত	২১০৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
২৭।১।২৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক উৎসব-সমিতির আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	১০৲	ডাকখরচ	৫॥০
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲	প্লাকার্ড ছাপাই খরচ	১০॥০
" শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৲	ফুলমালা	৪৶০
" চিত্তসুখ সান্যাল	১৲	সাদা কার্ড খরিদ	॥০
" যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲	দ্বারবানের বক্‌শিস	২।০
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১৲	ট্রাম ও গাড়ীভাড়া	২/০
" জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲		২৪৸৶০
" উপেন্দ্রনাথ রাহা	১৲		
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ	১৲		
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	॥০		
" গিরিশচন্দ্র দত্ত	।০	কৈঃ	
		গত বর্ষের জের	১০২॥/৬
	২০৸০	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২০৸০
			১২৩/৬
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২৪৸৶০
		উদ্বৃত্ত	৯৮।৶৬

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
২৭।১।২৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-তহবিল

চাঁদাদাতৃগণ

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০১৲
,, ,, শরৎকুমার রায়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	৫০৲
,, সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক	৫০৲
,, সত্যচরণ লাহা	৫০৲
,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৲
,, কুমারকৃষ্ণ দত্ত	৫০৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র	৫০৲
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৲
,, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	২৫৲
,, শরচ্চন্দ্র বসু	২৫৲
কলিকাতা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট	২৫৲
শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর	২৫৲
,, শিশিরকুমার মৈত্র	২৫৲
,, প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক	২৫৲
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	২৫৲
,, হরিদাস বসু	২৫৲
,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৲
,, হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	২৫৲
,, কালিদাস রায় চৌধুরী	২৫৲
,, প্রমথনাথ চৌধুরী	২৫৲
মিঃ পি কে চাটার্জ্জি	২৫৲
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী	২৫৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	২০৲
,, শ্যামলাল বসু	২০৲
,, এ এন্ চৌধুরী	২০৲
,, বি সি ঘোষ	১৭৲
	৯৭৮

জের	৯৭৮৲
শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও ,, রেবতীমোহন রায় চৌধুরী	১৫৲
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক	১৫৲
,, এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি	১৫৲
,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১০৲
,, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন	১০৲
,, মহিমচাঁদ মিত্র	১০৲
,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র	১০৲
,, বি, সি, চাটার্জ্জি	১০৲
,, এস্ এম্ বসু	১০৲
,, বিজয়কুমার বসু	১০৲
,, দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, জে কে দত্ত	১০৲
,, ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানী	১০৲
,, জে সি দত্ত	১০৲
,, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
,, দাশরথী পাত্র	১০৲
,, এস্ ঘোষ	১০৲
,, এস্ সি সেন	১০৲
,, খগেন্দ্রনাথ সেন	১০৲
,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১০৲
,, অক্ষয়কুমার বসু	১০৲
,, সুকুমার রায় চৌধুরী	১০৲
,, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি	১০৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	১০৲
শ্রীযুক্ত পি এন্ সেন	১০৲

জের	১২৫৩৲
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত	১০৲
" এ কে রায়	১০৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
" হরিপদ দত্ত	১০৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৲
" বি এন্ ঘোষ	৫৲
" এস্ সি সেন	৫৲
" ক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৲
" নরেন্দ্রনাথ শেঠ	৫৲
" রবীন্দ্রচন্দ্র দেব	৫৲
" এচ্ কে ঘোষ	৫৲
" এ সি ঘোষ	৫৲
" লছমীপৎ খৈতান	৫৲
" গোপালদাস চৌধুরী	৫৲
" মণিলাল সেন	৫৲
" রাজকুমার বসু	৫৲
" এন্ জি দত্ত	৫৲
" সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	৫৲
" এস্ সি মিত্র	৫৲
" এম্ সি নাথত	৫৲
" কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৫৲
	১৩৭৮৲

জের	১৩৭৮৲
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য	৫৲
" শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	৫৲
" শ্যামলাল মল্লিক	৫৲
" নিবারণচন্দ্র দত্ত	৫৲
" শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি কোং	৫৲
" কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত	৫৲
" নিতাইচরণ লাহা	৪৲
" কমলকুমার সান্যাল (৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মেসবাসীর পক্ষে)	৩৲
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
" গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২৲
" ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর	২৲
" এম্ এন্ কাঞ্জিলাল	২৲
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
" তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	১৲
" যোগেশচন্দ্র সেন	১৲
" অজিৎচন্দ্র ঘোষ	১৲
" জনৈক বন্ধু	১৲
	১৪২৮৲

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।
২৭।১।২৯

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার চাঁদাদাতৃগণ

পরিষৎ সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্ত	৫০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৩৫৲
" মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	২৫৲
" রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ...	২০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২০৲
" মহারাজাধিরাজ স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর ...	১৬৲
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ...	১৫৲
" কুমার মন্মথনাথ মিত্র ...	১০৲
" কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ...	১০৲
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ...	১০৲
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ...	১০৲
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১০৲
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০৲
" স্তর জগদীশচন্দ্র বসু ...	১০৲
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ ...	১০৲
" চিন্তামণি ঘোষ ...	১০৲
" সুধীরচন্দ্র সরকার ...	১০৲
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	১০৲
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ...	৬৲
" গিরিজাকুমার বসু ...	৫৲
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর ...	৫৲
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ...	৫৲
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ...	৪৲
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ...	৪৲
" গোপালদাস চৌধুরী ...	৪৲
" জনৈক বন্ধু ...	৪৲
" সতীশচন্দ্র ঘোষ ...	৪৲
" বিধুভূষণ সিংহ ...	৩৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	২৲
	৩৩৭৲

জের ...	৩৩৭৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	২৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত ...	২৲
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব ...	২৲
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৲
" পান্নালাল মল্লিক ...	২৲
" গোকুলচন্দ্র লাহা ...	২৲
" রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ...	২৲
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ...	২৲
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ...	২৲
" সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ ...	২৲
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ...	১৲
" ভুবনেশ মুস্তফী ...	১৲
" ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৲
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত ...	১৲
" ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস ...	১৲
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
" প্রিয়লাল মল্লিক ...	১৲
	৩৬৭৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, (সভাপতি,) শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, সি আই ই, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে টি, সি আই ই, ডি এস্‌সি, পিএচ্ ডি, (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্, আই এস্ ও, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ বি, ডি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্‌এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ (আহ্বানকারী), সভাপতি এবং সম্পাদক।

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্, আই এস্ ও, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত আমোদকৃষ্ণ বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীভবানীচরণ লাহা চিত্রকলারঞ্জন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্‌ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, (চিত্রশালাধ্যক্ষ), সভাপতি এবং সম্পাদক।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র (গ্রন্থাধ্যক্ষ), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্‌সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)

ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি *

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা শাখা-সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি, ২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ, ৬। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এ ৯। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ১১। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ১২। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), ১৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (আহ্বানকারী)।

পারিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। *The Bengalee.*
৩। *The Calcutta Exchange* Gazette.
৪। The Englishman.
৫। The Indian Mirror.
৬। আনন্দ-বাজার পত্রিকা
৭। প্রভাকর
৮। মোহম্মদী (পরে "সেবক").
৯। স্বরাজ
১০। হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India.
৩। The Hindoo Patriot.
৪। The Mussalman.
৫। The Patent Office Notification.
৬। The Reformed Inida.
৭। The Telegraph.
৮। The World and the New *Dispensation.*
৯। আত্মশক্তি
১০। এডুকেশন গেজেট
১১। খুলনা
১২। খুলনা-বাসী
১৩। গৌড়-দূত
১৪। চারুমিহির
১৫। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৬। জাগরণ
১৭। ঢাকা-প্রকাশ
১৮। তরুণ ভারত
১৯। নব-সঙ্ঘ
২০। নীহার
২১। নোয়াখালি-সম্মিলনী
২২। পল্লীবার্ত্তা
২৩। পল্লীবাসী

২৪। প্রবাস-জ্যোতিঃ
২৫। প্রসূন
২৬। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২৭। বঙ্গবাসী
২৮। বঙ্গরত্ন
২৯। বরিশাল-হিতৈষী
৩০। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী
৩১। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩২। বাঙ্গালার-কথা
৩৩। বার্ত্তাবহ
৩৪। বিজলী
৩৫। বীরভূম-বার্ত্তা
৩৬। বীরভূম-বাসী
৩৭। মালদহ-সমাচার
৩৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৯। মেদিনী-বান্ধব
৪০। মোহাম্মদী
৪১। শঙ্খ
৪২। সঞ্জয়
৪৩। সঞ্জীবনী
৪৪। সময়
৪৫। সুরমা
৪৬। স্বরাজ
৪৭। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। The Collegian.
২। ধর্ম্মতত্ত্ব
৩। সম্মিলনী
৪। প্রবর্ত্তক [মাঘ মাস হইতে মাসিক আকারে]

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Central Hindu College
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। Devalaya Review.
৬। Industry.
৭। Monthly Labor Review.
৮। Hindu School Magazine.
৯। The Vedanta Kesari.
১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। The Calcutta Medical Journal
১৪। Indian Medical Record.
১৫। Museum of Fine Arts.
১৬। অর্চ্চনা
১৭। আঙুর
১৮। আমার দেশ
১৯। আয়ুর্ব্বেদ
২০। আলোচনা
২১। আশীর্ব্বাদ
২২। ইসলাম্ দর্শন
২৩। ইতিহাস ও আলোচনা
২৪। উৎসব
২৫। উদ্বোধন
২৬। উপাসনা
২৭। কর্ম্মী
২৮। কায়স্থ-পত্রিকা
২৯। কায়স্থ-সমাজ
৩০। কৃষক
৩১। কৃষি-সম্পদ্
৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ

৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন
৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৬। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৭। তাম্বুলী-সমাজ
৩৮। ত্রিশূল
৩৯। দিনাজপুর পত্রিকা
৪০। ধর্ম্মপ্রচারক
৪১। নবযুগ
৪২। নব্যভারত
৪৩। নারায়ণ
৪৪। পরিচারিকা
৪৫। পল্লীবাণী
৪৬। প্রজাপতি
৪৭। প্রতিভা
৪৮। প্রবাসী
৪৯। বঙ্গবাণী
৫০। বজনুর
৫১। ব্রহ্মবাদী
৫২। ব্রহ্মবিদ্যা
৫৩। ব্রাহ্মণসমাজ
৫৪। ভক্তি
৫৫। ভারতবর্ষ
৫৬। ভারতী
৫৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৮। মাহিষ্য সমাজ
৫৯। মোসলেম ভারত
৬০। যমুনা
৬১। যোগিসখা
৬২। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬৩। শিক্ষক
৬৪। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৬৫। শ্রীসজ্জন তোষিণী
৬৬। সবুজপত্র
৬৭। সন্দেশ
৬৮। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৯। সাহিত্য
৭০। সাহিত্য-সংবাদ
৭১। সাহিত্য-সংহিতা
৭২। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭৩। সেবক
৭৪। সৌরভ
৭৫। স্বাস্থ্য-সমাচার
৭৬। স্বার্থ (হিন্দী)
৭৭। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। প্রভাতী [বসন্ত সংখ্যার পর মাসিক আকারে]
২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
২। ভূমিলক্ষ্মী
৩। সংস্কৃত-ভারতী
৪। Indian Academy of Art.
৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)

কার্য্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব

(১৩২৮ সালের চৈত্র শেষে)

গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ...	০	০	০	২২
২। রসমঞ্জরী ...	০	০	০	[১৭
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ...	০	০	০	৬৯
৪। ছুটীখানের মহাভারত ...	০	০	০	২০
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ...	১	৫	৬	৭৩
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ...	১	৪	৫	৭৭
৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ...	০	২	২	২২
৮। ধর্ম্মমঙ্গল ...	০	০	০	২৮
৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ..	০	১	১	২৮
১০। গৌরপদতরঙ্গিণী	০	৮	৮	২৬
১১। কাশীপরিক্রমা .	০	০	০	২৬
১২। রাধিকার মানভঙ্গ ...	০	১	১	১১৫
১৩। রামায়ণতত্ত্ব (১ম খণ্ড) ...	০	০	০	৮
১৪। রাধিকামঙ্গল ...	০	০	০	২৬
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম ...	১	৫	৬	৮৬
১৬। ব্রজপরিক্রমা ...	০	০	০	৩১
১৭। শঙ্কর ও শাক্যমুনি ...	১	৩	৪	৬৮
১৮। শূন্যপুরাণ ...	০	০	০	২৩
১৯। নবদ্বীপপরিক্রমা ...	০	০	০	৪
২০। বিদ্যাপতির পদাবলী ...	১	১৮	১৯	১
২১। শতপথব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড) ...	০	১	১	৩৬
২২। শতপথব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড) ..	০	১	১	৩৩
২৩। চন্দ্রনাথ বসু .	০	০	০	২৮
২৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ...	০	০	০	৩৯
২৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ...	১	৪৫	৪৬	১৪৮২
২৬। মায়াপুরী ...	১	৪৫	৪৬	২০৭
২৭। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ...	১	৩	৪	৪৪
২৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ...	০	০	০	২৭
২৯। কবি হেমচন্দ্র ...	০	৪৭	৪৭	২১৫
৩০। শ্রীভাষ্য (১।২য় খণ্ড) ...	০	২	২	২৯
৩১। শ্রীভাষ্য (৩য় খণ্ড ...	০	১	১	৪৪
৩২। ঐ (৪র্থ খণ্ড) ...	০	১	১	৪৬
৩৩। ঐ (৫ম খণ্ড) ...	০	২	২	৫৭
৩৪। অর্থশাস্ত্রকল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড) ...	০	১২	১২	৪২
৩৫। ঐ (৩য় খণ্ড) ...	০	৬	৬	২১৮
৩৬। ঐ (৪র্থ খণ্ড) ...	০	৬	৬	২৩৮

গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
৩৭। শব্দকোষ (১।২।৩ খণ্ড)	... ০	৩০	৩০	২৭২
৩৮। ঐ (৪র্থ খণ্ড)	... ০	১১	১১	২১৬
৩৯। ব্রতকথা	... ০	২	২	১২
৪০। রাসায়নিক পরিভাষা	... ০	০	০	২৪
৪১। কল্কিপুরাণ	... ০	৪৭	৪৭	৭৬
৪২। জ্যোতিষ-দর্পণ	... ০	৪৭	৪৭	১৯৩
৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	... ১	৫১	৫২	৬৬
৪৪। ঐ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)	... ১	৪৫	৪৬	৫১
৪৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	... ২	৪৬	৪৮	২৪৩৯
৪৬। দুর্গামঙ্গল	... ০	৪৭	৪৭	১৭১
৪৭। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	... ১	৭	৮	৮৭৩
৪৮ ঐ (২য় খণ্ড)	... ১	৭	৮	৮৬৮
৪৯। ঐ (৩য় খণ্ড)	... ২	৮	১০	৮১০
৫০। চণ্ডীদাসের পদাবলী	... ১	৫২	৫৩	৩৫
৫১। তীর্থমঙ্গল	... ১	৪৭	৪৮	৪২৩
৫২। মৃগলুব্ধ	... ০	৪৬	৪৬	৬০৮
৫৩। সত্যনারায়ণের পুথি	... ০	৪৬	৪৬	৮৯
৫৪। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	... ২	৮৭	৮৯	৮৩৯
৫৫। ঐ (২য় খণ্ড)	... ২	৮৭	৮৯	১৫৬৭
৫৬। মৃগলুব্ধ-সংবাদ	... ০	৪৬	৪৬	৪৫৫
৫৭। তীর্থ ভ্রমণ	... ১	৫০	৫১	২৯০
৫৮। গঙ্গা-মঙ্গল	... ১	২	৩	১০৮
৫৯। বৌদ্ধগান ও দোহা	... ২	৬২	৬৪	১৬৭
৬০। ধর্ম্মপূজা-বিধান	... ১	৪৭	৪৮	৪০৬
৬১। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	... ১	৪৬	৪৭	৯২
৬২। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	... ১	৫৬	৫৭	৪৯৩
৬৩। জ্ঞানসাগর	... ১	৪৯	৫০	১৮৩
৬৪। সারদা-মঙ্গল	... ১	৪৫	৪৬	২০১
৬৫। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	... ১	৪৬	৪৭	১৭৭
৬৬। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	... ১	৪৫	৪৬	১৮৫
৬৭। ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)	... ১	৫৪	৫৫	৫৮৯
৬৮। ঐ (২য় খণ্ড)	... ০	৯	৯	৮৩৬
৬৯। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	... ১	৯	১০	৪৫৯
৭০। সর্ব্বসংবাদিনী	... ২৮	৩৫	৬৩	৯৩১
৭১। মনোবিজ্ঞান	... ৩৬	৫০	৮৬	৯২১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি
২৮।২।২৯

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

ভাগলপুর-শাখা—১৩২৮

গত বৎসর শাখা-পরিষদে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

১। শরৎ-সাহিত্য—রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর।

২। বিলাস—শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র সিংহ বি এ।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত সতীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্।

৪। ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

৫। ৺পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় শোকসভা আহূত হয় এবং নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে ইঁহাদের শোক-সভায় বিশেষভাবে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়।

১। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্।

২। ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ঘোষ। শাখা-পরিষদের সভাপতি—শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ।

,, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

গত বৎসর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ মহোদয়কে শাখা-পরিষদের আজীবন-সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

শাখা-পরিষদের সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে স্থানীয় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গত বৎসরের সভ্য-সংখ্যা—২১

আয়—১৩২৭ সালের উদ্বৃত্ত ২৭৸৶১০, ১৩২৮ সালের আয় ২৮৲

১৩২৮ সনের ব্যয়— ৪৩৶০ উদ্বৃত্ত— ১২৸১০

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়
সহকারী সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—৯ম বর্ষ

গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ নন্দ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

বার্ষিক ও মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমের কথা—	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্।
২। মেদিনীপুর জেলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা, অব-	

প্রবন্ধ	লেখক
৩। নৃতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
৪। মাতৃভাষার অনুশীলনে জাতীয় জীবন গঠন	,, মহেন্দ্রনাথ দাস
৫। কালীমঙ্গল (পুথির বিবরণ)	,, ভুবনচন্দ্র আর্য্যশিরোমণি
৬। প্রেম	,, অতুলচন্দ্র বসু বি এল্
৭। আমাদের বিলাসিতা	,, বিপিনচন্দ্র দাস
৮। কবি হরিবোল দাসের কথা	,, চারুচন্দ্র সেন
৯। কাব্য ও দর্শন	,, মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
১০। কবি রজনীকান্তের হাঁসপাতালে সাহিত্য-সাধনা	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

নিম্নলিখিত প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদকগুলি এই শাখা কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রদত্ত 'অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য-পদক"—মেদিনীপুরের গড়সমূহের ইতিবৃত্ত।

২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত "সুষমা রৌপ্য-পদক"—আদর্শ-হিন্দুনারীর চরিত্র।

৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু মহাশয়-প্রদত্ত "সিদ্ধেশ্বরী-রৌপ্য পদক"—শিশু।

৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রদত্ত "বিদ্যাসাগর স্মৃতি রৌপ্য-পদক"—অধিক সংখ্যক পুথি সংগ্রহের জন্য এই পদক দেওয়া হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়-প্রদত্ত "গিরিবালা-স্মৃতি রৌপ্য-পদক"—পাথরার ইতিবৃত্ত।

৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-প্রদত্ত "বরদাকান্ত-স্মৃতি-রৌপ্য-পদক"—চন্দ্রকোণার ইতিহাস।

৭। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত "কৃষ্ণলাল দত্ত-স্মৃতি রৌপ্য-পদক।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ;—

১। নাড়ুগোপাল কৃষ্ণমূর্ত্তি—	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২। অষ্টভূজমূর্ত্তি—	,, সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ,,
৩। প্রস্তর ফলক—	,, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক চন্দ্রকোণা হইতে সংগৃহীত।
৪। বুদ্ধমূর্ত্তি—	কংসাবতীর গর্ভ হইতে সংগৃহীত।

শাখার বার্ষিক অধিবেশনে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ, রাজা, জমিদার, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়িগণ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারিগণ, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খান বাহাদুর এবং চিড়িমারসাহির কনসার্টপার্টী নানাভাবে শাখাকে উপকৃত করিয়াছেন। শাখা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সদস্য-সংখ্যা। সাধারণ—১৪০, অভিভাবক—১১ এবং অধ্যাপক—৬।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ ; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্ মহাশয় দুই বিঘা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব মহাশয়ের গৃহে শাখার কার্য্যালয় এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩৭, মাসিক ৫, বিশেষ ৬, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ৩, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি ৭ এবং নাট্য সমিতি ২।

শাখার অধিবেশনাদি—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি টমসন্ সাহেবের অনুমোদনে ও বেলী হলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে বেলী হলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাখার পুস্তকালয়—নানা শ্রেণীর সর্ব্বসমেত ৯০১ খানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭০ খানি প্রাচীন পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে।

মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৯৬৸/৭॥ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং পুস্তক বাঁধাই, অধিবেশনাদির খরচ ইত্যাদিতে ১৫১৮০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৪৫৵৭॥ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবের ব্যয়াদির জন্য পৃথক্ চাঁদা বদান্য দেশবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত হয়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৮

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্। আলোচ্য বর্ষে চারিটি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। ৺চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এক অধিবেশন আহূত হয়।

১। সাহিত্য ও নীতি — শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

২। উদ্বোধন — শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

৩। সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব — শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ। এতদ্ব্যতীত অধিবেশনে ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতীত সঙ্গীত ও কবিতাদির আবৃত্তি হয়।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ, ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ১৯৩। আলোচ্য বর্ষে আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি প্রভৃতি পাঁচজন সদস্যের পরলোকগমনে সভা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর এককালীন

২৫০৲ শত টাকা দান করিয়া শাখা-পরিষদের আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায়, শাখা-পরিষৎ সবিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অধিবেশনের সংখ্যা:—সাধারণ মাসিক অধিবেশন—১০, বিশেষ অধিবেশন—৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—৫।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী পার্শ্বলিখিত লেখকগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল—

১।	কবি হরকুমার	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
২।	চার্ব্বাক দর্শন	শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী
৩।	বৈশেষিক দর্শন	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
৪।	কাশীর জঙ্গমবাড়ী মঠ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
৫।	কথা-সাহিত্যে নবযুগ	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
৬।	নূতনের দাবী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৭।	কাব্যের উদ্দেশ্য	শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৮।	পাশ্চাত্ত্য দর্শনে চিন্তার ধারা	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ
৯।	ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এ, এল্ টি
১০।	বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্বৃত্ত ৪২৵০ লইয়া আলোচ্য বর্ষের শাখা-পরিষদে ১১২০৮১০ মোট আয় হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৮১১॥৵৭॥০। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ৩০৯৵২॥।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২০০৮। গত বর্ষের ছিল ১৬০০, আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত ৪০৮।

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কথা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এতন্মধ্যে অনেকগুলি সংগৃহীত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ 'পল্লীবাসী' সম্পাদক পণ্ডিত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শাখার সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদির মধ্যে নিম্নে তিনটির নাম উল্লিখিত হইল—

(ক) মানবের আশা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সেন এম্ এ

(খ) উপনিষৎ-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্য-সাংখ্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

(গ) টলষ্টয়ের ভাব—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ।

আলোচ্য বর্ষে কালিদাস-সমিতির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় শাখা-পরিষদের সহিত কালনা মহকুমায় কালিদাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন।

সভ্যগণের নিকট কোন চাঁদা আদায় হয় নাই।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

মেদিনীপুরের ত্রয়োদশ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য

প্রথম প্রস্তাব—সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনাসূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; সম্মিলনের কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সর্ব্বজনবিদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলন সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছেন এবং বঙ্গদেশবাসিগণের নিকট এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য,—

(ক) তাঁহার একটি মূর্ত্তি (bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্ত্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তর-ফলক (marble tablet) থাকিবে।

(খ) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(গ) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত তাঁহার একটি জীবনচরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবনচরিত স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্য তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(চ) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্ম্মিত হইবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও যাযাবর (সার্কুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজসংসৃষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) তৃতীয় (ক) প্রস্তাবসম্পর্কে "রমেশ-ভবন" কমিটির ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে,'রমেশ-ভবন' কমিটি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া 'রমেশভবন' নির্ম্মিত হইবে এবং তজ্জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি হইতেছে। প্রায় ২৫০০০৲ টাকার উপযুক্ত একতল বাড়ী সংপ্রতি প্রস্তুত করা হইবে এবং কিঞ্চিদধিক ২০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্যমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইস্‌লামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যাবিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধারসাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, সভ্যতা (Indian Antiquities and Culture) প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়ান্স ফ্যাকাল্টীর সদস্যগণ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগ্রহণ বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠন ও পরীক্ষা হইবে—এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষাসমূহেও যাহাতে এই বিধি সত্বর প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বি এ, এম্ এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যে সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্গ্রন্থ অচিরকালমধ্যে বহুল-পরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উপর ভার অর্পিত হউক। এবং তত্তদ্দেশবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয়, তাহার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবমে´ণ্ট হইতে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতিবৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতিবৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের নির্দ্দেশ-মত যাহাতে প্রতিবৎসর শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলার প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—বঙ্গদেশে যে সকল মেডিকাল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্মেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

অষ্টম প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারীর ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঁকীপুর ও হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতির কার্য্য এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। তদবস্থায় মেদিনীপুরে সমবেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দিতেছেন যে, সম্মিলন রেজেষ্টারী করা আবশ্যক কি না, সে সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিয়া, যদি রেজেষ্টারী করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে হাওড়ায় নিযুক্ত সমিতির সহিত এক-যোগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রেজিষ্টারী করা স্থির হইলে যেন এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

নবম প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে, প্রতিবর্ষে এই প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

দশম প্রস্তাব—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক। (স্থানাভাবে তালিকা দেওয়া গেল না।)

একাদশ প্রস্তাব—পালিগ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক।

দ্বাদশ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—মামমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—বঙ্গদেশ ও আসামের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ (Director of Public Instruction) এই সম্মিলনে যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণের ছুটীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য এই সম্মিলন উক্ত শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌, এ, সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদূরিত হইবে, সুতরাং উহা যে পদাবলীপাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz.*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work 'Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty

unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual as written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and iudex of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্যও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস"।

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুলপ্রচার কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, প্রণীত গ্রন্থ

১। ব্যাকরণ-পরিচয়—মূল্য ৸০ বার আনা।

সংস্কৃত ব্যাকরণ পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। স্বভাব-চিত্র—মূল্য ॥০ আট আনা।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়-রচিত কথামালার অনুকরণে বাঙ্গালার গল্প লইয়া লিখিত বালকবালিকাদের শিক্ষার উপযোগী সচিত্র পুস্তক।

গ্রন্থকারের নিকট ৫২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত ঃ—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়······গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই! ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে·····বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ······ বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

'The Author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	৷০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৶০, ৷০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৴১০, ৵০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৴০, ৶০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১, ১.০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৴০ ৶০
*১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞহো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩, ৩৷০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২৷০, ২৷০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	৷৶০, ৷৶০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৵০, ৷৶০
৩২।	মায়াপুরী	৶০, ৷০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৷০, ১

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২৷৶০. ৪৶০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩৷৶০, ৫৷০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	৷৶০, ১৷০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১৷০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	৷৴০ ১৶০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	৷০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	৷৶০, ৷৶০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৵০, ৷৴০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৶০, ৵০
৫০।	পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩৷০, ৫৲
৫১।	সয়রুল মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৵০, ৷০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১৷০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	৷০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	৷০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২৷০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	৷৶০, ৷০
৬০।	সারদামঙ্গল	৷০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১৷০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৷০, ৷৶০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০, ৫৷০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	৷০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৷৶০, ৸৶০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২৷০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১৷

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬৲ টাকায় পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫৷০ ও সাধারণপক্ষে ২২৷৶০। কিন্তু পরিষদ্গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির।

সুলভ নার্শারী।

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নূতন বীজ আসিয়াছে ১০০টী বীজ
হইতে প্রায় ১০০টী চারা
হইতেছে।

একদিকে মূল্য সুলভ অন্যদিকে
উৎকৃষ্ট বীজ এরূপ সুবিধা
কোথাও নাই।

বাঁধাকপি CABBAGE. বাঁধাকপি

		প্রতি তোলা।
১।	জলদি বাঁধাকপি—নারিকেলী কপি	।০
২।	জলদি ড্রামহেড—জলদি ও ছোটকপি	৸০
৩।	আর্লি ফ্লাটডাচ—অত্যন্ত চাপ্টা	৸০
৪।	সাক্সেশন্—বড় কপি, চ্যাপ্টা মাথা শীঘ্র হয় ও সহজে কপি বাঁধে	৸০
৫।	সামার ড্রামহেড—গোল মাথা	৸০
৬।	বারমেসে বাঁধাকপি—চ্যাপ্টা মাথা	১৲
৭।	ষ্টেন ফ্ল্যাট ডাচ—চ্যাপ্টা ও টাইট অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কপি	১৲
৮।	কোপেন হগেন মার্কেট—অত্যন্ত জলদি এবং সহজে হয়, বড় ও টাইট	১৲
৯।	অল হেড—সুপ্রসিদ্ধ টাইট কপি যেমন বৃহৎ তেমনি নিরেট	১৲
১০।	ব্রান্স উইক—খুব জলদি, বড় ও টাইট	১৲
১১।	ফ্ল্যাট ব্রান্সউইক—অত্যন্ত জলদি খুব বড়, টাইট ও অতি সুন্দর	১।০

		প্রতি তোলা।
১২।	কেপ ড্রামহেড—নাবি, অত্যন্ত বড় টাইট, দমে ভারি, দেরিতে হয়	১৲
১৩।	লার্জ ড্রামহেড—নাবি, অত্যন্ত বড় এবং অত্যন্ত টাইট, দেরিতে হয়	১৷৵০
১৪।	লার্জ ফ্ল্যাট-ডাচ—ঐ ঐ	১৷৵০
১৫।	সিয়োর হেড—অব্যর্থ কপি, অতি সহজে হয়, বৃহৎ, টাইট ও সুন্দর	১৷৵০
১৬।	সলিড ডামহেড—মার্কিন কপি	১।০
১৭।	রাক্ষুসে ৩০ সেরা বাঁধাকপি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার কপি প্রায় ৩০ সের ওজনে হয় এবং প্রত্যেক কপি এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, চ্যাপ্টা ও টাইট	১।৵০
১৮।	সুলভ নর্সরী—সর্ব্বাপেক্ষা জলদি অথচ বৃহৎ, সুন্দর, টাইট, সুস্বাদু ও সুমিষ্ট, অত্যন্ত চ্যাপ্টা থালার ন্যায়	১।০

ফুলকপি CAULIFLOWER. ফুলকপি

		প্রতি তোলা।
১।	পাটনাই ফুলকপি—জলদি ছোট ফুল	।০
২।	পাটনাই নাবি—মধ্যম ফুল	।৵০
৩।	ভিচের অটম জায়েণ্ট—নাবি ও বড়	৸০
৪।	আর্লি হোয়াইট—জলদি ও বড়	৸০
৫।	আর্লি প্যারিস—জলদি, বড় ও টাইট	১৲
৬।	আলজিয়ার্স—নাবি, বৃহৎ ও নিরেট	১৲
৭।	নন্প্যারাল—মধ্যম জলদি ও বড়	১৲
৮।	বেনারসী—বড়, নাবি, টাইট, সহজে হয়, সাদা অতি সুন্দর	১৲
৯।	ডামান জায়েণ্ট—খুব বড়, টাইট ও সুপ্রসিদ্ধ সাদা ফুলকপি	১।০

		প্রতি তোলা।
১০।	বারমেসে—সকল ঋতুতে ও সকল জলবায়ুতে হয়, বড় ও টাইট	২৲
১১।	আর্লি ডোয়ার্ফ আরফার্ট—অতি বৃহৎ, অত্যন্ত টাইট, সাদা ফুলকপি	২৲
১২।	আর্লি স্নোবল—সর্ব্বাপেক্ষা জলদি, দুগ্ধের ন্যায় সাদা, অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুমিষ্ট	২।০
১৩।	লেট স্নোবল—নাবি, বরফের ন্যায় সাদা, অত্যন্ত বৃহৎ ও টাইট	৩।০
১৪।	রাক্ষুসে ১৫ সেরা ফুলকপি—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অত্যন্ত টাইট, খুব সাদা, প্রায় এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়	৪

।০ সিকি তোলার কম কোন বীজ বিক্রয় করা হয় না। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ওলকপি।

প্রতি তোলা।

১।	বারমেসে ওলকপি	৸০
২।	লাল বা সবুজ	॥০
৩।	সাদা জলদি ওলকপি	॥৵০
৪।	রাক্ষুসে ওলকপি	১৲

শালগম।

১।	বারমেসে চ্যাপ্টা শালগম	।০
২।	লাল বা সাদা	।০
৩।	সুমিষ্ট শালগম	।৵০
৪।	রাক্ষুসে শালগম	।৵০

বীট।

১।	বারমেসে বীট	।০
২।	চ্যাপ্টা বা গোল	।০
৩।	রাক্ষুসে গোল বীট	।৵০

গাজর।

১।	সাদা গাজর	।০
২।	বারমেসে গাজর	।০
৩।	লাল গাজর	।৵০
৪।	রাক্ষুসে গাজর	।৵০

টম্যাটো।

১।	লাল গোল	॥০
২।	লাল চ্যাপ্টা	॥৵০
৩।	বারমেসে টম্যাটো	৸০
৪।	রেডরক টম্যাটো	৸০

লেটিউস।

১।	বাটার ক্যাপ	॥০
২।	বারমেসে	॥৵০
৩।	সামার ক্যাবেজ	৸০

খরমুজা।

১।	পাটনাই খরমুজা	।০
২।	রাক্ষুসে বৃহৎ খরমুজা	॥০

তরমুজ।

১।	গোয়ালন্দের	।০
২।	আইস্ ক্রিম	॥০
৩।	টম ওয়াটসন্	॥০

শশা।

১।	আর্লি ফর্চ্যুন	॥০
২।	চাটনী শশা	॥০

প্রতি তোলা।

৩।	বারমেসে শশা	॥০
৪।	সর্প শশা	॥৵০

পেঁপে।

১।	পাটনাই পেঁপে	॥০
২।	বোম্বাই পেঁপে	॥০
৩।	রাক্ষুসে সুমিষ্ট পেঁপে	১৲

মূলা।

১।	বর্ষাতী মূলা	৵০
২।	বোম্বাই বড় মূলা	৵০
৩।	উজ্জ্বল লাল মূলা	।০
৪।	চিনের লাল মূলা	।০
৫।	ফরাসী কাল মূলা	।০
৬।	বারমেসে মূলা	।০
৭।	সিলেশ্চিয়াল মূলা	।৵০
৮।	মিকাডো মূলা	।৵০
৯।	রাক্ষুসে ১০ সেরা মূলা	॥০

বেগুন।

১।	বর্ষাতী বেগুন	।০
২।	মুক্তকেশী বেগুন	।০
৩।	বারমেসে বেগুন	।০
৪।	চিনের বেগুন	।৵০
৫।	জাপানী বেগুন	॥০
৬।	ব্ল্যাক বিউটী	৸০
৭।	পিকিন জায়েণ্ট	৸০
৮।	রাক্ষুসে /৬ সেরা কাঁটাশূন্য বেগুন	১৲

মিঠা কুমড়া।

১।	বৈদ্যবাটীর কুমড়া	।০
২।	বারমেসে কুমড়া	।০
৩।	রাক্ষুসে ১ মণে কুমড়া	॥০

লাউ।

১।	দেশী লাউ	৵০
২।	রাক্ষুসে বৃহৎ লাউ	॥০

তামাক।

১।	মতিহারী তামাক	॥০
২।	হিংলী তামাক	॥০
৩।	বিলাতী তামাক	৸০
৪।	আমেরিকান হাভানা	৸০
৫।	তুরস্ক তামাক	১৲

সেলেরি।

১।	জায়েণ্ট হোয়াইট	॥০
২।	জায়েণ্ট প্যাস্ক্যাল	৸০

পিঁয়াজ।

প্রতি তোলা।

১।	পাটনাই পিঁয়াজ	।০
২।	বোম্বাই পিঁয়াজ	।৵০
৩।	সিলভার স্কিন	॥৵০
৪।	/২।০ সেরা পিঁয়াজ	॥৵০

লঙ্কা।

১।	সুমিষ্ট লঙ্কা	॥০
২।	এলিফ্যাণ্ট ট্রাঙ্ক	॥০
৩।	রুবি কিং	॥৵০
৪।	রাক্ষুসে লঙ্কা	৸০

স্কোয়াস।

১।	গোল্ডন সামার	॥০
২।	ক্রুক নেক	॥০
৩।	ম্যামথ চিলি	৸০

স্পিনাচ।

১।	ব্লুমস্ ডেল	।৵০
২।	নিউজিল্যাণ্ড	॥০
৩।	ভিক্টোরিয়া	॥৵০

সীম।

১।	ফরাসী সাদা সীম	৵০
২।	আমেরিকার লাল	৵০
৩।	ছয় সপ্তাহে হয়	৵০
৪।	রাক্ষুসে ২।৩ হাত লম্বা	॥০

ঢ্যাঁড়শ।

১।	জাপানী ঢ্যাঁড়শ	।০
২।	লেডিস ফিঙ্গার	।০
৩।	হোয়াইট ভেলভেট	।৵০
৪।	পার্কিন্স ম্যামথ	।৵০

করলা।

১।	ছোট করলা	।০
২।	বড় করলা	।/০

স্যালাদ।

১।	ডাচ্ স্যালাদ	॥০
২।	বাঁধা স্যালাদ	৸০

কাঁকুড়।

১।	দেশী কাঁকুড়	৵০
২।	গোমুখ	।০
৩।	কাবুলের সরদা	॥০

।০ সিকি তোলার কম বীজ বিক্রয় করা হয় না। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ত্রিংশ ভাগ]　　　　　　　　　　　[দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:০:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ		লেখক	পৃষ্ঠা
১। অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (৩)	...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৪১
২। বাঙ্গলা ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া	„	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,ডি লিট্	৫৭
৩। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নাদ-বিজ্ঞান)	... „	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্সি	৭৭
৪। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...		৪৯—৬৪
৫। মাসিক কার্য্য-বিবরণ	...	...	১৫—৫৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালার-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(৩)

পারিবারিক জীবন—পল্লীবিভাগ ; বাস্তু (বাসগৃহ)

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটী পল্লী বা পাড়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটী পল্লী গঠিত হইত। এক একটী পল্লীতে দুই তিনটী করিয়া প্রশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উভয়-পার্শ্বেই লোকের বাস্তুভিটা নির্ম্মিত হইত। মৌর্য্যযুগের বাস্তুনির্ম্মাণ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির ধ্বংশাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্থশাস্ত্রে বাস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাষ্ঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে রাজা, রাজকর্ম্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইতেন। অর্থ-শাস্ত্রের "সন্নিধাতৃচেয়কর্ম্ম" ও "গৃহবাস্তুক"—অধ্যায় দুইটীতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও স্তম্ভাদির উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়।[১] ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ রিজ্‌ডেভিডস্ অনুমান করেন যে, গিরিব্রজের একটী পার্ব্বত্য-দুর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংশাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাষাণ-স্থাপত্য ও পাষাণ-স্থপতির উল্লেখও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা

অশোকের সময় পাষাণ-স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, তাহার কারুকার্য্য ও পালিস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বাস্তু বা গৃহনির্ম্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। সাধারণতঃ একতলা বাটীই বেশী ছিল। তবে দ্বিতলবাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায়। ছাদগুলি

১। জাতক ১—২২৭ ও ৩৪৬, ৪র্থ-৩৭৮, ৫—৫২, ৬এর ৫৭৭ ইত্যাদি।

মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হইত। ছাদ পাকা না হইলে বর্ষার সময় জল যাহাতে না আসে, তাহার জন্য ছাদে জল কাটিয়া যায়, এরূপ মাদুর বা মোটা কোনরূপ চাপা দেওয়া হইত।

বাটীর ভিত্তি-দেওয়াল বা ছাদ আইন-অনুযায়ী না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন।

প্রত্যেক বাটীতেই একটী করিয়া সকলের বসিবার ঘর, উঠান, জলপ্রণালী ও কূপ থাকিত। নর্দ্দামা যদি জলনিকাশের উপযোগী না হইত এবং তাহার ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বা অন্য প্রকার অসুবিধা ঘটিলে গৃহস্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ নালা-নর্দ্দমারও ভিত্তির সরকারী মাপ দেওয়া আছে। বাটীতে গোশালা রাখিলেও তাহার ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইত। অগ্নিশালাও সাবধানে নির্ম্মাণ করা হইত।

ধনী লোকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়ায় খাটাইতেন। ইহারও উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে। সাধারণতঃ এক বৎসরের হিসাবে বাটী ভাড়ায় দেওয়া হইত। ভাড়া বাকী পড়িলে উচ্ছেদেরও বিধি দেখা যায়। নিজের ইচ্ছায় কেহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতেন না। সমস্ত বৎসরের ভাড়া তাঁহার নিকট লওয়া হইত।

কোন গৃহস্বামী বাটী বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও তদভাবে প্রতিবাসীকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে পর, বাহিরের লোক ক্রেতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, একেবারে অজানা বাহিরের লোক যাহাতে পাড়ায় না আসিয়া পড়ে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ Law of pre-emption অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরিবার (Family)

এখনকার দিনের ন্যায় তখনও (অবশ্য আমরা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাহা পাই) সাধারণতঃ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তৎসন্ততি লইয়াই পরিবার গঠিত হইত।

গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় তিনিই সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার সম্পত্তিতে অনীশ্বর ও অংশবর্জ্জিত বলিয়াই বিবেচিত হইতেন (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ— পৃ° ১৬০)। তিনি জীবদ্দশায় পুত্রাদির বিবাহ দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী-ই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সংসারের জন্য তিনি ঋণ-কর্জ্জ করিলে, উহা দিতে স্বামী আইন অনুসারে বাধ্য হইতেন। বহু-স্ত্রীস্থলে সবর্ণা পুত্রবতী ও জ্যেষ্ঠাই কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, যৌথপরিবারের সংখ্যা সমাজে বড় বেশী ছিল না। অবশ্য কৃষক, শিল্পী ও কারুকার্য্যজীবী প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র। ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া বাস করিত; তজ্জন্য বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে যৌথপরিবারের স্থায়িত্ব অধিক ছিল।

ভদ্রগৃহস্থের মধ্যে সাধারণতঃ পিতার মৃত্যুর পরই সম্পত্তি-বিভাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। তবে ইহাতে যে যৌথপরিবার একেবারে ছিল না, তাহার প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় যে,

স্থলবিশেষে দুই তিন ভ্রাতা বা কয়েক ভ্রাতা ও অন্য ভ্রাতার পুত্রেরা একত্র বাসও করিতেন। জাতকে দুই তিন ভ্রাতার একত্রাবস্থানের বহু উদাহরণ আছে। সংসারে পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন দাসদাসী, আশ্রিতবর্গ ও অন্য পরিজনেরও স্থান ছিল। যথাসময়ে উহাদের বিষয় বর্ণিত হইবে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গো-দান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মসূত্রে, এমন কি মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্য্যের কাল আরও অধিকদিনব্যাপী ছিল। বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা ন্যূনকল্পে ২৫ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মনু বলেন,—

বিবাহের বয়স

ত্রিংশদ্বর্ষোহুদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐমত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয়, ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিব কি, না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও বিবাহ ঐরূপ অল্পবয়সে করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন—"বৃত্তোপ-নয়নস্ত্রয়ীম্ আন্বীক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রযোক্তৃভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।"—১০ পৃ°।

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কৌটিল্য এই আট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটী অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব—এই চারিটীকে অন্য চারিপ্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এই চারিটী বিবাহই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কন্যার পিতার কর্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটী বিবাহ, অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ—এই কয়টীকে কৌটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্ব্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস-

পুরাণাদিতে অনেকই দেখা যায়। স্মৃতিকারদিগের মতে ইহা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই বিশেষ আদৃত হইত। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিতেন; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে আমাদের হিসাবে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। বলপ্রয়োগে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলিত। রাক্ষস বিবাহও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিন্দিত ছিল না, পরন্তু উহার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহাভারতে ঐরূপ বীর্য্যশুল্কা কন্যার বিবাহের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। স্বয়ং কুরুপিতামহ ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে হরণ করেন।

পৈশাচ বিবাহ আরও ঘৃণিত ছিল। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাকে বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে, উভয়ের যে সংযোগ হইত, তাহাকেই পৈশাচ বিবাহ বলিত।

বর্ত্তমানে আমাদের ধারণায় শেষোক্ত বিবাহ কয়টীর কোনটীই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—প্রাচীন আদর্শ হইতে এ যুগের আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন হইয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে প্রাচীন আদর্শ উদারও ছিল। এই উদারতার ফলেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধমাত্রেই বিবাহ বলিয়া গণিত হইত এবং সে কালের নীতিকারেরা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলে বা ছলে উপভোগকারীকে উপভুক্তা রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। ফলে তাঁহাদের ধারণায় সমাজের অবশ্য মঙ্গলই হইত।

বর্ত্তমানে অবশ্য ব্রাহ্ম ও আসুর ভিন্ন অন্যপ্রকারের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। ব্রাহ্ম-বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুমাত্রের মধ্যে প্রচলিত। তবে বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম বিবাহেও একপ্রকার আসুরিকতা আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছামত আভরণাদি দান করিয়া কন্যাসম্প্রদান করা হয় না। এখন বরপক্ষ অযথা পণের দাবি করিয়া নিজেদের আসুরিকতার পরিচয় দেন; আর সেকালের আসুর-বিবাহ, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে শুল্ক বা কন্যার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন সমাজমাত্রেই এবং বর্ত্তমানের অনেক অসভ্য-সমাজে এইরূপ পণদ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ইউরোপীয়ের মতে ইহা ইংরাজীতে Marriage by purchase বলিয়া অভিহিত। রাক্ষস-বিবাহ এখনও পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাকে Marriage by capture বলা হয়।

ধর্ম্ম্য বিবাহ ও লৌকিক বিবাহে পার্থক্যের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম্য বিবাহ যাবজ্জীবন স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহাতে মোক্ষ বা বিচ্ছেদের—ইংরাজীতে যাহাকে আমরা Divorce বলি, তাহার ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম্য বিবাহের সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ পুত্রের, তদভাবে কন্যার উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তিহরণে প্রাশস্ত্য ছিল—(পুত্রবতঃ পুত্রাঃ দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ) তদভাবেই কেবল অন্য বিবাহে উৎপন্ন সন্তানেরা দায়াদ হইতে পারিত।

লৌকিক বিবাহগুলি বর্ত্তমানের Contract marriageএর মত ছিল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইলে—বিবাহবন্ধনচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইলে, বিবাহের মোক্ষ অর্থাৎ

Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ মাত্র বিবাহবন্ধন-রক্ষণে যত্নবান্ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইত না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ। কৌ°—১৫৫ পৃষ্ঠা।

শুধু বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ভিন্ন এ বিবাহগুলিতে দম্পতীর পক্ষে কতকগুলি আরও নিয়ম ছিল। এই সকল বিবাহে স্বামিদত্ত শুল্ক বা স্ত্রীধন ভর্ত্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে গান্ধর্ব্ব ও আসুরস্থলে তাঁহাকে সুদেমূলে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচস্থলে ভর্ত্তার পক্ষে ঐরূপ শুল্কের ব্যয় করা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাধা অনেক ছিল। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কেবল কন্যা উপর্য্যুপরি কন্যাজননী হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনর্বিবাহের অধিকার লাভ করিতেন।

বহুবিবাহ

কৌটিল্য বলেন,—বর্ষাণ্যষ্টৌ অপ্রজায়মানাম্ অপুত্রাং বন্ধ্যাং চাকাঙ্ক্ষেত। দশ নিন্দুং দ্বাদশ কন্যা-প্রসবিনীম্। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।—অর্থাৎ পত্নী বন্ধ্যা ও অপ্রজায়মানা হইলে স্বামী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বিবাহের পর কেবল একটী মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপর্য্যুপরি কেবল কন্যাসন্তানমাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভর্ত্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামার্থ বহুবিবাহস্থলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভর্ত্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব্ব-বিবাহিতা পত্নীর সন্তোষার্থ আধিবেদনিক শুল্ক অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

ফলতঃ আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের ভয়ে ও স্ত্রীর আধিবেদনিক শুল্কদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক শুল্কদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহু-বিবাহ করিতেন। আর রাজাদিগের ত কথাই ছিল না। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের সকল রাজারই বোধ হয়, বহু স্ত্রী ছিল। বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন মল্লিকা-নাম্নী এক ফলওয়ালীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার অজাতশত্রু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। অর্থ-শাস্ত্রের 'নিশান্তপ্রণিধি' অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। উহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্য সদাসর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, প্রধানা পত্নী দেবীপদবাচ্যা মহারাণীকেও সম্রাট্ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজান্তঃপুর রপিুক্ত্ররুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীজাতীয় রক্ষীদিগের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তি-স্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,—উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কোটিল্য বলেন,—"আবধ্যানিয়মঃ। পরদ্বিসহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ।" এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কন্যা যে শুল্ক পাইতেন, তাহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা কোন কারণে উপায়াক্ষম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দম্পতী ধর্ম্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাব-বশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় দোষের ছিল। স্বামীকে উহা সুদেমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহস্থলে উহা স্তেয় বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গান্ধর্ব্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিক-মুভয়ং দাপ্যেত। রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ।—১৫২ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীধন

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের age of consent বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীরও ঐরূপ ষোড়শ বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংসার—স্ত্রীর স্বামিসেবা, খোর-পোষ বা ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্ব

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে) অথবা স্বামীর আয়ানুযায়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (যথা পুরুষপরিবাপম্)। শুল্ক, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শা°—১৫৪ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি শ্বশুরকুলের অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন বা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াং), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না (শ্বশুরকুলপ্রবিষ্টায়াং বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্যা বা অবশতাপন্না হইলে বা স্বামীর আদেশ অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটু-সম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন। উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য বলেন যে, স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে—নগ্নে, বিনগ্নে, ন্যঙ্গে, অপিতৃকে, অমাতৃকে বলিয়া গালি দিতে পারিতেন, (নগ্নে বিনগ্নে ন্যঙ্গে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দ্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর মতিগতির

স্বামীর শাসন ও কর্তৃত্ব

পরিবর্ত্তন না হইলে, স্বামী চড়চাপড় বা বেণুদল বা রজ্জুর দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে বা ঐরূপ শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্য স্বামীকে বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্যের অর্দ্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেণুদলরজ্জু-হস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ। তস্যাতিক্রমে বাগ্‌দণ্ডপারুষ্যদণ্ডাভ্যাম্ অর্দ্ধদণ্ডাঃ—১৫৫পৃ°। কতকগুলি অপরাধে স্ত্রীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, দণ্ডিতা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীধন হইতেই উহা দিতে হইত।) নিম্নে উহার কতিপয় লিখিত হইল।

১। স্ত্রী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহার তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কোন স্ত্রী-প্রেক্ষাবিহার-গমন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীলোকনটীদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, ছয় পণ দণ্ড হইত। রাত্রিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে বা পুরুষপরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে যাইলে, যথাক্রমে ১২ পণ, ৬ পণ অর্থদণ্ড হইত। ঐরূপ অন্য কোন পুরুষের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে, দ্রব্যাদি আদান প্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেষু) স্ত্রীলোক-দিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠিন দণ্ড হইত, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠিন অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পতন ও পথ্যনুসরণাধ্যায়ে এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা কোন কার্য্যে গ্রামান্তরগমনের সময় স্বামিসঙ্গে বা কোন জ্ঞাতি বা গ্রামিকের বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কোন বিপদ্ হইলে বা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ একাকী গমন করিলে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। (প্রেতব্যাধিব্যসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্)॥ —১৫৭ পৃ°।

স্বামী অল্প দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন।

স্বামীর প্রবাসগমন

ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্ত্রী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ চারি বা আট বৎসর অতীত হইলে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণেচ্ছু

হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামিদত্ত ধনাদি প্রত্যর্পণ করিয়া যথেচ্ছ পিতৃগৃহে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারিতেন।

প্রবাসে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্য-নাটকাদিতে অবশ্য আমরা একবেণীধরা কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগবর্জ্জিতা প্রোষিতভর্তৃকার কথা পাই। তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিপাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন।

স্বামীর প্রবাসগমনের সময় নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী ঋণ-কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য স্বামী দায়ী হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—পতিস্তু গ্রাহ্যঃ—স্ত্রীকৃতম্ ঋণম্ অপ্রতিবিধায় প্রোষিতঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।

দীর্ঘপ্রবাস—প্রব্রজ্যা।

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেই রাজাদেশে দণ্ডিত হইতেন। এসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্বামীর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোরশাসনে উঁহাকে উহা হইতে বিরত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারেরই পরবর্ত্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিকবাদে ব্যথিত হইয়াও নশ্বর জীবনের দুঃখ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, স্ত্রীও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কমই ছিল। কতক লোক অন্যের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত। আবার এখনকার মত অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চকও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের কোন একটীতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথ-গামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্যের নহে। তিনি বলেন,—লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদ্ আপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্। অন্যথা নিয়ম্যেত। শুধু তাহাই নহে। পুত্র কলত্রের ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। কৌটিল্য বলেন,—পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃসাহসদণ্ডঃ। এ বিষয়ে রাজাদেশ বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কষ্টবৈরাগী প্রব্রজিতকে নাবধ্যক্ষ ও অন্যান্য শান্তিরক্ষকেরা গ্রেপ্তার করিতেন ও উঁহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথাযথ দণ্ড দিতেন। (১২৭ পৃ০—সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনং অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যব্যাধিতং ভয়বিকারিণং গূঢ়সারভাণ্ডশাসনশস্ত্রাগ্নিযোগং বিষহস্তং দীর্ঘপথিকং সমুদ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।)

শুধু তাহাই নহে, রাজাজ্ঞায় অকারণ-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বাণপ্রস্থী ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে সঙ্ঘাদি স্থাপন করিতে বা গ্রাম-নগরে বাস করিতে

দেওয়া হইত না। স্ত্রীলোককে ধর্ম্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রব্রজ্যার পথে লইয়া আসিলে, পূর্ব্বসাহস দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ)—(বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রারাম-বিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ—৪৮ পৃ°)।

এই ত গেল স্বামী স্ত্রীর কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বানপ্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা স্ত্রী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন; নিজের স্ত্রীধন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন। পরে তাহা পুত্রাদি কাহারও হস্তগত হইত। বালবিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎপুত্রাকেই বেশী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্ম্য বিবাহের পত্নীদের মান্যও অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সবর্ণা ধর্ম্ম্যবিবাহমতে পরিণীতা স্ত্রীই স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অসবর্ণা স্ত্রী

অনেকে আবার অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ আর্য্যেরা চিরকাল ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সবর্ণ বলিয়াই গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রাঃ সবর্ণাঃ॥" একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর সংসারেও বোধ হয়, কিছু হীনতা ছিল।

স্বামি-স্ত্রী জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্যাদের বিবাহের প্রদানিক বা dower সম্পত্তি হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। এরূপ বিভাগ স্থলে পুত্রদের সমান ভাগই হইত (জীবদ্বিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ;—১৬১ পৃষ্ঠা)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের হস্তে বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ইঁহারা ঐ পুত্র সাবালক হইলে, উহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে অনেকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয়, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্য ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু

সে যুগে উহা ঐরূপ কোন ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কৌটিল্য অপুত্রক রাজগণকে ঔরসাভাবে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন।—বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুতুল্যগুণবৎ-সামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

অনেকে দুহিতৃ-গর্ভজাত সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। আবার অনেকে পোষ্য-পুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসধর্ম্মা মাতা-পিতৃভ্যাম্ অদ্ভির্দ্দত্তো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সবর্ণ ও সদ্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলিত। পোষ্যপুত্রের ন্যায় অনেকে পরের—(মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে লালন পালন করিতেন—ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন—ইহাদিগকে অপবিদ্ধ পুত্র বলিত। এ সকলের অভাবে কানীন (কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ় (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র ভিন্ন (স্থানবিশেষে কৃত্রিম পুত্রও প্রচলিত) আর অন্য কোন প্রকারের পুত্রের দায়াধিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদিগের সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার জীবদ্দশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের নৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কৌটিল্য বলেন,—

একস্ত্রীপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ, ক্ষত্রিয়ানাম্ অশ্বাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণামবয়ঃ।

কাণলিঙ্গাস্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুষ্পদাভাবে রত্নবর্জ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যাণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিমুক্তস্বধা-পাশো হি ভবতি। ইত্যৌশনসো বিভাগঃ।—পৃ° ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশলাভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অজ সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অশ্বগুলি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কৌটিল্য বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির সাহায্যে তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও এই উদ্ধার ব্যবহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। মনু বলেন,—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরং।" কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয় যে, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে, সেইগুলি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা

এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠস্তু জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ—এইজন্যই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। ঐরূপ অন্যের মতে—জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্” ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিগুর্ণ, অন্যায়বৃত্তি, মানুষহীন হইলে তাঁহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

বহুবিবাহস্থলে অংশের তারতম্য দেখা যায়। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের তারতম্য হইত। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ পাইতেন, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারীজীবন

অতঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উপরোক্তগুলি ভিন্ন আরও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি বলা হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্ত্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে একভাবে রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের সমাজে স্থান উচ্চই ছিল; স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বা তাহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়েই সমাজের উৎকর্ষ-সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজমানপত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার ও শিক্ষারও অধিকার ছিল।[১] সমাজে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদের মধ্যে ঘোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময় সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও ঐ ভাব চলিয়াছিল। অবশ্য এ যুগ হইতেই সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিছু হীনও হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। বাল্য বিবাহের একেবারে প্রচলন হয় নাই। স্ত্রীলোক জ্ঞান-

১। যম ও হারীত পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

চর্চ্চায় বঞ্চিত হয় নাই এবং তখনও দেশে নিরিন্দ্রিয়া হ্মন্ত্রাশ্চ "স্ত্রিয়োঽনৃতং—" (মনু, ৯।১৮।) এই কদর্য্য আদর্শের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও এই ভাব চলিতে লাগিল। দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র—নির্ব্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণেতর পরিব্রাজকগণ জনসাধারণ সকলকেই (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্ব্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা সঙ্ঘে যোগদান করিল।

আন্দোলনে পড়িয়া স্ত্রীলোকেও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাণের পথে—প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারে অনুমতি দিলেন। মাতা গোতমীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও প্রিয়-শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষময় পরিণাম তাঁহার দুরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে স্ত্রীলোক ভিক্ষুণীব্রত লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা, কি সতী, কি কুলটা—সকলেই স্থান পাইল। থেরীগাথায় মুক্তা, সীহা, সুজাতা, গুপ্তা, অনুপমা, রোহিণী, সুমেধা প্রভৃতি কুলটার নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারের ফল বিষময় হইল। ইহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্ষুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক স্ত্রীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ কষ্টবৈরাগ্যে যাঁহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, ফলে ব্যভিচারও ঘটিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯—২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুণীর কলঙ্কের কথাও বিবৃত আছে।

সঙ্ঘের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। সংসারের দুঃখবাদপ্রচারে ও অবাধভাবে সঙ্ঘে যোগ দেওয়াতে এক উপায়ে আবার সমাজে কর্ত্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্ব্বাণলাভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী, পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং ইহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। থেরীগাথায় লিখিত ভিক্ষুণীদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। এগুলির অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে বিদ্বেষ দেখা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে থেরীগাথায় কুমারী থেরীদিগের বিবরণ হইতেও ক্ষেমা, কাশীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক থেরীর কাহিনীতেই স্ত্রী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার, সন্তানজননে দুঃখাদির কথা উল্লেখ আছে। কৃশা গোতমীর ন্যায় অনেকেই নারীজীবনের ক্লেশ ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। থেরীগাথা গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ থেরীদিগের দ্বারা রচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্বতম।

ধর্ম্মসূত্রের বিবাহবিধি

এই থেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত যে, উহা হইতে তাঁহাদের মনের ভাবের অকপট বর্ণনা আমরা পাইতে পারি। এই সকল কারণেই উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, থেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি জিনিস জানিতে পারি,—

১। স্ত্রীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি।

২। স্ত্রীপুরুষের সঙ্ঘে অবাধপ্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বহু কুমারী থেরীর কথা বলিয়াছি। কাশীসুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে, থেরীর কথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কুমারী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন তিন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাশক্তি স্বামিসেবা সত্ত্বেও তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সঙ্ঘে যোগ দেন এবং মনের ধিক্কারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

ব্যভিচারের আর একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপ্পলবন্নানাম্নী থেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিবার পরে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটী লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটীও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশার্থ গৃহত্যাগ করে। কিছুদিন পরে, সংযম-সাধ

স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যায় বাধা

মিটিলে, নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, উভয়ে পিতা ও কন্যা স্বামি স্ত্রী-রূপে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উপ্পলবন্না সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আসুং সপত্তিয়ো।
তস্সা মে অহু সম্বেগো অব্ভুতো লোমহংসনো॥—থেরীগাথা।১১।৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা

প্রচলিত হয় এবং পিতারও কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম-সূত্র-গুলিতেই এইগুলির প্রথম প্রভাব দেখা যায়।

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাত্তু যদীহ কন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমুদীক্ষমানা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥
যাবন্তঃ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যাম্ ইতি ধর্ম্মবাদঃ॥

এই শ্লোকগুলিতেই সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তবে তখনও ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরী-দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও ক্রীড়নক হয় নাই। তখনও সমাজ কন্যার সুখকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান ও অধিকার

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য—এই চারিটীকে আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন; পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব,—এই কয়টীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব্ব বিবাহ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বৌধায়ন স্পষ্টই বলেন,—গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ। ১।১১।২০

তাঁহার বিবেচনায় পরস্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষো নিবন্ধঃ) গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশংসার্হ। টীকাকার আপস্তম্ববচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিঃনেতরৎ আদ্রিয়েত।"

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও মত এইরূপ; তিনি বলেন,—

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত।
ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত-

ব্যবহার্য্যা ভবতি"।—এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসরের সময়েই কন্যাসম্প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে, পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব-ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদূষণের অপরাধে অপরাধী হইতেন না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্ত্তবপ্রজাতাং পরাণাম্ উর্দ্ধম্ অলভমানাং প্রকৃত্য প্রাকামী স্যাৎ। ন চ পিতুরপহীনং দদ্যাৎ। ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামতি।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তবায়াস্তুল্যো গন্তমদোষঃ। ততঃ পরমতুল্যোঽপ্যনলঙ্কৃতায়াঃ। ২৩১ পৃ°।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী যুগের মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষা স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ("ত্রিংশ-র্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্")। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমাইয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রণীত বা উহা সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায় যে, মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব যুগে স্ত্রী একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। তাঁহার স্ত্রীধন তাঁহার নিজের সম্পত্তিই ছিল। তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার (অবশ্য সাংসারিক বিপদ্ বা অভাব ব্যতীত) কোন অধিকারই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের যুগের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, স্বামীর কর্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডার্হ হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে ও উহাঁকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা (separation বা divorce) দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য) বন্ধনমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্) । অন্য বিবাহস্থলে যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিদ্বেষী হইলে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা—ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা, পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীত-শুল্ক প্রত্যাখ্যান করিতেন। স্ত্রী মোক্ষের প্রার্থী হইলে শুল্ক ফিরিয়া পাইতেন না।

"পুরুষবিপ্রকারাদ্বা স্ত্রী চেৎ মোক্ষমিচ্ছেৎ নাস্যৈ যথাগৃহীতং দদ্যাৎ॥"—কৌ° ১৫৫ পৃ°।

থেরীগাথায় ঈষীদাসীর জীবনীতেও স্বামীর প্রবজ্যাগ্রহণের জন্য উহাঁর দুইবার বিবাহের কথা

পাওয়া যায়। পুনর্ব্বিবাহিতার শুল্কসম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতিতে বা বশিষ্ঠ স্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথা আছে। যথা,—

বশিষ্ঠ বলেন,—

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭। ৭৪।

মনুও ঐরূপ বালবিধবার পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন; পরাশরাদি অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও ঐরূপ মত,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের নিষেধবিধি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। তবে পরবর্ত্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে সামাজিক আচার স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহাদির ফলে সমাজে ব্যভিচারাদি ঘটিবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত রাজবিধিতেও উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।[১]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১। স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যায় লইয়া ও স্ত্রীর ভরণপোষণের অপ্রতিবিধান না করিয়া সংসার ত্যাগ—এই উভয়ের সম্বন্ধে রাজকীয় নিষেধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গলা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষায় খুব সম্ভব কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কর্ম্ম-বাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট-রূপ বৈদিকে (বর্ত্তমানকালে) লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, ও লেট্-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র 'লট্'-এ, এবং 'লুঙ্' প্রথম পুরুষ এক বচনে ও '-মান'-প্রত্যয়-সিদ্ধ অসমাপিকা নাম-ক্রিয়ায় মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্য সমস্ত তিঙন্ত-রূপে আত্মনে-পদ-দ্বারাই কর্ম্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কর্ম্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে '-য়-' প্রত্যয়। এই '-য়-' প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত; ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচন-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√ 'কৃ' পরস্মৈপদী লট্—'করোতি, করোষি, করোমি'।
আত্মনেপদী—'কুরুতে, কুরুষে, কুরে'।
{কর্ম্ম-বাচ্য লট্—'ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে'।
কর্ম্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ এক-বচনে—'অকারি'।
নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া (কৃদন্ত)—'ক্রিয়মাণ'।

[এতদ্ভিন্ন বৈদিক রূপ—লেট্—'ক্রিয়ৈ' (উত্তম পুরুষ), 'ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ' (প্রথম পুরুষ)।
লিঙ্—'ক্রিয়েয়, ক্রিয়েথ, ক্রিয়েতাম্'।
লঙ্—'অক্রিয়ে' ইত্যাদি।
লোট্—'ক্রিয়স্ব' ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আর্য্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপর্য্যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙের লোপ-সাধন হয়; লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কর্ম্ম-বাচ্যে লট্, ও বিশেষণ-ক্রিয়া, এই দুই প্রকারের ক্রিয়া-পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত-যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়তে' পদ, প্রাকৃতে 'করিয়তি, করীয়তি করিয়্যতি; করিয়দি, করীয়দি, করিজ্জদি; করীঅই, করিঅই, করিজ্জই'—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে '-তি'-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের (অশোক অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতের), '-দি-' ও '-ই-' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতের (সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতের, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় '-য়-', প্রাকৃতে '-ইঅ-' বা '-ঈঅ-' অথবা '-ইজ্জ-' রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে '-য়-' পূর্ব্ব-গামী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতের বিকৃত রূপই

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্ট হয়; যেমন 'দৃশ্-য়-তে, দৃশ্যতে'=প্রাকৃতে 'দিশ্শতি, দিস্সতি; দিশ্শদি, দিস্সদি; দিস্সই, দিশ্শই'। সংস্কৃতের অনুসরণে, প্রাকৃতে আবার অকর্ম্মক-ধাতুতে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে; যেমন 'ভবীঅতি, হুবীঅদি'='*ভব্যতে', সংস্কৃত 'ভূয়ন্তে'।

§ ৩। ভারতে আর্য্যভাষায় প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গলা মারহাট্টী সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কর্ম্ম-বাচ্য কি উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিন্যাসাত্মক; ইহাতে অন্য কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটীকে ফেনাইয়া, কর্ম্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয়; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যীয় রূপ 'ক্রিয়তে'-র স্থলে, বাঙ্গলার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিন্যাস-ময় কর্ম্ম-বাচ্যীয় বাক্য, 'ইহা করা যায়, ইহা করা হয়', বা 'য়হ্ কিয়া জায়্, য়হ কিয়া জাতা হৈ'। এই বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আর্য্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের '-ইঅ-, -ঈঅ-' বা '-ইজ্জ-, -ঈজ-', আধুনিক যুগের আর্য্যভাষা-গুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আর্য্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিন্যাসাত্মক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আর্য্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিকে পাঁচটী ভাগে ফেলা যাইতে পারে; পশ্চিমা ভাষা—পূর্ব্বী- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী; দখিনা—মারহাট্টী; মধ্য-দেশীয়—পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দু বা হিন্দুস্থানী; ব্রজভাখা, প্রভৃতি); পূর্ব্বী—পূর্ব্বী-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরিয়া, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গলা-আসামী এবং উড়িয়া; এবং উত্তরিয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী (গঢ়ৱালী), এবং নেপালী বা খস্কুরা। এই-সকল আধুনিক আর্য্যভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরিয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য এখনও পুরা জোরে বর্ত্তমান; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্ব্বী, ও দখিনা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণ্যে অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, '-ঈ-, -ঈ-' বা '-ইজ-, -ঈজ-' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্ম-বাচ্য সংগঠিত হয়; যথা: পাঞ্জাবী 'মার্‌দা'=মারন্ত, মারয়ন্, প্রহার করিতে করিতে: 'মারিন্দা'=ম্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে; 'চাহ্‌দা'=চাহন্ত, প্রার্থয়ন্: 'চাহিদা'=প্রার্থ্যমান (বাঙ্গলায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজী demand অর্থে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়); 'পঢ়ে'=পঠতি, পড়ে: 'পঢ়ীএ'=পঠ্যতে, পঠিত হয়; সিন্ধী 'করীজে, পঢীজে'=কৃত হয়, পঠিত হয়; মাড়োয়ারী (মারৱাড়ী) 'করণো'=করণ, 'করীজণো'=কৃত হওন; নেপালী 'গরুঁ-লা (গর্-উঁ-লা)'=আমি করিব, 'গরীউঁলা (গর্-ঈ-উঁ-লা)'=আমাকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে,এক-মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে যা এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের

প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে ; কেবল উত্তম পুরুষে বর্ত্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় '-ঈ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; যেমন—'হুঁ করু'=অহং করোমি, আমি করি : 'অমে করীএ'=আমরা করি,—এখানে 'বয়ং কুর্ম্মঃ' ইহার বিকার না হইয়া, হইয়াছে, 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'-বাক্যের, 'ক্রিয়তে= করিঅই=করীএ'[১] ; আধুনিক গুজরাটীতে অন্যত্র আ-কারান্ত ণিজন্ত ক্রিয়াকেই কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আর্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যীয় পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই ; কিন্তু ইহার পুরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা কচিৎ দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাখা 'মারৈ'=মারে, মারয়তি, 'মারিয়ৈ'=মৃত বা প্রহৃত হয়, ম্রিয়তে। পূর্ব্বী ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আওধীতেও কচিৎ এই কর্ম্ম-বাচ্য মিলে ; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেস্‌সিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন[২]।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্ভ্রমে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন 'কীজিএ' বা 'করিয়ে', তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত ; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কর্ম্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ[৩]।

হিন্দীর 'কপড়া চাহিয়ে'=বাঙ্গলা 'কাপড় চাই,' এই বাক্য-দ্বয়ে 'চাহিয়ে' বা 'চাই' শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া ; 'চাই'='চাহিয়ে'=প্রাকৃতে '* চাহিঅই, চাহিয়দি' ; 'চাহ্' ধাতুর সংস্কৃত রূপ মিলে না ; মিলিলে, সংস্কৃত-রূপ '* চহ্যতে' বা '* চহ্যতে' এই প্রকার হইত। বাঙ্গলায় 'কি চাই'-এর সঙ্গে, 'কি চাও' এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 'কি চাই' =কিং প্রার্থ্যতে, ও 'কি চাও'=কিং প্রার্থয়ধ্বে ; 'তোমার আসা চাই'=তব আগমনং প্রার্থ্যতে। আধুনিক হিন্দীতে '-ই-, -ঈ-, -ইজ-, -ঈজ-' যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে ; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কর্ম্ম-বাচ্যের লোপ একটু

১। L. P. Tessitori- Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227তে গুজরাটীর 'করীএ' প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্য-রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন : কুর্ম্মঃ=করিমো=করিমু=করী =করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের 'এ'-প্রত্যয়=করীএ।

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A.R. Hoernle—Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে লাগে। পুরাতন মারহাট্টীতে '-ইঅ-' কর্ম্ম-বাচ্য প্রচলিত ছিল[১]। আধুনিক মারহাট্টীতে ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের[২] বাঙ্গলায়, ও মাগধী-প্রাকৃত-সম্ভূত, বাঙ্গলার ভগিনী-স্থানীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায়, প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার যুগের বাঙ্গলা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোন উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গলার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গলা ভাষানুশীলন-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে, [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুথী প্রকাশিত হইয়াছে: [ক] 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়'; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি 'চর্য্যাপদ' বা গান; পুথীতে ৫০টী গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গলা, বা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। [খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্ন বা কৃষ্ণ-পাদের 'দোহাকোষ'; এই দুইখানি দোহা-কোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে। গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মত, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহা-কোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ; এবং এই ভাষা বাঙ্গলা নহে। [ঘ] 'ডাকার্ণব' বা 'মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ্য'; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটী প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গলা নহে।

১। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

২। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: [১] প্রাচীন যুগ: বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গলায় বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্বস্থ-স্থানীয় অন্য ভাষা হইতে পার্থক্য-ভাব) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত; মোটামুটি ৯০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; [২] মধ্য যুগ: যে যুগে বাঙ্গলা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ- ও ব্যাকরণ-গত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে: মোটামুটী ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-ক্ষণীয় (Transitional), আদিম, মধ্যম ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১২০০-১৩০০; ১৩০০-১৫০০; ১৫০০-১৭০০; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ—১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ; এক্ষণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে।)

চর্য্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গলা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে[১]। দোহাকোষ-দ্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ৯-১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মত ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

১। চর্য্যাপদের ভাষা বাঙ্গলা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্য্যাপদের ৪৭টী গান আমরা পুথীতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে; পুথী লেখা হইয়াছিল নেপালে; নকলকার যে বাঙ্গলা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়; মূলের পাঠ যে বহু-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-প্রসূত, তাহা টীকায় প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাষাতে যে বিশিষ্টরূপে বাঙ্গলার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই কয়টী প্রধান বাঙ্গলা ভাব: কর্ত্তৃকারকে ও করণে 'এ, এঁ' প্রত্যয়; সম্প্রদানে 'রে'; অধিকরণে—'এ, ত, তে, তেঁ'; সম্বন্ধ-কারকে 'র, এর'; ক্রিয়াপদে অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব' (বিহারীর মত 'অল' 'অব' নয়—তবে 'অব' দুই এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে); অসমাপিকা ক্রিয়া—'ইআ' 'ই'; কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ায়—'ইলে'; এবং '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-নামের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাঙ্গলার বিশেষ রূপ। এতদ্ভিন্ন এই ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সহজেই মধ্য যুগের বাঙ্গলার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গলার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাঙ্গলা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গলা; এবং গানের অনেক পদের বা কলির ছায়া মধ্য যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান; একটী দৃষ্টান্ত: ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে:— 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী': শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, ৭৮ পৃষ্ঠায়, 'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী'; ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥' কবিকঙ্কণে, 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

চর্য্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাঙ্গলা-দেশের; নৌকা, গুণ-টানা, নদী লইয়া এত উপমা তো বাঙ্গলা-দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম্ম, ও সহজিয়া ঢঙের গান রচনা করা ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গলা-দেশেই প্রচলিত; বৈষ্ণব-পদাবলী, দেহ-তত্ত্বের গান, বাউলের গান, শ্যামা-সঙ্গীত, এ-সবের আদিতে এই চর্য্যাপদ ও তজ্জাতীয় গান। বাঙ্গলা-ভাষী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে; তাহার আগে বাঙ্গলা-ভাষা গড়িয়া উঠে নাই; তাই বাঙ্গলা-দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা বড় সাহিত্যের ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত; এবং লুইং কাহ্ন, ভুসুকু প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই পশ্চিমা অপভ্রংশের রেওয়াজ অন্তর্হিত হয় নাই। কাহ্নু, সরহ প্রভৃতি ইহাঁরা নিজ মাতৃ-ভাষা বাঙ্গলায় এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ে গান ও

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', বাঙ্গলা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্য্যাপদে বাঙ্গলা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গালা মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গলা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুথীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থায় প্রাচীন-লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুথীখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুথীখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গলার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। *অন্যথা, বাঙ্গলার অন্যান্য প্রাচীন* কবির ভাষার মত, পরবর্ত্তী পুথী-পরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া *আসিতে আসিতে,* শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গলার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক[১]। *ইংরেজী ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়ামন,* ওর্‌ম্ ও চসারের ভাষার তথা আংগ্লো-সাক্‌সনের যে স্থান, বাঙ্গলা-ভাষানুশীলনে *যথা-ক্রমে* শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চর্য্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

কবিতা রচিয়া গিয়াছেন; যেমন পরবর্ত্তি-যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিমা ভাষার বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলা-দেশে থাকার দরুন, চর্য্যাপদের বাঙ্গলায় কতকগুলি পশ্চিমা ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের রূপ আসিয়া গিয়াছে; যেমন—'কিউ'=কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ হইবে 'কৈল'; 'চলিউ'=বাঙ্গলা 'চলিল'; 'জো সো'=বাঙ্গলা 'জে সে'; 'তসু'=তস্য,=বাঙ্গলা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি; ইহা খুবই সম্ভব যে, নেপালে বাঙ্গলা-ভাষায় অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গলা রূপের পরিবর্ত্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা; চর্য্যার ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতের দুই ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন—বর্ত্ম > বট্ট > বাট; ধর্ম্ম > ধম্ম > ধাম; আয়াত+ইল+ক > আয়িল্ল > আয়িল, আইল; শয্যিকা > সেজ্জিআ > সেজি; ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আর্য্য-ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'খিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ধরিয়া দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্য্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। জারমানির বোন্-বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্য্যাপদের ভাষা যে 'নিঃসন্দেহ-রূপে' বাঙ্গলা, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সংশয়-প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।) কিন্তু বঙ্গ-ভাষানুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না; নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের স্থায় প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

§ ৮। সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, '-ই-, -ইজ্জ-, -ঈজ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মিলে; যেমন—'পুরাণে বক্খানিজ্জই' ('বৌদ্ধগান ও দোহা,' পৃঃ ৮৯)=পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়; 'সো মাই কহিজে' (পৃঃ ১০৩; ='সো মই কহিজ্জই')=তাহা মৎ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়; 'সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৩)=সে পরমেশ্বর [এর বিষয়] কাহাকে কহা যায়; 'বিসয় রমন্ত ণ বিসঅ বিলিপ্যই (=বিলিপ্পই)' (পৃঃ ১০৫)=বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে); 'দেব পি (=বি) জ্জই (=জই) লক্ক (=লক্খ) বি দীসই, অপ্যণু (=অপ্পণু) মারীঈ, স [কি] করিঅই' (পৃঃ ১০৬) =যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ক) দৃষ্ট হন (দীসই=দিস্‌সই=দিস্‌সদি=দৃশ্যতে), নিজে (অপ্পণু) সে মরে (মারীঈ=মারীঅদি=ম্রিয়তে), কিই ব করা হয় (করিঅই=ক্রিয়তে); 'কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৯)=কাহাকে কহা হয়; 'অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই জহি মন মানস কিং পি ন কিজ্জই' (পৃঃ ১২৯)=সেই নির্ব্বাণকে এরূপ বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না; 'জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বি ভিজ্জই, জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিব হো কিজ্জই' (পৃঃ ১৩০)—যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয়; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশে '-ই-'প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, '-ইজ্জ-'প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে; এখানে কিন্তু '-ই-'র ব্যবহার মিলে, '-ইজ্জ-'র নহে; '-ই-' ভিন্ন, পূর্ব্ব-ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত '-য়'-কারের দুইটী নিদর্শন আছে। যেমন—'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (চর্য্যা ১)=সকল-সমাধ্যা কিং ক্রিয়তে; 'হরিণা হরিণির নিলয় না জানী' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য হরিণীকরঃ (=হরিণ্যাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে; 'হরিণার খুর ন দীসঅ (দীসই)' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য-করং (=হরিণস্য) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে; 'পারিঅই' 'ভাবিঅই' (চর্য্যা ২৬)=প্রাপ্যতে, ভাব্যতে; 'দুহিঅ' (চর্য্যা ৩৩)=দুহ্যতে; 'ছিজই' (চর্য্যা ৪৫)=ছিদ্যতে। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য চর্য্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত 'জা' বা 'যা' ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়; যেমন 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২)=ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

'-ই-, -ইজ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গলার উদ্ভব, তাহাতে '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র '-ইঅ-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। 'যা' ধাতুর সাহায্যে বিন্যস্ত বাক্য-মূলক কর্ম্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪৭টী চর্য্যাপদে '-ই-' কর্ম্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টী পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাঙ্গলায় এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের মুমূর্ষু চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গলা-ভাষীদের ভাষাত্ম-বোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের স্থান নাই; তাই ইহা বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের দিকে আগুয়াইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সত্তা দুর্ব্বল ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্ত্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্ত্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে '-ই-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল:—

পৃঃ ১৯—'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ॥ ৪॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল—চেন কাম না করিএ।'

('করিএ' = করিঅই = ক্রিয়তে; এরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃঃ ৫৭—'আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।

(অভিমন্যুঃ বীর ইতি ত্রিভিলোকৈঃ ভদ্রং জ্ঞায়তে = জাণিঅদি, জাণিঅই, 'জাণী'।)

পৃঃ ৫৯—'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।'

('সাধিএ'—তৎসম 'সাধ্' ধাতু, কর্ম্মবাচ্যে = দান সাধা হয়।)

পৃঃ ১১৮—'ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।'

('খাইএ' = খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে); দুই হাতে খাওয়া হয় না, দুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়)।

পৃঃ ১৩৭—'আপণা রাখিএ আপণে।'

('রাখিএ' = রক্‌খিঅই = রক্ষ্যতে; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃঃ ১৪৫—'নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী॥
কথো দুর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ॥'

('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = * দৃশ্যতে = দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃঃ ১৮৪—'বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।' ('পাইএ' = পাবিঅই = প্রাপ্যতে।)

পৃঃ ১৮৫—'গোপত কাহ্নত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী।' ('বারী' = বারিঅই = বার্য্যতে।)

পৃঃ ২৮৯—'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন ঘুসিএ জগতজনে ল।'

('ঘুসিএ' = ঘোসিঅই = ঘুষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃঃ ৩৬৭—'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে॥'

('জুড়িএ' = জোড়া হয়; তাপে, বাপে = করণে তৃতীয়া।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রকারের '-ইএ-, -ইয়ে-' প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই '-ইএ-' কে বর্ত্তমান উত্তম-পুরুষের '-ই-' প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও '-এ-'কে ছন্দোরক্ষার জন্য আনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'পাইএ' 'করিএ' প্রভৃতি পদ খাঁটী কর্ম্ম-বাচ্যের পদ; কর্ম্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। 'পাইএ, করিএ' প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলা ভাষার পদ, চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলা 'পাৱিঅই, করিঅই'-এর পরিবর্ত্তিত রূপ; = প্রাকৃতে 'পাৱিঅই, করিঅই' < * 'পাৱিঅদি, করিঅদি < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কর্য্যতি < প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রা-বাং তে কর্ম্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কর্ত্তৃবাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে > অমে করীএ', অর্থাৎ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গলার ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায়), কর্ত্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গলায়ও বিরল নয়। সর্ব্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক; সংস্কৃত 'অহম্' শব্দে স্বার্থে '-ক' যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতে 'অহকং' রূপ সৃষ্ট হইল; 'অহকং' অশোকের গৌলি-লিপিতে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়। 'হকং' হইতে প্রা-বাং-তে 'হউঁ' (হকং > *হগং > * হঅং > * হৱং > হউ); 'হউঁ' চর্য্যাপদে 'হাউঁ' এই রূপে মিলে। যেমন, 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কাপালী' (চর্য্যা ১০); 'এত কাল হাউঁ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' (চর্য্যা ৩১)। প্রা-বাং তে 'হাঁউ'এর পাশাপাশি 'মই, মই' রূপও প্রচলিত ছিল; 'মই'<সংস্কৃত 'ময়া'+তৃতীয়ার '-এন'='*ময়েন'। আদিম-মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এই 'হউঁ' লুপ্ত হয়, 'মইঁ, মুই, মুঞি' তাহার স্থান লয়: প্রথমার 'হউঁ' ও তৃতীয়ার 'মইঁ' দুইয়ে মিলিয়া যায়, 'মইঁ'-ই দাঁড়াইয়া যায়। ('আহ্মা' 'আহ্মী' মূলে বহু-বচনের সর্ব্বনাম; ইহা মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এক-বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে: আহ্মা<অম্ম-; আহ্মী<অম্হেহি, অম্হহি<অস্মাভিঃ)। 'হউঁ' লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা '-ত'+'-ইল-' প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগধী অপভ্রংশে উদ্ভূত হয়, যাহা হইতে বাঙ্গলার অতীতের 'ইল' প্রত্যয় ('চল্' ধাতু+'ত'=চলিত; চলিত+ইল=চলিঅ+ইল্ল, চলিল্ল=চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম-পুরুষে 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিল, চলিলা+হঁউ >চলিলহোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলওঁ, চলিলাওঁ, চলিলোঁ>চলিলুঁ, চলিলুঙ, চলিলুম>চ'ললুম, চলিনু, চলনু' ইত্যাদি। তদ্রূপ, 'তব্য'-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, যাহা বাঙ্গলা ও উড়িয়াতে 'ইব' প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিতব্য=চলিঅব্ব, চলিব; চলিব, চলিবা+হউঁ > চলিবহোঁ, চলিবাহোঁ>চলিবোঁ>চ'ল্‌বো, >চলিমু, চ'ল্‌মু'; ইত্যাদি। মধ্যম-পুরুষেও তদ্রূপ 'ত্বং'>'তু', ক্রমে তৃতীয়ার 'ত্বযা'+'-এন'> * 'ত্বয়েন' > 'তইঁ, তুই' কর্ত্তৃক দূরীভূত হইল।

তদ্ভিন্ন, আধুনিক অন্যান্য আর্য্য ভাষার মত, প্রা·বাংতে ও সকর্ম্মক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে '-ত-' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত : যেমন—'ময়া পুস্তিকা পঠিতা' = '* মই পোথী পঢ়িলী,' পরে 'মই পুথী পঢ়িলা + হউঁ = পঢ়িলাহোঁ, পড়িলুম'। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্ত্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত : যেমন 'অহং চলিতঃ' = '* হউঁ চলিল'; 'রাধিকা চলিতা' = 'চলিলী রাহী'। 'হউঁ চলিল'—এখানেও 'হউঁ' ক্রমে 'মই' কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল; কর্ত্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ[১]। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গলায় ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড় একটা ছিল না; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল '-এ'; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সানুনাসিক '-এঁ' (= সংস্কৃত '-এন'), কিন্তু '-এঁ-' প্রথমাতে (কর্ত্তৃ-কারকে) ও যুক্ত হইত। এই-সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গলায় ক্রিয়া-পদের কর্ম্ম-বাচ্য হইতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্ত্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাক্য-রীতি; কর্ম্ম-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে; কর্ম্ম-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে; বিশেষ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশী করিয়া খাটে। প্রা-বাং ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলাতে ভাব-বাচ্যের সূক্ষ্ম ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গে জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ' (পৃঃ ৩৬৪)—এখানে 'জাইএ, পাইএ' = গম্যতে, প্রাপ্যতে; গম্যতে = 'কোনও অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক গমন-ক্রিয়া সাধিত হয়'—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্ত্তে, 'লোকে যায়', 'মানুষে যায়' এইরূপ সরল ধারণাই সহজ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১৩। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

'নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে'। ('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = দৃশ্যতে)।

'অবলা পরাণে এত কি সহিএ'। ('সহিএ' = সহা হয়, সহা যায়)।

'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে'।

('কাটিয়ে দে' < কাটিঅই দেহ = কট্টিঅই, কট্টিঅদি, কৃত্যতে দেহঃ = দেহ কর্ত্তিত হয়)।

১। এখানে অনেকে মাগধী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রভৃতি ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় কর্ত্তা বরাবরই তৃতীয়ায়, অর্থাৎ করণ হইতে কর্ত্তা অভিন্ন; এ সম্বন্ধে Jaeschke কৃত Tibetan Grammar (1883), § 30 দ্রষ্টব্য।

'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' ('শুনিএ'=শুনিঅদি, শ্রুত হয়।

ব-সা-প—পৃঃ ১২২৩—

'সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হইতে॥……
হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার॥'

('জানি'=জানিঅই=জ্ঞায়তে; 'পাইয়ে'=প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—'যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।' ('দেখিএ'=দৃষ্ট হয়)।

'বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।' ('জানিএ'=জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাঙ্গলায় এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অন্য ভাষা-দ্বয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—'লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ।'

(জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—'জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।'

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—'পঢ়হি ন পারিঅ আখর-পাতি।'

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—'সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।'

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—'সব তহ সুনিঅ ঐসন বেবহারা।'

(তার যে এমন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে শুনা যায়)।

৬০—'মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাবন, জে দিঅ তহিক উপাম রে।'

(মধুরিপুর মত শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬৭—'ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।'

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-দাসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—'কম্পিই তাহার নিজ দেহী।' ('কম্পিই'=কম্প্যতে, কাম্পিত হয়)।

পৃঃ ৩৩—'দেহ-মান দিশই খর্জ্জুর-বৃক্ষ প্রায়।' ('দিশই'=দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—'দশ দিশ অন্ধকার, কিছি হি ন দিশি।' (=দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত আসামী ও বাঙ্গলায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না—বাঙ্গলা-আসামী,

উড়িয়া, মৈথিল-মগহী, ভোজপুরিয়া, এই কয় মাগধী-সম্ভূত আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গলার কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য, যেখানে কর্ত্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে '-য়-'>'-ইঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, 'কাপড় ছিঁড়ে', 'বাঁশ ভাঙ্গে,' 'শাঁখ বাজে', 'হাঁড়ী ভরে' ইত্যাদি। এখানে 'ছিঁড়ে, কাটে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে' প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃতে 'ছিণ্ডিঅই, কট্টিঅই,ভঙ্গিঅই বা ভঞ্জিঅই, বজ্জিঅই, ভরিঅই,' আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলার 'ছিণ্ডিএ, কাটিএ, ভাঙ্গিএ, বাজিএ, ভরিএ'; পরে কর্ত্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গলা বৈয়াকরণদের নিকট কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়[১]; যেমন 'যবঃ পচ্যতে'=যব পাকে; 'লোষ্টাঃ শীর্য্যন্তে'=মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গলার সাধারণ নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার 'এ কাজ করে না,' 'জ্বর হ'লে নায় না', 'রবিবার দিন মাছ খায় না' প্রভৃতি বাক্যে, 'করে', 'খায়', 'নায়', আপাতদৃষ্টিতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষ বর্ত্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে—

পৃঃ ১৮৫—'লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতি না করী।'
পৃঃ ২৩৬—'প্রভু হয়িআঁ হেন না করী।'
পৃঃ ২৫৭—'কেহ তার না কহিএ মরণে।'

মধ্য-যুগের বাঙ্গলা উদাহরণগুলিতে '-ইঅ-' প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। 'এ কাজ করে না'<'এ কাজ করিএ না'=প্রাকৃতে 'এঅং কজ্জং ণ করিঅই'='এতৎ কার্য্যং ন ক্রিয়তে'। যেমন অন্য অবস্থায় ঘটিয়াছে, কর্ম্ম-বাচ্য ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কর্ত্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গলা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্যময়। যেমন—

'জামায়ের জন্যে মারে হাঁস। গুষ্ঠী-শুদ্ধ খায় মাস॥'
('মারে হাঁস'=হাঁস মারিএ=হংস মারিঅই=হাঁস মারা হয়;
'খায় মাস'=মাস খাইএ=মংস খাইঅই=মাংস খাওয়া হয়)।
'এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে॥' (=দীয়তে কন্যা)।

§ ১৭। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায়, 'ইউ' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়া-পদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল:—

১। J. S. Speyer, 'Vedische und Sanskrit-syntax,' § 169.

পৃঃ ১৪০—'নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ১৪১—'আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।'

পৃঃ ১৪১—'পসার সাজিউ দধি দুধে, সেসি জীবার উপাএ।'

পৃঃ ২০৪—'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।'

পৃঃ ২৫৩—'যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখীগণে।'

পৃঃ ২৭০—'দধি বিকে জাইউ মথুরা।'

পৃঃ ২৯২—'সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।'

পৃঃ ৩১০—'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ৩৪৫—'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।'

পৃঃ ৩৪৭ – 'কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।'

এই 'ইউ' প্রত্যয়ের দ্বারা বিধিলিঙ্‌ ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে : 'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে'—এই বাক্যে, 'করিউ যতনে' কে কর্ম্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়, = ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ 'বারতা পুছিউ' = বার্ত্তা পৃচ্ছ্যতাম্ ; 'যাইউ' = গম্যতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এই 'ইউ-' প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কর্ম্ম-বাচ্যের '-ই-' তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের '-উ' (= সংস্কৃতের '-তু') যোগ করিয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ বর্ত্তমান '-ওঁ' প্রত্যয়, ও মধ্যম পুরুষের 'হু' প্রত্যয় (= সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—'চলস্ব' = 'চলস্‌' > 'চলহু'), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলার আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিন্যাস-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই ; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায় ;

[৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায় ; [৪] আমি দেখা পড়ি ; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয় ; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কর্ম্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে [১], [৪] ও [৬]-ই যথার্থ কর্ম্ম-বাচ্য, যেরূপ কর্ম্ম-বাচ্য ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায় ; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। এই ছয় রীতির প্রচার বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ ; তবে ইহাদের অর্থ-ঘটিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] 'আমি দেখা যাই'। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—'আমি' সর্ব্বনাম কর্ত্তৃ-কারক + 'দেখা' = '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া, + 'যা' ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে 'দেখা গেলাম',

ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্ত্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চলিলেও, ইহা বাঙ্গলার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ, যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম্ম সু নির্দ্দিষ্ট, তখন কর্ম্ম-পদকে কর্ম্ম-বাচ্যীয় কর্ত্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গলার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট, সেখানে '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার সহযোগে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'ইহা' উহ্য); 'যদি বলা যায়' (কর্ত্তৃ কারকে নীত কর্ম্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ্য); 'শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা' 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ্য)।

কর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশী প্রবণতা আসে. কর্ম্ম-বাচ্যীয় 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোন ও বিশেষ অর্থ নাই—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোন ও বিপদে পতিত হই; কিন্তু ভাব-বাচীয় 'আমাকে মারা যায় (হয়)' এখানে 'মার' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যাওয়া' এই যুক্ত ধাতু-দ্বয়ের দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গলায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম + বিশেষণ ক্রিয়া + যা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গলায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৩—'তোহ্মা যাইবেঁ মার' = তুমি মার যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁন্ধিল জাই' = বাঁধা যায়। চর্য্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড়্হিল জাঅ' (চর্য্যা ৩৩) = বিকলাঙ্গ সংসার বর্দ্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য সকর্ম্মক ক্রিয়া, অতএব কর্ম্ম-বাচ্য নহে)।

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়' : এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে '-আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা' = দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়' = আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ বিশেষণ ক্রিয়া, এবং সমস্ত বাক্যটী ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত : আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয় = আমাকে দেখা যায়। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্ত্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুঝে দেখতে হৈঁ' = লোকে আমায় দেখে; কর্ম্ম-বাচ্যে, 'মৈঁ দেখা জাতা হূঁ' = আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুঝ্‌কো দেখা জাতা হৈ' = আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের মূল কি? যা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই' 'খাইজ্জই' 'দিজ্জই' প্রভৃতি '-ইজ্জ'- প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি '-ইঅ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ-যুগের '-ইজ্জই' -প্রত্যয়ই, আধুনিক আর্য্য ভাষায় 'জাই' বা যা-ধাতু-যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপান্তরিত হইয়াছে, এরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্যোতনায় 'মরৃই' = * মরতি * মরতে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই'

পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে 'মরি+জই বা জাই=মরিয়া যায়', এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে, এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অন্ত অকর্ম্মক ধাতুতেও যা-ধাতু-কে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত সংযুক্ত-ধাতুর মত প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন 'চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঁগি জাই' ইত্যাদি। এখনে 'চলি, পড়ি' প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া, নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া, এইরূপ নানাভাবে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কর্ম্ম-পদ কর্ত্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—'* হউঁ দেক্খিজ্জই'='*মই দেখি জাই'='*মুই দেখিআ জাই'='আমি দেখা যাই'; পরে, 'আমাকে দেখা যায়'। উত্তম পুরুষে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে, এ কথা এস্থলে বলা দরকার; ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দ্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেই খানেই কর্ম্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষার কর্ম্ম-বাচ্যে √ যা-ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্‌স্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১]। বাঙ্গলায় ক্রিয়ার যে শক্যতার ভাব √ যা-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিলিঙের প্রত্যয় '-এজ্জ-'র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর পারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'সংস্কৃত' '-য়-' প্রত্যয় (কর্ম্ম-বাচ্যে) '-ইঅ-' তে রূপান্তরিত হয়; '-ইজ্জ-', পশ্চিমা-প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাঙ্গলায় '-ইজ্জ-' > যা-ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৩] 'আমাকে দেখন যায়।' এই-প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন, এবং চর্য্যাপদের বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিলে। 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২), 'কহণ ন জাই' (৩৫), 'লেপন জায়' (৪); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—পৃঃ ৩৮ —'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'; ৫৮ পৃঃ—'প্রাণ ধরণ না জাএ।' মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ অজস্র। আধুনিক বাঙ্গলায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য আধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে '-অন'-প্রত্যয়ান্ত নামের সহিত যা-ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ-কাল তাদৃশ মিলে না; ইহা বাঙ্গলা ভাষারই বিশেষত্ব; মৈথিলী মগহী ভোজপুরিয়াতে -'অল, -অব' প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িয়াতে '-ইবা' প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশী।

'করণ জায়'—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, 'সংস্কৃত যুগের' '-অনীয়-ক'-প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 'করণীয়ক>করণিজ্জঅ>করণি জাএ>করণ জায়'; তদ্রূপ 'পঠনীয়ক>পঢনিজ্জঅ>পঢ়নি জায়>পঢ়ন, পড়ন যায়।' এই বিশ্লেষ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা — 'ই'-কার যুক্ত রূপ—বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য-যুগের আওধীতে)

১। Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages, III, pp. 73-74.

ইহা বিদ্যমান আছে ; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে 'বরনি জায়', 'কহনি জাই' ইত্যাদি। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় 'না যায় কহনে'—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায় ; এখানে 'কহনে'র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্ব্বাবস্থার 'ই'-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে ('কহনিজ্জঅ > কহনি জাই > কহনে জায়')। '-অন-' প্রত্যয় যুক্ত নাম, + √যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আসিয়া যায়, এরূপ অনুমান হয়। এইরূপ বিশ্লেষ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ্-অর্থক নিপাত 'না'- এর যোগে 'কহন না জায়', এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। 'না জায় কহন'—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। 'না কহন যায়', এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু 'কহন যায় না' চলে ; ইহার কারণ এই যে, নাম-শব্দকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ 'না'-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গলার রীতি নয়।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় কচিৎ অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়ার প্রয়োগও দেখা যায় : 'নিবার না যায় রে' (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৯৮১), 'বোল না যায়', ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গলায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সঙ্কোচনে এইরূপ ঘটিয়াছে : 'নিবারণ না যায়' স্থলে 'নিবার না যায়'।

§ ২২। [৪] 'আমি দেখা পড়ি।' এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গলার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনা থাকে। এই প্রয়োগ পুরা কর্ম্ম-বাচ্যের। 'দেখা' = আকারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া। 'পড়' ধাতুর এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ, দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা আর্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না ; আর্য্য ও দ্রাবিড় দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক, এবং ইহাকে দুই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-প্রণালী একই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

'আমাকে দেখা পড়ে'—'পড়' ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] 'আমাকে দেখা হয়।' এখানে 'দেখা' পদ, 'আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয় : 'আমার সম্পর্কে দেখা-ক্রিয়া ঘটে।' 'দেখা' = দেখন, দর্শন, এই নাম-শব্দ এখানে 'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটিই বাক্যের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ভাব ; ইহার সহিত 'দেখা যায়' বা 'দেখা পড়ে', এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, 'দেখা পড়ে' বাক্যে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু 'দেখা হয়'—ইহাতে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—'দেখা গেল, দেখা পড়িল' = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু 'দেখা হইল' = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে অর্ব্বাচীন-কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] 'আমি দৃষ্ট হই'। সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক-রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতী সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়ান্ত

ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবু ও, ইংরেজীর অনুকরণে, আজকাল সাহিত্যের ভাষার ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে অনুমান করা যায়।

§ ২৫। 'আছ' ধাতুর সহিত 'আ'-কারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত-পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ আছ-ধাতু-জ ক্রিয়ার কর্ত্তা: যেমন—'এ বই আমার পড়া আছে' = আমা-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও বিদ্যমান; 'মাছ ধরা আছে' = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও ধৃত অবস্থায় বিদ্যমান; 'এ কথা সকলের জানা আছে' বা 'ছিল' ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। 'চল' ও 'খা' ধাতু-দ্বয়-যোগেও বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ-দ্বয় অতি মাত্রায় idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গলার স্বকীয় প্রকৃতি-গত। 'দেখা চলে'—এখানে 'দেখা' অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়া; তদ্রূপ 'বলা চলে' ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্ত্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দ্দিষ্ট, বা অপ্রধান।

'খা' ধাতুর প্রয়োগ 'সহা' অর্থে—'মার খাওয়া' = প্রহৃত হওয়া; খালি 'মার' শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য আর্য্য ভাষায় 'খা' ধাতুর ও দ্রাবিড়েও (দ্রাবিড়ে 'উণ' ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্যের ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক। যেখানে আলাপ করিবার সময়ে সাধারণ 'তুমি' কিম্বা সম্মান-সূচক 'আপনি', কোন্‌টা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্ত্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালান হয়; যেমন—'কি করা হয়,' 'কোথা থাকা হয়' ইত্যাদি। 'ধরে নেওয়া যাক্'—প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক বাক্যেও কর্ম্ম-বাচ্যেরই প্রয়োগ।

তুলনীয়—'এখানে দিয়ে যাওয়া যায় না' = কেহ যাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য 'যাওয়া যায়' = জাইজ্জই = গম্যতে; এ-ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট-রূপ 'ইজ্জ'-প্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম-বাচ্য হইতে উদ্ভূত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; 'এখান দিয়ে যায় না' = সাধারণ নিষেধার্থক 'যায়' = জাইঅই—'ইঅ'-প্রত্যয়-সহযোগে নিষ্পন্ন খাঁটী বাঙ্গলার পুরাতন কর্ম্ম-বাচ্য।

[৩] বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ম্মণি' ও 'ভাবে' প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষার সকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে কর্ত্তরি-প্রয়োগ অজ্ঞাত, কর্ম্মণি বা ভাবে-প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্ত্তৃ-বাচ্যে অকর্ম্মক-ক্রিয়া—'বহ্ গয়া' = অসৌ গতঃ।

কর্ম্ম-বাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়া	'উস্‌নে রাজা দেখা' = তেন রাজা দৃষ্টঃ।
	'উস্‌নে রাজা দেখে' = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ।
	'উস্‌নে রানী দেখী' = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা।
	'উস্‌নে রানিয়াঁ দেখীঁ' = তেন রাজ্ঞ্যঃ দৃষ্টাঃ।
ভাবে সকর্ম্মক ক্রিয়া	'উস্‌নে রাজাকো দেখা' = তেন রাজ্ঞঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রাজাওঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞাং বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রানীকো দেখা' = তেন রাজ্ঞ্যঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রানিয়োঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞীনাম্ বিষয়ে দৃষ্টং।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন 'উস্‌নে গয়া' = তেন গতম্, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে কচিৎ মিলে।

সকর্ম্মক অতীতের ক্রিয়া মূলে ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার স্থানীয়। ইহা কর্ম্মকে অনুসরণ করে, কর্ম্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; এবং কর্ত্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গলায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রা-বাংতে বিদ্যমান ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গলায় কর্ম্ম বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্ত্তৃ-বাচ্যে আসিয়া যায়। চর্য্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়; যথা 'খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি': (৮) 'কাচ্ছি' স্ত্রী-লিঙ্গ, কাজেই 'মেলিলি'—ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ = খুণ্টকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা; 'তোহর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী' (১০) = তোর তরে মুই ঘলিলী হাড়েরী মালী = ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থি-রচিতা মালিকা; 'সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলী' (২৮) = * শয্যিকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা; 'ঘরিণী লেলী' (৪৯) = গৃহিণী নীতা। অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্ত্তার বিশেষণ হইত; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় কচিৎ রক্ষিত আছে; যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'চলিলী রাহী' = চলিতা রাধিকা। পরে মধ্য-যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অন্তর্হিত হয়। '-ইল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্ব্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের 'অ-খাদয়্ ৎ, আ-খাদয়-ঃ' প্রভৃতি তিঙন্ত-পদের মত, বাঙ্গলার ক্রিয়ার রূপ 'খা-ইল—অ' = খাইল 'খা-ইল—আ' = খাইলা, 'খা-ইল—আম্' = খাইলাম তে দাঁড়াইয়া যায়।

[৪] ণিজন্ত-রূপের কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার।

§ ২৯। বাঙ্গলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় ণিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান। হর্‌নলে ও তেস্‌সিতোরি এই প্রয়োগ লক্ষ করিয়া গিয়াছেন[১]।

১। Gaudian Grammar, § 484; Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্য-প্রকার কর্ম্ম বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবল মাত্র এই ণিজন্ত-প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাঙ্গলা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পৃঃ ৮৯—'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' =কথিত হয়); পৃঃ ১৮৬ 'যেহ না ছাড়াএ বোল' (=বিক্ষিপ্ত হয়);

আধুনিক বাঙ্গলা—

'বেশ মানায়'; 'কথাটা ভাল শুনায় না'; 'কথাটা চারাইয়াছে'; 'সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়'; 'এতে কিন্তু দোষ খণ্ডায় না'; 'যত পরখায়, তত দোষ বার হয়'; 'দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়'; 'এটা তত খারাপ দেখাবে না', ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃকত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের ধ্রুব-চরিত্র (কাঁথী সংস্করণ), পৃঃ ৮—'সে বোলাই পাটরাণী'; পৃঃ ৪৮—'দেবগণ মধ্যে তু বোলাউ সুনাশীর'; পৃঃ ২৬—'দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র-রাজ এ বোলাই,' ইত্যাদি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[টিপ্পনী :—এই প্রবন্ধে আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী' বানান লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ 'গুজরাতী, মরাঠী' লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী (বা মারাঠী') লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব রূপ। 'সংস্কৃত' পদ 'গুর্জ্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি : 'গুর্জ্জরত্রা > গুজ্জরত্ত > গুজরাত'; তাহা হইতে 'গুজরাতী,' এবং গুজরাটের লোকেরা এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করে। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রী > মহারট্‌ঠী > মহরাঠী > মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলাতে আমরা 'গুজরাট' পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করার মূর্দ্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী' বা 'মারাঠী'; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ 'মরহাঠী'ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত বাঙ্গলায় আমরা 'গুজরাট,' ও 'মারহাট্ট' বা 'মারাট্টা দেশ' বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটী আমাদের বাঙ্গলা ভাষার। গুজরাটীরা বা মারহাট্টারা কি লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম 'বাঙ্গলা, বাঙ্‌লা, বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ও বলে 'বংগাল, বংগালী'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন 'গুজরাট' দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করে, 'গুজরাত, গুজরাতী' কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ 'ওড়িয়া' পঞ্জাবী, অসমীয়া' ইত্যাদি না লিখিয়া, বাঙ্গলায় 'উড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী' লেখাই সমীচীন মনে করি। 'হিন্দুস্থানী' শব্দকে বিশুদ্ধ উর্দু রূপ ধরিয়া 'হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গলা ভাষায়

উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danishএর বদলে তত্তদ্-ভাষানুযায়ী 'বিশুদ্ধ' রূপ FranÇais, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ) Allemand (এলেমান, জারমান) Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গলা ভাষার তাবৎ তদ্ভব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গলা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুর মূর্ত্তি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্টা' প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধি-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *

[General Physics and Acoustics]

বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি সত্বেও উহা অসম্পূর্ণ—এ ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব নয়। অধুনা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সকল সভ্য জাতিই বিজ্ঞানালোচনা করিয়া কত উন্নতি করিতেছেন ও কত ধন্য হইতেছেন; আর আমাদের বিজাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন সেই আশা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। য়ুরোপীয় কোন ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার কোন উপায় নাই। ইহা আমাদের জাতির একটা কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অভাববশতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিভাষা না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষায় কখনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা চলে না। বহুলভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার ও সম্যগ্‌ভাবে উহার বিকাশ যদি আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পরিভাষা-সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদাদি স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ ও রসায়নের জন্যই বেশী পরিশ্রম করিয়াছেন। তথাপি Physicsএর পারিভাষিক শব্দও কিছু কিছু তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" ও "পদার্থ-দর্শন" নামক পুস্তকদ্বয় হইতে আমি অনেকগুলি শব্দ লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহা এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, বি এল্ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র General Physics Acousticsএর পরিভাষা আলোচিত হইবে।

পরিভাষা প্রণয়নকালে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কি আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু যদি নব্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে স্থলে উহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা দরকার। চলিত ভাষায় যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্থের একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, সেগুলি আমাদের জীবনে, আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে এত জড়িত যে, তাহাদের আমরা ছাড়িতে পারি না। আবার কতকগুলি বিদেশী ভাষা-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রচলিত নাম হয় ত আমাদের চলিত ভাষায় এমন চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই মনে হয় ; তাহাদের বাঙ্গালা তরজমা আমাদের কর্ণে নূতন ও দুঃশ্রব করে। তাহাদের অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। আরও অনেক শব্দ আছে, যেমন কোন যন্ত্রের বিশেষ নাম —যদিও সেগুলি সাধারণের মুখে শুনা যায় না, সেগুলির তরজমা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেবল অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর একটী কথা, যে শব্দটী অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণটী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এসব ভিন্ন সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন আবশ্যক। প্রণয়নকালে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক ; অতএব সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের উপর প্রত্যয়াদি করিয়া য়ুরোপীয় পরিভাষা অবলম্বনে শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভাষাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি-দোষ মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য হয়। কখনও কখনও একটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; আবার হয় ত একই অর্থে একাধিক শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পক্ষে প্রত্যেকটী তাহার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। চলিত ভাষা হইতে শব্দ সংকলন করিবার সময় এ সব দোষের সম্ভাবনা আরও বেশী। অর্থাদির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সময় সময় শ্রুতিকটুতা ও দুরুচ্চার্য্যতা দোষ আসিয়া পড়াও সম্ভব। তবে এই শ্রুতিকটুতাদি দোষ অভ্যাস ও পরিচয়ের সঙ্গে অনেক সময় কমিয়াও যায়। তথাপি যাহাতে শব্দগুলি ক্ষুদ্র ও সুখোচ্চার্য্য হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা চাই। য়ুরোপীয় পরিভাষায় যে দোষ বা ভুল আছে, তাহা যেন অনুকরণ না করা হয়। এক সময় বৈজ্ঞানিকেরা gas ও vapourকে ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন যখন উহা একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের উহাদের জন্য দুইটা নামের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? ইংরেজি scale শব্দ বা spring শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক অর্থে এক একটী শব্দ স্থির করিতে হইবে। য়ুরোপীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদকালে সেই শব্দ অপেক্ষা তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। Ether শব্দের মূল অর্থ দহন বা উহার সহিত সংস্কৃত ইধ্ ধাতুর সহিত জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া, তদর্থ-বোধক কোন শব্দ Etherএর জন্য সৃষ্টি করিতে গেলে চলিবে না। উহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার প্রতিশব্দ স্থির করিতে হইবে।

উক্ত দোষগুলি যথাসাধ্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, General Physics ও Acoustics এর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছি এবং তাহাদের সম্যক্ বিচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সমীপে উপস্থিত করিতেছি। একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার শব্দগুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই—কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই ; এ কথাও বলা চলে না যে আমার শব্দ অপেক্ষা উপযোগী শব্দ আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শব্দগুলির ভ্রম-সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

বিজ্ঞানের ভাষাকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, অসঙ্গতি বা উপযোগিতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চালাইলে, সে তর্কের অন্ত নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য, সকলে মিলিয়া যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করা এবং তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও জ্ঞান-প্রচারে নিজেদের নিযুক্ত করা।

Physics নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমরা nature-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি। Nature এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি ? Nature বলিলে যে যে অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, আমাদের ভাষায় "প্রকৃতি" শব্দটী সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে দার্শনিকগণ আসিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রকৃতি বলিলে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতি আমাদের মনে হয় না, আমাদের natureই মনে হয়। অতএব natureএর অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ আমার মনে না আসায়, "প্রকৃতি"ই natureএর জন্য স্থির করিয়াছি। তাহা হইলে Physicsকে "প্রকৃতিবিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। Physicsএর জন্য পদার্থবিদ্যা, পদার্থদর্শন, ভূতবিদ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বোধ হয়, matterকে পদার্থ বা ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে matterকে জড়পদার্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পারেন যে, Physicsকে তাহা হইলে জড়পদার্থ-বিজ্ঞান বা জড়পদার্থবিদ্যা বলা হউক; কারণ, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা এই জড়পদার্থ অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি এটাও ঠিক যে, Physicsএ আমরা কেবলমাত্র জড়পদার্থের গুণাবলী বুঝিয়াই ক্ষান্ত হই না, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা করি, যে শক্তি (energy)-বলে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করি। এই সকল কারণে প্রকৃতিবিজ্ঞান কথাটি ভাল লাগিতেছে।

বাহুল্য-ভয়ে প্রত্যেক শব্দের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিম্নে শব্দগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(General Physics and Acoustics)

A

Acceleration—বেগোপচয়।

— angular—কৌণিক বেগোপচয়।

Acoustics—নাদবিজ্ঞান।

Action—ক্রিয়া।

Adhesion—সংসক্তি।

Adiabatic—নিত্যতাপাবস্থা।

Aeroplane—সপক্ষ বিমান।

—Plane of the—পক্ষ।

—Monoplane—একপক্ষ বিমান।

—Biplane—দ্বিপক্ষ বিমান।

—Triplane—ত্রিপক্ষ বিমান।

Affinity—অনুরক্তি।

Airship—পোত-বিমান।

Amplitude (of a vibration)—প্রসার।
Analysis—বিশ্লেষণ।
Anti-clockwise—বামাবর্ত্ত।
Artesian well—আর্ত্তয়স কূপ।
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল।
Atmosphere, one—একগুণ বায়ুচাপ।
Atmospheric pressure—বায়ুচাপ।
Atom—পরমাণু।
Attraction—আকর্ষণ।
Axis (of a figure)—অক্ষ।
Axis (coordinate)—নিয়ামিকা।

B

Balance—তুলাযন্ত্র।
—Hydrostatic—গুরুত্বমাপক তুলাযন্ত্র।
—Spring—তুলাস্প্রীং।
Baloon—ব্যোমযান।
Barometer—বায়ুচাপমান।
Beats—তরঙ্গস্পন্দন বা স্বরস্পন্দন।
Body—মূর্ত্ত পদার্থ।
Bow (for the violin)—ছড়ি।
Breaker—তরঙ্গভঙ্গ।
Bridge (of a sonometer)—আড়ি।
Buoyancy—উৎপ্লাবকত্ব।

C

Capillarity—কৈশিকতা।
Capillary force—কৈশিকাকর্ষণ।
Centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল।
Centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখী বল।
Characteristic property—প্রকৃতি-নির্দ্দেশক গুণ।
Character (of a musical sound)—ভাব।
Circle—বৃত্ত।
Circle of reference (of an S. H. M.)—ছন্দোবদ্ধ গতিসম্বন্ধীয় বৃত্ত।
Circumference—পরিধি।
Clip—টিপকল।
Clockwise—দক্ষিণাবর্ত্ত।
Closed figure—বদ্ধ ক্ষেত্র।
Coefficient—নিত্য গুণক।
Cohesion—সংহতি।
Column—স্তম্ভ।
Commensurable—পরিমেয়।
Compound—যৌগিক পদার্থ।
Compressibility—সঙ্কোচ্যতা।
Condensation (the act of making dense)—ঘনকরণ।
Condensation (in a wave)—সঙ্কোচন।
Conjugate points—যুগবদ্ধ বিন্দুদ্বয়।
Conservation of energy—শক্তিসমষ্টির সনাতনতা।
Conservative system of forces—সনাতন বলসমবায়।
Constant—নিত্য।
Coordinates—স্থিতিনির্দ্দেশক রেখা।
Couples—বলযুগ্ম।
Crane—উত্তোলক।
Crest (of a wave)—তরঙ্গশীর্ষ।
Crovas' disc—ক্রোভার ডিস্ক্‌।
Crystal—শর্করা।
Cylinder—চোঙ্গ।

D

Density—ঘনতা।
Dial—ফলক।
Diffraction—ব্যাবর্ত্তন।

Diffusion—বিসর্পণ।
Dimensions—ব্যাপ্তিমান।
Direction (of a force)—দিক্।
Discover—আবিষ্কার করা।
Displacement—স্থানভ্রংশ।
Dissipation—অপসারণ।
Divisibility—বিভাজ্যতা।
Dry air—নির্জ্জল বায়ু।
Ductility—তান্তবত্ব।
Dynamics—গতি-বিজ্ঞান।

E

Ear—কর্ণ।
Ear-drum—কর্ণপটহ।
Eccentric circles—অসমকেন্দ্রিক বৃত্ত।
Eccentric point—কেন্দ্রাতিচারী বিন্দু।
Eccentricity—কেন্দ্রাতিচরণ।
Echoe—প্রতিধ্বনি।
Efficiency (of a machine)—দক্ষতা।
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।
—Modulus of—স্থিতিস্থাপকতার নিত্যগুণত্ব।
Electron—তড়িদণু।
Element—মূলভূত।
Endosmore—অন্তর্বাহ।
Energy—শক্তি।
—Potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি।
—Kinetic—প্রকট শক্তি।
Equilibrium—সাম্য ভাব।
—Neutral—উদাসীন সাম্যভাব।
—Stable—স্থায়ী সাম্যভাব।
—Unstable—অস্থায়ী সাম্যভাব।
Ether—ব্যোম।
Exhausted—বিরলীকৃত; নিঃশেষিত।
Exosmose—বহির্বাহ।
Experiment—পরীক্ষা।
Extension—ব্যাপকতা।

F

Filtration—নিস্রাবন।
Fire-engine—দমকল।
Float—ভেলা।
Flask—ফ্লাস্ক।
Flexure—নমনীয়তা।
Foot bellows—পায়ে চালান হাপর; ভস্ত্রা; যাঁতা।
Force—বল।
—component—কারণ বল।
—external—বহির্বল।
—internal—অন্তর্বল।
—parallel—সমান্তর বল।
—centre of—সমান্তর বলকেন্দ্র।
—like—সমমুখ সমান্তর বল।
—unlike—বিপরীতমুখ সমান্তর বল।
—parallelogram of—বলসমান্তরিক।
—resolution of—বলবিশ্লেষণ।
—resolved—বিশ্লিষ্ট বল।
—resultant—সঙ্ঘাত বল।
—triangle of—বলত্রিভুজ।
Forced vibration—অনুরণন।
Frequency—কম্পনসংখ্যা।
Friction—ঘর্ষণ।
Fulcrum—অবলম্ব বিন্দু।

G

Gas—বাষ্প।

Graph—চিত্রলেখ।

Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ।

Gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ।

—centre of—ভারকেন্দ্র।

H

Handle—হাতল।

Hardness—কাঠিন্য।

Hare's apparatus—হেয়ার যন্ত্র।

Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি।

—simple—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি।

Harmonies—সপ্তকান্তর ধ্বনি।

Helicopter—হেলিকপ্টার।

Hermetically fitted—দৃঢবদ্ধ।

Heterogeneous—বিষম ধর্ম্মাঙ্গ।

Homogeneous—সমধর্ম্মাঙ্গ।

Horizon—ক্ষিতিজ তল।

Horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল।

Horizontally—ক্ষিতিজ সমান্তরালে।

Horse power—অশ্বক্ষমতা।

Hydraulic tourniquest—বারিভ্রমী।

Hydraulic press—বারিচাপ যন্ত্র।

Hydrometer—ঘনতা-মাপক।

—constant immersion—নির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

—variable immersion—অনির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

Hydrostatics—দ্রবস্থিতিবিজ্ঞান।

I

Impact—অভিঘাত।

Impenetrability—অভেদ্যতা।

Impulse—নোদনা।

Impulsive force—হঠবল।

Incidence—আপতন।

Incident angle—আপতন কোণ।

Incident ray—আপতনশীল রশ্মি।

Inclination—অবনতি।

Inclined plane—ক্রমনিম্ন সমতল।

Index (as in the Aneroid barometer, galvanometer &c.)—কাঁটা।

Index (as in the optical bench)—চিহ্ন।

Inertia—জড়তা।

Initial position—আদি স্থান।

Interference—constructive—উপচায়ক অধিসন্নিবেশ।

—destructive—সংহারক অধিসন্নিবেশ।

Intermittent fountain—সবিরাম উৎস।

Intermolecular space—অণু-ব্যবধান।

Intersection—ছেদ।

Interval—অবসর।

Invent—উদ্ভাবন করা।

Isochronous—সমকালব্যাপী।

Isothermal—নিত্যোষ্ণতাবস্থা।

J

Jet—নির্ঝর।

L

Lactometer—ল্যাক্টোমিটার।

Law—নিয়ম ; বিধি।

Level—সমতল ; জলসমক্ষেত্র।

Lever—দণ্ডযন্ত্র।

—arms of—যন্ত্রের ভুজ।

—fulcrum of—দণ্ডযন্ত্রের অবলম্ব বিন্দু।

Limiting Value—চরম মান।

Limits of audibility—শ্রুতিশক্তির সীমা।
Line—রেখা।
—curved—বক্র রেখা।
—straight—সরল রেখা।
Liquid (adj.)—তরল; দ্রব।
Liquid (noun)—দ্রব।
Loop (of a wire &c.)—বলয়।
Loop (as in a stationary wave) —চলক্ষেত্র।
Loudness (of a musical sound) —প্রবলতা।

M

Machine—যন্ত্র।
Malleability—ঘাতসহত্ব।
Manometre flame—সংক্ষোভমুখ শিখা।
Mass—জড়মান।
Matter—জড় পদার্থ।
Mean position (e. g. of an S. H. M) —মধ্যবর্ত্তী স্থান।
Medium—বাহক।
Mixture—মিশ্র পদার্থ।
Molecule—অণু।
Moment—আবর্ত্তন প্রবণতা।
Momentum—সমগ্র বেগ।
Motion—গতি।
Mouth piece (of an organ pipe)—মুখ।
Musical scale—স্বরগ্রাম।
Musical sound—সুশ্রাব্য স্বর।

N

Natural phenomenon—প্রাকৃতিক ঘটনা।
Nature—প্রকৃতি।
Node (as in a stationary wave) —স্থির ক্ষেত্র।
Noise—কোলাহল।
Note—স্বর।

O

Observation—পর্য্যবেক্ষণ।
Organ pipe—শুষির।
—closed—বদ্ধ শুষির।
—open—মুক্ত শুষির।
Origin—উৎপত্তি-বিন্দু।
Oscillation—আন্দোলন।
—Centre of—আন্দোলন কেন্দ্র।
Osmose—প্রতিবাহ।

P

Parachute—প্যারাচুট।
Particle—কণা।
Pendulum—দোলক।
—bob of—দোলক স্থূল।
—Compound—স্থূল দোলক।
—length of—দোলক দৈর্ঘ্য।
—Simple—আদর্শ দোলক।
Period (of vibration)—কম্পনকাল।
Phase—দশা।
Phase difference—দশান্তর।
Phenomenon—ঘটনা।
Phonograph—ফনোগ্রাফ।
Physics—প্রকৃতি-বিজ্ঞান।
Pipette—নলিকা।
Piston—চাপদণ্ড।
Pitch—সুর।
Plumb line—ওলন।
Pneumatics—বাষ্প-বিজ্ঞান।

Point—বিন্দু।
—of application—প্রয়োগ-স্থল।
—of support—আশ্রয়-স্থল।
—of suspension—অবলম্বন-স্থল।
Pores—অন্তর।
Porosity—সান্তরতা।
Position—অবস্থিতি।
Power—ক্ষমতা।
—Horse—অশ্ব-ক্ষমতা।
Pressure—চাপ।
—Centre of—চাপকেন্দ্র।
Principle—মত।
Projectile—ক্ষেপণী।
Projection—অধিক্ষেপণ।
Propeller—প্রচালক।
Pulley—কপিকল।
Pump—Air—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র।
—Receiver of—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের আধার।
—Gauge—বায়ু নিষ্কাশন-মান।
—Common (suction)—জলশোষণ-যন্ত্র।
—Condensing—বায়ুপূরণ-যন্ত্র।
—Force—জলোৎক্ষেপণ-যন্ত্র।

Q

Quality (of a musical sound)—ভাব।

R

Rack and pinion—র‍্যাক ও পিনিয়ন।
Radian—সমত্রিজ্যা কোণ।
Rarefaction (of goses)—বিরলতাপাদন।
Rarefaction (in a wave)—প্রসারণ।
Rate—হার।
Ratio—অনুপাত।
Reaction—প্রতিক্রিয়া।
Reed—জিহ্বা; পাতা।
Reed instrument—সজিহ্ব শুষির।
Reflected angle—প্রতিফলিত কোণ।
Reflected ray—প্রতিফলিত রশ্মি।
Reflection—প্রতিফলন।
Refracted angle—বিবর্ত্তিত কোণ।
Refracted ray—বিবর্ত্তিত রশ্মি।
Refraction—বিবর্ত্তন।
Repulsion—বিপ্রকর্ষণ।
Resistance—বাধা।
Resolution—বিশ্লেষণ।
Resonance—সহস্বানুরণন।
Resonator—সহস্বানুরণক।
Rest—বিরাম।
—Absolute—নিরপেক্ষ বিরাম।
—Relative—সাপেক্ষ বিরাম।
Retardation—প্রতিবদ্ধ বেগ।
—Angular—প্রতিবদ্ধ কৌণিক বেগ।
Rigid body—দৃঢ় বস্তু।

S

Savart's Toothed Wheel—সাভার্টের দণ্ডচক্র।
Scale—মানদণ্ড; মাপকাঠি।
Scale (of measurement)—মানধারা।
Scale (musical) স্বরগ্রাম।
Screw—ইস্ক্রুপ, স্ক্রু।
Screw (machine) স্ক্রু-যন্ত্র।
Section—ছেদ।
—Cross—অনুপ্রস্থ ছেদ।
—Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য ছেদ।
—Oblique—তির্য্যক্ ছেদ।

Sensitive flame—সংবেদী শিখা।
Shadow—ছায়া।
Shape—আকার।
Siphon—বক্রনালী।
Soap film—সাবানের ঝিল্লি।
Solid—কঠিন।
Sonometer—তারযন্ত্র।
Sound—শব্দ; নাদবিজ্ঞান।
Space—অনন্তাকাশ।
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব।
Specific gravity bottle—আপেক্ষিক গুরুত্বমাপক শিশি।
Speed counter—বেগমান।
Sphere—গোলক।
Spiral (like the watch spring)—কুণ্ডলী।
Spiral (solenoidal)—বেষ্টনী।
Spring—(fountain)—উৎস।
Spring (the elastic body)—স্প্রীং।
Standard—আদর্শ।
Statics—স্থিতিবিজ্ঞান।
Stationary wave—অপরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গ।
Steelyard—তুলাদণ্ড (তুলদাঁড়ি)।
Stop cock—কলছিপি।
Stratum—স্তর।
Suction—শোষণ।
Surface—তল; পৃষ্ঠ।
—Area of a body—কোন বস্তুর বহিস্তল।
—Curved—বক্রতল।
—Plane—সমতল।
Superposition (of waves)—অধিসন্নিবেশ।
Syren (Cagniard dela Rive's)—সাইরেন।
Syren (Seebeck's)—জেবেকের সাইরেন।
Syringe—পিচকারী।

T

Tenacity—সংগ্রাহকতা।
Tension—টান।
Theory—বাদ।
Timber (of a musical sound)—ভাব।
Tone—ধ্বনি।
—Fundamental—স্ফুট ধ্বনি।
—Upper partial—উপধ্বনি।
Torsion—মোটন (মোচড়ান)।
Transmissibility (of pressure)—চাপ-সঞ্চালন।
Trough (of a wave)—তরঙ্গপাদ।
Tuning fork—(সুর মিলাইবার) দ্বিশাখ যন্ত্র।

U

Unison—সুরের মিল।
Unit—একক।
—Absolute—নিরপেক্ষ একক।
Vacuum—শূন্য দেশ।
Valve—কপাট।
Vapour—বাষ্প।
Velocity—বেগ।
—Uniform—সমবেগ।
—Varied—বিষম বেগ।
—Angular—কৌণিক বেগ।
Uniform—কৌণিক সমবেগ।
Varied—কৌণিক বিষম বেগ।
Rectilinear—সরলরৈখিক বেগ।

Vernier—বর্ণিয়ার যন্ত্র ।
Vertical—লম্ব ।
—Angle—উন্নতি ।
—Plane—লম্বতল ।
Vibration—কম্পন ।
Vibroscope—ভাইব্রোস্কোপ ।
Viscosity—আঝাসতা ।
Volume—আয়তন ।
Water mill—জলচক্র ।
Wave—তরঙ্গ ।
—Form curve—তরঙ্গ-রেখা ।
—Front—তরঙ্গাগ্র ।
—Length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ।
—Longitudinal—আনুমার্গিক তরঙ্গ ।
—Machine—তরঙ্গ প্রদর্শক যন্ত্র ।
—Transverse—আনুপার্শ্বিক তরঙ্গ ।
Weather glass or Wheel barometer —আবহাওয়া ঘড়ি ।
Weight—ভার ।
Weight—বাটখরা ।
Well—কূপ ।
—Artesian—আর্ত্তিয়স্ কূপ ।
Wedge—কীলক যন্ত্র ।
Wheel and axle—অক্ষচক্র যন্ত্র ।
Wind refraction—বায়ুপ্রবাহজ বিবর্ত্তন ।
Work—কর্ম্ম ।
Zeppelin—জেপলিন নামক পোতবিমান ।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

অবিলম্বে সুভক্ষণে সুভলগ্ন কর।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে॥

মধ্য,—

কেকই বলিল শুন ধর্ম্মশীল রাম।
সুমন্ত্র রাজারে কৈল তোমার প্রণাম॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হয়ে রাজা নরেশ্বর।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয়॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষ্মণ তুমি বনে জাবে।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে॥
বিরলে বসিয়ে রাজা দুঃখ ভাবেন চিত্তে।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে।
বৃদ্ধকালে পিতৃসত্য বিফল করিতে॥
অধর্ম্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে।
তবে গিয়ে দরশন করহ রাজারে।
কেকইর নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে শ্রীরাম।
পিতার চরণে কৈলেন সহস্র প্রণাম॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারে বারে।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে॥

(পৃ০ ১২।১)

জয় রঘুনন্দন অযোধ্যার প্রাণধন
তিলে আধ না দেখিলে মরি।
নয়নপুথলি রাম রূপ দুর্ব্বাদলশ্যাম
এবে কি না হলে বনচারি॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস।
প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন।
এত বলি নৃপবর খেদান্বিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবন॥
শ্রীরাম পাঠায়ে বনে কান্দে রাজা রাত্রিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন করিতে॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলেন ধর্ম্ম ঘটিল এমত কর্ম্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শান্তনা করুণ নিজ মন॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কয় রাম কেনে বনে জায়
রাবন দুরন্ত অতিশয়।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে জশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময়॥

(পৃ০ ১৪।২-১৫।১)

অন্ত,—

তস্য পর তুলসীকানন তথা হেরি।
জিজ্ঞাসিলেন রঘুনাথ কণ্ড দ্রুত করি॥
পিণ্ড প্রদানের কথা জান বিবরণ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করিয়ে সীতা কহিলেন তাহায়।
তব পত্র নারায়ণের বাঞ্ছিত সদায়॥
অপবিত্র স্থানে রবে দুঃখিত হইবে।
শ্রকাল কুক্কুর মূত্র পুরিষ তেজিবে॥
অবশিষ্ঠ বটবৃক্ষ আইলেন নিকট।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে কহিলেন দুইজন॥

আমি জদি মিথ্যা কই ভালো কর্ম্ম নয়।
অন্তযামি নারায়ণ জানেন তাহায়॥
শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন।
সত্যবাদী সম সে না হয় কখন॥
এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন।
সন্তোষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন॥
চিরকাল সুশীতল হইবে এমন।
নিপত্র না হবে শাখা তোমার কখন॥
সুশীতলে রাখিবে জে জাবে তব তলে।
আনন্দেতে থাকিবে সর্ব্বদা পত্র ফলে॥
এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়ে তাহায়।
বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয়॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

আগুকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন।
অজধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
রামচন্দ্র জুবরাজ[১] দসরথ রাজা।
পুত্রের সোমান জে পালন করে প্রজা॥
অকালমৃত্যু নাহি রাজ্যে জসের[২] নাহি ডর।
লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর॥
মহারাজ দসরথ বড় পুন্নবান।
জার পুত্র আপুনি জর্ম্মেছেন ভগবান॥
অবতিন্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক।
রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোসে তিন লোক॥
নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম।
পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান॥
রাক্ষ্যস মারিয়া রাম মুনি জজ্ঞ রাখি।
ধনু[ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি॥
পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হর্‌য়া।
রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর্‌য়া॥
হস্তীনা নগরে রাজা কেকৈই নৃবর।
অজধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোঙর॥
রাজারে কহিও বাছা আমার আশীর্ব্বাদ।
বোলো তোমার পুত্র দেখিতে রাজা
করেছেন সাধ॥
বহুমুল্য ধন দিয়া পাঠাইল দুত।
জত্ন করিয়া তার আনিবে চারি সুত॥
বিদায় হইল দুত রাজার সাক্ষাতে।
রথে আরোহন হয়্যা চলিল তুরিতে॥
অজধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ।
পবন গমনে সারথী চালাইল রথ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায়।
অজধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায়॥
বালক বিৰ্দ্ধ জুবা সব ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস॥
সভে বলে কেকৈয়ের মাথায় পড়ুক বজ্জর।
রাম বনে পাঠাইল এ চোর্দ্দ বৎশ্বর॥
অজধ্যার ঘর দ্বার ফেলাব ভাঙ্গিয়া।
রাজ্য করুক দসরথ কেকৈইকে লয়্যা॥
আর কেহ বাস না করিব এই দেসে।
রামের সঙ্গেতে সভে জাব বনবাসে॥

১। জুবরাজ=যুবরাজ; পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।
২। 'দস্যুর' হইবে বোধ হয়।

সম্বরিতে নারে কেহ নয়ানের জল।
নদনদি সরবরে শুখাইল জল॥
হস্তি দানা ত্যাগ কৈল ঘোড়ায় না খায় ঘাস।
রাম সোকে কান্দে সবে নিত্য উপবাস॥
পক্ষ সব ডালে বস্যা করয়ে ক্রন্দন।
হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্ব্বক্ষন।
কিত্তিবাশ গান মহামুনির পুরান।
শুনিতে অপুর্ব্ব কথা শুধার সমান॥
রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে॥
আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
এই ছত্র নব দণ্ড।
কুজির সঙ্গে কুমন্ত্রনা করি
কেকৈ হল পাশণ্ড॥
আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
পাত্র লোকের উল্লাস।
কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
রামকে পাঠায় বনবাস॥
এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
দেব মুনি সভার বরে।
পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
দারুন কেকৈয়ের ডরে॥
রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
* * * ।
এ ঘর সরবস সকলি দিব জে
মোর রামকে রাখিবে॥
আরে মোর রাম গুনের নিধিরে।
না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
বিবাদ লাগিল বিধিরে॥

ফের ধুয়া॥

আরে মেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
হে ধিক জিবনং ধিক জিবনং॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিরাজে
ঝলকত মুকুতাকি দাম।
সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেহু
জটা বনাঅেঙ্গে মের রাম॥
জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
ভোজন রমরিত বিলাস।
শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
কেশে সহেঙ্গে পিআশ॥
জো কটিতটমে হেম পাটি শোহে
নষ্ট মুরতি জুতি জাল।
শো কটিতটমে কেশে পরেঙ্গে রাম
বিপিনাক্রমিকা খাল॥
জো পগমে হেম পুঞ্জনি শোহে
মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ।
শো পগনে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
বিপিন কণ্টক বনমাঝ॥ * ॥

নাচাড়ি॥

রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
বনবাস জায় বাছা রাম।
তোমার কঠিন হিয়া দয়া নাহি মুখ চায়া
কেমনে ধরিবে নিজ প্রান॥
জানকি জনকসুতা কনক কমল লতা
দেখে প্রান ধরিতে না পারি।
ভরথে রাজত্ত দেহ সম্পদ সকল লেহ
বাছারে না কর বনচারি॥
আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুমনি
তাহে বিধি হইলা নৈরাশ।
আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
কেন রাম পাঠাও বনবাশ॥
দুখের উপরে দুখ না দেখিব রামমুখ
পিতা মুখ না দেখিব আর।

আমার করম দোশে রাম জাবেন বনবাশে
অজধ্যা করিয়া অন্ধকার ॥
রানি পড়িয়া ধরনিতলে ভাশে নয়ানের জলে
উচ্চ্যশ্বরেতে কান্দে রানি।
নয়ানে বহিছে লোর শুন্ন হইল কোল
কিবা লয়্যা বরিব[1] রজনি ॥
রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিশ্বাষ।
বাল্মিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাশ ॥

(পৃ° ২১।২—২২।২)

৩২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

সর্ব্বাংশ ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৩। রামায়ণ- অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। সম্পূর্ণ।

২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১। বঞ্চিব' হইবে বোধ হয়।

৩৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকা ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭,৩০-৩৮, ৪৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি।

আদি,—

বাপকে বৈল রাম মুনির বেস হঞা।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল।
তভু প্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
ক্ষেনে ২ কান্দে রাজা ক্ষেনে করে ধ্যান।
রামের বিজোগে মোর দগধে পরান ॥
কৈকৈর কার্য্যে রাম গেলা বনবাসে।
সারথি সাজিল রথ আখির নিমিসে ॥
রাজাএ গোচরে সারথি রথ সাজিয়া।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আন দিব্য বসন।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝিয়ারি।
রাজার আদেসে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥
সিতাকে সমর্পিল রত্ন রাজার আদেসে।
নানা রত্ন পরিয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সুন্দরি সিতা অধিক সোভে বেসে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন হইল আকাসে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে।
আতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান।
রার্য্যহিন ধনহিন না করয় অন্ন জ্ঞান ॥
স্বামি ছাড়িয়া স্ত্রির গতি নাহি আর।
স্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার ॥

রাজার বচন সিতা বন্দিলেন মাথে।
কৌসল্যাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে।
বৃদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্বিনি।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে স্বামি দেবতা॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতি কি করিব বাপে।
স্বর্গ নরক হএ আপন পুন্য পাপে॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে।
স্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে॥
পতি স্ত্রিএ এক কায় ইথে নহে আন।
সুখে সুখ দুঃখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান॥

স্ত্রিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন।
রামের পাছে স্ত্রি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন॥
উলটীয়া চাহে রাম প্রজা সব দেখে।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্হে এক মুখে॥
ধর্ম্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে॥
কল্যান চরিত্র ভরথ সুমতি সুস্থির।
অজানু বাহু ভরথ সুন্দর সরির॥
পৃতে ভরথ সভার করিব সন্তোষ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোস॥

মধ্য,—

ঘুচাঞা সকল লোক রাজা সুইলা খাটে।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ।
আমার হইল ইবে আশ্বারিস (?) দুখ॥
একে সৌভাগ্য আরে রাজার জননি।
দুর্ভাগ্য হইলাঙ আমি অনাথিনি॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষ্মন।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন॥
কবে দেখিব রাম কমললোচন।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন॥
ফলকালে বিধাতা কাটিলেক মুল।
রামের সোকে মরিলাঙ হইলু আকুল॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে॥

শেষ,-

ক্রুড়া করি বুলে রাম লইঞা সিতারে।
লক্ষন হোথা আছেন অন্ত চিন্তায়ে॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষন।
ক্রুড়া করি আইলা দোঁহে আপন সদন॥
জোড়হাথে লক্ষন বলে শ্রীরাম স্থানে।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ঠ হইলা মনে॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন।
দেবতা পূজিয়া মাংস করিব ভক্ষন॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষন॥
সেস মাংস কাককে দিলেন সুন্দরি।
লোটাঞা নিলেক এক কাক কামাচারি॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খায়ে মাংস।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে।
ভোজন করি সিতা নিদ্রা গেলা রাম পাসে॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষনে॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা।
কোপ করিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা ॥
নখাঘাত দেখিলা রাম স্তনের উপর।
সাত পাঁচ চিন্তেন রাম সিতা ফাঁফর ॥
লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি।
চতুর্দ্দিগে চাহেন রাম রোস বড় করি ॥
কাক দেখিঞা বলেন ইহার কর্ম্ম নিশ্চয়ে।
সন্ধান পুরিঞা বান এড়েন রাম মহাশয়ে।
মন্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা ॥
ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা॥
তথা না খণ্ডিল রামের বানের ভয়।
তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয় ॥
তাহাঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান।
তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান॥
তথাহো না খণ্ডে রামের বানের ডর।
জমের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর ॥
তথাহো না ঘুচে ডর সান্তাল্য পাতালে।
তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে॥
রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
কাতর বোল বলে কাক হরিগু সিতায়ে ॥
কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান।
তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান ॥
জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ।
চরনে পড়িঞা বলোঁ ক্ষেম অপরাধ ॥
রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন।
আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন ॥
কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান।
এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান ॥
মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন।
এক আখিতে থাকীব সুন কমললোচন ॥
এড়িলেন বান রাম কাকের বোল সুনি।
কাকের এক আখি নিল হাসে সিতা গোসানি ॥
মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান।
বনে বুলে রাম লক্ষন হাথে ধনুক বান ॥
এক দিগে বনে সুনি বড় উত্তরোল।
মহাসব্দ হইল জেন সাগরে কল্লোল ॥
রাম বলেন লক্ষন কিসের রোল সুনি।
রামের বচনে বির লড়িলা তখনি ॥
পোথাখানের কথা সুনিলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
হেন কবি[ত্ব] বারি হইল কিৰ্ত্তিবাসতুণ্ডে ॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হস্তাক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিপ্তি।
রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বসতি ॥
মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি।
বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি ॥
আর দরসন নাহি রামের সহিতি।
কহে কবি কিত্তিবাস মধুর ভারতি ॥
এ বলিআ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে।
মহা সুখে[১] বিলাপ করয়ে দসরথে ॥

নাচাড়ি। রাগ জথা॥

প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রানেশ্বরি ॥
বনবাসে পুত্র গেল তেব প্রানি কন্টে রৈল
পাথরে বান্ধিলু মর হিআ।

১। 'দুখে' হইবে।

মতি মর হৈল নাস পুত্রে দিলু বনবাস
এই দুক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥
হা হা রে দারুন বিধি রাম হেন গুননিধি
দিআ কেনে নিলে অকস্মাত।
হত হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বার্ক্যে হৈলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥১ ॥
কি ক্ষে'নে পাপিনি ঘরে কুন বিধি নৈল মরে
কেনে সত্য করিলু তাইর সনে।
কিঁ মর বসতি বাস জিবন মর নৈরাস
জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে॥ ২ ॥
কিবা হৈল মরে দিআ কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর মতি হৈল নাস।
মতি মর হৈল হিন বুঝিলু তাহার চিন্য
মধুরস গায় কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ঝপলহরি ॥
সুন মাও দুর্ব্বাদিনি কেনে হেন কৈল্যে জানি
কেনে মর কৈলে সর্ব্বনাস।
দসরথ হেন পিউ তাহান লইলে জিউ
রামচন্দ্র দিলে বনবাস ॥ ১ ॥
আপনা জননি হতে ততে ভক্তি রঘুনাথে
কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিন্ন।
সত্যে রাজা কৈলে বন্দি রার্য্য লইলে করি সন্ধি
দেস হনে খেদাইলে জন তিন ॥ ২ ॥
পঞ্চ সতে সত নারি তুই মৈদ্ধে পাটেস্বরি
কে তুরে না চায় তরে পাইআ।
কি তর দারুণ মতি বদ কৈলে হেন পতি
বসীআছ তিন কুল খাইআ ॥ ৩ ॥
রাম লর্ক্ষন সীতা দসরথ হেন পিতা
বদ কৈল্যে এই চারিজন।
সুন মাও চণ্ডালিনি কেনে হেন কৈলে জানি
কুন মুখে বলিলে দারুন ॥ ৪ ॥
তর বুদ্ধিএ করিলে কর্ম্ম কেও নহি জানে মর্ম্ম
অপজস রাখিলে আমার।
সংসারেত বাখান রামচন্দ্র মর প্রান
তারে তুই কৈল্যে বনাচার ॥৫ ॥
কসল্যা জে বড় রানি লক্ষনের জননি
তারা সে মরিবা পুত্রসোকে।
পতি পুত্র ঘাতিনি স্ত্রি বদ কৈল্যে জানি
খাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬ ॥
কিত্তিবাস কবি বলে দৈবের নিবন্দ ফলে
সুন সুন ভরথ সত্রুগন।
অনুতাপ সব হর রাজার সংহার[১] কর
এই সব পুর্ব্ব নিবন্দন ॥ ৭ (পৃ°৭৫।১-২)

অন্ত,—

শত্রুগন আশীআ তবে রামের চরনে।
প্রনতি ভখতি করি বন্দিল তখনে ॥
রাম রাম স্মরে বির অশ্রু হয় পাত।
প্রনমহু রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ ॥
শত্রুগন দেখী রাম শজলনয়ানে।
দুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে ॥
না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শত্রুগন।
স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন ॥
শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর।
ভরথ লর্ক্ষন হনে বেথিত তুমী মর ॥
জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ।
তুমার বিরহে মর হ্রিদএ বাড়ে তাপ ॥
তবর্শী আচার হইল ভরথ কুমার।
তুমার উপরে হইল অজদ্ধার ভার ॥
পিরিতিপুর্ব্বকে জদি কহিলা বচন।
রানের চরন বন্দি চলে শত্রুগন ॥
লর্ক্ষণ দেখীআ বির করিল প্রনাম।
আজ্ঞা কর প্রান ভাই অজদ্ধাতে জাম॥

১। 'সৎকার' হইবে।

লক্ষনে বলএ সুন ভাই বিয়বর।
রাজাসুর্য্য হইআছে অন্তদ্ধানগর॥
ভয়থ শত্রুগন গোহ অন্তদ্ধাতে জায়।
শত্রুগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিলা ...... ।

(পৃ° ১০৫।২—১০৬।১)

এই খণ্ডিত অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে ১৬টী ত্রিপদীর পদ আছে ; তন্মধ্যে ৪৭।২ পত্রে রামদাসের, ৫২।২, ৭৮।২, ৮১।১, ৯৪।২, ৯৯।১, ১০০।২ পত্রে ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং ৮৩।১ পত্রে অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়।

৩৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২১/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা। সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৩/৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ ; শেষের পাতার অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
অথ আরন্যকাণ্ড লিক্ষতে॥
ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন।
চিত্রকুট পর্ব্বতে রহিলা তিন জন॥
প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময়।
সুস্থা বিক্ষগনেতে নবিন পল্লবময়॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহুরে কত অলি গায় গিত॥
ভ্রমর ঝংকারে সব পুষ্পের উপরে।
সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে॥
দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে।
বেহার করেন রাম জানকির সনে॥
কভু বিক্ষমুলে কভু পর্ব্বতগভরে।
কভু সন্য মাঝে কভু 'সংঙ্গের উপরে॥
কথন গাণ্ডিব হাথে লঞা রঘুনাথ।
ভ্রমন করেন ধরি জানকির হাথ॥
সন্ধাকালে বিক্ষমুলে আইল্যা দুর্ব্বাদল।
লক্ষন আনিল বনে দির্ব্ব পক্ক ফল॥
সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন।
এক ভাগ দিল বোলে ধররে লক্ষন॥
হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া।
দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নিরখিয়া॥
খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন।
তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন॥
কথো দুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধনুকি।
খুধানলে প্রান জায় রাথ মা জানকি॥
জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল।
সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোল্য কৌসল্যাকুমার।
পক্ষ আদি কৈল সব বাসায় সঞ্চার॥
কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমুনি।
শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি॥
জানকির বাক্য সুনি কন নারায়ন।
কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন॥
রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে[১]।
কপাল হইল ভগ্ন আইল নির্জ্জনে॥
কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি।
আশ্রয় জন্নে তোমারে[২] কৈলে হবে কি॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমারে' হইবে।

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের ঝি।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিখেছি॥
দেখিএ আইলাম জত মুনির কুঠির।
সেই মতে আশ্চয় করিব রঘুবির॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন
কাষ্ঠ আনিবারেতে চলিলা দুই জন॥
আনিলা অপুর্ব্ব কাষ্ট শ্রীরাম ধনুকি।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি॥
করিলা অপুর্ব্ব কাষ্টে কুঠির নিম্মান।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম॥
নিরক্ষিএ কুঠিরখান করেন নিরক্ষন।
জানকি জানেন জন্ত সুনহ লক্ষন॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্লাকুমার॥

অন্ত,—

সঙ্কটে আছেন সিতা নিবেদি তোমাতে
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে॥
উপদেস কহি সুন রাজিবলোচন।
রিস্বমুখ পর্ব্বতে আছে সুর্জের নন্দন॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে।
পর্ব্বতে আছএ তিহ্ন বালির ভএতে॥
তাহারে স্বহায় করে কোস্বল্লাকুমার।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার॥
সম্প্রতিক মিত্তুকাল উপনিত মোর।
পাদপর্দ্ম দেহ প্রভু মস্তক উপর॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্তুতি নাহি জানি।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি॥
পুর্ব্ব পুন্ন ফল আর সিতার কৃপাতে।
বিরিঞ্চিবাঞ্চিত পদ দেখিল সাক্ষাতে॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন॥
অভয় চরন পর্দ্মে নেত্র স্থির হয়্যা।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া॥
সুর্জ্জ্য সম জোতি উঠে গগনমণ্ডলে।
চতুভুজ হোএ গেল বৈকণ্ঠ নগরে॥
আনিয়া অগোর কাষ্ট কৌসল্যাকুমার।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সৎকার॥
শ্চাদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে।
সোকাকুল দয়াময় জানকি বিহনে॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিস্বাস।
আরন্ন্য কাণ্ডের কথা রচিল কির্ত্তিবাস॥ * ॥
তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিস্বমুখে গিয়া॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন॥
পম্পা নদির তিরে উত্তরিলা রাম।
বিক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলস্তাম॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত॥

(পৃ০ ৫৩।১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫½×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আদি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হরিল রাবন॥

সর্পনখার নাক জদি কাটীল লক্ষন ।
বার্ত্তা পাইয়া হুতাস হইল দষানন ॥
সর্পনখা দেখি রাজা আর সব হইল ।
সিগ্রগতি পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল ॥
মন্দুদর মন্তপার্স আসিল সর্ত্তর ।
ভিবিষনে আসিয়া ভেটিল লঙ্কেশ্বর ॥
অতিকায় ইন্দ্রজিত আইল দুই বির ।
জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্তির ॥
দেবান্তক নরান্তক আইল দুই জন ।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্ণের নন্দন ॥
মাল্যবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি ।
খরের পুত্র মকরাক্ষ্য আইল সিগ্রগতি ॥
পিতৃসুকে মকরাক্ষ্যের স্তির নহে মন ।
সুকে তনু দহে বরি কান্দে অনুক্ষন ॥
বিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে ।
রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সর্ত্তরে ॥
মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দষানন ।
মন্ত্রি সম্ভোদিয়া তবে বোলিল রাজন ॥
রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সর্ত্তর ।
কুন বোর্দ্ধি করি আমি বোল মন্ত্রিবর ॥
দসরথের দুই পুত্র শ্রীরাম লক্ষন ।
বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন ॥
তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন ।
সর্পনখার নাক তবে কাটীল লক্ষন ॥
এত অপমান আমা কেহ নাহি করে ।
ভগনির দুঃক্ষ মর না শয় শরিরে ॥
কুলবতি নারি সবে দেখীব করিয়া ।
লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া ॥

মধ্য,—

আর কত দুর গেলা কমললুচন ।
চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন ॥
তুমি নি দেখিছ নিতে জনকনন্দিনি ।
রামের বাক্য সুনি পক্ষি বোলিলেক বানি॥
জনকনন্দিনা কেবা তারে নাহি জানি ।
মর্ম্ম কথা বিবেচিয়া কহ পুনি সুনি ॥
পক্ষির বচন সুনি বোলে চক্রপানি ।
জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি ॥
মৃগ মারিবারে গেলাম গ্রীহেত রাখিয়া ।
আসিয়া না পাইল পুনি কৈল বিবেচিয়া ॥
রামের কথায়ে পক্ষির উপহাস্ত হইল ।
উপহাস্ত করি তবে কহিতে লাগিল ॥
এক স্রি দুই জনে রাখিতে না পার ।
স্রির উর্দ্দেসে দুই হইছ দেসান্তর ॥
পক্ষিরূপে জর্ম্ম মর বিক্ষডালে থাকি ।
একাম্বর পক্ষি আমি দুই স্রি রাখি ॥
জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ ।
স্রি হারাইয়া পুছ নাহি বাষ লাজ ॥
পক্ষির বচন সুনি কমললুচন ।
মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন ॥
স্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমাতে ।
উপহাস্ত করিতে তুমার লইলেক চিত্য ॥
স্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস ।
স্রিগর্ব্ব রতিরস আজি হউক নাস ॥
রজনিতে আহার করিবা দুই জনে ।
কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে ॥
উর্দ্দেস না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর ।
রাত্রিতে বিছ্ছেদ হৈয়া থাকিয় অন্তর ॥
রতিক্রড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাস ।
ভুমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস ॥
সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুর্সচিত ।
রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুস্বিত ॥
সাপ পাইআ পক্ষিবর চিন্তাসোক্তে হৈয়া ।
রামেকে স্তবন করে ভুমিত পড়িয়া ॥

না জানিয়া প্রভু আমী অপরাধ কৈল।
জেমত বোলিছি প্রভু তার সাস্তি হৈল ॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন।
পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন ॥
অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর।
তোমা দরসনে গেল সুন গদাধর ॥
পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে।
পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্থানে ॥
জে কথা বোলীছি আমী নাহিক খণ্ডন।
দ্বাপর জোগেত হইব ইহার মুচন ॥
জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন।
সেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন ॥
এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রইল।
পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল ॥
পর্ব্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী।
উদ্দেস না পাইল সিতা জনককুমারী ॥
জেখানেত মহাঅরন্য দেখয়ে বিস্তর।
সেহিখানে বিচারহে দুই সুহদর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচনে।
কাতর হৈয়া কান্দে কমললুচন ॥

(পৃ০ ১৭। ২-১৮।২)

সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণাতে পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার সমাপ্ত। ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা আছে।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে দুঃখে রহিলেন ভরত।
রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকুট পর্ব্বত ॥
চিত্রকুট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
মুনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে ॥
মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ।
বিস্ময় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন ॥
বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ।
মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কথন ॥
বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ।
তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন ॥
না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ।
তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ ॥
বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ।
নিকটে রাক্ষস আছে অত্যান্ত দুর্জ্জণ ॥
খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে।
রাবনের ছোট ভাই সর্ব্বলোকে জানে ॥
জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে।
সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংষে ॥
কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায়।
ভক্ষণ করিছে মুনি জখন জারে পায় ॥
তপস্যা করিতে না জাই বনান্তরে।
রাক্ষসের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে ॥
এই বণ তেজি সব জাব অন্য বন।
শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন ॥
তোমার সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি ॥
মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন।
কি কার্য্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সত্বর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাম ভাবেন অন্তর॥
অরন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
ক্বত্তিবাস পণ্ডিতের অপুর্ব্ব রচন॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি॥
গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায়॥
শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষন।
মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ॥
এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান॥

(পৃ০ ৭।১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।
ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
নিদ্দয় নিষ্ঠুর আইল দুর্ভাষী দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মীক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী শরমা॥
ইঙ্গিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে॥
কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অনুমতি॥
সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে দুরাক্ষর।
সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর॥

(পৃ০ ২০।২-২১।১)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{২}$×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৩৬ সাল। সম্পুর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
তপস্বী হইয়ে জাবে[১] সীতা দেবীর পার্শ্ব॥
চর্ম্ম পাদুকা পদে কান্ধে বান্ধে ঝুলি।
অঙ্গেতে গারুয়া বসন মাতায় শিখাচুলি॥
এক হাতে কমণ্ডল ছত্র আর হাতে।
তপস্বীর রূপে বেদ পড়িতে পড়িতে॥
ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি॥
রাবন বলে কন্যা কার কার প্রিয়তমা।
মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা॥
সুবলিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে॥
মুখ চন্দ্রিমা কিবা সুঠাম গড়ন।
ত্রিভুবন জিনি মুর্ত্তি সহাস্য বদন॥
শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
মুকুতার পাঁক্তি কিবা শোভিচে শ্রবণ[২]॥
রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমায়॥
বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র রৈসে।
অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে॥

(পৃ০ ১৫।২)

১। 'জায়ে' হইবে। ২। 'দশন' হইবে।

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন।
তব মুখে বার্ত্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ কভু নহে রাম সীতার বচন।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ॥
রাম বলেন শুনহ জটায়ু পক্ষরাজ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমায় তিরস্কার।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

(পৃ০ ১৯।২)

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায় একরূপ।

য়ন্দন উদয় হইল রজনি প্রভাত।
য়লস তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে।
পুনরূপি য়াইলা রাম বটবিক্ষতলে॥
জনকনন্দি[নি গেলা] করিবারে স্থান।
বিক্ষমুলে রহিল টাকুর লক্ষন॥
নাগিলা জনকসুতা তমসার জলে।
য়ঙ্গের মার্জ্জনা সিতা করেন কুতুহলে॥
পড়েছে য়ঙ্গের বস্ত সলিল পাইয়া।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিলা বিক্ষেতে বসিয়া॥
সিতার স্থন দেখি তার ভম হইলা মন।
ফল ভমে আসিয়া বিস্তারি বদন॥
মুচ্ছিত হইলা মাতা জনকনন্দিনি।
রূধিরে ভিজিল য়ঙ্গ কান্দেন দুখিনি॥
কান্দিতে কান্দিতে সিতা করিলা গমন।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরসন॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘুনাথ।
সিতা কহে দুষ্ট কাক কৈল নখাঘাত॥
বাঁম হস্তে ধনু ধরি উঠিলা তখন।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন॥
সিরাম কহেন স্থন ঔসিক নামে বান।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান॥

ইত্যাদি—(পৃ০ ২।২)

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অন্যরূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী সনে বসি পঞ্চবটির বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর।
সীতা কহেন জোড়পানি স্থন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্দকার।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হল্য আমার॥
হেন মোর হয় মনে সারা দিন তুয়া পানে
চায়্যা থাকি না পালটি আঁখি।

নাচিছে দক্ষিন উরূ ফন্দন করিছে ভুরূ
কেনে হয় শ্রীরাম ধমুকি ॥
আজি রাত্রের সপ্নের বানি সুন প্রভু রোঘুমনি
নিবেদিএ তোমার চরনে।
জেন তুয়া সঙ্গ ছেড়্যা গেছি সিন্ধু পার হয়্যা
আছি এক সনায় ভুবনে ॥
সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে
কান্দি কান্দি উঠএ জিবন।
মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে
তেঞি মন করিছে এমন ॥
জনম অবধি দুখ কখন নাহিথ মুখ
অধিক কপাল মোর মন্দ।
দাসির বচন রেখ্য নওন নিকটে থাক্য
দয়া না ছাড়িহ রামচন্দ্র ॥
আমারে বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
এই সঙ্গ হৈল অজুধ্যাতে।
প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
মুনিঞা সিতা বানি কহিছেন রোঘুমনি
সুন সুন জনক ঝিআরি।
দুই ভাই য়াছি সাঁথে কার্ম্মুক লইয়া হাথে
ভয় কিসের বুঝিতে না পারি ॥
চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
সুন শিতা তাহার বিধান।
বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্দ্ধা পড়েছে মনে
তেঞি হেন করিছে পরান ॥
ঘুচিল যে যব ক্লেষ বনবাশ হইল শেষ
শিতাকে প্রবোধন রঘুবির।
হোথা চাপিআ পুষ্প-রথে মারিচে করিআ শাঁথে
হেন কালে আইল দশশির ॥
কুটির নিকটে গীআ বিক্ষ আড়ে দাণ্ডাইআ
রাম পানে ফীরাঅ নয়ন
দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
বিশ্বিত হইল দষানন ॥
লক্ষন কিঞ্চিত দুরে ধমুকে নিজুক্ত খরে
বশে জেন শিংহের শমান।
তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাএ অন্তর
পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
জুক্তি স্থির করে চিত্তে কিরূপে হরিব শীতা
মনে বড় পাইল তরাষ।
মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
রচিলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ০ ৩১।২-৩২।১)

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি ৩৭ সংখ্যক পুথিতেও আছে।

তৃষ্টাজুক্ত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল।
বৃক্ষমুলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন।
নির দিয়া প্রান রাখ গোউরবরন ॥
ভাঙ্গিয়া তরূর ডাল লক্ষন নিল হাথে।
মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভু রোঘুনাথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন।
জল দিয়া প্রান রাখ সুমিত্রানন্দন ॥
লক্ষন রামের আগে জুড়ি দুটি হাথ।
নির আনিবারে জাই তৃদসের নাথ ॥
দ্রুত নির লয়্যা আইস কহেন নারায়ন।
জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
জল অন্বাসন করি চল্যাছে লক্ষন।
পর্ব্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
নির দেখি হরসিত সুমিত্রাসন্তান।
বৃক্ষপত্র তুলি য়াধার করিলা নির্ম্মান ॥
পত্রে নির নঞিলেন সুমিত্রানন্দন।
বিক্ষ হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মছ্যরঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে।
এই জল খাওাইবেন প্রভু নারায়নে ॥
জটাউর নাল এই না হয় সন্দিলে।
অনেক অপরাধ হবে ইহা না কহিলে ॥
এত ভাবি মছ্যরঙ্গ গমন করিল।
আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল ॥
দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল।
বিধাতার কর্ম্মে পক্ষে আধার ছিড়িল ॥
দেখিয়া লক্ষন বিরের ঝুরে দুনয়ান।
পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নির্ম্মান ॥
আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল।
পুনরায় মছ্যরঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল ॥
তাহা দেখি লক্ষনের ধারা দুনয়ানে।
পক্ষ হয়্যা দুষ্‌খ দেই বিধির ঘটনে ॥
রামের তরে নির নিলাম শুন দুরাচার।
বারে বারে আধার ছিণ্ড এ কোন বিচার ॥
তবে রামের অনুজ নাম ধরিএ লক্ষন।
এক বানে লব তোমায় সমনভুবন ॥
ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান।
তাহা দেখি মোছ্যরঙ্গের উড়িল পরান ॥
বিক্ষ হইতে লক্ষনের সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল ॥
এত ক্রোধ খুদ্র পতি হইল তোমার।
অতএব জানিলাম নিধন আমার ॥
দোস গুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান।
বিচার করিয়া তবে নিক্ষেপিবে বান ॥
সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন।
পক্ষের নাল তিনি কেন করিব ভক্ষন ॥
নির দেখাইএ আমি সুমিত্রাকোঙর।
সেই জল লঞা জায় রামের গোচর ॥
সুনিঞা লক্ষন বির সান্ত হইলা মনে।
মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে ॥
[illegible] সরোবরে পক্ষ জল দেখাইল।
পত্র আধার করি জল লক্ষন নিঞা ॥
জল নঞা দ্রুতগতি চালিল লক্ষন।
সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন ॥
দুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন।
এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন ॥
সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে দুটি কর।
আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোঘুবর ॥
আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন।
তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন ॥
জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন।
লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন ॥
তাহা শুনি পক্ষরাজ সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়া পক্ষ কহিতে লাগিল ॥
মোর অপুরাধ ওহে সুন রোঘুবর।
পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোঙর ॥
সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন।
পক্ষনাল খাবে তুমি রাজিবলোচন ॥
নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ।
অতএব আধার ছিণ্ডি এই অপরাধ ॥
লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি।
এই অপরাধ মোর সুন রোঘুমনি ॥
আস্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে।
নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে ॥
রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন।
সিতা নয়্যা জেত্যেছিল লঙ্কার রাবন ॥
পথ মর্দ্ধে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল।
রাবনের রথখান জটাউ গিলিল ॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৪৪।২-৪৫।২)

৪২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আদি,—

দুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর।
ত্রিতিয়াতে অরন্যাকাণ্ড যুনিতে সুন্দর॥
অমৃত সঞ্জা[নি ?] জেন থায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে।
তাহা চাহিতে সুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে॥
ভরথ সত্রুঘন রহিল নিজ দেসে।
রাম লক্ষন সিতা বনেতে প্রবেসে॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি।
অবিচারা বানরা এস্যা মারিল ভাবকি॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে।
করুনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে॥
রাম বলেন প্রানের সিতা শুনহ বচন।
করুনা করিয়া আইলা কিসের কারন॥
করুনা করিয়া তবে বলেন জানকি।
এই অবিচারা বানর মোরে মেরাছি ভাবকি॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে।
অগ্নি ঘৃত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে।
সিতারে কাড়িলি বা মরিবার তরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে অবিচারা চলে।
রামের নিকটে জায়্যা করিছে সিওলে (?)॥
অবিচারা বলেন শুনহ রঘুমুনি।
সিতা লক্ষ্মি বলিয়া আমরা না জানি॥
অপরাধ ক্ষেমা কর যুন গদাধরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে হাসেন গদাধরে।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে।
অবিচারা বলে তবে যুনহ গোসাঞি।
আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই॥
বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন।
সেই বনের মুনি লয়্যা সুন বিবরন॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ কর্ত্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও রামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেস করেন দুই সহদরে।
জেয়্যা উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে॥
......জানিলেন তবে জয়মুনি বরে।
জার লাগীয়া তপস্যা করি তিনি এল্যান ঘরে॥
গলায় বাকল দিয়্যা রামচন্দ্র চলে।
লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে॥
জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে।
কত সত চুম্ব দেন বদনকমলে॥
জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন।
ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন॥
মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম।
বিশ্রাম করেন তবে দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বালিমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায়।
অরন্যাকাণ্ড পুথি হইল এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সম্পুর্ন হইল অরন্যাকাণ্ড॥
ইতি অরন্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ঊনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

অ

অকিরিয়াবাদো ৭৯
অক্ষ ৮৯
অক্ষয়কুমার দত্ত ৮৫
অক্ষিপরকলা ৮৯
অক্ষিযবনিকা ৯২
অক্ষোভ্য ১৪৯, ১৫৫
অগ্নি ৫৯, ১১৩
অগ্নিপুরাণ ৮৭, ৮৯, ১৬২
অঘোর ১৬৮
অঘোসাধব ৫০
অঙ্গুত্তরনিকায় ৭৬, ৭৮, ৮২
অচিন্তা, অচিতি, অচিত ৪৯
অজয় নদ ১৪৫
অজিত কেশকম্বলী ৭৩, ৭৬, ৮০
৮১, ৮২, ৮৪
অঞ্ঞ্ঞজীবো (অন্যজীব) ৭৯
অণুবীক্ষণ ৯১
অতিপরবলয় ৯০
অতিমহাযান ১৫০, ১৫৩
অদ্বয়বজ্র ৪৮, ৫০
অদ্বয়সিদ্ধি ৫০
অদ্বৈতবাদ ১২৭
অদ্রিয়াচার্য্য ১৬৫
অধিচ্চসমুপ্পাদ ৮১
অধিশ্রয় ৮৭, ৯০
অধিশ্রয়ণী ৮৭
অধ্যয়ন কম্পিলরাজ (জৈন) ৮৪
অনঙ্গ ৫০
অনঙ্গমোহন সাহা ৯৩
অনচ্ছ ৯১
অনন্ত ৯০
অনন্ততা ৯০
অনন্ত কবি ১৪১
অনন্তিক বিন্দু ৯০
অন্নদামঙ্গল ১০৯
অন্নংশরীরোবাদো ৭৯
অন্তর্ম্মুখী ৮৬
অন্তর্ম্মুখী রশ্মিপুঞ্জ ৯২
অন্তিক বিন্দু ৯১
অন্ধস্থান ৮৯
অনিক্যবাদো ৭৯
অনিয়ত পরাবর্ত্তন ৯২
অনুবৃত্ত ৮৯
অনুবৃত্তকেন্দ্র ৮৯
অন্ধ ১২৭
অপ্থাল্মোস্কোপ বা
অক্ষিবীক্ষণ ৯১
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ৮৫, ৮৭
অবলোকিতেশ্বর ১৬৪
অবাস্তব প্রতিবিম্ব ৯০
অভয়মুদ্রা ১৪৮
অভয়াকর গুপ্ত ৫২
অভয় রাজকুমারসুত্ত ৭৫
অভিধর্ম্ম ৪৪
অভিমন্যু ১২৯
অভিসময় ৪৪
অমর সিংহ ১৬১
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১১২
অমৃতানন্দ বজ্রাচার্য্য ১৬৩
অমোঘবজ্র ১৬৪
অযোগী ৪৮
অশোক ৭৬
অশ্বমেধ ৬০
অষ্টকোণ সূচী ৮৬
অসিতাঙ্গ ১৬৬

আ

আইটেল (ডাঃ) ১৫৩, ১৬২, ১৬৯
আইহান ১২৯
আকাশ ৯২
আজীবক ৭৫, ৭৭, ৭৯
আত্মষষ্ঠবাদো ৭৯
আধান ৮৮
আধিশ্রয়িক দূরত্ব ৯০
আনন্দ ৮২
আপাতঃকোণ ৮৮
আকাকিয়া ৮৯
আবরণ ৯০
আয়তছিদ্র ৯২
আয়দেব, আর্য্যদেব ৫০
আয়ান ঘোষ ১২৯
আর্য্যা ৯০
আর্য্যাবলোকিতেশ্বর ১৬৪
আয়ীপন্থ ১৪২
আরাকান ৬৯
আরংজীব ৪৪
আলোকবাহক ৯১
আলোক-মীমাংসা ৯১
আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা ৮৫
আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা
সম্বন্ধে মন্তব্য ৯৩
আলোকমণ্ডল ৯১
আসাম ৬৯
আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-
পুথির বিবরণ ১
আস্তিগ্মতিজম্ বা-
অসমদৃষ্টি ৮৯

ই

ই, কার্টারেট ১১১
ইন্দুমতী ১৬৬
ইন্দ্র ৫৯
ইন্দ্রভূতি ৪৯, ৫০
ইলিয়াশসাহী ১৪৪
ইষুপাৎ ৫৭
ইস্টবিনসেন (ষ্টিভেন্সন) ১০৯

ঈ

ঈশ্বর ৯০
ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১১৮

উ

উজ্জয়িনী ১৬৬, ১৬৭
উজ্জ্বলনীলমণি ১৪২

উড্ডামরেশ্বরতন্ত্র ১৬৭, ১৬৮
উড়িষ্যা ৪৯
উদ্দালিপাদ ৪৯
উধিতি ৪৯
উন্নতোদর ৯০
উন্মত্ত ১৬৬
উন্মন ৫০
উপচ্ছায়া ৯১
উপনেত্র ৯০
উপানহী ৫০
উপালি ৭৮
উপালিসুত্ত ৭৮

ঋ

ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৯
ঋগ্বেদ ১০৫
ঋণাত্মক একাক্ষস্ফটিক ৮৯

এ

এককেন্দ্রিক ৮৯
একজটী ১৫৩
একাক্ষস্ফটিক ৮৯
এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা ৬৭
এফ, ডব্লিউ, টমাস ৭৭
এসিয়াটিক সোসাইটী ১৬২, ১৭০

ঐ

ঐতরেয় আরণ্যক ৮৩
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫৭, ৬২, ১০৫

ও

ও, বর্লেস্ ১১১
ওড়িয়াচার্য্য ১৬৫
ওয়াশীল জু ৫৩
ওয়াই-চি-ই-সোঙ্গ ৬৩
ওয়াটার্স ৭০
ওয়াডেল (ডাঃ) ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭
ওলডেনবার্গ ৭৩

ক

ককিলী ৫০
কঙ্কণ ৪৮
কঙ্করী ৪৮
কচ্চায়ন ৮০
কটকহস্তমুদ্রা ১৪৮
কঠোপনিষৎ ৮০
কণা ৮৭, ৮৯
কর্ণারি ৪৮
কণীকা ৮৭ ৮৯
কণীকাবাদ ৮৯
কর্ত্তরীধর আননাথ মহাকাল ১৫৭
কর্ত্তরীহস্তমুদ্রা ১৪৮
কনখলা ৪৯
কনকেভ মেনিস্কস্ ৮৯
কনভেক্স্ মেনিস্কস্ ৮৯
কম্বলি, কম্বুলি, কম্বারি ৪৯
কপালী ৪৯
কবন্ধসূচী ৮৮, ৯২
কবন্ধবৃত্তসূচী ৮৮, ৮৯
কবন্ধী কাত্যায়ন
(কুকুদ কাত্যায়ন) ৭৬, ৭৯
কমোলক ৭০
কম্পরি ৪৯
কম্বলাম্বরপাদ ৪৯
করবৎ ৫০
করয়েড ৮৯
কল কল ৪৯
কলম ৯২
কল্যাণমন্দিরস্তব ১৬৭
কস্সপ সীহনাদসুত্ত ৭৮
কস্তিক বক্র ৮৯
কাছাড় ৬৯
কাঃ জুর ৫৫
কাঠমুণ্ডা ৪৭
কার্ণ ৭৫, ৭৬
কাত্যায়ন ৮০
কাপাল ১৬৬
কামরি ৫০
কাল ৪৮
কালচক্রযান ৪৬
কালিদাস ৬৮, ১৬৬, ১৬৭
কালিদোস্কোপ বা বহুবীক্ষণ ৯০
কালিয়দমনখণ্ড ১৩৫
কালী ১৫৩
কাশীরাম দাস ৪৫,১০৯
কাশ্মীর ১২৯,১৫০
কাহ্নিনাথ ১
কাসীমবাজার ১১১
কাহ্নু, কাহ্ন পাদ ৪৮,১৪৪
কিতাবতমঞ্জরী ২
কিরব ৪৯
কিলপাদ ৪৯
ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা ১৬২
কূক ৬৯
কুকুরী ৪৯
কুকুরীপাদ ৫১
কুট্টিনীমত ১২৯
কুবলাই খাঁ ১৫৭
কুবের ১৫৩
কুমারি (কুম্ভকার) ৪৯
কুমারিলভট্ট ১৫৫
কুমারীকল্পতন্ত্র ১৬৭
কুলদত্ত নিঃসঙ্গাচার্য্য ১৬২
কুশী ৪৯
কৃত্তিবাস ১৪৪
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১০৯
কৃষ্ণ ১২৭
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১০৯
কৃষ্ণনাথ ১৫৩
কৃষ্ণাচার্য্য ৪৮,৫২
কৃষ্ণরেখা, কালদাগ ৮৯
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ১৬২,১৬৭
কেদারিপা ৫০
কেন্দুলী ১৪৫
কেন্দ্র ৮৯
কেন্দ্রাপসারী ৮৬
কেন্দ্রাভিমুখী ৮৬
কেমেরা ৮৯
কেশকম্বলি-সম্প্রদায় ৭৯
কৈকালা ১১৫
কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৬৭
কোচবিহার ৬৮
কোটলি ৪৯
কোটিজ্যা (কোজ্যা) ৮৯
কোণ ৮৮
কোণমান ৯০
কোমিল্লা ৭০
কোরিয়া ৬৩
ক্রোধ ১৬৬
ক্লোরিন ৯৩
কৌণিক দূরত্ব ৮৯
কৌলাবলীতন্ত্র ১৫০, ১৬০, ১৬৮
ক্ষীণ-মধ্য ৯০
ক্ষীণ-মধ্য সমতল পরকূলা ৯১
ক্ষেত্রপাল ১৬৪,১৬৮,১৬৯
ক্ষেপণী ৮৭
ক্ষেপণীপথ ৮৭

খ

খণ্ডী ৪৮
খড়্গ ৪৮
খোটান ৬২

গ

গগনপা ৫০
গণেশ (রাজা) ১৪৪
গণেশবাহন বিস্রান্তক ১৬৫
গর্দ্ধবালি ৮৪
গমার ৫০
গলীনহস্ত ১৪৯
গ্রহণহস্ত ১৪৮
গাথাসপ্তশতী ১৪০
গান্ধার ৫৭, ৬২, ৬৩
গান্ধারী ৫৭
গিরিবর ৫০
গীতগোবিন্দ ১২৮,১৩৭
গ্রীন বেডেন্স্ ৬২
গুণরাজ খান ১০৯
গুণ্ডরী ৪৯
গুরু-মৈত্রীগীতিকা ৫০
গুরবকুস রোডা ১১০
গুহ্যজ্ঞানা ১৪৯,১৬৪
গুহ্যসাধনা ১৪৯,১৬৩
গোবিন্দ ৫০
গোরক্ষ ৪৮
গোলাঘাট ১
গোরুড় ৪৯
গোল ৮৮
গোলক ৯০
গোসাল মস্খলিপুত্ত ৭৩,৭৫,৮২

ঘ

ঘন কোণ ৮৯
ঘন সম্প্রদায় ৮৯
ঘণ্টাপাদ ৪৯

চ

চট্টগ্রাম ৬৮
চট্টল ৬৮
চণ্ড ১৬৬
চণ্ডীদাস ১২৭
চণ্ডীদাস (আদি) ১৪৩
চণ্ডীদাস দ্বিজ ১৪১
চণ্ডীদাস বড়ু ১৩৮,১৩৯
চতুরবজ্রগীতিকা ৫০
চতুর্ভুজ মহাকাল ১৫৬
চনক ১৫৫
চন্দ্র ৫৯
চন্দ্রদ্বীপ ৫২
চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য ৬৮
চর্পড়ি, চর্পটি ৪৯
চমরীপাদ ৪৮
চম্পক ৪৯
চর্য্যাগীতি ৪৫,৫০
চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ৪৫
চলুকি ৪৯
চাটল ৫০
চাটিল ৫০, ১৪৪
চান্দন ৫০
চামার ৪৮
চাপীয়মান ৮৯
চালিশা ৯১
চিত্রলক্ষণ ৫৫, ৫৬, ৫৭
চিন্তামণি ১৫৩
চিপিল ৫০
চীনদেশ ৫৬, ৬২, ৬৩, ৭০
চুণীলাল বসু ৮৫, ৯৩
চুলসকুলদায়ীসুত্ত ৮৭
চ্যুতি ৮৮
চ্যুতিহীন ৮৯
চেঁদো ৫২
চৈতন্যচরিতামৃত ১০৯
চৈতন্যদেব ১৪২
চৈত্য ৫৯, ৬০, ৬৯
চৈত্রমাহাত্ম্য ৮৮
চৌরঙ্গী ৪৮

ছ

ছটামুকুট ৮৯
ছত্র ৪৮
ছত্রখণ্ড ১৩২
ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১০৫
ছায়া ৯২
ছেদ ৯২
ছেদবিন্দু ৯২

জ

জগদানন্দ রায় ৮৫
জগদিন্দু রায় ৮৫
জটিল অনুবীক্ষণ ৯১
জন ষ্টন্ ১৫৪
জয়দেব ১২৮, ১৩৮, ১৪১
জয়নগর ১১৫
জয়নন্দী, জয়ানন্দ ৪৯
জলীয় রস ৯০
জাতক ৫৯
জালন্ধরী ৪৯
জার্ম্মান ৫৫
জ্ঞানডাকিনী ৪৮
জ্ঞাননাথ ১৫৩
জ্ঞানানন্দ পরমহংস ১৫০, ১৬০,১৬৮
জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিংহ ৪৮
জ্যামিতিক দৃষ্টিবিজ্ঞান ৯১
জিনমিত্র ১৬৪
জীব গোস্বামী ১৪২
জীবন ৫০
জে, এফ্, ব্লুমহার্ট ১০৯
জেকব গ্রীম ১০
জেম্স আবেস্তা ৮৩
জেলাল উদ্দিন ১৪৪
জৈন ৭৫
জৈন-সূত্র ৫৭, ৭৩
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তৌর্থিকদিগের প্রভাব ৭৩
জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য ৪৭
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবি ১২৯
জ্যোতিষচূড়ামণি ২

ট

টাকীরাজা ১৬৪
টুঙ্গী ৫০
টেঙ্কুর ৪৭, ৫১
টোঙ্গী ৫০

ড

ডবল কনকেভ পরকলা ৯০
ডবল কনভেক্স পরকলা ৯০
ডাকিনী ১৫৩
ডারউইন ৮২
ডুম্বরি ৫০
ডেনিকার (ডাঃ) ১৫২
ডোম্বী ৪৮
ডোম্বী হেরুক ৪৮

ঢ

ঢাকা ৭০
ঢেণ্ঢন ৫০

ত

তন্ত্রপাদ ৪৯
তন্ত্রযান ৪৬
তন্ত্রসার ১৬২, ১৬৭
তরঙ্গবাদ ৯৩
তাঞ্জুর ৫৫, ৬১
তাড়কপাদ ৫০
তান্তীপাদ ৪৮
তান্তে ৪৯
তারকেশ্বর ১১৮
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৮
তারা ৮৭, ৯২
তারানাথ ১৫৬
তারামণ্ডল ৮৭, ৯০
তাল বিতাল ১২২
তিব্বত ৫৫, ৫৬, ৫৯
তিব্বতী বৌদ্ধ ৫৯
তিলোপা, তেলিপো ৪৮
তীর্থঙ্কর ৬২
তীর্থিক ৭৩, ৭৪
তীরকলা ৮৯
তুতি ১৫৪
তেঙ্গুর (তেঞ্জুর) ১৪৪, ১৪৯, ১৫১,
১৬২, ১৬৩, ১৬৪
তেজোবাহী ঈশ্বর ৯১
তেজোময় ৯১
তেজোহীন ৯১
তেলি ৪৯
ত্রকসদ্ ১৬৪
ত্রিপুরা ৫৩, ৬৯, ৭০
ত্রিভুজ ৯৩
ত্রিরত্ন ১৫২

দ

দর্পণ ৯১
দর্পণমেরু ৯২
দর্পণরুদ্র ৮৯
দশতলস্তগ্রোধপরিমণ্ডল-বুদ্ধ-
প্রতিমালক্ষণনাম ৫৫
দশভূমি ঈশ্বরনাথ অব-
লোকিতেশ্বর ১৬৪
দামখণ্ড ১৬০
দাদাবাধা ৮৯
দামোদর কবি ১২৯
দারিক, দারিপা ৪৯, ৫১

দ

দিক্‌পতি যাগ ১৬২
দিগম্বর জৈন ৬১
দিহ ৪৯
দিঙ্‌নাগ ১৫৫
দীর্ঘনিকায় ৭৫,৭৮,৭৯,৮১
দীনবন্ধু মিত্র ১২৫
দীপকালোক ৯১
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৪৪,৫০
দূরবীক্ষণ ৯৩
দৃক্‌তারা ৮৭
দৃক্‌সূত্র ৯৩
দৃশ্যাভিমুখী ৯১
দৃষ্টিকেন্দ্র ৮৯
দৃষ্টিনাড়ী ৯১
দৃষ্টিবিভ্রম ৯১
দৃষ্টিবিজ্ঞান ৯১
দৃষ্টাক্ষ ৯১
দৃষ্টিরেখা ৯৩
দেবদত্ত ৭৫
দেবীপুরাণ ৬৮
দোর্জেঠাক ১৫১,১৬০
দোহচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি ৪৯
দোহাকোষতত্ত্বগীতিকা ৪৮
দৌলি ৫০
দ্ব্যক্ষ-স্ফটিক ৮৯
দ্রাগ্‌সে (ধর্ম্মপাল) ১৫১
দ্বৈধবর্ত্তন ৯০

ধ

ধনাত্মক একাক্ষ স্ফটিক ৮৯
ধন্যাখালি ১১৫
ধর্ম্ম, ধর্ম্মপা ৪৯
ধর্ম্মকীর্ত্তি ১৫৫
ধর্ম্মকোষসংগ্রহ ১৪৮,১৫০,১৬৫
ধর্ম্মগীতিকা ৫০
ধর্ম্মপাল ৪৫, ১৫০,১৫৩,১৬০
ধর্ম্মপূজাবিধান ১৬০,১৬১,১৬৯
ধর্ম্মমঙ্গল ৪৩,১৬১
ধর্ম্মসূত্র ৭৯
ধহুতি ৪৯
ধাম ৪৯
ধীরমোহিনী অক্কার্য্যা ১
ধৃতরাষ্ট্র ৫১
ধৃতিজ্ঞান ৫০

ধেতন ৫০
ধোকড়ি ৪৯
ধোখতী ৪৮
ধোঙ্গপা ৫০
ধোবী ৫০

ন

নগুণ ৪৯
নগেন্দ্রনাথ বসু ১৫৯
নগ্নজিৎ ৫৬,৫৭,৫৮,৫৯,৬১
নচিকেতা ৮০
নতমধ্য, নতোদর ৯০
নতমধ্য বা নতোদর দর্পণ ৯১
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯
নরহরি দাস ১৪০
নাগবলি ৪৯
নাগবোধি ৪৯
নাগার্জ্জুন ৪৮,১৫৫
নাগার্জ্জুনগীতিকা ৪৮
নাগরিপ্রচারিণী সভা ৮৫
নাচন ৫০
নাট ১৫৩
নাট্‌কুন্ ১৫৪
নাট্‌সিন্ ১৫৪
নাড় পণ্ডিত ৪৪,৪৮
নাড়পণ্ডিত-গীতিকা ৪৮
নাড়ী ৯১
নাথ ১৫৩
নাথপন্থ ৫০
নাথরুদ্রান্তক ১৫৮,১৬৪
নাথরুদ্রান্তক সংক্ষিপ্তাভিষেক-
প্রক্রিয়া ১৫৮
নাথসমন্বস্তোত্র ! ১৫৪,১৬০,১৬২
নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেড ১১৮
নায়ুর ১৪০,১৪১
নাভি ৮৭,৯০
নারদপুরাণ ১২৭
নারায়ণ ৫৯
নিগণ্ঠ ৭৫
নিগণ্ঠনাথপুত্ত ৭৩,৭৪,৭৫
নিগু ৪৮
নিত্যাদেবী ১৪২
নিত্যাষোড়শী ১৪২
নির্দ্দয় ৫০
নিবিড়চ্ছায়া ৯৩

নিয়ম ৯০
নিয়প্রনের উপমা ৪৩
নিরাত্মা দেবী ১৪৫
নীলরতন বাবু ১৪০,১৪২,১৪৫
ন্যূনতম ৯১
ন্যূনতম বিচলন কোণ ৮৮
নৃসিংহ ১২৭
নেচক ৫০
নেপাল ১৬২
নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি ১৪৭
নোডাল বিন্দু ৯২
নোয়াখালী ৫৩

প

পকুধ কচ্চায়ন ১৩,৭৯,৮৪
পকেট সেক্সটাণ্ট ৯২
পঙ্কজ ৪৯
পচরি ৪৯
পটলি, পুত্তলি ৪৯
পট্টিকা ৯০
পণ্ডাম্বুর ১৬১,১৬৯
পতিচ্চ সমুপ্পাদ ৮১
পতিতরশ্মি ৯২
পদ ৯৩
পদার্থবিজ্ঞান ৮৬
পদার্থবিদ্যা ৮৫
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ৬৭
পদ্মপাণি ১৫১
পদ্মপুরাণ ৬৮
পদ্মসম্ভবগুরু ১৭০
পদ্মাবতী ৫৯
পনহ ৫০
পবন ৫৯
পরকলা ৯০
পরকলারন্ধ্র ৮৯
পরকলার দৃষ্টিকেন্দ্র ৯১
পরকলাদের ৯২
পরবলয় ৮৭,৮৮,৯১
পরবলয়িক ৯১
পরলয়াভাসিক ৯১
পরাবর্ত্তিক কোণ ৮৮
পরাবর্ত্তিত রশ্মি ৯২
পরাবর্ত্তক তল ৯২
পরাবর্ত্তন ৯২
পলিহীহ ৫০
পাগোপা ১৫৭
পাটিকসুত্ত ৭৫
পাতঞ্জলিভদ্র ৪৯
পার্ব্বতী ৫৯
পায়াসি ৮১
পায়াসিসুত্তন্ত ৮১
পাশল ৫০
পার্শ্বিক বিপর্য্যয় ৯০
পাহিল ৫০
পিপ্পলাদ ৭৬,৮০,৮১
পিরুহো ৮৪
পীতস্থান ৯৩
পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি ৭৮
পুষ্কর ৪৯
পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী ৬৭
পুরণ কস্সপ ৭৩,৭৬,৮১
পেশী ৯১
পেশোয়ার ১৫০
প্রক্ষেপণ ৯০
প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা ৫৯
প্রজ্ঞাপারমিতা ১৬০,১৬২
প্রত্যালীঢ় মুদ্রা ১৪৯
প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব ৯০
প্রতিমামানলক্ষণনাম ৫৫
প্রত্যেকবুদ্ধ ৫৭,৬২
প্রধান-বিন্দু ৯২
প্রমাণবার্ত্তিক বৃত্তি ১৫৫
প্রমাণবার্ত্তিক কারিকা ১৫৫
প্রশ্নোপনিষৎ ৭৬,৮০,৮৪
প্রহ্লাদ ৫৭,৫৮
প্রাথর্য্য ৯০
প্লেনো কনকেভ পরকলা ৯১
প্লেনো কনভেক্স পরকলা ৯১
প্রোম ৭১

ফ

ফটোগ্রাফ ৯১
ফটোমিটার বা ভামান ৯১
ফরিদপুর ১৪৪
ফলক ৯১
ফুসে (ডাঃ) ১৫৩,১৬৬
ফেকস্কোপ ৯১

ব

বক্র ৮৯
বক্রতা ৮৯
বঙ্গ ৬৯
বঙ্গবাসী ৬৮
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৫৫
বজ্রগীতিকা ৪৮
বজ্রধর ১৫১
বজ্রযান ৪৬,১৫০,১৫৩, ১৬০,১৬৫
বজ্রযোগিনী ৪৭
বজ্রসত্ত্ব ১৫১
বজ্রাসন বজ্রগীতি ৫০
বটুকভৈরব ১৬৮
বর্ণচ্যুতি ৮৮
বর্ণচ্ছত্র ৯২
বর্ণচ্ছত্রবীক্ষণ ৯২
বর্ণচ্ছত্রমান ৯২
বর্ণনরত্নাকর ৪৭,৪৮, ১২৯, ১৪৪
বর্ণমণ্ডল ৮৯
বর্ণাপসারিত্ব ৮৮
বর্ণাপসারী ৮৮
বর্ত্তক কোণ ৮৮
বর্ত্তক তল ৯২
বর্ত্তন ৯২
বর্ত্তন কোণ ৮৯
বর্ত্তনাঙ্ক ৯২
বর্ত্তনীয়তা ৯২
বর্ত্তিত রশ্মি ৯২
বর্ত্তুল ৮৮
বর্ত্তুলচ্যুতি ৮৮
বর্ত্তুলমান ৮৮
বর্ত্তুলতামান ৯২
বর্দ্ধন ৯১
বন্-পো ১৭০
বরাহ ১২৭
বরাহমিহির ৫৮,৫৯
বরিশাল ১৪৪
বরুণ ৫৯
বলয় ৯২
বল্লাল সেন ১৩৯
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪২,১০৭
বহির্গমন কোণ ৮৮
বহির্গামী রশ্মি ৯২
বহির্মুখী ৮৬
বহির্মুখী রশ্মিপুঞ্জ ৯২
বহ্নিপুরাণ ৬৯
বহুকলম ৯১
বহুভুজ ৯২

বংশীখণ্ড ১৩৫
বাকলি ৫০
বাঁকুড়া ১৪২
বাগ্ মতী ১৬৫
বাগুরি ৪৯
বাজ্‌না ৬৩
বাণভট্ট ১৬৬
বাণেশ্বর ১৬৯
বামনগাঁও ১
বালখণ্ড ১৩৫
বালচরিত্র ১২৯
বাসুলী ১৪০, ১৪২
বাসেট্টসূত্ত ৮৩
বাস্তব প্রতিবিম্ব ৯০
বাহক ৯১
ব্যাবর্ত্তন ৮৯
ব্যাবর্ত্তন জাল ৮৯
ব্যালি ৫০
ব্যাস ৮৯
ব্যাসার্দ্ধ ৯২
বিকল্পপরিহারগীতি ৪৮
বিকৃত ৯২
বিকৃতি ৯২
বিক্রমাদিত্য ১২১, ১২২
বিক্ষেপণ ৯০
বিচলন ৮৯
বিচলন কোণ ৮৮
বিচিত ৫০
বিজয় পণ্ডিত ১৪৪
বিজয়া ৬৭, ৬৮
বিন্দু ৯১
বিন্দুরেখা ৯০
বিদ্যাপতি ১৪০
বিপরীতমুখ ৯০
বিবর্ত্তনবাদ ৮২
বিবিকিবজ ৫০
বিভবৎ ৫০
বিমলাচরণ লাহা ৮৪
বিম্বিসার ৭৫
বিয়ে-পাগলা বুড়ো ১২৫
বিরূচক ৫১
বিরূপা ৪৮
বিরূপাক্ষ ৫১
বিশ্বকর্ম্মা ৫৭
বিশ্বকোষ ৬৯, ১৬২
বিশ্বসিংহ ৬৮
বিশ্লেষণ ৮৯
বিষমধর্ম্মী ৯০
বিষাণ ৪৯
বিষ্ণু ৫৯, ১২৭, ১৬৪
বিহারিলাল সরকার ৬৮
ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র ১০৯
বীক্ষণযন্ত্র ৯১
বীক্ষণরেখা ৯২
বীণাপাদ ৪৮
বীরভূম ১৪২
বীরসাধন ১৫০
বুদ্ধ অক্ষোভ্য ১৫৫
বুদ্ধ অমিতাভ ১৫৫
বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি ১৫৫
বুদ্ধকপালতন্ত্র ৫২
বুদ্ধঘোষ ৭৭, ৭৮, ৮২
বুদ্ধদত্ত ৭৫
বুদ্ধদেব ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০
বুদ্ধ বজ্রধর ১৬৪
বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব ১৫৫
বুদ্ধ ভট্ট ৬৪
বুদ্ধরত্নসম্ভব ১৫৫
বুদ্ধশাসন ১৪৮
বৃত্ত ৮৯
বৃত্তসূচী ৮৬, ৮৯
বৃত্তাভাস ৯০
বৃন্দাবনখণ্ড ১৩২
বৃন্দাবন দাস ১০৯
বৃহৎ সংহিতা ৫৮,৫৯
বেগ ৯৩
বেণীমাধব বড়ুয়া ৭৭
বেদান্ত ৮০
বেলট্ঠি ৭৬
বৈখানস-ধর্ম্মসূত্র ৭৯
বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর ৯, ৯৫
বৈরাগীনাথ ৫০
বৈরোচন ৫০
বৈরোচনগীতিকা ৫০
বৈশেষিক দর্শন ৮০
বৈশ্রবণ ৫১, ১৬৪
বৈষ্ণবদাস ১৪০
বোধিসত্ত্ব ১৫০
বৌদ্ধগান ও দোঁহা ১৪১
বৌদ্ধ চৈত্য ৬০
বৌদ্ধধর্ম্ম ৫৫
বৌদ্ধসূত্ত ৭৪
ব্রহ্মজালসুত্ত ৭৯
ব্রহ্মপুত্র ৬৯ ১৫১
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১২৭, ১২৮
ব্রহ্মমোহন মল্লিক ৮৫
ব্রহ্মা ৫৭, ৫৯, ১৫৩
ব্যাড্‌ডন (মিঃ) ১১১
ব্রাহ্মণ-সংহিতা ৭৮

ভ

ভক্তিচিন্তামণি ১০৯
ভগবতী (জৈন) ৭৩,৮২
ভগবদ্গীতা ৮০
ভটি ৫০
ভর্ত্তৃহরি ৫০
ভনম্যানন ৪৭,১৭০
ভবহি ৪৯
ভমরি ৫০
ভয়জিৎ ৫৬
ভাগলপুর ১১০,১১১
ভাটেরা ৬৭
ভাণ্ডারী ৪৯
ভাদেপাদ ৪৮
ভাম্বু ৫০
ভাল্বে ৪৯
ভামিতি ৯১
ভারখণ্ড ১৩২
ভারতে বৌদ্ধ শিল্প ৬২
ভারত শিল্পের লিপিপ্রমাণ ৫৫
ভাস ১২৯
ভাস্করবর্ম্মা ৬৭
ভিক্ষণ ৪৯
ভিন্সেন্ট স্মিথ ৬১
ভিষাণ ৪৯
ভীম ৫০
ভীমকান্ত মোহান্ত ১
ভীষণ ৪৯,১৬৬
ভীলো ৫০
ভুজঙ্গা (ভুজ্যা) ৯২
ভুজযুগ্ম ৮৯
ভুরুকুটি ৫০
ভুম্বকু ৪৯
ভৈরব ৫০.১৬৬
ভোজপুর ১২১

ভোজ রাজা ১২১,১২২

ম

মক্খলি গোসাল ৭৩,৭৪,৭৬, ৭৮,৭৯,৮১,৮২
মগধ ৭৫
মগরধ্বজ ৫০
মগ্গল্লান ৭৬
মঙ্গলকোট ৪৪
মচ্ছঘ্নাথ ৫২
মজ্ঝিমনিকায় ৭৫,৭৮,৭৯
মঞ্চ ৯২
মঞ্জুশ্রী ১৫১,১৫৭
মণিনাগেশ্বর ১৬৮
মণিপুর ৬৯
মণিতন্ত্র ৪৯
মৎস্যান্ত্রাদপাদ ৫১
মধ্য এসিয়া ৬২
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৭০
মবহ ৪৯
ময়ুরভঞ্জ ১৬৮
ময়ূরভট্ট ৪৪
মরীচিকা ৯১
মলিন ৪৯
মস্করী ৭৫,৭৭
মহত্তম ৯১
মহম্মদ শা ১৪৪
মহাকাল ১৪৭,১৫০,১৬৬
মহাকালভৈরব ১৬৭
মহাকালতন্ত্র ১৬২
মহাকাল ব্রাহ্মণরূপ ১৫৭
মহাকাল গণপতি ১৫৬,১৬৫
মহাকাল পণ্ডক ১৫৭,১৬১,১৬৯
মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় ৫২
মহাধর্ম্মরাজশ্রী বিহার ১৫০
মহাযান ৪৪.৪৬,১৫০
মহারাজলীলশ্রী ১৫৭
মহারাজিক ৫১
মহারাষ্ট্রী ১২৭
মহাভারত ৫৭,৬০,৬২,১২৭
মহাদেব ৫৯
মহাবীর ৭৩,৭৪,৭৫,৭৬,৭৭,৭৮,৮০
মহাশাল ৭৭
মহাসকুলদায়ীসুত্ত ৭৫
মহাসচ্চকসুত্ত ৭৯
মহাসুখতাবজ্র ৫০
মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র ৬৮
মহী ৪৯
মাতৃচেট ৫০
মাতৃচেটগীতিকা ৫০
মাঁড় ১৪২
মায়াপুর ১১৫
মায়োপিয়া বা দৃষ্টিক্ষীণতা ৯২
মায়াবাদ ১২৭
মালব ১৪২
ম্যাক্স্মুলার (মোক্ষমূলর) ৭৩,১৫৪
মিঙ্গোলিং ১৫৬
মিথিলা ১২৯
মিলিন্দপ্রশ্ন ৭৪
মীন ৫০
মীনপাদ ৪৮
মীর কাসিম ১১১
মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ) ১০৯
মুখ্যাধিশ্রয় ৯০
মুখ্য নাভি ৯০
মুখ্য বিন্দু ৯২
মুখ্যচ্ছেদ ৯২
মুরসীদাবাদ ১১০,১১১
মুসো ফিনো ৭১
মেক, মেঘ ৪৯
মেখলা ৪৯
মেঘদূত ১৬৬
মেধিন, মেদিনী ৪৯
মেসুরা ৫০
মেরু ৯২
মৈত্রীপাদ ৫০

য

যক্ষমহাকাল ১৫৮,১৫৯
যক্ষমহাকালকথানাম ১৫৮
যক্ষমহাকালসাধনা ১৫৮
যদু (রাজা গণেশের পুত্র) ১৪৪
যম ১৫৩
যমুনাখণ্ড ১৫৩
যশোভদ্র ৪৮
য়াকবি ৭৩,৭৪,৭৬,৮৪
য'ভাদ্বীপ ৪৭,৪৮
যুতক ৮৬
যুতকাধিশ্রয় ৯০
যুতক নাভি ৯০
যুয়ন চোয়াং ৬৯, ৭০,৭১
যুপ ৬০
যোগরত্নমালা ৪৮
যোগিনীতন্ত্র ৬৮
যোগিমারা গুহা ৬১
যোগী ৪৯

র

রক্‌হিল ৭৩
রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৭
রত্নপরীক্ষা ৬৪
রত্নাকর শান্তি ৪৮
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ৬৫
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ৭১
রশ্মি ৯২
রশ্মিপুঞ্জ ৯২
রস ৯০
রসায়নসূত্র ৮৫, ৯৩
রাউত্তু ৪৯
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৬৭
রাজবলহাট ১১৫
রাজসূয় ৬০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৬৭, ১৬২
রাধা ১২৭
রাম ১২৭
রামগড়গিরি ৬১
রামগিরি ১৬৬
রামপাল দেব ৫২
রামাই পণ্ডিত ৪৩
রামী রজকিনী ১৪০, ১৪১
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৮৫, ৮৭
রাহুল ৪৯, ১৫৪, ১৫৬
রাহুলভদ্র ১৫৬
রিমোইশানিয়া ৫৫
রীস্‌ডেভিড্‌স্‌ ৭৪, ৮২
রুরু ১৬৬

ল

লক্ষ্মণসেন ১৩৮, ১৩৯
লক্ষ্মীঙ্করা ৫০
লঘ ৯১
লণ্ডন ১৯১
ললিতচন্দ্র মিত্র ১২৫
ললিতপত্তন ৪৭
ললিতবিস্তর ৫৯
লাউকের ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬২
লাসা ১৫১ ১৫৬
লীলাপাদ ৪৮
লীলাবতী ৬
লুই ৪৪, ৪৮, ৫১
লুই অভিসময় ৪৪

লুচিক, লুঞ্চক, ৪৯
লেরিঙ্গোস্কোপ বা
কণ্ঠনালীবীক্ষণ ৯০
লৌহস্তম্ভ ১৬৩, ১৬৯

শ

শকুনি ৫৭
শকুন্তলা ৬৮
শঙ্করাচার্য্য ১২৭
শঙ্কু ৯০
শঙ্খজ ৪৯
শতপথব্রাহ্মণ ৫৯, ৬২
শবর, শবরী ৪৮, ১৪৯, ১৬৩
শব্দকল্পদ্রুম ৬৯, ১৬২
শরচ্চন্দ্র দাস ৬১, ১৪৭, ১৫৩, ১৫৫
শাংখু ৪৭
শান্তিদেব ৪৮, ৪৯
শান্তিপাদ ৪৮
শান্তিপুর ১৪৪
শারীরবিজ্ঞান ৮৬
শালি ৪৮
শালিবাহন ১২৭
শাশ্বতবাদ ৭৯
শিব ১৫৩, ১৬৪
শিলাঙ্ক ৮০
শিহলিচটলো ৬৭, ৭০, ৭১
শুক্রনীতি ৮৭
শুক্রনাথ ১৫৩
শুক্রমণ্ডল ৮৯
শূন্যপুরাণ ৪৩
শৈবদর্শন ৮০
শৈবাগম ১৬৯
শ্বেতমণ্ডল ৮৯
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৮১
শ্রাবস্তী ৭৫
শ্রামণক সূত্র ৭৯
শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০৯
শ্রীক্ষেত্র ৭১
শ্রীদুর্জ্জয়া ৬৯
শ্রীনাথ ১৫৩
শ্রীবিক্রমপুর ৬৯
শ্রীমহাকালজ্ঞানসর্ব্বদুষ্টনকর্ম্ম ১৫১, ১৫৩, ১৬০
শ্রীমহাকৃতি হেরুক ১৬৩
শ্রীহট্ট ৬৭, ৭০
শ্রীহট্টনাথ শিব ৬৭

ষ

ষট্‌কোণ সূচী ৮৬

স

সকর ৪৯
সক্রেটিস্ ৭৭
সচ্চক ৭৯
সঙ্কটকোণ ৮৮
সঞ্জয় ৭৬
সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত ৭৩, ৭৬, ৮৪
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৫৫
সত্তকারবাদো ৭৯
সন্ধিতল ৯২
সর্ব্বভক্ষ ৪৯
সভাপতির অভিভাষণ ৪৩
সভিয় ৭৫
সভিয়সুত্ত ৭৫
সমকোণ ৯২
সমকোণী ত্রিভুজ ৯৩
সমগ্র পরাবর্ত্তন ৯২
সমচতুর্ভুজ ৯২
সমজাতীয় ত্রিভুজ ৯৩
সমণ গোতম ৭৫
সমতটের পূর্ব্বে ৬৭
সমতলদর্পণ ৯১
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ৯৩
সমধর্ম্মী ৯০
সমবাহু ত্রিভুজ ৯৩
সমান্তরাল ৯১
সমীকরণ ৯০
সমুদ, সমুদ্র ৫০
সম্পাত বিন্দু ৯২
সম্বন্ধ ৮৬
সম্বর ১৬৫
সম্বুদ্ধভাষিতপ্রতিমালক্ষণ-বিবরণনাম ৫৫
সরল অণুবীক্ষণ ৯১
সরস্বতী ৫৯
সরহ ৪৮
সরোরুহ ৪৯
সরোরুহবজ্র ৫০
সহজযান ৪৬
সংহার ১৬৬
সগর ৪৯
সাংখ্যদর্শন ৭৬, ৮০
সাতকড়ি মিত্র ৭১
সাধনমালা ১৬৫
সান্ত (সসীম) ৯০
সান্দ্ররস ৮৮, ৯০
সামঞ্‌ঞফলসুত্ত ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩
সামগামসুত্ত ৭৫
সারঙ্গা ৫০
সারদাতিলক ১৬৮, ১৬৯
সারিপুত্ত ৭৬, ৮৪
সিংহকর্ণমুদ্রা ১৪৮
সিংহল ৫০
সিদ্ধসেন দিবাকর ১৬৭
সিদ্ধাচার্য্য ৪৪
সিদ্ধান্ত ৯২
সিন্দুরি ৫০
সিলিয়ারী পেশী ৯১
সিলেট ৬৭
সীতাকুণ্ড ৬৮
সুতনুকা ৬১
সুধাকর দ্বিবেদী ৮৭
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২৬
সুবল ৫৭
সুহোত্র ৬০
সূক্ষ্মকোণ ৮৮
সূক্ষ্ম ওয়ামান ক্ষ ৯১
সূচী ৮৬, ৯২
সূচীখণ্ড ৮৮
সুত্তনিপাত ৭৫, ৮৩
সূত্রকৃতাঙ্গ ৭৮, ৭৯, ৮২
সূত্র, সঙ্কেত ৯০
সূর্য্য ৫৯
সেক্সটাণ্ট ৯২
সেতুবন্ধ রামেশ্বর ১৫০
সেনপাহাড়ী ১৪৫
সোনারগাঁ ১১২
স্কন্দপুরাণ ১৬৭
স্থগন ৪৮
স্থানঙ্গ ৮১
স্থির ৮৯
স্থির পরিমাণ ৮৯
স্থূল কোণ ৮৮
স্থূলমধ্য ৯০
স্থূলমধ্যসমতল পরকলা ৯১
স্নাগিনটোয়েট (ডাঃ), ১৫৯
স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী ৯২
স্পর্শসমতল ৯২

স্পেন্স হার্ডি ৭৩
স্ফটিক, দানা ৮৯
স্ফীতমধ্য বা উন্নতোদর দর্পণ ৯১
স্বচ্ছ ৯৩
স্বচ্ছপ্রায় ৯৩
স্বয়ম্ভূপুরাণ ১৪৮,১৬৩,১৬৫
স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ১৬৭

হ

হক্‌সন্ ১৬২,১৬৩
হর্ণ্‌লে ৭৫
হস্তিতাপস সম্প্রদায় ৭৮
হরকিশোর অধিকারী ৬৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৫৩,১৪৫,১৪৭
হরাত্মক গতি ৯০
হরিপাল ১১৩,১১৫,১১৮
হরিবংশ ১২৭
হরিসিংহ ৪৭
হল্যাণ্ড ৪৭
হাকন্দপুরাণ ৪৪
হাটকেশ্বর ৬৮
হানিপা ৫০
হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ১৫৪
হাবেল ৫৯,৬০
হারখণ্ড ১৩৫
হাল্‌হেড ১০৯
হালা ১২৭
হালা সপ্তশতী ১৪০
হ্যাম্পটন ১১১
হিল টিপারা ৭০
হীনযান ৪৪,১৫০
হুগলী ১১৮
হেন্‌রী হুইট ৯
হেবজ্রতন্ত্র ৪৫,৫২,১৫৭
হেমচন্দ্র ১৬২
হেরুক ১৫২,১৬৫
হেলিগ্রাফ ৯০

ঊনত্রিংশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৪এ ভাদ্র ১৩২৯, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্‌ ও, এম্‌ বি, এফ্‌ সি এস্‌

রসায়নাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়ঃ—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। শোক-প্রকাশ—(ক) অনাথবন্ধু দে, (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ—(ক) শ্রীমতী কনকলতা দত্ত ও শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়ার প্রদত্ত কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্‌, (খ) শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ৭টী আলমারী ও ১টী র‍্যাক্‌ এবং (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয়-প্রদত্ত পুস্তক। ৫। প্রবন্ধ পাঠঃ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সুরবিদ্যা," (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মার আলোচনা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত "আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। প্রদর্শন—শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত ৩টী আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তর। ৮। বিজ্ঞাপনঃ—(ক) স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্‌ পরিষদে দান-সম্বন্ধে কবির পত্নীর এবং মাতার পত্র, (খ) ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এক হাজার টাকার ওয়ার বণ্ড পরিষদে দান সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়ের পত্র। ৯। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভের প্রথমে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বড়ই শোকের কথা যে, স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়াছে। তিনি প্রায় ৫০ বর্ষ ধরিয়া সংবাদপত্রের সংস্রবে ছিলেন। তিনি নির্ভীকচেতা ছিলেন। দেশকে ও জাতিকে কতদূর ভালবাসা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি ও সংবাদপত্র-পরিচালনে অতি উচ্চ আসন তিনি পাইয়াছিলেন। 'অমৃত-বাজার-পত্রিকার' স্থান ভারতবর্ষের দেশীয়গণের পরিচালিত সংবাদপত্রের শীর্ষদেশে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, মতি বাবুর মত লোককে হারাইতে হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় লোক বাঙ্গালায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,

"দেশমাতৃকার বরেণ্য সুসন্তান স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতিবৎসল স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী স্বধর্ম্মানুরাগী মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই শোক-প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগামী বুধবারে পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ দেওয়া হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন,—"মতিলাল বর্ত্তমান যুগে ভারতের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র ছিলেন। ভারতের ধ্রুবনক্ষত্র খসে পড়েছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মতিলাল। মতিলাল বাঙ্গালার মাটিতে—বাঙ্গালার জলেতে, বাঙ্গালার বায়ুতে—মতিলাল বাঙ্গালার মেদমজ্জা রক্ত-মাংসেতে যে আস্তরণ পেতে গেছেন—তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল অচল হয়ে থাকবে। মতিলাল দেশ-মাতার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। মতিলাল দাতাকর্ণ ছিলেন না বটে, পরন্তু মতিলালের কাছে দেশমাতা অনেক পেয়েছেন। মতিলাল বিধাতার এক মহা ইচ্ছাশক্তি। মতিলালের কোন আড়ম্বর ছিল না—তথাচ শাসননীতি-তন্ত্র সন্ত্রাসিত। মতিলালের কোন অত্যাচার ছিল না—তবুও শত্রুরা ত্রাসিত। মতিলালের প্রতিভা স্বদেশ ও বিদেশকে মোহিত করেছিল। যখন আমার ১৫ বৎসর বয়স, তখন হইতে আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে আসি। প্রায় ৩০ বৎসর মতিলালের পাশে পাশে সদাই ছিলাম। সর্ব্বদাই দেখেছি—তিনি কাজ খুঁজিতেছেন—সকল সময়েই কাজ কচ্ছেন—সেই ধীর স্থির নীরব নিশ্চল নিশ্চিন্ত পুরুষ সর্ব্বদাই কাজ খুঁজিতেছেন—কি যেন কাজ বাকি আছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ মতিলাল, পাশব ইচ্ছাশক্তি দলন করিয়া দেবত্বের—মহাপুরুষত্বের আসন পাতিয়া গেলেন। মতিলাল জাতীয়তার আগ্নেয়গিরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয়তার কেন্দ্র। আমি পরিষদে ত্যাগী সংযমী মতিলালের রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) পরলোক-গত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী ও সহধর্ম্মিণী পরিষৎকে কবির লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক ও দশটী আলমারী দান করিয়াছেন। এই বিষয়ের দানপত্র খ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। (খ) স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার স্বামীর লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত পুস্তক ও সাতটী আলমারী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয় প্রায় ১৫০ খানি পুস্তক দান

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার ওয়ারবণ্ড (War Bond) দান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, উক্ত তিন দফায় প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া গ্রন্থ-সংখ্যা সঠিক জানাইতে পারা গেল না। এই বলিয়া উক্ত গ্রন্থপ্রদাতৃগণকে এবং শ্রীযুক্ত অধর বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। এই দানপত্র গ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুথি ও গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন (এই তালিকা ঘ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সুদবিদ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "ব্রহ্মার আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। এ বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বা Myths আছে, তাহার আলোচনা মূল প্রবন্ধে রহিয়াছে। ইউরোপীয় কাগজে এই প্রবন্ধ বাহির হইলে বহু প্রশংসা বাহির হইত। দেশে Scholarship, বা সম্যক্ জ্ঞানী নাই বলিয়া এই প্রবন্ধের তত আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। ইহাতে কিছু কিছু শ্লেষ রহিয়াছে। মূল প্রবন্ধলেখক বহু প্রমাণ প্রয়োগ দিয়াছেন—তাহার প্রতিবাদ খুব সাবধানতার সহিত করা আবশ্যক। এই প্রতিবাদে সারবান্ কিছুই নাই—নূতনত্ব কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"ব্রহ্মা" প্রবন্ধের আলোচনা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন ও তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তিনিই এই বর্ত্তমান 'আলোচনা' সম্বন্ধে কিছু বলিলে ভাল হইত। এই আলোচনার পদ্ধতি আমার ভাল লাগিল না। 'হংস ডিম্ব,' 'ব্রহ্মার বাচ্ছা' এইরূপ না বলিলেই ভাল হইত। "দ্যাবাপৃথিবী" সুমেরুর স্থান নির্ণয় করিয়াছে। ইলাবৃতবর্ষ যে দ্যাবাপৃথিবী, তাহা স্বীকার করিতে আমি রাজী নই।

তৎপরে লেখক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শ্লেষ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিলেই চলিবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার "আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপস্থিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় লিখিত হইলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে। এই জন্য পরিষৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার ইহা একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সময়ে Text Book Committeeতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের নানা পরিভাষা

প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (ঙ)—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সংগৃহীত তিনটি আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাত্রী মহাশয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। পরিষদের সদস্য (ক) অনাথবন্ধু দত্ত ও (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ নন্দী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত মুটবিহারী নাথ ৩।২ জহরলাল দত্তের লেন, উল্টাডিঙ্গী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৭ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, ১১এ গৌর দে লেন, বৌবাজার; শ্রীযুক্ত নীলরতন ভট্টাচার্য্য, প্রিন্সিপ্যাল, কমার্স ডিপার্টমেণ্ট, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, ১০এ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কেদারনাথ দাস এম্ ডি, সি আই ই, ২২ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ছোটেলাল জৈন, ৫৩।১ বড়তলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ ১৪ হেয়ার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী বি এ, ম্যানেজার ওয়েষ্ট জারেক্ ডি কলিয়ারী, পোঃ নিরসাচটী (মানভূম); শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কবিশেখর, ৮, বি লাল-বাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুঁই, ৫১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনগুপ্ত, ১৮।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হীরালাল সিংহ, ১৫।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র দত্ত বি এ,

১৭১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ১৯ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী, হেড্ ক্লার্ক, আসাম লেবার বোর্ড, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, শ্রীমতী তমাললতা বসু, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর বাড়ী, ১৪।৪এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ- শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় বি এস্ সি, ৫৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

পরিশিষ্ট—(খ)

৪৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
৩১ শে আষাঢ়, শনিবার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করা হবে। এই ইচ্ছা তিনি বহুবার তাঁর বন্ধু বান্ধবদের ও আমাদের কাছে প্রকাশ, মৃত্যুশয্যাতেও এই ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ও অনুরোধ করেছিলেন। সেই ইচ্ছা অনুসারে আমরা আপনাদের অনুরোধ কচ্ছি যে, তাঁর লাইব্রেরীর সমস্ত বই ও আলমারি আপনারা পরিষৎ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সংযুক্ত ক'রে রেখে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করলে স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি সাধন হবে। শীঘ্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে অনুগৃহীত হব। ইতি

শ্রীমতী কনকলতা দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী।

মহামায়া দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা মাতা।

পুঃ—পুস্তক সমেত দশটা আলমারী
পুস্তক সমেত দুইটা র‍্যাক।

পরিশিষ্ট—(গ)

51 Beadon Row,
Calcutta, 14 th July, 1922.

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

মহাশয়ের হস্তে আমি একখানি এক হাজার (১০০০৲) টাকার 5½ P. C.'এর War-Bond (No. 002595) দিলাম; উক্ত বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপনার হস্তে দিবেন।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য :—

(১) এই হাজার টাকা আপনাদের Trust fundএ থাকিবে, এবং এই মূলধনে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং ইহা হইতে কখনও কিছু খরচ করিতে পারিবেন না।

(২) কেবল এই টাকার বাৎসরিক সুদ আপনারা প্রতিবৎসর for the encouragement of Research work in History খরচ করিবেন। কি ভাবে এবং কি shapeএ এই encouragement দেওয়া হইবে, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার মত লইয়া আপনারা স্থির করিবেন।

আমি অনেক বৎসর কাল পরিষদের সভ্য আছি, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায়, পরিষদের কোন কার্য্যই কখনও করিতে পারি নাই; কিন্তু পরিষৎ হইতে দেশের যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি এবং এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমার এই সামান্য চেষ্টা। আশা করি, আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিবেন।

বিনয়াবনত
শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
Emeritus Professor of History,
Scottish Churches College, and,
Fellow, Calcutta University.

পরিশিষ্ট—(ঘ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—উপহৃত পুস্তক—(১) Statistics of British India, Vol. I. (Commercial Statistics). (২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle for 1920-21, (৩) Statistics of British India, Vol. IV. (Administrative, Judicial and Self-Government), (৪) Index to Archaeological Memoirs, Nos. 1 to 6. The Registrar, Calcutta University—(৫) Journal of the Department of Letters, Vol. VII, 1922. (৬) The Researcher Research. (৭) Calcutta University and its Critics. The Secretary, Museum of Fine Arts. Boston—(৮) 46th Annual Report of the Museum of Fine Arts for the year 1921. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(৯), Thirty-sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology. (১০) Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, (১১) A New Sauropod Dinosaur from the Ojo Alams formation of New Mexico. (১২) The Melikeron—an approximately

Black-Body Pyranometer. শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(১৩) Imperial Dictionary of the Universal Biography. Vol. I. (১৪) Do. Vol. II. (১৫) Memoirs, Asiatic Society of Bengal. (12 copies), The Superintendent Government Printing, (Bihar & Orissa) Patna—(১৬) Annual Progress Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, for 1920-21. মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(১৭) Inaugural Address of the Hon'ble Dr. Sir Deva Prasad Sarvadhicary Kt., C. I. E., LL.D., M. A. at the Carmichael Medical College, Belgachia, on Wednesday, the 30th June, 1920. (১৮) Notes and Extracts, 1891-1912. The Officer in-charge, Bengal Sectt. Book-Depôt—(১৯) Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1921-22. (২০) Report on Public Instruction in Bengal for 1920-21. (২১) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. VII. No. 3. (২২) Do. Vol. VII. No. 4. (২৩) Do. Do. No. 5. (২৪) Do. Vol. VIII. (২৫) Appendix to Vol. VII. No. 3. (২৬) Do. Vol III. Third Session. (২৭) Do. Vol. IV. Fourth Session. (২৮) Do. Vol. VI. and V. Fifth Session. (২৯) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Gardens, Darjeeling, for the year 1921-22. (৩০) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year 1920-21. (৩১) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1921 The Secy. Lowis Jubilee Sanitariam, Darjeeling—(৩২) Thirty-fifth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitariam, 1921. The Asst. Secretary to the Government of Punjab.—(৩৩) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, (Northern Circle) for the year ending 31st March 1921. Parishat Office—(৩৪-৩৫) Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya-Parishad. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—(৩৬) Dissertation on Painting. Le Editeur, Libraire Ancienne Honore' Champion. (৩৭) La Forme Slave Du Nominatif Accusatif Singulier. The Honorable Justice Sir John Woodroffe.—(৩৮) The Seed of Race. (৩৯) Shakti and Shakta. 2nd Edition. (৪০) Tantrik Texts. Vol. V. (৪১) Do. Vol. VI (৪২) Do. Vol. VIII. (৪৩) Principles of Tantra, Part. II. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(৪৪) Wine in Ancient India. The Curator, Government Book-Depôt. Burma—(৪৫) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1922. The Director, Geological Survey of India.—(৪৬) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part I The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—(৪৭) The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1923. (৪৮). Do. Do. 1924. শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,—(৪৯) ইন্দুমতী কাব্য, (৫০) গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী কাব্য বা পত্র-কাদম্বরী। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৫১) মুক্তিস্নান। শ্রীযুক্ত

বিমলাচরণ লাহা—(৫২) সৌন্দরনন্দ কাব্য। শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(৫৩) মাইকেল স্মৃতি-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অভিভাষণ। শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত—(৫৪) মণি-মঞ্জুষা। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—(৫৫) পুণ্যতীর্থে গুরুপূজা (২খানি)। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৫৬) সই মা ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটী—(৫৭) গোবর্দ্ধনলীলা, (৫৮) কাম্যকূপ, (৫৯) বীণাবাদিনী ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬০) বসুধা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬১) জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬২) ভাণ্ডার, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬৩) ঐ—২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, (৬৪) ধর্ম্ম (সাপ্তাহিক পত্র), ৬ষ্ঠ, ৯ম, ২১শ ও ২৭শ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ সিংহী—(৬৫) দেবসিরাহ প্রতিক্রমণ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(৬৬) হীরকদুল, (৬৭) মুখরক্ষা, (৬৮) চাঁদমুখ, শ্রীযুক্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী—(৬৯) কাশীরাম দাসের মহাভারত, (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭০) চন্দ্রনাথদর্পণ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(৭১) গৈরিক, (৭২) তাজ, (৬৯) পাষাণ, (৭৩) ঐ (৭৪) চিত্র ও চরিত্র, (৭৫) চিতোরোদ্ধার, (৭৬) কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, (৭৭) ঐ—২য় ভাগ, (৭৮) ঐ ৩য় ভাগ, (৭৯) আখ্যায়িকা, (৮০) পাথেয়, (৮১) পাথার, (৮২) আক্কেলসেলামী, (৮৩) জয় পরাজয়, (৮৪) ভাগ্যচক্র, (৮৫) গান, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর—(৮৬) কায়স্থতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র—(৮৭) অম্লমধুর, (৮৮) যুথিকা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা, কাশী,—(৮৯) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত—(৯০) যুগল-জীবন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম এ—(৯১) বন্দীর ডায়েরী, (৯২) স্পষ্টকথা, (৯৩) ছায়াবাজি, (৯৪) উল্টোকথা, (৯৫) স্বরাজ কোন্ পথে ? (৯৬) যুগ শঙ্খ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৯৭) জন্মান্তর বা কাদম্বরী, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(৯৮) তুলসী-প্রতিভা বা ভক্তকবি তুলসীদাস। (৯৯) বসন্তপ্রসূন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কাশী (১০০)—আচারতত্ত্ব-১ম খণ্ড।

পুথির তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, তন্ত্ররত্ন—(১) অশোকমালিকা (মুগ্ধবোধ টী, সমাসপাদ, (২) ঐ (স্নে, তৃণ, ক্তাদি পাদ), (৩) ঐ (স্ত্রীত্ব ও কারক), (৪) ঐ (সন্ধি ও শব্দ), (৫) ন্যায়টিপ্পনী (ব্যাপ্তিগ্রহ), (৬) মুক্তি-বিচার, (৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৮) বেদান্তসার, (৯) অমরকোষ।

পরিশিষ্ট—(ঙ)

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৭। দেবক রাজার পরাশরী নাম্নী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণাট-কুমারীর সহিত বিদুরের বিবাহ হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

দেবক রাজার পরাশরী কন্যা।

কাশীদাসী মহাভারত

১৮। কুন্তিভোজ নৃপতি অতিথিগণের সেবার জন্য নিজ কন্যা কুন্তীকে অতিথিশালায় নিযুক্ত করেন। এক দিন দুর্ব্বাসা সেই অতিথিশালায় আসিলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানানন্তর, কুন্তী নিজহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং পক্বান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করাইয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলে, দুর্ব্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করিয়া যান।

সপ্তরথী মহাভারত

কুমারী অবস্থায় কুন্তী পিতৃভবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় চাতুর্ম্মাস্য যাপনের জন্য দুর্ব্বাসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পবান্। কুন্তী বলিলেন, আমাকে মুনির নিকট পাঠাইয়া দিন, আমি ভক্তিতে তাঁহাকে বশীভূত করিব। রাজা কুন্তীকে লইয়া মুনির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—এই কুমারী সারা বর্ষাকাল আপনার সেবা করিবে। এখন আপনি শাপ দিন বা বর দিন, তাহাতে আমার কোন দায় নাই। কুন্তী কায়মনোবাক্যে মুনির সেবা করেন। মুনি দিবানিশি তাঁহাকে শাপ দিবার অবসর খুজিয়া বেড়ান, কখন তপ্ত, কখন শীতল, কখন দুর্লভ বস্তু তিনি চাহিয়া বসেন। একদিন পরমান্ন চাহিলেন, সোনার থালে করিয়া কুন্তী তাহা আনিয়া দিলেন, তখনই হুকুম হইল, পদ্মপত্রে করিয়া দাও। পদ্মপত্র আনিতে দেরী হইতেছে, অমনি মুনি সেই তপ্ত পরমান্ন কুন্তীর পিঠের উপর ঢালিয়া আহার করিলেন। কুন্তীর ধৈর্য্য ও সেবায় তুষ্ট হইয়া মুনি তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিয়া যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৯। দুর্ব্বাসার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই মন্ত্রে কুন্তী সূর্য্যকে আহ্বান করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

স্বামী লাভ কামনা করিয়া কুন্তী মাঘ মাসে দুর্ব্বাসার প্রদত্ত মন্ত্রে সূর্য্যের উপাসনা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২০। অক্ষয় কবচের সহিত কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

কর্ণের জন্মের পর সূর্য্য নিজ অঙ্গ হইতে কবচ কাটিয়া কর্ণকে দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২১। তাম্রকুণ্ডে ভরিয়া কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দেন।

সপ্তরথী মহাভারত

কুন্তী কর্ণকে অল্প জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে, সে জলে ভাসিতেছে। তখন সূর্য্য রক্ষা করিবেন বলিয়া গভীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

জলে ভাসাইয়া দেওয়ার কথামাত্র মূলে আছে। কিসে করিয়া ভাসাইয়া দেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

২২। এক সূত সর্ব্বদা যমুনায় স্নান করিত। একদিন স্নানের সময় একটা তাম্রকুণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে তাহা ধরিয়া দেখে যে, মধ্যে একটি পুত্র। তাহাকে লইয়া আসিয়া রাধার নিকট অর্পণ করিল এবং তাহার নাম রাখিল বসুসেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাধা পুত্র কামনা করিয়া, স্বামীর সহিত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ সূর্য্যের উপাসনা ও তপস্যা করিতেছিল। সূর্য্য তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, কল্য প্রাতে কর্ণ নামে এক শিশু জলে ভাসিয়া আসিবে। সেই পুত্রে তুমি পুত্রবতী হইবে—আর তপস্যা করিও না। পরদিন প্রাতে রাধার স্বামী সূত, গঙ্গার তীরে গিয়া কর্ণকে প্রাপ্ত হন।

মূল মহাভারত

সূতনন্দন রাধাভর্ত্তা কর্ণকে জলে প্রাপ্ত হন, ইহা ছাড়া মূলে আর কোনও কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা কার্ত্তিক, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।৹ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"ব্রাত্য কাহাকে বলে"-বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এফ্ আর এস্, এম্ এ।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার অভাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক। যদিও তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম প্রণয়নের অল্পকাল পরেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই পুস্তকখানি লেখকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

তৎপর তিনি তাঁহার "ব্রাত্য কাহাকে বলে" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ৫ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার সন্ধ্যা ৫॥ টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। শোক প্রকাশ :—(ক) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, (খ) যতীন্দ্রনাথ পাল, (গ) বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, (ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৫। প্রবন্ধ পাঠ :—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) এচ্ এম্ এস্ ওয়াই মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীর বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২। শোক প্রকাশ :—(ক) ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমরা প্রথম জীবনে স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা পাঠ করি। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই বহিখানিতে তিনি যে রচনা-শক্তি এবং দার্শনিকভাবের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এই বহিখানিকে বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল বাঙ্গালা ভাষা কেন, জগতের যে কোন ভাষা এইরূপ পুস্তক অঙ্কে ধরিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। এই বই রচনার কিছু দিন পরে তিনি 'উপাসনায়' অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল মনীষী লেখক যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ গৌরবান্বিত হয়। আমি ঐ স্বর্গীয় সাহিত্য-মহারথীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর স্মৃতি-রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

(খ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺যতীন্দ্রনাথ পাল মহোদয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ইনি অতি অল্পবয়সে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল। মাত্র ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় ১০০ বই লিখিয়া বঙ্গ

সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) ৺বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর বিচিত্র সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর যে সকল গুণাবলীর পরিচয় দান করিলেন, তাহার পর আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সেবীদিগের মৃত্যুতেই সাহিত্য-পরিষৎ শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সাহিত্যিকগণের বন্ধু, উৎসাহদাতা ও পোষণকর্ত্তা, তাঁহাদের কথাও মাঝে মাঝে এখানে বলা আবশ্যক। স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবু একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বরেন্দ্র বাবুকে চিনিতে হইলে, তাঁহার পিতার পরিচয় জানা আবশ্যক। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ মেসার্স জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর একরূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আর এক পরিচয় তিনি শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহারই আশ্রিত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এইরূপ অসাধারণ ত্যাগশীল পিতার উপযুক্ত পুত্র বরেন্দ্র বাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমেদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মিল ও বিবেকানন্দ মিলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল তাঁহার পরামর্শে ও সুব্যবস্থায় অনেক ক্ষতি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। ব্যবসায়ে সততা তাঁহার আদর্শ ছিল। বন্ধু-বাৎসল্য অল্পবিস্তর কিছু কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্যের বিশালতা ও বৈশিষ্ট্য অনুকরণীয়। এরূপ একজন আদর্শ লোকের জন্য যে-কোন সভা শোক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবু চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ এই ছিল যে, অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শ ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন পরহিতব্রত কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত এরূপ সহৃদয়তা প্রায়ই দেখা যায় না। আরও আমাদের গৌরবের কথা এই যে, তিনি একজন বাঙ্গালী হইয়া, ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠস্থানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই সকল হিতৈষী সদস্যগণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও সমবেত সভায় শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বিএ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।

ইহার পর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন "আর একটি বিষয় যদিও আমাদের কার্য্য-তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই—কেন না এই ঘটনার পূর্ব্বেই কার্য্য-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল—তথাপি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। নানা সদ্‌গুণের আকর এবং সামাজিকতার আদর্শ, দানশীল পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত শুক্রবার শেষরাত্রে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারও পরিষদের প্রতি অসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া পরিষৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

"পাইকপাড়ার প্রাতঃস্মরণীয় "লালা বাবুর" বংশধর, বহু সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সুশিক্ষিত, সামাজিকতার ও সৌজন্যের আদর্শ, অক্লান্তকর্ম্মা, দানে মুক্তহস্ত, চরিত্রবান্ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়া আজ এই সমবেত সভায় গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অকালে পরলোকগত এই মহানুভাব সুহৃদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাদের নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, তাঁহার নানা সদ্‌গুণের এবং উদার হৃদয়ের প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—"রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা আমার সমবয়স্ক। যখন মণীন্দ্রের জন্ম হয়—তখন আমরা আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। আজ সেই বন্ধুপুত্রের অতর্কিতভাবে প্রস্থানের সংবাদ লইয়া আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমার ভাগ্যে আজ বিধাতার কি নির্ম্মম বিদ্রূপ! মণীন্দ্রচন্দ্রের বংশের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাজা মণীন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—মণীন্দ্রের আভিজাত্য—মণীন্দ্রের আতিথেয়তা ইতিহাসের অধ্যায়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মণীন্দ্রের অর্থপ্রাচুর্য্য ছিল ব'লেই সে বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বড় জমিদারী ছিল ব'লে সে বড়লোক নহে—এমন কি বড় খেতাব ছিল ব'লেও বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল—স্বর্গের কুসুমসম দেবোপম চরিত্র! সে চরিত্র অতুলনীয়—নিখাদ—অনুপম। মণীন্দ্রের জন্য আমার বেদনা নাই। দেবশিশু দেবভাবে প্রস্থান করিয়াছে। আমার দুঃখ—আমার অসহনীয় বেদনা—মণীন্দ্রের পিতামহী রাণী দেবেন্দ্রবালার জন্য, আর তাঁহার মাতা রাণী হর্ষমুখীর জন্য, আর মণীন্দ্রের বিধবা বালিকা রাণী হতভাগিনীর জন্য।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"পরিষদের শোক-প্রকাশ-প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হউক ও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় আগামী কল্য বন্ধ রাখা হউক।" ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পরিষৎকে সাহায্য করিবার বিষয়ে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের মুক্তহস্ততার

কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এমন একজন সুহৃৎকে আজ আমরা অকালে হারাইলাম। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা থাকিবে। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনাদির পর, তাঁহারা সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (ক—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (খ—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "আরবী ও পারসী ভাষার বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৬। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্যশাস্ত্রী, সহকারী সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, ২১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্ প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, এম্ আই, সি ই, (লণ্ডন), ১২ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, এসিষ্টাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টর ফরেষ্ট কলেজ, দেরাদুন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ,সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস,৭ গোঁসাই লেন, বাগবাজার। প্রঃ— শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ বর্ম্মণ, Box $\frac{8}{44}$ কাশীপুর রোড, বরাহনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫২ মধুরায় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত

হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য এম্ এ, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, টাকী, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপহৃত পুস্তক—(১) টুলটুল, শ্রীযুক্ত সীতেশ-চন্দ্র সিংহ—(২) সত্যেন্দ্র-তর্পণ, শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি কোম্পানির প্রকাশক—(৩) অসাধ্য-সাধন, (নিরুপমা পুরস্কার, ৬ষ্ঠ বর্ষ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৪) বন্দনা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়—(৫) প্রবৃত্তিমার্গ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(৬) দীক্ষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৭) ভৃগুসংহিতান্তর্গত যোগাবলিঃ, শ্রীমতী কুন্দনন্দিনী রায় চৌধুরী—(৮) পিতৃস্মৃতি, (৯) শ্রাদ্ধিকী (১০), সাধ্বী কমলমণির পুণ্যস্মৃতি, (১১) অপরাজিতা, (১২) নবলীলা, (১৩) বিরাজমোহন, (১৪) ভিখারী, (১৫) মুরলা, (১৬) যোগজীবন, (১৭) শরৎচন্দ্র, (১৮) জ্যোতিঃকণা, (১৯) দীপ্তি, (২০) দ্যুতি, (২১) প্রসাদ, (২২) বিবেকবাণী, (২৩) সোপান, (২৪) ভ্রমণবৃত্তান্ত, (২৫)ঐ (উৎকল), (২৬) নব্যভারত, ১ম খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড, (১২৯০—১২৯৩) ঐ ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড (১২৯৫—১২৯৬), ঐ ৯ম হইতে ১১শ খণ্ড (১২৯৮—১৩০০), ঐ ১৩শ খণ্ড—১৩০২, ঐ ১৫শ খণ্ড হইতে ৩৭শ খণ্ড, (১৩০৪—১৩২৬), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(২৭)গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(২৮) দিক্ভূষণ,(২৯) পুরাণ তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—(৩০) রাধানাথ-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩১) কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩২) Patent Office Journal, April to June, 1922. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—(৩৩) Census of India, 1921. vol. xvii. Baroda-State, Part 1. (Report.) Royal Siamese Consulate General—(৩৪) Four Nikyas of the Sutantapitaks of Buddha Ghosa in a set of 12 vols. (1) Sumangalavilasini Dighani-kayatthakatha ; (ii) Papancasudani Majjhimanikayatthakatha in 3 vols (iii) Saratthapakasini Sannttanikayatthakatha, each in 3 vols. (IV) Manorathapurani, Auguttaranikayatthakatha. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৫) Picture Album. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(৩৬) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1921. The Secretary, Smithsonian Institution (৩৭) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1920. Registrar, Calcutta University—(৩৮) Reports of the two Committees appointed by the Senate. The Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(৩৯) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st

March 1921. The Chief Inspector of Explosives in India—(৪০) Twenty-third Annual Report of Chief The Inspector of Explosives in India being his annual Report for the year ending 31st March, 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪১) Epigraphia Indica—vol xvi. Part I, January—1921, (৪২) Do—part II, April 1921. The Secretary, Smithsonian Institution—(৪৩) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪৪) Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1920-21. (৪৫) Statistics of British India, vol. II (Financial Statistics.)

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৩। কর্ণ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ এবং অতিশয় দাতা হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্র ইতিমধ্যে একদিন ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া পুত্রহিতার্থে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করায়, কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া তাহা দান করিলেন এবং ইন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে একঘ্নী শক্তি দিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণ ভৃগুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষার জন্য গিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন রাম, সকল শিষ্য লইয়া বনে মৃগয়া করিতে গেলেন এবং মৃগয়ান্তে পরিশ্রান্ত হইয়া কর্ণের উরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক শাল-তরু কর্ণের উরু ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। পরশুরাম তদ্দর্শনে কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, মৃত্যুসময়ে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র তুমি বিস্মৃত হইবে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৪। ভীষ্ম, মদ্ররাজ শল্যের নিকট গিয়া বন্ধুত্ব-স্থাপন-পুরঃসর ধন দান করিয়া পাণ্ডুর জন্য মাদ্রীকে আনায়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডু, মদ্ররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, মাদ্রীকে বিবাহ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৫। এই সময়ে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে দিলে, ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং পাণ্ডু বনে সস্ত্রীক মৃগয়া করিতে যান।

সপ্তর্ষী মহাভারত

[illegible] মহাভারতে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ নাই। বিবাহের পর [illegible] যুবরাজ এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। পরে পাণ্ডু ভীষ্মের সহিত পৃথিবী ভ্রমণান্তে সস্ত্রীক [illegible] করেন।

মূল মহাভারত

পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে আহৃত ধন, বিদুর, মাতা সত্যবতী ও ভীষ্মকে দেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর [illegible] অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অন্ধত্বপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন না বলিয়া পাণ্ডু রাজা হইলেন।

কাশীদাসী মহাভারত

[illegible]। মৃগরূপ ধরিয়া মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া, পাণ্ডুকে শাপ প্রদানান্তর দেহত্যাগ করেন।

সপ্তর্ষী মহাভারত

মৃগরূপে মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া তাহাকে শাপ প্রদানান্তর তপোবনে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

[illegible]। পাণ্ডুর ব্রহ্মশাপের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকে আকুল হইলেন।

সপ্তর্ষী মহাভারত

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকাকুল হইয়া পাণ্ডুকে নিজ গৃহে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পাণ্ডু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থভ্রমণ করতঃ দেহত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া, সস্ত্রীক মুনিগণের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৮। গান্ধারী দুই বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিলেন। তথাপি তাঁহার সন্তান হইল না। [illegible] কুন্তীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র রাজা হইবে না, এই চিন্তায় তিনি অধৈর্য্যভাবে গর্ভের উপর লোহার মুদগর প্রহার করিলেন। মুদগরাঘাতে গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হইল। ইহা হইতেই দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের উদ্ভব হয়।

সপ্তর্ষী মহাভারত

[illegible] বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিয়াও যখন গান্ধারী প্রসব করিলেন না, তখন তাঁহার [illegible] চিন্তা [illegible] হইল এবং গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড বাহির হইল। ব্যাসদেব,

এই মাংসপিণ্ড একশত এক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঘৃতদ্রোণীতে রাখিয়া দিলে ক্রমে তাহা হইতে দুর্য্যোধনাদির উদ্ভব হয়।

মূল মহাভারত.

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে লৌহমুদ্গর এবং কুন্তীর পুত্র রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র হইবে না, এ কথা নাই।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬ এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ১২ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ, (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয়-লিখিত "যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" সম্বন্ধে আলোচনা, ৫। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেইজন্য অদ্যকার অধিবেশনে উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে নির্ব্বাচিত উক্ত সদস্যগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিগণ পরিষৎকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উপহৃত পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক তাঁহার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার লিখিত "যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ২১ গোপীমোহন দত্ত লেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৪।১।এ সেন লেন, হাটখোলা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত বি এল্, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, ৫৮ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল; মৌলবী মহম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী, ৮০ বেকার হোষ্টেল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিদ্যাবিনোদ বি এস্‌সি, ২৮।১ সিপলা রোড, বোম্বাই; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৭২ জঙ্গমবাড়ী, কাশী; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, কালিয়া গলি, কাশী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, উপহৃত পুস্তক—(১)মুন্সীপাল-লীলা, (২) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণী—১ম বর্ষ। (৩) ঐ—১২শ বর্ষ, (৪) ঐ—১৩শ বর্ষ, (৫) ঐ—১৪শ বর্ষ, (৬) ঐ—১৬শ বর্ষ, (৭) ঐ—১৭শ বর্ষ, (৮) ঐ—অভিভাষণ—(কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের) (৯) ঐ—(কুমার রাধিকাভূষণ রায়ের),(১০) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্মকথা। The Director, Geological Survey of India—(১১) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part 2. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১২) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1920-21. The Director of Meteorological Observatories, Alipur,—(১৩) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Government of India in 1921-22. The Superintendent, Govt. Press, Madras—(১৪) A Triennial Catalogue of Manuscripts collected during the Triennium 1916-17 to 1918-19 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras

Vol III, Pt. I. Sanskrit—A. (১৫) Do. Part I. Sanskrit B., (১৬) Do. Part I. Sanskrit—C. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(১৭) Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1920-21, (১৮) Resolution reviewing the Reports on the working of the Municipalities in Bengal during the year 1920-21. Le Éditeur, Librairie Ancienne Honoré Champion—(১৯) Bulletin de La Société de Linguistique [Procès Verbaux des Séances du 19. November 1921. au 27 Juin 1922.] (২০) Do. Comptes Rendus.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৯। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য, নিজ বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট অপমানিত হইয়া হস্তিনানগরে কৃপাচার্য্যের নিকট আগমন করেন। হস্তিনানগরের বাহিরে কুরুবালকগণ এক দিন ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় তাহাদের একটি লোহার ভাঁটা এক জলশূন্য কূপে পতিত হয়। অনেক চেষ্টাতেও তাহারা যখন উহা তুলিতে পারিল না, এমন সময় দৈবাৎ দ্রোণ তথায় আসিয়া ঈষিকাস্ত্র দ্বারা তাহা তুলিয়া দেন। পরে বালকগণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম আসিয়া দ্রোণকে দেখিতে পান। দ্রোণ, ভীষ্মের নিকট প্রসঙ্গক্রমে নিজ দারিদ্র্য ও অপমানের বিষয় উল্লেখ করিলে, ভীষ্মের অনুরোধে তিনি কুরুবালকগণের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীমের বিষপানের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কিত হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীষ্মের মনে হইল যে, এই সকল রাজপুত্র, ইহাদের কাহারই অস্ত্রশিক্ষা হইল না। ইহার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবিয়া পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্যকে তিনি যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া, বালকগণের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩০। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন রাজা হইলেন। যুবরাজ দুঃশাসন, শকুনি অমাত্য এবং কর্ণ তাঁহার সেনাপতি হইলেন

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩১। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় কি উপায়ে নিরস্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পরামর্শ করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের উন্নতি ব্যাহত করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র শকুনীর সহিত পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩২। দুর্য্যোধন, পুরোচনকে জতুগৃহনির্ম্মাণে আদেশ দান করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্র, পুরোচনকে জতুগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৩। যাজ ও উপযাজ নামে দুইজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ—ইহাঁরা সহোদর ভ্রাতা। তন্মধ্যে যাজ, দ্রুপদের প্রার্থনায় যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উদ্ভব হয়।

সপ্তয়ী মহাভারত

নিল ও অনিল নামে দুইজন পুরোহিত দ্রুপদরাজের যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞ হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপন্ন হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৪। ব্যাসদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

ব্যাসদেবের পরামর্শের কথা নাই। রাজা দ্রুপদ নিজেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেন।

মূল মহাভারত

মূলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৫। ব্রাহ্মণবেশধারী যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় জানিবার জন্য রাজা দ্রুপদ প্রথমে পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। পুরোহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, নিজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছয়খানা রথ সহ প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে আনয়ন করেন।

সপ্তমী মহাভারত

রাজা দ্রুপদ স্বয়ং পুরোহিত সঙ্গে করিয়া, কুম্ভকারালয়ে পাণ্ডবগণের নিকটে আসেন এবং কৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান।

মূল মহাভারত

প্রথম পুরোহিত, পরে অন্য এক ব্যক্তি বা দূত।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই পৌষ ১৩২৯, ৩০এ ডিসেম্বর ১৯২২, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—জয়দেব ও চণ্ডীদাস। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এ এস্।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার "জয়দেব ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। কেহ আলোচনা করিতে উপস্থিত না হওয়ায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই পৌষ ১৩২৯, ৩১এ ডিসেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনে

কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত পদে নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার এম্ ডি, (গ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্, (ঘ) ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ও (ঙ) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। 'খ' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আইহাই পোষ্ট অফিসের অধীন রসুলপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এই মূর্ত্তি পরিষৎকে দান করার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। 'গ'—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৭। সভাপতি মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়কে "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিলেন, যে তিনি তাঁহার ইউরোপে অবস্থানকালে সেখানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনও বই বা কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বিলাতে এবিষয়ে দুই চারিটি জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তাহা পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, আশা করেন; জিনিসগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনকারীর নিকট কৌতুককর হইবে, তিনি মনে করেন। লণ্ডনে ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পাঠাগারে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, তখন ব্রিটিশ-মিউজিয়মের বাঙ্গালা পুথি-পত্রের সংগ্রহে কি কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পান। ব্লুমহার্ট সাহেবের বাঙ্গালা পুথির তালিকা তাঁহাকে এবিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিয়াছিল। পাঠ্যমান প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজপত্র নকল করিয়া আনিয়াছেন ও তাহাদের উপর কিছু কিছু টীকা টিপ্পনীও দিয়াছেন। অতঃপর তিনি

তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইল)।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে আর কোনও [illegible] বাঙ্গালা পুঁথি বা হাতে লেখা কাগজ তিনি পান নাই। তবে আর একটি [illegible] পাইয়াছেন, সকল বাঙ্গালীর কাছে সেটির বিশেষ মূল্য আছে। [illegible] সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত-বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দসংগ্রহ। বইখানি পোর্টুগীস [illegible] পাদরী Manuel-da-Assumpsam মানুএল-দা-আসুম্পসাঁও-র কৃত [illegible] লেখা ছোট একখানি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্টুগীস এবং পোর্টুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোষ; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে লিস্‌বন্ নগরে ছাপা। এই বই [illegible] গ্রন্থকারের লেখা Crepar Xaxtrer Orthbhed অর্থাৎ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" [illegible] ভাষায় রচিত সব চেয়ে পুরাতন ছাপার বই; রোমান অক্ষরে ছাপা হইলেও [illegible] ভাষার বাঙ্গালা-ত্ব বজায় আছে। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" সম্বন্ধে পূর্ব্বে পরিষদে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও তিনি, উভয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা)। ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকাগারে এই অমূল্য পুস্তকের দুইখানি প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। সুনীতিবাবু মানুএলের বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি সমস্তটা নকল করিয়া আনিয়াছেন, বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত পরিষদের সমক্ষে তাহা আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা-পোর্টুগীস শব্দ-কোষ হইতে বহুশব্দ, বাঙ্গালা শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে মনে করিয়া উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। বইখানির কতকগুলি পাতার ফটোও আনিয়াছেন। পরিষদের অর্থ থাকিলে পুরা বইখানি আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইত।

এতদ্ভিন্ন কেম্‌ব্রিজে নেপালী-পুঁথির সংগ্রহে নেপালে লিখিত একখানি পুরাতন বাঙ্গালা নাটকের অনেক অংশ তিনি পুথি হইতে অনুলিখন করিয়া আনিয়াছেন। কেম্‌ব্রিজে যে নেপালী পুথির সংগ্রহ আছে, তাহার একটি বর্ণনাময় তালিকা বেণ্ডল্ সাহেব করেন। এই তালিকা হইতে সুনীতি বাবু জানিতে পারেন যে, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রাজা গোপীচন্দের উপর একখানি বাঙ্গালা নাটক রক্ষিত আছে। বেহুলার কথা, শ্রীমন্ত সদাগরের কথা, কালকেতুর কথা ও ধর্ম্মমঙ্গল-গাথার মত, রাজা গোপীচন্দ্রের গাথা বাঙ্গালার একটি নিজস্ব জিনিস; বাঙ্গালার বাহিরেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, [illegible] গুজরাটে এবং মারহাট্টা দেশের লোকে এখনও গোপীচন্দ রাজার কথা শুনিয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে গান গাহে। বাঙ্গালা-ভাষায় গোপীচাঁদের কথার উপর এ পর্য্যন্ত [illegible] ভিন্ন কাব্য বা গাথা বাহির হইয়াছে। নেপালে-পাওয়া গোপীচাঁদ-কথায় ঐ [illegible] এই কাহিনী আলোচনার পক্ষে সাহায্য হইবে মনে হয়। নাটকখানির কথাবস্তু ভিন্ন ইহার আরও উপযোগিতা আছে। ইহার ভাষা অতি ভুল বাঙ্গালা, পড়িয়াই মনে হয়, লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার ছিল না। নেপালে কিছুকাল হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ও মৈথিল নাটক পাওয়া গিয়াছে, বক্ষ্যমান পুস্তক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নেপালে

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালার ধর্ম্মের ও রীতি-নীতির অনেক চিহ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে ; প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্ত্তি অনেক নেপালে রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পূজনীয় সভাপতি মহাশয় নেপালের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন ; তিনি নেপাল হইতে বহু অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির পুরাতন কথা বাহির করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত চর্য্যাপদের গানকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সাধারণ উৎকর্ষ-বিষয়ে নেপাল কতটা সাহায্য করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। পুরাতন বাঙ্গালায় যে নাটক লেখা হইত, তাহার প্রমাণ আমরা নেপালে পাইলাম। কিছুকাল হইল, পরিষৎ "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" নাম দিয়া চারিখানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন ; এই নাটক চারিখানির মধ্যে একখানি বাঙ্গালায়। আর কয়খানি মৈথিলে। ১৮৯১ সালে জারমানীতে অধ্যাপক আউগুস্ট কোন্‌রাডি (August Conrady) "হরিশ্চন্দ্রনৃত্যম্" নাম দিয়া এইরূপ একখানি নাটক প্রকাশিত করেন ; ঐ নাটকের গদ্য অংশ বাঙ্গালায়, গান ও কবিতাগুলি মৈথিলে ও পূর্ব্বী হিন্দীতে। কেম্‌ব্রিজের গোপীচন্দ্র নাটকও এই শ্রেণীর। কেম্‌ব্রিজে এই বাঙ্গালা নাটকখানি ছাড়া মৈথিলে নাটকও একখানি আছে, সুনীতি বাবু তাহার নকল লয়েন নাই। পরিষদের নিকট শীঘ্রই এই নাটক যেমন যেমন নকল করিয়া আনিয়াছেন, তেমনটা উপস্থিত করিবেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "সুনীতি আমাদের ঘরের ছেলে, দেশে-বিদেশে নানা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি আমাদের ও আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলিয়া যান নাই। অধিকন্তু যে সকল অমূল্য জিনিস আনিয়াছেন, তাহার নমুনা আজ পাইয়া প্রীত হইলাম। আজিকার প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে। তখনকার সামাজিক অবস্থার বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। আশা করি, তিনি যখন গোপীচাঁদ নাটকের আলোচনা করিবেন, তখন অনেক বিষয় জানিতে পারিব।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় নিজের পক্ষে, পরিষদের পক্ষে ও সকলের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, সুনীতি বাবুই বোধ হয়, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের নিকট ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সুনীতি বাবু যখন বিলেতে যান, তখনও তিনি এখানে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া আরও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি যে এককালে বড়লোক হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে তিনি প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ইংরেজেরা যখন এদেশে আসে, সেই ১৬৩৩ খৃঃ হইতে দেশের ইতিহাসের সমস্ত নাম উইলসন সাহেব চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করেন ও দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

ঐ সকল নাম এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। যে দলিলে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর দাতারাম রায় চৌধুরীর কাছ থেকে কেনা হয়, তাহাতে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃঃ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। তার পর হ'তে কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার পর, সুনীতি বাবু প্রসঙ্গক্রমে কেম্ব্রিজ, প্যারী প্রভৃতি নগরে যে সকল নেপালী পুথির সন্ধান পাইয়াছেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, নেপালী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃঃ হজসন্ সাহেব ডাক্তার হয়ে নেপালে যান। তিনি সেখানে রেসিডেন্সির হেডপণ্ডিত অমৃতানন্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও নেপালের ইতিহাস রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯০৭ খৃঃ নেপালে গমন করেন—সেখানে ধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা পড়েন—পড়ে দেখেন যে, উহাও সাহেবার্থে অমৃতানন্দেন লিখিতং। ১৮২৬ খৃঃ বৃদ্ধ ইন্দ্রানন্দ পুথি সংগ্রহ করেন। ১৮৪৩ খৃঃ রাইট সাহেব নেপালে গেলেন। রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম যখন রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া ধৃত হইলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরেজের সাহায্যে তরাই-প্রদেশে উপস্থিত হন, তথায় তিনি বৌদ্ধ বিহার দখল করেন এবং মন্দির হতে বহু পুথি ফেলে দিলেন। রাইট্ সাহেব পুথিগুলি নিলেন। বেণ্ডল সাহেব সে সব পুথির ক্যাটলগ তৈয়ারী করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৪ খৃঃ এদেশে আসেন। নেপালের অনেক ছোট ছোট পাহাড়ের মঠে বাঙ্গালীর লিখিত অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল ভিন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার নাই। এত ধর্ম্মবিপ্লব, এত নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা নেপালে যাইতেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখবার চোখ তৈয়ার করা দরকার। কাটামুণ্ড হইতে ১০।১২ মাইল দূরে সাঁকু সহরের মাইল খানেক দূরে বজ্রযোগিনীর মন্দিরে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মত পাঁচ ছয় শত গান রহিয়াছে। বঙ্গদেশে হতে অনেক সিদ্ধপুরুষ তথায় যাইতেন। ছয় শত পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর আনন্দবজ্র তথায় থাকতেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী একটি বিখ্যাত স্থান। সেখানে সব ঠাকুর ছিল; তথায় কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস। বোধ হয় পূর্ব্বে সে স্থানটী বৌদ্ধদের গ্রাম ছিল। বজ্রযোগিনীর ধ্যান হিন্দুদের দেব-দেবীর ধ্যানের মত। এইরূপে কত প্রাচীন ভাষার ও সাহিত্যের নমুনা নানা দেশে বিদেশে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পরে বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উক্তরূপে উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুনীতি বাবু যে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।"

৮। শোক-প্রকাশ :—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর ভাই পূর্ণ বাবু ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমযুগের অন্যতম শেষ যোগ। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহার 'শৈশব সহচরী'র সহিত অনেকেই পরিচিত। তিনি প্রথম বি এ।

(খ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার কার্য্য-তালিকা ছাপা হইবার পর, বঙ্গদেশের গৌরব ও মহদাশয় স্বনামখ্যাত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ চিকিৎসক-সমাজের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় চিকিৎসা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধান অনুসারে হিন্দুমতে বিধবাবিবাহ করেন।

(ঘ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছোট গল্পরচনা ও উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(ঙ) চট্টগ্রামের ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(চ) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ক্যানিং লাইব্রেরীর যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম-যুগের গ্রন্থপ্রকাশক ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়া অনেক লেখককে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে সকলেই দুঃখিত।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত, ৭১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পাল, ১৯।৭ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ বৃন্দাবন মল্লিকের ফাষ্ট লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার নাথ, ৯।১ জহরলাল দত্তের লেন, উল্টাডাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই; সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, সদর সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ২ মুলেন ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, দুমকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে, মোহনবাগান রো; শ্রীযুক্ত সজনীরঞ্জন লস্কর বি এ, ১৫এ হোগলকুড়িয়া গলি; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত খোকালাল মিত্র, জমীদার, হুগলী; ৬২।২।২ বীডন ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র আচার্য্য, ২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার; শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৪২।২ মহিম হালদার ষ্ট্রীট্, কালীঘাট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ; সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস এম্ এ, ৫।১ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মেসার্স কে কে

মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ৭ সোয়ালো লেন ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, বি এস এম্, ৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাধু-খাঁ, ১৫১ আপার সার্কুলার রোড ; শ্রীযুক্ত মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকিল, ১৩।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ১৩ প্যারীমোহন সুর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮০।১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, গ্রাম জৌলী, পোঃ মাঝগাঁও, জেলা জব্বলপুর ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর, ৩।২ হরিপালের লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল ; সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ২৪২ আপার সার্কুলার রোড, নন্দনবাগান ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সঙ্গমলাল আগরওয়ালা, ৬।এ শিবুঠাকুরের লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, উপহৃত পুস্তক—(১) নীরবভাষা বা ধাত্রীবাণী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—(২) ব্রহ্মময়ী, শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী—(৩) বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা, (৪) চিকিৎসা-বিধান Vol. I.—II. (৫) ঐ Vol. III. (৬) ঐ Vol.—IV. (৭) ঐ Vol. V.—VI. (৭) সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষাল—(৮) বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বেৎকার ঘোষাল-বংশ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(৯) শকুন্তলা, (১০) সীতার বনবাস, (১১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ—(১২) ধাতুপরিচয়, শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার" সম্পাদক—(১৩) পরকালতত্ত্ব, ১ম খণ্ড। The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1921. The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—(১৫) Munirabad Stone Inscription of the 13th year of Tribhuvanamala (Vikramaditya VI), (১৬) The Journal of the Hyderabad Archaeological Society for 1919-20, No. 5. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১৭) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1921. (১৮) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৯) Epi-

graphia Indica, Vol. XVI Part V, January 1922. (২০) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1921. (২১) Annual Report of the Director General of Archaeology in India 1919-20. (২২) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sanchi, Bhopal State, 1922. The Registrar, Calcutta University—(২৩।২৪) Report of the Registration Fee Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922 (3 copies)—(২৫) Preliminary Report of the Reconstruction Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৬) Sixtieth Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal for the year 1921-22. The Registrar, Calcutta University—(২৭) Report of the Government Grant Committee appointed by the Senate on the 9th September, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot —(২৮) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1921-22. (২৯) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1920-21. Dr. I.J.S. Taraporewala, Ph.D,—(৩০) Selections from Avesta and Old Persian, Part I (First Series). The Agricultural Adviser to the Govt. of India, Pusa—(৩১) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1921-22. (৩২) Report on the Diseases of Silkworms in India. The Officer-in charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৩৩) Annual Report of the Lunatic Asylums in Bengal for the year 1921. (৩৪) Report on the working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩৫) Patent Office Journal, July to September 1922. The Registrar, Calcutta University—(৩৬) Minutes of the Senate for the year 1922, No. 21. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৩৭) Report on the Administration of the Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1328 B. S. (1921-22). শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(৩৮) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1920. The Secretary, Smithsonian Institution—(৩৯) Early History of the Creek-Indians and their neighbours—(৪০) Northern Ute Music. The Secretary

Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(৪১) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1921-22. The Director, School of Oriental Studies, London Institute—(৪২) Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the year ending 31st July, 1922.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৩৬। দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের বিবাহান্তে, দ্বারকায় যাইবার পথে, বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদির বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া যান। বিদুরের মুখে ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শুনেন এবং পরে পাঞ্চালরাজ্য হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডব-বিবাহবার্ত্তা অবগত হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের বিবাহের সংবাদ প্রথমতঃ দুর্য্যোধন চরমুখে অবগত হন। পরে শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পাণ্ডবদের পরাভবের জন্য বিদুরের অজ্ঞাতে পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

অন্যান্য রাজগণ এবং দুর্য্যোধন, পাঞ্চালরাজ্যে অবস্থানকালেই চরমুখে পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ-সংবাদ অবগত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৭। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর পাঞ্চালরাজ্যে গমন করেন এবং দ্রুপদের অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসেন। যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর, পাঞ্চালরাজ্যে গিয়া, দ্রুপদের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ পাঞ্চালনগরে আসিলে, আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় যাইতে আদেশ দিলেন এবং দ্রুপদও তাহা অনুমোদন করিলেন।

মূল মহাভারত

বিদুর যখন পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য পাঞ্চালরাজ্যে যান, তখন দেখেন যে, অন্যান্য সকলের সহিত রামকৃষ্ণও তথায় আছেন। কৃষ্ণ ও দ্রুপদের কথামত তাঁহারা হস্তিনাপুরে আসেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৮। ধৃতরাষ্ট্র, কুরুরাজ্যের অর্দ্ধঅংশ পাণ্ডবগণকে বিভাগ করিয়া দেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

কুরুরাজ্যের অর্দ্ধ এবং পাঞ্চালরাজ্যের অর্দ্ধ অংশে যুধিষ্ঠির রাজরূপে অভিষিক্ত হন। দ্রৌপদী পাটেশ্বরী, ভীম যুবরাজ, অর্জ্জুন সেনাপতি, নকুল অমাত্য এবং সহদেব দ্বারপাল হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৯। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর সহোদর ভাই। তাহারা ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে যে, ভাই ভাই কলহ না হইলে, তাহাদের মৃত্যু হইবে না। এইরূপে তাহারা ত্রিলোকের উদ্বেগজনক হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ, তিলোত্তমা-নাম্নী কন্যাকে উভয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সেই কন্যার জন্য দুই ভাইয়ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

সপ্তয়ী মহাভারত

চান্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ব্যক্তি (মানব, অসুর, কি দেবতা, তাহার উল্লেখ নাই) ; (পাণ্ডবগণের ন্যায়) তাহাদের এক স্ত্রী। এই উভয়ের মধ্যে সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়' মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪০। একদিন কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী, তস্করে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ, অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, অর্জ্জুন অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গিয়া দেখেন যে, তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারও সহিত দ্রৌপদীর নির্দ্দিষ্ট অবস্থান-কালে যদি অপর কোনও ভাই তথায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে, এই নিয়ম ছিল। তদনুসারে অর্জ্জুন বনবাসে গমন করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অস্ত্রাগারে বিহার করিতেছিলেন। দ্বারে যুধিষ্ঠিরের পাদুকা ছিল, এক কুকুরে মুখে করিয়া তাহা দূরে নিয়া যায়। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। এমন সময় নগরে "চোর চোর" ধ্বনি উঠিল। তখন অর্জ্জুন নিদ্রোত্থিত হইয়া অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গেলেন ; দ্বারে কাহারও পাদুকা নাই দেখিয়া, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন। অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া অর্জ্জুন প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, যুধিষ্ঠির কুকুরজাতিকে শাপ দিলেন,—দরজা হইতে পাদুকা সরাইয়া নিয়া, তুই যেমন কনিষ্ঠ ভাইকে আমার শৃঙ্গার দেখাইলি, সেই পাপ জন্য কুকুরজাতির শৃঙ্গার সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পরে অর্জ্জুনকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের ব্যবস্থায় তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২২এ পৌষ ১৩২৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (মনস্তত্ত্ব, বৌদ্ধন্যায়, বৌদ্ধনীতিতত্ত্ব এবং জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধদর্শন" নামক প্রবন্ধের মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র অংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে মন্তব্য দিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন কথা জানা গেল। বৌদ্ধদিগের বিশ্লেষণ-শক্তি যে কতদূর ছিল, তাহা নলিনাক্ষ বাবু "বৌদ্ধ-দর্শন ও মনোবিজ্ঞান"-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। একটা কথা আমার বড় মনে লাগিয়াছে। নলিনাক্ষ বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধদর্শনটা একটা খাপ-ছাড়া জিনিস নহে। উহা হিন্দুদিগের ধারাবাহিক চিন্তারই একটী ধারা। বৌদ্ধযুগটা জ্ঞানের যুগ। বৈদিকযুগে কর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। তাহার পর একটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া আমরা উপনিষদে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনও এই প্রতিক্রিয়ারই ফল। যে জ্ঞানের প্রবাহ উপনিষদে বহিতে আমরা দেখিতে পাই, উহাই অপ্রতিহতগতিতে বৌদ্ধযুগে চলিয়া গিয়াছে। যে শাঙ্কর-বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাও সেই একই জ্ঞানের ধারা হইতে উৎপন্ন। এমন কি, শাঙ্কর-বেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। একমাত্র জ্ঞানকে স্বীকার করিলে, একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, যাহা হইতে বৌদ্ধদর্শন এবং শঙ্করের মত, এই দুইএর কোনটাই, সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। কাজে কাজেই আবার জ্ঞানকে ছাড়িয়া, অন্য কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা আমরা রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করিলেও আমরা ঠিক এইরূপ জ্ঞানের জগৎ হইতে মুক্তি পাইবার নানা প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধের প্রথম অংশ শুনিবার আমার সুযোগ হয় নাই। লেখককে আমি জানি। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে না জানিলে লেখেন না—এ ভাবের রচনা বিরল হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয়ের

আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহার ধারণা ঘনীভূত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সংযত সংহত হইয়া দক্ষতার সহিত বিষয়টিকে সজ্জিত করিয়া বলেন। তিনি হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং ভাবের প্রাচুর্য্য এই প্রবন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন না জানা থাকায়, নব্য ন্যায়ের প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মতের সংঘর্ষ চলিতেছে—তাহা এই প্রবন্ধে জানিতে পারা যায়। আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ চাই—বৌদ্ধ-যুগের একটা আলোচনার স্তর সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় সূত্রাকারে অনেক কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ যে ভারতছাড়া, তাহা কেহ বলেন নাই। এই বলিয়া প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩২৯, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়-লিখিত “পরিভাষা” (General Physics and Acoustics) এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত “চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা।” ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষৎ সমস্ত কবির রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদে অনেক মহাভারত রহিয়াছে। সঞ্জয়ের মহাভারতও আছে। আর একখানি মহাভারত কোচবিহারে আছে; তাহার ভাষা বাঙ্গালা নহে—অসমীয়া। এখনও এই মহাভারতে কাহার ভণিতা আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; জানিবার চেষ্টা হইতেছে। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড) বাহির করিয়াছেন। পুথিখানি অতি বৃহৎ। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে রঙ্গপুর শাখার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ দিতে পারা যাইতেছে না। মূল পরিষৎ এবিষয়ে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। পরিষৎ হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের যতগুলি কবির পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া সকল পুথির পাঠ মিলাইয়া ও পাঠান্তর দিয়া, এই দুই মহাকাব্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের জাতীয় ইতিহাসের বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় তাঁহার লিখিত পরিভাষা (General Physics and Acoustics) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে (খ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় "চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় উভয় পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরিষৎকে শক্তির কেন্দ্র করিয়া পরিভাষাসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গভাষাকে সম্পৎশালী করিতে হইলে পরিভাষা প্রচুরপরিমাণে হওয়া উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমি বৈজ্ঞানিক নহি। এই প্রবন্ধ দুইটি শুনিয়া অনেক জ্ঞান হইল। প্রবন্ধলেখকগণ ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা লিখিতে শিখিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন ইংরেজি না পড়িয়া সকলে পরিভাষা শিখিতে পারিবে এবং সেই সকল পরিভাষা দিয়া বই লেখা হইবে।—তখন মিস্ত্রীকে কল-কারখানার নাম শিখাইতে হইলে গ্রামে বাঙ্গালা স্কুলে পড়াইতে এবং পরে "practical training" দিতে হইবে। পরিভাষাকে কটমট করিলে চলিবে না—সহজবোধ্য করিতে হইবে এবং অবোধ্য সংস্কৃতানুযায়ী করিলেও চলিবে না। বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া বিচারপূর্ব্বক এই শ্রেণীর পরিভাষা করিবেন, তবেই সকলের গ্রাহ্য হইবে। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে হইলে, বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি

ব্যবহার না করিয়া সেই জিনিসের চিত্র দিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিলেন।

৭। বিবিধ।—(ক) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও "চণ্ডীদাস" প্রভৃতির সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই স্বর্গীয় প্রবীণ সাহিত্যিকের জন্য শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

(খ) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী ৭ই মাঘ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম বক্তৃতার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর অসুবিধা হওয়ায়, ঐ দিন উক্ত বক্তৃতা হইবে না। আগামী ১৩ই মাঘ শনিবার ও পরবর্ত্তী ৩টি শনিবার তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতা হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু, ১৪ পার্শীবাগান লেন; শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, এসিষ্টাণ্ট ইনেস্‌পেক্টর, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধেন্দু-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৭ বাদুড়বাগান লেন; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৪ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ডোমকল-আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ শেঠ এম্ এ, ৩৯।১ বলদেওপাড়া রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঝাঁঝা; শকুন্তলা মাইন, ই আই রেলওয়ে, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, পঞ্চকোট রাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-চরণ ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্যাশিয়ার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিসাধন কুণ্ডু, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল—উপহৃত পুস্তক (১) মর্ম্মবাণী।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪১। দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণের সংকল্প করিয়া অর্জ্জুন, অনেক তীর্থভ্রমণের পর, একদিন হরিদ্বারে যান। তথায় গঙ্গাজলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় কৌরব্য নাগের কন্যা উলুপী তাঁহাকে পাতালে লইয়া যায় এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পুরোহিত ধৌম্য, অর্জ্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং তন্মধ্যে একবর্ষ পাতালে থাকিতে আদেশ দেন। তদনুসারে অর্জ্জুন প্রথমেই পাতালে গেলে, মণিমন্ত নামে নাগ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে বলে যে, মণিকর্ণ নামে আমার এক পুত্র আছে; উলুপী-নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্তান হইতেছে না। আপনি উক্ত বধূকে একটি পুত্র দান করুন। মণিমন্তের প্রার্থনায় অর্জ্জুন এক বৎসর তথায় বাস করেন এবং তাঁহার ঔরসে ও উলুপীর গর্ভে ইরাবন্ত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪২। মণিপুরে চিত্রভানু নামে রাজা। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-নাম্নী কন্যাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন এবং ইঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে পুত্র হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাতাল হইতে বাহির হইয়া অনেক বন উপবন ভ্রমণান্তে অর্জ্জুন এক সরোবর দেখিলেন। সেই সরোবরের জলমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা (নাম নাই) তপস্যা করিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সেই কন্যা পতি অভিলাষে তপস্যা করিতেছে এবং মহাদেবের নিকট বর পাইয়াছে যে, অর্জ্জুন তাহার স্বামী হইবেন। অর্জ্জুন নিজ পরিচয় দিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়, তবে মূলে নাম চিত্রবাহন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৩। অর্জ্জুন, অনেকানেক তীর্থভ্রমণ করিয়া, অবশেষে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া, প্রভাসে আসিয়া, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন। অর্জ্জুন বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৪। সুভদ্রা, অর্জ্জুনকে দেখিয়া অনুরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সত্যভামাকে তিনি বলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত আজই মিলন করাইয়া না দিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সত্যভামা, অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দেন। পরদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ জন্য বলরামকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি একেবারে নারাজ। তিনি দুর্য্যোধনকে পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন বরবেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন সরস্বতীতীরে সুভদ্রাকে হরণ করেন। যাদবগণ যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়। কৃষ্ণের অনুরোধে বলরাম শান্ত হইলে দুর্য্যোধন হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া কৃষ্ণের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—তোমার যদি ইহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি রথ দিতেছি; তাহাতে চড়িয়া ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের কথামত কাজ করিলে, বলরাম, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে কৃষ্ণের সান্ত্বনায় নিবৃত্ত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেন।

মূল মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া, কামবশীভূত হন। কৃষ্ণ, তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করেন। তখন অর্জ্জুন কি উপায়ে সুভদ্রাকে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ হরণ করিয়া লইবার পরামর্শ দেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৫। ময় দানব, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, এবং পক্ষিরূপী মন্দপাল ঋষির চারিটী শাবক, এই ছয়টী প্রাণী খাণ্ডবদাহের সময় রক্ষা পাইয়াছিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ইন্দ্র, খাণ্ডবে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে,

দেবমাতা সুরভি, মহামুনি লোমশ, দানবেন্দ্র ময় ও বিশ্বকর্ম্মা, এই চারিজনকে রক্ষা করিয়া, আর সকলকে ইচ্ছামত সংহার কর।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৬। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট অগ্নি আসিয়া খাণ্ডবদাহে সাহায্য করিতে বলিলে, তাঁহারা উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জানাইলেন এবং অগ্নি তখন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ, রথ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা প্রভৃতি আনিয়া দেন।

সপ্তগ্রী মহাভারত

খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি, অর্জ্জুনকে, গাণ্ডীব ধনু, রথ ও অক্ষয় তূণ দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩২৯, ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি। বক্তা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবীণ সাহিত্যিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তৎপরে তিনি মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিলেন এবং আগামী সোমবার মৃত মহাত্মার প্রতি প্রদর্শনের জন্য পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাবক ও সমর্থকগণকে

ধন্যবাদ দিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে তাঁহার "নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ ঊনত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে; ইহা প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরিষদের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠের দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩২৯, ৩১এ জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীয় ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায়, উহাদের পাঠ স্থগিত রাখা হইবে।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

শ্রীগীতগোবিন্দ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের প্রবীণ সম্পাদক ও বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সতীশ বাবুর পরিচয় বিশেষ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সতীশ বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসরের অদ্ভুত পরিশ্রম ও চেষ্টায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদের যে বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, উহা হইতে ৬২৩টি উৎকৃষ্ট পদ লইয়া, এই অপূর্ব্ব সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সতীশ বাবু তাঁহাদের পদাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সতীশ বাবু যে গভীর গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থ প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ সুপ্রণালী-সঙ্গত নানা সূচী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। সতীশ বাবুর সঙ্কলিত প্রায় ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত এই শব্দসূচী দ্বারা চিরানুভূত প্রামাণিক পদাবলী-শব্দ-কোষের অভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদূরিত হইবে, সুতরাং উহা যে পদাবলীপাঠকমাত্রেরই সমাদরের বস্তু, তাহা বলা বাহুল্য। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"আপনার সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"We have much pleasure in announcing the publication of an unique collection of hitherto unpublished Vaishnava Padavalis by Babu Satischandra Ray, M. A., *viz*, "Aprakashita Padaratnavali." The editor Satis Babu hardly needs any introduction. His excellent metrical renderings of "Sree Gita Govinda" and "Rasamanjari" as well as his voluminous critical edition of "Padakalpataru" published in parts by the Bangiya Sahitya Parishad have made his name well-known to the readers of Vaishnava Literature. The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out-come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty

unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. Satis Babu as usual has written a lengthy and at the same time very learned and original preface to his work and has considerably increased its excellence by adding explanations of difficult passages and four indexes—viz., index of contents, index of first lines, index of different *Rasas* and iudex of difficult words, with meanings and references, the latter containing more than fifty double-columned Royal Octavo pages. As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, ঘনশ্যাম, লোচনদাস, রায়শেখর প্রভৃতি ৭১ জন মহাজনের অপ্রকাশিত পদাবলী, বিস্তৃত ভূমিকা, পাদটীকা ও চারিটি সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভূমিকাটি সম্পাদক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসাধারণ গবেষণার পরিচয় দিতেছে। পাদটীকাও তাঁহার কবিত্ব-রস-গ্রাহিতার বিশেষ দ্যোতক। সূচীগুলিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পাঠকের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া কেবল লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্যও রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে হয়। এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি, পদরত্নাবলী ভগবদ্ভক্তগণের কণ্ঠাভরণ হইবে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস"।

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" ১৩২৭ সালের পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্ত্তাদের পরিচয়, কবিত্ব, রচনাপ্রণালী ও বিশেষ অর্থযুক্ত পদব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। পদরত্নাবলীর বিস্তৃত সূচী বাংলা বইএ দুর্লভ নবপ্রবর্ত্তন। পদরত্নাবলীর মধ্যে মধ্যে টীকা অর্থবোধের বিশেষ সাহায্য করে। এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

সোয়া তিন শতের কিছু অধিক পৃষ্ঠাযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থের বহুলপ্রচার-কামনায় মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীযতীনচন্দ্র রায়, এম্ এ, ধামগড়, পোঃ বারপাড়া (ঢাকা)—ঠিকানায় অথবা ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে অথবা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় লিখিত পুথির লিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়…… গ্রন্থকার বিবরণ-সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই! ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র-১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে……বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ…… বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

'The Author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২॥০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।

শ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পর্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত পদগুলির টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দুরূহ পদের সুললিত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১৷॰ ও সাধারণের পক্ষে ১৸০ ; এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে পরিষদের সদস্য পক্ষে ১, ১৷॰ ; সাধারণ পক্ষে ১৷০, ১৸॰।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

২৪৩৷১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—০—

বঙ্গ-সাহিত্য

পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে বঙ্গবাণীর মন্দির সংস্থাপনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্,—বারাণসী-শাখা কর্ত্তৃক এই সাহিত্যিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উপস্বত্ব সমস্তই বঙ্গবাণীর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে।

বঙ্গসাহিত্যের বার্ষিক অগ্রিম মূল্য পরিষদ্‌সদস্য-পক্ষে তিন টাকা। সাধারণ-পক্ষে সাড়ে চারি টাকা। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখকগণের নাম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি এচ্ ডি, পি আর এস্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

প্রাপ্তিস্থান—পত্রিকাধ্যক্ষ

বঙ্গ-সাহিত্য-কার্য্যালয়

৩৫, মিশিরপোখরা ষ্ট্রীট,—কাশীধাম।

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, সাধারণ-পক্ষে ৩৲।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্যপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩।৵০, সাধারণের পক্ষে—৫॥০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৸০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিষদের সদস্যগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ত্রিংশ ভাগ]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

——:০:——

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

——:০:——

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১ ।	আসামের নানা কথা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	৮৭
২ ।	চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৯৩
৩ ।	সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্	১০১
৪ ।	প্রাচীন বাঙ্গলা 'আহুঠ, আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১১৩
৫ ।	"বৈজ্ঞানিক পরিভাষা"র শুদ্ধিপত্র	...	১১৮
৬ ।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	৬৫—৮৮
৭ ।	মাসিক কার্য্য-বিবরণ	...	৫৫—৭৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন ।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

নং	গ্রন্থ	মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	।০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	/১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	/০, ৵০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	/০ ৵০
১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	।৵০
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩।০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২।০, ২।০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	।৵০, ।৵০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৵০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	।০, ১৲
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৵০, ৪৵০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩।৵০, ৫।০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	।৵০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	।/০ ১৵০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	।০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৵০, ॥৵০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ।/০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩।০, ৫৲
৫১।	সংকল মোক্তাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১।০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	।০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	।০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২।০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৵০, ।০
৬০।	সারদামঙ্গল	।০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০, ।৵০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০, ৫।০
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	।০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	।৵০, ৸৵০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১।০
৬৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব্ব)	১৲ ১।০

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬৲ টাকায় পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫।০ ও সাধারণপক্ষে ২২।৵০। কিন্তু পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞানসাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

আসামের নানা-কথা *

১। জনার্দ্দন-মূর্ত্তি

গৌহাটি শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শুক্রেশ্বর মহাদেবের ও জনার্দ্দন নারায়ণের মন্দিরদ্বয় যে শৈলভূমির উপরে অবস্থিত, তাহারই গাত্রে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা যে কোন্ যুগে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, কেহই বলিতে পারে না। পদ্মাসন মূর্ত্তিটির উচ্চতা পুরুষ-প্রমাণ হইবে—হাতচারিটির একখানির অগ্রহস্ত চক্র-সহ ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর—অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। পাহাড় কাটিয়া যে শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্য অতিশয় প্রশংসার্হ। এই মূর্ত্তির স্থানীয় নাম 'জনার্দ্দন'। উপরে মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি আছে, তাহাও জনার্দ্দনমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাপিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোট্ দেশের বৌদ্ধেরা আসিয়া কামাখ্যা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে না গেলেও, এই মূর্ত্তির সাক্ষাতে গিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকে।[১] সাহেবেরা তাই ইহাকে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বলিতেন। ডাঃ ব্লক্ আসিয়া ইহা যে বিষ্ণু-মূর্ত্তি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যান—তাই এখন ঐ সুর ফিরিয়াছে। গেইট্ সাহেবের ইতিহাসেও ইহা এখন জনার্দ্দনের মূর্ত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তির আশে পাশে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, তৎপ্রতি এ যাবৎ কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

যে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া জনার্দ্দনের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেই জনার্দ্দনের ডানদিকে ও বামদিকে আবার কতকগুলি ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি আছেন। ডানদিকে প্রথম গণেশ, তৎপর সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি—জনার্দ্দনের তুলনায় তত বড় না হইলেও, নেহাৎ ক্ষুদ্র নহেন। সূর্য্যের পায়ে উপানৎ রহিয়াছে। তার পরে জনার্দ্দনের বামে মহাদেব এবং তৎপরে পার্ব্বতী, সর্ব্বশেষ দেবীর বাহন—সিংহ অঙ্কিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গণেশাদি পঞ্চ দেবতা এই স্থানে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের কোনওরূপ প্রভেদ ছিল না—এখনও নাই। মহাপুরুষীয়ারা বাঙ্গালার বৈরাগীদের ন্যায় শক্তিপূজার বিরোধী বটে, কিন্তু এই

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৯ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—"জনার্দ্দনঞ্চ দেবেশং কলৌ বৌদ্ধস্বরূপিণং।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈর্মহাঘোরৈঃ সুদারুণৈঃ।"—২য় ভাগ, ৫ম পটল।

ভোটিয়ারা গৌহাটি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'হাজো' নামক স্থানে হয়গ্রীব মাধবের কাছেও গিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার—তাই বৌদ্ধ হইয়াও, ইহারা এই দুই স্থলে, বিষ্ণুর রূপভেদ বলিয়াই বোধ হয়, পূজা করিয়া থাকে।

দলের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়। 'হরিহর' এখানে প্রকৃতই একাত্মভাবে বিরাজমান— তাই শিবলিঙ্গ প্রণাম করাইতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পড়ান,—

"শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
অনাদিজগদীশায় নমো হরিহরাত্মনে ॥

২। মোসলমানের আসাম আক্রমণের তারিখ

গৌহাটির উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যে নগর অবস্থিত, তাহার নাম উত্তর-গৌহাটি। এই নগরের নিকটে একটা পর্ব্বতের গাত্রে কিছু দিন হইল, একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিটি এই,—

"শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ ॥

তুরগ = ৭, যুগ্ম = ২, ঈশ (রুদ্র) = ১১; অতএব ১১২৭ শাকের ১৩ই চৈত্র তুরুষ্কেরা অর্থাৎ মোসলমানগণ কামরূপে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ঐ তারিখটি ইংরেজী ১৩০৬ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ (কি একদিন অগ্রপশ্চাৎ) হইতে পারে।

ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য মীমাংসিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি। মোসলমান-দিগকে পূর্ব্ববঙ্গেও 'তুরুক্' বলিয়া থাকে; আসামেও প্রাচীনকালে ঐ নামই ছিল। এখন উহাদিগকে অসমীয়ারা 'গরীয়া' বলে—ইদানীন্তন মোসলমানগণ 'গৌড়'দেশ হইতেই প্রধানতঃ আসামে উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। চন্দ্রভারতির মণ্ডপ

উত্তর-গৌহাটির পূর্ব্বাংশে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে যেস্থানে একটি সরকারী বাঙ্গলা-ঘর আছে, তাহারই কাছে একটি শিলালিপি দেখা যায়; সেইটি এই,—

"শীতে তরণিতাপেন গ্রীষ্মে লৌহিত্যবায়ুনা।
সুখদোঽখিললোকানাং মণ্ডপশ্চন্দ্রভারতেঃ ॥"

এই স্থানে 'চন্দ্রভারতি' নামক একজন কবি থাকিতেন। তিনি একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ঐ শিলালিপি যুড়িয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের কোনও চিহ্ন নাই—লিপিটি মাত্র তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাঁহার যে কবিজনোচিত রুচি ছিল, এই মণ্ডপের স্থাননির্ব্বাচনেই তাহার প্রকাশ পাইতেছে। 'চন্দ্রভারতি' ঠিক নাম নহে—নাম হরিচরণ। 'চন্দ্রভারতি' ও 'অনন্তকন্দলী' এই হরিচরণেরই উপাধি। আসামের প্রাত্নিকবর্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের এই মত। অনন্তকন্দলী আসামের 'কৃত্তিবাস'। তাঁহার রামায়ণ হইতে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। তেজপুরের নিকটস্থ গিরিগাত্রলিপি

তেজপুর শহর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত। এই শহরের মাইলখানিক ভাটিতে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় একটা পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষোদিত লিপি রহিয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত ভালরূপে পড়া হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে সর্ব্বশেষ গুপ্তাব্দ ৫১০ এবং মহারাজাধিরাজ হর্জ্জরের নাম ঠিকই পড়া গিয়াছে। ৫১০ গুপ্তাব্দে ৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়—তখন রাজা হর্জ্জর কামরূপের অধিপতি ছিলেন। এটা এই লিপি হইতে জানা যায়[১]।

এই লিপির ছাপ বঙ্গের প্রাত্নিকশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকটে পাঠার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি কথমপি ইহা পাঠ করিয়াছেন—কিন্তু লেখার অস্পষ্টতানিবন্ধন পাঠ সম্পূর্ণ প্রমাদশূন্য মনে করা যায় না। যাহা হউক, লিপিতে নাকি 'লাহরি' শব্দটি দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহা 'লাহিড়ী' মনে করিয়াছেন। বঙ্গে সমানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজনের বারেন্দ্র-বংশীয়েরা 'লাহিড়ী' উপাধিধারী। ঐ ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে যে বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অষ্টম শতাব্দীতে; কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীতেও যদি হয়, তথাপি এই লিপির সময়ে (৮২৯ অব্দে) 'লাহিড়ী'দের অস্তিত্ব থাকিলেও, কিরূপ ছিল—আসাম অঞ্চলে কোনও দিন কোনও লাহিড়ী (ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে) আসিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অসমীয়া ভাষায় 'লাহরি' শব্দ আছে। ইহার অর্থ "প্রিয়তম"। প্রণয়িনীকে এই শব্দে সম্বোধন করা হয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে কোনও বাধা নাই—'প্রাণনাথ', 'প্রিয়নাথ' নামও তো আছে।

এরূপ বিষয়ে একটু স্থানীয় তদন্ত করিলে ভাল হয়, ঈদৃশ ভ্রান্তির প্রতীকার হয়। ১৮৮০ অব্দে[২] ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসনে 'হল' শব্দ পাইয়া বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীহট্টের যে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে 'হল'-পরিমিত ভূমির মাপ বলিয়া দিতে পারিত।

৫। ৺কামাখ্যায় অদ্ভুত লিপি

৺কামাখ্যা-মন্দিরের চৌদেওয়ারির ভিতরে পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার সময়ে ডান দিকে নিরীক্ষণ করিলে ভূপতিত একখানা প্রস্তরে এক অদ্ভুত রকমের লেখা (?) দেখা যায়। কামাখ্যা-মন্দিরের চারি দিকেই ইতস্ততঃ যে সকল প্রস্তর দেখা যায়, সেগুলি ৺দেবীর প্রাচীনতম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে; এরূপ প্রবাদ যে, পুরাণপ্রথিত নরকাসুর কর্তৃক ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। এই প্রবাদ বহু প্রাচীনত্বেরই সূচক এবং এই অক্ষরও বোধ হয়,

---

১। হর্জ্জর সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে "প্রাচীন কামরূপ-রাজমালা" প্রবন্ধ পঠিতব্য। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০—৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August, 1880 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন মন্দিরের সংস্পৃষ্ট কোনও লিপি হইতে পারে। লিপিবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিতে পারেন।

৬। আহোমরাজমুদ্রা

স্তম্ভলিপি ও গিরিগাত্রলিপি সরাইয়া লইয়া যাইবার জিনিস নহে। অতএব যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই স্থানেরই কোনও ঘটনার বর্ণনা ইহাতে আছে—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। খণ্ড প্রস্তরলিপি বা মূর্ত্তির পাদপীঠলিপি স্থানান্তরিত হইতে পারে[১], তাই সাবধানে ঐরূপ লিপিরও আলোচনা করিতে হয়। তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও মুদ্রার তো কথাই নাই। এগুলি অনায়াসে বহু দূরদূরান্তরে নীত হইতে পারে।

বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রার কথা আছে—১৩৩ পৃষ্ঠার সম্মুখে ঐ মুদ্রার ছবিও আছে। ইহা আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহের মুদ্রা। শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণপরস্য শ্রীশ্রীগৌরীনাথসিংহনৃপস্য—মুদ্রায় এই লিপি পড়িয়া গ্রন্থকার ঐ রাজার কোনও সন্ধান না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। ইনি বড় বেশীদিনের রাজা নহেন—রাজত্বকাল ১৭৮০—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। গদাধর সিংহ (জয়মতীর স্বামী) হইতে সকল আহোমরাজই অবিচ্ছেদে 'সিংহ' উপাধি ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে, এইগুলির আকৃতি অষ্টকোণ। আহোমগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পৌরাণিক নাম "সৌমার"। এই সৌমার-খণ্ড অষ্টকোণাকৃতি[২], তাই মুদ্রাও অষ্ট-কোণাকারে নির্ম্মিত হইত।

৭। আসামের পত্র-পত্রিকা (অবশিষ্ট)

আজ পাঁচ বৎসর হইল, পরিষদে "আসামের পত্র-পত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। তখনকার তালিকার এখন কিঞ্চিৎ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে।

১। 'আসাম রায়ত'—ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র; ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুত ভোলানাথ গোসাই ছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

২। 'অসমীয়া'—১৮৯৮ অব্দে মাসিকপত্ররূপে প্রচারিত হয়। তাহাও অল্পকালমাত্র চলিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্প্রতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে : 'আলোচনী', 'আসাম-বান্ধব', 'অরুণ'।

বিগত পাঁচ বৎসর-মধ্যে যে সকল নূতন পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের বিবরণও এস্থলে প্রদত্ত হইল,—

১। 'প্রভাত'—শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র—যোড়হাট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী বি এ, বি টি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অসমীয়া ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক

১। সে দিন ত্রিপুরা-চণ্ডীমোড়ায় একটী মূর্ত্তি (লিপিযুক্ত পাদপীঠসহ) অপহৃত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ লিপিটি পূর্ব্বেই পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

২। অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।—যোগিনী-তন্ত্র, ২য় ভাগ, ১ম পটল।

পত্র। শরৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই চারি সংখ্যা সংবৎসর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ শকাব্দার ভাদ্র মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আসামের ডিরেক্টার অনারেবেল মিঃ জে. আর কনিংহাম বাহাদুর ইংরেজীতে "ফোরওয়ার্ড" (Foreword) লিখিয়া পত্রের সম্মাননা করিয়াছেন।

২। 'অসমীয়া'—ইহা ১৯১৮ ইংরেজী ২৮শে আগষ্ট হইতে অসমীয়া ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দিন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতর প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মাধব দেবের মৃত্যু-তিথি ছিল।

৩। 'চেতনা'—১৩২৬ অব্দের ভাদ্র মাস হইতে মাসিক আকারে গৌহাটি শহর হইতে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি এ, বি এল্ এবং শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী।

৪। 'অসমপ্রদীপিকা'—ধর্ম্মবিষয়ক অসমীয়া মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলই বি. এ অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ হইতে চলিতেছে। সম্পাদক—একজন খ্যাতনামা অসমীয়া সাহিত্যিক। *

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* বর্ত্তমান প্রবন্ধটী প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইতঃপরেও আরো এক দুইখানি পত্রিকার উদ্ভব ও বিলয় হইয়া থাকিতে পারে—পত্রিকাধ্যক্ষ।

চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা *

আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। অদ্য আবার 'চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা' সংকলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তড়িদ্‌বিজ্ঞানের পরিভাষা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী শাখার ১৩১৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পাঠ করেন।[১] তিনি তাঁহার প্রবন্ধে তড়িদ্ বিজ্ঞানের তাৎকালিক প্রচলিত পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া ও তৎসঙ্গে নিজে কতকগুলি নূতন পরিভাষা গঠন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আমার যতদুর স্মরণ হয়, সেই প্রবন্ধের পর আর কেহই বাঙ্গালায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত 'নাগরীপ্রচারিণী সভা' হইতে প্রকাশিত "ভৌতিক পরিভাষা"ও বরোদা হইতে প্রকাশিত 'শ্রীসয়াজী শব্দসংগ্রহ' নামক পুস্তিকাদ্বয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমি প্রধানতঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদ্বয় হইতে অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। অধিকন্তু আরও কতকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন করিবার সময় যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি বা ঐ পরিভাষাগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি। আবার যেখানে একাধিক পরিভাষা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে যেটি আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

Cell (voltaic) :—ইহার পরিভাষা-'তাড়িত-কোষ' 'বিদ্যুৎকোষ' ও 'প্রবাহ-কোষ', করা হইয়াছে।[২] কিন্তু জীব-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে Physiological cellএর পরিভাষা 'কোষ' পাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'কোষ'কে 'voltaic cell'এর পরিভাষা করিলে চলিবে না। নূতন পরিভাষা রচনা করিতে হইবে। 'voltaic cell'এর পরিভাষা 'তড়িদ্ভাণ্ড' করিয়াছি।

Couple :—Couple দুইটি বলের সমষ্টিবাচক শব্দ (Collective term)। আমরা সংস্কৃত ভাষায় যুগ্ম, যুগল, যমক ও যমল শব্দগুলি 'দুই'এর সমষ্টিবাচক শব্দরূপে পাই। 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় 'যুগল' শব্দ coupleএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'যুগল' শব্দটি অতি সাধারণ। সুতরাং এই শব্দটি দুইটি বলের সমষ্টিবাচক একটি বাঁধাবাঁধি নির্দ্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা চলে না। 'যুগ্ম' ও 'যমক' শব্দগুলির সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। কিন্তু 'যমল' শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে। সেইজন্য আমি 'যমল' 'couple'এর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।

*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। এই প্রবন্ধ সন ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

Electron :—'Electron'এর পরিভাষা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'অতিপরমাণু' ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'তাড়িতবিন্দু' ও 'তাড়িতাণু' করিয়াছেন। 'Electron'কে যদি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' করা যায়, তাহা হইলে 'Proton'কে কি বলা হইবে? 'Proton'ও কি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' নয়? অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত শব্দত্রয়ের কোনটিই দোষহীন পরিভাষা নহে। আমি 'electron' ও 'proton'কে অক্ষরান্তরিত করিয়া 'ইলেক্ট্রন' ও 'প্রোটন' করিয়াছি।

Galvanometer, Galvanoscope, Electrometer ও Electroscope :— Galvanometer ও Electrometer যন্ত্রদ্বয়ই তড়িৎ মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। একটি প্রবহমাণ বা ভোল্টীয় তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র ও অপরটি অচল তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্র দুইটি এক-জাতীয় নহে। এই Galvanometerএর পরিভাষা 'তড়িন্মান' করিয়া Electrometerএর পরিভাষা 'বিদ্যুন্মান' করিয়াছি। আর Galvanoscope ও Electroscopeএর পরিভাষা যথাক্রমে 'তড়িদ্বীক্ষণ' ও 'বিদ্যুদ্বীক্ষণ' করিয়াছি।

Ion, Anion ও Kation :—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Ion, Anion ও Kation এর পরিভাষা যথাক্রমে 'কণা', 'সুকণা' ও 'কুকণা' করিয়াছেন। আমরা জড়পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাংশকে 'কণা' বা 'কণিকা' বলিয়া থাকি। যেমন তণ্ডুলকণা, রক্তকণা ইত্যাদি। অতএব Ion, Anion ও Kation এর জন্য নূতন পরিভাষা রচনা করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় 'কণ', 'কণা', 'কণিকা', 'কণী' প্রভৃতি শব্দগুলি ক্ষুদ্রার্থবোধক। 'কণা' ও 'কণিকা' শব্দ দ্বয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রাংশার্থে নিয়োগ করিয়া 'কণ', 'সুকণ' ও 'কুকণ' শব্দত্রয়কে যথাক্রমে Ion, Anion ও Kation এর পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Battery :—'নাগরী-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'য় 'বিদ্যুদ্‌ঘটমালা' ও 'ব্যাটরি' Battery র পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেশ চক্রবর্ত্তী 'প্রবাহভাণ্ডার' Batteryর পরিভাষা করিয়াছেন[১]। Batteryর পরিভাষা 'প্রবাহভাণ্ডার' করা চলে না। 'প্রবাহ-ভাণ্ডার' বলিলে accumulaled or voltaic cellও বুঝা যাইতে পারে। আমি Batteryর পরিভাষা 'ব্যাটারি'ই করিতে চাই।

'বিদ্যুদ্‌ঘটমালা', 'তড়িদ্ভাণ্ডমালা' প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিগত-বর্ণনামূলক পরিভাষা-হিসাবে অতিসুন্দর। শব্দগুলি 'পুষ্পমালা' শব্দের সাদৃশ্যে রচিত হইয়াছে। 'পুষ্পমালা'য় যেরূপ সংযোজক সূত্র থাকে, এখানে ব্যাটারিতেও সেইরূপ সংযোজক তার থাকে[২]। কিন্তু 'ব্যাটারি'শব্দটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সুখপাঠ্য হওয়ায়, আমি 'ব্যাটারি' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছি, তবে বর্ণনামূলক প্রতিশব্দ হিসাবে 'বিদ্যুদ্‌ঘটমালা' ও 'তড়িদ্ভাণ্ডমালা' শব্দদ্বয়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

২। অবান্তর হইলেও এখানে একটি কথা বলিতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যায় আমরা colonnade শব্দটি পাই। তাহার পরিভাষা 'পুষ্পমালা'র সাদৃশ্যে 'স্তম্ভমালা' করা যাইতে পারে।

যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক হইতে পরিভাষাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে বা যে সকল পুস্তকের সহায়তায় পরিভাষাগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রবন্ধশেষে দিয়াছি।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, তাহার পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন দিয়াছি।

A

Accumulator—সঞ্চায়ক।
Action—ক্রিয়া।
—, local—স্থানীয় ক্রিয়া।
—, secondary—গৌণক্রিয়া।
Agonic line—অকৌণিক রেখা।
Amalgam—রসক।
Ammeter—আঁপেরমান।*
Ampere—আঁপের।*
Amber—তৃণমণি।
Analogy—উপমান।
Anion—সুকণ।*
Anode—এনোড বা সুদ্বার।
Armature—বর্ম্মাভাস।*
Astatic—মেরুমুখিতাহীন।*
Attraction—আকর্ষণ।
Aurora Polaris—মেরুজ্যোতি।
Axis—অক্ষ।

B

Battery—ব্যাটারি বা তড়িদ্ভাণ্ডমালা।
Branch—শাখা।
Bridge—সেতু।
—, meter—মিটার-সেতু।
—, wheatstone—হুইটষ্টোন সেতু।
Brush—কূর্চ্চ।
Bulb—কন্দ।

C

Cable (electrical)—তাড়িত রজ্জু।
—*, submarine—সমুদ্রস্থ তাড়িতরজ্জু।
Capacity—ধৃতিমান।
Cell,—voltaic—তড়িদ্ভাণ্ড।
—, standard—আদর্শ তড়িদ্ভাণ্ড।*
—, storage—সঞ্চয়ভাণ্ড।
Cells in series—ক্রমবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ডমালা।*
—in parallel—সমান্তরবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ডমালা।*
—in multiple arc—মিশ্রবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ডমালা।*
Circuit—কুণ্ডলী।
—, Branch—শাখাকুণ্ডলী।
—, external—বহিঃকুণ্ডলী।
—, internal—অন্তঃকুণ্ডলী।
—, open—মুক্তকুণ্ডলী।
—, closed—যুক্তকুণ্ডলী।
Commutator—পরিবর্ত্তক।*
Condenser—সংহতিযন্ত্র।
Coherer—সমবায়ী গ্রাহক।
Coil—গুটি।
—, resistance—প্রতিরোধ গুটি।
—, induction—প্রবর্ত্তন গুটি।
—, primary—প্রধান গুটি।
—, secondary—অপ্রধান গুটি।

Conduction—পরিচালন।

Conductivity—পরিচালনশীলতা।*

Conductor—পরিচালক।

—, good—সুপরিচালক।*

—, bad—কুপরিচালক।*

Cleavage—ভেদ।

Connecting screw—সংযোজক স্ক্রু।*

Contact stud—স্পর্শবোতাম।*

Couloumb—কুলম্ব।

Couple—যমল।*

Current—প্রবাহ।

—, eddy (Foucoult)—আবর্ত্তন-প্রবাহ, ফুকো প্রবাহ।

—, induced—প্রবর্ত্তিত প্রবাহ।

—, valtaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

—, alternating—পরিবর্ত্তিত প্রবাহ।*

Current elecrtity—প্রবহমান তড়িৎ।

Compound—যৌগিক পদার্থ।

D

Defleetion—ক্ষেপ।

Declination—চৌম্বক বলন।

Dielectric—অঙ্গম।

—constant—অঙ্গনাঙ্ক।

—current—অঙ্গন-প্রবাহ।

Diamagnetic—বিষমচুম্বকধর্ম্মী।*

Dip (or inclination)—নতিকোণ।

—, line of—নতিরেখা।

—, circle—নতিবৃত্ত।

Discharge (electric)—বিদ্যুৎস্ফুরণ।

—, slow—মন্থর স্ফুরণ।

—, spark—স্ফুলিঙ্গস্ফুরণ।

—, brush—ধারাস্ফুরণ।

Dynamo—ডাইনামো।

Dyne—ডাইন।

E

Electric field—বিদ্যুৎক্ষেত্র।

—machine—বিদ্যুৎযন্ত্র।

Electricity—তড়িৎ।

—, frictional—ঘর্ষণজ তড়িৎ।

—, Statical—অচল তড়িৎ।

—, Voltaic—ভোল্টীয় তাড়িৎ।

Electrolysis—তড়িদ্বিশ্লেষণ।

Electrolyte—তড়িদ্বিশ্লেষ্য।

Electrove—তড়িদ্দ্বার।

Electromotive Force—বিদ্যুৎপ্রবাহক বল।

Electronegative—তড়িদ্-ঋণাত্মক।*

Electropositive—তড়িদ্ধনাত্মক।*

Electromagnetism—তড়িদ্-চুম্বকতা।*

Electron—ইলেক্ট্রন।

Electronic theory—ইলেক্ট্রনবাদ।*

Electro-engraving—তড়িন্মুদ্রণ।*

Electro-plating—তড়িদ্-রঞ্জন।

Electro-metallurgy—তড়িদ্-ধাতুবিদ্যা।*

Eletro-typing—তড়িদাঙ্কন।

Electrical charge—তড়িদাবেশ।*

Electrically charged—তড়িদাবিষ্ট।*

Emitter—প্রেরক।

Equipotential—সমপ্রভব।

Equivalent—প্রতিফল।*

—, chemical—রাসায়নিক প্রতিফল।*

—, electro chemical—তড়িদ্রাসায়নিক প্রতিফল।*

Element—মূলপদার্থ।

Elastic—স্থিতিস্থাপক।

Energy—শক্তি।

—, potential—স্থিতিশক্তি।

—, kinetic—গতিশক্তি।

F

Force—বল।

—, line of—বলরেখা।

Filament—তন্তু।*

—, carbon—অঙ্গারতন্তু।*

Fluid—সলিল।

G

Galvanometer—তড়িন্মান।

—constant —তড়িদ্‌মানাঙ্ক।*

—,fixed coil—আবদ্ধগুটি তড়িদ্‌মান।*

—,mirror—দর্পণতড়িদ্‌মান।*

—,moving coil —চঞ্চলগুটি তড়িদ্‌মান।*

—,tangent —স্পর্শিনী তড়িন্মান।*

Galvanoscope—তড়িদ্বীক্ষণ।*

Galvano-thermometer —তড়িৎ-তাপমান।*

Gas—গ্যাস।

Goldleaf Electroscope—সুবর্ণপত্র-বিদ্যুদ্বীক্ষণ।

Gradient—প্রবণতা।

H

Horse power—অশ্বক্ষমতা।

I

Induction—প্রবর্ত্তন।

—, mutual—দ্বৈতপ্রবর্ত্তন।

Inductance—প্রবর্ত্তনফল।

Inert—নিষ্ক্রিয়।*

Insulator—অপরিচালক।

Inverse ratio—বিপরীতানুপাত।*

Ion—কণ।*

Ionic theory—কণবাদ।*

Ionisation—কণীভবন।*

Isodynamic line—সমবল রেখা।*

Isogonic—সমকৌণিক রেখা।

K

Kation—কুকণ।*

Kathode—কেথোড বা কুদ্বার।

Keeper—চুম্বকতারক্ষক, রক্ষক (সংক্ষেপে)

Key—তালী।*

—, plug—রোধনীতালী।*

—, push—তাড়নতালী।*

—, tapping—মৃদুতাড়নতালী।*

L

Law of inverse squares —বিপরীতবর্গানুপাতিক নিয়ম।*

Leydengar—লিডেনভাণ্ড।

Lightening conductor —বিদ্যুচ্চালক দণ্ড।*

Lodestone—অয়স্কান্ত।

Luminons tube—তেজোময় নল।*

Liquid—তরল।

M

Magnet—চুম্বক।

—, artificial—কৃত্রিম চুম্বক।

—, bar—চুম্বকদণ্ড।*

Magnetic needle—চুম্বকশলাকা।

Magnetic substance—চুম্বকধর্ম্মী পদার্থ ।*
—strength—চুম্বক-প্রভাব ।*
—chain—চৌম্বক শৃঙ্খল ।*
Magnetometer, vibration
—কম্পনশীল মেগনেটোমিটার ।
Magnet, horseshoe—অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক
Magnetic field—চুম্বকক্ষেত্র ।
—screen—চুম্বক-যবনিকা ।
—meridian—চৌম্বক মধ্যরেখা ।
Make & break—বন্ধন ও মোচন ।
Mass—জড়মান ।
Molecular rigidity—আণবিক দৃঢ়তা ।*
Motor—মোটর ।
—,electric—তাড়িত মোটর ।
Magnetic storm—চুম্বক-ঝটিকা ।

O

Ohm—ওম ।
Ohm's law—ওমের নিয়ম ।
Oscillation—স্পন্দন ।

P

Paramagnetic—সমচুম্বকধর্ম্মী ।
Permeability—(চৌম্বক) ভিদ্যতা ।
Percussion—আঘাত ।
Plane—সমতল ।
—, inclined—প্রবণতল ।
—, horizontal—ক্ষিতিজতল ।
Plug—রোধনী । *
Pole (earth's)—মেরু ।
—, magnetic—চুম্বক প্রান্ত ।*
—, north (of earth)—উত্তর মেরু ।
—, north (of a magnet)—উত্তরমুখী প্রান্ত ।*
Pole, south (of earth)—দক্ষিণ মেরু ।
—, south (of a magnet)—দক্ষিণমুখী প্রান্ত ।*
—, consequent—আনুষঙ্গিক প্রান্ত *
Polarity—মেরুমুখিতা ।*
—, north—উত্তরমুখিতা ।*
—, south—দক্ষিণমুখিতা ।*
—, positive—ধনপ্রান্ত ।*
—, negative—ঋণপ্রান্ত ।*
Polarisation of a cell—তাড়িদ্ভাণ্ডের বিকৃতি ।
Potential—বিভব ।
—, difference of—বিভবান্তর ।
Power—ক্ষমতা ।
Proton—প্রোটন ।
Proportion—সমানানুপাত ।

Q

Quadrant—বৃত্তপাদ ।
Quadrant electrometer—পাদবিদ্যুন্মান ।*
—, electroscope—পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ ।*
Quantity—পরিমাণ

R

Resistance—রোধ ।
—, specific—আপেক্ষিক রোধ ।*
Resistivity—রোধশীলতা ।
Reduction factor—সরল গুণনীয়ক ।*
Rheostat—রিওষ্টাট ।
Reel—কাটিম ।
Ray—রশ্মি ।
—,Röntgen—রঞ্জেন (রোণ্টগেন্) রশ্মি

Ray, α, β, γ = ক, খ, গ রশ্মি।
—, kathode—কুরশ্মি বা কেথোড রশ্মি।
Repulsion—বিকর্ষণ।
Relay—সহায়ক।
Retentivity—ধারণক্ষমতা।*
Receiver—গ্রাহক।
Response—সাড়া।
Regulator—শাসক।*
Rest—বিরাম।*

S

Saturation—পরিষেক।
—, magnetic—চৌম্বক পরিষেক।
Solenoid—সলিনয়েড।
Strength—প্রভাব।
Spiral—বেষ্টনী।
—, vibrating—কম্পনশীল বেষ্টনী।*
Shunt—পার্শ্ববত্ম´।*
Solution—দ্রব।
Solute—দ্রাব্য।
Solvent—দ্রাবক।
Surface—পৃষ্ঠ, তল।
Specific Inductive capacity—আপেক্ষিক প্রবর্ত্তন ক্ষম।
Solid—কঠিন।
Sunspot—সৌর কলঙ্ক।

T

Thermo-electricity—তাপ-তড়িৎ।
Table—সারণী।
—, Ampere's—আঁপেরের সারণী।
Tube of force—বল-নলিকা।
Tin—রঙ্গ, রাং।
—, foil—রঙ্গপত্র।
Theory—মতবাদ।

U

Unit—একক।

V

Voltaic pile—ভল্টীয় স্তূপ।*
Voltmeter—ভল্ট-মান।*
Valtameter—ভল্টামিটার।
Valency (valence)—মিলনাঙ্ক।

W

Work—কার্য্য।
Wire—তার।
—, telegraphic—তাড়িদ্‌ বার্ত্তাবহ তার।
—, telephonic—টেলিফোঁর তার॥

গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।
২। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'।
৩। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গণিত কী পরিভাষা'।
৪। শ্রীযুক্ত জয়সুখ রায় পুরুষোত্তম রায় জোষিপুরা ও শ্রীযুক্ত ভানুসুখরাম নির্গুণরাম মেহতা প্রণীত 'শ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ'।
৫। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'পদার্থবিদ্যা'।
৬। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।

৭। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী।

৮। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত 'প্রকৃতি-পরিচয়'।

৯। স্বর্গীয় বামণশিবরাম আপ্তে প্রণীত English-Sanskrit Dictionary.

১০। ঐ প্রণীত Sanskrit-English Dictionary.

১১। শব্দ-কল্পদ্রুম।

১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'রাসায়নিক পরিভাষা'।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে গদ্য-সাহিত্যের "আখ্যায়িকা" ও "কথা"—এই দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবন্ধু ও বাণভট্টের তিনখানি পুস্তকে আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের যে স্বল্পমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলি কতদূর প্রযোজ্য এবং এই সকল বিধান হইতে এই শ্রেণীর গদ্য-রচনার ইতিহাস কতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।[১]

আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, বোধ হয়, ভামহ-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামহের মতে (১ম অঃ, ২৫—২৯) আখ্যায়িকার এই কয়েকটী লক্ষণ,—(১) ইহা শ্রব্য ও প্রকৃতানুকূল বাক্যবিন্যস্ত গদ্যে লিখিত;

(২) কিন্তু ইহাতে মধ্যে মধ্যে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে শ্লোক থাকিতে পারে। এইরূপ শ্লোকের উদ্দেশ্য গল্পের পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস দেওয়া[২]।

(৩) ইহার ভাব বা অর্থ উচ্চ অঙ্গের এবং ইহার বিশিষ্টতাস্বরূপ কবির কল্পনাপ্রসূত ঘটনাবলিও থাকিতে পারে[৩]; তদ্ভিন্ন আখ্যান অংশে থাকিবে,—কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ (বিপ্রলম্ভ) এবং পরিণামে নায়কের জয় ('উদয়')[৪]; নায়ক স্বয়ং স্বকীর্ত্তির বর্ণনা

---

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে নৈহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত।

১। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কল্পনামূলক যে কোন রচনাকেই কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা ছন্দ বা মিলের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা এস্থলে একেবারে অস্বীকার করেন।

২। মূলে লিখিত আছে (সংস্করণ, ত্রিবেদী, বি, এস্, এস্ LXV, 1909) "বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ কালে ভাব্যর্থ-শংসি চ।" কিন্তু হর্ষচরিতের টীকায় (শ্লো° ১০) শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কাব্যে কাব্যার্থ-শংসি চ।"

৩। "কবেঃ অভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা", অর্থাৎ কবির স্বেচ্ছাকৃত বর্ণনাদ্বারা চিহ্নিত। মূলের এই পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কাব্যাদর্শের টীকায় প্রেমচন্দ্র এই শ্লোকার্দ্ধ এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ অঙ্কনৈঃ অঙ্কিতা কথা"। এই পাঠান্তরে "কথা" শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভামহ-লিখিত পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির (কন্যাহরণ প্রভৃতির) সহিত কিরূপে আখ্যায়িকার সংযোগ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ভামহের মূল পাঠ করিলে মনে হয় যে, ঐ দুইটী পঙ্‌ক্তিই আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কিত—উহাদের সহিত কথার কোন সম্বন্ধ নাই। অগ্নিপুরাণেও আখ্যায়িকাসম্পর্কে এই দুইটী পঙ্‌ক্তির একটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সে স্থলে আমাদের অনুমানই সমর্থন করিতেছে।

৪। "বৃত্তম্ আখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্"—এই স্থলে "বৃত্ত" শব্দের সহিত "স্বচেষ্টিত" শব্দের সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত ইতিহাস বা স্বভিজ্ঞতাজাত ঘটনাবলি বুঝাইতে পারে—কল্পনাসম্ভূত গল্প বুঝাইতে পারে না। এই সঙ্গে কথা-সাহিত্যে নায়ক স্বচরিত বর্ণন করিবেন না—ভামহের এই নিষেধও স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভামহ কথা-সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন—'কোন্ অভিজাত ব্যক্তি স্বীয় গুণ-গরিমার গর্ব্ব করেন!' এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভামহের এই আপত্তি

করিবেন।[৫] ইহার আখ্যানভাগ কয়েকটী ছেদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে; ও পরিচ্ছেদগুলি "উচ্ছ্বাস" নামে অভিহিত হইবে।

পক্ষান্তরে "কথায়" বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ। থাকিবে না; উচ্ছ্বাসের বিভাগ থাকিবে না, এবং নায়ক স্বয়ং গল্পের বক্তা না হইয়া, অন্য কেহ বক্তা হইবেন। "কথা" সংস্কৃত অথবা অপভ্রংশ[৬] ভাষায় লিখিত হইবে। সুতরাং শেষোক্ত নির্দ্দেশ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, "আখ্যায়িকা" কেবলমাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত।

দণ্ডী এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধান নহে—সাধারণ বিধিমাত্র। ইনি বলেন,—কেহ কেহ আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের প্রভেদ এইভাবে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রথমটীতে গল্পের নায়কই বক্তা ও অন্যটীতে নায়ক স্বয়ং অথবা অন্য কেহ গল্পের বক্তা—"নায়কেনেতরেণ বা বাচ্যা"। কারণ, স্বীয় গুণ-প্রকাশ দোষার্হ নহে, যতক্ষণ বক্তা ভূতার্থশংসী, অর্থাৎ যাহা সত্য মাত্র, তাহাই বর্ণনা করেন। দণ্ডী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নায়ক বা অন্য কাহারও বক্তৃত্ব লইয়াই যে প্রভেদের মূল, তাহা নহে; কারণ, বর্ত্তমান কবিপ্রয়োগে এই বিধান সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই—"অনিয়মো দৃষ্টঃ"। কখন কখন, দেখা যায়, আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি।[৭] দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডী বলেন, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ যে ব্যবহার করিতেই হইবে, আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই; কারণ, এই ছন্দগুলি আর্য্যা বা অন্য ছন্দের মত কথা-সাহিত্যেও সময় সময় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদবিভাগ যেমন উচ্ছ্বাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কথায় পরিচ্ছেদ-বিভাগকে "লম্ভক" বলা হয়। সুতরাং ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ, অভ্যুদয় প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু এই সকল গদ্য-রচনার •

তো আখ্যায়িকাতেও সমভাবে প্রযোজ্য, তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে আখ্যায়িকার নায়কে স্বচরিত বর্ণনা করিবার অধিকার দিয়াছেন? কিন্তু আখ্যায়িকাবর্ণিত ঘটনা নায়কের (বক্তার) জীবনের প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া ইহাকে আত্মপ্রশংসা বলা চলে না, আর, কথায় কল্পনার খেলা বেশিপরিমাণে থাকে, নায়কের পক্ষে অল্পবিস্তর গর্ব্বও চলিতে পারে, তাই কথায় নায়ক ও বক্তা স্বতন্ত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই ভাবে বুঝিলে, ভামহের উক্ত অসামঞ্জস্যের মীমাংসা হইয়া যায়।

৫। উচ্ছ্বাস শব্দের অর্থ—নিঃশ্বাসত্যাগ। সেইজন্য 'উচ্ছ্বাস' অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নামান্তর। বক্তা এক-নিঃশ্বাসে সমস্ত গল্পটী বলিতে পারেন না, তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ দেওয়া দরকার, তাই 'উচ্ছ্বাস' বা অধ্যায়ের সৃষ্টি।

৬। ভামহের মতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার্য্য। কিন্তু তিনি কোন্ ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দণ্ডী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কাব্যে আভীর প্রভৃতির কথ্য ভাষাই অপভ্রংশ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু শাস্ত্রে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হয়।

৭। যেমন হর্ষচরিতে; তরুণ বাচস্পতি টীকায় এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণনীয় বিষয় নহে, সর্গবন্ধ মহাকাব্যেও[৮] এইগুলি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, কবির[৯] উদ্ভাবনী শক্তির ফলস্বরূপ বিশিষ্ট ঘটনা অন্যান্য সাহিত্যের (অর্থাৎ কথা সাহিত্যের) দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; কেন না, কবিগণ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। শেষে দণ্ডী স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, "কথা" সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে তো পারেই, যে কোন ভাষাতেও লিখিত হইতে পারে। কারণ, কথিত আছে, অপূর্ব্ব উপাখ্যান "বৃহৎ কথা", "ভূত-ভাষায়"[১০] রচিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর এই সমস্ত মন্তব্য ভামহের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা পণ্ডিতগণমধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইসকল তর্ক বিতর্কের পুনরালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভামহ এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দণ্ডী তাহা আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই দুই প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে প্রচলিত কবি-প্রয়োগের উপর যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ মনে হয় যে, তাৎকালিক প্রচলিত কবি প্রয়োগসমূহের উপরই ইঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মত-বিভিন্নতার কারণ এইখানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই সূত্রে বাণ-রচিত "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী" আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থকার স্বয়ং এই দুইখানিকে যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভামহ ও দণ্ডী—এই দুই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলির উদাহরণ এই দুই আদর্শ কাব্যে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, অথবা ইঁহাদের বিধানগুলি অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিবদ্ধ হইয়াছে কি না।

শ্লোক বা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত কুড়িটী শ্লোকে "হর্ষচরিত"এর আরম্ভ, এবং জগতী ছন্দে রচিত একটী শ্লোকে এই উপক্রমণিকা-ভাগ শেষ হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ব্যাসের ও শিব-পার্ব্বতীর নমস্ক্রিয়া আছে; তদ্ভিন্ন সাধারণভাবে কবি ও কাব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রধান কবিগণ ও প্রাচীন কাব্যসমূহের প্রশংসা আছে। সংক্ষেপে "আখ্যায়িকার"

৮। এস্থলে দণ্ডী ইচ্ছা করিয়া ভামহের মর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভামহ এইরূপ বলিতে চাহেন যে, এই সকল বিষয় অন্যান্য কাব্যের পক্ষে সবিশেষ প্রযুজ্য না হইলেও, এইগুলি আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ ও বিশেষত্ব।

৯। প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ (তরুণ বাচস্পতি ও প্রেমচন্দ্র) এই "চিহ্ন" বা "অঙ্ক" অর্থে বুঝিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট শব্দবিন্যাস-কৌশল। (যথা—মাঘের শেষে 'শ্রী', ভারবির 'লক্ষ্মী', প্রবরসেনের 'অনুরাগ' প্রভৃতি; ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডীর এই মন্তব্যের সহিত বোধ হয়, ভামহের উপরোক্ত মন্তব্যের সম্বন্ধ আছে। ভামহ বলেন,—আখ্যায়িকায় সময়ে সময়ে কবির উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন থাকিতে পারে, (কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা); এবং এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রকৃত ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকার কল্পনাপ্রসূত গল্প বা অংশবিশেষে প্রযোজ্য।

১০। পৈশাচী প্রাকৃতকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডী "ভূতভাষা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি এই গ্রন্থের প্রবাদ-মূলক উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া (শ্লোক ২০) গ্রন্থকার রাজা হর্ষের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বড় বড় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন বিশিষ্ট নৃপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই সাহিত্যচর্চ্চা।

ইহার পরই আরম্ভ হইল—গদ্য গল্প, যাহার আটটী উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। দশম সংখ্যক শ্লোকের শ্লেষোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়কে 'উচ্ছ্বাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের প্রারম্ভে যুগ্মশ্লোকে পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের ছন্দঃ প্রায়ই এক—সাধারণতঃ আর্য্যা। কেবল তৃতীয় উচ্ছ্বাসের একটী শ্লোকে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেই শ্লোকটী অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। প্রথম হইতে তৃতীয় উচ্ছ্বাসের পদ্যাংশে কবি-বংশের বিস্তৃত পরিচয় পাই, কবির বাল্যকাল, হর্ষের বৈমাত্র ভ্রাতার সভায় তাঁহার পরিচয়, তথায় সংবর্দ্ধনা, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আত্মীয়গণের নিকট রাজা হর্ষের আখ্যান-কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃত গল্পাংশ তৃতীয় উচ্ছ্বাস হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টম উচ্ছ্বাসে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, গদ্যাংশের মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ছন্দে কতকগুলি শ্লোক রচিত আছে। তন্মধ্যে একটী শ্লোক (এন্, এস্, পি-সংস্করণ ১৯১৮, পৃ° ১২৫)[১১] বক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং আর চারিটী (পৃ° ১৮, ৭৮, ১২৫ ও ১৫৯) সেইরূপ অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গদ্যাংশের অন্তর্গত অন্যান্য শ্লোক (২য়, ৫৪ পৃ°) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (২য়, ৭৯), আর্য্যা (৩য়, ৮৬; ৪র্থ, ১৪০; ৬ষ্ঠ ১৮৫) স্রগ্ধরা (৩য়, ৯৩) এবং শ্লোক (৫ম, ১৫৩) ছন্দে রচিত। শেষ দুইটী উচ্ছ্বাসে মোটেই শ্লোক নাই।

কাদম্বরীর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার অন্য প্রাচীনতর কথা-সাহিত্য সুবন্ধু-প্রণীত "বাসবদত্তা"র সাধারণ লক্ষণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। হর্ষচরিতে বাণভট্ট স্বয়ং এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যা ছন্দে রচিত ১২টী শ্লোকে এই গ্রন্থের আরম্ভ। ইহাতে সরস্বতী, কৃষ্ণ, শিব ও সুকবিগণের স্তুতিবাদ এবং সুবন্ধুর গ্রন্থ-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১। বক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ | – ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏓ ।
⏑ – ⏑ – ⏑ – – – | – ⏑ – – ⏑ – – ⏓ ।

প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্লোকচ্ছন্দের প্রকারান্তর। পিঙ্গল (৫।৯) বলেন, ইহার পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ হইবে। তদ্ভিন্ন অন্য সকল রকমে ইহাও পথ্যা বৃত্তের সমান। অপরবক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।

কিন্তু পিঙ্গলের মতে ইহার লক্ষণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র :—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ ।

গদ্য গল্পাংশ আমাদের কোন কাজে লাগিবে না, তবে এখানে এইটুকু বলা দরকার যে, ইহাতে বাসবদত্তার যে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গল্পের এই বিশিষ্টতা সম্ভবতঃ কবির উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। আখ্যান অংশে কোথাও ছেদ বা বিরাম নাই, অধ্যায়-বিভাগ নাই, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই,—যদিও আর্য্যা, শিখরিণী, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা ছন্দঃ প্রয়োগ হইয়াছে। গল্পের প্রবাহ শান্তিপ্রধান—শৃঙ্গারই ইহার প্রতিপাদ্য রস, ভামহের লক্ষণানুযায়ী কোন সংগ্রাম কিংবা কন্যা-হরণ ইহাতে নাই,—অবশ্য বাসবদত্তাকে বিন্ধ্য পর্ব্বতে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা যদি কন্যাহরণ বলিয়া গণ্য করা না হয়।

কাদম্বরীর আখ্যানভাগ এত সুপরিচিত যে, এস্থলে তাহার পুনর্ব্বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ইহার ধরণ বাসবদত্তার অনুরূপ, অথচ গল্পাংশ তত জটিল নহে। গল্পটী একটানা, গল্পের প্রারম্ভে বংশস্থ-ছন্দের শ্লোক আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, শিব এবং গ্রন্থকারের গুরু ভৎসুর নমস্ক্রিয়া আছে, সৎকাব্যের প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ আছে, এবং গ্রন্থকারের জাতি ও বংশের পরিচয় আছে। গল্পের প্রবাহ পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিপ্রদ—প্রেম বা শৃঙ্গার ইহারও মূল রস। গল্পটী কোন পরিচিত "ইতিহাসে"র উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,—গল্পের প্রধান ও বিশিষ্ট ঘটনা সম্ভবতঃ কবির নিজের উদ্ভাবিত।

হর্ষচরিতকে অধুনালুপ্ত প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলে (ইহা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত), আমরা দেখিতে পাই যে, ভামহের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনেক স্থলে ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি আখ্যায়িকার যে সকল লক্ষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণের আদর্শ-স্বরূপে হর্ষচরিতকে গ্রহণ করা যায় না; অর্থাৎ হর্ষচরিতকে চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যে ভামহ আখ্যায়িকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। হর্ষচরিত মনোরম গদ্যে লিখিত; ইহার মধ্যে মধ্যে শ্লোকও আছে, তবে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি আখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত—পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস-সূচক লক্ষণ এ সকল শ্লোকে নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সাধারণতঃ আর্য্যা-ছন্দে যুগ্মশ্লোক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পটী বস্তুতই "উদাত্তার্থ"; কারণ, ইহা একজন বড় রাজার উপাখ্যান। ইহা রীতিমত উচ্ছ্বাসে বিভক্ত, কিন্তু কন্যাহরণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে নাই; তদ্ভিন্ন কবির উদ্ভাবনী শক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় ইহাতে আছে, তাহাও বলা কঠিন, কেননা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমসাময়িক গ্রন্থকার একজন রাজার জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলি যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভামহ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকার নায়কই গল্পের বক্তা হইবেন, কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব বা লক্ষণ হর্ষচরিতে পরিলক্ষিত হয় না। এই কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় ত ভুল হইবে না যে, বাণ-রচিত হর্ষচরিত ভামহের আখ্যায়িকার আদর্শ নহে,—অধুনালুপ্ত বা অপ্রাপ্ত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহার আদর্শ। তথাপি ভামহের লেখা হইতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আখ্যায়িকা ও কথার লক্ষণ

লইয়া নানা মতদ্বৈধ থাকিলেও, তাঁহার সময়ে নিশ্চয়ই 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' নামে দুই প্রকার গদ্য বিবৃতি প্রচলিত ছিল, এবং বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা উভয়ের পার্থক্য সূচিত হইত। বাঁধা-ধরা নিয়ম ছাড়িয়া দিলেও ভামহের ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে আখ্যায়িকা কতকটা আত্ম-জীবনীর মত ছিল। এক্ষেত্রে বক্তা স্বয়ং গল্পের নায়ক—ইনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; এবং সজ্জনের পক্ষে আত্ম-প্রশংসা নিন্দনীয় হইলেও, (দণ্ডীর মতে) ইনি এস্থলে সে দোষে দোষী বিবেচিত হইতে পারেন না। আখ্যায়িকা পাছে নীরস ঘটনার বর্ণনায় পর্য্যবসিত হয়, সেইজন্য ভামহ ইহার মধ্যে কবি-কল্পনা ও কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ভামহ আখ্যায়িকার মধ্যে প্রকৃত ঘটনার অবতারণার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। কারণ, ইহাই আখ্যায়িকা ও কথার পার্থক্যের মূল। পক্ষান্তরে, ভামহ কথার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুধু নিষেধ-মূলক (কেবল ব্যবহার্য্য ভাষা-সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ আছে); কিন্তু তাৎপর্য্যক্রমে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কথা কতকটা কল্পনাপ্রসূত অলীক গল্প বা বিবৃতি—সমানে একটানা কথিত হয়, আর ইহার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি হওয়া চাই। অন্যান্য অপ্রধান লক্ষণসম্বন্ধে (যেমন বক্ত্র অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার ও উচ্ছ্বাস-বিভাগ) দণ্ডী বাঁধা-ধরা নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অপ্রধান লক্ষণগুলিকেও নিতান্ত বাজে নিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই সকল ছোট ছোট লক্ষণসমূহের অনেকগুলি হইতে এই উভয় রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত না হইলে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কেন এই বিষয় লইয়া এত মাথাকাটাকাটি করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। মোট কথা এই, অধ্যায়কে উচ্ছ্বাস বলা হইয়াছে কি না, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এই সকল আখ্যায়িকার মূল বিচারলক্ষণ নহে। মূল লক্ষণ এই যে, আখ্যায়িকার নির্দ্দিষ্ট বিরাম বা অধ্যায় থাকিবে; এবং কথা একটানা ধারাবাহিক বিবরণ হইবে; আর ইহার মধ্যে মধ্যে (প্রায়শঃ অধ্যায়ের প্রারম্ভে) শ্লোকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ঘটনা-প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত থাকিবে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আখ্যায়িকার মধ্যে বিরামের প্রয়োজন আছে, কেন না, নায়ককে (এস্থলে তিনি বক্তা) তাঁহার নিজের গল্প পুনরাবৃত্তি করিবার অবসর দিতে হয়। কথা-সাহিত্যে কিন্তু এই নির্দ্দেশক শ্লোকগুলির স্থান নাই; কারণ, কথা একটী বিরামহীন গল্পধারা। নায়ক স্বয়ং বক্তৃরূপে আখ্যায়িকায় আবির্ভূত হওয়ায়, আখ্যায়িকায় কতকটা সত্যের ছায়া পড়ে—কথায় এরূপ হয় না। কারণ, সেস্থলে কবি বা অন্য কেহ গল্পটী বিবৃত করিয়া থাকেন। ভামহের সময়ে এই দুই শ্রেণীর গদ্য-রচনায় সাধারণতঃ এইরূপ ছিল।—আখ্যায়িকা সাধারণতঃ আত্ম-জীবনের কাহিনী অথবা আধা ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত এক গাম্ভীর্য্য-মূলক রচনা। কথা কিন্তু পুরা কল্পনা-মূলক গল্প, এবং (দণ্ডীর মতে) ইহাতে আত্ম-জীবনীর ধাঁজ থাকিলেও, কল্পনাকুশলতাই ইহার বিশিষ্টতা। পরবর্ত্তিকালে আখ্যায়িকার পতন হয় এবং উপরিলিখিত খুঁটিনাটি তখন আর লেখকেরা ভালরূপ মানিয়া চলেন নাই। কিন্তু রুদ্রট (বাণের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে)

যে কথা-সাহিত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার ধরণ ও প্রকৃতি সুবন্ধুর[১২] সময় হইতে অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর অভিমত হইতে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত অগ্নিপুরাণ (ও বিশেষতঃ রুদ্রট) হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর কাব্য আর ভামহোক্ত লক্ষণ-অনুযায়ী ছিল না এবং বোধ হয়, বাণভট্টের রচনার আদর্শে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। হর্ষচরিতের মত আখ্যায়িকা (যেখানে বক্তা নায়ক নহেন) দেখিয়া সম্ভবতঃ দণ্ডী স্থির করিয়াছিলেন যে, এই বিশেষত্ব, প্রচলিত প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পার্থক্যের নির্দ্দেশক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং তরুণ বাচস্পতি এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হর্ষচরিতে'রই উল্লেখ করিয়া ঠিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভামহের সময় হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী কবিগণের নূতন প্রয়োগ দ্বারা এই সকল বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, দণ্ডী বক্তার ব্যক্তিত্বের, ছন্দের প্রকৃতির এবং অধ্যায়ের শিরোনামার উপর, এমন কি ভাষাগত তারতম্যের উপরও, ঝোঁক দেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের কবিপ্রয়োগ দেখিয়া এই সমস্ত তুচ্ছ পার্থক্যকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন, এবং উভয় শ্রেণীর কাব্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, উহাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটী পরিবর্ত্তনের যুগ, যে যুগে প্রাচীন পার্থক্যসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছিল, এবং যখন গদ্য-রচনার নিয়ম বা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নূতন বিধি-নিষেধ সৃষ্ট হয় নাই। (এই শেষোক্ত ঘটনা দণ্ডীর নিষেধমূলক প্রতিকূল সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যায়।) এইরূপে দণ্ডীর পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ রুদ্রটের[১৩] অগ্রবর্ত্তী বামন, দণ্ডী ও ভামহের মত-বিভিন্নতা ও তর্ক-বিতর্ক (বৃত্তি ১, ৩, ২২) বাতিল করিয়া দিয়া, কৌতূহলী পাঠককে "এ বিষয়ে অন্য লোকদের" গ্রন্থ দেখিয়া বলিয়াছেন। বামনের মতে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডার বিশেষ কোন আলঙ্কারিক মূল্য নাই।

অগ্নিপুরাণে অনেক স্থলে অবিতর্কে দণ্ডী এবং অপর গ্রন্থকর্ত্তাদের[১৪] মতই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার আলঙ্কারিকদিগের উপর বাণরচিত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁহারা নূতন অবস্থার অনুকূল করিয়া স্ব স্ব সংজ্ঞারও লক্ষণ

১২। কালক্রমে কথা-সাহিত্যের সংজ্ঞার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইলেও, ভামহের সংজ্ঞা কতকটা সাধারণ বিশেষত্ব-বাচক বলিয়া সুবন্ধুর "বাসবদত্তা" ও বাণের "কাদম্বরী"র পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু হর্ষ-চরিত যেমন তাঁহার আখ্যায়িকার আদর্শ ছিল না, সম্ভবতঃ বাসবদত্তাও সেইরূপ তাঁহার কথার আদর্শ ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভামহ ধর্ম্মকীর্ত্তির এবং সম্ভবতঃ বাণের সমসাময়িক ব্যক্তি। অধ্যাপক য়্যাকোবিও এইরূপ অনুমান করেন। Sb. der preuss. Akad., xxiv, 1922, পৃঃ ২১১—১২; আমার History of Sanskrit. Poetics, Vol. I. পৃঃ ৪৮, ৯৯) বাণের গ্রন্থাবলীর সহিত ভামহের পরিচয় থাকা সম্ভবপর হইলেও, তিনি সেই সময়ে বাণের গ্রন্থাবলিকে প্রামাণ্য আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয় তাঁহার সময়ে প্রচলিত এবং অধুনা লুপ্ত অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩। মৎপ্রণীত History of Sanskrit Poetics, *loc. cit.* pp. 60-1, 81 দেখুন।

১৪। পাদটীকা ১৩শে উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১০২—৪ অগ্নিপুরাণের অলঙ্কার-অংশের কথা আলোচিত হইয়াছে।

নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণের মতে, "আখ্যায়িকা"র লক্ষণসকল নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

১। গদ্যে গ্রন্থকারের বংশ-প্রশংসা ;

২। কন্যা-হরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, প্রভৃতি বিপত্তির সমাবেশ ;

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ ;

৪। চূর্ণক[১৫], অথবা বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের প্রয়োগ ;

৫। রীতি ও বৃত্তির গুণসমূহের উদাহরণ-স্বরূপ সুললিত শব্দ-সমাবেশ ;

কিন্তু "কথা"-সাহিত্যে—

১। কবিতায় কবির বংশ-প্রশংসা ;

২। কোন গল্পান্তর কথান্তরম্) মূল গল্পের অবতারণাস্বরূপ (মুখ্যস্যার্থাবতারায়) প্রয়োগ।

৩। বিরাম বা পরিচ্ছেদ এবং সময়ে সময়ে লম্ভক[১৬] নামক বিভাগ ; এবং

৪। প্রতি গর্ভে চতুষ্পদী কবিতার অবতারণা প্রভৃতি থাকিবে[১৭]।

প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রচলিত বিধির তালিকামাত্র। কিন্তু দুইটী বিষয়ে প্রাচীন রীতির সহিত ইহার পার্থক্য সবিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। "কর্ত্তৃ-বংশ-প্রশংসা" এবং "কথান্তর"এর প্রয়োগ—এই দুইটী বিষয় প্রাচীনতর আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেন নাই। এস্থলে (বিশেষতঃ রুদ্রটের গ্রন্থে) বোধ হয়, বাণ-রচিত গ্রন্থের প্রভাব-বশতঃ এই দুইটী বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

রুদ্রট কেবল স্পষ্টভাবে প্রাচীনতর লেখকগণের সহিত ভিন্নমত হইয়াছেন। এখনও বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য-রচনার সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "কথা"র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই,—

১। গ্রন্থ-সূচনায় কবিতায় দেবগণ ও গুরুগণের নমস্ক্রিয়া, এবং কবি-বংশের পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে।

২। গল্পাংশ সংস্কৃত গদ্যে (কিংবা অন্য ভাষায় কবিতায়) রচিত হইবে, এবং ইহাতে সরল অনুপ্রাস ও "পুরবর্ণনা" প্রভৃতি থাকিবে। (যেরূপ "উৎপাদ্য কাব্যে" ১৬, ৩)

৩। আরম্ভে মূল গল্পের সম্বন্ধীয় একটী কথান্তর থাকিবে।

১৫। বামন (১, ৩, ২৩—২৫) চূর্ণের (গদ্য-সাহিত্যের বিভাগ-বিশেষের) সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"অনাবিদ্ধ-ললিত-পদম্" (অসমস্ত সুমিষ্টপদ—উৎকলিকাপ্রায় ঠিক ইহার বিপরীত)

১৬। মুদ্রিত পুস্তকে আছে—"ভবেম্বালম্বকৈঃ কচিৎ" কিন্তু "ভবেদ্ বা লম্ভকৈঃ কচিৎ",—এই পাঠই সমীচীন।

১৭। অগ্নিপুরাণোক্ত খণ্ডকথা, পরিকথা এবং কথনিকা সম্বন্ধে "ধ্বন্যালোকলোচন" (পৃঃ ১৫১) দেখুন। লোচনে 'সকলকথা' নামে আর একটী বিশেষ বিভাগের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র অন্যান্য উপবিভাগ আলোচনা করিয়াছেন।

৪। কন্যালাভই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া, ইহার মধ্যে শৃঙ্গার রসের পূর্ণ বিকাশ হইবে (বিন্যস্ত-সকল-শৃঙ্গারা)।

অপর দিকে "আখ্যায়িকা"র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই :—

১। দেবগণ এবং গুরুগণের কবিতায় নমস্ক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, কবির নিজের অক্ষমতা স্বীকার এবং সেই সঙ্গে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কবির গ্রন্থ-রচনার কারণ-নির্দ্দেশ। তন্মধ্যে নৃপে ভক্তি। গ্রন্থকারের গুণগ্রাহিতা-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কারণ এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

২। গল্পটী "কথা"র নিয়মে লিখিত হইবে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কবির পরিচয় ও বংশ-বৃত্তান্ত গদ্যে রচিত হওয়া আবশ্যক, পদ্যে নহে।

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে, এবং প্রথম অধ্যায় ব্যতীত প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে।[১৮]

দেখা যাইতেছে, রুদ্রট-কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই লক্ষণগুলি বাণভট্টের গ্রন্থ দুইখানিতেই সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথরূপে খাটে। রুদ্রট অগ্নিপুরাণের সহিত একমত হইয়া অবতরণিকাসূচক শ্লোকের যে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়গুলি বাণরচিত অবতরণিকা শ্লোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত হইয়াছে। "আখ্যায়িকা"র নিয়ম এই যে, নৃপে ভক্তি বা অন্য কোন কারণ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, তাহা কবিকে ছন্দে বর্ণনা করিতে হইবে এবং গদ্যে কবি নিজ জাতি ও বংশবৃত্তান্ত প্রদান করিবেন। এই নিয়ম বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং গদ্য গল্পাংশের অন্তর্গত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, তবে সেগুলি বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত হইতেও পারে। এইসকল বিধিও "হর্ষচরিতে" অনুসৃত হইয়াছে। দণ্ডিকৃত সমালোচনা ও বাণভট্টের হর্ষচরিতের দৃষ্টান্তের পর গল্পের বক্তা কে হইবেন, ইহা লইয়া রুদ্রট মাথা ঘামান নাই, কারণ অগ্নিপুরাণকারের ন্যায় তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ ও করেন নাই। বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের পার্শ্বে রুদ্রটের মত বিশ্লেষণগুলি স্থাপনা করিয়া মিলাইয়া লইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রুদ্রট "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র রচনাবৈশিষ্ট্যগুলিকেই যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বাণ-রচিত দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের পর হইতে আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা ও পার্থক্যসকল প্রাচীন প্রথামাত্রে পর্য্যাবসিত হইয়াছিল, এবং উক্ত দুই গ্রন্থই নূতন আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৮। কতকগুলি খুঁটিনাটিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—যথা অতীত ঘটনা, বা বক্তারা যাহা দেখেন নাই (পরোক্ষ) এরূপী ঘটনা সম্বন্ধে, অথবা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ ঘটিলে, কবি সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তির সন্দেহ অপনোদনার্থ দুই একটি কাব্যালঙ্কার (যেমন অন্যোক্তি, সমাসোক্তি, বা শ্লেষ) প্রয়োগ করিবেন; এই সকল স্থলে আর্য্যা, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা বা প্রয়োজনমত মালিনীর ন্যায় ছন্দঃ ব্যবহার করিবেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—রুদ্রট এই দুই শ্রেণীর কাব্যের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। "আখ্যায়িকা"র সহিত প্রকৃত ঘটনার ঘনিষ্ঠতা থাকিবে কি না, এবং "কথা"র কল্পনামূলক গল্পের বিবৃতি থাকিবে কি না—তিনি এ সব বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। কন্যালাভই (প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকার বীরত্বব্যঞ্জক কন্যাহরণ নহে) কথা-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি কথা-সাহিত্যের কোমল ভাবের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইরূপে শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ভাবগুলি কথায় ফুটাইয়া তোলার পক্ষে কবিকে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এইরূপ বিধান করিয়া রুদ্রট, সুবন্ধু ও বাণ-রচিত গ্রন্থের এই বিশিষ্টতাটুকু আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন যে, প্রেমই তাঁহাদের গ্রন্থাবলির উপজীব্য ভাব। ইহা হইতেই, কল্পনোদ্ভূত প্রেমচিত্রচয় যে সংস্কৃত গদ্য কথা-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বা প্রকৃতিস্বরূপ, তাহা রুদ্রট বুঝাইয়া দিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন গদ্য-সাহিত্যের শুধু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ১৪১); কিন্তু তিনি "সংঘটন" (বা রীতিসম্পর্কে সমাসের নিয়ম) সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়টী স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি বলিয়াছেন,—কথায় শব্দ-সমাবেশ আখ্যায়িকার ন্যায়, কিন্তু কথায় রস-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি রক্ষিত হওয়া চাই (৩, ৮)। রসের (বিশেষতঃ শৃঙ্গারের) বর্ণনবৈচিত্র্যই কথা-সাহিত্যের উপজীব্য ভাব, ইহাই তাঁহার মনোগত ভাব। পক্ষান্তরে অভিনবগুপ্ত আবার প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী। ইঁহার মতে, এই দুই শ্রেণীর রচনার বৈচিত্র্য কেবল আকৃতিগত; উচ্ছ্বাস-বিভাগ, এবং বক্ত্র, অপরবক্ত্র শ্লোকের ব্যবহারেই আখ্যায়িকার বিশিষ্টতা, এবং কথায় এসকলের অভাব। হেমচন্দ্রও (পৃঃ ৩২৮) সমমতাবলম্বী, কিন্তু তিনি গল্পের বক্তা ও ভাষাগত আকৃতি-সম্বন্ধে দণ্ডীর মত স্বীকার করেন (পরবর্ত্তী প্রায় সকল গ্রন্থকারই ইহা স্বীকার করেন)। ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষভাবে "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথা-সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কবিতায় (শুধু গদ্যে নহে) লিখিত হইতে পারে বলিয়া রুদ্রট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইঁহারও সেই মত; এবং ইনি লীলাবতী নামে একখানি অজ্ঞাত কাব্যের উল্লেখ করিয়া স্বকীয় মতের পোষণ করিয়াছেন। বিদ্যাধর এ প্রশ্ন লইয়া আদৌ বিচার করেন নাই; আবার কথা-সাহিত্য বিদ্যানাথের অজ্ঞাত ছিল। তিনি গদ্য ও গদ্য-কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া "কাদম্বরী" ও "রঘুবংশের" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত আকৃতিগত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিও সম্পূর্ণরূপে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক লেখক বিশ্বনাথ এই প্রশ্নের উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রুদ্রটের সাধারণ বিধিগুলিকেই সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন পার্থক্যগুলি লোকে পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং বাণভট্টের গ্রন্থের আদর্শসম্ভূত গদ্য-রচনার নূতন ধারা দৃঢ়ভাবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ "আখ্যায়িকা"র আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও, তিনি রুদ্রটের ন্যায় জোর দিয়া বলিয়াছেন,—"সরসবস্তু"ই "কথা"-সাহিত্যের প্রাণ।

এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের পরিণতির দুইটী বা তিনটী

সুস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ভামহ ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন আকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে এইরূপ,—

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃত ঘটনামূলক ব্যাপারই ইহার বর্ণনীয় বিষয়; (২) বক্তা স্বয়ংই নায়ক; (৩) বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র শ্লোক-সংবলিত "উচ্ছ্বাস" নামধেয় অধ্যায়ে গল্পাংশটী বিভক্ত; (৪) বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কবির কল্পনার বিস্তার থাকিতে পারে, এবং কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, এবং পরিণামে নায়কের জয় প্রভৃতি বিষয় আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; (৫) ইহাও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই।

কথা—(১) আখ্যান বস্তু সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত কোন গল্প হইবে; (২) নায়ক ব্যতীত অন্য কেহ গল্পের বক্তা হইবেন; (৩) উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে না; বক্ত্র বা অপরবক্ত্র শ্লোক থাকিবে না; (৪) ইহাও সংস্কৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইতে পারে।

এই সমস্ত লক্ষণগুলি বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের পক্ষে রীতিমতভাবে প্রযুজ্য নহে। এই দুই গ্রন্থই কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তিকালের আলঙ্কারিকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, দণ্ডীর সময় হইতেই এই সমস্ত সূক্ষ্ম পার্থক্যের ধ্বংসমূলক প্রতিকূল সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য কতকটা বাণ-রচিত গ্রন্থ দুইখানির আদর্শ অবলম্বনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রুদ্রট বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আখ্যায়িকা ও কথার সাধারণ বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সময় হইতে ইহাই প্রামণিক আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথার" বিশেষত্বগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃতঘটনামূলক ব্যাপার ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইবে; (২) বক্তাই যে কাব্যের নায়ক হইবেন, এমন কোন কথা নাই; (৩) উচ্ছ্বাস নামধেয় পরিচ্ছেদে ইহা বিভক্ত হইবে। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেকটীর প্রারম্ভে দুইটী করিয়া শ্লোকে (ছন্দ আর্য্যা হইলেই ভাল হয়) আলোচ্য পরিচ্ছেদের আভাস দেওয়া হইবে; ও (৪) একটি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ছন্দোবদ্ধ উপক্রমণিকা থাকিবে।

কথা—(১) আখ্যানবস্তু একটী গল্প হইবে। গল্পটী কবির উদ্ভাবিত, প্রায়শঃ প্রেমের গল্প; (২) নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি গল্পের বক্তা হইবেন; অবশ্য নায়কও কখন কখন স্বয়ং বক্তা হইতে পারেন; (৩) ইহাতে পরিচ্ছেদ-বিভাগ থাকিবে না; ও (৩) উপক্রমণিকা উক্তরূপ হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণ একবারে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই বিশেষত্বগুলির বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, পরে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন আছে, এইরূপ বিবেচনাই করেন নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

প্রাচীন বাঙ্গলা

'আহুঠ', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী *

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

'হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্ন।
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥ ১॥
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর॥ ২॥' (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

'আমি কানু হাতে খড়ী লইয়া বলিতেছি, ওলো রাধা, আয়, দান (শুল্ক) হিসাব করি। তোর শরীর "আহুঠ" হাত পরিমাণের; তাহাতে আমার (প্রাপ্য) দান দুই কোটি।'

নৌকা-খণ্ডে এই শব্দ পুনর্ব্বার মিলে। রাধা খেয়ানিয়া-বেশী শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় চড়িয়াছেন। ছোট নৌকা; তাঁহার মনে ভয় হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

'আহুঠ হাথ নাঅ খানী তোর পাঁচ পাটে।
অনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে।' (১৫৩ পৃষ্ঠা)

'তোমার নৌকা খানি "আহুঠ" হাতের, পাঁচখানি মাত্র পাটাতনে নির্ম্মিত; অনেক কষ্টে তুমি তাহাকে ঘাটে আনিয়া ভিড়াইয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট 'ভাষা টীকা' দিয়াছেন, তাহাতে 'আহুঠ' শব্দের অর্থ 'আট' ধরিয়াছেন। 'রাধার শরীর আট হাত' ('আহুঠ হাথ কলেবর তোর'—৫৫ পৃষ্ঠা)—এই অস্বাভাবিক উক্তির ব্যাখ্যার চেষ্টা বসন্ত বাবু এই বলিয়া করিয়াছেন,—' "হাথ" শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা ৩।০ হাতের কিছু কম হয়।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৪৮৮)। এতদ্ভিন্ন, বসন্ত বাবু 'আহুঠ' শব্দের অবস্থান প্রাচীন বাঙ্গলা ও আসামী পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; যথা,—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডে,—

'স্বর্গে রাজ্য করে "আউট" কোটি বৎসর।' (পৃঃ ৪৮৮)

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

' "আউট" হাত প্রমাণ আমার কলেবরে।' (পৃঃ ৫৫৪)

মাধব কন্দলি কৃত সুন্দরাকাণ্ডে—

' "আউঠ" হাতের কেশ এক গোটা বেণী।' (পৃঃ ৫৫৪)

আপাত-দৃষ্টিতে, শরীরের পরিমাণ 'আট' হাত—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাঙ্গলায় একাধিক স্থানে মিলিতেছে। 'আহুঠ' শব্দকে আটের সহিত সংযুক্ত করায় কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে একটু গোল ঠেকে। 'অষ্ট' হইতে 'আহুঠ—আউট' হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় আছে;

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

'অষ্ট' > 'অট্ঠ' > 'আঠ' > 'আঠ়' 'আট়', এই তদ্ভব রূপে বিনা কারণে 'হ' অক্ষরের আগমন সম্ভব নহে। 'আট হাত শরীর'—অর্থ-গত অসামঞ্জস্যও রহিয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া 'আহুঠ' শব্দের কোনও সন্তোষ-জনক সমাধান পাই নাই। কিছুকাল হইল, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায় এই শব্দটী পাইয়াছি, এবং তাহাতে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। 'আহুঠ—আউট' শব্দের অর্থ 'সাড়ে তিন'; ইহার মূল-রূপ হইতেছে 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' শব্দ।

রাজস্থানের পদ্মনাভ কবি সংবৎ ১৫১২ (=খ্রীষ্টীয় ১৪৫৬) সালে 'কান্হড দে-প্রবন্ধ' নামে এক উৎকৃষ্ট বীর-রসাত্মক কাব্য-গ্রন্থ লেখেন। এই পুস্তকের ভাষাকে 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' নাম দেওয়া হইয়াছে; এই ভাষা হইতে আধুনিক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভাষা-দ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে ১৯১৪-১৬ সালের Indian Antiquary পত্রিকায় পরলোকগত L. P. Tessitori ডাক্তার এল্, পি, তেস্সিতোরী কৃত Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'কান্হড-দে-প্রবন্ধ' কাব্যে মুসলমান সুলতান 'অলাউ-দ্-দীন খল্‌জীর সেনাপতি অলফ খান কর্ত্তৃক অণহিলপাটন ও গুজরাট জয়, সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস-সাধন ও তৎপরে মুসলমান-কর্ত্তৃক ঝালোরের রাজা কান্হড দের রাজ্যজয়ের সবিস্তর কথা, ও আনুষঙ্গিকভাবে রাজপুত-জাতির অসাধারণ শৌর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। আমেদাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডাহ্যাভাই পীতাম্বর দেরাসরী এই কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (আমেদাবাদ, ইউনিয়ন প্রিণ্টিঙ্ কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৩ সাল)। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে এই চৌপাইটী পাইলাম—

বীরমদেবি সংঘাসণ কাজ উঠ দীহাডা কীধু রাজ ॥২৯২॥ (পৃঃ ৯৯)

'বীরমদেবের সিংহাসন কাজ (হইয়াছিল এই, যে তিনি) 'উঠ' দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।' শ্রীযুক্ত দেরাসরী 'বিবেচন' বা টীকায় 'উঠ দীহাডা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সাডাত্রণ দিবস'='সাড়ে তিন দিন'।

স্বতঃই প্রাচীন বাঙ্গলার 'আহুঠ' শব্দের কথা মনে হইল।

A. F. Rudolf Hoernle হোর্ন্‌লে কৃত Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880) পুস্তকে 'আহুঠ' 'উঠ' শব্দের পূর্ণ সমাধান আছে। 'আহুঠ, আউট' শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় নাই বলিয়া, বহু পূর্ব্বে হোর্ন্‌লের বই আলোচনা কালে এই শব্দগুলি আমার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যায়। ঐ বইয়ে § § ৪১৩—৪১৬ প্যারায় (পৃঃ ২৬৮—২৭০) আধুনিক আর্য্য ভাষায় ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক শব্দ-সমূহের বিচার আছে। তদ্ভিন্ন Kellogg কেলগের হিন্দী ব্যাকরণে সংখ্যা বাচক শব্দের পর্য্যায়টীও দর্শন-যোগ্য।

সংস্কৃতে সার্দ্ধ-সংখ্যা বুঝাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নামের, বা প্রায়শঃ তাহাদের ক্রম-বাচক রূপের, পূর্ব্বে 'অর্ধ' শব্দ যোগ করিয়া নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ আছে। যে সংখ্যার সার্দ্ধ-রূপ জানাইতে হইবে, 'অর্ধ' শব্দকে তদূর্দ্ধ সংখ্যার ক্রম-বাচক রূপের পূর্ব্বে জুড়িয়া দিতে হয়; কেবল 'সার্দ্ধ এক' জানাইবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়; এখানে 'দ্বি' শব্দেরই প্রয়োগ

হয়, ইহার ক্রম-বাচক 'দ্বিতীয়' পদের আগম নাই; এবং 'অর্দ্ধ' শব্দ 'দ্বি'র পূর্ব্বে না বসিয়া, পরে বসে। সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক পদ, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক প্রভৃতির মাতৃ-স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য ভাষায় এই রীতিতেই হইত, ইহা অনুমান করা যায়। টিউটনিক ভাষাগুলিতে এই রীতি; যেমন, জারমান ভাষায়, anderthalb = দ্বিতীয় অর্দ্ধ = দ্ব্যর্দ্ধ = ১½; drittehalb = তৃতীয়-অর্দ্ধ = ২½; viertehalb = চতুর্থ অর্দ্ধ = ৩½, ইত্যাদি। আংগ্লো-সাক্সন বা প্রাচীন-ইংরেজিতেও এই রীতি। গ্রীকেও কচিৎ পাওয়া যায়; যেমন trîton hēmitálanton = তৃতীয় অর্দ্ধ-তালান্ত = অর্দ্ধ-তৃতীয় বা আড়াই ট্যালেণ্ট অর্থ। 'অর্দ্ধ-তৃতীয়' = যাহার (পূর্ণ এক ও দুইয়ের পর) তৃতীয় হইতেছে মাত্র অর্দ্ধ; তদ্রূপ 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' = যাহার (এক, দুই ও তিনের পর) চতুর্থ হইতেছে অর্দ্ধ; এইরূপ চিন্তা-প্রণালীতে এই প্রকারের পদের উদ্ভব।

আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ভগ্ন- বা সার্দ্ধ-সংখ্যা-দ্যোতক পদগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা হইতেই গৃহীত। নিম্নে ভারতীয় আর্য্য (সংস্কৃত) সার্দ্ধ সংখ্যা-বাচক পদ ও তাহাদের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

½ = 'অর্দ্ধ' > 'অদ্ধ' > 'অদ্ধ' > আধ', সমাসে কুত্রচিৎ 'অধ'; এই রূপটী প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই মেলে। বাঙ্গলা-ভাষার মূল মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষত্ব ছিল, র-যোগে দন্ত্য-ধ্বনির মূর্দ্ধন্যীকরণ; 'অর্দ্ধ' হইতে 'অড্‌ঢ', 'আঢ', 'আড়' রূপই বাঙ্গলার বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ হওয়া উচিত। 'আড়পাগ্‌লা' = 'আধ-পাগ্‌লা', 'আড়-মাদ্‌লা', 'আড়ে গেলা' = 'অর্দ্ধচর্ব্বিত করিয়া গেলা' প্রভৃতি শব্দে এই 'অড্‌ঢ' > 'আড়' রূপ বিদ্যমান। (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন 'দেড়', 'আড়াই' শব্দেও এই মূর্দ্ধন্য-যুক্ত 'অড্‌ঢ' পদ বিদ্যমান। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। গুজরাটীতে 'অড়ধা' = 'আড়' + 'আধ' — এই পদে দুই ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-ভাষার মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্য রূপের মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

১½ = দ্ব্যর্দ্ধ : (১) 'দ্বি-অর্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* দিঅঢ়' > 'দেঢ়' (হিন্দী; উড়িয়া), 'দেড়' (বাঙ্গলা), দীড় (মারহাট্টী); (২) 'দ্বি-অর্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* ডি-অড্‌ঢ' > 'ডেৱঢ়'; 'ডেঢ়, ডেড়' (হিন্দী), 'ডেঢ়, ডেওঢ়া' (পাঞ্জাবী), 'ডেড়' (বাঙ্গলা কথ্য ভাষায়), 'ডেঢ়' বা 'ডেঢ়' (সিন্ধী); (৩) 'দ্বি-অর্দ্ধ > '*দো-অড্‌ঢ' বা '*ডো-' > 'ডেৱঢ়', 'ডোঢ়'; 'দোঢ়', 'দোহোড়' (গুজরাটী), 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' (হিন্দী), 'দোঢ়, ডূঢ়া, ডূঢ়' (পাঞ্জাবী)। গুণন-কালে হিন্দীতে 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' পদের ব্যবহার হয়।

২½ = 'অর্দ্ধ-তৃতীয়' (১) 'অড্‌ঢ-তিতীয়' > 'অড্‌ঢতীয়, -তিয়' (উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে haplology বা 'সকৃদবস্থান' দ্বারা একটী 'ত'-কারের লোপ; অশোকের অনুশাসনে 'অঢতিয়' = 'অড্‌ঢতীয়') > '* অড্‌ঢঈয়' > '* অঢ়ঈ' > 'অঢ়ী'; (গুজরাটী) 'অড়ী, হড়ী'; (২) '* অড্‌ঢ-ততীয়' > '* অড্‌ঢ-অঈয়' > '* অড্‌ঢাঈয়' 'অড্‌ঢাইঅ' > 'অঢ়াঈ'; 'অঢ়াঈ', 'ঢাঈ' (হিন্দী), 'অঢ়াঈ' (সিন্ধী), 'ঢাঈ', 'টাঈ' (পাঞ্জাবী), 'আড়াই' (বাঙ্গলা); (৩) '* অড্‌ঢ-ততীয় > 'অড্‌ঢ-ততিয্য' > '* অড্‌ঢ-অইজ্জ' > '* অড্‌ঢইজ্জ' > '* অঢীজ' > 'অড়ীচ' (মারহাট্টী)।

৩ই = 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' > '* অড্‌ঢ-চতুট্‌ঠ' > '* অড্‌ঢ-যহুট্‌ঠ' > 'অড্‌ঢ-অট্টট্‌ঠ' '* অড্‌ঢউট্‌ঠ' > '* অড্‌ঢুট্‌ঠ'; পরে, খুব সম্ভবতঃ অর্ব্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশে, '* অঢুট্‌ঠ'; তদনন্তর উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ দুই মূর্দ্ধন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ' ও 'ট্‌ঠ'এর একটীকে 'হ' কারে আনীত করিয়া, '* অহুট্‌ঠ', 'আহুঠ'। কিংবা '* অদ্ধ চতুট্‌ঠ', '* অদ্ধ-অউট্‌ঠ' > 'অদ্ধুট্‌ঠ' (জৈন-প্রাকৃতে)। প্রাচীন বাঙ্গলায় আদ্য অক্ষর 'অ-কার' কে 'আ-'তে রূপান্তরিত করিবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়; তদনুসারে বাঙ্গলায় 'অহুট্‌ঠ' > 'আহুঠ' রূপ, যাহা চতুর্দ্দশ শতকের বাঙ্গলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) ও 'আউঠ' রূপে আসামীতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলায় (পঞ্চদশ শতকের পরে) 'হ' লোপে ও মহাপ্রাণ 'ঠ'র প্রাণ বর্জ্জনে এই শব্দের রূপ 'আউট'। আধুনিক বাঙ্গলায় এই শব্দ লুপ্ত। পাঞ্জাবীতে ও হিন্দীতে এই শব্দ মেলে—হিন্দী রূপ 'হুঁঠা,' 'হৌঁঠা,' 'হুঁটা', 'হৌঁটা', বা 'হোটা'; পাঞ্জাবী রূপ—'উঠা' 'ঊঁটা', 'ঊঠা' (হ্যোর্ন্‌লের পুস্তক দ্রষ্টব্য); পুরাতন রাজস্থানী 'কান্‌হড দে প্রবন্ধ' কাব্যে—'ঊঠ', আধুনিক রাজস্থানীতে 'হুঠা'। 'হুঁটা', 'হৌঁটা', 'হোটা' প্রভৃতি হিন্দীতে ও অন্য ভাষায় গুণনকালে, বিশেষতঃ কড়াপের সময় ব্যবহৃত হয় (Kellogg কৃত হিন্দী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন মৈথিলীতেও এই শব্দ পাইয়াছি। মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক, যাহার সম্বন্ধে আমরা কোনও খবর পাইয়াছি, তাহা হইতেছে, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত 'বর্ণ-রত্নাকর'। এই বই খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদে (১৩০০—১৩২৫এর) লেখা হয়। * 'বর্ণরত্নাকর'এর মূল পুথির ২৮খ সংখ্যক পাতায় 'অহুঠ' শব্দ পাওয়া যায়। নায়কের শয়ন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শয্যার বিবরণ দিতেছেন :—'স্ফটিকক দণ্ডা, পদ্মরাগক দণ্ডিআ, অহুঠ হাথ দীর্ঘ, অঢ়াএ হাথ ফাঁড় সেজ'='স্ফটিকের দাঁড় (=পায়া', পদ্মরাগের দাঁড়ী (=ছাপরের খুঁটী), সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত ফাঁড়ের শয্যা'। 'আট হাত লম্বা' বিছানার কথা শুনা যায় না; তদ্ভিন্ন বর্ণরত্নাকরে 'আট' অর্থে 'আঠ' শব্দের প্রয়োগ বহুবার আছে, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন অন্যত্র 'অহুঠ' রূপ নাই। Kellogg এর ব্যাকরণ অনুসারে, এই শব্দের রূপ আধুনিক মৈথিলে 'হুঠা, হুঠে, হুট্‌ঠা, হুঠা, হুট্‌ঠে'; মগহীতে 'হুঠা, হঠা'; ভোজপুরিয়াতে 'হুঁঠা, অংগুঠা, অংগূঢ়া'।

* ইহার একমাত্র পুথি বেঙ্গল এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে; পুথিখানির লেখার তারিখ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইখানি গদ্যে লেখা; ইহা একখানি অভিধান বা শব্দ সংগ্রহের মত বই, নানা বিষয়ের বর্ণনা-ব্যপদেশে বহু মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন 'নগর-বর্ণনে' নগরস্থ সমস্ত জাতি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির তালিকা, 'রাজসভা-বর্ণনে' রাজার অনুচর পার্শ্বচরাদির নামের তালিকা; 'নায়িকা-বর্ণনে' অলঙ্কার প্রসাধনাদির বর্ণনা আছে, তদ্রূপ মৃগয়া অভিষেক ভোজনাদির ও বর্ণনা আছে। মৈথিলের প্রাচীন স্বরূপ ও ব্যাকরণ জানার পক্ষে এই বইয়ের সহায়তা অমূল্য। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র ভূমিকায় সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম আলোচনা-কালে 'বর্ণ-রত্নাকর'এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রাপ্ত সিদ্ধাদের তালিকাও দিয়াছেন। এই বইয়ের মূল পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত এক নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কথা হইতেছে।

‘অদ্ধুট্ঠ’ শব্দ (জৈন) অর্দ্ধ-মাগধীতে পাওয়া যায়। ‘অর্দ্ধ-চতুর্থ’ শব্দের ‘অদ্ধুট্ঠ’তে পরিবর্ত্তন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্ব্বেকার নহে। সংস্কৃতে ‘অদ্ধুট্ঠ’র কি রূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অর্ব্বাচীন কালের পণ্ডিতেরা ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রাকৃত শব্দের অনুকরণে সংস্কৃতে ‘অধ্যুষ্ট’ এই একটী কৃত্রিম শব্দের সৃষ্টি করেন। ‘অধ্যুষ্ট’ কচিৎ সংস্কৃতে প্রযুক্ত দেখা যায়; যেমন ‘অধ্যুষ্ট-বলয়’=‘সাড়ে তিন পাকের তাগা বা বালা; সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া সাপের অবস্থান’ (Monier Williams এর সংস্কৃত অভিধান দ্রষ্টব্য)।

৪½=‘অর্দ্ধ-পঞ্চ’ বা ‘অর্দ্ধ পঞ্চম’> ‘*অড্ঢ-ব়ঞ্চম’> ‘*অড্ঢব়ঞ্চম’> ‘*অড্ঢউঞ্চম’> ‘ঢৌঁচা’ (পাঞ্জাবী), ‘ঢোঁচা’ (হিন্দী), ‘ঢূচা’ (রাজস্থানী), ‘ধোঁচা, ধোঁচে, ঢোচে, ঢোঁচন, ঢোচা’ (মৈথিলী), ‘ধোঁচা’ (মগহী) ‘ধমুচা, ধম্নুচ’ (ভোজপুরিয়া)। ‘হুঠা’ প্রভৃতির ন্যায় এই শব্দ জরীপের কাজে ও গুণনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫½=হিন্দী ‘পোঁচা’; মৈথিলী ‘পহুঁচা, পহুঁচে, পোঁচা’; মগহী, ভোজপুরিয়া ‘পহুঁচা’।

৬½= হিন্দী ‘খোঁচা’, মৈথিলী ‘খোঁচা, খোঁচে, খোঁচা’, মগহী ‘খোঁচা’, ভোজপুরিয়া ‘ব্রিছিয়া’।

৭½=হিন্দী ‘সতোঁচা’, মৈথিলী ‘সতোঁচা’, মগহীতে এই শব্দ নাই, ভোজপুরিয়া ‘চলোসা’।

৫½, ৬½, ও ৭½-এর জন্য শব্দগুলি আধুনিক; আদি আর্য্য-ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় না। হোর্‌নলে ও কেলগ-এর মতে এই পদগুলি ‘ধোঁচা’=৪½ এর অনুকরণে সৃষ্ট। সংস্কৃতে কিন্তু ৫½=‘অর্দ্ধ-ষষ্ঠ’, ৬½=‘অর্দ্ধ-সপ্তম’ ইত্যাদি পদের প্রচলন ছিল। আমরা ‘সাড়ে বার’ অর্থে ‘অর্দ্ধ-ত্রয়োদশ’ এর প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাই।

আড়াইয়ের ঊর্দ্ধ সার্দ্ধ-সংখ্যা জানাইতে হইলে সাধারণতঃ ‘সাড়ে, সাঢ়ে’ শব্দের প্রয়োগ হয়। এই ‘সাড়ে, সাঢ়ে’ শব্দের মূল, ‘সার্দ্ধ-ক’ শব্দ; ‘সার্দ্ধ-ক’ <‘সড্ঢঅ’ < * ‘সাঢ়া’; ইহার তির্য্যক্ রূপ, বহুবচনার্থে, ‘সাঢ়ে’, ‘সাড়ে’=‘সড্ঢহি’; এ-কার দ্বারা বহুবচন দ্যোতন—তুলনীয়, হিন্দী ‘ঘোড়া’—বহুবচনে ‘ঘোড়ে’। গুজরাটীতে আমাদের ‘সাড়ে’ শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে ‘সাড়া’; এই আ-কারান্ত রূপ বহুবচনের; এক বচনে ‘* সাড়ো’ হইত।

বাঙ্গলা দেশে, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, ‘অর্দ্ধ-চতুর্থ’ >‘আহুঠ, আউট’=৩½, ও ‘অর্দ্ধ-পঞ্চম’>‘অঢোঁচা, ঢোঁচা’=৪½, শব্দের অনুরূপ শব্দ এখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে, আশা করি যিনি এইরূপ শব্দ পাইয়াছেন, বা যাঁহার জরীপ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার দরুন্ পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি আমাদের কৌতূহল দূর করিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—o—

শুদ্ধিপত্র

অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭		২১	Acoustics	ও Acoustics
৭৮		২	কবে	ঠেকিবে
৮১	১ম	২০	নিত্যগুণম্ব	নিত্যগুণক
৮১	"	২৩	.Endosmore	Endosmose
৮১	:য়	৬	নিস্তালন	নিশ্চালন
৮১	২য়	২১	বলসমান্তরিক	বলসামান্তরিক
৮২	১ম	১১	Harmonies	Harmonics
৮২	"	২০	tourniquest	tourniquet
৮২	২য়	২৮	যন্ত্রের	দণ্ড যন্ত্রের
৮৪	১ম	২৭	goses	gases
৮৪	২য়	২২	দণ্ডচক্র	দন্তচক্র
৮৫	২য়	১	Rive's	Tour's
৮৬	১ম	৭	আশ্বাসতা	আশ্বানতা

৪৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬-১৭ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ১ম ও শেষ পৃষ্ঠা কীটদষ্ট।

আরম্ভ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

তিন রাত্র বারানসে করিএ বিশ্রাম।
চলিলা গয়ার পথে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
কুন্তলে জটার দাম দক্ষিন কপালে।
বেষ্টিত হইলা তাহে কুসুমলতাজালে॥
নিল পদ্ম জিনি রামের সুকমল তনু।
দক্ষিনে বিচিত্র সর বামে দির্ব্ব্য ধনু॥
পরিধান বৃক্ষছাল ফলমুল আহার।
দুর্ব্বাদলশ্যাম মুর্ত্তি অতি চমৎকার॥
নবজলধর রাম অঙ্গ অনুপাম।
রবির কিরনে তাহে ঘন বহে ঘাম॥
অরুন কমল পাএ কুসাঙ্কুর ফুটে।
পরিপুর্ন করি তুন বান্ধিআছেন পিঠে॥
শ্রীরামের বেস দেখি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
ধিক ধিক বিধি তব এমন বিচার।
রাম বনগামি ভরথেরে রাজ্যভার॥
এই রামচন্দ্র দসরথের তনয়।
ইহারে এমত তব উপজুক্ত নয়॥
ভুবনে পুজিত দসরথ মহিপাল।
গ্রহরাজ জিনি জেবা ভুঞ্জে ঠাকুরাল॥
পৃথিবিতে জত জত আছএ ভুপতি।
জাহার আশ্রমে[১] আসি করে নিতি নিতি॥
হেন রাজপুত্র রাম কৌসল্যাকুমার।
এমন কঠিন দসা করিলে ইহার॥
এত দিনে কৈকেইর পুর্ন অভিলাস।
রাজ্য ধন লএ রামে দিল বনবাস॥
এত বলি কান্দে সিতা করি হায় হায়।
করিল এমন দসা ভরথের মায়॥
এতেক অক্ষেমা করি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
এইরূপে জান তিনে অঘোর কাননে।
গাণ্ডার মহিস সিংহ দেখেন নির্জ্জনে॥
লোহে পরিপুর্ন নেত্র জানকির অতি।
ঘোর অন্ধকার বন পথ নাই তথি॥
শ্রীরাম বলেন কর পথের সোধন।
অতি ভয়ঙ্কর এই দেখিএ কানন॥
রাম আজ্ঞা পাইএ লক্ষন ধনুর্দ্ধর।
পথ উর্দ্ধারিলা বির এড়ি দির্ব্ব সর॥
হেথা সে রবির তাপে জনককুমারি।
ঘামে তোল ভোল[২] অঙ্গ সম্বরিতে নারি॥
মুনিকে অধিক অঙ্গ অতি সুকমল।
প্রচণ্ড রবির তাপে হএছে বিকল॥
সুকমল পাদপদ্মে পড়িছে রবিরে।
চলিতে না পারি লক্ষন গোচর প্রভুরে॥
সিতারে প্রবোধ বাক্য কহেন লক্ষনে।
হের দেখ জানকি বসিব ঐখানে॥
এত সুনি লক্ষনের মোধুর বচন।
ধিরে ধিরে পদ দুই করিলা গমন॥
লক্ষন কহেন প্রভু বৈস এই স্থানে।
ফুটীল সিতার পদ পথের পাসানে॥
সিরিস কুসুম অঙ্গে কিরম না সয়।
বিধি পৃতিকুল আছে আর কিবা হয়॥

১। 'অশ্রম' বা 'আশ্রয়ে' হইবে বোধ হয়।

২। [illegible]

লক্ষনের বচন সুনিআ রঘুনাথে।
কোদণ্ড হেলন দিএ দাণ্ডাইলা পথে॥
সিতার রোদন দেখি কমললোচন।
রামের নঅনের জল না জাএ ধরন॥
তোমারে কহিআম সিতা চিত্রকুট পর্ব্বতে।
ফিরে ঘরে জায় তুমি ভরথের সাথে॥
না সুনিআ বাক্য মোর সঙ্গেতে আইলে।
আর কত দুখ্‌খ বিধি লেখিল কপালে॥
অতেব বদন তব হইল মলিন।
বিরূপ দেখিএ জেন সিসিরে নলিন॥
চলিতে না চলে তব চরনকমল।
চলিতে হইল জেন পদ্ম উতপল॥
কনক চম্পক চারু চরনকমলে।
রঙ্গিম হইল জেন মাখিল হিঙ্গুলে॥
তাহাতে ঘর্ম্মের জলে ভিজিল বসন।
গয়াভুমি কত দুরে কহ সর্ব্বক্ষন॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনিআ জানকি।
ধিরে ধিরে জান মাতা মনে বড় দুখি॥
মনে দুখ্‌খী ভাবি রাম বসি বিক্ষমুলে।
দুই ধারা বহে রামের নঅনকমলে॥
শ্রম নিবারনে বৈসেন কমলনআন।
মনেতে বিওগি প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
দেখিয়া সিতার শ্রম সুমিত্রানন্দন।
জানকির অঙ্গে বাউ দেন ঘনে ঘন॥
নবিন পর্ল্লব ডাল বাউ দেন অঙ্গে।
শ্রম নিবারিএ সিতা উঠিলা তরঙ্গে॥
শ্রম দুর গেল সিতা আনন্দ উর্ল্লাব।
আরন্নকাণ্ডের কথা রচেন কির্ত্তিবাস॥

(পৃ° ৪।২-৫।১)

অন্ত,—

তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উর্ত্তর॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটীব ভাই ঋষ্যমুখে গিয়া॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন॥
পম্পানদির তিরে উর্ত্তরিলা রাম।
বৃক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষগন অলি গায় গিত॥
ডাহুকা ডাহুকি কত খঞ্জনা খঞ্জন।
গন্ধ লয়্যা মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
চাহিল্যা জানকিনাথ কমলের পানে।
জানকির মুখপর্দ্ম পড়্যে গেল মনে॥
কমল দেখিএ রাম করেন রোদন।
চন্দ্রমুখি কোথা গেল প্রানের লক্ষন॥
আর মোর হেন ভাগ্য কত দিনে হব।
জানকির মুখপর্দ্ম নঅনে দেখিব॥
প্রবোধ করেন রামে সুমিত্রাকুমার।
সুন প্রভু রামচন্দ্র বচন আমার॥
বসিয়া রোদনে রাম কিবা হবে ফল।
গা তুলহ জাত্রা কর প্রভু দুর্ব্বাদল॥
অনুমানে বুঝি এই ঋষ্যমুখগিরি।
ইহাতে সুগ্রিব আছে দেখা গিএ করি॥
ইহা সুনি হাথেতে লইয়া ধনুসর।
উঠিলেন রামচন্দ্র পর্ব্বত উপর॥
সুগ্রিব বসিএ ছিল পাত্র [চারি সনে]।
[সসঙ্কিত] হৈল দেখি শ্রীরাম লক্ষনে॥
ভঙ্গ দিয়া উঠে গিয়া শৃঙ্গের উপরে।
নিরক্ষন করিতেছে দুই সহোদরে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
আরন্য কাণ্ডের কথা [করিল] রচন॥

৪৪। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

ফগ্‌গু পার হইয়া চলিলে [ন] তিন জন।
বোনবাস বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রম॥
ভ্রমন করেন রাম মুনির আশ্রমে।
দেখিয়া রামের গুন তুষ্ট মুনিগনে॥
মুনিপত্নি সঙ্গে সিতা থাকেন হরিষে।
মুনিপত্নিগন তখন সিতারে জিজ্ঞাসে॥
মুনিপত্নিগন বলেন স্তুন দেবি সিতা।
কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার দুহিতা॥
রঘুনাথ বিভা তোমায় করিল কেমনে।
বোনবাসে আইলা তুমি কিসের কারনে॥
সিতা বলেন জনক পিতা মাতা তো পিথিবি।
দসরথের বহু আমি রামের মহাদেবি॥
রাজ্য সমেতে গিয়া জনক ঋসির সম্বাদে।
চারি পুত্র বিভা কৈল পরম সানন্দে॥
ভৃগুরাম নামে ক্ষেত্রি জানেত সংসারে।
নিরাহার তপ করে আরাধি সঙ্করে॥
তুষ্ট হইয়া সিব তাকে দিল সরাসন।
গাণ্ডিব লইয়া জেনে ই তিন ভুবন॥
তবে কতো দিনে আইলে মিথিলা নগরে।
জনকের ঘরে আসি দেখিল আমারে॥
আমার পিতাকে সেই জিজ্ঞাসে কারন।
তোমার কন্যার করিব আমি পানিগ্রহন॥
স্তুনিঞা আমার বাপ দিলা অনুমতি।
শিশু দেখি বিভা না করিল ভৃগুপতি॥
ভৃগুরাম বলে আমি জাই তপোবোনে।
বিভার জুগ্য কন্যা হইলে করিবো গ্রহনে॥
জনক বলেন তুমি তপে কৈলে মন।
কতো দিন রাখিব কন্যা করি নিবেদন॥
অজয় ধনুক তবে দিলা ভৃগুরাম।
ধনুক ভাঙ্গিবে জেই তারে দিবে দান॥
এত বল্যা তপস্যায় গেল ভৃগুপতি।
অনেক দিন আছিলাম বাপের বসতি॥
কতো দিনে জনক রাজা আনিল দসরথে।
রাজ্যখণ্ড আইল রাজা চারি পুত্র সাথে॥
হরের ধনুক তবে ভাঙ্গিলা শ্রীরাম।
খুসি হইয়া পিতা আমার মোরে কৈল দান॥
উর্মিলা করিলা বিভা দেওর লক্ষন।
শ্রীরাম করিল আমায় পানিগ্রহন॥
কুসধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনি।
ভরথ সত্রুঘন কৈল বিভা পরমকামিনি॥
চারি পুত্রবধু লইয়া সশুর আইল গ্রামে।
এই মতে মিলিলা মোরে ঠাকুর শ্রীরামে॥

মধ্য,—

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহন বেলে।
স্নান করিতে গেলা রাম গোদাবরির কুলে॥
লক্ষন বির মাথে কৈল পানির কলসি।
স্নান করি আইল তবে সিতাত রূপসি॥
সরৎকাল গেল হইল হেমন্ত প্রেবেস।
পঞ্চবটে রহেন রাম ছাড়িয়া নিজ দেস॥
চারি মাস উত্তর দিগে সিত বাতাষ বহে।
নূতন ফল এখন সর্ব্ব লোকে খাএ॥
গুরস নারিঙ্গ ফল সুমধুর পানে।
দেবলোক পিতিরিলোক তুষ্ট হয় দানে॥
উত্তর বাতাস বহে সিতল নদির পানি।
চন্দ্র উদয় করে জেন ধবল রজনি॥
পোন্নিমার চন্দ্র করে সংসার উজ্জল।

(পৃ° ১১।২)

৪৫। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৩ সাল। অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান। প্রথম পত্রের মাথায় ১২৫৭ সাল লেখা আছে।

নমস্কার শ্লোকের পরে কবিশেখরের ভণিতা-যুক্ত একটি ত্রিপদী; তাহার পর পালা আরম্ভ হইয়াছে। শেষের পাতাখানি জোড়া দেওয়া।

৪৬। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রাম বলেন দুখখু পাইলু লংঘি সভার বচন।
আমা নিতে ভাই বহু করিলা জতন॥
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
গয়াভুমে গিয়া রাম দিলা দরসন॥
বোনে বোনে ভ্রমন করিয়া তিন জন।
আচম্বিতে গয়াভুমে দিলা দরসন॥
রাম বলেন সিতা তুমি থাক য়েইখানে।
সামিগ্রি কিনিতে মোরা জাই দুই জনে॥
পিতাকে পিণ্ড দিব ফাল্গু নদির তিরে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে রাজা জাবেন স্বর্গপুরে॥
সিতা বলে যুন প্রভু করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ প্রভু যুনিয়ে কারন॥
কি নিমির্ত্তে গয়াভুম হইল এখানে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
রাম বলেন যুন সিতা আমার বচন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাহে দেহো মোন॥
পুর্ব্বেতে এখানে নাম ছিলা গয়াসুরে।
অনেক রোন তার সঙ্গে কৈল পুরন্দরে॥
গয়াসুর নাম তার এইখানে ছিল।
ব্রহ্মাদি করিয়া সব দেবতা জিনিল॥
সত্য জুগে গয়াসুর রাজা পিথিবিতে ছিল।
নানা পুন্যজজ্ঞ করি স্বরির তেজিল॥
অস্বমেধ আদি করি নানা জজ্ঞ করে।
তাহার স্বরির হৈইলা অক্ষয় কলেবরে॥
প্রলয় স্বরির তার কাহাকে না মানে।
স্বরির সাধিয়া সেহ জিনিল মরনে॥
মহাপ্রতাপ তার কাহাকে না মানে।
একে একে জিনিল সকল দেবগনে॥
অসুর ভয়ে দেবগন রহিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সভে স্তব করে॥
অসুর ভয়েতে গোসাঞী নাহি অব্যাহতি।
এই বার রক্ষা কর যুন প্রজাপতি॥
সকল দেবতাগনের প্রভু দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা প্রভু লয়্যা পসুপতি॥
অনেক রোন কৈল তেঁহ গয়াসুর সনে।
তবু তো জিনিতে নারে ব্রহ্মা তিলোচনে॥
ব্রহ্মা [বলে] অসুর তুমি বড় বলবান।
তোমার সোমান কেহ নাহি পুন্যবান॥
ব্রহ্মা বলে গয়াসুর যুনহ বচন।
তোমার উপর জজ্ঞ করিব এখন॥
ব্রহ্মার কথা যুনিআ বলিছে গয়াসুরে।
জজ্ঞ করহ মোহে আমার উপরে॥

আমার উপর জজ্ঞ কর দুই জন।
তথাপি উহাতে মোর না হবে মরন॥
চিত হয়া গয়াসুর পড়িল সেখানে।
জজ্ঞ করিতে বসিলা ব্রম্যা তিনলোচনে॥
পিথিবিতে পাথর পর্ব্বত জত ছিল।
গয়াসুরের উপরে সকল চাপাইল॥
জজ্ঞ সম্য আনিয়া দেয় সব দেবগনে।
জজ্ঞ করিতে বসিলেন ব্রম্মা তিলোচনে।
সকল দেবগনে পেয়্যা ব্রম্মা মহেস্বর।
সভে একমন হয়্যা হৈলা বিস্বম্ভর॥
বিস্বম্ভর মুত্তি হয়া গয়াসুর উপরে।
সব দেবগন লয়্যা বসিলা পুরন্দরে॥
অগ্নি জালি জজ্ঞ করে ব্রম্মা তিনয়ান।
সিতল হয়্যা অগ্নি উঠে মুত্তিমান॥
অগ্নিমধ্যে ঘৃত ঢালি কলসি কলসি।
মুত্তিমান হয়্যা ব্রম্মা জলে রাসি রাসি॥
অসুর উপরে জজ্ঞ......জে করিল।
তথা অসুর তিলেক ভয় না করিল॥
সভে বলে গয়াসুর ইবে সে মরিল।
জজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোটা কপালে পরিল॥
গয়াসুর বলে এই জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গা ঝাড়া দিএ বির তখনি উঠিল॥
গাচ পাথর পর্ব্বত পড়িল কত দুরে॥
দেখি সব দেবগন হইলা ফাফরে॥
গয়াসুর বলে সুন সকল দেবগন।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরন॥
এতেক সুনিঞা দেবগনে লাগে ত্রাস।
অরন্ন কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

আরন্যকাণ্ডে সীতা চুরি করিল রাবন।
সীতা খুজি বেড়ান রাম ভাই দুই জন॥
যেমতে হইল হনুমান শঙ্গে দেখা।
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুন জাথে সুগ্রীবসনে শখা॥
শ্রীরামচরিত্র সুন অমৃতের ভাণ্ড।
অবধানে সুন সভে কিস্কিন্ধা জে কাণ্ড॥
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুনিলে রামের পাই বর।
ঋষ্যমুখে উঠেন রাম দুই সহোদর॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত উপরে।
তাহা দেখিয়া ভয় পাইল পুঞ্চ জে বানরে॥
সুগ্রীব কহে হনুমান দেখ দুই ধনুকি।
এই স্থান ছাড়ি আস্য অন্ন স্থানে থাকি॥
তপস্বীর বেস দুহাঁর দেখিতে সুন্দর।
আমারে বধিতে পাঠায় বালি জে বানর॥
মহাবুর্দ্ধি বানররাজা নানা যুক্তি ধরে।
আমারে বধিতে পাঠায় দুই তপস্বিরে॥
সুগ্রীবের বোলে ভয় পাইল বানরে।
লাফ দিয়া উঠে উচ্য বৃক্ষের উপরে॥
কোন বৃক্ষ সহিতে নারে বানরের ভার।
ফল ফুলে বৃক্ষ সব ভাঙ্গিছে আপার॥
উচ্য বৃক্ষে উঠি তখন দেখে হনুমান।
নবজলধর মুর্ত্তি বাকল পরিধান॥
নীল মেঘ জিনি রূপ কনকের আভা।
মেঘের উপরে যেন বিজুরির সভা॥
পৃষ্টদেশে তুনভার অতি সোভা করি।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া বুঝি আইলেন হরি॥
হনুমান বলে রাজা না হবে কাতর।
বালি রাজার চর নহে জাথে তোমার ডর॥

পুর্ব্বে সুর্য্য স্থানে পড়ি পদ্ম জে পুরানে।
এমন কালেতে ব্রহ্মা আইলা সেই স্থানে॥
প্রণমিঞা সব কথা জিজ্ঞাসিলুঁ তাঁথে।
বিষ্ণুকে দেখিবে তুমী ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে॥
বুঝি সেই দীন রাজা উপনীত হইল।
বৈকণ্ঠনিবাসি হরি উদয় করিল॥
নহিলে এতেক রূপ ধরে কোন জন।
কোটি কোটি চন্দ্র সুর্য্য জিনিঞা কিরণ॥
দুর দৃষ্টী করি তুমি দেখহ রাজন।
আলা হল্য ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের বন॥
কোটি সরত চন্দ্র যেন উদয় করিল।
অঙ্গের ছটাতে সব তম দুর গেল॥
হনুমানের এই সব সুনিঞা বচন।
সুগ্রীবের দক্ষীন নয়ন করয়ে স্পন্দন॥
সুগ্রীব বলে ধনু ধরে এ নহে তপসি।
তপস্বি হয়্যা ধনু ধরে বড় ভয় বাসি॥
তপস্বি হইয়া হাথে ধরে ধনুর্ব্বান।
কোন কার্য্যে দণ্ডক বনে করাছে পয়ান॥
মোর বোলে ধর তুমী তপস্বির বেষ।
নিকটে জিজ্ঞাস গিয়া শকল বিশেষ॥
কহিল সুগ্রীব জদি এতেক উর্ত্তর।
মনে মনে ভাবে তখন পবনকোঙর॥
পুনর্ব্বার বৃক্ষে হনু কৈল আরোহন।
একদৃষ্টী করি করে রূপ নিরক্ষন॥
হনুমান বলে রাজা সুনহ শ্রবনে।
নবজলধর মেঘ নামিঞাছে ভূমে॥
নীল মেঘের পাছে রাজা দেখ এক জন।
কনক চম্পক জিনি তাহার বরন॥
ভুবন মাঝে নাহি দেখি হেন রূপের ছটা।
মেঘের উপরে জেন বিজুরির ঘটা॥
সুন রাজা রবীসুত আমার বচন।
এত দিনে হৈল তোমার দুখ বিমোচন॥
সুন রাজা এত দিনে দুখ সব গেল।
গোলকনিবাসি হরি উদয় করিল॥
হেন কালে বৃক্ষ হৈতে নামি হনুমান।
রামচন্দ্র দেখিবারে করিছে পয়ান॥
তপস্বিরূপ ধরিয়া চলিল হনুমান।
সাহস করিয়া গেলা রাম সন্নিধান॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
নগুন ভরি করে হনু রাম দরসনে॥

রাগ পটমঞ্জরি॥

হনু দুকর অঞ্জলি করি দোহাঁর বদন হেরি
সকরুণ অরুণ নঙান।
অঙ্গে অঙ্গ শঙ্কোচিয়া বয়ানে বিনয় হয়্যা
পুলক কদম্ব কত বান॥
কিবা অপরূপ দেখি নিমিখে নিধন আঁখি
হেরি ভেল মন মুরচিত।
জারে ভাবী যোগবলে হ্রিদয় কমলদলে
হেন রূপ দেখে আচম্বিত॥
দেখিআ [সে] গুনধাম নবদূর্ব্বাদলস্তাম
শ্রীবছ লক্ষণ চিহ্ন দেখি।
মুখে না নিশ্বরে বানি পুর্ণব্রহ্ম অনুমানি
কত ধারে ঝুরে দুটী আঁখি॥
আহা গোসাঞি মহাশয় কাহাঁ আগমন হয়
দরসন দুর্ল্লভ তোমার।
ই হেন মোহন বেষে আলা বনচর দেশে
ঋষ্যমুখে কেনে আগুসার॥
দেখি রাজনিত বেস কি কারণে জটা কেস
বাকল কেন তেজিয়া বসন।
বিসর্গ নলিন আঁখি জলদ নিশাল দেখি
পুর্ন্নিমার চন্দ্রবদন॥
কুবলয়দল জিনি ঢল ঢল তনুখানি
বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লক্ষন।

গোলক ছাড়িয়া হরি আইলা ঋষ্যমুখ গিরি
সুগ্রীবের দুঃখ বিমোচন ॥
কি মোর ভাগ্যের লেখা ফলেতে পুর্ন্নিত শাখা
উদয় হইল কোন তপে।
শিব শুক আদি ব্রহ্মা যেরূপ বুঝিয়ে তোমা
ধ্যান করি সদা রূপ জপে॥
আজি সুভ দিন অতি সুপ্রভাত হইল রাতি
আসন্ন করিছে মনে মন।
এ মোর লুবুধ আঁখি দুটি পাদপদ্ম দেখি
নিতে চাই চরণে শরণ॥
সুনিঞা হনুর বোল লক্ষণ হৈল উর্ত্তরোল
রামের মনে হইল উল্লাস।
পুরিব মনের আস যেন প্রভু তেন দাশ
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস॥
(পৃ০২।১)

অন্ত,—

পক্ষ বলেন সুন তোমরা জত বানরগণ।
মোর পৃষ্টে আসী সভে কর আরোহন॥
পার হয়্যা বধিব লঙ্কার অধীকারি।
রাবন মারী উর্দ্ধারিব রামের সুন্দরি॥
জাম্বুবান বলেন পক্ষ বুর্দ্ধ্যে বৃহস্পতি।
আমার বচন তুমি সুনহ সম্পাতি॥
শ্রীবন্ধু নাই দেখ অনেক বৎসর।
বাপে পোয়ে তোমরা দেশ লড়হ সর্ত্তর॥
হিমালয় পর্ব্বতে তোমার বন্ধু বান্ধব বৈসে।
পিতা পুত্রে জাহ তুমী তাহার উর্দ্দেসে॥
নৌতন বল হইল পক্ষের নৌতন শরির।
বানরে দেখায়্যা দিল সমুদ্রের তির॥
বাপে পোয়ে পক্ষরাজ গেলেন উর্ত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেল দক্ষীন শাগর॥
* কীর্ত্তিবাস পণ্ডীত কৈল দেবতার বরে।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড শাঙ্গ হইল এত দুরে॥

*১২,৫৫ ও ১১।২ পৃষ্ঠায় মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

৪৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭। প্রতি পৃষ্ঠায়॥ ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৯ সাল। সম্পূর্ণ; কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ।

আদি,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বতশেখরে।
ভয় পায়্যা বানরগন পলাইল ডরে॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসীছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকী॥
হনুমান বলে এখন কী ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর
হইলে চঞ্চল অতি লোকে উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুখ পায় শেষে॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বির॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসী॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার॥
কৃর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে সুন সবে গিত রামায়ন॥ * ॥
কামরুপি হনুমান তপস্বী হইল।
তপস্বীর বেশ ধরি সম্ভাষে চলিল॥
জোড়হাত করি হনু কৈল নমস্কার।
হাতে ধনুর্ব্বান দেখি তপস্বী আকার॥
চন্দ্র সুর্য্য জিনি তেজ দেখি দোঁহাকার।
কোথা হইতে আইলেন কহিবেন সারদ্ধার॥
বিশম দণ্ডক বন সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
নির্ভয় হইয়া আইলেন কেমন সাহশে॥

কোন কার্য্যে আইলেন বানরের দেশ।
বানরের দেশে কেনে করিলেন প্রবেস॥
পম্পা নদির কুলে পর্ব্বত ঋর্ষ্যমুখে।
বাসা করি রহিয়াছে বানর কটকে॥
সুগ্রিবনামে বানররাজা সর্ব্বলোকে জানি।
হনুমান নাম আমার সুন বিরমনি॥
মৈত্রতা করিতে সুগ্রিবের অভিলাস।
তে কারণে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ॥
রাম বলেন লক্ষন সুন হনুর বচন।
মম কার্য্য সির্দ্ধ হবে হেন বুঝি মন॥
রাম বলেন হনুমান করহ গমন।
সুগ্রিবের সহিত করাহ দরসন॥

মধ্য,—

তিন দিগের জদি আইল বানরগন।
দক্ষিন দিগেতে বানর করিল গমন॥
দক্ষিন দিগেতে জায় মনে নাহি ত্রাস।
বিন্দু পর্ব্বতে জাইতে হইল এক মাস॥
মাসেক অধিক হৈল ভাবিল অন্তর।
জিবনের আসা ছাড়ে শকল বানর॥
বিসম গহন বন বড়ই দুর্দ্দেশ।
হেন বনে বানর কটক করিল প্রেবেশ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
তথা আছে এক রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়ে রাক্ষস আইল বানর মারিবারে।
রোসিল অঙ্গদ বির জায় বুঝিবারে॥
অঙ্গদ বলয়ে এই লঙ্কার রাবন।
তোহর সন্ধানে ভ্রমি জত বানরগন॥
অঙ্গদ রাক্ষস দুই জনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ছাড়ি দুই জনে জড়াজড়ি॥
আঁচর কামড়ে দোহে হইল জর্জ্জর।
পদাঘাত করাঘাত হানয়ে বিস্তর॥
বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষস বধিয়ে বানর হৈল সবে সুখি।
বনের মধ্যে নাহি পাইলেন সিতা চন্দ্রামুখি॥
অবশেষে বানর কটক বৈসে বৃক্ষতলে।
সকল বানরের প্রতি অঙ্গদ বির বলে।
মাসেক অধিক হৈল নহিল গমন।
সিতা দেবি না পাইলে কি ভাবিছ মন॥
অদ্যাপি সন্ধান করি সিতা দেবি পাও।
রাজার হস্তেতে তবে মরন এড়াও॥
অতএব সকল বানর করহ সন্ধান।
নতুবা একে একে লব সভার পরান॥
রাজপুত্রের বাক্য শুনি জত বানরগন।
সন্ধান করিতে লাগিল প্রানপন॥
লতা পাতা দেখিতে পাইল বিলদ্বার।
চন্দ্র সুর্য্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার॥
পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি করি তবে সকল বানরে।
হনুমান বির জায় মহা অন্ধকারে॥
বানর সব বলে সুন পবননন্দন।
প্রকাশ পাইব গেলে কত জোজন॥
হনুমান বলে বানর না করিবে ত্রাশ।
অল্পক্ষন পরেতে পাইব প্রকাশ॥
সাত জোজন পথ গেল পাতালপুর।
রত্ন মন্দির দৃষ্টী হৈল কত দুর॥
সর্ন্ন অট্টালিকা কিবে অপুর্ব্ব গঠন।
মধ্যে সরোবর হেরি জুড়ায় নয়ন॥
গন্ধে আমদিত বিচিত্র ফুল ফল।
দেখিয়ে বানর হৈল আনন্দিত সকল॥
ঘরের মধ্যেতে এক কন্যা বসি আছে।
কন্যারুপে দিপ্তমান মন্দির হয়েছে॥
সকল বানর বন্দে কন্যার চরন।
জোরহাতে কহে কথা পবননন্দন॥

ক্ষুধিত তৃষিত মাগো যত বানরগন।
অতএব তোমার সবে লইলাম শরণ॥
কার অট্টালিকা মাগো কার সরোবর।
কার ফুল ফল মাগো কহিবা সত্তর॥
আপনি হন তুমি কোন দেবতা।
কার পত্নি হও তুমি কাহার দুহিতা॥
হাসিয়ে কন্যা তখন কহিছেন বানি।
হিমালয় পর্ব্বত আমি তাহার নন্দিনি॥
সয়ম্বরা নাম আমার হেমা আমার সখি।
সখির বচনে আমি এথা থাকী॥
ময় দানব রচিলেন এই গৃহবাস।
হেমার সঙ্গে ময় দানব করেন বিলাস।
রূপে গুনে দানবে মোহিত কৈল হেমা।
দিবারাত্র বিলাশ করে নাহি তার ক্ষেমা॥
দানবের কর্ম্মে হেমা পলাইল ত্রাশে।
ময় দানব গিয়াছে হেমার উর্দ্দেশে॥
হেন স্থানে আসিতে কে দিল উপদেশ।
এ হেন দুর্গম পথে করিলে প্রেবেশ॥
কোন কার্জ্যে বল সবে আইলে পাতাল।
ময় দানব আইলে ঘটীবে জঞ্জাল॥

(পৃ০ ১৩।২—১৪।২)

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

রামের করুনায় হনুমান হইলা কাতর।
আপনে কহিল গিয়া রাজার গোচর॥
সুগ্রীবের আগে জায় পবননন্দন।
ক্রোধজুক্ত হয়্যা কিছু বলিল বচন॥
সুন্দরি লইয়া রাত্রদিন কর কেলি।
মধুপানে অচে [ত]ন রাজভোগে ভুলি॥
রাজ্যর চিন্তা এড়িলে রাজ্য হইল শুন্ড।
পাত্রমিত্র দেখা না পায় খোয়াইলে আপন মান্ড॥
রামের করুনা দেখি বুকে বাজে চির।
সোকেতে কাতর রাম প্রবধে নহে স্থির॥
সিয়রে অগ্নি জালিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা মন।
মৈত্র করিয়া মৈত্র বধ করে কোন জন॥
তুমি জবে না জাইবে মারিতে রাবন।
রাম লক্ষন দুই জনে মারিবে বানরগন॥
রাজা রাজ্যের চচ্চা এড়ি রাজ্যের নহে হিত।
জার প্রসাদে রাজ্য পাইলে লঙ্ঘিলে হেন মিত॥
শৃঙ্গার ছাড় রাম ভজ ছাড়হ কুমতি।
রাম বোধায়্যা কর্ম্ম কর তবে সে অব্যাহতি॥
সত্য থাইলে মিত অগ্নি করিয়া সাক্ষি।
ইহলোক পরলোক মুক্ত মৈত্র করিলে সুখী॥
রাজ্য অন্তপুরি পাইলে পাইলে আপন নারি।
সত্রুক্ষয় হইল এবে মৈত্রের উপকার করি॥
প্রান সংশয় করিয়া করি রামের উপকার।
রামের কার্য্যে হেলা হইলে বড় অব্যবহার॥
জত জত বানর কটক বৈসে দেসে দেসে।
ঝাট করিয়া পাঠাইয়া দেহ সিতার উদ্দেসে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রামের ডরে ভাগে।
রাক্ষস জিনিব রাম কোন কার্য্যের লেগে॥
অগ্নি পানি আকা...কিবা পাতাল ভিতর।
সঞ্চারিতে পারে গোসাঞি তাহাতে বানর॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে সর্ব্বত্র সঞ্চারি।
আজ্ঞা কর চাহিয়া বেড়াই সিতাত সুন্দরি॥
নিল বিরে রাজা তবে করিল আদেস।
বানর আনিতে চর পাঠাও দেসে দেস॥

পঞ্চ দিনের ভিতর জে বানর না আইসে।
বানর বলিয়া তার না থুইব বংসে॥
রাজার আজ্ঞায় নিল বীর হইল তৎপর।
দেসে দেসে বানর আনিতে পাঠাইল চর॥
নিল বিরে বলিয়া রাজা গেলা অন্তপুরি।
দুঃসহ বরিসা রাম সহিবারে নারি॥
সিতা বহি প্রভু রামের আর নাহি মনে।
কিত্তিবাসে গাইল বরিষা অবসানে॥

(পৃ০ ২৮।২-২৯।২)

রামকিরি রাগিণী

সাগরের পারে রাক্ষসের ঘরে
চিন্তিতে বিসম কাহিনি।
একেত্তর পরবাস সিতার জীবনে আস
চারি মাস যাত্রা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধিয়া দেহ রামের কাজ
ছার তুমি নারিব সমাঝ।
রাত্রি দিনে ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কোন মতে রহিবে জিবন॥
কোন বোলে স্থির নহে প্রবধবাক্য দিলে নহে
দেস বলিয়া নাহিক গমন॥
সোকসিন্ধু কর পার আমি বলি বারে বার
সিতা দেবির করহ উর্দ্ধার॥
তিন জন দেসান্তরি জবে এক মন করি
অজুধ্যাতে হাটী একবার॥
চতুদোলে ঝাট চড় মিত্র সম্ভাসনে দড়
আপনে দেহ তাহাকে আস্বাস।
কিষ্কিন্ধ্যার পাচালি সরস নাচারি
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

(পৃ° ৩৩।২)

লঙ্কার দুয়ারে আছে দেবি উগ্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি দুই নয়ন উজ্জল।
রাঙ্গা মুখখানি জেগ জলন্ত অনল॥
লোলো জিভ্বা বিকট দন্ত পিষ্টে জটাভার।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ পর্ব্বত আকার॥
ব্যাঘ্য চর্ম্ম পড়িধান গলে মুণ্ডমালা।
মানিক কুণ্ডল কর্ণে জেন চন্দ্রকলা॥
চারি খান হস্ত জেন ঐরাবতের মুণ্ড।
সনার মুকুটে অতি সৌভা করে মুণ্ড॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মুর্ত্তি খাণ্ডা খর্পর হাথে।
সাবধান হয়ে জেও দেবির সাক্ষাতে॥

উগ্রচণ্ডার বর্ণনাটি প্রায়শঃ সুন্দরাকাণ্ডে পাওয়া যায়।

৫০। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

মন্ত্র পেয়া প্রেমে পুলকিৎ হইল হনু।
পুলকে পুরিত হইলা বানরের তনু॥
কহেন রামের আগে জুড়ি দুটী হাথ।
একথা ভিতর রাখহ রোঘুনাথ॥
আমারে জেমন কৃপা হইলা রোঘুবর।
মোর সঙ্গে আছে এক সুগ্রীব বানর॥
বালি রাজার ছট ভাই সুর্য্যের নন্দন।
আজ্ঞা জদি কর তারে ডাকি মারায়ন॥
শ্রীরাম বলেন সুন অঞ্জনাকুমার।
তুমি জে করিবে তাহা মোর অদিকার॥

হোতা পর্ব্বতের শ্রীঙ্গে সুগ্রিব বসীআ।
বিশ্বয় হএছে সেহ রাঘবে দেখিআ॥
না বুঝিআ ভয় দিয়া উঠিল পর্ব্বতে।
কে জানে কে জুক্তি করে হনুমানের সাথে॥
এই চিন্তা করে রাজা সুগ্রীব বানর।
ডাকিছে অঞ্জনাসুতা উর্দ্ধ করি কয়॥
নাম রে সুগ্রীব রাজা সুভদিন হইল।
বিরিঞ্চি করএ আরে সে ধন আইল॥
চরনে করেছে জে জন অহল্যা তারন।
বাল্মিক আদি ধ্যান করে জে দুটী চরন॥
পালিতে পিতার সত্য আসিআছেন বনে।
রিখমুখে আগমন তব ভাগ্যগুনে॥
আমার পুর্ব্বের পুন্য আছেন সঞ্চয়।
নেত্র ভরি দেখশীয়া কোসল্যাতনয়॥
সুগ্রীব বলেন মোর পত্রয় নহে মনে।
বৃক্ষমুলে কি জুক্তি করিলি কানে কানে॥
সিঅরে দারুন শত্রু বালি মহাবল।
সাগর অন্ত শ্রীথিবি জাহার করতল॥
অতেব পত্যয় মোর না জন্মএ মনে।
চক্র করি ফেলে পাছে ব্যালের সদনে॥
হাশীয়া অঞ্জনাসুতা শুগ্রীবেরে কয়।
বুঝিলাম রাজা তোর সুর্দ্ধ চিত্র নয়॥
কল্পনা করিআ জদি কহিএ তোমারে।
অঞ্জনার সপতি তবে আছএ আমারে॥
কন জনা করে তোরে বিশ্বাষঘাতকি।
তাহার সমান তবে নাহিক পাতকি॥
পর্ব্বত হইতে রাজা সুগ্রীব নাম্বিল।
আসিআ হনুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল॥
আমারে দক্ষিন কর দেও জদি তুমি।
পত্রয় করিআ তবে সঙ্গে জাই আমি॥
হাসিয়া অঞ্জনাসুতা দেন দক্ষিন হাত।
ডর নাঞী মীলাইয়া দিব রঘুনাথ॥

মধ্য,—
বেল্যের গমন সুনি ডাড়াইল তারারানি
ক্বিতাঞ্জলি প্রতি প্রীতি কয়।
সয়নকালেতে ছিলাম কুসপন দেখিলাম
প্রাননাথ জুর্দ্ধে জায়া নয়॥
নাচিছে দক্ষিন ভুরু সঘনে কাপিছে উরু
অনল লেগাছে জেন বনে।
আমার লাগে চমৎকার সব দেখি অন্ধকার
জেই চাহি তব মুখ প্রানে॥
কহিছেন তারা রানি সুন সপনবানি
জে সকল দেখি অকল্যান।
পর্ব্বত চলিয়া বুলে অনল উঠিছে জলে
প্রিথিবিতে রবির পআন॥
কাল নারি দিগাম্বরি বাম করে অসি ধরি
বুলে জেমন কিষ্কিন্ধা নগরে।
দেখিলাম চমৎকার সভে করে হাহাকার
বজ্জাঘাত পড়াছে মন্দিরে॥
সিবারব অঙ্গনেতে মণ্ডুক রহির মাথে
রুধিরের নদি জেন জয়।
এই সব সপ্ন দেখি ঝরিছে আমার আখি
ভুপতির ইথে হয় ক্ষয়॥
বলি নাথ তব পাসে তারাই সপ্ন সেসে
অপরূপ করি দরসন।
জটা জেন চুলে মাথে কোদণ্ড সভিত হাথে
পিষ্ট দেসে বান্ধা জেন তুন॥
কিবা রূপ অনুপাম নবদুর্ব্বাদলশ্যাম
কমলনিন্দিৎ দুটী আখি।
শ্রীমুখমণ্ডল মাঝে মন্দ মিহু হাস্ত সাজে
মন হয় নিত ভরি দেখি॥
রূপেতে করেছে আলা গলে দুলে পুষ্পমালা
কটীতটে বাকল বেষ্টীত।
নাভি জেন সরোবর রামরম্ভা উরুবর
পাদপদ্ম হিঙ্গুলমণ্ডিত॥

তন্ন আড়ে ডাণ্ডাইয়া সুগ্রিবের শ্বহায় হঞা
কোদণ্ডে ছাড়াছে জেন বান।
সে অস্ত্র ছাড়িআ দিল তব বক্ষ্য বিদারিল
তুমি জেন তেজাছ পরান॥
তোমার চরন ধরি কান্দি হাহাকার করি
সে পুরুস করেন আশ্বাস।
অতি সে দয়ার সিন্ধু আমি বলি দিনবন্ধু
বৈকণ্ঠে তাহার হবে বাস॥
সুবুর্দ্ধি পুরুস তুমি অবলা জুবতি আমি
দেখ দেখি বিচার করিআ।
সমরে জে জন ফিরে সে কেনে পালটী ঘোরে
তাহে পুস্প মালা গলে দিআ॥
বলি নাথ তব পাসে সুগ্রিবের কে শ্বহাই আছে
তেই এত দর্প করি বুলে।
আমার বচন রাখ মন্দিরে বসিঐে থাক
সন্ত্র জাক সমরমণ্ডলে॥
তারার বচন সুনি কহে বালি চুড়ামনি
আ[মা]রে মারিতে কোন জনে।
বলিএ তোমার কাছে ভুমণ্ডলে কিবা আছে
মোর সংঙ্গে জিনে জায় রনে॥
ধরা জার করতল সুসিন্ধ সমুদ্রজল
সুমেরু উপারি বাম হাথে।
ভুপতি তারারে কয় সপ্পন কভু [সত্য] নয়
কেবা আছে আমারে মারিতে॥
জর্ক্ষ্য দর্ক্ষ্য কিন্নর জম বরুন পুরন্দর
কার সার্দ্ধে মোরে জিনে রনে।
বলিআ তোমার স্থান আমার জাবেক প্রান
এহ বাক্য মনে কর কেনে॥
বালি কয় সুন সতি ফলিব সুগ্রিব প্রতি
তোমার সপ্ন মিথ্যা কথা নয়।
সংগ্রাম মণ্ডলে জাব একা পদাঘাত দিব
তারে নিব জমের আলয়॥
তারা কয় জোরহাথে জে আজ্ঞা করগা নাথে
অবলার চারা মাত্র নাই।
আমার বচন রাখ এক দণ্ড ঘরে থাক
তর্ত জান দুত পাঠাইআ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত ভনে বালি নাই বাক্য সুনে
দৈব কালে এমনি বুর্দ্ধি হয়।
তারা বাক না সুনিআ সমর প্রবেসে গিআ
মহাক্রোধে ইন্দ্রের তনয়॥
(পৃ° ১৫।২-১৭।২)

অন্ত,—

হেথা তিন দিগের বানর এসাছে ফিরিয়া॥
ভাবএ বানর জত তত্ত না পাইয়া।
কেমনে সুগ্রিবের আগে ডাড়াইব জায়া॥
সম্বাদ না নয়া গেলে পরান হারাব।
কি করি সুগ্রিব আগে সমাচার দিব॥
কেহ বলে থাক দেখি হনুর বাট চেয়্যা।
অবস্য আসিব সিতার সংবাদ লইয়া॥
হনু এলে সভে মেলি সেই সঙ্গে জাব।
সংবাদ পাইলে বাত্রা কে য়ার পুছিব॥
এত বলি বাট চেঞা আছে কপিগন।
রাম কাছে জাত্রা করে পবননন্দন॥
আসিঞা জানকিনাথে করিল প্রনাম।
সিতার সম্বাদ সুধ্যান কমলনয়ান॥
কহিছে অঙ্গদ বির সুন কমলআখি।
বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে পড়িআ এক পাক্ষি॥
কুসসয্যা করি মোরা তেজিথাম জিবন।
সেই কয়া দিল জানকির অন্তাসনে॥
লঙ্কায় অশোক বনে আছেন জনকঝি।
পক্ষের বদনে এই তত্ত পেআছি॥
গড়ুরনন্দন সেই দিলেক পরিচয়।
সম্পাতি তাহার নাম সুন দয়াময়॥

সুর্য্যের তেজে তার পাখা পুড়া গেছে।
অচল হয়া পক্ষ্য তথা পড়ি আছে॥
সুনিআ জানকিনাথের হইল সঙরন।
জটাউর ভাই সুস্তাছিলাম বিবরনে॥
সুগ্রিব প্রিভিতি করি সকলের আনন্দ।
সম্পাতি নিকটে জাত্রা করেন রামচন্দ॥
উঠিল বানরদলে রামজয় ধনি।
রাম সঙ্গে চলে বানর সত অক্ষহিনি॥
ইতি॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

৫১। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮৫-৯২,৯৪-১১০, ১১২-১১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর ও ভাষা পূর্ব্বদেশীয়। পুথি সুপ্রাচীন।

পুথিখানিতে আরণ্যকাণ্ডের রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় পর্য্যন্ত আছে। ৯২।১ পত্রে আরণ্যকাণ্ড শেষ এবং ৯২।২ পত্রে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

আরণ্যকাণ্ডের একটি লাচাড়ী এইরূপ,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

সুবর্ন হরিন মারি লক্ষনেরে সঙ্গে করি
রাম আইল আপনা গৃহেত।
না দেখিয়া প্রানপৃয়া মস্তকেত হস্ত দিয়া
ডাকিলেন্ত এ দস দিগেত॥
সোকে সন্তাপিত হইয়া আপনা গৃহেত গিয়া
বিচারিয়া চাহিল মন্দির।
না পাইআ প্রানপ্রিয়া হাহা সিতা বলিয়া
ভূমিত পড়িল রাম বির॥
হাহা পৃয়া সুভদনি মোহোর কন্ঠের মনি
কি হেতু না দেয় দরসন।
মরিমু তোহ্মার সোকে উপায়ে বোলহ মোকে
দেখা দিয়া রাখহ জিবন॥
তোহ্মার বিরহবিসে সকল সরিরে সোসে
কথা কহিতে না আইসে মুখেত।
তোহ্মার বিচ্ছেদ সুলে জাইব আহ্মি রসাতলে
বল বুদ্ধি নাহিক আহ্মাত॥
হাহা আএ প্রানর পৃয়া কথা গেলা ছাড়িয়া
না জানি কি দেখা হয়ে আর।
দারুন বিধাতা নিষ্ঠুর তোহ্মা নিল বহু দুর
দস দিগ দেখম অন্ধকার॥
ফুকারি ফুকারি করি কান্দে রাম নরহরি
পড়ে জল স্যাম তনু ভরি।
জলবিন্দু পড়ে সারি স্যাম বক্ষস্থল ভরি
সিতাসোকে নিবারিতে নারি॥
কান্দে রাম রঘুবির ভুবনে না হয়ে স্থির
নয়নে বহে জলধারা।
দুর্ব্বাদলস্যাম গায়ে ধুলি গড়াগড়ি বাহে
নব মেঘে উদিত জেন তারা॥
তেজি দিব্য ধনু সর রঘুনাথ ধনুর্দ্ধর
ভুবনেত বাহে গড়াগড়ি।
কোন অপরাধ দেখি আয়ে পৃয়া চন্দ্রমুখি
অরণ্যেত গেলা মোরে ছাড়ি॥
বাপের আদেস হতে চলি আইলুম বন পঁথে
তাহাতে বিধাতা হইল বাম।
লোকেত কুকির্ত্তি থুইলুম পত্নি রাখিতে না পারিলুম
মুঞি পাপি রঘুবংস রাম॥
হারাইলুম বুদ্ধিবল সকল বৃক্ষের তল
একে একে করিলুম বিচার।
থেনে রাম গৃহে আইসে ক্ষেনে ক্ষেনে দ্বারে বৈসে
নাম ধরি ডাকে বার বার॥

আয়ে মোর লক্ষন ভাই   তুহ্মি বিনে বুদ্ধি নাই
কোন হেতু না চাহ জানকি।
না দেখি সিতার মুখ   সর্ব্বাঙ্গে জন্মিল দুঃখ
অগ্নি জেন লাগিল সরিরে।
দুই ভাই কোলাকুলি   ভূমিত বাহে গড়াগড়ি
বিলাপন্ত রঘুবংস বির॥
ক্ষেনেক চৈতন্য পাইয়া   ধনুসর হাতে লইয়া
বিচারিতে লাগিলেক বন।
জেই দিগে পক্ষি উড়ে   সেই দিগে ধায়ে লড়ে
চাহিবারে জানকি সুন্দরি।
দুই দিগে দুই জন   বেড়িয়া বিচারে বন
না দেখিয়া ডাকে নাম ধরি॥
পসু পক্ষি জাকে দেখে   তাতে পুছে রঘুনাথে
তুহ্মি নি দেখিছ মোর সিতা।
রূপে বিদ্যাধরি সমা   গুনে বড় মনোরমা
মহারাজা জনকদুহিতা॥
বিচারিতে বন পথ   রঘুনাথ মহাসর্ত্ত
জটাউ সহিতে দরসন।
জটাউ জটাউ করি   ডাকে রাম নাম ধরি
জটাউয়ে মেলিল নয়ন॥
বার্ত্তা কহে খগপতি   সুন রাম মহামতি
রাবনে হরিল তোহ্মার নারি।
জুদ্ধ কৈলুম প্রানপন   দেখিলেক দেবগন
হরি নিল কনক লঙ্কাপুরি॥
এহি কথা সবিধান   জটাউ তেজিল প্রান
না জানিল লঙ্কা কোন দিগ।
বিচারি অগাধ বন   দৈবজোগে আগমন
গেলেন পর্ব্বত ঋস্যমুখ॥
হইল নিদাগ কাল   রঘুনাথ মহিপাল
জানকির সোকে হত চিত্ত।
সুইয়া থাকেন * * * * *
তা দেখিয়া লক্ষন হতাস।
কহেন লক্ষন বির   দুনয়নে বহে নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোহ্মার সিতার তরে   সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবিষ্টি করিমু লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ   জেহেন খুধার বাগ
লাগ পাইলে ধরিমু তাহারে।
ইন্দ্রজিত আদি করি   সকল সংগ্রামে মারি
জানকিরে আনিমু মিলাএ॥
সুনিছি সাস্ত্রের বানি   কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মভোগ ভোগিলে সে জাএ।
এ সকল কথা সুনি   * * *
কহিতে লাগিল ধিরে ধিরে॥
কুবের বরুন জম   সেহ নহে মোর সম
গোষ্ঠির তিলক তুহ্মি বির।
প্রভাত সময়ে গেলা   প্রচণ্ড নিদাগ বেলা
জানকির সোকেত হতাস।
প্রচণ্ড ধনুক হাতে   বিচারিতে বন পঁথে
চলিলেক রাম হৃসিকেস॥
কহে কির্ত্তিবাস কবি   শ্রীরামের পদ সেবি
ভারথি দেবির বরে।
কলিকালে মহামন্ত্র   অবতার রামচন্দ্র
কলি ভব তরিতে কারন।
(পৃ° ৮৮।১—৮৯।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—
রামায়ন মহাসাস্ত্র বাল্মিকি রচিল।
কির্ত্তিবাস কবিয়ে তাহা প্রচ[া]রিত কৈল॥
লোক তরিবার হেতু পাঁচালি প্রকাস।
যে যে [জ]ন সুনে সর্ব্ব পাপ হয়ে নাস॥
হনুমানে কহিল জদি রামের বিবরন।
উল্লসিত হইল সব বানরগন॥
আহ্মা সমারে এবে প্রসন্ন হইল বিধি।
বড় ভাইগেলু পাইলা তুহ্মি রাম গুনিধি॥

বানরের [মুখ] দেখ বিভুত আকার।
পরম সুন্দর হইল শ্রীরাম অবতার॥
মনুস্য বেস ধরি দেখিতে সুন্দর।
শ্রীরাম সম্বাসা কর সুন নৃপবর॥
পাইদ্যার্ঘ লও তুহ্মি কুল বেবহার।
রাম হতে হৈব তোহ্মার রার্জ অধিকার॥
লইল অনেক দ্রব্য দিব্য পুস্প ডালি।
শ্রীরাম পাসেত সুগ্রিব করিল সিরলি॥

(পৃ° ৯২।২)

মধ্য,-

থর্প পয়ার॥

না কান্দ কান্দ মিতে চির্ত্তে দেও খেমা।
মনুস্ত না হও তুহ্মি দেব চন্দ্রিমা॥
ফুল সিলে বিক্রম জানহ ভাল মতে।
কোহ্ন দেসে গেলে রাবন না পারে এড়াইতে॥
জথা তথা জাএ রাবন নাহিক এড়ান।
সংসারের বানর আনি লইমু পরান॥
রার্জ্য হারাইল আহ্মি হারাইল নারি।
বানর জাতি হইয়া আহ্মি সকল পাসরি॥
ত্রিভুবন মৈদ্ধে মিত্র তুহ্মি সে পুজিত।
স্ত্রি লাগি কান্দ মিত্র না হয়ে উচিত॥
আপনে শ্রীরাম তুহ্মি না চিন আপন।
ত্রিভুবনে স্ত্রি তরে কান্দএ কোন জন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মিত্র অধিক সোক বাড়ে।
সোকে পাগল হইলে লক্ষিএ তারে ছাড়ে॥
সত্য করিল আহ্মি অগ্নি করি সাক্ষি।
মুঞি আনিয়া দিমু সিতা চন্দ্রমুখি॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের পাঞ্চালি নির্ম্মান।
জেই জনে সুনে ভাল পরলোক পরিত্রান॥

(পৃ° ৯৪১-২)

৫২ রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/৪×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩১-৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১৬৩১ শকাব্দা। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। লিপিকর মুসলমান।

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

হনুমন্তে কহে কথা রামক নয়াই মাথা
সুগ্রিব সহিতে কপিগন।
বসি হরসিতমনে সুন প্রভু সাবধানে
কপি সনে দক্ষিনে গমন॥
সকল পৃথিবি চাইল পাতালেত প্রবেসিল
না দেখিল জনকনন্দিনি।
পাতাল হোন্তে উঠিয়া সমুদ্রের তিরে গিয়া
সমুদ্রের মহাসব্দ সুনি॥
জাতির জে সমাজ বুলিলেক যুবরাজ
কোন জনে সাধিবা রাম কাজ।
সতেক জোজন সার কোন মতে হৈবা পার
অঙ্গদের উপজিল লাজ॥
সর্ব্ব মন্ত্রির প্রধান কহিলেক জাম্বুবান
কার্য্য সির্দ্ধি কর হনুমানে।
জর্ম্ম কথা সুনি সার বিক্রম বাড়ে আহ্মার
লম্পে গেলু লঙ্কার ভুবনে॥
বাইউতে করিয়া ভর উঠিলু গগন পর
পরিক্ষিতে আইল নাগিনি।
অন্তে অন্তে দুই জন সরির বাড়ে অনুক্ষন
সতেক জোজন পরিমানি॥
মুখের ভিতরে গেলু কর্ন্নপথে বাহের হৈলু
আহ্মা দেখি বলিলা বচন।

সুন বির হনুমান রাক্ষসে পাইব অপজান
পরিক্ষিলু ইন্দ্রের কথন ॥
মৈনাক জাই সম্বাসি মিলিলা আসি রাক্ষসি
তবে তারে করিলু সংহার।
তবে লঙ্কা পরবেস চাহিলু সকল দেষ
উর্দ্দেস জে না পাইলু সিতার ॥
রাবনের ঘরে জাই আওয়াসে আওয়াসে চাহি
না পাইলু তোহ্মার বনিতা।
ইন্দ্রজিতের ঘরে গেলু আতকার গৃহ চাইলু
ঘরে ঘরে ফিরি চাইলু সিতা ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া প্রাচিরেত বসিয়া
একস্বর করিএ ক্রন্দন।
রাত্রি জাএ তিন প্রহর চিন্তি আহ্মি একস্বর
চলি গেলু অসোকের বন ॥
বৃক্ষের উপরে রৈলু খুদ্র কপিরূপ হৈলু
মনে কৈলু আইল দসানন।
হেন কালে দসানন মদনে মোহিত মন
দিয়টি ধরিছে নারিগন ॥
বসিলেক দসানন দিব্য এক সিংহাসন
চারি দিগে রমনি বেষ্টিত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ নানা বাদ্য বাহে
রাজা হৈল মদনে মুহিত ॥
দসাননে মমে হাসি আদেসিল রাক্ষসি
আন সিতা আহ্মার গোচর।
সিতাকে জে আনিয়া সমুখেত রাখিয়া
জিজ্ঞাসএ মধুর উর্ত্তর ॥
অনেক প্রকারে পুছএ লঙ্কেস্বরে
তুহ্মি সিতা ভজহ আহ্মারে।
সুনি রাজার বচন সিতা হৈল ক্রোর্দ্ধ মন
সুন রাজা কহিএ তোহ্মারে ॥
রাজা হৈয়া কর চুরি হরি আন পরনারি
মর্ঘ হৈয়া না কর বিচার।
পাপ মতি সর্ব্বক্ষন আহ্মা কর তাড়ন
রাম ছাড়ি গতি নাহি আর ॥
সিতার দড় বচন নৈরাষ হৈল রাবন
বিসম রাক্ষসি ডাকি আনে।
ঘরে গেল রাবন আদেসিয়া দাসিগন
রাক্ষসিএ মারএ পরানে ॥
সিতাএ করে ক্রন্দন হা হা রাম লক্ষন
স্বামি জার ত্রিভুবনপতি।
নিত্য করে তাড়ন রাক্ষসের দাসিগন
সিতার জে দেখিলু দুর্গতি ॥
ত্রেন্ন্ব তত না গনএ দাসি সবে জত কহে
সিতা ভাবে তোহ্মার জে আব।
ফুলিয়া জে গ্রাম সার নিত্য বহে গঙ্গাধার
পাচালি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥

(পৃ° ৩৫।১-৩৬।১)

হনুমান্ আনীত সীতার চূড়ামণি দর্শনে
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—
নাচাড়ী ॥

হাতে চুড়ামনি লৈয়া হা হা সিতা বুলিয়া
রঘুনাথ পড়িল ভুমিত।
একত্রে আছিলু দুই তোহ্মা বিধি নিল কই[১]
এ বুলিয়া হৈল মুহুশ্চিত ॥
কণ্টে হার না রাখিয়া দুই সরির একএ হৈয়া
এবে বিধি করিল অন্তর।
ধর্য্য সিন্ধু অন্তর তুহ্মি রৈলা একস্বর
অনাথ হৈয়া কান্দ নিরন্তর ॥[২]
আএ প্রৃয়া সুবদনি মোর কণ্টহারমনি
মোরে তুহ্মি হৈলা অপ্রসন।
হা হা প্রৃয়া সিতা সতি তোহ্মার এত দুর্গতি
চারিভিতে মারে রাক্ষসগন ॥

১। কই—কোথায়।
২। মহানাটকের "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে" ইত্যাদি শ্লোক তুল°।

সোকাকুলে প্রান দহে মোর প্রান কেঙ্কে রহে
আর নি হইব দরসন।
কৈন্তা দানের কালে জনক রাজাএ বোলে
জত্নে সিতা করিবা পালন॥
কাপুরুস হাতে পড়ি মহাসোকে পুড়ি মরি
রাক্ষসেরে আনি দিলু ডালি।
সিতার মাথার মনি লৈয়া হৃদের উপরে থুইয়া
দুই ভাই কান্দএ আকুলি॥
রাম সোকাকুল মন সুগ্রিবে করে ক্রন্দন
সর্ব কপি লাগিল কান্দিতে।
কত ক্ষন গণ্ডোগল কপি সঙ্গে করে রোল
সব্দ গিয়া উঠিল স্বর্গেতে॥
ধয্যবন্ত লক্ষন সান্ত করে কপিগন
অকারনে করএ ক্রন্দন।
শ্রীরামেরে সান্ত কৈলা সুগ্রিবেরে বুঝাইলা
সান্ত কৈলা জত কপিগন॥
বার্ত্তা পাইয়া হরসিত চলিলেক ত্বরিত
বানরের নাহি ওর পার।
সুন্দরাকাণ্ডে অতি হিত কিত্তিবাস পণ্ডিত
রচিলেন্ত লাচাড়ি পয়ার॥
(পৃ° ৩৭।১-২)

শেষ,—

এক লম্পে দুই [জন] উঠিল গগন।
সেহি লম্পে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভুবন॥
সুক্ষনে দুই ভাই লঙ্কায় প্রবেস।
রামের পাছে পার হৈল কপি অবশেষ॥
চৌ(রা)সি হাজার রাজা বলবন্ত অতি
পার হৈল লঙ্কাত জতেক সেনাপতি॥
জেই কুলে সিঁতাদেবি সেই কুলে রাম।
পর্ব্বত সিন্ধু অন্তর ছিল হৈল এক গ্রাম॥
গৌড়মণ্ডলে বৈসে ফুলিয়া গ্রামে ঘর।
গঙ্গাকুলে বৈসে জল খাএ নিরন্তর॥
কির্ত্তিবাসে রচে গিত অমৃতের খণ্ড।
এতদুরে সমাপ্ত সুন্দরার জে কাণ্ট॥
ইতি সুন্দরাকাণ্ট সমাপ্ত॥ লিখিঃতে শ্রীসাহ মোহাম্মদ সুভমস্ত সকাব্দা ১৬৩১ তেরিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ১৭ মাঘ॥

৫৩। রামায়ণ--সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ আকার, ১২$\frac{1}{2}$ × ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১২, ১৭-৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪২ সাল। খণ্ডিত।

মনে মনে চিন্তে বিরূ গাছের উপর।
কোন উপাএ জাব আমি সিতার গোচর॥
বানর হয়্যা কহোঁ বানরের কথা।
মোর কথা না বুঝিলে হাসিবেন সিতা॥
বানর হঞা কহোঁ জবে মনস্যের বানি।
রাক্ষস বলিআ ডরাইব সিতা ঠাকুরানি॥
নানা মুর্ত্তি ধরে দারুন নিসাচর।
বানরমুর্ত্তি ধরিয়া বেড়ায় লঙ্কেশ্বর॥
রামদুত লঙ্কাতে সুনিব রাবন।
আমার মরনে হব সিতার মরন॥
সেউটীয়া জাই জবে সিতা অদর্শনে।
সিতা দেবি মরিবেক রাক্ষসের তর্জ্জনে॥
কি বলিয়া সিতা দেবি করিমু সম্ভাসন।
সিতা অসম্ভাসে গেলে সিতার[১] মরন॥
আমার অপিক্ষায় আছে বানর সমুদ্রের তিরে।
সাহস করিয়া আইলাঙ লঙ্কার ভিতরে॥

১। 'রামের' হইবে।

জে হতু সে হতু কহোঁ মনস্তের বানি।
আপনা আপুনি কহিব রামের অপুর্ব্ব কাহিনি॥
জনকনন্দিনি বিষ্ণুর ঘরনি
কপটে ভাঙ্গিল[1] নিসাচরে।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দরগিত কির্ত্তিবাস পণ্ডিত
রচিল পোতার অনুসারে॥
(পৃঃ ৫।২-৬।১)

মধ্য,—

অহে বানর সুন মোর দুঃখের কাহিনি।
স্ত্রি হঞা এত দুখ কেহ না পায়ছে
জত দুর সঞ্চরে কোন পানি॥
সয়ম্বর কারনে আইল রাজাগনে
কাহাকে না মজিল মোর মন।
উপজিগা সুর্জ্য বংষে দুই ভাই বান কর্ষে
তথা আসি দিল দরসন॥
বিভাহের কৌতুক মহেষের ধনুক
নাড়িতে নারিল দসমুখে।
দেখিয়া কমলমুখ মোর মনে বড় সুখ
হেন রাম ভাঙ্গিল কার্ম্মুকে॥
বিসম কঠোর ধনু রাম কমলতনু
মনে আমি চিন্তি নিরবধি।
রূপেতে মজিল মন ভাঙ্গিলেক সরাসন
বিভা কৈল রাম গুননিধি॥
পতিব্রতা নারি হঞা স্বামির বাক্য লংঘিয়া
এখন চিন্তিএ মনে মনে।
পুরি হইতে বারাইতে না লয় প্রভুর চিত্তে
না রহিলাঙ প্রভুর বচনে॥
জনমে জনমে পুজ্য আরাধিয়া রামচন্দ্র
তেঞি পাইলু হেন পতি।
কেমনে বলিব এথে রাক্ষসের ভয় পথে
কেন আসিব রাক্ষস সংহতি॥
বিভা হইতে প্রভুর বাষে আছিলাও দস মাষে
চদ্দ বৎসর বনবাস।
বিসম রাক্ষসের চেড়ি সদত মারএ বাড়ি
তাহে মোর নিত্য উপবাস॥

কান্দে সিতা করিয়া ব্যাকুলি।
রামের মহাদেবি হঞা লোটাইএ ধুলি॥
সিতা কান্দে উভরায় কেহ নাঞি পাতিআয়
চারিভিতে রাক্ষসগন।
লক্ষনের বচন স্মরি কান্দে সিতা সুন্দরি
বের্থ নহে দেয়রের বচন॥
প্রভু রহিলা সিন্ধু পার দেখা না হইল আর
না দেখিলাও কৌসল্যা সাসুড়ি।
সুর্জ্য বংসের বহুআরি আছে তারা ঘরাঘরি
অভাগিনি হইল দেসান্তরি॥
সুন্দর বদন না কৈল নিরক্ষন
না সেবিলু প্রভুর চরন।
প্রভুর মধুর কথা আর না সুনিব সিতা
আজি নিশ্চয় সিতার মরন॥
সিতার ক্রন্দনে কান্দে পবননন্দনে
রাম বলি ছাড়এ নিস্বাস।
সরস্বতির চরন সিরে থুঞা অনুক্ষন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃঃ ৭।১)

৯।২-১০।১ পত্রে হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যানটি পাওয়া যায়; উহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক।

কমললোচন করি নিবেদন
জেমন পর্ব্বত লঙ্কা।
দুর্জ্জয় রাক্ষষে কৈলাঙ বিনাসে
কাহারে না কৈলাও সঙ্কা॥

১। 'ভাঙ্গিল' হইবে।

সাগির তরিল সেনাপতি যাইল
প্রাচিরে কৈলাঙ প্রবেসে।
সুদ্ধ কাঞ্চন ঘর পোড়াইলাঙ বিস্তর
সম্পদে সে কোটী রাক্ষষে॥
ইথে মোর ধরি কান্দে দসগিরি
সুন হে রঘুর নন্দনে।
আপন বিক্রম কথা কহিতে উচিত নহে
সঙ্গে না ছিল অন্য জনে॥
এই পোঁতার সার রামায়ন অবতার
সুনিসে বাড়এ অভিলাস।
জেই জন সুনে ভনে বর দেন নারায়নে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ২৪।১-২)

৫৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদি[গ] নাঞি জানি আকাসমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরান॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবির অঙ্গদ কটকে দিছেন আশ্বাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদে সে মরি।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরি॥
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গন জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সর্ব্বে নিদ্রায় দেহ মন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরন॥

মধ্য,—

পঠমঞ্জরী॥

পবন তোমার বাপ ইন্দ্র সম পরতাপ
বলে তুমী বাপের সমান।
তুমি যদি কর মন হেলে জিন ত্রিভুবন
ডিঞাইবে সতেক যোজন॥
হনুমান কেন নাঞি কর রাজকাজে।
জ্ঞাতি জনে নহে সুখী লোকে জবে নাহি দেখি
কি করিব বিক্রম তেজে॥
সুগ্রিব বানররাজে নিশ্চিন্দ তোমার কাজে
প্রধান তুমী পবননন্দন।
তুমি বির অবতার বানরের নিস্তার
কিসে গনি শতেক যোজন॥
পৃথিবিতে মহাবির উত্তম পুষ্ট শরীর
আরে তাহে বিচারে পণ্ডিত।
কর তুমী সাহস ভুবনে থাকুক যস
রাম লক্ষনের কর হিত॥
জাম্বোবানের সুনি বোল বানরের উত্তরোল
হনুমান হইলা হরিসে।
হনুমান কৈল সাহসে নাচে বানর আউলড় কেসে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাসে॥ (পৃ০ ৬।২)

হনুমানের আম্র-ভক্ষণ লঙ্কা দগ্ধের পর বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য কৌতুকের একটু নমুনা আছে। (পৃ০ ৪১।১)

কানড় রাগ ॥

পুর্ব্ব জন্মের ফলে তোমা হেন ভৃত্যু মিলে
ধন্ত ধন্ত বির হনুমান।
তিন দিগের বানর আল্য বার্থ গমন হৈল
তুমি বাপু রাখিলে পরান॥
তোমার মহিমাগুন. ত্রিভুবনে অনুপাম
একমুখে কহিতে না পারি।
অসংখ্য সাগর তরি দহিলে রাক্ষষপুরি
যস থুইলে ত্রিভুবন ভরি॥
অসংখ্য সাগর নির অতি গহন গভির
তথা লঙ্কা সুনিয়ে কাহিনি।
পর্ব্বতপ্রমান ঢেউ দেখিলে উড়য়ে জিউ
দিগবিদিগ নিশ্চয় না জানি॥
জলজন্তু দুরাচার কুম্ভির মগর আর
সুনিলে চমতকার লাগে মনে।
দেবাসুর নাঞি গতি কেমতে তরিলে তথী
কহ বাপু সকল কথনে॥
সর্ব্ব ভোগ কৈলে নাস জিবনে নাঞিক আস
হা সিতা স্মরি দিবারাতি।
এ সকল সংসার জেন দেখি অন্ধকার
না দেখিয়া সীতা রূপবতি"
ফল মুল নাহি বাসে প্রান পোড়ে রাতি দিসে
কহ বাপু সকল কথনে।
পবননন্দন কয়ে শ্রীরামের মনে লয়ে
কীর্ত্তিবাস রচিলা অনুমানে॥

(পৃ° ৫৩।২-২)

শেষ,—

সুন জানকী রঘুপতি জলনিধিতীর॥ * ॥
দুরে ছিলা নিকটে আইলা রঘুমনি।
সরমার মুখে সীতা সুনিল কাহিনি॥
হরসীতে সীতা দেখি হরিলা চেতন।
সীতাকে সরমা বলে প্রবোধ বচন॥
চেতন হরিলে কেন জনকনন্দিনি।
লঙ্কাকে আইলা রাম রঘুকুলমনি॥
ভৃঙ্গারের জলে সীতায় করাল্য চেতন।
হেন কালে রামজয় করিল বানরগন॥
আর দুখ নাঞি তোমার দুখ অবসান।
দিনা দুই চারি বই যাইবে প্রভুর স্থান॥
প্রবোধ হইলা সীতা সরমার বচনে।
হরিসে আছেন সীতা অসোককাননে॥
রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুনিঞা রাক্ষস সব গুনিল প্রমাদ॥
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।
গিতছন্দে রামায়ন করিলা প্রকাসে॥
কীর্ত্তিবাসের কণ্ঠে সরস্বতি অধিষ্ঠান।
গাইল সুন্দরাকাণ্ড অমৃত সমান॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত রাজসভায় পুজিত।[১]
জাহার প্রসাদে সুনি রামায়ন গীত॥

ইতি সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্তং॥ লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাস চন্দ। সা° হাজীপুর॥ পঠনার্থে শ্রীগোকুলানন্দ দাস ঘোষ॥ সাকীম উদয়গঞ্জ তপে বরদা সরকার মন্দারন সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ রোজ মঙ্গলবার জথা দৃষ্টং ইত্যাদি।

৫৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস্।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি—পত্রসংখ্যা, ২-৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল,

১। ১৩১২ পত্রেও এই পঙ্ক্তি পাওয়া যায়।

সন ১১৭৭ সাল। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ ধানশ্রীরাগ ॥

নিদ্রা জায় দসানন গায়ে নানা অবরন
দস মুণ্ডে দস মনি জলে।
সুগন্ধি নপুর ধলি (?) পাতিআ নেতের তুলি
নিদ্রা যায় স্ত্রি লৈআ কুলে ॥ ১ ॥
মুকুটমণ্ডিত মাথে কুণ্ডল লাগিছে তাতে
কুণ্ডল সুভিছে কুড়ি কর্ন্নে।
অঞ্জন সিখর প্রায় মৃগমদ কস্তুরি গায়
সরির ভরিছে কৃষ্ণ বর্ন্নে ॥ ২ ॥
প্রচণ্ড শ্রীখণ্ড গায় সজ্যা সুখে নিদ্রা জায়
দস হাজার রমনি সহিতে।
ত্রৈলোক্যের বিস্তাধরি আনিআ ভরিছে পুরি
জেন দেখি পোস্ত বিকসিতে ॥ ৩ ॥
সগর্গের বিস্তাধরি গন্ধর্ব্ব অপৎছরি
নাগকৈন্যা জক্ষিনি কির্ন্নরি।
রাক্ষস দানব জাতি পরম সুন্দর অতি
রাবনে আনিছে সব হরি ॥ ৪ ॥
সৃঙ্গার অমুদ রঙ্গে নিদ্রা জায় স্বামি সঙ্গে
রাবনের ভুজ দিআ সিরে।
এক ভুজে দস নারি মুখ সুর্দ্ধে সারি সারি
মধুপানে বিভুল হঁইছে ॥ ৫ ॥
পাটেশ্বরি মন্দধরি নানা অবরন পৈঁছি
সয়ন করিছে রাজার সুকে[১]।
ভুবন চুর্ল্লব সার জেন লক্ষি অবতার
নাসিকা লাগাইআ আছে মুখে ॥ ৬ ॥
তারে দেখি হনুমান অস্থির হৈল প্রান
মনেত পাইল বড় চিন্তা।
এত দুর কেনে আইলু এত শ্রম কেনে পাইলু
রাবনরে ভজিল দেবি সিতা ॥ ৭ ॥
এত বিপরিত কেনে আচর্য্য দেখি যেমনে
অগ্নি পানি কেনে এথা জলে।
বৃক্ষে কেনে ধরে ফল পৃথিবি কেনে না হয় তল
হেন বিপরিত কেনে ফলে ॥ ৮ ॥
বিস্ময় চিন্তিআ বির পাছে মন কৈল স্থির
এ বুল না হৈব কদাচিত্ত।
হেন বুঝি মন্দধরি তার মৈক্ষ পাটেশ্বরি
গায় কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥ ৯ ॥

(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

লাচাড়ি ॥

তুমি রাজা দুরাচার পবিষ্ঠ রাক্ষস ছার
অধম জনিতে উত্তপতি।
শ্রীরাম অবতার রাক্ষস বধিবার
নারাঅন দেব লক্ষিপতি ॥ ১ ॥
করিলে বিস্তর পাপ স্থানে স্থানে পাইলে তাপ
তারে ভুঞ্জি নাহি তার ফল।
তপ করি পাইলে দুঃখ পাইলে তাহার সুক
সবংস্বে জাইবে রসাতল ॥ ২ ॥
আমারে লঙ্ঘিতে চাহ সবংস্বে হৈবে নাস
মজাইবে সকল সম্পদ।
ধন জন ছত্র নারি মজাইলে লঙ্কাপুরি
দর্প না বুঝ মুগদ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মা তরে দিলা বর তবে হৈলে লঙ্কেশ্বর
মদগর্ব্বে কর অনাচার।
নন্দি নামে সিবের দ্বারি তারে উপহাস্য করি
তার পাছে হৈলে সংহার ॥ ৪ ॥
আমি শ্রীরামের রামা হরের পার্ব্বতি সমা
রাম পরে অন্য নাহি মন।
আমারে করিলে চুরি লৈআ রাইলে লঙ্কাপুরি
না জানিলা শ্রীরামলক্ষন ॥ ৫ ॥
জদি চাহ আপনা হিত রামচন্দ্রে কর প্রিত
আমারে পাঠাইআ দেহ তথা।

১। 'বুকে' হইবে বোধ হয়।

হেন হেতু না ভাব মনে   রামের বিসম বানে
সঘনে কাটিব তর মাথা ॥ ৬ ॥
আমারে দেথায় লোভ   আচম্বিত পাইবে দুগ
এক গুনে নহে প্রভু সম।
সুন্দরে সুন্দর বর   দুসরে কুসমসর
রনে প্রভু অজয় বিক্রম ॥ ৭ ॥
পাসরিলে সর্ব্ব কথা   আমার বাপের তথা
রাজচক্র মনের কৌতুক।
মর সয়ম্বর কালে   মরি গেলে অপমানে
না পারিলে লাড়িতে ধনুক ॥৮॥
হেন মনু প্রভু রামে   তুমি লইলা ভুজ বামে
হেলাএ দিলা তাতে গুন।
ইঙ্গিতে মারিলা টান   ভাঙ্গি হৈল দুইখান
তুমি বুঝ কতেক নিপুন ॥ ৯ ॥
হেন জনের স্ত্রি আনি   আর বোল দুষ্ট বানি
আপন জিবনে লাগে চলি।
প্রভু বিষ্ণু অবতার   সাগর হৈবা পার
দস মুণ্ড কাটি দিবা বলি ॥ ১০ ॥
এত সুনি দুরাক্ষর   ক্রোধে কাপে লঙ্কেসর
সিতা তেজিল মৃত্যু ভয়।
নারি সবে কানাকানি   হাসে মন্দোধরি নারি
কিত্তিবাস পণ্ডিতে কহয় ॥ ১১॥

(পৃ° ২১১২-২১১)

সুন্দরাকাণ্ডের এই পুথিখানিতে দশটি ত্রিপদীর পদ আছে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডের কোন পুথিতে এতগুলি ত্রিপদী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

শেষ,—

পয়ার ছন্দ ॥

আগে জায় বিভিসন লৈয়া পঞ্চ জন।
বিস্ময় করয়ে রাম দেখি বানরগন ॥
তার পাছে চলিলেক নল বানর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুচর ॥
তার পাছে লক্ষ্মণ মৈন্দ সেনাপতি।
এগার কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দিবিধ বানর লড়ে তার সহদর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুচর ॥
ত্রিস কোটি বানর লৈআ নিল সেনাপতি।
একাদস কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দস কটি বানর লৈআ কুমুদ জুত্থপতি।
নৈ কটি বানর লৈআ চলে সিগ্রগতি ॥
এগার কটি বানর লৈআ গয় সেনাপতি।
দস কটি বানর লৈআ চলে গুবাক্ষ সংহতি ॥
পঞ্চদস কটি বানর লৈআ ধুম্রাক্ষ কর্কসন।
দুই কটি বানর লৈআ চলিলা পবন ॥
সত কটি বানর লৈআ চলে সতাবলি।
বিস কটি বানর লৈআ চলিল কেসরি ॥
ছত্রিশ কটি বানর লৈআ চলে ইন্দ্রজান।
ইত্যাদি ইত্যাদি।
তার পাছে অঙ্গদ চলে বালির কুমর।
তার পাছে রাম লক্ষন সুগ্রিব বানর ॥
পার হৈআ রঘুনাতে প্রসংসে নল নিল।
ধন্ন বিশ্বকর্ম্মার পুত্রে সাগর বান্ধিল ॥
পার হৈলা রামচন্দ্র সুভ সমুচ্চায়।
সর্ব্ব সুক্তে মিলিআ করএ জয় জয় ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সগর্গ ভুবন।
রামের উপর পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥
সর্গ্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগন।
অখনে দেবের বৈরি হৈব মরন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এই হনে সমাপ্ত হৈল সুন্দরকাণ্ড ॥
ইতি সুন্দর কাণ্ড সমাপ্ত ॥

৫৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৫ সাল। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

মোর বাপের বুদ্ধি দেখিতে অদ্ভুত।
এক লাফে চড়িলা বাপু হাথির উপর।
দুই চক্ষু খোদে তার নখের আঁচড়ে।
দুই হাথে তার দুই দন্ত উপাড়ে॥
তার দন্ত উপাড়িআ তার পেটে দিল দাঁত।
দাঁতের ঘায়ে হাথির বাহির হৈল্য আঁত॥
হাথি মারি বাপু গেলা মুনির সমাজ।
মুনি সব বলেন হাথি মাল্য বানররাজ॥
জে হাথি আসিআ মুনি সব মারি।
হেন হাথি মারিলেক বানর কেসরি॥
আপনার সুখে তপস্যা কর মুনিগন।
এক বানর রাখিল সকল মুনিগন॥
এতেক সুনিআ মুনির হরসিত মন।
বর মাগ বানররাজ সুনহ বচন॥
কেসরি বলিল জদি বর দিবে মোরে।
ত্রিভুবন বিজয় হব আমার কুঙরে॥
মুনি বলে কেসরি তোমারে দিলাম বর।
সংসার বিজয় হব তোমার কুঙর॥
বর পাঞা মোর বাপ হৈল্য নমস্কার।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা জথা পরিবার॥
অঞ্জনা বামরি জর্ম্মিলা বানরকুলে।
জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে॥
অঙ্গদের তরে দিব অভরন দান।
সুগ্রিবের তরে ঘুচাব অভিমান॥
অন্তরিক্ষে জাব পবনে করি ভর।
এক লাফে পড়িব গিআ লঙ্কার ভিতর॥

'জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে' পঙ্‌ক্তিটি লিপিকরের মনে হয়। সম্ভবতঃ হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার ভাল লাগে নাই। এইখানে খানিকটা ছাড় হইয়াছে।

মধ্য,—

কন্দনা লাচাড়ি।

পাঁচিয়ে চড়িল হনু জিনিঞা ত্রভুবন।
পুত্রসোকে অচেতন রাজা দসানন॥
অচেতন রাবন রাজা হারাইল হয়[1] বুদ্ধি।
কোপে কুড়ি আঁখি রাজার লোহেতে রহিছি॥
ইন্দ্র জিনিতে পারে পুত্র জম ধরিআ আনে।
হেন পুত্র পড়িআ গেল বানর বেটার রনে॥
অক্ষয় করিআ তারে ডাকে লঙ্কেস্বর।
কোথা আছ পুত্র কেন না দেও উর্ত্তর॥
আমার সংহতি পুত্র আগুআন রনে।
তোমা সংহতি করিআ আমি জিনিলাও দেবগনে॥
ইন্দ্রজিত গোসর তুমি জানে তিন লোকে।
পরলোক গেলে পুত্র আমা দিআ সোকে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হিআ নহে পাসরন।
কুড়ি চক্ষুর লোহে রাজার তিতিল বসন॥
সচেতন হৈআ রাজা সভারে নিহালে।
পঞ্চ পাত্র কম্পিত জত আছে সভাস্থলে॥
ধিক জাউক বৃথা নাম ধরি লঙ্কেস্বর।
লঙ্কা আসি মজাইল একটা বানর॥
রাজারে না রা কাড়ে কোন পাত্রগন।
মেঘনাদ বলিআ রাজা ডাকিল রাবন॥
মেঘনাদ বলিআ রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
জোড়হাথে সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্রজিতে॥

১। 'হয়' শব্দটি বেশী আছে।

আইস্ত আইস্ত বাপু বলিআ ডাকে লঙ্কেশ্বর।
নিচ্ছিন্তে আছ তোমার ভাইকে মারিলেক বানর॥
বাপের দুলাল তুমি কুমার মেঘনাদ।
সহোদর মরনে তোমার না দেখো বিসাদ॥
দেবগন জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত।
ইন্দ্র বন্দি করি তোমার নাম ইন্দ্রজিত॥
হাথে ধরিআ রাবন পুত্র করি কোলে।
কোলে পুত্র করিআ তিতিল আঁখির জলে॥
বিলম্ব না কর বাপু লড় হে সত্তর।
বানর বান্দিআ আন আমার গোচর॥
উঠিআ ইন্দ্রজিত বাপের বন্দিআ চরন।
রথখান সারথি জোগাএ ততক্ষন॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইআ দিল সুন্দর কাহিনি।
ইন্দ্রজিত চলিল বাপকে করিআ মেলানি॥

(পৃ০ ১৯৯২-২০১০)

পুঁথির শেষের দিকের লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। **পত্রসংখ্যা, ৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩১ সাল। সম্পূর্ণ।**

আদি,—

চারি কাণ্ডে গাইয়া গিত রামায়ন ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিন সাগর॥
লম্ফ দম্ফ বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ॥
দিগ দিগ নাহি জ্ঞান আকাস সমুগুলে।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জলে॥
জলজন্তু ভয়ঙ্কর সুনি দেখি লাগে ডর।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর॥
জলজন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বানরগন লাগে চমৎকার॥
সাগরের কুলে সিদ্ধি খাএ সর্ব্বজন।
পর্ব্বতের ফল মূল করিয়া ভোজন॥
ফল মুল খায়্যা বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ॥
হেন মতে নিসি গেল হইল প্রভাত।
উর্দ্ধহাথে বানরগন ডাকে রঘুনাথ॥
সারি দিয়া যোড়হাতে জত বানরগন।
অঙ্গদে প্রনাম করে এই সর্ব্বজন॥
সারি দিয়া রহে বানর অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ বলেন সুন জত বিরভাগে॥
সিতার উর্দ্ধার হেতু সুগ্রিব আদেসে।
চারিদিগে গেল দুত চলি এক মাসে॥
মাসেক নিয়ম নিয়ম গেল বিরগন।
মাসে২ উর্দ্ধেক হইলে সংসয় জিবন॥
পুর্ব্বিতে দক্ষিন দেশ মোর অধিকার।
লঙ্কায় পুবিতে হবে সাগরের পার॥
সাগর লঙ্ঘিবতে শক্তি ধরে জেই জন।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করহ গমন॥
আসি সুর্জ্য হেন তেজ জেই বির ধরে।
ইন্দ্রের হাথের বজ্র পারে আনিবারে॥
চন্দ্রের সিতল রস জেই খাইতে পারে।
ব্রহ্মার হাথের বেদ পারে আনিবারে॥
এত কর্ম্ম করিবারে জাহার শকতি।
লঙ্কাপুরি যাইবেক সেই ব্যাকতি॥

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনগুপ্ত এম্ এ, বিদ্যারত্ন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সংস্কৃতাধ্যাপক; ভিক্টোরিয়া কলেজ, কোচবিহার; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ১১ কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর; প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব, উত্তরপাড়া, হুগলী, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ১০ আতাবাগান লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৯।১ হরিপাল লেন; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন; শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, ৫ ছিদাম মুদীর লেন; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, ৫ ছিদাম মুদীর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সাহা, ২৩।১ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ, এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার, মিউনিসিপাল স্কুল, রাধানগর, বর্দ্ধমান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র, ২৬ তেলীপাড়া লেন; মৌলবী এ এফ্ এম্ আবদুল আলি এম্ এ, এফ্ আর্ এস্ এল্, সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল্ রেকর্ডস্ কমিশন্, ৩ গভর্ণমেণ্ট প্লেস্, ওয়েষ্ট; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম্ এ, বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু বি এস্‌সি, বি এল্, উকীল, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, আলিপুর জজকোর্ট, হাজরা লেন, কালীঘাট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টার অব ষ্টেট একাউণ্টস্, বিকানীর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেলতলা রোড, প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত বি এ, সহকারী সম্পাদক—"হিন্দুস্থান," ১৩৪ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,—উপহৃত পুস্তক—(১) অব্যক্ত, (২) Romanized School Dictionary (English and Urdu). The Secretary, Smithsonian Institution, (৩) New Timaline Birds from East Indies, The

Director of Public Instruction, Bengal, (৪) Second Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal, by Evan E. Biss, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1922, The Superintendent, Govt. Press, Allahabad—(৬) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey of India (N. Circle) Muhammadan and British Monuments for the year ending 31st March, 1921. B. K. Thakore Esqr.—(৭) The Text of Sakuntala. (৮) Savakar (a Guzrati Poem), শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেববর্ম্মণ—(৯) A Case of Axial Floral Prolification of the flower Nymphaea Rubra Roxb. (১০) Some Observations on the Anchoring Pods of Gymnopetalum Cochin-Chineuse Kurz and some other Cucurbitaceons plants.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪৭। সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহের পর, অর্জ্জুন দ্বারকায় থাকিতেই খাণ্ডবদাহ হয় এবং খাণ্ডবদাহের পর, অর্জ্জুন কিছুদিন প্রভাসতীর্থে থাকিয়া পরে সুভদ্রার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন এবং ইহার পর অভিমন্যু প্রভৃতির জন্ম হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সুভদ্রার বিবাহের পর, অর্জ্জুন দ্বারকায় থাকিতে খাণ্ডবদাহ হয়, খাণ্ডবদাহের পর অর্জ্জুন দ্বারকায় আসেন। এই সময় একদিন গর্ভবতী সুভদ্রার নিকট অর্জ্জুন চক্রব্যূহ ভেদ ও নির্গমের বিষয় বলেন। কিন্তু সুভদ্রা ঘুমাইয়া পড়ায়, নির্গমের কথা শুনিতে পান নাই। কাজেই গর্ভস্থ অভিমন্যুও তাহা শুনিতে পাইলেন না। অভিমন্যু দ্বারকায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণের সহিত সুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে যান।

মূল মহাভারত

সুভদ্রার সহিত বিবাহের পর, অর্জ্জুন এক বৎসর দ্বারকায় থাকেন। পরে কিছুকাল পুষ্কর-তীর্থে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তথায় অভিমন্যু প্রভৃতির জন্মের পর, খাণ্ডবদাহ হয়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৮। কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময় দানব, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দানবরাজ ময় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ সঞ্জয়ী মহাভারতে সভাপর্ব্বের প্রথমে নাই। রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ আছে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৯। যমালয়ে নারদের সহিত পাণ্ডুরাজার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বলিয়া পাঠান।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নারদের সহিত ইন্দ্রালয়ে পাণ্ডুর দেখা হয়। তিনি নারদকে বলেন যে, আমি এখানে বড় কষ্টে আছি। আপনি যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, সে যদি রাজসূয় যজ্ঞ করে, তবে আমি ইন্দ্রের সভায় সম্মানিত হইতে পারি।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫০। যজ্ঞ-সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির দূত পাঠাইয়া কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ, যে সকল রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির জন্য সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূতের নিকট তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫১। ছ [illegible] জাকে রুদ্রপূজায় বলি দিবার জন্য জরাসন্ধ বন্দী করিয় রাখিয়াছিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নরমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য বিংশতি সহস্র রাজাকে জরাসন্ধ বন্দী করিয়াছিলেন।

মূল মহাভারত

সকল রাজ—তেন রুদ্ধা হি রাজানঃ সর্ব্বে জিত্বা গিরিব্রজে। রুদ্র যজ্ঞের জন্য।

কাশীদাসী মহাভারত

৫২। রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া অনেক যজ্ঞ করেন। কিন্তু পুত্র না হওয়ায়, তিনি সস্ত্রীক বনে চলিয়া যান। এক দিন গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিকের সহিত দেখা হইলে, রাজা নিজের

দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন। রাজার দুঃখ দেখিয়া, মুনি তাঁহাকে একটি আম্রফল দেন এবং বলেন যে, প্রধানা মহিষীকে ইহা খাইতে দিলে তাঁহার পুত্র হইবে। রাজা দুই মহিষীকে উক্ত ফল সমান ভাগ করিয়া দেন এবং উভয়ে যথাকালে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় অংশ সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অপুত্রক রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া, দুর্ব্বাসা ঋষিকে দিয়া যজ্ঞ করান। যজ্ঞীয় চরু দুইজন মহিষী সমানভাবে ভক্ষণ করিলে, উভয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় খণ্ড সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। কাক্ষীবান্ গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিক।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশ

১৩ই মাঘ ১৩২৯, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

[এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাঙ্খ্য-দর্শন সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন]।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতা এক সপ্তাহ পিছাইয়া যাওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক ত্রুটি স্বীকার করিলেন। পরে জানাইলেন যে, এই সকল গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা এরূপে হওয়া উচিত, যাহাতে শ্রোতা সেই বিষয়ের সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্য পাণ্ডিত্য হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া, ধ্যান-ধারণা-সমাধি প্রভৃতির দ্বারা এই বিষয় বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানযোগ ও সাঙ্খ্যযোগ—এই দুইটিই একপর্য্যায়ভুক্ত। মহাভারত বলিয়াছেন, "নাস্তি সাঙ্খ্যসম জ্ঞানম্"। কালসহকারে এই মূল দর্শনের পঠন পাঠন লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল।

বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্রই সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ও বঙ্গভাষায় সাঙ্খ্যদর্শনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'কপিল আশ্রম' হইতে কয়েকখানি সাঙ্খ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোলব্রুক সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'সাঙ্খ্যতত্ত্বকারিকা'র এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেশে-

বিদেশে যাবতীয় সাঙ্খ্য-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সার সঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি সাঙ্খ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি পাশ্চাত্তাশিক্ষিত বন্ধুবর্গকে অনুরোধসহকারে জানাইলেন যে, সময়াভাবে তিনি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। সাঙ্খ্যসূত্রে পঞ্চশিখের ষষ্ঠীতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানি যাহাতে উদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ অবতরণিকা করিয়া তিনি সাঙ্খ্য নামের নিরুক্তি, সাঙ্খ্যোক্ত দুঃখবাদ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে অদ্যকার বক্তা মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি যে এই নীরস ও দুরূহ বিষয় যেরূপ সরসভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। এরূপ সভায় সভাপতির প্রয়োজন হয় না। তথাপি আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কপিল হিন্দুদর্শনের আদি প্রবর্ত্তক—এই মত অবিসংবাদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বিশেষতঃ সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্র যে কপিল-প্রণীত, তাহা সন্দেহজনক—এই কথা হীরেন্দ্র বাবু সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছেন। সাঙ্খ্য-মত যে অপবাদদুষ্ট, তাহা শঙ্করের সাঙ্খ্যমত নিরাস করায় বেশ বুঝা যায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১৪ই মাঘ, ১৩২৯, ২৮এ জানুয়ারী ১৯২৩ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়:—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ মাঘ ১৩২৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়ঃ—সাঙ্খ্যদর্শন (দ্বিতীয় অংশ)। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। এই দিন তিনি 'পুরুষতত্ত্ব' বিষয়ে সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৭এ মাঘ ১৩২৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাঙ্খ্যদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন এবং বলিলেন যে, অদ্য তাঁহার বক্তৃতা একরূপ শেষ হইলেও, আরও বক্তব্য বিষয় রহিয়াছে।

অদ্য তিনি সাঙ্খ্যের মুক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, সাঙ্খ্যোক্ত. উপলব্ধি-তত্ত্ব-বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষে অনুরোধ করায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু আগামী শনিবারে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

-o—-

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩২৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—'সাঙ্খ্যদর্শন' সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাঙ্খ্যদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা করিলেন। এই দিন তিনি সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতির তত্ত্ব—প্রকৃতির স্বতঃপরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হওয়ায়, দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এতদিন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহার শেষ হওয়ায়, আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। সাঙ্খ্যের নীরস বিষয়টিকে সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।" তৎপরে তিনি হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

সকলের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ঐ চারিটি বক্তৃতা একত্র ছাপাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, ৪ঠা মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

আলোচ্য-বিষয়—প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন। কতকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শৈশব-সহচরী" এবং "মধুমতী" বঙ্গ-সাহিত্যের বহুমূল্য সম্পদ্। তিনি বঙ্কিমযুগে 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে অন্যান্য সাময়িক পত্রেও লিখিতেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতকামনা সর্ব্বদাই করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' অনেকেই দেখিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যেরূপ অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'বীরভূমি' নামক এক মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন। এই পরিষদের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জানিতেন। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক। সেই যুগে যে সকল উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য আজ এত উন্নত—সেই সকল রত্নের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অন্যতম। সে যুগের "একে একে নিবিছে দেউটি"—সকলেই গিয়াছেন, এখন একজন মাত্র অবশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধবয়সে এখন যুবকের ন্যায় উৎসাহী। পূর্ণবাবুর নিকট সে যুগের অনেক ছবি আমরা পাইয়াছি। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত—তাঁহার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু বলিলেন যে, পরিষদ্প্রতিষ্ঠাতৃ উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। তিনি সে সময় পরিষদের কার্য্যে বিশেষ ব্রতী ছিলেন এবং পরিষদের জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। তিনি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন—চণ্ডীদাসের দেশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন—চণ্ডীদাসকে তিনি অতি নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন—চণ্ডীদাসের একজন পরমভক্ত ছিলেন। পরিষদের জন্য ঐ পদগ্রন্থ সম্পাদন করেন নাই—প্রাণের টানে ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া পরিষদের হস্তে দিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন—ভাবুক ছিলেন। আর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' নীলরতন বাবু সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া এত মধুর হইয়াছে—এত সুন্দর হইয়াছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন—কি করিয়া তিনি সময় পাইতেন, তাহা জানি না। এই মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা কেহ কখনই ভুলিবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনের সংবাদ যথাসময়ে পান নাই বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর বিষয়ে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অনেক কথা অবগত আছেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি ৺নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্র পাঠ করিতে পারিতেন। নীলরতন বাবু ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে বীরভূম জেলার জামনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কান্দী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বর্দ্ধমানে পড়িতে আসিয়া বর্দ্ধমানের রাজ-লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। বি এ পাশ করিয়া তিনি মুরশিদাবাদের বেলডাঙ্গার স্কুলে হেডমাষ্টার হন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতে আসেন। এখানে কটন স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার (Bengal Academy of Literature) স্থাপিত হয়, তৎপরে ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়। সে সময় তিনি পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। Bengal Academy of Literatureএর পত্রিকায় প্রথম বাঙ্গালা যে প্রবন্ধটি বাহির হয়, তাহা তাঁহারই লিখিত। প্রবন্ধের নাম "ইংরাজ অধিকারে বাঙ্গালা কাব্য"। দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি কীর্ণাহার হইতে ১৮৯৭খৃঃ 'বীরভূমি'

নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তথায় নূতনভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবাহ চালাইয়াছিলেন। তৎপরে ১১ বৎসর রামপুরহাটের স্কুলে হেডমাষ্টারের কাজ করেন—সেখানে 'বীরভূম-বাসী' নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালাইয়াছেন। তিনি একজন আদর্শ হেডমাষ্টার ও আদর্শ গৃহী ছিলেন; ইংরেজি শিক্ষা পাইয়াও তাঁহার সেকেলে ধরণ ধারণ বজায় ছিল। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরবের সামগ্রী। এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি ১৪ বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশিত হওয়ার পর, তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলী'র নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ব্রজকথা' নামক এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীরভূমবাসীর পক্ষে যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, ৺নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্রের জন্য শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে জানাইলে ভাল হইত এবং আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া ৺নীলরতন বাবুর বিষয়ে অনেক সংবাদ জানিতে পারা গেল এবং তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইল। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার সঙ্কলিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল না বলিয়া, তিনি পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিলেন। তৎপরে তিনি ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুইটি উপস্থিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবীণ সদস্য ও ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'-সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পবিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত মৃত মহাত্মাগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা বীরভূমবাসীর পক্ষে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন।

সভাপতি মহাশয় এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য বীরভূমবাসীর পক্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে এই দুইটির অধিবেশনের কার্য্য ৬৷৷০টার সময় শেষ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

(দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়)।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ :—(ক) শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়-লিখিত "ব্রহ্মা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-লিখিত "মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) শ্রীকান্ত বিশ্বাস, (খ) নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (গ) পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। গত চতুর্থ ও পঞ্চম মাসিক ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগুলির বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং উক্ত কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, এতদিন এইসকল কার্য্যবিবরণ অধিবেশনে উপস্থিত না করা উচিত হয় নাই, যাহাতে অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অতঃপর সেইরূপ ব্যবস্থাই হইবে। কার্য্যবহুল্যবশতঃ এত দিন হইয়া উঠে নাই।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় অদ্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত 'ব্রহ্মা' নামক প্রবন্ধ ইতিহাস-শাখার অনুমোদিত হইয়াছে এবং ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-লিখিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্রহ্মা' নামক প্রবন্ধের ইহা আলোচনা। পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। তৎপরে এই প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ তাঁহার প্রণীত উক্ত নামীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লেখক পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সত্বরেই প্রকাশ্য গ্রন্থ হইতে যে সকল নমুনা দিলেন, তাহা শুনিয়া বোধ হইল যে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্ হইবে এবং তাহা প্রকাশিত হইলে, সমালোচনার অবসর পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগে বাঙ্গালায় সব জিনিস সস্তা ছিল, কিন্তু টাকা ও যানের দুর্ভিক্ষ ছিল। এ অবস্থা খুব সুবিধাজনক নহে। তখন সোণা-রূপা সস্তা ছিল—সাত হাত কাপড়ে চলিত। এখনকার অবস্থার সহিত তখনকার অবস্থা তুলনা করা চলে না। ১৩শ শতাব্দীতে কোন লোকের ১২৲ টাকায় বৎসর কাটিয়া যাইত—শুনিয়া মনে হয়, স্বপ্ন। তখন দুর্ভিক্ষ হইত, কিন্তু তাহা স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিত—দেশব্যাপী হইত না। তুলনার সময় কেহ যেন ভুল করিয়া মনে না করেন যে, তখনকার অবস্থা এখনকার অবস্থার অপেক্ষা ভাল ছিল। এখন টাকা বেশী—অবশ্য তাহা আমরা খাই না। তখনকার সুখ এখনকার দুঃখের নামান্তর। এই বলিয়া বক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে তাঁহার নিজের ও পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি আংশিকভাবে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তথাপি তিনি মধ্যযুগের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেশে সে সময়ে যে অন্নকষ্ট ছিল না এবং নানা কৃত্রিম অভাব পূরণ করিবার জন্য লোক পাগল হইয়া বেড়াইত না, তাহা বেশ বোঝা গেল। অন্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া এ দেশের লোকের কৃত্রিম অভাব যে বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বাবু যাহাই বলুন, লোকবিশেষের মধ্যে টাকা বেশী হইলেও এখন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে অন্নকষ্ট অধিক হইয়াছে। সে কালে যানের ও টাকার অভাব ছিল সত্য এবং তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে পাঠাইয়া স্থানীয় অভাব মোচন অথবা টাকা আনিতে সুবিধা ছিল না, কিন্তু তখন দেশে এত প্রচুরপরিমাণে ফসল জন্মিত যে, দীর্ঘকালব্যাপী অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক বিপ্লব না হইলে কোথাও দুর্ভিক্ষ হইত না। বিদেশের পণ্ডিতগণ

এদেশে বেড়াইতে আসিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে, কখনই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ এদেশে হইত না। তখন দুর্ভিক্ষ কদাচ স্থানবিশেষে হইত, দেশ জুড়িয়া হইত না। প্রবন্ধ শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন আমরা কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি। তখন ডাকাত প্রভৃতির উপদ্রব থাকিলেও, এখনকার মত অসুখী কেহ ছিল না। সংসারের অসচ্ছলতাই সকল অসুখের নিদান। পেটের ভাতের সংস্থান থাকিলে লোক অন্য অসুবিধা তত গ্রাহ্য করে না। কালীপ্রসন্ন বাবুর তখনকার এই চিত্র পড়িয়া এবিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৬। সভাপতি মহাশয় পরিষদের সদস্য শ্রীকান্ত বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, 'বন্দে-মাতরম্‌', ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌; কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট্‌; কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেনগুপ্ত বি এ, এম্‌ বি, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—মোহন্ত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্‌। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ মালীপাড়া লেন, বরাহনগর, পোঃ আলাম-বাজার; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত, ৯।১ শোভারাম বসাক গলি, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু এম্‌ এ, বি এল্‌, ৫৭।২এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্‌। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম্‌ এ, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ নিয়োগী, ২৫।২ বৃন্দাবন পাল গলি; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, পুলিশ হাঁসপাতাল, রসারোড় নর্থ, প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সান্যাল এম্ এ, বি এল্, ১০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ১১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৫ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বৌবাজার; শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামমোহন রায় রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, ১৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২১ গ্রে ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত রাসগৌর ঘোষাল, ১২১ গ্রে ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বর্দ্ধমানরাজ, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ সাহা, রাধানগর, বর্দ্ধমান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মণ্ডল, ৮ হরচরণ মল্লিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বর্দ্ধমান, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ময়ূরমহল, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বড়-বাজার, বর্দ্ধমান। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, জলপাইগুড়ি; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গতিমাধব রায় চৌধুরী, ৭৪ বদরী-দাস টেম্পল ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৪৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্‌সি, ২৯ মদন মিত্র লেন; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু বি এ, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ রায়, ১৪।১ সুবলচন্দ্র লেন; শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু বি এ, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখো-পাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ, ৫৯বি বাগবাজার ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বি টি, ১৪ পামার বাজার রোড, এণ্টালী; কুমার শ্রীযুক্ত শক্তি-শেখরেশ্বর রায় বি এ, ৫৬।১ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম্ এ, বি এল্, প্রাইভেট সেক্রেটারী, দ্বারভাঙ্গারাজ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মনোমোহন রায় এল্ এম্ এস্, চিফ মেডিকেল অফিসার, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীযুক্ত বি, সি, রায় বি এস্‌সি, এ এম্ আর এ এস্ ই, চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন, ব্রোচ্ (বোম্বাই); শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এ, অফিঃ হেড্ মাষ্টার, রাজ হাই স্কুল, দ্বারভাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মল্লিক, ৩২ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া; শ্রীযুক্ত হীরালাল নন্দী, ৪৫ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন, সাউথ ব্যাঁটরা. হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্ এন্ রায়, এম্ বি, এফ্ আর সি এস্ (এডিন), ডি বি এস্ (লণ্ডন), ৪৯ চক্রবেড়ে নর্থ, পোঃ এলগিন রোড; অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধাময় ঘোষ এম্ এ, বি এস্ সি (এডিন) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মেডিক্যাল কলেজ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন নাগ, ৬৩৷১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকৃষ্ণ মিত্র, ২০৷১ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মুন্সী, ৫৫ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র পোষ্ট মাষ্টার, বাঁকুড়া ; শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, বাঁকুড়া, প্রঃ—শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীরঘুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান ; শ্রীযুক্ত বনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তকের তালিকা

পুথি

চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড) ; উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়।

পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—উপহৃত পুস্তক—(১০) যম-জন্দ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৌলিক—(২) ময়মনসিংহের কথা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩) চতুর্ব্বেদ, (৪) সোনার কাঠি, (৫) স-জীবনী কালিদাসের কবিতা, (৬) মালসংক্রান্ত আইন ও অপরাপর নিয়মের সার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—(৭) বৃদ্ধবোধ বর্ণপরিচয়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৮) যজুঃসংস্কার-প'দ্ধতি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৯) 'সুব্রাহ্মণ' মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মজুমদার—(১০) ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বর-মীমাংসা। The Officer-in-Charge. Bengal Sectt. Book Depot—(১১) Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1921-22, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র-নাথ বসু—(১২) The Social History of Kamarupa, Vol. I. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৩) Statistical Tables relating to Banks in India, 1921. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) Popular Tales of Bengal, (১৫) Creative Unity, (১৬) Lion's Pilgrims, (১৭) George V. Our Sailar King. The Superintendent, Archaeological Survey of India. Western Circle—(১৮) Progress Report of Archaeological Survey of India, Western Circle. (Archaeology) for the year ending 31st March 1921. শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৯) Nadir Shah. শ্রীযুক্ত জে, সি, দত্ত,—(২০) Toru Dutt. শ্রীযুক্ত বামনদাস মজুমদার—(২১) Lord Sree Gauranga's Teactings to Sanatan Goswami. The Director, Geological Survey of India—(২২) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII. Part 4.

খ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৩। জরাসন্ধের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে চৈত্য ও রথ প্রভৃতি পাঁচটি পর্ব্বত ছিল। শত্রু এই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেই পর্ব্বত গর্জ্জন করিয়া উঠিত। ইহা ছাড়া তিনটি ভেরী শত্রুর আগমন বুঝিলেই গর্জ্জন করিতে থাকিত এবং দুইটি নাগ, রাজধানী প্রবেশে শত্রুদিগকে বাধা দিত। ভীম, পদাঘাতে শিখর চূর্ণ করিয়া পর্ব্বতকে, অর্জ্জুন বাণদ্বারা ভেরীত্রয়কে এবং কৃষ্ণ, গরুড়কে স্মরণ করিয়া নাগদ্বয়কে বিনাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের রাজধানীতে প্রবেশ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতে এ কথা নাই।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণসমেত ভীম ও অর্জ্জুন বৃষরূপধারী দৈত্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত তিনটি ভেরী এবং চৈত্যশৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া পুরপ্রবেশ করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৪। জরাসন্ধ, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া উপবাসী অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের সহিত অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ, একাদশীর উপবাস করিয়া, পরদিন পারণার সময় ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় গমন করেন।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণ প্রভৃতি যখন পুরপ্রবেশ করেন, সেই সময় বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাজা জরাসন্ধ, তৎশান্তির জন্য উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৫। জরাসন্ধ-বধের পর তৎপুত্র সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ-বধের পর, জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সৈন্যসকল নিহত হইলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

মূল মহাভারত

ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জরাসন্ধ নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং জরাসন্ধবধের পর, সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, তিনিও তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৬। রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত দিগ্বিজয় করিতে অর্জ্জুন উত্তরে, ভীম পূর্ব্বে, নকুল পশ্চিমে এবং সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

রাজসূয় যজ্ঞে দিগ্বিজয় করিবার জন্য ভীম উত্তরে, অর্জ্জুন দক্ষিণে, নকুল পূর্ব্বে এবং সহদেব পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন।

মূল মহাভারত

অর্জ্জুন উত্তর, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক্ জয় করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৭। কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান নাই।

সপ্তয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন, দক্ষিণে সিন্ধুকূলে মন্দার পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে চন্দ্রানদীর তীরে স্থবর্ণকন্দলী বনে হনূমান্ বাস করেন। সাক্ষাতে উভয়ের পরিচয় হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার নিকট নিজের লঙ্কাগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অর্জ্জুনের পক্ষে সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া হনূমান্ মত প্রকাশ করিলে, অর্জ্জুন বলিলেন যে, ইহা অতি অল্পায়াসেই হইতে পারে। তখন অর্জ্জুন সমুদ্রের উপর একটি শরময় সেতু নির্ম্মাণ করিলে, হনূমান্ পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন। হনূমান্ পূর্ণ বলপ্রয়োগ করিয়াও সেতু টলাইতে না পারিয়া, সমুদ্রে অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সেই সেতুর প্রত্যেকটি শর স্বয়ং নারায়ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হনূমান্ তখন পরমভক্তজ্ঞানে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

মূল মহাভারত

মূলে নাই।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ ফাল্গুন, ১৩২৯, ৭ই মার্চ্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (দ্বাদশ অধ্যায়)। বক্তা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজো-লিখিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই অনুবাদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, এই অনুবাদ শুনিয়া মনে হইল না যে, ইহা অনুবাদ; ইহা মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, ১০ই মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬া০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (বৌদ্ধ-নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ) নামক ২য় প্রবন্ধ। বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৌদ্ধদর্শনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইতেছে। আশা করি, তিনি যখন তাঁহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবেন, তখন যে যে বিষয়ে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন, সেগুলি যেন বিস্তারিতভাবে বলেন। আমরা আরও আশা করি, তিনি মনো-বিজ্ঞানের মত বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েও একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। ঋত ও সত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণার অনুযায়ী হইলেও, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যেরা বলেন যে, প্রাচ্য নীতিবাদ (Ethics) পরার্থসাধক নহে এবং অসঙ্গতরূপে Ascetic, বক্তা ইহার সঙ্গত প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা একমত।"

তাহার পর সভাপতি মহাশয় আরও কয়েকটি বৌদ্ধদর্শনের গুরুতর কথার আলোচনা করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৯, ২৫এ মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি প্রাচীন মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "অগ্নি" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সকল কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্ট লিখিত উপহারপ্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

মুদ্রার শ্রেণী	ধাতু	সংখ্যা
দুরাণীবংশীয় তৈমুর	রৌপ্য	৭
মোগলবংশীয় সাহ্‌জাহান	”	১
” সাহ্‌আলম ২য়	”	১
সুরবংশীয় ইস্‌লাম সাহ্‌	তাম্র	১১
মালবদেশীয় খিলজিবংশীয়	”	২
প্রাচীন সুলতান কোবাচা		
নাসিমুদ্দিন কোবাচা (?)	”	১
মহম্মদ সাহ বিন (?)	”	১
		২৪

৬। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী
৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার।

৭। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং বিখ্যাত উকীল মনোজমোহন বসু বি এল্‌ মহাশয়ের এবং মুরশিদাবাদ-রঘুনাথগঞ্জের জমিদার তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মনোজ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি পরিষদের পক্ষে মৃত মহাত্মাগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহাদের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হইবে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "অগ্নি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, রায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্‌ এ, বি এল্‌, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌ এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, যে,

'অগ্নি' বিষয়ে এত আলোচনার জিনিস রহিয়াছে যে, ২।৩টী অধিবেশনে সেই সকল আলোচনার ফল জানাইতে পারা যায় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ঠ

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র রায়, ১৷৩ বিডন রো; শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস, ১০৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভড়, ৩১ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ২৷১৷১ সার্পেন্টাইন লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ শচীন্দ্রভূষণ পাল বি এ, এল্ এম্ এস্, ৩০ মথুরসেন গার্ডেন লেন; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল স্মল কজ কোর্ট, ৬ ব্লাকোয়ার স্কোয়ার; শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, ৪৷৩ হেমকর লেন; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ৭ প্রাণনাথ চৌধুরী লেন, কাশীপুর ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হারাণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি, এন্, আর্; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি, এন্, আর, H. C. Construction Dist. No. 2. Sub division, No. 2. Camp. প্রঃ—শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, চাঁইবাসা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, উকীল, চাঁইবাসা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মণ্ডল, জমিদার, গ্রাম কশাড়িয়া, পোঃ খেজরী, (মেদিনীপুর)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হারাচন্দ্র দাস, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, ২৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর বি এল্, ২৫৷১৷১ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার, হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুল; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, চুঁচুড়া; মৌলবী খলিলুর রহমান খাঁ এম্ এ, চুঁচুড়া, ইংলিশ রোড; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ পাইন, জমিদার, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাইন, এটর্ণি-এট্-ল, ঘুটিয়া-

বাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক বি এল্, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কন্‌জারভেটর অব ফরেষ্ট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং; শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু বি এস্‌সি, জিয়লজিষ্ট, রামগড় পোঃ, হাজারিবাগ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এস্‌সি, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কন্‌জারভেটর অব ফরেষ্ট, বাগডোগরা পোঃ, দার্জ্জিলিং; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, উকীল, নড়াইল, যশোহর; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়, উকীল, ৪।ই মোহনলাল ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত অম্বিকামোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেঁপা, মধুপুর, রংপুর, প্রঃ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব-ডাঃ শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী, চিফ্ মেডিকেল অফিসার, জামসেদপুর; ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, হেল্‌থ অফিসার, জামসেদপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার, রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল, কটক; শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বালুবাজার, কটক। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী পাল, ১১৩ হ্যারিসন রোড; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আঢ্য, লালচাঁদ আঢ্য এণ্ড কোং, মীরবহর ঘাট, রাজার চক, বড়বাজার, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস্‌সি, ৭৪ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গ্রাম কালীয়ারা, পোঃ, চন্দননগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১।১ হরিতকীবাগান লেন; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধায়ের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার, আরমাণিটোলা, ঢাকা; শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার ও মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ার-ম্যান্, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা, উকীল, জজকোর্ট পাবনা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার আয়কত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চাঁইবাসা, সিংহভূম। শ্রীযুক্ত মুরলীধর মিত্র, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, চাঁইবাসা, সিংহভূম। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপতিকান্ত রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার বি এ, ২ বেণীনন্দন লেন, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ দত্ত, ১০।২ অবিনাশ মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী. সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মণ্ডল, ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিস, ৬৫বীডন্ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, কৃষ্ণনগর।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি—

চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ)—উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার দত্ত এল্ এম্ এস্।

পুস্তক—

উপহারদাতা—The Registrar, Calcutta University—(১) Journal of the Department of Letters, Vol. IX. 1923, (২) Calcutta University Calendar for the year 1920. Part III. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩) Lover's Gift and Crossing (Tagore), (৪) The Gardener (Tagore), (৫) Sakuntala or Fatal Ring, (৬) The Meghduta or Cloud Messenger, (৭) Bhagabat Gita or Sacred Song. Le Editeur, Librairie Ancienne, H. Champion—(৮) Bulletin De La Societe De Linguistique De Paris. Tome XXIII No 3. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat. Book Depot—(৯) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1921-22. (১০) Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal, 1921-22. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১১) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1921-22. Agricultural Advisor to the Govt. of India—(১২) Review of Agricultural Operations in India, 1921-22, The Officer-in-charge, Bengal Sect. Book-Depot—(১৩) Report on Administration of Bengal during 1920-21. শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—(১৪) মোগল বাদসা, (১৫) একটা-কিছু, (১৬) খেয়াল ; শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু—(১৭) প্রতিষ্ঠা, (১৮) চরকার উৎসব ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর—(১৯) গান্ধি-কীর্ত্তন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২০) মুক্তধারা, (২১) বিবাহ-তত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ব-বিশারদ—(২২) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (১ম খণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব), (২৩) ঐ ২য় খণ্ড মেরুতত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত সম্পাদক, ব্রাহ্মণরক্ষা-সভা, কাশী—(২৪) ত্রিসন্ধ্যা-তত্ত্ব, (২৫) শিবার্চ্চন-তত্ত্ব, (২৬) রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য, (২৭) তুলসী-মাহাত্ম্য, (২৮) গঙ্গোদক-মাহাত্ম্য ; শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, (২৯) কবিকথা, ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৩০) আর্ট ও সাহিত্য ; শ্রীযুক্ত প্রকাশক, জ্ঞান-মণ্ডল, কাশী, (৩১) সারনাথ কা ইতিহাস (হিন্দী), (৩২) ব্রিটিশ ভারত আর্থিক কা ইতিহাস, (৩৩) রাজনীতি-শাস্ত্র (৩৪) রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-শাস্ত্র, (৩৫) আঙ্গেজ জাতি কী ইতিহাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৮। জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। তৎপরে অর্জ্জুন প্রভৃতির দিগ্বিজয়যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করেন। পরে অর্জ্জুন প্রভৃতি দিগ্বিজয় করিয়া আসিলে, তিনি দ্বারকায় যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৯। ময়-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

যুধিষ্ঠির ভাগীরথীতীরে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, এমন সময় ময় দানব আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং পরে সেই সভায়ই যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

মূল মহাভারত

এবিষয়ে মূলে কিছু উল্লিখিত নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৬০। রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে কৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজগণ স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলে, দুর্য্যোধন কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন। একদিন শকুনির সহিত তিনি ময়-নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় স্ফটিক-নির্ম্মিত বেদী দেখিয়া তাঁহার জলাশয়ভ্রম হইল; অমনি ভিজিবার ভয়ে বস্ত্র গুটাইতে লাগিলেন। এইরূপ জলাশয়ে স্থলভ্রম করিয়া তাহাতে পড়িয়া গেলেন; প্রাচীরে দ্বার বোধ করিয়া গমন সময়ে কপালে আঘাত পাইলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে সভাস্থিত সকল লোক হাসিয়া আকুল হইল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ সময়ে অন্যান্য রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন যখন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন, সেই সময় ময়-নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ করিয়া দুর্য্যোধনের স্থলে জল, জলে স্থল ও অদ্বারে দ্বারভ্রম হয় এবং তজ্জন্য সকলের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হয়েন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬১। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পঞ্চপাণ্ডব পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনায় আসিলেন এবং দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

লাইব্রেরী ও উপহার-পুস্তক

আমেরিকা ভ্রমণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ বি, এস্ (ইলিনয়) এম্, এ, জি, এ প্রণীত।

ইহাতে আমেরিকার ফ্যাক্টরী—স্বাবলম্বন—অর্থোপার্জ্জন—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা—সামাজিক চিত্র—আমোদ-প্রমোদ—বরফের উপর খেলা, "বল"নাচ প্রভৃতি—অনেক কথাই আছে। "মার্কিন-মহিলা" বিষয়ক-পরিচ্ছেদগুলিতে অনেক চিত্তাকর্ষক কথা আছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

কয়েকটী অভিমত—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন,—* * * "এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় মনোজ্ঞ-ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তক পড়িতে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। আপনার পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে আনন্দিত হইব।"

সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক এচ, কে, সরকার—"গ্রন্থকারের ছবি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা আছে।"

লাহোর আইন কলেজের প্রিন্সিপাল কে, সি, চ্যাটার্জি—"ঐ পুস্তকখানি অতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। আমি ইহা হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিলাম।"

Prof. S. C. Mahalanabis, Presidency College—"I hav eread some parts of the book and found your description very interesting. The dedication and the beginning of the book see med quite touching."

প্রবাসী—"আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে।"

ভারতবর্ষ—"বইখানি প'ড়লে ঘরে বসিয়াই আমেরিকা ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করা যায়।"

দৈনিক বসুমতী—"পুস্তকখানি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক তথ্যে পূর্ণ।"

(১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)

পুস্তকখানি নীল কাপড়ে বাঁধান; নাম রূপার জলে লেখা। ত্রিবর্ণ ও একবর্ণের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে; ইউ রায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক আর্ট-পেপারে মুদ্রিত।

মূল্য দুই টাকা; ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তকালয় ও অধ্যাপক এস্ সি সিংহ, বহরমপুর, বেঙ্গল।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি

শ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পর্য্যন্ত ৬৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত পদগুলির টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দুরূহ পদের সুললিত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১৷৽ ও সাধারণের পক্ষে ১৸৽; এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲, ১।৽; সাধারণ-পক্ষে ১৷০, ১৸৽।

—o—

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত দর্শনের নিবিড় সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র ষড়্দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ ও শব্দসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—১।৽ ও সাধারণের পক্ষে—১৷৽

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—o—

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, সাধারণ-পক্ষে ৩৲।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রা বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্যপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য—৩।৵০, সাধারণের পক্ষে—৫॥০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাক, ডাকমাশুল ৷৹ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিষদের সদস্যগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় লিখিত পুঁথির লিপিকাল শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়……গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে……বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ…… বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"— "মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

'The Author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৸০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৬১৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, 'পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"The present work 'Aprakashita Padaratnavali" is an out come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * * এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ত্রিংশ ভাগ]　　　　　　[চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(…মাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

	প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	১১৯
২।	উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি ...	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ	১২৭
৩।	জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ (.) ...	শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ	১৪৩
৪।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ...	...	৮৯—৯৬
৫।	বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ...	...	১—৬০
৬।	২৯শ বর্ষের মাসিক কার্য্য-বিবরণ ...	...	৭৯—৯৭
৭।	৩০শ বর্ষের „ „ ...	...	১—১২

বিশেষ দ্রষ্টব্য - সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাঁহারা যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবন-চরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার *

সমাজ ও সামাজিক-জীবন ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা লৌকিক ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবরণ পাই। যদিও উহা খুব অল্প, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের তাৎকালিক সমাজের ধর্ম্মজীবন এবং লোকসাধারণের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ইহার মূল্য কম বলা যায় না।

অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ নহে বা উহাতে কৌটিল্য ধর্ম্ম,অর্থ বা কাম—এই ত্রিবর্গের আপেক্ষিক মর্য্যাদা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ কোন বাদানুবাদ করেন নাই। তাহা হইলেও অর্থশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক কথাই পাওয়া যায়। বিদ্যা-সমুদ্দেশ অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের ভিত্তিমূলক শাস্ত্রসমুদায়ের উদাহরণ পাই। এই সম্পর্কে কৌটিল্য আন্বীক্ষকী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, আন্বীক্ষকী বা তর্কশাস্ত্রের (চিন্তামূলক দর্শনের) উদাহরণ-স্বরূপ তিনি সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তের কথা বলিয়াছেন (সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী।—অ° শা° পৃঃ ৬)। এগুলি দেখিয়া কৌটিল্য-সম্বন্ধে একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য রাজনৈতিক লেখকদিগের মধ্যে তিনিই পর বিজ্ঞানকে (Metaphysics) উহার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছেন।[১] অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষকীর বিবরণ আমরা পাই না বলিলেই হয়; বর্ত্তমান রচনাতেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্য এবং যোগ-সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে কিছুই পাই না এবং লোকায়তের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। লোকায়তিকেরা অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনাদিতে নাস্তিক—পার্থিবসুখপ্রয়াসী বেদবিরোধী জড়বাদী বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছেন।

লোকায়ত-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে কামসূত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে আমরা যাহা পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, লোকায়তিকেরা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা প্রচার করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বেদের বিরুদ্ধবাদীদিগের এবং ব্রাহ্মণদিগের শত্রুদের মধ্যে বৌদ্ধেরা এবং আজীবকেরাই প্রধান। কৌটিল্য সিদ্ধতাপস ভিন্ন ইহাদের আর সকল সম্প্রদায়েরই উপর বিদ্বেষ-ভাবসম্পন্ন। সিদ্ধতাপসদের কথা আমরা পরে বিশেষরূপে বলিব। এই সকল দলের প্রতি কৌটিল্যের বিদ্বেষভাব তৎকালীন লৌকিক বিরাগেরই পরিচায়ক। ইহার বিবরণ অপরাপর অনেক পুরাতন গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা।

প্রকীর্ণক-নামক অধ্যায়ের কোনও বিশেষ স্থলে বৌদ্ধ এবং আজীবকদিগের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় আমরা দেখি যে, যজ্ঞ উপলক্ষে অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার সময় যদি কেহ শাক্য বা আজীবকদিগের ন্যায় "বৃষল-প্রব্রজিত"দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তবে তাঁহার ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইত ("শাক্যাজীবকাদীন্ বৃষল-প্রব্রজিতান্ দেবপিতৃকার্য্যেষু ভোজয়তঃ শত্যো দণ্ডঃ।"—অঃ শাঃ পৃঃ ১৯৯)। এই ব্যাপার এবং পাষণ্ডদিগের প্রতি প্রযুক্ত অপরাপর নিয়মাবলী হইতে এই সকল দলের উপর শাসন-কর্তৃবর্গের মনের ভাব প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে গ্রামে থাকিতে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেওয়া হইত না। শ্মশানের নিকট তাহাদিগের আবাস থাকিত। (পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ)।

"বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত"।—পৃঃ ৪৮। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও প্রধান দার্শনিক-সম্প্রদায়গুলির কথা অতি অল্প, তথাপি অর্থশাস্ত্রের বিবরণে লৌকিক ধর্ম্মের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে এবং উহা সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তুলনাকল্পে বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা যে ইহাতে কেবলমাত্র বহুসংখ্যক দেবদেবীর, রাক্ষস এবং প্রেতাত্মার পূজাকলাপ দেখিতে পাই, তাহা নহে, অদ্ভুত ক্রিয়াদি এবং প্রাচীন যুগের সংস্কার প্রভৃতিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আজ পর্য্যন্ত উহাদের অনেকগুলি প্রচলিত আছে। কৌটিল্যের সময়ের দেবদেবীর মধ্যে কতকগুলি বৈদিক যুগে এবং অপরগুলি নিঃসন্দেহে তৎপরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বশ্রেণীর ভিতর ইন্দ্র, যম, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, সোম, অদিতি, অনুমতি, সরস্বতী ইত্যাদির নাম অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রকে শচীনাথরূপে বৃষ্টিদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইত (পৃঃ ২০৬, ১, ১০)। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য নামক ক্রিয়াতে ও বন্ধ্যানারীকে পুত্রদানের এবং গর্ভস্থিত শিশুর গুণবৃদ্ধির জন্যও ইন্দ্রের পূজা করা হইত। পরলোকগত মৃতব্যক্তিদিগের নিয়ামক বা দণ্ডকর্ত্তা-হিসাবে যম তাঁহার পূর্ব্বপদ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বরুণও মন্দকর্ম্ম বা কুকার্য্যকরণেচ্ছুর দমনকারী বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূজিত হইতেন।

এ সকল ছাড়া আমরা পরবর্ত্তি যুগের কতকগুলি দেবতা-সম্বন্ধে অনেক আভাস পাই। যথা,—কোনও নূতন নগর বা দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ার পর, তাহার কতকগুলি অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্কে কতকগুলি দেবতার উল্লেখ পাই। তাঁহাদের পূজায় নূতন নগরবাসীদিগের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া কৌটিল্য মনে করিতেন। সেই সকল দেবতার নাম,—অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বি, শ্রী এবং মদিরা। (অপরাজিতাপ্রতিহত-জয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ।—অঃ শাঃ পৃঃ ৫৫—৫৬) এই সকল দেবতাদিগের সম্মানের জন্য নগরমধ্যে (দুর্গমধ্যে) মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। এই সকল

দেবতাদের মধ্যে প্রথম চারিটির নাম্ জৈন-গ্রন্থ 'উত্তরাধ্যয়নসূত্রে' পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমুদায় দেবতার পূজার বা সার্থকতার কথা কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। দেবতাদিগের নামগুলির অর্থ কিন্তু খুব স্পষ্ট। অপরাজিত এবং অপ্রতিহত অর্থে শত্রুদিগের দ্বারা অবিজিতকে বুঝায়; জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্ত শব্দে 'রণে বিজয়ী'—বিজয়দাতা বুঝায়। ইঁহাদিগকে আমরা যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া লইতে পারি। ইঁহাদিগের সঙ্গে আমরা শিবের পূজার উল্লেখ দেখি (আশীর্ব্বাদ বা মঙ্গলদাতা)। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও শৈবদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বৈশ্রবণ কিংবা কুবের—ইনি ছিলেন ধনাধিপতি, ইঁহার পূজা উপাসকদিগের ধনসম্পদ্ আনয়ন করিত। অশ্বিদ্বয় ছিলেন দেবচিকিৎসক, ইঁহাদিগকে চিকিৎসা-পারদর্শী বলিয়া জনসাধারণ ভক্তি করিত; শ্রী বা লক্ষ্মী প্রাচুর্য্য এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন—ইনি বৈদিকযুগের শেষার্দ্ধাংশ হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইনি প্রথম উল্লিখিত হন [শতপথ ব্রাঃ—পৃঃ ১১, ৪-৩ বিঃ; Buddhist India, পৃঃ ২১৭-২২০], পরে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অবশেষে মদিরার কথা বলা হইয়াছে। মদিরার বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ণনা হইতে এই জানিতে পারি যে, ইঁহার স্থান নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে এই দেবী মহাদেবী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত যুগে সম্ভবতঃ ইনি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নাম মদিরা (wine) দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সময়ে মদিরার প্রচলন খুব বেশী ছিল।

ইহার পর চারি দিকের চারিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ পাই। (যথাদিশং চ দিগ্দেবতাঃ)। উপযুক্ত স্থানেই ইঁহাদের মন্দিরাদি ছিল। নগরের চারিটি দ্বার চারিজন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইত। উক্ত দেবতাদের নাম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও সেনাপতি। (ব্রাহ্মৈন্দ্রযাম্যসৈনাপত্যানি দ্বারাণি···)। দুর্গমধ্যে কুমারী দেবীর পূজার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইত।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল নগরীতেই কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কিংবা নগররাজদেবতার উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করা হইত (ততঃ পরং নগররাজদেবতাঃ)।

গ্রামেও গ্রামবাসীদিগের নিজের দেবতা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ পাই। আমরা দেখি যে, গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। অপর কোনও স্থানে কৌটিল্য স্থানীয় দেবতাদিগের নামে বৃষ উৎসর্গের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৮, ১১১ ও ১১২, গ্রামদেববৃষাঃ)। উহারা অবধ্য ছিল।

পারিবারিক দেবতার কথাও আমরা পাই। তাঁহারা গৃহস্থালী বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

যে সকল দেবতাদিগের কথা বলা হইল, ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, এবং ইঁহাদিগের মন্দিরাদির পরিচালনের নিমিত্ত ক্ষেত্রাদি সংলগ্ন ছিল। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এ সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন পৃথক্ দেবতাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল।

সে সময়ে প্রতিমাদিরও প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না। অন্ততঃ দুই স্থলে দেবতাদিগের প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় (দৈবতপ্রতিমানাং চ গমনে দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।—পৃঃ ২৩৪, পং, ১৫; দেবধ্বজপ্রতিমাভির্বা" পৃঃ ৪০০, পং, ১৯)।

অন্যান্য উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যে নদী, পর্ব্বত এবং পবিত্র বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথাও পাওয়া যায়। উপনিপাত-প্রতিকার অধ্যায়ে এক স্থানে আমরা বন্যা-নিবারণার্থ পর্ব্বদিনে নদী-পূজার কথা পাই (পর্ব্বসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ)। গঙ্গাপূজার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেই পর্ব্বতপূজার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (পৃঃ ২০৮ ও ২০৯, —পর্ব্বসু চ পর্ব্বতপূজাঃ কারয়েৎ)।

এই সমস্ত দেবতাগণের পূজার পরেই আমরা বিপদ্ দূরীকরণার্থ দানব, উপদেবতা এবং এমন কি, প্রাণিপূজার কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য। কৌটিল্যের সময়ে দানবপূজা খুব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঔপনিষদিক পরিচ্ছেদে অসুরদিগের মধ্যে আমরা বলি, বৈরোচন, শম্বর, ভণ্ডীর-পাক, নরক, নিকুম্ভ এবং অন্যান্য অনেকের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই (পৃঃ ৪১৭—৪১৯)। ঘোটক ও হস্তিসমূহ হইতে ভূত দূরীকরণার্থ উপদেবতার পূজা সাধারণতঃ অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত (কৃষ্ণসন্ধিষু ভূতেজ্যাঃ।—পৃঃ ১৮৫, পং ৯ ও পৃঃ ১৩৯, পং, ৬)।

প্রাণিপূজার মধ্যে সর্প, ইঁদুর, কুম্ভীর এবং ব্যাঘ্র পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত পূজা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত। ইহার মধ্যে সর্পপূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে। "কোশাভিসংহরণম্" অধ্যায়ে ধনশূন্য রাজ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার কৌশল বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন্ত সর্পকে শূন্যগর্ভ সর্প-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে সর্পদেবতার উদ্দেশে কিছু দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করা হইত (পৃঃ ২৬৩)।

এতদ্ভিন্ন পবিত্র বৃক্ষ ও চৈত্যকে লোকে সম্মান প্রদান করিত। মাটির স্তূপ প্রভৃতিকেই সম্ভবতঃ চৈত্য বলা হইত। কতকগুলি চৈত্য বৃক্ষ এবং ধর্ম্মমন্দিরাদির সহিত সংলগ্ন থাকিত। ইহা বোধ হয়, ঐগুলি প্রাচীনতর আচারের বা বিশ্বাসের অঙ্গীভূত ছিল। এইগুলি রাক্ষস ও দুষ্টাত্মাদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। "উপনিপাত-প্রতিকার" নামক অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, পর্ব্বদিনের সময়ে দানবভয়নিরাকরণার্থ ঐ সমুদায় চৈত্যের পূজা করা হইত। এ সম্বন্ধে আমরা আরও যে সমুদায় ক্ষুদ্র বিবরণ পাই, তাহাতে জানিতে পারি যে, চৈত্যস্থিত আত্মাদিগকে পতাকা, ছত্র এবং অপরাপর জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করা হইত। ছাগবলির কথাও পাওয়া যায় (পর্ব্বসু চ বিতর্দিচ্ছত্রোল্লোপিকাহস্তপতাকাচ্ছাগোপহারৈঃ চৈত্যপূজাঃ কারয়েৎ।—পৃঃ ২১০)। রাজসরকার হইতে চৈত্যগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং কেহ যদি চৈত্যগুলির অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত (পৃঃ ১৯৭), যথা—

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু দ্রুমেষ্বালক্ষিতেষু চ।
ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্য্যা রাজবনেষু চ॥

লোকের মনের উপর দানব, অপদেবতা বা অন্য প্রকারের দুষ্টাত্মার খুব আধিপত্য ছিল। দানবদিগের কথা অনেক জায়গায় আছে এবং "উপনিপাত-প্রতিকার" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে,

অথর্ব্ববেদের পুরোহিতদিগকে তাহাদিগের দূরীকরণার্থ নিযুক্ত করা হইত। বলিতে কি, এই দানববিশ্বাস শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হইত।

লোকের মানসিক ভাব এইরূপ থাকাতে দৈবশক্তিতে, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসের আর অবধি ছিল না।

লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ার কথা অনেক স্থলে সুপরিব্যক্ত আছে। যেমন সিদ্ধতাপস জটিল, মুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বিনা আহারে অনেক দিন থাকিতে পারে; তাহারা তাহাদের উপাসকদিগের জন্য সম্পদ্ আনিতে পারে এবং সাধারণের ও নিজের মন্দ দূর করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বলিত যে, তাহারা এমন মন্ত্র-তন্ত্র জানে, যাহাতে রুদ্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের মনে ভালবাসা সঞ্চার হয়, কিংবা নূতন ক্ষত আরোগ্য হয়। এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সকল লোকের মধ্য হইতেই অপরাধীর অনুসন্ধানের জন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত।

ইহার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রাদিতে লোকের বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল। দেবতার কোপই মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং রাজসরকারও সিদ্ধতাপস এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ লোকদিগকে আপদ্ নিরাকরণের জন্য নিযুক্ত করিতেন। কৌটিল্য নিজেও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বৃষ্টির জন্য তন্ত্রমন্ত্র (পৃঃ ২০৮ "মহাকচ্ছবর্দ্ধনম্" ক্রিয়া নদীর তীরে বৃষ্টির জন্য!—বর্ষাবগ্রহে শচীনাথগঙ্গাপর্ব্বতমহাকচ্ছপূজাঃ কারয়েৎ), এবং মহামারীর কবল হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধ ও তাপসেরা যে কঠোর তপ, জপ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিত, তাহার উল্লেখ পাই (ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তিপ্রায়শ্চিত্তৈর্ব্বা সিদ্ধতাপসাঃ)। অগ্নির আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বদিনে অগ্নিপূজা করা হইত (বলিহোমস্বস্তিবাচনৈঃ পর্ব্বসু চাগ্নিপূজাঃ কারয়েৎ ॥)। মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ক্রিয়াগুলি করা হইত, তাহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। এই সমস্ত উপলক্ষে কেবলমাত্র যে দেবতাদিগকেই আহুতি প্রদান করা হইত এবং 'মহাকচ্ছবর্দ্ধন' ক্রিয়া করা হইত, তাহা নহে। শ্মশানে গোদোহন করা, মৃতদেহ (কবন্ধ) দাহ করা (তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্দ্ধনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ।—পৃঃ ২০৮) এবং রাত্রিতে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত।

কোন না কোন সাধনের জন্য লোকে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া করাইত, যেমন অর্থ ও সম্পদ্ পাইবার জন্য, পুত্রজনন জন্য, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইবার জন্য ক্রিয়াদি। অর্থশাস্ত্রের শেষ পুস্তকটি হইতে আমরা এই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যার বা কৌশলাদির কথা জানিতে পারি। তাহাতে আমরা যে কেবলমাত্র শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ঔষধ ও বিষের কথা পাই, তাহা নহে—ইহাতে অন্ধ, মূঢ়, বধির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং কুষ্ঠাক্রান্ত করিবার জন্য অনেক ঔষধ বা ক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ছাড়া ইহাতে এমন কতকগুলি বিধি-নিয়মের উল্লেখ আছে, যাহা পালন করিলে লোকে মাসাবধি উপবাস করিতে, অনেকদূর ভ্রমণ করিতে, অদৃশ্য হইতে, অথবা

অগ্নি ও ক্লান্তি হইতে নিরাপদ্ হইতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশই সিদ্ধ ও তাপসগণ দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; এমন কি স্বয়ং রাজারা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

এইগুলির অধিকাংশই চৈত্যে কিংবা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হইত। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা আরও দেখি যে, এ সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার কিংবা তাহাদের আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতার উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যশরীরের বিভিন্ন অংশে কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যুকবলিত নীচজাতীয় লোকের মস্তকের খুলিতে বিভিন্ন অদৃশ্য দৈবশক্তির আরোপ করা হইত। শ্মশানে দেবোদ্দেশে মদ্যদান ও প্রাণিবধ প্রভৃতি খুব ফলদায়ক বলিয়া ধারণা ছিল। এই সমস্ত উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিতে যে তন্ত্রের এক-আধটু অধিপত্য আছে, তাহার আভাস দেয়। কিন্তু এগুলি অথর্ব্ব পুরোহিতগণ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত অথবা প্রাচীন আচারের অনুকরণ মাত্র, বর্ত্তমানে আমরা উহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, এ সমস্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রে পরিণত একটি ধর্ম্মমতের ও আচারের তখন ক্রমবিকাশ হইতেছিল।

এই সময়ে আবার অনেকগুলি বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন ছিল,—ক্ষপণ, অভিষেক, রাজসূয়, ক্রতু। বিশেষতঃ এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত পুরোহিতগণের প্রাপ্যের নিয়মাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী এবং লোকের বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি দিন বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পর্ব্বদিন ব্যতীত আরও পবিত্র তিথির উল্লেখ আছে। এই সকল দিন বিশ্রাম দিন বলিয়া পরিগণিত হইত এমন কি, এই সকল দিনে শ্রমিকেরাও অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত কাজকর্ম্ম করিত না (পৃঃ ১১৪)।

উৎসবাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। অন্য প্রকারের সম্মিলন ত ছিলই, তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলন খুবই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র দেবরাত্রি উৎসব, যাত্রা ও সমাজের উল্লেখ আছে। জনসাধারণ এই সব সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে ও উপাসনায় সময় যাপন করিত। মদ্যপান এই সকল উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং চারিদিনের জন্য মদ্য প্রস্তুতে কোন লাইসেন্স লাগিত না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মিলনের কথাও উল্লেখ আছে (পৃঃ ২০৬ দেবরাত্রি)।

মানবজীবনে নক্ষত্রগণের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীতাধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শস্য উৎপাদনে বৃহস্পতি ও শুক্রের প্রভাব আছে। জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিতে নরপতিগণ পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্তদিনে তাঁহারা কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেন (বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ ;—পৃঃ ১৪৬)। কৌটিল্য নক্ষত্রের এরূপ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু নক্ষত্রগণের সুখ-সম্পদ্ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসবান্ লোককে তিনি নিজে নিম্নলিখিতভাবে উপহাস করিতেছেন।—

নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ত্ততে।
অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ॥—পৃঃ ৩৫১।

জনসাধারণ কিন্তু এ গুলিতে বিশ্বাস করিত। করকোষ্ঠী হস্তগণনা শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ (অঙ্গবিদ্যা) অস্থরচক্র ইত্যাদি দ্বারা অনেক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রাজা ও ধনীরা জ্যোতির্বিবদ্ মৌহূর্ত্তিক ভবিষ্যদ্বক্তা কার্ত্তান্তিক, নৈমিত্তিক ও কার্য্যলক্ষণবিদ্‌গণের (পৃঃ ২০৮) পরামর্শ লইতেন। জম্ভকবিদ্যা, প্রচ্ছন্নবিদ্যা, মায়াগত ইত্যাদিতে লোকের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ এ সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি *

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যখন প্রেমভরে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সেই অলৌকিক প্রেমাবেশ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বাসুদেব বাঙ্গালার নব্যন্যায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি যাঁহাকে কেবলমাত্র ভাবোন্মত্ত যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কয়েকদিনের আলাপের পরই বুঝিলেন যে, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভাও অলৌকিক। চতুর্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক এক তরুণ যুবকের নিকট বঙ্গ ও উৎকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পরাভব হইল। গুণ-প্রেম-বিমুগ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের লোকে পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, এই অপূর্ব্ব বার্ত্তা উৎকলের চারি দিকে প্রচার হইল এবং দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। রাজমন্ত্রী রায় রামানন্দ সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন। উৎকলের প্রতাপশালী স্বাধীন নৃপতি গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রও সন্ন্যাসীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহার পদধূলি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজপণ্ডিতের সাহায্যে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপে রাজপণ্ডিত, রাজমন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা যখন একে একে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত উৎকল-দেশ ব্যাপিয়া এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নেতৃস্থানীয় থাকিয়া যাঁহারা এতকাল হিন্দুসমাজের সমগ্র পূজার্ঘ্য পাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা কেবল ঈর্ষ্যাবশে শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে দূরে থাকিলেন; আর সকলেই আসিয়া তাঁহার অভিনব প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উৎকল—সকল স্থানের লোকই আপনার জন বলিয়া দাবী করিয়াছিল—কেন না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস উৎকলের যাজগ্রামে (জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' দ্রষ্টব্য); তথা হইতে উপেন্দ্র মিশ্র রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে গমন করেন এবং শ্রীহট্টে যখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন আবার জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। এই তিন অঞ্চলের লোককে প্রেমধর্ম্মের একতাবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ব ভারতের আধ্যাত্মিক-জীবনের একতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল না। দুঃখী শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ সমগ্র উৎকল দেশে যে প্রেমের স্রোত বহাইলেন, তাহার প্রভাব আজও উড়িষ্যায় অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বঙ্গভাষা কতদূর ঋণী, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালী তাঁহার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবনচরিত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদে বিভূষিত করিল। আর উৎকলবাসী যে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিবেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তাঁহাদের দেশে একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া কোন উড়িষ্যাবাসীরই কি সে চিত্র চিরতরে অঙ্কন করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা হইল না?

সে সময়ের উৎকল আজিকালিকার ন্যায় নির্জ্জীব ছিল না। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বাংশ জয় করিয়াছিল, তখনও উৎকল তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। উৎকলের অদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে তিনশত বৎসর মুসলমান অধিকার স্থায়ি-ভাবে স্থাপিত হইলেও, তাহাদের শৌর্য্য বা চাতুর্য্য উৎকলবাসিগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে নাই। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সময়ে (১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) উৎকল যে শুধু রাজনৈতিক হিসাবেই উন্নত ছিল, তাহা নহে—বিদ্যাগৌরবেও উৎকল ভারতের মধ্যে তখন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উৎকলদেশীয় কবি বলরাম দাস তাঁহার গুপ্তগীতায় লিখিয়াছেন,—

মুক্তি মণ্ডপ মধ্যর॥
বিপ্রে যে জপ স্তুতি সারি।
বসিলে বেদান্ত বিচারি॥

আবার ভাষা-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও দেখা যায় যে, সেই সময়েই জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মহাকবিগণ স্ব স্ব রচনার দ্বারা উৎকল-সাহিত্যের শোভা-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে-ছেন, এরূপ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল অনুসন্ধানের অভাবে আমরা ঐসকল গ্রন্থের বিবরণ অবগত নহি।

অথচ শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তাঁহার ধর্ম্মকে ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করিতে গেলে, উড়িষ্যা-বাসিগণের লিখিত গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইবে। আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কয়খানি প্রাচীন জীবনচরিত আছে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনার দিক্ দিয়া এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুরারিগুপ্ত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে ও গোবিন্দ কর্ম্মকার 'কড়চা'য় তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারি-গুপ্তের নবদ্বীপলীলা পর্য্যন্ত বর্ণনা খুবই প্রামাণ্য। তাহার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ততদূর প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুরারি গুপ্ত সকল সময়ে নীলাচলে উপস্থিত থাকিতেন না, বা তাঁহার সহিত দেশভ্রমণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সর্ব্বশেষে এই শ্লোকটি থাকায় গ্রন্থ-লেখার কাল সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়—

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

১৪২৫ শকে তো শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। তখনকার লেখা গ্রন্থ তাঁহার তিরোভাবের বর্ণনা থাকে কি করিয়া ?[1]

গোবিন্দের মুদ্রিত কড়চা' আজও সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকৃত্রিম বলিয়া গৃহীত হয় নাই। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইলেও, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রভৃতি অনেক সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কথার বিরুদ্ধবাণী আছে। কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিমৃত মহাকাব্যং,' 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' নামক গ্রন্থদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', বাসুঘোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রভৃতি সকলই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলির গ্রন্থকারগণ যদি ঐতিহাসিকভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘটনা-সম্বন্ধে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইত না এবং যে অল্প দিন পরে তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্যের বিলোপ হইবারও সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী সাধুপুরুষ ও সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের জীবনী লইয়া যেমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক একটি মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যকে লইয়াও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিবার ব্যাকুলতায় তাঁহারা তাঁহার সমস্ত জীবনীকে হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া দেখাইয়াছেন, আর না হয়, অলৌকিকতার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা পাইলে আমরা খুসী হইতাম, সেখানে তাঁহারা তত বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখান নাই। এক একটি মহাপুরুষ লইয়া যে সম্প্রদায় গঠন করা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিলে, তাঁহাকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝা যাইবে না, ইহাই হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রণালীর অভিমত।

১। তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ॥১।২।১৪

'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃষ্ঠায় একজন লেখক দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছিলেন লিখিতেছেন,—

চতুর্দ্দশশতাব্দেহন্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করিলে, শ্রীচৈতন্যের ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের প্রথম ও শেষভাগ বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত।

অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক জীবনচরিত, কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ আমাদের একমাত্র উপজীব্য। তাঁহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনীর তাবৎ উপকরণ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক ও সুপরিজ্ঞাত গ্রন্থ আছে, তাহাদের আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে উড়িষ্যায় কিছু পুস্তক, জনশ্রুতি ইত্যাদি পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় উৎকলে আমি কিছু অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উৎসাহে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়াই সৌভাগ্যক্রমে আমি দুইখানি মূল্যবান্ পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। পুথি দুইখানি গত ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইখানি পুথির সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট কিছু আলোচনা করিতে চাই।

ইহার মধ্যে প্রথম পুথিখানির নাম "কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বভক্তিলহরী-শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সংবাদ"। পুথিখানি ৺পুরীধামের উড়িয়া-মঠে ছিল। তথা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরস্থ 'মুক্তিমণ্ডপ' গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থ আমি চাওয়ায়, তিনি আমাকে উহা দেখিতে দিয়াছেন। গ্রন্থ ৮৫ খানি তালপত্রে ২২টি প্রকরণে সমাপ্ত। প্রতি পত্রে চারি লাইন করিয়া উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত পদ্যে লেখা আছে। পুথিখানি যে অতি প্রাচীন, তাহা দেখিলেই অনুমান হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় উহা পরীক্ষা করিয়া ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থখানির অক্ষর এত প্রাচীন যে, সাধারণ শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি উহার পাঠোদ্ধার ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই। আমি আমার বন্ধু 'উড়িয়া' আফিসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু দাস এম্ এ মহাশয়ের সাহায্যে যেটুকু পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে এক একটি করিয়া প্রশ্ন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর শ্রীচৈতন্য তাহার বিশদ উত্তর দিতেছেন। গ্রন্থকারের বা লিপিকরের নাম তারিখ প্রভৃতি গ্রন্থখানিতে কিছুই না থাকায়, ইহা কিরূপ প্রামাণ্য, তাহা এখন বলা যাইতেছে না। যদি এরূপ হয় যে, শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোন উৎকলবাসী ভক্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মপিপাসু ভক্তের নিকট অতি আদরণীয় হইবে। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইলে, উহার সহিত অপরাপর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়া তবে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাইবে। আর যদি ঐ গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিতও হয়, তাহা হইলেও, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বক্তা না করিয়া, শ্রীচৈতন্যকে বক্তা বানাইয়া তাঁহার মুখ দিয়া কি বলান হইতেছে, তাহাও জানিবার যোগ্য। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন,

তজ্জন্য আর কিছু না পাওয়া যাউক, উৎকলের বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ যে ইহাতে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুথিখানি যিনি নকল করিয়াছিলেন, তিনি দিগ্‌গজ পণ্ডিত! 'উবাচ' শব্দে বিসর্গ, 'ব্রহ্মণঃ' স্থলে 'ব্রহ্মস্য', গ্রন্থারম্ভে 'অথ' স্থলে 'ইতি' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভুল পাঠ লইয়াই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রকরণের প্রথমেই সার্ব্বভৌম ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ব্রহ্মস্য কিমরূপস্য ব্রহ্মো বা পরমোপর।
ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্ব মহাপ্রভো।

পরবর্ত্তী ১৩টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। ইহার পরেই সার্ব্বভৌম মন্ত্রাদি-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

মন্ত্ররাজ কিমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র পরে বদেৎ।
অমন্ত্রং মে বক্তব্যং কৃপাসিন্ধুস্বত্যাং ভবেতং॥

এইরূপে গ্রন্থমধ্যে মন্ত্র, বীজমন্ত্র, কামগায়ত্রী, রাধিকাতত্ত্ব, জগন্নাথমূর্ত্তিতত্ত্ব, ভক্তির সাধন, ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, 'হরেরাম' মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষ প্রকরণে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ভক্তি কুত্র স্থিতং বাপি মুক্তি কুত্র স্থিতং প্রভো।
ভক্তি মুক্তির্দ্বয়োর্ভেদো অনুকম্পায় মহাপ্রভো॥

শ্রীচৈতন্যের সহিত সার্ব্বভৌমের ভক্তি-মুক্তি লইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, তাহার সহিত এই প্রকরণে বর্ণিত বিচার কতদূর মিলিতেছে, তাহা গ্রন্থের সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার না হইলে বলা যাইতেছে না। গ্রন্থের স্থানে স্থানে সার্ব্বভৌম অতি সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতেছেন। দুই একটি স্থল আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিয়া আর উদ্ধার করিলাম না। গ্রন্থখানি শীঘ্রই সুপণ্ডিত দ্বারা নকল হইয়া আসিবে, তখন সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্য-বিলাস'। পুথিখানি পুরী মার্কণ্ডেশ্বর-সাহীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণজগদ্দেব রায়ের বাটীতে ছিল। কিন্তু ঐ পুথির প্রথম ভাগে 'নববৃন্দাবনবিহার'ও শেষভাগে 'প্রেমসুধানিধি' নামক গ্রন্থদ্বয় সংযুক্ত থাকায়, উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উহা দেখিতে পাইয়া পুথিখানি লইয়া আসিয়াছি। এ পুথিখানি তেমন প্রাচীন নহে, তবে সন্ধান পাইয়াছি যে, উড়িষ্যার একটি গ্রামে কোন প্রাচীনা বৈষ্ণবীর একখানি ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন পুথি ছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর,এখন তাহা খুব সম্ভবতঃ তাঁহার শিষ্যার নিকট আছে। আমি ঐ শিষ্যার সন্ধানও পাইয়াছি; শীঘ্রই পুনরায় উড়িষ্যায় যাইয়া প্রাচীন পুথিগুলির সন্ধান করিব।

এখানি উড়িয়া-ভাষায় লিখিত একখানি অতি সুন্দর কাব্য। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর কাব্যকে

Dramatic Poem বলিয়া থাকে। কবির নাম মাধব। তিনি যে বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন ও ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। গ্রন্থারম্ভে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে লিখিয়া আনিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্লোকটি—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো" প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ শ্লোক লিখিত আছে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব সম্ভবতঃ কবির স্বকৃত; কারণ, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে শ্লোকটি পাই নাই। শ্লোকটি অতিমধুর,—

অবিরতকৃতরাধাধ্যানসংকল্পগৌরঃ
ক্ষিতিপতিরমণীয়ং পূর্ণচন্দ্রাননশ্রীঃ।
পতিতগতিনিধার্য্যো ভূতলে খ্যাতকীর্ত্তিঃ
জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণচৈতন্যমূর্ত্তিঃ॥

একজন উৎকলবাসীর নিকট শ্রীচৈতন্যের যে ভাব সর্ব্বপ্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে। তৃতীয় চরণে "নিধার্য্যো" পদটি বোধ হয়, বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত নহে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন যে, যে সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবর্ণনায় যাইতেছে, তাহা উত্তমভাবেই যাইতেছে, অন্য সকল সময় বৃথা যায়। ঐ অংশ এবং পরে, কৃষ্ণকে না ভজিলে, জন্ম অজন্ম হয়, নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি বৃথা হয়, এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দুইটী স্থলের অবিকল অনুবাদ। ঐ অনুবাদ অতি হৃদয়গ্রাহী। কবি অতি সরল ভাষায় অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয়া বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি,—

সেহু সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপরে বিখ্যাত।
এমন্তে সে ব্রহ্ম বলি বোলন্তি জগত হে॥
বনলতা তরুজল সবরূপ সেহি।
সর্ব্বজীবঠারে পরমব্রহ্ম অছি রহি যে॥
এমন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহু অন্তি ভ্রম।
এহু দুহইটী নিশ্চে, শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম যে॥
বন ঘন জল ব্রহ্মা বোলি বোলু যেবে।
এহাঙ্কর নাম ধরি দেখু থাই সর্ব্বে যে॥
কাহারি ত মুক্তি নোহে সুখ দুঃখ হোএ।
ঈশ্বরের মায়া এহু তহিঁ রে ভ্রমারে যে॥
শুন মোহ তত্ত্ব দিব্য, তত্ত্বর বিধান।
ক্লেশ মাত্র রহে ন, লভন্তি সুখমান যে॥

বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি।
এ আদি নাম তাঙ্কর অটে গতিকারী যে॥
রাজার যেমন্ত রাজ্য পালহে অটই।
তাহার দেবার সর্ব্বজনকু হুমই হে॥
তহিঁ অন্তেপুর হই অছন্তি তাহার।
তহিঁ অন্ত ঠাকু গলে, দিশে বলৎকার হে॥

এই অংশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ব্রহ্মের বিশ্বানুগত্ব বা বিশ্বময়ত্ব (Immanence) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নষ্ট করিয়া দেয়। Pantheism অনেক সময়ে জড়-বাদে পরিণতি লাভ করে। 'তরু-লতা আদি সকলই ব্রহ্ম'—এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্থকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে। এই কারণে তিনি ব্রহ্মের Transcendence বা বিশ্বাতীতত্ব বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকাশিত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া-বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ-বৈভব আছে। রাজা স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেথান হইতে শক্তি চালন করিয়া কর্ম্মচারিগণের দ্বারা তিনি যেমন রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ সেইরূপ নিজের স্বরূপ-বৈভবে থাকিয়া মায়াশক্তির সাহায্যে দেবগণের দ্বারা বিশ্ব শাসন করিতেছেন। স্বরূপশক্তির এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ শিক্ষা। কবি এই তত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন।"

কবি মাধবের জীবনী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

সেহি শ্রীচৈতন্য কথা কিছিহি বর্ণিবি।
এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
বন্দাই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদকমলে চিত্ত রহু মাধবর যে॥

এই গদাধর শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত হইলে, মাধবের তাঁহার শিষ্য হওয়া খুবই সম্ভব হয়—কেন না গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের সেবা করিতেন। তাঁহার উৎকল-বাসী শিষ্য সেবক ছিল। এরূপ একজন শিষ্য এই মাধব হইবেন। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তি-রত্নাকর' খুঁজিয়া আমরা পাঁচ জন বিভিন্ন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে,—

শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥

উক্ত মাধব পট্টনায়ক কি এই গ্রন্থের লেখক হইতে পারেন? মাধব পট্টনায়কের সম্বন্ধে অন্য

কোথাও যখন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি একখানি সুন্দর লীলাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণব-বন্দনায় স্থান পাইয়াছে। আর উৎকলের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন বিদ্বান্ কায়স্থ-কুলে এই কবির জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এসম্বন্ধে আপাততঃ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না।

এই কাব্যখানি ঐতিহাসিকের তৌলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্বগৌরবের জন্য ইহা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইবে।

মাধব গ্রন্থশেষে বলিতেছেন,—

যেতে চরিত গৌরব ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল-ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥
সাধুজনে ন ধেন দোষ কহই মাধব তুম্ভ পদেরে আশ॥

ঐ ঠাকুর শব্দের অর্থ যদি গুরু ধরা যায় এবং উদ্ধৃত পদের অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, গদাধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই কাব্যাকারে উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্ হয়।

এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিতেছি,—

১। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসরকাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন। যেহেতু,—

(ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন, ইহা বলিয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—

ভকতঙ্ক ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাবন্তরঙ্গে
তঁহু নেউটি আইলে শ্রীনীলাচলে।
কৃষ্ণসুখে বঞ্চন্তি দিন পরম হরষ ভক্ত জনছি মন॥

(খ) নীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীচৈতন্যকে আহ্বান করিলেই ভূমিকায় লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গতি হয়,—

পতিতপাবন তুম্ভে গৌর অবতার।
যুগে যুগে এহিরূপে জনঙ্কু নিস্তার যে॥

(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্ত্তমানকাল উল্লেখ-পূর্ব্বক লেখা হইয়াছে,—

বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা।
হরিনাম গাঈ হয় ধন্ত তো রসনা যে॥
চৈতন্য রূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান।
প্রকাশ করি অছন্তি কহি শাস্ত্রমান যে॥

২। গ্রন্থখানি যদি শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে লেখা হইত, তবে কোন না কোন পরবর্ত্তী মহাজনের বন্দনা থাকিত, কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, কেশব ভারতী—এই কয়টী নাম ব্যতীত আর কোন নামের উল্লেখ নাই। কবির গুরু যদি গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যদি কেবলমাত্র গদাধরের শাখাভুক্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কবি তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুর বন্দনা করিতেন।

৩। যাঁহাকে চোখের উপর সর্ব্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণলীলার নিক্তিতে ওজন করিয়া কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরারি ও গোবিন্দ স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই, বৃন্দাবন দাসের ন্যায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলার উপমা টানেন নাই। কবি মাধব ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, এ কথা বলিলেও গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার কার্য্যের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। চোখের উপর শ্রীচৈতন্যকে না দেখিলে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার জীবনী আলোচনায় যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবর্ত্তী লেখকের নিস্তার পাওয়া কিছু কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

'তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল ভাষারে তঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।'

এই পদের অর্থ যদি অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

'ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।'

এই পদের 'ঠাকুর শ্রীমুখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া যদি গ্রন্থই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে? বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে ঠাকুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচনদাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বর্ণিত সন্ন্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লোচনদাস ঠাকুরের সহিত মাধবের গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ঐ 'ঠাকুর' শব্দ দ্বারা লোচনদাস উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

(১) লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির ও নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে। মাধবের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষ্ণবোচিত। তদ্ব্যতীত মাধবের ভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রসন্নগম্ভীর হইয়াছে।

(২) লোচনদাস মুরারির 'চৈতন্য-চরিত' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা ভূমিকায় বলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবের গ্রন্থ যদি অনুবাদ হইত, তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ থাকিত। মাধব মূর্খ নহেন—তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব-দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব ও ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। একমাত্র লোচনের নাম করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রন্থে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আভাস আছে, মাধবের মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই করিয়াছেন গোলোক, রুক্মিণী ও ভগবানের কথাবার্ত্তা লইয়া ও যেখানেই পারিয়াছেন—হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার মিল করিয়াছেন। লোচনের শ্রীচৈতন্য বেশ জানেন যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর যুবক। অথচ মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

(৩) লোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে—

তুহুঁর চরিত যেহু করিবি বর্ণন।
তেহু সুখ পাইবে এথিরে সাধুজন হে॥

এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বলিবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন?

(৪) লোচন শ্রীচৈতন্যের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

(৫) মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশমছন্দে লোচনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার করিলাম না।

(৬) অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,—

(ক) কেশব ভারতী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, একথা মুরারি, লোচন ও মাধব—তিনজনেই বলিয়াছেন, কিন্তু লোচন একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর 'শ্রীবাসকে একরাত্রি কেশব ভারতীকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে না দেখিয়া সন্ন্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতী যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে,—

'তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥'

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী—

"কহে অংশ স্বয়ং তুম্ভে জগতেশ্বর।
এ বাণী শুনিন প্রভু হৃদকাতর॥"

শ্রীচৈতন্যকে যখনই কেহ ভগবান্ বলিতেন, তখনই তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। এস্থলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) লোচনের গ্রন্থে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,—

"তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া।
খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সাভারে ধরিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

"আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও দুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥"

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐহিক বা পারত্রিক কোন স্বার্থের জন্য নহে। লোচন এস্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া কিছু রসভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্থে এরূপ কথাবার্ত্তা-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

মাধবের চৈতন্য ভক্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সহিত বিদায় চাহিতেছেন—সে বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

"শুন সর্ব্বজনে মোরে আশীষ কর।
কৃষ্ণভক্তি হোই, দুঃখ পলাই দূর॥"

(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবী নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ কয়েকটি ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই নিমাই মায়ের নিকটে আসিতেছিলেন, ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্য লোকের নিকট সন্ন্যাস-সংকল্প শুনিবার অবসর কোথায়?

মাধব বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া মায়ের নিকট নিজেই সন্ন্যাসের কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেন। মাতা একথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই চিত্র কেমন স্বাভাবিক! নিমায়ের মধুর চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয়।

লোচনের নিমাই শচীর ক্রন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,—

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিছা কাজে দুখ চিত্তে কর কি কারণ॥
বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান।
মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ অভিমান॥

আসন্নপুত্রবিরহকাতরা জননীর প্রতি এরূপ বাণী একটু রূঢ় শুনায় না কি ?
শচীর ক্রন্দন শুনিয়া মাধবের চৈতন্যেরও উক্তি অনুরূপ,—

বেলু বেলুঁ সুত বদন নিরেখি, জননী করন্তি রোদন।
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাঙ্কু কহি ন পারন্তি বচন। (মাতাঙ্কু)
চাহিঁণ স্থকিতে রহিলে
কিছু বেল অন্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরম্ভিলে॥
মিথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরহিন যাই সত্বরে।
যাকু বোলু সুত বন্ধু ইষ্ট ভ্রাত, কেহু যিব তোর সঙ্গরে (ভো মাত)
ন লভু বিঅর্থ কথারে, মোঠারে মমতা কলা প্রায় করি মমতা কর
কৃষ্ণ ঠারে॥
কেতে জন্মে মুহি তোহর জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভগিনী।
কেতে জন্ম পাশু মনুষ্য হেলু নিএথক, চিত্তে শোক ভেলি (ভো মাত)॥

এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচী দেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার ইহা বলিয়াছেন।

মাধবের বর্ণিত শচীর বিলাপ অতি সুন্দর, অতি মর্ম্মস্পর্শী। শচী বলিতেছেন,—

গৌরদেহকু কোলরে বসাঈ মুখরে দেঅন্তি চুম্বন।
মাথারে কুলিশ পকাঈ জীবন ছাড়ি যিবু তুহি নন্দন॥ (ভো সুত)
কে তোতে এহু শিক্ষা দেলা
কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি ন যাঈত রহিলা॥
তু মোর অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব।
তোতে ন দেখি মু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব॥ (ভো সুত)

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া যাঁহাদের নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও এক উপেক্ষিতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্যহানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান নাই বলিয়াই হউক, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বা পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; শচীদেবীর দুঃখ হইল—ভক্তবৃন্দের দুঃখ হইল—নদীয়াবাসী সকলের দুঃখ

হইল—আর যে অভাগিনীর অমন স্বামী চিরতরে চলিয়া গেল, সে কি পাষাণী—যে, তাহার চোখ দিয়া এক বিন্দু অশ্রুও পড়িল না ? বৈষ্ণব কবিরা কি তাঁহাদের সম্প্রদায় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার এক বিন্দু অশ্রুজলের কথা লিখিবার অবসর তাঁহাদের হইল না ? কবি লোচন দাস, বাসুঘোষ, কি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি ;—

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন,—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিব
এ নবযৌবনে দিবে হাত ॥

ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন ; নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিয়া কাজ নাই।

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কোনরূপে সান্ত্বনা দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। পরে শেষরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাসবিষয়ে কাতরে জিজ্ঞাসা করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন। আর মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা শুনুন—একটু বড় হইলেও, ইহা কাব্যামোদীদের প্রীতি উৎপাদন করিবে জানিয়া উদ্ধার করিতেছি,—

গদগদ হোইঁ রামাবর।
কহি ন পারে কিছি উত্তর ॥
পুন পুন গাড়ে রোদন করন্তি।
কান্ত পাদ নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরী)
বসাইলে কান্ত কোলে আনি।
ভূতে আলিঙ্গন কলে পুনি ॥
বধুলি অধরে চুম্বন দেইণ।
স্নেহে করন্তি মধুর বাণী সে ॥ (গৌরাঙ্গ)
আগো ন মুঞ্চ নয়ন আপ।
মনু ছাড় কঠোর সন্তাপ ॥
দয়ানিধি তোর এসন দেখিণ।
শার সন্ধুছি কুসুমচাপরে ॥ (সুন্দরী)
নানা মন্তরে উচাট কলে।
গাঢ় রতিরে মন তোষিলে।

তনু ধর্ম্মবিন্দু সুখাঈ বহন।
মনিভূষণ মান খঞ্জিলে সে॥ (নাগর)
যেঁউ অঙ্গ অত্যন্ত রুচির।
তঁহি লাগি সার্থ অলঙ্কার।
কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নহি।
নব পঞ্চ ভুবনর রস॥ (শ্রীঅঙ্গ)
কান্ত কোমল চরণ ধরি।
কহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী।
এহি কমল চরণে যাউথির।
খরা বরষারে দস্ত ধরি হে॥ (জীবন)
দীর্ঘ নীল কুঞ্চিত কুন্তল।
কিছিন থিব শির কমল।
এমস্ত শোভাকু ধরি থিব তুম্ভে।
এহা দেখিব নেত্রযুগল হে॥ (সুন্দর)
দিব্য কুণ্ডল ন থিব কর্ণ।
তৈল বিন্দু শরীর বিবর্ণ।
ঘর তেজি যাঈ সন্ন্যাস মাত্র
কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে॥ (জীবন)
তেজি দিব্য সুখীহ্ন বসন।
ডোর কৌপীন পিন্ধিব ধন।
ধিক ধিক্ প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে।
ফাটি যাউ শরীর বহন হে॥ (জীবন)
যেবে মুই যোগাইলি নাহি
দিব্যকন্যা ত আছন্তি মহী
যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হুঅ তুম্ভে
প্রাণনাথ! গৃহ ছাড় নাহি হে॥ (সুন্দর)।
সাত গর্ভ যাঈছি মাতার।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিধুর।
তাঙ্কঠারে দয়া নোহিলা হৃদরে।
এরে কঠোর হেলে সুন্দর হে॥ (জীবন)
ধর্ম্ম ন সাধি গৃহরে যাঈ।
ঈহা কেঁউ পুরাণে পড়ুঈ।

অন অপরাধী রমণী তেজিলে।
জানি অছ ত ধরম হৈ হে॥
শচীহৃদয় লোহে পাষাণ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিহীন।
বৃদ্ধ মাতা ভরিথিবা, কান্ত তেজি।
পুণ্যমাণ লভিব সুজ্ঞান হে॥ (জীবন)
শিশুকাল যাহাঙ্কর তুলে
খেলু আছ নানা কুতুহলে
সে সখামানঙ্কু দয়া ন বসিলা
এহু কোমল হৃদকমল হে॥ (সুন্দর)
নদীয়ার নরনারী শিরে।
বজ্র পকাই যিব হেলারে।
কেতে পৌরষ লভিব জগতে
এহু শিক্ষা দেলা কে তুম্ভরে হে॥
পুন পুনঃ করন্তি রোদন।
কান্তপাদ করি আলিঙ্গন।
যেবে যিব মোতে সঙ্গে ঘেনি যাঅ।
ঘটিথিবি জানি তুম্ভ মন হে॥ (জীবন)

মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের কোনরূপ মিল নাই। লোচনের মুদ্রিত গ্রন্থ বোধ হয়, অসম্পূর্ণ—তাহাতে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করার পর, বিভীষণের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্থে ঐরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আমি লোচনের সহিত মাধবের কেবল পার্থক্যই দেখাইয়া আসিতেছি। খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু মাধবের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সহিত মিলিয়া যায়। কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ—নহিলে ভাব ও ঘটনা অবিকল একরূপ। প্রথম পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পড়িয়া দুইজন যে পৃথক্ কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু মধ্যের এই চারি সর্গ পড়িয়া এককে অপরের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। লোচন মুরারির নিকট হইতে লইয়া লিখিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে কয়েকটী অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখার মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষয় মুরারির গ্রন্থে কিছুই নাই। এ বিষয়ে তিনি মাধবের নিকট ঋণী হইলেও হইতে পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্ত্বেও, সত্য সত্যই লোচনের গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ

করিতে পারেন। অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচলিত গীতি হইতে স্ব স্ব কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম। এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ভার সুধীগণের হস্তে দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতে চাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(১)

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূরণকল্পে যে যে সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণ তাঁহাদের অন্যতম। কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে জৈনাচার্য্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্রে বা প্রমাণশাস্ত্রে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই চিন্তাধারারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। জৈন-সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভক্ত। এইরূপ এক একটী প্রশাখার নাম গচ্ছ। শুনা যায়, প্রায় এরূপ ৮৪টী গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা স্যাদ্‌বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উদ্ভবের কারণ কি? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈদিক। আর অবশিষ্টগুলি অবৈদিক। এইরূপে বৈদিক ও অবৈদিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা ভিন্ন আরও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আস্তিক ও নাস্তিক, সেশ্বর ও নিরীশ্বর; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্ব্বাক-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহারা অবৈদিক। অবশিষ্টগুলিতে বেদের প্রমাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—শ্রুতিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা—এই দুইটী দর্শন শ্রুতিপ্রধান। কারণ, শ্রুতিবাক্যই ইহাদের প্রধান প্রমাণ। যদিও যুক্তি-তর্ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ কেবল শ্রুত্যর্থ উপপন্ন করিবার জন্য, কোন বিষয়ের অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য নহে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি অবশিষ্ট দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান, অর্থাৎ ঐ সকলে প্রধানতঃ যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিত্তি। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তির সাহায্যে স্বমতবিসংবাদী শ্রুতিবাক্যের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা, যে দর্শন যতটা পরিমাণে যুক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহস পাইয়াছে, তাহা ততটা পরিমাণে শ্রুতির নিগড় বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগুলি অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্যা একমাত্র অবলম্বন যুক্তি-তর্ক[১]। কারণ, তাহারা ত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষণের প্রত্যাশা রাখে না, কেবলমাত্র যুক্তি-

---

১। পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্য্যঃ পরিগ্রহঃ।

তর্কের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনে যুক্তি-তর্কই একমাত্র অবলম্বন—এজন্যই তাঁহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এজন্যই তাঁহারা যাহা প্রতীতি অথবা অনুমানসিদ্ধ, তদতিরিক্ত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বা কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন না, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সহকৃত প্রবল সাধারণ জ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় চিন্তাধারাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেই খানে, যেখানে উহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এককথায় ব্যবহারোপযোগিতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত করে। আমাদের জ্ঞান বস্তুসম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহা দ্বারা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন একই কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য বস্তুর স্বরূপ কীদৃশ হওয়া উচিত, এই খানেই জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,জৈনগণ উক্ত প্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাবহারিক জীবনের অপ্রতিকূল, প্রতীতি ও অনুমানসিদ্ধ জগতের স্বরূপসম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। এই স্যাদ্‌বাদ জৈন-দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অগ্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি গোড়ার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জগৎ-সংসারকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টার পরস্পর বিভিন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। আমরা সেই সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ একপ্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা জগতের বস্তুজাতকে কয়েকটী সামান্য ভাবের (Abstract Concepts) ছাঁচে ফেলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, আর বস্তুবিশেষের যে বিশিষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র বলিয়া ধরা হয়। আবার এই কথাটীকেই আরও একটু বড় করিয়া ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল সামান্য ভাবগুলিও একটী চরম সামান্যের (Highest General Concept) অন্তর্ভূত। এইরূপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে পরিশেষে নির্ব্বিশেষ সত্তা বা একত্বে পৌঁছান হয়। দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী চিরন্তন প্রণালী। ইহাতে বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদায় লইয়া কেবল ভাব-জগতের (Subjective) একটানা একত্ব, নিত্যত্ব অথবা সত্তারূপ চরম-সামান্যের আশ্রয় লইতে হয় সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা মনন বা চিন্তনের সৌকর্য্য সাধিত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আদি আচার্য্য থালিস্ বলিয়াছিলেন, "অপ্‌ই সকল বস্তুর উপাদান"। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্ব্বগ্রাসী সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমাত্র জড়শক্তির প্রকারভেদমাত্র। আর এই প্রণালী অবলম্বনেই ভারতে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বাহ্য জগতকে বুঝিবার আর একটী ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী আছে। আমাদের প্রতীতি জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অথবা প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ। কেননা, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র এবং প্রত্যেক সমষ্টিই অপর সমষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে,—এই গুণগুলিও নিয়তপরিবর্ত্তনশীল। নিত্য অপরিণামী এবং বস্তুসমুদায়ে অনুগামী কোন সামান্য সত্তা আমাদের প্রতীতির গম্য নহে, অনুমানেরও যোগ্য নহে। মোট কথা হইতেছে এই যে, যাহা কিছু আমরা প্রতীতির সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা কেবল অনুক্ষণ পরিণমমান বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে জগতে বহুত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা এইরূপ চিন্তা-প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য জগতে হব্‌স্‌, গ্যাসেণ্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ বহুত্ববাদ (Pluralism) ও স্বলক্ষণবাদে (Individualism) উপনীত হইয়াছেন। আর সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধেরা ক্ষণভঙ্গবাদ ও স্বলক্ষণবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব যে, পূর্ব্বোক্ত দুই বিপরীত চরম চিন্তা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হইতে স্যাদ্বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল স্যাদ্বাদ কেন, যে কোন মতবাদই এইরূপ ভাব-সংঘর্ষ ব্যতিরেকে বিকাশ লাভ করে না। এস্থলে ভাবজগতে পূর্ব্বপক্ষ (Thesis) ও উত্তরপক্ষের (Antithesis) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (Synthesis) সম্ভাবিত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের যাথার্থ্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়[১]। যে সময়ে জিনমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বহিয়া যাইতেছিল। এক দিকে উপনিষদ্ গুরুগম্ভীরস্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানা গুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসমুদায়ের যে বর্ণ, গঠন, বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা সৌরভ প্রভৃতি বিবিধ গুণের গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রান্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা সর্ব্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে একটী দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক বিকারমাত্র। উহারা নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাণ্ড কলসাদি বহুবিধ মৃন্ময়পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য[২]। ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃন্ময়-বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণকুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ, মৃত্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্যমধ্যে অনুগত একটী বস্তু আছে, যাহার নাম সত্তা (Being) উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই।

১। Schwegler's History of Philosophy, Introduction.

২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৬।১।৪

অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছিলেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সতত পরিবর্ত্তনশীল। এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বিশেষ গুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। ফলতঃ প্রত্যেক পরিণম্যমান বিশেষ গুণ প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে।

জৈনেরা বলিলেন যে, পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধমত—উভয়েই একদেশদর্শী বা একান্তবাদী। তাঁহাদের মতে প্রয়োজনসিদ্ধিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পদার্থের জ্ঞান এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়; উহা আমাদের ব্যবহারে সহায়তা করে। এই কথাটীই আরও একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, যে জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহার কর্ম্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা প্রদর্শন করা[১]। বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতাসূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে। কারণ, যদি আমার কোন বস্তুবিষয়ে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে আমি সেই বস্তুটী হেয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, ইহা বুঝিতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বাস্তবিক কোন উপকার সাধন করে না। উহার ব্যাবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, তাহার নাম বিপর্য্যয়।

এবেই দেখা যাইতেছে, সম্যগ্ জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বই হইতেছে, **অর্থক্রিয়াকারিতা**[২] অর্থাৎ জ্ঞাতার **প্রয়োজনসাধকতা**। পদার্থের পদার্থত্ব নিষ্পন্ন সেইখানে, যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনসিদ্ধি করে। প্রতীতি (Experience) আমাদের এই কথাই পরিস্ফুটরূপে জানাইয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবহারোপযোগিতামূলক প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জৈন দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বৌদ্ধ প্রমাণবাদেরও মূলসূত্র। বৌদ্ধ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান অবিসংবাদী অর্থাৎ অভীপ্সিত অর্থের প্রাপক, তাহাই সম্যগ্[৩] জ্ঞান। বাৎস্যায়ন ঋষি ন্যায়সূত্রভাষ্যের মুখবন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৪] ঐরূপ পঞ্চদশী ও বেদান্তপরিভাষাকার মহোদয়গণও সংবাদিজ্ঞানের প্রামাণ্য ও বিসংবাদি-জ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ বহুলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা এই মতবাদের নাম দিয়াছেন—(Pragmatism) প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্। এই প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য

১। প্রমাণাদর্থসংসিদ্ধিস্তদাভাসাদ্বিপর্য্যয়ঃ—পরীক্ষামুখসূত্র।১।

২। বস্তুনস্তাবদর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণম্—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, মণিভদ্রকৃত টীকা।

৩। অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানং। জ্ঞানমপি প্রদর্শিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্যতে—ন্যায়বিন্দুটীকা, ৩।পৃঃ

৪। ন্যায়সূত্র, (বাৎস্যায়ন-ভাষ্য) প্রারম্ভে প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।

মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকটভাবে দর্শনজগতে প্রথম বিকাশ লাভ করে, উহার কিছু পরে William James, Dr. Schiller এবং Dewey প্র্যাগম্যাটিজ্‌মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

James বলিয়াছেন, প্রমাণ বা সম্যগ্‌জ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন-যাত্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সম্মুখবর্ত্তী এই টেবিলটীর সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ, কারণ আমি দেখিতেছি, এই জ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়া আমার কার্য্যের সুবিধা হইতেছে, আমি দেখিতেছি যে, আমি উহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি ; আমার কাগজ-পত্রগুলি রাখিবার সুবিধা হইতেছে[১]। Dr. Schiller ইহারই নাম দিয়াছেন—"Humanism." কারণ, তিনি বলিতে চান যে, মানবের সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসার বা জ্ঞান-পিপাসার মূলে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই, সকল অনুসন্ধিৎসা সার্থক হয়। সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহা সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল[২]।

এই Pragmatism বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাত্ত্য দর্শন-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, এই প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ ভারতে নূতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই, অল্প-বিস্তর-রূপে উহা নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্ত্য ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদী দার্শনিকেরা বলিতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যাহা মানবের জীবনযাত্রার সহিত বাহ্য জগতকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট করে না। জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝিতে পারি না, যাহা কেবল জ্ঞাতার আন্তর ভাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (Formal Consistency) স্থাপন করে মাত্র। জ্ঞানের সাফল্য সেইখানে, যেখানে উহা জ্ঞাতাকে বাহ্য বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক উহা হেয়, কি উপাদেয়, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষভাবে কেবল আন্তর ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্য্য নহে। পরন্তু প্রতীতির সাহায্যে পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয়পুরঃসর উহা হিত বা অহিত, ইহা বলিয়া দেওয়াই জ্ঞানের সার্থকতা। এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্ত্য জগতে আরিষ্টটলের বস্তুনিরপেক্ষ প্রামাণ্যশাস্ত্র (Formal Logic) মহাগোলে পড়িয়াছে। উহা আর তর্কশাস্ত্রের জনক আরিষ্টটলের নামের অথবা কেবল নিজের প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্র্যাগম্যাটিক লজিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠিতেছে না। কারণ, Schillerপ্রমুখ আধুনিক Prgmatic Logicianএরা যুক্তিসহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য জগতের দেয়

১। "The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief and good too, for definite assignable reasons."—James' Pragmatism, P. 76.

২। In an actual knowing the question whether an assertion is true or false is decided uniformly by its consequences,—by its relation to the purpose which put the question."—Schiller's Humanism, p. 154.

জ্ঞানের উপাদান উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারের সামঞ্জস্য লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়[১]। কারণ, উহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব-জগতের প্রতীতিসিদ্ধ ও অনুপেক্ষণীয় বস্তুস্বভাবের জিজ্ঞাসাই জৈন-দর্শনের প্রারম্ভ। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক লজিক ও জৈন-দর্শনের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কি না, অথবা প্র্যাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহ্য, সে সকল বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জৈন বলিতে চান, বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ-কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্য্যবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহাও বলা যায় না যে, উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরস্পর অসংবদ্ধ গুণ-ব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্যসত্তা, তাহা অর্দ্ধসত্য; আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে যাহার উপলব্ধি করি, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ, তাহাও অপরার্দ্ধ সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—উভয়ের সমবায়ে। প্রকৃত বস্তুস্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। উহা সামান্যের আধার; আবার বিশেষেরও আধার। এক দিকে যদি বস্তুকে কেবল নিত্য বলা যায়, তাহা হইলে একান্ত পক্ষ আশ্রয় করা হয়; আবার, অপর দিকে যদি উহাকে কেবলমাত্র নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য গুণসমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বস্তু অনেকান্তধর্ম্মাত্মক। উহা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে[২]। (Permanent in the midst of Changes). নিত্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "দ্রব্য"; অনিত্য অথবা নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল গুণসমষ্টি অংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "পর্য্যায়"। জৈন-দর্শনে দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই দুইটী শব্দ উক্তরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, বস্তু দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক, বস্তুমাত্রই দ্রব্যও বটে, আবার পর্য্যায়ও বটে। এ ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ঐরূপ দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক নহে[৩]। ইহাই জৈনদিগের "অনেকান্তবাদ"। তাঁহারা বলিতে চান যে, বস্তুকে মাত্র একরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে, অন্যরূপ বিশেষণের আর অবকাশ থাকিল না। বস্তুকে কেবল নিত্য বলিলে, তাহাকে অনিত্য বলিবার আর উপায় রহিল না, সামান্য বলিলে, আর বিশেষ বলিবার উপায় রহিল না; দ্রব্য বলিলে, পর্য্যায় বলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর স্বভাব হইল এই যে, উহা একান্তস্বরূপ নহে, নিত্য হইলে যে আবার অনিত্যও নহে,

---

১। It is not possible to abstract from the actual use of the logical material and to consider forms of thought in themselves without incurring thereby a total loss, not only of truth, but also of meaning.—Preface to Schiller's Formal Logic.

২। "আদীপমাব্যোমসমস্বভাবং। স্যাদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তু"—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পঞ্চম শ্লোক।

৩। "দ্রব্যং পর্য্যায়বিযুতং পর্য্যায়া দ্রব্যবর্জ্জিতাঃ।
ক কদা কেন কিংরূপা দৃষ্টা মানেন কেনচিৎ॥"

এ কথা বলা চলে না ; সামান্য হইলে যে বিশেষ হইবে না, তাহা নহে, বা দ্রব্য হইলে পর্য্যায় হইবার নহে, এরূপ একান্তপক্ষ আশ্রয় করা সঙ্গত নহে। কারণ, উহা বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং একের অপেক্ষায় অন্য বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে এই বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

এই স্থানে গ্রীক্‌-দর্শনের ইহার ঠিক অনুরূপ একটী চিন্তার ধারার কথা মনে পড়ে। ইলিয়াটিক দার্শনিক পার্মেনাইডিস্‌ বলিয়াছিলেন যে, শুধু নিত্য অপরিণামী বিশ্বব্যাপী সত্তারই (Being) অস্তিত্ব আছে ; উহাই জগতের মূলভিত্তি। গতি (motion), পরিণাম (change), উৎপাদ (origin) বা বিনাশ (decay) বহুত্ব, বিশেষ বা বৈচিত্র্য বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। উহারা আমাদের ভ্রান্তিমাত্র। যাহা অস্তিত্ববান্‌, তাহা কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক নিত্যসামান্য সত্তা। আবার এই ইলিয়াটিক দর্শনের নির্ব্বিশেষ সত্তাবাদের প্রতিপ্রসবস্বরূপ হিরাক্লাইটাস্‌ প্রচার করিলেন যে, বস্তুর গতি, পরিণাম, উৎপাদ ও বিনাশ, এককথায় জগতের প্রপঞ্চপ্রবৃত্তির অনন্তপ্রবাহই বাস্তবিক সত্য। নিত্যনির্ব্বিশেষ ধ্রুবসত্তা আমাদের ভ্রান্তির ফল। এইরূপে দেখা যায়, এক দিকে ইলিয়াটিক দার্শনিকগণ বাস্তব-জগতের অনন্ত ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও বিশেষের কথা ভুলিয়া সত্তামাত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, আবার অন্য দিকে হিরাক্লাইটাস্‌ নির্ব্বিশেষ অপরিণামী সত্তার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনন্ত পরিণাম-প্রবাহের (Ceaseless Becoming) কল্পাই ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, পরে আরিষ্টটল্‌ এই দুই বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত—এই দুই একান্তপক্ষ মিলিত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর স্বরূপ এই উভয়ের সামঞ্জস্যেই পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন যে, বস্তু সামান্যও বটে, বিশেষও বটে ; উহা এক হিসাবে নিত্য ও আবার অনিত্যও বটে, উহা "দ্রব্য"ও বটে, "পর্য্যায়"ও বটে। বস্তুর যাহা সামান্য বা নিত্য, তাহা বিশেষ ও পরিণামের মধ্য দিয়া, যাহা দ্রব্য, তাহা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। বস্তুর স্বরূপই হইল সামান্য-বিশেষাত্মক বা দ্রব্য-পর্য্যায়াত্মক। আরিষ্টটলের ভাষায় উহা *Universalia in robus.*

এক্ষণে জৈনের অনুমোদিত বস্তুস্বরূপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন-দার্শনিক উমাস্বাতি তাঁহার "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে" বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বস্তু বলিতে বুঝি, "উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ"। বস্তুমাত্রেই আমরা তিনটী ধর্ম্মের সদ্ভাব লক্ষ্য করি, যথা,—উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য। শেষোক্তটীকে পূর্ব্বে ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রত্যেক বস্তুরই এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ধ্রুব অর্থাৎ অপরিণামী, উহারাই এক হিসাবে বস্তুর নিত্যত্ব বজায় রাখে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, উহার কতকগুলি ধর্ম্মের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইতেছে, এবং ঐ বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে। একখণ্ড সুবর্ণ স্বর্ণকারহস্তে কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়। সুবর্ণের এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ঐ কুণ্ডল-বলয়াদি উৎপাদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মধ্যে সুবর্ণের সুবর্ণত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

পক্ষান্তরে উহার অপর কতকগুলি ধর্ম্ম নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুবর্ণখণ্ডের কুণ্ডলাকারে পরিণতির পূর্ব্বে যে ধর্ম্মগুলি উহার প্রাথমিক আকার সম্পাদন করিয়াছিল, কুণ্ডলাকারে পরিণতির পরে আর সে ধর্ম্মগুলির অস্তিত্ব নাই। তাহাদের বিনাশ হইয়াছে এবং সেই বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে অপর কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া সুবর্ণখণ্ডের বর্ত্তমান কুণ্ডলাকার সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপে কুণ্ডলের বলয়াকারে পরিণতিতেও কতকগুলি পুরাতন ধর্ম্মের নাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, বস্তুর স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা নহে; আবার একান্ত অনিত্য পরিণম্যমান ধর্ম্মসমষ্টিও নহে। ইহা এক হিসাবে নিত্যও বটে, আবার অন্য হিসাবে অনিত্যও বটে। ইহা ধ্রুবও বটে, আবার উৎপাদ এবং ব্যয়শীলও বটে।

এইখানে পাতঞ্জলভাষ্যকার শ্রীব্যাসদেবের বিবৃত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা অনুসারে দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা মনে পড়ে। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীকার মল্লিসেন সূরিও স্বীয় অনেকান্তবাদের সমর্থন-প্রসঙ্গে যোগ-দর্শনের এই ত্রিবিধ পরিণামবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব পরিণামের স্বরূপ কি ?—এই প্রশ্ন স্বয়ং উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন[১], অবস্থিত অর্থাৎ কোনরূপে স্থির পদার্থের পূর্ব্বধর্ম্ম বিগত হইয়া অন্যধর্ম্মের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে পরিণাম বলা হয়। সেই পরিণাম আবার ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-ভেদে তিন প্রকার। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডাকার ধর্ম্ম হইতে ঘটরূপ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে, ধর্ম্মপরিণাম লাভ করে। এক কথায় মৃৎপিণ্ডের ধর্ম্মপরিণাম মৃদ্ঘট। ঘটরূপ ধর্ম্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই লক্ষণ-পরিণাম। লক্ষণ শব্দে কাল বুঝায়। অনন্ত কালপ্রবাহে (Time Continuum) পতিত পদার্থনিচয় অনাগত বা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া অতীতে গিয়া মিশিতেছে। এইরূপে কালের অপেক্ষায় বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে। আবার ঐ ঘট নূতন ও পুরাতন ভাব গ্রহণ করিয়া প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার নাম অবস্থা-পরিণাম। ভাষ্যকার আরও দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পরিণামকে আবার একমাত্র অবস্থা-পরিণাম—এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মীর এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাও অবস্থা-পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ রূপ ধর্ম্মেরও এক লক্ষণ হইতে লক্ষণান্তর প্রাপ্তিকে অবস্থা-পরিণাম বলা যাইতে পারে। অতএব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য বা ধর্ম্মীরই পরিণাম হয় এবং এই একদ্রব্যপরিণামই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে ত্রিধা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের একটীও ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না অর্থাৎ সকলেই ধর্ম্মীতে অনুগত থাকে। ফলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং উক্ত ত্রিবিধ পরিণামও একমাত্র ধর্ম্মপরিণামেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

মল্লিসেন সূরি কিন্তু এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি যোগ-দর্শনের এই

১। পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ ১৩শ সূত্র ও তদুপরিভাষ্য দ্রষ্টব্য। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।

২। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃষ্ঠা ১৮ এবং পরবর্ত্তী (চৌখাম্বা- গ্রন্থমালা)।

ত্রিবিধ পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে এই পরিণম্যমান ধর্ম্ম, ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু একান্ত বা অত্যন্ত ভিন্নও নহে, আবার একান্ত অভিন্নও নহে। ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত ভিন্ন হইলে, এই ধর্ম্মীর বা দ্রব্যের এই সকল ধর্ম্ম, অথবা এই ধর্ম্মী এই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত, এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবের লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটী দোষ এই হয় যে, অন্য পদার্থের ধর্ম্মও আলোচ্য পদার্থের সহিত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত অভিন্ন হইলে ধর্ম্মী অথবা দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বজায় থাকে না। উহা পরিণম্যমান অসংখ্য ধর্ম্মপ্রবাহে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদের প্রসক্তি হয়।

ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। কিন্তু একান্ত নিত্যও নহে, আবার একান্ত অনিত্যও নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ ঘোর ব্যবহারবাদী, তাঁহাদের মতে বস্তুস্বরূপ এরূপ হওয়া চাই যে, উহা দ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া বা কার্য্যোৎপত্তি সাধিত হয়। এখন যদি বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম নিত্য বলিতে কাহাকে বুঝি, তাহা জানা চাই। নিত্যের লক্ষণ দেওয়া হয় এইরূপ,—"অপ্রচ্যুতানুৎপন্নস্থিরৈকরূপো হি নিত্যঃ"। যাহা নিত্য, তাহার স্বরূপ 'অপ্রচ্যুত' অর্থাৎ যাহার প্রচ্যুতি বা ব্যত্যয় হয় না। এককথায় যাহা অব্যয়। দ্বিতীয় বিশেষণটী হইল, 'অনুৎপন্ন' অর্থাৎ নিত্য বলিতে এমন কোন দ্রব্য নহে, যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না, পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; 'স্থির' অর্থাৎ স্থিতিশীল এবং 'একরূপ' অর্থাৎ যাহার রূপান্তর হয় না বা অপরিণামী। এখন যদি নিত্যের স্বরূপ হইল এই প্রকার, তবে দেখিতে হইবে, বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা যায় কি না। বস্তু যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিত্যের লক্ষণানুসারে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়া দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে—হয় ক্রমে, না হয় অক্রমে, অর্থাৎ যুগপৎ[১]। অর্থক্রিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ক্রমে কালক্ষেপ বুঝায় এবং যে কারণ অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহার কালক্ষেপ সঙ্গত হয় না। কালক্ষেপ মানিয়া লইলে, কারণে সামর্থ্যাভাব স্বীকার করিতে হয়। কেননা, যদি কারণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা ক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতেই কালান্তরভাবিনী ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া ফেলিত। আবার যদি বলা যায়, কালক্ষেপেও কারণের অসামর্থ্য প্রতিপন্ন হয় না, তাহা হইলেও আর এক প্রকার অসামর্থ্য কারণে আরোপিত হইয়া পড়ে। তাহা এইরূপ,—মনে করুন, কোন কারণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিয়ার প্রথম ক্ষণেই সম্পূর্ণ ফল উৎপাদ না করিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আরও পরবর্ত্তী ক্ষণের অপেক্ষা করে, তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য সহকারি-ভাবের সমাবেশ (Collateral Collocation of Circumstances) প্রথম ক্ষণেই হইয়া উঠে না। সুতরাং ফলসমাপ্তির জন্য কারণকে সহকারী ভাবের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এজন্য কারণ ফলোৎপাদনে স্বয়ং অসমর্থ। কেননা, সে সহকারী ভাবের অপেক্ষা করে। এইরূপে জৈন বলিতে চান যে, কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায় যে, বস্তুর স্বভাব একান্ত নিত্য—এইরূপ কল্পনা করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রমে সম্পাদিত

১। "বস্তুনোঽর্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তম্"—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী।

হইতে পারে না। আবার অক্রমেও সম্ভব নহে। কেননা, বস্তু যে অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা এককালে অন্যকালভাবিনী সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। আর এইক্ষণে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন হইয়া গেলে, পরক্ষণে করিবার আর কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে বস্তু ক্রমে ক্রিয়া সম্পাদন করে, এ কথা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসক্তি হয়। এইরূপে দেখা গেল যে, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্য কল্পিত হইলে, 'ক্রমে' অথবা 'যুগপৎ' কোন ক্রমেই অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

আবার বস্তু একান্ত অনিত্য হইলেও, উহা দ্বারা অর্থক্রিয়াকারিত্ব নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহা প্রতিক্ষণবিনাশী, সুতরাং তাহা 'ক্রমে' অর্থক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রমে দেশকৃত বা কালকৃত ব্যাপ্তি বুঝায়, কিন্তু প্রতিক্ষণবিনাশীর ব্যাপ্তি অসম্ভব। পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তু 'অক্রমে' বা যুগপৎ অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। কারণ, উহাও প্রতীতিবিরুদ্ধ। বীজ একটী বস্তু। উহা যুগপৎ রসশোষণ, অঙ্কুরোদ্ভাবন, প্রভৃতি অন্যান্য ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না, ইহা প্রতীতি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। এইরূপে দেখা গেল, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য কল্পিত হইতে হইলে, উহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বই হইল, বস্তুর প্রাণস্বরূপ। এককথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য হইলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-কারণ-ভাবের লোপ হয়। সুতরাং বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে জৈনেরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তু অনেকান্তস্বভাব। তাহার সম্বন্ধে কোন একটী মাত্র একান্তধর্ম্মজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায়েই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুকে যেরূপ একান্ত নিত্য বা একান্ত অনিত্য বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ উহাকে কেবল সামান্য বা কেবল বিশেষ, এইরূপ নির্দ্দেশ করাও যায় না। এ স্থলে সামান্য ও বিশেষ— এই দুইটী পারিভাষিক শব্দের অর্থ আমাদের স্পষ্ট করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক।

প্রশস্তপাদ বলেন যে, যে ধর্ম্ম অনেক বস্তুতে অনুবৃত্ত হয় এবং যাহা নিত্য, তাহার নাম সামান্য। যে ধর্ম্ম এই পুস্তকে, ঐ পুস্তকে, রামের পুস্তকে, শ্যামের পুস্তকে ও অন্যান্য পুস্তকে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা বিদ্যমান আছে বলিয়াই, এই সকল পুস্তককে পুস্তক বলা যাইতেছে, অথবা যাহা দ্বারা এই সকল পুস্তকের পুস্তকত্ব নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহারই নাম সামান্য। শুধু তাহাই নহে, সামান্য ধর্ম্মটী নিত্য, অর্থাৎ এ পুস্তক, সে পুস্তক বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সকলে অনুগত যে পুস্তকত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম আছে, তাহার বিনাশ নাই। এই সামান্যের অপর নাম জাতি। এই সামান্যে আমরা বস্তুনিচয়ের সাধারণ ধর্ম্মের সংগ্রহ করি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাকে বাদ দিয়া থাকি। এই সামান্য আবার ব্যাপকতার তারতম্যানুসারে পর, অপর এবং পরাপর,—এইরূপ ত্রিবিধ বিবেচিত হইয়া থাকে। যে সামান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, তাহার নাম পরসামান্য, যে সামান্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যাপক, তাহার নাম অপরসামান্য। আবার যে সামান্য এক সামান্যের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক, কিন্তু অন্য সামান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক, তাহার

নাম পরাপরসামান্য। ফলকথা, পর, অপর, এবং পরাপর—এই প্রকার ভেদ তুলনামূলক। এই হিসাবে সত্তারই ব্যাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং সত্তাই পরসামান্য। আর দ্রব্যত্ব পরাপর-সামান্য; কেননা, সত্তার অপেক্ষায় উহা অল্প এবং পুস্তকত্বের অপেক্ষায় অধিকব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কারণ, পুস্তক যেমন দ্রব্য, ঐরূপ লেখনী, মসীপাত্রও এক একটী দ্রব্য। সুতরাং পুস্তকত্ব দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অপরসামান্য।

আবার যে ধর্ম্ম বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া একেকে অপর হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহাই বিশেষ। এক কথায় বিশেষ বস্তুর ইতর-ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম। আমার হস্তস্থিত লাল পুস্তকখানির যে ধর্ম্ম, উহাকে অন্যান্য নীল, পীত বা এমন কি, অপর লাল পুস্তক হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারই নাম বিশেষ।

এই সামান্য ও বিশেষ লইয়া বস্তুর স্বরূপনির্ণয়সম্বন্ধে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত উত্থিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, সামান্যই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে রাম, শ্যাম, অশ্ব, গো, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায় বস্তুরই মধ্যে একমাত্র সত্তাই অনুগত আছে এবং ইহাই তত্ত্ব। ইহা ভিন্ন বিশেষের পৃথগস্তিত্ব কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। মীমাংসক এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা এই-ভাবে বস্তুর স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের বাস্তবিক উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। যখন গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই প্রত্যক্ষীভূত গো বা অশ্বের বিশিষ্ট বর্ণ এবং অবয়ব-সংস্থান ভিন্ন গো, অশ্ব প্রভৃতিতে অনুগত সত্তারূপ কোন অতিরিক্ত পদার্থের অনুভব হয় না। এ কথাটী বৌদ্ধেরা নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকটী পাঠ করিলে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শ্লোকটী এই,—

এতাসু পঞ্চস্ববভাসিনীষু
প্রত্যক্ষবোধে স্ফুটমঙ্গুলীষু।
সাধারণং রূপমবেক্ষতে যঃ
শৃঙ্গং শিরস্যাত্মন ঈক্ষতে সঃ ॥[১]

মানুষের হাতের আঙ্গুল পাঁচটী। কোনটী ছোট, কোনটী বড়, কোনটী স্থূল, কোনটী ক্ষীণ। লোকে কথায় বলে, হাতের পাঁচটী আঙ্গুল কখনও সমান হয় না। সেই পাঁচ আঙ্গুলকে যে সমান দেখে, তাহার মত মূর্খ পৃথিবীতে কে আছে? বৌদ্ধ তাঁহাকে আর কিছুই বলেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, তাহার মস্তকে নিশ্চয়ই শৃঙ্গ আছে। ইহাতে আপনারা যাহা বুঝিতে হয়, বুঝুন।

ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র এবং সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর বিরুদ্ধ। যে সামান্য, সে সামান্যই। আবার যে বিশেষ, সে বিশেষই। যেমন—জল ও অগ্নি একত্র থাকিতে পারে

১। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ধৃতশ্লোকঃ।—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, পৃঃ ৪৫—৪৬।

না, তেমনই সামান্য ও বিশেষ একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে না। একই মাত্র বস্তুতে সামান্য ও বিশেষ-ভাব কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায় যে, সামান্য গোত্বাদি শবল ধবলাদি বিশেষের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হইলে, আমরা এতদুভয়ের ঐক্য প্রত্যক্ষ করি কি প্রকারে, তাহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন যে, উহা সত্য নহে, সামান্য ও বিশেষ সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা পৃথক্, কিন্তু জ্ঞাতার প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ অথবা সামান্যের উপলব্ধি হয়। জ্ঞাতা যদি বিশেষের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, বিশেষ; আবার জ্ঞাতা যদি সামান্যের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, সামান্য। সুতরাং বস্তুস্বরূপ সামান্য-বিশেষাত্মক নহে। সামান্য ও বিশেষ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত, এজন্য একই বস্তুতে যুগপৎ সামান্য ও বিশেষ—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কল্পনা করা যায় না।

জৈনগণ উপরি উক্ত সামান্য ও বিশেষ-বিষয়ক ত্রিবিধ একান্তবাদের নিম্নলিখিতরূপ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এস্থলেও আমাদিগকে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ বস্তুতত্ত্বের স্মরণ করাইয়া দিয়া সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বস্তুস্বরূপ অনেকান্তরূপ না হইলে, তদ্দ্বারা ব্যবহারোপ-যোগিতা সিদ্ধ হয় না। গো এই শব্দটী উচ্চারিত হইলে বাস্তব-জগতের যে প্রাণিবিশেষ আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে যেমন খুর, ককুদ, লাঙ্গুল, সাস্না, বিষাণাদি অবয়ববিষয়ক সর্ব্বগোব্যক্তিতে অনুবৃত্ত একটী সামান্য ভাবসমষ্টির অনুভূতি হয়, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে গো, মহিষাদি হইতে ব্যাবৃত্ত, এইরূপ বিশেষেরও প্রতীতি হয়। এইরূপে যে স্থলে 'শবলা গোঃ'—এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে স্থলেও গোত্ব এই সামান্যের সঙ্গে সঙ্গে শবলরূপ এই বিশেষেরও প্রতীতি হয়। সুতরাং বেদান্তী বা মীমাংসক যে একান্ত অথবা বিশেষবিরহিত সামান্যের কথা বলেন, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ, এবং বৌদ্ধও যে একান্ত বা সামান্যবিরহিত বিশেষের কথা বলেন, তাহাও প্রতীতি-বিরুদ্ধ।

স্বতন্ত্র সামান্য-বিশেষবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতও অশ্রদ্ধেয়। কারণ, সামান্য বা জাতি প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও বটে। এই কথাটী তাঁহারা সাংখ্যের সদৃশ-পরিণাম ও বিসদৃশ-পরিণামবাদের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে সৃষ্টিকালে যখন বিসদৃশ-পরিণাম ঘটে, তখন গুণত্রয়ের গুণপ্রধানভাবহেতু বস্তুস্বভাবের যেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্য অবস্থান করিয়াও অপ্রধানভাব অবলম্বন করায়, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে যখন সদৃশ-পরিণাম হয়, তখন যেমন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হইয়া জগত-বৈষম্যের তিরোভাব সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র্য, বা বৈশিষ্ট্য গুণীভূত করিয়া তাহাদের সকলে অনুবৃত্ত সামান্যকে প্রধানভাবে ধরিয়া লইয়া, এই গো-ব্যক্তি, ঐ গো-ব্যক্তির সমান, এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; এবং ইহা প্রতীতিসিদ্ধিও বটে, পক্ষান্তরে বিশেষও সামান্য হইতে একান্ত পৃথক্ নহে। কারণ, বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, যদি তাহার সর্ব্বাংশই সামান্যের দ্বারা অধিকৃত হইত, অর্থাৎ সামান্য যদি সর্ব্বগত হইত, আমাদের

বস্তু-সম্বন্ধে ধারণার সবটাই যদি একমাত্র নির্ব্বিশেষ-সামান্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে বিশেষ নিরাশ্রয় হইত, অর্থাৎ বিশেষ অসর্ব্বগত হইত এবং এইরূপে সর্ব্বগতত্ব ও অসর্ব্বগতত্বরূপ দুইটী একান্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একই বস্তুতে সমাবেশ ধারণা করা অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিসদৃশ পরিণাম-রীতিতে সামান্যেরও অনেকত্ব কল্পনা অসঙ্গত হয় না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্যের অপ্রধানভাবে অস্তিত্ব আছেই, যদিও আমরা বস্তুর অবগতিকালে কেবল উহার বিশেষ ধর্ম্মেই প্রাধান্য অর্পণ করি। এই হিসাবে বস্তুতে সামান্য-বিশেষরূপ ধর্ম্মের অধ্যাস প্রতীতি বা অনুমানবিরুদ্ধ নহে।

জৈনেরা বস্তুর স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে আরও এক প্রকার উভয়াত্মকতা বা অনেকান্ততা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বস্তু সৎও বটে, আবার অসৎও বটে।[১] কারণ, বস্তুমাত্রকে যদি কেবল সৎ অর্থাৎ আছে মাত্র—এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা কেবলমাত্র এক অনির্দ্দিষ্ট সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় না। কেবল বলিতে হয়, only that it is, and not what it is. আবার উহাকে যদি একান্ত অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও বস্তুর সত্তার একেবারে লোপ হয়। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্তুর স্বরূপনির্দ্দেশ কিরূপে সুসঙ্গত হয়? জৈন বলিতেছেন যে, বস্তুস্বরূপ সদসদাত্মক। সৎ ও অসৎ—এই উভয়াত্মক। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন বস্তুরই নিজের একটী সত্তা আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, করিলে বস্তুর কোন নির্দ্দেশই চলে না।[২] ঘটের সত্তাই যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা একটী ঘট, এই প্রকার স্বরূপ-নির্দ্দেশ অসম্ভব হইত। সুতরাং নিজ স্বরূপাংশে বস্তু সৎ, ইহা সিদ্ধ হইল। পক্ষান্তরে ঘটে ঘট-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থের ধর্ম্মসকলের অস্তিত্ব নাই। ঘটে পটধর্ম্মের অসদ্ভাব। ঘটে পট নাই, সুতরাং পটত্ব অপেক্ষায় ঘটের বিদ্যমানতা নাই। অর্থাৎ পটাপেক্ষায় ঘট অসৎ। ফল-কথা, সকল বস্তুই স্বরূপাংশে সৎ আবার স্বব্যতিরিক্ত অন্য যে কোন দ্রব্য অপেক্ষায় অসৎ[৩]। এ যাবৎ যাহা বলা হইল, তাহা যে কেবল অজীব (পুদ্গল) সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে। জীব অথবা আত্মা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহাও নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। সুতরাং উপরি উক্ত সকল কথাই আত্মা সম্বন্ধে সমভাবেই খাটে।

উল্লিখিত যুক্তি-প্রণালী-সাহায্যে জৈনগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। তাহাদিগকে সামান্যও বলা যায়, আবার বিশেষও বলা যায়। তাহারা সৎও বটে, আবার তাহাদিগকে অসৎ বলিলেও প্রতীতিবিরুদ্ধ হয় না। এককথায়

১। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)—পৃ° ২৬১; ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)—পৃ° ৪৭।

২। "একান্তসত্ত্বে বস্তুনো বৈষরূপ্যং স্যাৎ। একান্তাসত্ত্বে চ নিঃস্বভাবতা ভাবানাং স্যাৎ।"

৩। "সর্ব্বমস্তি স্বরূপেন পররূপেণ নাস্তি চ।
অন্যথা সর্ব্বসত্ত্বং স্যাৎ স্বরূপস্যাপ্যসম্ভবঃ।"—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়।

বস্তু অনেকান্তরূপ এবং উহার ধর্ম্মও অনন্ত। ঘট একটী বস্তু। উহার নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব দ্রব্যাত্মকতা, পর্য্যায়ত্মকতা, সামান্য ভাব, বিশেষ ভাব, আমত্ব, পাকজরূপাদিমত্ব, আকার, গঠন, দিগধিকার, জলাদিধারকত্ব, পুরাণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অনন্ত। ঐরূপ জীব-জগতেও দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব, অমূর্ত্তত্ব, বিষাদ, শোক, দুঃখ, সুখ, গতি, আহার, বিহার, সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অপরিমেয় ধর্ম্ম রহিয়াছে। সুতরাং জীবাজীবলক্ষণ বস্তুজাতের মধ্যে কোন একটী বস্তু-সম্বন্ধে কোন এক প্রকার নির্দ্দেশ ঐকান্তিক সত্য (absolutely true) হইতে পারে না। উহা কেবলমাত্র পাক্ষিক সত্য (relatively true) এইরূপ বলাই সুসঙ্গত। একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি মৃদ্‌ঘটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমি বলিতে পারি, আমার সম্মুখে অবস্থিত এই মৃদ্‌ঘটটী একটী দ্রব্য। এস্থলে দ্রব্য বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং এরূপ নির্দ্দেশ এক প্রকার সত্য। কারণ, মৃদ্‌ঘটটী মৃদ্‌দ্রব্যাংশে মৃৎপরমাণুর সমষ্টি ত বটেই। আবার জৈনমতে আকাশ একটী দ্রব্য[১]। কিন্তু আকাশ পরমাণুর সমষ্টি নহে। সুতরাং মৃদ্‌ঘটটী আকাশ যে অর্থে দ্রব্য, সে অর্থে দ্রব্য নহে। এজন্য এই মৃদ্‌ঘটটী একটী দ্রব্য, এ বাক্য সত্য; আবার অন্য হিসাবে সত্য নহে। এককথায় মৃদ্‌ঘটটী দ্রব্যও বটে, আবার অদ্রব্যও বটে। এইরূপে এই 'মৃদ্‌ঘটটী কতকগুলি পরমাণুর সংস্থানবিশেষ,' এ কথাটী একটী পাক্ষিক সত্য। কারণ, উহা মৃৎপরমাণুর-সংস্থান-বিশেষ ত বটে, আবার উহা পরমাণুর সংস্থানবিশেষ নহে, এ কথাও সত্য। কারণ, উহা জলীয় পরমাণুর সংস্থানবিশেষ ত নহে। আবার উহাকে মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ বলিতে পারি এবং উহাও পাক্ষিক সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ, ঐ সংস্থানের সাধক কুম্ভকার দেবদত্ত। পক্ষান্তরে উহা মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ নহে, ইহা বলিলেও সত্য কথা বলা হইল। কারণ, ঐ সংস্থান যজ্ঞদত্ত কর্ত্তৃক সাধিত হয় নাই। অর্থাৎ দেবদত্তের কর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় এই মৃদ্‌ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থানবিশেষ। আবার যজ্ঞদত্তের অকর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় ঐ মৃদ্‌ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। আরও এক পদ অগ্রসর হইলে বলা যায় যে, এই মৃদ্‌ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু সংস্থানবিশেষ এ কথা সত্য। আবার যেহেতু মৃদ্‌ভৃঙ্গারের পরমাণু-সংস্থান এই মৃদ্‌ঘটে নাই, সে জন্য মৃদ্‌ভৃঙ্গারপরমাণুসংস্থানের অপেক্ষায় এই মৃদ্‌ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। এইরূপে জৈনগণের মতে কোন বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বচন-বিন্যাস (Judgment) কেবল পাক্ষিক সত্য বলিয়া ধরা উচিত। কোন একপ্রকার বচন-বিন্যাস একান্ত সত্য প্রদান করে, এ কথা বলা চলে না। কারণ, বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার এবং একপ্রকার বচন-বিন্যাসে একটীমাত্র ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মান্তরের নির্দ্দেশকালে সেই নির্দ্দেশক বাক্য উক্ত বচন-বিন্যাসের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, সুতরাং উহাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ফলে কোন এক বচন-বিন্যাস কোন এক বস্তুর ধর্ম্মবিশেষ উদ্দেশে

১। ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলকালজীবলক্ষণং দ্রব্যষট্‌কম্। দ্রব্যের অপর নাম অস্তিকায় (বোধ হয়, ইংরেজিতে category শব্দের তুল্যার্থক)।

প্রযুক্ত হইলে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই একই বচন-বিন্যাস সেই বস্তুরই ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় প্রযুক্ত হইলে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, জৈনেরা নয় বলিতে কি বুঝেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, জৈনমতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত। এই অনন্ত ধর্ম্মের সদ্ভাব সত্ত্বেও আমরা উহার কোন কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ নিরুদ্ধ করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন বচন বিন্যাস সাহায্যে এই বস্তু এবম্ভূত, এইরূপ বস্তু নির্দ্দেশ করি, উহার পারিভাষিক নাম **নয়**[১]।

আর এক কথা। যদিও বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মাত্মকতাবশতঃ অনন্ত প্রকারে বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, সুতরাং অনন্ত নয়ের সৃষ্টি হইতে পারে, তথাপি সেই সমুদায় নয়গুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে বস্তুস্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এক উপায় হইতেছে যে, আমরা উহাকে একটী সংহত দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তখন উহার যে অনন্ত ধর্ম্ম আছে, তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা চিন্তা করি না, মনে করি যেন তাহারা দ্রব্যের সত্তার সহিত মিলিত হইয়া আছে। আবার অন্য উপায় হইতেছে যে, বস্তুর দ্রব্যত্ব উড়াইয়া দিয়া কেবল উহা যে অসংখ্য ধর্ম্মের সমষ্টি, সেই ধর্ম্মগুলিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বাস্তব বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। কারণ, কেবল উহারাই আমার প্রতীতি-গম্য। এই যে স্থূলতঃ দুইটী উপায়ের উল্লেখ করা হইল, উহার প্রথমটীর পারিভাষিক নাম **দ্রব্য নয়**, দ্বিতীয়টীর নাম **পর্য্যায় নয়**। এই দ্রব্য নয়ের আবার তিনটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা—**নৈগম নয়, সংগ্রহ নয়** এবং **ব্যবহার নয়**। এইরূপ পর্য্যায় নয়েও চারিটী বিভাগ আছে, যথা—**ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয়** এবং **এবম্ভূত নয়**।

এক্ষণে উক্ত নয়গুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, বস্তুর স্বরূপনির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, উহাতে সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই সমাবেশ আছে। কিন্তু এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি আমরা একের পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করি, অর্থাৎ বস্তুর সামান্য-বিশেষরূপ উভয়াত্মকতা সত্ত্বেও যদি বস্তুকে কখন বা সামান্য, কখন বা বিশেষ কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐরূপ কল্পনার পারিভাষিক নাম **নৈগম নয়**[২]। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বস্তু-সম্বন্ধে ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং জৈনেরা ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণকে নৈগম-নয়ানুগামী নাম দিয়া থাকেন। আবার যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য ভুলিয়া গিয়া সকলকে কোন একরূপ সামান্যে সংগৃহীত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইল **সংগ্রহ নয়**[৩]। সংগ্রহ দ্বিবিধ। পর ও অপর। যদি নিখিল বস্তুকে একমাত্র সত্তায় সংগৃহীত করা হয়, তবে তাদৃশ সংগ্রহের নাম পরসংগ্রহ। কিন্তু আবার যদি সকল দ্রব্যকে

১। "তত্র অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষো বস্ত্বংশগ্রাহী জ্ঞাতুরভিপ্রায়ো নয়ঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। নিগমো হি সংকল্পস্তত্রভবস্তৎপ্রয়োজনো বা নৈগমঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। স্বজাত্যবিরোধেনৈকধ্যমুপনীয়ার্থানাক্রান্তভেদান্ সমস্তসংগ্রহণাৎ সংগ্রহঃ। প্রমেয়, ষষ্ঠ।

দ্রব্যরূপ সামান্যে সংগৃহীত করা হয়, তবে তাহার নাম অপরসংগ্রহ। ইহাকে অপর বলিবার কারণ এই যে, ইহা হইতে পর বা চরমসংগ্রহ আছে। কারণ, দ্রব্যত্ব সত্তাতে সংগৃহীত হয়। অদ্বৈত বেদান্ত পরসংগ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য জৈনেরা অদ্বৈতবাদিগণকে সংগ্রহনয়াবলম্বী নাম দিয়াছেন।

সংগৃহীত অর্থের বিধিপূর্ব্বক অবহরণ অর্থাৎ বিভজন (বি-অবহরণ) বা বিভাগ করার নাম ব্যবহার নয়[১]। জৈন বলিতে চান যে, বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বনে অনন্ত বিশেষ বা বৈচিত্র্যের নিরাস করিতে করিতে আমরা যে কেবল সদাত্মক পর বা চরম সংগ্রহে উপনীত হই, তাহা দ্বারা ব্যাবহারিক জগতে কোন ফললাভ হয় না। ব্যাবহারিক জগতে দেখিতে পাই যে, বস্তু অনন্ত এবং তাহাদের ধর্ম্মও অনন্ত। ব্যবহার-জগৎ চায় কি যে, তোমার অখণ্ড, অভিন্ন, একটানা কল্পিত ‘সৎ’কে ভাঙ্গিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ফেলিয়া বাস্তব ঘট পট প্রভৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বস্তুর সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দাও। পরসংগ্রহ বলিতে চায়, নিখিল বস্তুই সৎ। ব্যবহার নয় বলিতে চায়, তোমার ঐ সৎকে আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিব যে, যাহা সৎ, তাহা হয় দ্রব্য, না হয় পর্য্যায়, অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম। অপরসংগ্রহে সর্ব্বদ্রব্য দ্রব্যত্বে সংগৃহীত হয়, সকল পর্য্যায় পর্য্যায়ত্বে সংগৃহীত হয়। কিন্তু ব্যবহার নয় বলিতে চায়, যাহা দ্রব্য, তাহা জীব, অজীব (পুদ্গল) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল—এই ছয়টী পদার্থে বিভাজ্য। যাহা পর্য্যায়, তাহাও দ্বিধা বিভাজ্য। কারণ, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের সহিত সহভাবী (Co-extensive), আর কতকগুলি ক্রমভাবী (Successive)। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, জৈনগণ বস্তুস্বরূপ বলিতে দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক বুঝিয়াছেন। ইহা দ্বারা সামান্য-বিশেষ-ভাবেরও কথঞ্চিৎ একত্র সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, ব্যবহার-প্রামাণ্যবাদী জৈনগণের ব্যবহার নয়ই অনুমত। কারণ, ইহার সাহায্যে বস্তুস্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।[২]

উপরে দ্রব্য নয় তিনটীর পরিচয় দেওয়া গেল। পর্য্যায় নয়ের আবার চারিটী বিভাগ আছে। কথা ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয় ও এবম্ভূত নয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটীর দার্শনিক উপযোগিতা কিছুই নাই, সে কারণ উহাদের আলোচনা করা হইল না। প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ডকার ঋজুসূত্র নয়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। ঋজু বলিতে প্রাঞ্জল অথবা স্পষ্ট। বর্ত্তমান ক্ষণ আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, উহাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষায় সহজে বুঝি। যাহা দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষণস্থায়ী বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঋজুসূত্র নয়। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা এই ঋজুসূত্রনয়াবলম্বী। তাঁহারা বলেন, সর্ব্ববস্তুই ক্ষণিক। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কোন বস্তু বলিতে এইমাত্র বুঝি যে, উহা কতকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ ধর্ম্মের সমষ্টি এবং বর্ত্তমান ক্ষণে ক্রিয়ার জনক। প্রতিক্ষণেই নব নব ধর্ম্মসমষ্টির উৎপত্তি হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ

১। সংগৃহীতার্থানাং বিধিপূর্ব্বকমবহরণং বিভজনং ভেদেন প্ররূপণং ব্যবহারঃ।…ব্যবহারস্তু তদ্বিভাগমভিপ্রৈতি।
—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে ধৃত শ্লোকাংশঃ—“ব্যবহারানুকূল্যাত্ত্ব প্রমাণানাং প্রমাণতা।”

প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু বলিতে এই প্রতিক্ষণে জায়মান নূতন নূতন ধর্ম্মসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা হইল, দ্রব্য ও পর্য্যায়-নয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতক্ষণে স্যাদ্‌বাদের পরিচয় আরও সুগম হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া বচন-বিন্যাস করার পারিভাষিক নাম "নয়"। যেমন বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত এবং ঐ ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধও অনন্ত, সেইরূপ নয়ও অনন্ত হইতে পারে। সুতরাং নয়গুলি কেবল পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ। উহারা একান্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না; এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণ উহাঁদের আপন আপন মতবাদকে একান্ত সত্যের প্রকাশক বলিয়া বিবেচনা করায়, কিরূপ গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা নয়ের পরিবর্ত্তে নয়াভাস প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ জৈন আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে কোন নয়াবলম্বনে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোন নির্দ্দেশ বা বচন-বিন্যাসই একান্ত বা অখণ্ড সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। সকল প্রকার নির্দ্দেশই পাক্ষিকভাবে সত্য। অতএব যাহাতে আমাদের বস্তুনির্দ্দেশ কোনরূপে বাধিত না হয়, সেই জন্য সকল প্রকার বচন-বিন্যাসের পূর্ব্বেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। "এই বস্তুর প্রকৃতি এইরূপ", এইভাবে বচন-বিন্যাস করিলে, সেই বস্তুর প্রকৃতির অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বস্তু অনন্তধর্ম্মাত্মক। বস্তুর এইরূপ হওয়ার যতদূর সম্ভাবনা, এতদতিরিক্ত যে কোন অন্যরূপ হওয়ারও ঠিক ততদূর সম্ভাবনা। সুতরাং "এই বস্তু হয় ত এইরূপ", এ কথা বলিলে, উহার অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হইল না। এইরূপে সকল প্রকার বাক্যবিন্যাসেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহারই নাম "স্যাদ্বাদ"। কিন্তু সে যাহা হউক, স্যাদ্‌বাদ শব্দটি একটি প্রহেলিকার মত মনে হয়। বোধ হয়, এটীকে বাঙ্গালায় "হয়তবাদ" বলিলে আমরা, ততটা চমকিয়া উঠি না।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই স্যাদ্‌বাদের চরম পরিণতি কিরূপ। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে সকল প্রকার বাক্যই 'স্যাৎ'-শব্দপুরঃসর প্রয়োগ করিতে হইবে; কারণ, কোন এক প্রকার বাক্যই কোন বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে একান্ত সত্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। উহা এক হিসাবে সত্য হইলেও, অন্য হিসাবে আবার অসত্য, এক হিসাবে যে বাক্য বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় (affirmation), অন্য হিসাবে আবার তাহাকেই নিষেধপূর্ব্বক প্রয়োগ (negation) করা যাইতে পারে। আবার এই বিধি ও নিষেধের ক্রম ও যৌগপদ্য কল্পনা করিয়া জৈনাচার্য্যগণ স্যাদ্‌বাক্যের সপ্তধা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই স্যাদ্‌শব্দপুরঃসর এবং বিধি ও নিষেধ-সহকারে ঐ বিধি-নিষেধের ক্রম এবং যৌগপদ্য অনুসারে যে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, উহাদিগের সমুদায়ের নাম **সপ্তভঙ্গী নয়**। এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা যাইবে। **এই সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের সাধারণতঃ নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ।** কিন্তু 'স্যাদ্‌বাদ'—এই শব্দটী আরও একটী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্ববশতঃ জৈনগণ যে অনেকান্ত-

বাদরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই **অনেকান্তবাদেরও অপর নাম দেওয়া হয়—'স্যাদ্‌বাদ'**[১]। অতএব দেখা গেল যে, বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্বহেতু বস্তুস্বরূপনির্ণায়ক অনেকান্তবাদকে যেমন স্যাদ্‌বাদ বলা হয়, আবার সেই অনন্তধর্ম্মাত্মক বস্তুর পরিচায়ক বচনভঙ্গেরও নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ। এক অর্থে ইহা বস্তুর স্বরূপনির্ণায়ক, অপর অর্থে ইহা সেই নির্ণীত বস্তুর প্রকাশক। বলা বাহুল্য, তত্ত্বনির্ণয় এবং উহার প্রকাশের চেষ্টা অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, অর্থ এবং বাক্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ভাব ও ভাষা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে স্যাদ্‌বাদ বলিতে জৈনাচার্য্যগণের বস্তুতত্ত্ববাদ এবং বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ অর্থাৎ সপ্তভঙ্গী নয়, এই উভয়ই বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

১। স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকং, ততঃ স্যাদ্‌বাদোঽনেকান্তবাদো নিত্যানিত্যাদ্যনেকধর্ম্মশবলৈকবস্ত্বভ্যুপগমঃ ইতি।
—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৪ (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)।

সেই বির সুগ্রিবেরে সত্যে করিবে পার।
সেই বির শ্রীরামেরে[১] করিবেন উর্দ্ধার॥
তাহার প্রসাদে সভে হই সুখি।
তাহার প্রসাদে স্ত্রি পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

ততোক্ষনে দেবগন সভে আনন্দিত মোন
হনুমানে ধরি দেয় কোল।
অলঙ্ঘ সাগরে পার তোমা বিনে কেবা আর
জাইতে পারে হেন লয় মন॥
সুগন্ধি কুসুমমালে গাঁথি দিল হনুর গলে
প্রধান রামের জত্তো জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রামনাম করাহ শ্রবন॥
রামনাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পিথিবি ভাসেন জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥
পর্ব্বতে সহিবে ভার পাতালে সিকড় জার
উহাতে উঠিয়া দিব লাফ।
রামনামের ধ্বনি সিংহনাদ শব্দ সুনি
উঠে সবে হইয়া এক চাপ॥
সর্গেতে দুন্দুবি ধ্বনি আনন্দিত সুর মুনি
কৌতুকে দেখিতে আগুসার।
পাতালেতে নাগগন সভে স্ববির্ষয় মন
গন্ধর্ব্ব অসুর চমৎকার॥
হনুমান মহাবির পর্ব্বত উপরে থির
খরির বাড়ায় ততক্ষন।
দিঘেতে জোজন শত হইল পর্ব্বত মত
প্রস্তে আড়ে এগার জোজন॥
পঞ্চাষ জোজন লেজ বাউপুত্র ধরে তেজ
সিংহনাদে ত্রিভুবন কাঁপে।
উর্দ্ধ লেজ সারি কান উঠে বির হনুমান
দক্ষিন মুখে এক লাফে॥
মুখে বলে রাম নাম পবননন্দন ধাম
বাউ ভরে সর্গের উপর।
ক্ষিতি টলমল করে বাসুকি কাপয়ে ডরে
টল টল করয়ে সাগর॥
অঙ্গদ আদি জাম্বুবান একাদেষ্টি সভে চান
বাউ জিনি ধায় মহাবিরে।
দেখি আনন্দিত মন সকল বানরগন
বৈসে সভা সাগরের তিরে॥
কির্ত্তিবাস রটে গান চলে বির হনুমান
আ[কা]সের নক্ষত্র জেমন।
প্রলয় জলদিজলে হনুমান মহাবলে
রাম রাম করএ শ্রবন॥

(পৃ০ ৬।২-৭।১)

হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যান অংশে ৫৩ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

লঙ্কার রাজদরবারে হনুমানের পরিচয়,—

রাবন নিকটে গেল পবননন্দন।
রাজা পাছ করিয়া বির বসিল তখন॥
রাবন বলে বানরজাতি বেড়ায় বনে ডালে।
রাজসভায় বানর বসেছে কোন কালে॥
প্রহস্ত বলে বানরা রে তুই কোন জন।
রাজা পাছু করিয়া বসিলি কি কারন॥
হনুমান বলে রাজা নাম কোন জন ধরে।
শ্রীরাম রাজা প্রিথিবির অজধ্যানগরে॥
প্রহস্ত বলে বানরা তুই কাহার অনুচর।
কাহার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর॥
হনুমান বলে তোকে কি দিব পরিচয়।
তোর রাবন রাজা সেই কোথা রয়॥

১। 'সীতারে' হইবে।

১। 'স্মরণ' হইবে বোধ হয়।

দড়ি ধরিয়া প্রহস্ত ফেরায় হনুমানে।
ফিরিয়া দেখ হনুমান রাজা দসাননে॥
রাবনের পানে চাহিয়া হনুমান বলে।
তুঞি রাবন রাজা দেখেচি কোন কালে॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল বানরের রাজা বালি।
একবার দেখেআছি তাহার কক্ষতলি॥
আর বার দেখিআছি য়র্জুনের ঘরে।
হাথে গলায় বান্ধিয়া থুইল ঘোড়াসালে॥
পৌলস্ত মুনি আসিয়া ঘুচাইল বন্ধন।
আর বার দেখিআছি বলি রাজার ভুবন॥
সেইরূপ দেখি তোবে করি অনুমান।
দস মুণ্ড কুড়ি আখি হাথ কুড়িথান।
হাসিতে লাগিল রাবন হনুমানের বচনে।
হনুমানেরে জিজ্ঞাসা করেন দসাননে॥
কাহার বোলে আইলি তুঞি রাক্ষষের দেসে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেবা পাঠায় মানুসে॥
স্বরূপেতে জদি বলিষ তবে ঘুচাইব বন্ধন।
মিথ্যা জদি বলিস তোর বধিব জিবন॥
হনুমান বলে মোরে পাঠাইল মানুসে।
তার বোলে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেসে॥

(পৃ০ ৩০।১-২)

অন্ত,—

পার হইয়া চলিল রাম সহিত লক্ষন।
পশ্চাতে সুগ্রিব রাজা রাক্ষস বিভিসন॥
ডাহিনদিগের পাছু চলে মন্ত্রি জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলে বির হনুমান॥
চলিল অঙ্গদ বির লইয়া সেনাগন।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের বরন॥
রাম জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
সুনিঞা রাক্ষসগন গুনিছে প্রমাদ॥
রাবনেরে কহে গিয়া জত নিসাচর।
আইল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর॥
সুনিয়া রাবন রাজা চারি ভিতে চায়।
ভশ্বলোচন দেখি রাজা ডাকিল তাহায়॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কায় বানর লইয়া।
সবগুলা ভশ্বস্ত করে দেহো উড়াইয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্তর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গালের উপরে রথ লাগিল আসিয়া॥
বিভিসন বলে প্রভু করি নিবেদন।
জুঝিবারে আইল বির ভশ্বলোচন॥
শ্রীরাম বলে মিতা কি হবে উপায়।
কেমনে বানরগন ইথে রক্ষা পায়॥
এতো সুনি বলিলেক রাক্ষস বিভিসন।
ধনুকের গুনে তুমি জোড়হ দর্পন॥
দর্পনে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ছাই দেখহ কৌতুক॥
এতো সুনি রঘুনাথ আনন্দিত মোন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কুটি কুটি শ্রজিলে দর্পন॥
রথ য়াগুলিয়া তার রহিল দর্পনে।
ঘুচাইয়া চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে॥
আপনার মুখ দেখে দর্পন ভিতর।
ভশ্ব হয়া উড়ে গেল সেই নিশাচর॥
দেখিয়া রাক্ষসগন মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রনে শ্রীরামের জয়॥
পার হইয়া লঙ্কায় উঠিলা নারায়ন।
রাম জয় বলিয়া ডাকে জত বানরগন॥
দুরে ছিলান সিতা দেবি দুরে ছিলান রাম।
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান॥
পোহাইতে আছে জখন রাত্রি প্রহর ডেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরি কৈল বেড়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষন।
সুন্দরাতে সুন্দর গিত করিল রচন॥

এই পঞ্জস্ত সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাপ্ত।
তার পরে লঙ্কাকাণ্ড হইবে আরব্ধ॥

বলা বাহুল্য, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিপিকরের।

৫৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫৳ × ৫৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ, কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আদি,—

চারিকাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জণ গর্জ্জণ করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবেরাত্রি হইল অবসান॥
প্রত্যুষে সকল বানর ভাবি মনে মন।
অঙ্গদের নিকট সব করিল গমন॥
অঙ্গদ বলেন শুন সকল সেনাপতি।
অত[ঃ]পর আমাদের হইল এই গতি॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না জায় খণ্ডন।
কোন বীর ঘুচাইবে এসব জাতন॥
ব্রহ্মার হস্তের অমৃত আনিবে।
বজ্রধারি হৈতে বজ্র কাড়িয়া লইবে॥
যম হৈতে যমদণ্ড লইতে জে পারে
সে জন জাইতে পারে সাগরের পারে॥
সীতার বার্ত্তা আনি কে করিবে সব সুখী।
তাহার প্রসাদে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বানর বান্ধি পিতার নিকট পাঠায় তুরিত॥
এতেক বলিয়ে বীর গেল আগুয়ান।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান॥
কোপে তোলপাড় করে হনুর চারিভিতে।
চল্লিস জোজন বীর হইল আচম্বিতে॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি পাড়ে।
চল্লিস জোজন বীর তিলে নাহি নড়ে॥
হনুমানের মুর্ত্তি দেখি রাক্ষসের ত্রাস।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমানের হাস॥
রক্তচক্ষু করিয়ে রাক্ষস পানে চায়।
পলায় রাক্ষস সব তুলা জেন বায়॥
হনুমান বলে শুন জত নিসাচর।
সকল রাক্ষস তোরা আমায় কান্ধে কর॥
জর জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজীতের বাণে।
কান্ধে করি লয়ে চল রাবণ বিদ্যমানে॥
রাক্ষস বল জাইতে বল তোমার গোচর।
এক চাপড়ে পাঠাও পাছে যমের ঘর॥
হনু বলে এখন না মারিব সবাকারে।
বুঝাইতে জাই কেবল রাবণ বর্ব্বরে॥
এই সত্য আমার ভাই সভার গোচরে।
দোহাই শ্রীরামের জদি এখন মারি তোরে॥
তবে জদি আমার কথা না শুনে রাবন।
তখন তোমাদের আমি বধীব জিবন॥
এত শুনি কাছে গেল জত নিসাচরে।
বাঁসেতে বান্ধিয়ে নিল কান্ধের উপরে॥

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাজিতে বসিয়ে বীর আনন্দে চলিল॥
জাইতে জাইতে বির দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চলে জেন টলিয়ে না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়ে দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনু বলে দেবতা নয় মুতেছী ভাই ত্রাসে॥
আছাড়িয়ে হনুমানে ফেলিল তথায়ই।
হনু বলে আমায় আর কেন মার ভাই॥

(পৃ০ ২৪।২-২৫।১)

দুই লক্ষ্য রাক্ষসে ধরিল হনুমানে।
গড়ের বাহির লয়ে চলিল তখনে॥
পুরের জতেক নারি ধায়িল তখনে।
কেমন বানর গিয়ে দেখিব নয়নে॥
লেজে অগ্নি দিয়ে গলায় দিল ডোরি।
আগে পাছে হনুমানের চলে সারি সারি॥
লঙ্কাপুরেতে তবে চলে গলি গলি।
হনুমানে দেখি নারি দেয় হুলাহুলী॥
হাসি হাসি হনুমানে বলে নারিগন।
চন্দন মালায় কিবে হয়েছে ভুসন॥
হনুমান বলে ইহা নাহি জান নারী।
রাবনের কন্যা আছে পরমসুন্দরি॥
কুলিন ভাবিয়ে বিভা দিবে তো আমারে।
বিভা নাহি করি তেঞি বান্ধে আমা তরে॥
এই দেখ বরমালা দিয়াছে আমারে।
ইন্দ্রজীত শালক আমার হইল তাত পরে॥
এত শুনি হাসি বলে জত নারিগন।
ঠাকুরজামাই হইলে নাচ ত এখন॥
হনু বলে দণ্ড চারি থাক সর্ব্বজন।
নানামত প্রকারে দেখাব নাচন॥
ধুলা কর্দ্দম দেয় হনুর শরীরে।
হাসিতে লাগিল বীর পবনকুমারে॥
গলি গলি লয়ে ফিরে চাতরে চাতরে।
ধায়ে চেড়ি বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে॥
জে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলো তো বানি।
লেজে অগ্নি দিয়ে তারে করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরণ হেন গুণে।
অগ্নি জ্বালিয়ে পুজেন বিবিধ বিধানে॥
পিতৃকুলে সশুরকুলে জেবা হৈলেন রাজা।
ঘৃত দুগ্ধ দিয়ে তোমায় সবে কৈলেন পূজা॥
সকল ছাড়িয়ে রাম হইলেন ভিখারি।
ভিকারিণী হৈলাম আমি হয়ে রামের নারি॥
একমনে বাক্যে আমি জদি হই সতি।
তোমার ঠাঞি বানর আমার পাবে অব[্যা]হতি॥
এতেক বলিয়ে সীতা করেন ক্রন্দন।
ডাক দিয়ে সীতাকে বলেন দেবগন॥
ডাক দিয়ে বলেন ব্রহ্মা দেবি শিতা।
হনুমানের কারন তুমি না করিহ চিন্তা॥
হনুমানের কারন তুমি না করিবে শঙ্কা।
এখনি পোড়াবে হনু কনক পুরি লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম জত দেবগন।
হরিস বিশাদ তুমি হও কি কারন॥
ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

উদ্ধৃত অংশে গ্রাম্য কৌতুকের অবতারণা আছে।

অন্তে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীপূজা বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধের পূর্ব্বে দেবীর অকাল-বোধন-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

৫৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২×৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

কিস্কিন্দা হইতে জাত্রা করিলেন রাম।
মাল্যবানেতে থানা দিল দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
রহিল বানরগন পর্ব্ব [ত] ঘেরিয়া।
বিরদর্পে বুলে বানর রাম নাম লইয়া॥
লাঙ্গুড় ঠেকিল সব গগন উপর।
কেসরি গর্জ্জিয়া জেন হুঙ্কারে বানর॥
হেথা মৃগচর্ম্মে বসি কৌসল্যানন্দন।
বাম দিগে জাম্বুবান দক্ষিনে লক্ষ্মন॥
করযোড়ে সুগ্রিব দাণ্ডায়া বামভাগে।
নল নিল কুমদ জত বির ভাগে॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
আর জত বীর গেলা দিগদিগান্তর॥
সিতা অন্বাসনে গেলা রাঘবে বন্দিয়া।
সুগ্রিব রাজার ভাগে পতিজ্ঞা করিয়া॥
সপ্ত দিগ সপ্ত সর্গ করিব ভ্রমন।
সপ্ত পাতাল সপ্ত সর্গ এ চোদ্দ ভুবন॥
ইথি মর্দ্ধে জানকিরে জেখানে পাইব।
সভার পতিজ্ঞা মিতার বার্ত্তা এনে দিব॥
রাজা বলে সপ্ত দিন জদি হয় পার।
সবংসে মারিবে সভা নাইথ নিস্তার॥
গলায় পাতর বান্দি ফেলাব সাগরে।
এই বাক্য কয়্যা রাজা দিলেক বানরে॥
মন অতি মধিক গতি উঠিল বানর।[১]
পবন আশ্রয়ে জেন ছুটে জলধর॥
আকাস উপরে ডাকে রাম জয় ধ্বনি।
বরিসা সমএ জেন গর্জ্জে কাদম্বিনি॥
তারপর অঙ্গদে ডাকেন রোঘুবর।
বিরবংসে জন্ম তুমার বেল্যের কওর॥
করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানের মধিক তোরে বাসি রে অঙ্গদ॥
স্বরমে করহ পার সন্যগন লয়্যা।
সিতা অন্বাসন কর আমা পানে চেয়্যা॥
সিতার বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটির বনে।
বিধুমুখি দিবস রজনি পড়ে মনে॥
হায় কোথা ছাড়ি গেলা জনকদুহিতা।
কে মোর কাড়িয়া নিল চন্দমুখি সিতা॥
উঠিল অঙ্গদ বির জুড়ি দুই কর।
নফর থাকিতে কেন ভাব রোঘুবর॥
সমুদ্র লংঘিয়া জাব লয়্যা সন্যগন।
অবস্ত করিব জানকির অন্বাসন॥
এত বলি রামচন্দে করিল প্রনাম।
উঠিল বানরগন ডাকি রামনাম॥

মধ্য,—

ত্রিপদি॥

বিরলে অসকবনে ধারা বহে দু নয়ানে
কহিছেন জনকনন্দিনি।
উঠিল দারুন সোক বিদারিয়া জায় বুক
রিদএ উঠে জলন্ত মাগুনি॥

১। ৬০ সংখ্যক পুথিতে 'মনকে অধিক গতি ছুটিল বানর।'

ওরে বাছা হনুমান জুড়াক আমার প্রান
শ্রীরাম বলিয়া কাছে বৈস্ত।১
কৌসল্যা রাজার রানি পূজা করে কাত্তায়নি
মোর মনে হব পাটেশ্বরি।
বিধি সঙ্গে ছিল বাদ না পূরিল মনে সাদ
প্রাননাথ হৈল বনচারি॥
জানকিনাথের সাথে আইলাম কাননেতে
মুনিগৃহে করিয়া ভ্রমন।
আসি পঞ্চবটির বনে কুড়া বান্ধি তিন জনে
মহন মুরতি রাক্ষসেরে দিলাম দান॥
বিধি মোরে হোল বাম হেলায় হারালাম রাম
হরিনি কণ্টক হল্য মোরে।
সনার কুরঙ্গ দেখি ভুলিল আমার আঁখি
তেঞি সে হারালাম রঘুবরে॥
বনে কান্দি রাত্য দিনে পিত্যাসা না ছিল মনে
রাম সঙ্গে হব দরসন।
তোমারে দেখিয়া হনু জুড়াল্য আমাব তনু
মিলাইবে সে চুটি চরনে॥
জনমদুখিনি সিতা নাঞি তার মাতাপিতা
আছিলাম জনকের ঘরে।
ধনুক ভাঙ্গিলা রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম
বিভাহ করিলা নাথ মোরে॥
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
মনে পড়ে রাজিবলোচন।
যুন বাপু হনুমান কবে মিলাইবে রাম
জুড়াইবে আমার পরান॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃ° ১৭।১-২)
ত্রিপদি॥
মরনসংবাদ পেআ রাবন মুছিৎ হআ
পড়ে রাজা অবনিমণ্ডলে।
বক্ষে মারি করাঘাত কান্দিছে লঙ্কার নাথ
মাল্যবান করে গীআ কোলে॥
হায় মোর কি হইল বানর কণ্টক হইল
প্রবেশীল অশ্বের কানন।
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
কোথা গেলে প্রানের নন্দন॥
অক্ষয়কুমার বিনে অন্ধকার রাত্র দিনে
কি করিআ বাচিব পরান।
বদন উজ্জল বিধু গৃহেতে দারুন বধু
কে করে তাহার পরিত্রান॥
রাজার করুণা যুনি আইল মন্দোদরি রানি
শতিনি করিএ শব শাথে।
নেত্র বেএ পড়ে ধারা জেন মন্দাকিনির পারা
ধরে আশী রাবনের হাথে॥
কহে রানি মন্দোদরি হরিলে রামের নারি
কার বাক্য না যুনিলে কানে।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া হরি জন্ম নিল জটাধারি
পূর্ন্ন ব্রহ্ম অজোধ্যা ভুবনে॥
ধরা জার করতল হরিলা ভৃগুর বল
তাড়কার বধিল জিবন।
অহল্যারে পদ দিলা পাসান মানব হইলা
হরধনু করিল্যা ভঞ্জন।
কোদণ্ড করিআ করে মারিচ রাক্ষস মারে
বালিবক্ষ বিদারিল বানে॥
দুন্দবি পঞ্জর তলে সপ্ততাল বিন্ধে বানে
তার নারি হরিআছ কেনে॥
সাগর তোমার বল শীন্ধু তার করতল
শরেতে যুশীআ নিল নিরে।
চৌদলেতে আরোপীআ এই বেলা শীতা লআ
ফিরিআ দেহ রঘুবরে॥
যুন্যাছি ত্রিজটার ঠাঞি সিতার মাতাপিতা নাই
জজ্ঞভূমে সিতার জনম।

১। এই দুই পঙ্‌ক্তি পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। ৬২ সংখ্যক পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি নাই।

নিদ্রাগত শীতা থাকে শ্রীরাম বলিআ ডাকে
পতিব্রতা জানকির ধম্ম ॥
মন্দোদরি কহে ভাশা তোমার ভগ্নীর নাসা
কাটীআছে সিরামের ভাই।
ওহে রাজা দশাননে বিচার করহ মনে
জানকীর কিছু দোশ নাই ॥
যুন রাজা নিবেদী তোমার অভাব কি
দশ হাজার কন্যা জার ঘরে।
অতুল সম্পদ জার এমন দুমতি তার
শে কেন পরের নারি হরে ॥
হইবেক সর্ব্বনাশ এশেছে রামের দাশ
আরম্ভ করেছে তেঁহ রন।
কিত্তীবাশ পণ্ডীতে কঅ রাবন বুঝিবার নয়
ভালে উঠে কুড়িটা নআন ॥

(পৃ° ২৭।১-২৮।১)

পুথির শেষভাগে বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের লঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৬০। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি, মধ্য, অন্ত ৫৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। কেবল কৃষ্ণমোহনের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ অতিরিক্ত আছে। তন্মধ্যে একটি এইরূপ,—

ত্রিপদি ছন্দ ॥

ত্রা কহে হনুমান জুড়াক সভার প্রান
জিজ্ঞাসেন রাজিবলোচন।
রত্নাকর বাত্রা কত মিনি মুলে কিনে নেহ
সর্ত্ত কহ পবননন্দন ॥
করজুড়ে হনুমান বাত্রা সুন নারাঅন
সুন রাম জতেক কাহিনি।
পাইআ তুমার বর লঙ্ঘি হেন সাগর
পথে বিপদ সুন রোঘুমোনি ॥
সুরসা সাপিনি বলে সর্গ মর্ত্ত মুখ মেলে
ভাবি রাম তুমার চরন।
সান্তাই সাপিনি পেটে বারি হোই কর্ন্ন বাটে
তুসিলাম সুরসার মন ॥
মৈনাখে অঙ্গুল দিএ গেল পর্ব্বত জুরিয়্যা
সুজ্যবংষে সাগর সির্জ্জন॥
মৈনাখে সন্তোস করি সিজ্বিকা রাক্ষসি মারি
দেখি রাম লঙ্কা জে ভুবন ॥
সনার পাচির পরে উগর্গচণ্ডা আসি মোরে
কহে বানি তর্জ্জন বচনে।
পরিচয় দিয়ে তারে শ্রীরাম পাঠাল্য মোরে
খুসি হৈল্য রাম নাম যুনে ॥
সমপ্রিআ্য লঙ্কাপুরি চলিলা কৈলাসগিরি
মোরে দিঅ্যা আসিস বচন।
সনার আআরি ঘর দেখি অতি মনহর
ভাবি রাম রাজিবলোচন ॥
দস হাজার রানিগনে বান্ধিজটে দুই জনে
বান্ধি রাজা মন্দদরি সনে।
কুম্ভুকর্ন্ন আদি করি খুজি সব লঙ্কাপুরি
বসি ভাবি দ্বার দক্ষিনে ॥
অগর্ন্ন ইসান কনে চলিলা অসক বনে
দেখি রাম জনকনন্দিনি।
ত্রিঘত মুরতি হঅ্যা অসক বনেতে রঅ্যা
ডাকেন সিতা রাখ রোঘুমুনি ॥
অম্বুবন নিধন করি অক্ষয় কুমারে মারি
বান্ধে মোরে ইন্দ্রজিতার বানে।
ত্রিত বস্ত্র নেজ্জে দিঅ্যা দিল অগ্নি জালাইঅ্যা
উঠে অগ্নি উপর গগনে ॥

পড়াই সনার লঙ্কা। তিল আধ নাই সঙ্কা
পড়াঅ্যা করিলাম ছারখার।
অসোক বনেতে গিঅ্যা মাত্র বাত্রা জানাইঅ্যা
নিসানা নইলাঙ রোঘুবর॥
জানকি দিলেন মুনি লেহ রাম রোঘুমুনি
আনন্দিত শ্রীরামলক্ষনে।
ক্রিষ্ণমোহনের আস বন্দিআ সে কির্ত্তিবাস
মন্ত্রিগন ডাকেন নারাঅনে।।
(পৃ° ৩১।২)

৬১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/২×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ ৫৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ত্রিপদি ॥

জনকনন্দীনি সিতা শ্রীরামের বনিতা
তুমি গিয়া দেহ ত আশাষে।
ভয়ঙ্কর রাক্ষসি দেখি মনে ভয় বাশী
পাছে সিতা মরেন তরাসে॥
কে দেয় আহারপানি জাগিয়া পোহান রজনি
জেন ব্যাঘ্রকোলেতে হরিনি।
রামচন্দ্রে কর সুখি সুগ্রিব রাজারে দেখি
জেন সুখে বঞ্চেন রজনি॥
সাগর হইয়া পার বানরে করে নিস্তার
রাম সুগ্রিব হরিষ অপার।
শাগর হইয়া পার সিতারে কর উদ্ধার
তব জষ ঘুসিবে শংসার॥
এত বলি কোপিগন সবে আনন্দিত মন
হনুমান ধরি দেয় কোল।১
অলংঘ্য সাগরপার তোমা বিনা কেবা আর
ডাইতে পারি বলে হেন বোল॥
সুগন্ধি কুসুম মালে গাঁথিয়া দিলেক গলে
প্রধান বানর জত জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রাম নাম করহ স্মরন॥
রাম নাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পৃথিবি ভাশএ জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥ (পৃ০৯।১-২)

ত্রিপদি॥

রামের অঙ্গরি পেয়ে সিতা মনে দুখি হয়ে
শোকাকুলে কান্দিয়া বিকল।
কপালে কঙ্কনাঘাত ঘন বলে প্রাননাথ
বুক বহি পড়ে যস্ত জল॥
আমার প্রানের নাথ কোমললোচন।
বিধি মোরে হৈল বাম মৃগ বধে গেলা রাম
সন্য ঘরে হরিলা রাবন॥
কান্দি সিতা বলে রঘুমনি।
যোগসিদ্ধ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
আমি সিতা তাহার নন্দিনি॥
হরধনু ভঙ্গ করি মোরে বিভা কৈলা হরি
বড় ভাগ্যে পাইনু শ্রীরাম।
মোরে বিভা কৈলা রাম আইলেন অজোধ্যাধাম
বিধাতা শ্রীরামে হৈল বাম॥
সশুর আনন্দমতি রাজা করি রঘুপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি।
কৈকয়ি পাসণ্ড হয়ে বনে দিল পাঠাইয়ে
সত্য পালিবারে রঘুমনি॥

১। ইহার পর ৫৭ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

শুদ্ধিপত্র

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১০শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫	৬	২য়	রজ্জ	রজ্জু
"	৯	১ম	Sccondary	Sccondary
৯৬	৫	২য়	বিদ্যুৎযন্ত্র	বিদ্যুদ্‌যন্ত্র
"	৯	১ম	Couloumb	Coulomb
"	"	২য়	তাড়িৎ	তড়িৎ
"	১২	"	Electrove	Electrode
"	১৫	১ম	Valtaic	Voltaic
"	১৭	"	clecrtity	electricity
"	২০	"	Defleetion	Deflection
"	২২	"	অঙ্গম	অঙ্গন
৩	২৩	২য়	Eletro-typing –	Electro-typing --
"			তড়িদাঙ্কন	তড়িদঙ্কন
"	৩২	১ম	ধারাস্ফরণ	ধারাস্ফুরণ
৯৭	১৪	"	তড়িদম্মানাঙ্ক	তড়িদ্‌মানাঙ্ক
"	২২	২য়	Leydengar	Leyden jar
"	২৩	"	Lightening	Lightning
"	২৬	"	Luminons	Luminous
৯৮	২০	"	পাদবিদুন্মান	পাদবিদ্যুন্মান
"	২১	"	পাদ-বিদুদ্বীক্ষণ	পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ
৯৯	১৬	"	Valtameter	Voltameter
"	২১	"	তাড়িদ্	তড়িদ্

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনত্রিংশ সাংবৎসরিক

কার্য্য-বিবরণ

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩১

——০——

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঊনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের সমীপে বিগত ঊনত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করা হইল।

বান্ধব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিনজন বান্ধব ছিলেন, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বাহাদুর কে টি, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

সদস্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৫, মৌলবী—০, সহায়ক—২২, সাধারণ—২১৯১, (কলিকাতা ১১৭৯, মফস্বল ১০১২) মোট ২২৩২।

শ্রেণীভেদে সদস্যগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—বর্ষারম্ভে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। পরে বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁ লেভি মহোদয় বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) আজীবন-সদস্য—পূর্ব্ববৎসরে যে ৬ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন, এ বৎসরেও তাঁহারাই রহিয়াছেন। এই শ্রেণীর কোন নূতন সদস্য পাওয়া যায় নাই।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ও বর্ষাশেষে এই শ্রেণীর ৫ জন সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে কোন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হয় নাই।

(ঘ) মৌলবী-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে কেহই পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে ২ জনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় এবং একজনের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহাদের পদ শূন্য হইয়াছে এবং বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে সহায়ক-সদস্য-সংখ্যা ২০ জন হইয়াছে।

পুরাতন সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত [illegible] নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের নিকট পরিষৎ নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নদা-

কুমার অজরসঙ্গ, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ও বিবিধ বিষয়ে পরিষদের কার্য্য করিয়াছেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতায় ১১৭৯ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৯ জন কলিকাতাবাসী মফস্বলে গিয়াছেন, ১১ জন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং ১০৮ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনাদির পর, বর্ষশেষে কলিকাতায় ১২৬৯ জন সদস্য ছিলেন।

(২) বর্ষারম্ভে ১০১২ জন মফস্বলবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১৮ জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ১১জন মফস্বলবাসী কলিকাতায় আসিয়াছেন, ৯ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন এবং ১৭ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্যগণের সংখ্যা ১০০৯ হইয়াছে।

বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফস্বলের সদস্য লইয়া সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২২৭৮ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০ জন সদস্য দুই বৎসরের অধিককাল চাঁদা দিতেছেন না বলিয়া ৪২ (ঘ) নিয়মানুসারে তাঁহাদের নিকট পত্রিকাদি প্রেরণ বন্ধ রহিয়াছে। সুখের বিষয়, পত্র-ব্যবহারের ফলে এই ১০০ জনের মধ্যে ৩০ জন রীতিমত চাঁদা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষমধ্যে তাঁহারা আবার পরিষদের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব অনুরাগ ও কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে যে চাঁদা পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়। দুঃখের বিষয়, এইভাবে চাঁদা অনাদায় হওয়ায়, বর্ষশেষে আরব্ধ কাজগুলি শেষ করিতে পারা যায় না। তজ্জন্য পরিষদের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, এই সকল অসুবিধা দূর করা অচিরেই আবশ্যক। তজ্জন্য যাঁহাদের নিকট চাঁদা বহু দিন হইতে বাকী পড়িয়া আছে, তাঁহাদিগকে পরিষৎ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যে, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য বর্ষের শেষভাগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত সকল সদস্যকে দুই জন করিয়া নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। মাত্র ৭০ জন নূতন সদস্যের প্রস্তাব আসিয়াছে। তাঁহাদের নিকট যথারীতি নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। এখনও নির্ব্বাচিত সমস্ত সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা ও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, যে সকল সদস্য এখনও দুই জন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বরেই দুইজন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন। নানা বিষয়ে ব্যয়-বাহুল্য ঘটায়, আয়-বৃদ্ধির জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

বিশিষ্ট——৯	সহায়ক——————২০
আজীবন—৬	সাধারণ——————২২৭৮
অধ্যাপক—৫	কলিকাতা—১২৬০
মৌলবী——০	মফস্বল———১০০৯
	২২৭৮
	২৩১৮

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত এক জন সহায়ক এবং ৩৮ জন সাধারণ-সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহাদের পরলোকগমনে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য

১। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)।

সাধারণ-সদস্য

১। অনাথবন্ধু দে (কলিকাতা)।
২। অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা)।
৩। ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ (কলিকাতা)।
৪। অমৃতলাল দত্ত (কলিকাতা)।
৫। আমোদকৃষ্ণ বাগচী (কলিকাতা)।
৬। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী (রাণীগঞ্জ)।
৭। ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)।
৮। গিরিজামোহন রায় (কোচবিহার)।
৯। গিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (তালজঙ্ঘা, ময়মনসিংহ)।
১০। জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
১১। তারিণীপ্রসাদ ধর (কান্দী)।
১২। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আলমবাজার)।
১৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ (জামনা, বীরভূম)।
১৪। পতিতপাবন রায় (চন্দনপুর, খুলনা)।
১৫। পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
১৬। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কাঁটালপাড়া)।
১৭। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্ ডি (কলিকাতা)।
১৮। রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ বাহাদুর (ফরিদপুর)।
১৯। বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতা)।

২০। [illegible] বসু বি এ ([illegible] বাঁকুড়া)।

২১। বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ ([illegible])।

২২। রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি আই ই বি এল্ ([illegible])।

২৩। [illegible] বসু বি এল্ (কলিকাতা)।

২৪। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ (কলিকাতা)।

২৫। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্ বি ই ([illegible])।

২৬। রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ (চুঁচুড়া)।

২৭। রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা)।

২৮। রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় (লাভপুর, বীরভূম)।

২৯। রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্ (ময়মনসিংহ)।

৩০। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

৩১। শরচ্চন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা)।

৩২। শ্রীকান্ত বিশ্বাস (কলিকাতা)।

৩৩। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্, এটর্ণি (কলিকাতা)।

৩৪। সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।

৩৫। সত্যচরণ মজুমদার (কামারখালি, রাজসাহী)।

৩৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)।

৩৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাঁচী)।

৩৮। হীরালাল সান্যাল (কলিকাতা)।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যবন্ধুগণের পরলোকগমন ঘটিয়াছে। ইঁহারা মৃত্যুকালে পরিষদের সদস্য না থাকিলেও, বহু দিন পরিষদের সদস্যপদে থাকিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

১। অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ (ফরিদপুর)।

২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্ (বহরমপুর)।

৩। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ (কলিকাতা)।

৪। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)।

৫। মতিলাল ঘোষ (কলিকাতা)।

৬। যতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।

৭। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি এল্ (মুঙ্গের)।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

(ক) সাহিত্য-শাখা—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় এই শাখার আহ্বানকারী [illegible] আলোচ্য বর্ষে এই শাখার তিনটি অধিবেশন হয় এবং কার্য্যনির্ব্বাহ [illegible] নির্ব্বাচন [illegible] সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে [illegible] প্রবন্ধ এই শাখায় আসিয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের জন্য এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়,—

(১) আরবী ও পারসী ভাষায় বাঙ্গালা অনুলিখন—লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন)।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজপত্র—লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি লিট্, এম্ এ।

(৩) জয়দেব ও চণ্ডীদাস—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

অবশিষ্ট দুইটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(খ) ইতিহাস-শাখা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয়। সর্ব্বসমেত ১০টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রবন্ধ-সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।—

মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা—লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়,—

(১) চিত্র-লক্ষণ—লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

(২) সভাপতির অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়,—

(১) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

(২) অগ্নি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(৩) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(৪) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(৫) পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্।

(৬) আসামের নানা কথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

(৭) মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা (৩য় অধ্যায়)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

উপরি-উক্ত প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-সম্পাদিত

"কামন্দকীয় নীতিসার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব-সম্বন্ধে এই শাখায় এখনও আলোচনা চলিতেছে। বর্ষশেষে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস সরোবর, আদি বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানের চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করেন এবং তত্তৎ বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(গ) দর্শনশাখা—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখায় কোন প্রবন্ধাদি না পাওয়ায়, ইহার অধিবেশনের প্রয়োজন হয় নাই। এই শাখার আয়োজনে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় চারিটি বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

(ঘ) বিজ্ঞানশাখা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয় এবং সার্কুলার দ্বারা দুইবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বসমেত ৬টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়। দুইটির বিষয়ে এখনও আলোচনা চলিতেছে। বাকী নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।—

(১) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

(২) যোগেশ বাবুর "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" আলোচনা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

(৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (নাদবিজ্ঞান ও ধ্বনি-বিজ্ঞান)—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

(৪) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, এপর্য্যন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিজ্ঞান-শাখার তত্ত্বাবধানে যে সকল পরিভাষা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি একত্র সম্পাদিত করিয়া, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত করা হইবে এবং এই পরিভাষা গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুরকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত চারি শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি, আহ্বানকারী এবং সভ্যগণ শাখার অধিবেশনাদিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্য্যভার সম্পাদন করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন। ঐ সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

উপরি-উক্ত চারি শাখা ব্যতীত বিগত বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত দুইটি প্রশাখা-সমিতি

গঠিত হইয়াছিল।—(ক) ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত-প্রশাখা-সমিতি এবং (খ) চিকিৎসা-প্রশাখা-সমিতি। আলোচ্য বর্ষে শেষোক্ত প্রশাখা-সমিতির কোনই কার্য্য হয় নাই। প্রথম প্রশাখা-সমিতির দুইটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের মন্তব্যানুসারে জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি দেশ-বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে, কোষ্ঠীর নকল সংগ্রহ করা হইতেছে এবং জ্যোতিষের পারিভাষিক অভিধান-সঙ্কলনের কিছু কিছু কাজ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থানের নির্দ্ধারণ ও মৃত্তিকান্তরের পরীক্ষা না করিলে, প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে পারা যাইবে না। এইজন্য Trial boringএর প্রয়োজন এবং উহা অর্থ-সাপেক্ষ। ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি তাঁহার মন্তব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। জরিপ, পরিমাণ ও পুরাতন দলিল প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোমোহন বাবু যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকান্তরের পরীক্ষা না করিলে পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি তত প্রয়োজনীয় হইবে না। আশা করা যায়, শীঘ্রই boringএর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে।

নদীয়া-সমিতি

প্রাচীন, আধুনিক ও সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে যে সমস্ত ভৌগোলিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্দ্দেশের পক্ষে প্রমাণগুলি পর্য্যাপ্ত নহে। আরও উপাদান সংগ্রহের আবশ্যক।

অধিবেশন

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন—আলোচ্য-বর্ষের (১৩২৯) ১১ই আষাঢ় রবিবার পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়, তৎপর ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইলে পর, বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হয় এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। তৎপরে কতিপয় প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি প্রদর্শিত ও চারিখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা-ভাষার-পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের জন্মাবধি যে একটি প্রচেষ্টাকে সফল করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটি মাসিক অধিবেশন হয়। নিম্নে এই সকল মাসিক অধিবেশনের দিন, অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা এবং সভাপতির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ভাদ্র ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ভারতীয় সূদবিদ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(খ) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়।

(গ) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

(২) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ কার্ত্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আর্‌বী ও পারসীয় ভাষার বাঙ্গালা অক্ষুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এস্ এম্ পি এস্ (লণ্ডন)।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, ঐ দিন এই প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রাখা হয়। পরে ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে লেখক মহাশয়ের সত্বরে কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা পাঠ করেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(৩) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈদিক ভাষার স্বরের সুর। লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(খ) যোগেন্দ্র বাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ। লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

(৪) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৬ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজপত্র। লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

(৫) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৩এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (General Physics and Acoustics). লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

(খ) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বিএ, বিই।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৬) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৭ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আরবী ও পারসীয় ভাষার অক্ষুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ সি এস্ (লণ্ডন)।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

(৭) সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ব্রহ্মা। লেখক—শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(খ) মধ্যযুগের বাঙ্গালার অবস্থা। লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

(৮) অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১১ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—অগ্নি। লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

(৯) নবম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আসামের নানা কথা। লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(১০) দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়? লেখক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এল্।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(১১) একাদশ মাসিক অধিবেশন—২৫এ চৈত্র, ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—মৌর্য্য যুগে ভারতীয় সভ্যতা (তৃতীয় প্রবন্ধ)। লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্।

প্রবন্ধ-পাঠাদি ব্যতীত এই সকল মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত মূল সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঞ্জয়ী মহাভারতের প্রাচীন পুথির রাশি হইতে সঙ্কলন করিয়া মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের উপাখ্যানগত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পঠিত হয়। পরিষদের পুথিশালার রক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পাঠ সঙ্কলন করেন এবং তিনিই সেগুলি মাসিক অধিবেশনে পাঠ করেন। আলোচ্য-বর্ষে এগারটি অধিবেশনে তিনি এই বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের সহিত এই পুথির বিবরণ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে একুশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে, তন্মধ্যে সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য দুইটি (১ম, ২০শ) মৃত সাহিত্যিকগণের জন্য শোকপ্রকাশার্থ তিনটি, (২য়, ১২শ এবং ১৫শ) সাহিত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য ১৫টি (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ এবং সভাপতি মহাশয়ের বার্ষিক অভিভাষণের জন্য একটি (২১শ)।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার। এই দিন প্রাতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে সাধরণে পত্রপুষ্পে সজ্জিত করেন ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল বক্তৃতাদি করেন। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, এল্ এল্ ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ষ্টার থিয়েটারের গায়কগণ কবির

রচিত গীত গান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কবির রচনা হইতে দেশাত্মবোধ-বিষয়ক রচনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যসখা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় কবির বিভিন্ন কাব্য ও রচনা হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি ও পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় স্বরচিত 'মধুসূদন' নামক কবিতা পাঠ করেন।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮এ আষাঢ় ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কবির রচিত গান গাহিলে পর, সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে কবির মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় কবির বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী আশালতা রায় কবির এক রচনা আবৃত্তি করেন এবং কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়গণ তাঁহাদের রচিত কবিতাগুলি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়গণ কবির বিষয়ে আলোচনা করেন। কবির স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়।

৩। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবীণ সাহিত্যিক ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসয়ানাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় মৃত মহাত্মগণের বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমবাসীর পক্ষে পরিষৎকে ৺নীলরতন বাবুর একখানি তৈলচিত্র দান করিবেন, জানাইয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই দুই পরলোকগত সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৪। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৩রা চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত

হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক ৺সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত 'ভারত-সঙ্গীত' গীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মৃত মহাত্মার রচিত 'ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক' কবিতা আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺সত্যেন্দ্র বাবুর বিষয়ে বহু আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় ৺সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষৎকে দান করেন ও তাহা প্রদর্শিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৫। বিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই আষাঢ় ১৩৩০। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি মাইকেল দত্ত মধুসূদন মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। এই দিন প্রাতে কবির সমাধি-স্তম্ভে পুষ্পমাল্য দান করা হয় এবং অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির রচনা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, ভি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ বক্তৃতাদি করেন।

৬। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা কার্ত্তিক ১৩২৯ রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এস্ মহাশয় 'ব্রাত্য কাহাকে বলে' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৭। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর্ এস্ মহাশয় 'জয়দেব ও চণ্ডীদাস' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২২এ পৌষ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' (প্রথম অংশ) পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

৯। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—৩০এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় "নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ।

১০। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৩ই মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১১। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১৪ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

১২। নবম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৩। দশম বিশেষ অধিবেশন—২৭এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন' সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৪। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।

১৫। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ফাল্গুন ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৬। চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

১৭।১৮। স্থগিত ষোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই চৈত্র ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত টুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্।

১৯। অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—১০ই চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে ঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় 'শিবাজীর সেনাদল' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

২০। ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই বৈশাখ ১৩৩০, বুধবার। এই অধিবেশনে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস-সরোবর, আদি বদরীনাথ প্রভৃতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে উক্ত স্থানগুলির ছায়া-চিত্র প্রদর্শন করেন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২১। একবিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিদ্যাপতি-রচিত বীররসাত্মক কাব্য 'কীর্ত্তিলতা'র আলোচনা করেন। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে এই অভিভাষণ পাঠ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত প্রথমোক্ত পাঁচটি বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত অপর যে ষোলটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অধিবেশনে যাঁহারা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ ব্যতীত দুইটি গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজো-রচিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ চারিটি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়া চারিটি বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ সত্বরই প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু চিরদিনই পরিষদের হিতৈষী, তিনি বিদেশে বাস করিয়াও সর্ব্বদা পরিষদের হিতচিন্তা করিতেছেন। সত্বরই যাহাতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করে, তাহা পরিষদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে যে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাহা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া পরিষৎ আনন্দ বোধ করিতেছেন।

অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ক) অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি (ধাতুমূর্ত্তি)।
২। বজ্রসত্ত্ব ঐ

নেপাল হইতে আনীত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত।

৩। মহাকাল ধাতুমূর্ত্তি।

নেপাল হইতে আনীত এবং শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

৪। উর্দ্ধপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুমূর্ত্তি)।

৫। পিঙ্গলমূর্ত্তি (প্রস্তরমূর্ত্তি)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ।

৬।৯। চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ প্রস্তর চৈত্য।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর।

১০। একটি প্রাচীন মুদ্রা

প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এস্।

১১।১২। দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

(খ) প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৩। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা।

১৪। প্রবাল, সামুদ্রিক ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি (আধার সমেত)।

১৫। নানা শ্রেণীর প্রস্তর জীবাশ্ম প্রভৃতি।

১৬। একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর চৈত্য।

১৭। কতকগুলি ধ্যানী বুদ্ধ-সন্নিবিষ্ট একখণ্ড প্রস্তর।

এই সমস্ত ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত এবং তাঁহার পুত্রবধূ এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত।

(গ) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮। মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি (প্রস্তর)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়।

(ঘ) অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৯। ২৪টি প্রাচীন নানা শ্রেণীর রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

কার্য্যালয়

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
(মফস্বলের পক্ষে)
৫। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।
৭। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।
৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

(ইনি বর্ষের শেষ ভাগে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন)।

৩। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী।
৪। " কিরণচন্দ্র দত্ত।
৫। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।
৬। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ।
পরে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থাধ্যক্ষ— " অনঙ্গমোহন সাহা।

ছাত্রাধ্যক্ষ— " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা ও গ্রন্থ-প্রকাশ সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবং স্মৃতি-রক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর পরিষদের সেবা করিয়াছেন,

এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—পরিষদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, গত অগ্রহায়ণ মাসে কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি নিতান্ত নবীন বয়স হইতেই পরিষদের নানা কাজে উৎসাহ প্রদর্শন ও বহু বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ বন্ধুর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার শূন্যপদে বৎসরের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। পরিষদের অর্থাদি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চিত্রশালার পৃথক্ কার্য্যবিবরণ হইতে তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার নিকট পরিষৎ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, এম্ আর এস্ আই মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। বহুদিন হইতে ছাত্র-সভ্য-সংক্রান্ত কার্য্যের রীতিমত প্রসার হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় বৎসরের শেষভাগে ছাত্র-সভার সংস্কার সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন। ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সাহায্য ও তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের প্রথা প্রচলন করা কি ভাবে সাধ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার প্রবর্ত্তনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ছাত্র সভার পৃথক্ কার্য্য-বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্নসহকারে পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষগণ এবং নিম্নোক্ত নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া আলোচ্য-বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল :—

সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।
২। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৩। „ মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
৫। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।
৬। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৭। „ মন্মথমোহন বসু এম্ এ।
৮। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি।
৯। „ রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ।
১০। „ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ।
১১। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)।
১২। „ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
১৩। মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ।
১৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
১৫। „ রাখালরাজ রায় এম্ এ।
১৬। „ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি।
১৭। „ নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।
১৮। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
১৯। „ বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিশারদ।
২০। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

শাখা-পরিষৎ হইতে নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
২। „ ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৩। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ।
৪। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৬। „ হরিহর শাস্ত্রী।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে সকল সভ্য সভায় উপস্থিত হইয়া এবং পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়া সম্পাদকের সহায়তা করিয়াছেন, সম্পাদক তাঁহাদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির চৌদ্দটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং ছয় বার সাকুল্যার

পত্র পাঠাইয়া সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে আলোচিত বিবিধ বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ পরিষদের হস্তে দান করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ঐ অর্থ ব্যয় করা সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয়।

(২) যবদ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য দুই জন বিশেষজ্ঞ ও এক জন ফটোগ্রাফার প্রেরণের প্রস্তাব ও তজ্জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) মিষ্টার ই ই বিস্ সাহেব বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টে বঙ্গাক্ষরের সংখ্যা কমাইবার জন্য রোমান অক্ষর প্রচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য ও উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষদের মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া প্রতিবাদ প্রেরিত হয়। (উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, মিষ্টার বিস্ সাহেবের মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই)।

(৪) ভারত সরকার কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের কাগজ-পত্র স্থানান্তরিত করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ মন্তব্য ভারত সরকারে প্রেরিত হইয়াছে।

(৫) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির মন্তব্য অনুসারে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং মাদ্রাসা যাহাতে লোপ না হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে।

(৬) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের নিকট হইতে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য অর্থসাহায্য চাহিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৭) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি পাঠাইবার জন্য উক্ত কমিশনের অনুরোধপত্র গৃহীত হইয়াছিল এবং দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(৮) পরিষদের মহিলাসদস্যগণের এবং যে সকল মহিলা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না তাঁহাদের সুবিধার জন্য ত্রিংশ বর্ষ হইতে প্রতি মাসে একটি দিন তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হইবে। এই দিনে তাঁহারা পরিষদে আসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ও গ্রন্থাগার ও পরিষদ্ মন্দির দেখিতে পাইবেন।

(৯) আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে একজিবিসন্ হইবে, তাহাতে পরিষৎ কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আহূত হইয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যদি রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে পাঠাইতে বাধা নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্ব্বাচিত ১৫ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। [সভ্যগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় গ্রন্থাগারের কার্য্যে গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের জন্য কলিকাতা করপোরেশন গ্রন্থাদি ক্রয়ার্থে ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে ওয়ার্ড কমিশনর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন। করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। গতবর্ষে সর্ব্বসমেত মোট ৬৮৬/০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, কলিকাতা করপোরেশনের নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৩৩৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ২৩৫ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ২০৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ২৩ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৮২ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৫৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আজীবন সংগৃহীত মূল্যবান্ লাইব্রেরীর সমুদয় গ্রন্থ ও ১০টি সুদৃশ্য আলমারী ও দুইটি র‍্যাক্ এবং স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত ৭টি আলমারী ও ১টি র‍্যাক্ সমেত গ্রন্থগুলি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপহৃত পুস্তকগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ২৯২ খানি এবং ইংরেজী ১৯৫১ খানি, সর্ব্বসমেত ২২৪৩ খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরীর প্রদাত্রীগণের (কবির মাতা শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত এবং স্ত্রী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত) সর্ত্ত অনুসারে পুস্তকালয়-সমিতি কর্তৃক স্থির হয় যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি ব্যতীত সদস্যগণ সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীর গ্রন্থ পাঠার্থ বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহারা পরিষদে বসিয়া পাঠ করিতে পারিবেন। স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট হইতে তাঁহার স্বামীর সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে বাঙ্গালা ৫৬৭ খানি ও ইংরাজী ১৬৩১ খানি মোট ২১৯৮ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূতপূর্ব্ব 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং বর্ত্তমান 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া প্রথম হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত 'নব্যভারত' দান করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণী মহাশয় ১৭১ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও উপহার দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিষদ্ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে

যাঁহারা এরূপ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের সংগৃহীত গ্রন্থাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিষদের সদস্য এবং গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের এক এক খণ্ড পরিষদ্ গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাধারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু এ বৎসরেও পুস্তকাধার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আগামী বৎসরে যে কোন উপায়ে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিতেই হইবে।

আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাশীর তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, কাশীর জ্ঞানমণ্ডল, Royal Siamese Consulate General, ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন এবং কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্র-নাথ লাহা মহাশয়, ক্যাল্‌কাটা ওরিয়াণ্টাল সিরিজ, হৃষীকেশ সিরিজ ও দুর্গাচরণ সিরিজের গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন। ফ্রান্সের La Societe De Linguistique De Paris, আমেরিকার Museun of Fine Arts, American Anthropological Association তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি দৈনিক, ৪৩ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ৬৮ খানি মাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও পেটেণ্ট অফিস নোটিফিকেশন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে গত জানুয়ারী মাস হইতে ইণ্ডিয়া গেজেট পাওয়া যাইতেছে না। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল]।

Indian Autiquary ও Modern Review পত্রিকা দুইখানির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ ২ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য খোলা ছিল। প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সাময়িক-পত্র, পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটির হলে হিষ্টরিক্যাল্ রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথিশালা

১৩২৯ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল ৪৫৩৪। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের বন্ধুগণের নিকট হইতে ১৫ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয়

১২ খানি শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায় ১ খানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত ১ খানি, এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১১ খানি সংস্কৃত এবং ৪ খানি পুথি বাঙ্গালা। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৪৯।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি	২৯২৭
সংস্কৃত "	১৩৫৭
অসমীয়া "	৩
ওড়িয়া "	৩
হিন্দী "	২
ফার্সী "	১২
তিব্বতীয় "	২৪৪
ইংরেজী "	১
	৪৫৪৯

উপরে পুথির যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বর্ষে পুথি সংগ্রহ একরূপ কিছুই হয় নাই। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অসংখ্য পুথি অযত্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহদের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কত যে অমূল্য রত্ন উপেক্ষায় অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সুবৃহৎ মন্দিরের পুথিরক্ষার অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহাদের গৃহে পুথি আছে, অথচ তাহা রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্তের অভাব, তাঁহারা যদি সেই সকল পুথি পরিষদে দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গৃহীত হইবে। সম্পাদক এবিষয়ে পরিষদের সদস্য এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে সদস্যগণ ও সাধারণে ইহার বিষয় অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য পত্রিকার সহিত ইহা প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রায় একশত পুথির তালিকা প্রস্তুত সমাধা হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক ২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানি তালিকা মুদ্রিত হইতে পারিবে।

বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীরাম দাস এবং কবি সঞ্জয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়ে একই মহাভারতের অনুবাদ করিলেও উপাখ্যানভাগে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, তদানীন্তন সমাজের ধর্ম্মবিষয়ক রুচি-বিভিন্নতার কথা আপনিই পরিস্ফুট হইয়া

উঠে। সমাজের ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণ একই মূল উপাখ্যান বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রধানতঃ লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত মহাভারতে তাই এত পার্থক্য দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান এবং আলোচনার সূত্রপাত করিবার জন্য পরিষদের পুথিশালা হইতে কাশীরাম দাস এবং মহাকবি সঞ্জয়ের মহাভারত অবলম্বনে উভয়ের উপাখ্যান-গত বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের প্রতি মাসিক অধিবেশনে পুথিশালা হইতে এইরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিষয় বিভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটির হলে কলিকাতার হিষ্টারিক্যাল রেকর্ড কমিশনের যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে প্রদর্শনের জন্য বহু প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি প্রেরিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চিত্রশালার কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়াছিল। বর্ষমধ্যে চিত্রশালা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে চিত্রশালায় প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণের প্রস্তাবালোচনা ব্যতীত হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের নেতৃত্বে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতিপয় চিত্র, প্রাচীন পুথি, দুষ্প্রাপ্য প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল; ইহার বিষয় পুথি ও গ্রন্থশালা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। চিত্রশালা হইতে কতকগুলি চিত্র ব্যতীত অন্য কিছুই প্রেরিত হয় নাই। চিত্রশালা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য যাঁহারা উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের চিত্রশালা-সমিতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রাপ্তদ্রব্যাদি ও প্রদাতৃগণ

১। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি (প্যারিস প্লাষ্টারে নির্ম্মিত)—
শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার

২। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী।

৩। ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } —গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি
৪। ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

৫। ৺কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র—
পরিষদের স্থাপিত স্মৃতি-সমিতির অর্থ হইতে প্রস্তুত।

৬। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র—
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার।

৭। প্রাচীন মুদ্রা—১দফা ৫০টি (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)
শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত।

৮। প্রাচীন মুদ্রা ১দফা ১৩টি— রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এস্ এল্,

৯। ঐ ১দফা ২৪টি— শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ,

১০। ঐ ১দফা ৪টি— শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত।

১১। ধাতুময়ী মূর্ত্তি ঊর্দ্ধপাদ-বজ্রবারাহী— শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ,

১২। ... বিষ্ণু— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩। ... মহাকাল— ঐ

১৪। ... বজ্রসত্ব— শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ,

১৫। প্রস্তরমূর্ত্তি—মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা দুর্গা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়,

১৬। ... ২০টি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর খণ্ড (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)—শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,

১৭। প্রস্তরমূর্ত্তি, একটি চৈত্য—(৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)— শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,

১৮। ইষ্টক—ছাতনার লিপিযুক্ত-একখানি—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বসু,

১৯। " কামাখ্যা উমানন্দ দ্বীপ হইতে সংগৃহীত দুইখানি—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ,

২০। " বাঁশবেড়ে বাসুদেব মন্দির হইতে সংগৃহীত—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই,

২১। সামুদ্রিক ঝিনুক, প্রবাল, জীবাশ্ম প্রভৃতি—(আধার সমেত) (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত) } শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত

২২। সারনাথ হইতে সংগৃহীত মৃন্ময় পাত্রাদির খণ্ড } শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

এই সমস্ত দ্রব্যাদি পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং ইহার উপযোগিতা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে চিত্রশালায় রক্ষার উপযুক্ত বহুদ্রব্য ইতস্ততঃ মাঠে ঘাটে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সে সকল দ্রব্যে বাঙ্গালী জাতির কত ইতিহাসের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? সহৃদয় বঙ্গবাসী স্বদেশের সেই পুরাতন শিল্প ও ইতিহাসের অযত্নরক্ষিত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির সম্যক্ আলোচনার জন্য পরিষৎ-চিত্রশালায় প্রেরণ করিয়া দেশের নষ্ট-গৌরব উদ্ধারে সাহায্য করিবেন না কি? পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গবাসিমাত্রকেই এই বিষয়ে যত্নবান্ হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিষদের পরম উৎসাহী সদস্য কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্,

পিএচ ডি মহাশয় প্রাচীন মুদ্রা খরিদের জন্য পরিষদের হস্তে আলোচ্য বর্ষে ৫১৲ একান্ন টাকা দান করিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য সদস্য-গণকে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। এই দান করিয়া তিনি পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বিগত বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালার প্রস্তর ও পিত্তলমূর্ত্তি ও ইষ্টকাদির বর্ণনাযুক্ত তালিকা-পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। এ বৎসরের শেষভাগে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী বৎসরের মধ্যে এ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর পরিষৎ কর্ত্তৃক "বাস্তু-বিদ্যা" নামক শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি এ কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং অর্থের ব্যবস্থা হইলে পুস্তকটি শীঘ্রই মুদ্রিত করিতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

'রমেশ-ভবন' নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে পরিষদের সমস্ত চিত্র ও প্রাচীন দ্রব্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই বাটীর পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শনের ভার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

প্রদর্শনী

বিগত জানুয়ারী মাসে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির হলে ঐতিহাসিক পত্র-দলিলাদি ও প্রাচীন চিত্র প্রভৃতির যে প্রদর্শনী হইয়াছিল; সেই প্রদর্শনীতে উক্ত কমিশনের আহ্বানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি অনুসারে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতকগুলি দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে আহূত অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের জন্য যে যে অনুষ্ঠান, যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। পরিষৎ প্রাচীন পুথি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, প্রাচীন চিত্র ও দলিলাদি প্রদর্শন করেন। পরিষৎকে এই প্রদর্শনীতে নিজ সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের যে অবসর ও সুবিধা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

ছাত্র সভ্য

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ছাত্রসভ্য-বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া উক্ত সমিতিতে মন্তব্য উপস্থিত

করিলে পর সমিতির নির্দ্দেশমত, বহুদিন হইতে যাঁহাদের নাম ছাত্রসভ্য-তালিকায় রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা ছাত্রসভ্যগণকে উপদেশ দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য করিবার জন্য ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপ্রথানুসারে পদক বা পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হয়। তদনুসারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এবং ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় নানা উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণকে কলিকাতা মিউজিয়মে মূর্ত্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন। একটি ছাত্র প্রাচীন পুথি পাঠ করিতে ও একটি ছাত্র 'সমাচার-দর্পণ' হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ক্রম-বিকাশ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজন 'বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৌদ্ধমতের প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে ছাত্রসভ্যগণকে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইবে।

ছাপাখানা-সমিতি

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বর্ষের শেষে কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত কিরণবাবু স্থানান্তরে গমন করায়, ঐ সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৭ টি অধিবেশন হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থমুদ্রণ, চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণ, ২৮শ বার্ষিক ও মাসিক কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিয়াছিল,—

(১) ন্যায়দর্শন, ৩য় খণ্ড—সম্পাদক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

(২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(৪) সাধকরঞ্জন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।

(৫) উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক।

(৬) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

(৭) লেখমালানুক্রমণী—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ—সম্পাদক।

(৮) রসকদম্ব—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ—সম্পাদক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে পদকল্পতরু ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল। উদ্ভিদ-জ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল, লেখমালানুক্রমণী প্রথম খণ্ডের মূল শেষ হইয়াছে। রসকদম্ব মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হওয়ায়, ছাপিতে দিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য মাননীয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ এবং লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ি-তহবিলের সুদ ৪৫৫৲ এবং গ্রন্থ-বিক্রয়দ্বারা ১২৫।৯ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সুসম্পাদিত গ্রন্থ প্রচার করা। কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় না। সহৃদয় দেশবাসী ও সদস্যগণ এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিলে, পরিষৎ বহুবিষয়ে সদ্‌গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। সম্পাদক এই জন্য তাঁহাদের নিকট ভিক্ষার্থী।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার অনুমোদিত কতিপয় প্রবন্ধ এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলি ও তাহাদের লেখকগণের নাম লিখিত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য————২
সাহিত্য————১
ইতিহাস————৩
পরিভাষা————১
প্রত্নতত্ত্ব————২

প্রাচীন সাহিত্য—

(১) আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ (৩য় প্রবন্ধ)—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষৎ পুথিশালা হইতে সম্পাদিত ১ হইতে ৩২ পৃঃ।

সাহিত্য—

(১) বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র—লেখক অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

প্রত্নতত্ত্ব—

(১) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—লেখক শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(২) 'সমতটের পূর্ব্ব' প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য—লেখক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র।

ইতিহাস—

(১) চণ্ডীদাস—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

(২) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—লেখক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

(৩) সভাপতির অভিভাষণ—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

শিল্পবিজ্ঞান—

(১) চিত্রলক্ষণ—লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

পরিভাষা—

(১) আলোক বিজ্ঞানের পরিভাষা—লেখক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য নিম্নোক্তভাবে সম্পাদন করিতে পারা গিয়াছিল।

(১) নিম্নোক্ত মহাত্মগণের স্মৃতি এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে—

(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার এক ভক্ত শিষ্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বন্ধুর প্রদত্ত অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এবং (ঘ) সুলেখক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার স্মৃতি-সভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) পূর্ব্বসঙ্কল্পিত স্মৃতিরক্ষার কার্য্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি প্যারিস প্লাষ্টারের নির্ম্মিত মূর্ত্তি (Bust) তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষৎকে

দান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি এবং পূর্ব্ব বৎসরে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভাগিনের শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত তৈলচিত্র আগামী বৎসরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(খ) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তজ্জন্য ১৫৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

(গ) দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ঘ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্রের জন্য একখানি ফটো সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একখানি চিত্র কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(চ) রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের অনেকেরই চিত্রাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের নামে যে সকল তহবিল খোলা রহিয়াছে, তাহার কার্য্য নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৮।০ সুদ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই তহবিলে ২৮৬৶৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২২৮৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিচন্দ্রের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য গত ৫ বৎসরে ২৫৪২॥০ চাঁদা উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪৯৯॥/৩ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে ৪২৮৶৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা—শ্রীযুক্ত পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবী মহাশয়া তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন।

(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২০॥৶০ সুদ ও বই বিক্রয় বাবদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫১৶৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৯৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ১৮৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৭৮৪৶৯ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সকল সংকল্প গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় নাই। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে স্মৃতি-সমিতি অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ১০/০ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে ও ব্যয়বাদে বর্ষশেষে ৯১/০ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে ১৩২৯

৺ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং ব্যয় বাদে ১।৶৩ উদ্বৃত্ত আছে।

(ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—মৃত মহাত্মার চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর, এই তহবিলে ৭৫।০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই তহবিল পুষ্ট করিয়া বর্ষে বর্ষে তাহার সুদ হইতে পদক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(জ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ ১০৲ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ২২০৲ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই অর্থে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত কবির লিখিত "ওমার খায়ম" প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

(ঝ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৮৵০ সুদ পাওয়া গিয়াছে; বর্ষশেষে ৩৪।৵০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

(ঞ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং ২ খানি চিত্র প্রস্তুতের জন্য তাহা ব্যয় হইয়াছে। এই দুইখানি চিত্র অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিলে—এই তহবিলে পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল—পূর্ব্ব বৎসরে ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ৫০৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য প্রস্তরফলক প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। উহা তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(ঢ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল—স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর, এই তহবিলে ২৪৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

এই সকল স্মৃতি-ভাণ্ডারের সৃষ্টিকল্পে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

(৪) দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নলিখিত মহাত্মগণের স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সাধারণের নিকট এবং পরিষদের সহৃদয় সদস্যগণের নিকট এ বিষয়ে পরিষৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। বঙ্গদেশের এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানেই এতগুলি সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কেবল সাধারণের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যাহাতে আরও কৃপাদৃষ্টি করেন, তজ্জন্য সম্পাদক বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (৩) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (৫) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (৬) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর (৭) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (৮) দামোদর মুখোপাধ্যায় (৯) শিবনাথ

শাস্ত্রী, (১০) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (১১) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (১২) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (১৩) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (১৪) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (১৫) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (১৬) প্রাণনাথ দত্ত, (১৭) অদ্বৈতচরণ আঢ্য এবং (১৮) চারুচন্দ্র ঘোষ।

(৫) আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যতদূর কার্য্য হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

(ক) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—কবিবরের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যেরূপ চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদনুরূপ স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য করা হইবে। সমিতির সভ্যগণ অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা যে-ভাবে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, সত্বর কবির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে ৪৫৲ চাঁদা উঠিয়াছে এবং বিশ্বভারতীর নিকট হইতে ১০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কবির ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার ও তাঁহার পিতামহ ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকগুলি ১০টি আলমারী ও দুইটি র‍্যাকসমেত তাঁহার জননী ও তাঁহার স্ত্রী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল আধারে উক্ত পুস্তকগুলির স্থান সংকুলান হয় না। এই জন্য স্মৃতি-সমিতি আরও দুইটি আলমারী প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আলমারীর উপর সত্যেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত পিত্তলফলক দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট দেওয়া হইল।

(খ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়—'চণ্ডীদাস'-সম্পাদক নীলরতন বাবুর স্মৃতি-রক্ষার বিষয়ে পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি বীরভূমবাসীর পক্ষ হইতে একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন।

(গ) 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং (ঘ) প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুইখানি ব্রোমাইড্ চিত্র অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঙ) 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রবধূ, ৺প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া দান করিয়াছেন, তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রপ্রদাত্রীর নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) 'অনাথ-বালক'-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের একখানি ওয়াটার কলার চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। এই চিত্র প্রস্তুত করিতে যাঁহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষা করিতে যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মোট আয় ২১২৬২।।৵৫ টাকা এবং মোট ব্যয় ২১০৬১।।২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের ১৩২৩৵৬ টাকা এবং বিভিন্ন-বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪৩১০৵৹ টাকা, একুনে সাধারণ ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত ২৫,৬৩৩।৬ টাকা ধরিয়া বর্ষশেষে সাধারণ ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের মোট ২৫,৬৩৩।। টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলের ৮৯২৬৵৯ এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪,৭৪০।।৶২ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমান বর্ষে আয় অপেক্ষা ২০১৶৩ টাকা ব্যয় কম হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটের নির্দ্দিষ্ট চাঁদা অপেক্ষা, কম টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের নিকট অন্যূন ১৩২৮৩৲ টাকা চাঁদা অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ টাকা সদস্য মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বজেটের নির্দ্দিষ্ট চাঁদার টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা চাঁদা আদায় খাতে বৃদ্ধি হইতে পারিত এবং বর্ষশেষে দেনার পরিমাণও কম হইত। সদস্যগণের নিকট যে টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিষদের সদস্যবৃন্দ সকলেই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু। পরিষদের উন্নতিকল্পে তাঁহারা এযাবৎ নানাবিধ উপায়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বাকি চাঁদা ও নিজ নিজ প্রতিশ্রুত বার্ষিক দেয় চাঁদা নিয়মিতভাবে প্রদান করিলে, পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইবে। পরিশিষ্টে আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত হইল।

পরিষদ্ মন্দির

পূর্ব্ব বৎসরে পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য সদস্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরেই মন্দির মেরামতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী অর্থাভাবে কণ্ট্রাক্টারদিগের বিল শোধ করিতে পারা যায় নাই। এই বাবদে এখনও প্রায় আড়াই হাজার টাকা দেনা রহিয়াছে। তাঁহাদের বিলের টাকা সত্বর শোধ করা বাঞ্ছনীয়। বঙ্গের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ এবং পরিষদের হিতৈষী সদস্য মহোদয়গণ কৃপাদৃষ্টি করিলে অল্প দিনের মধ্যেই পরিষদের মন্দির-মেরামতের দেনা পরিশোধ হইয়া উক্ত তহবিলে ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ অভাবের কথা সদস্যগণের গোচর করিতেছি। পরিষদ্ মন্দির মোটামুটিভাবে মেরামত হইলেও ইহার সংলগ্ন ভৃত্যদিগের ঘর ও শৌচাগার এবং জলের কল প্রভৃতি অর্থাভাবপ্রযুক্ত এতদিন প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে

অর্থসাহায্য চাহিতেছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিষদের উন্নতিকল্পে আন্তরিকতা প্রকাশ করা প্রার্থনীয়। মন্দির মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ দাতৃ-মহোদয়গণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১।	বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর—	৫০০৲
২।	রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—	৩০০৲
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—	১০০৲
৪।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ (হাওড়া)—	৫০৲
৫।	„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ—	৫০৲
৬।	„ ভবানীচরণ লাহা—	৫০৲
৭।	„ গোকুলচন্দ্র লাহা—	৫০৲
৮।	„ গিরিজাকুমার বসু—	১০৲
(গতবর্ষে)	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ—	৫৲

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, উল্লিখিত সমস্ত টাকাই পরিষদ্-মন্দির মেরামত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণের সময় যে সকল প্রতিশ্রুত টাকা এখনও আদায় হয় নাই, সেগুলি এবং অন্যান্য বিষয়ে অনাদায়ী টাকা আদায় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে পরিষদের উন্নতিকামী হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এম্ এল্ সি মহাশয় বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। তিনি গতবর্ষেও এবংপ্রকার কার্য্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া পরিষদের সুবিধার জন্য তিনি নানা বিষয়ে যেরূপভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্য সাধন অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-ব্যয় পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট পরিষৎ যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টী অধিবেশন হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য বর্ষে কতিপয় সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিষদ্-মন্দিরের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্কল্পিত আলমারী ও র‍্যাক প্রভৃতি অর্থাভাবে নির্ম্মিত না হইলেও, পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুস্তকালয়ের সুদৃশ্য ১০টি আলমারী ও একটি র‍্যাক

এবং ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের লাইব্রেরীর সহিত ৬টি আলমারী ও একটি সুন্দর র‍্যাক পাওয়ায় পরিষদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভামঞ্চের জন্ম একটি ক্লক ঘড়ি দান করিয়া পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ও কলিকাতা করপোরেশনের অনুগ্রহে আগামী ১৯২২।২৩ সালের জন্ম পরিষদ্ মন্দিরের বার্ষিক ট্যাক্স রেহাই হইয়াছে। এই জন্ম করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এবং কমিশনারগণকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্তবাদ জানাইতেছেন।

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১। **হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক**—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। **ব্যোমকেশ মুস্তফী বর্ণ-পদক**—(ক) বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

৩। **ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক**—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। **হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক**—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। **শশিপদ রৌপ্য-পদক**—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। **রামগোপাল রৌপ্য-পদক**—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৮। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(খ)—অক্ষয়-কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক**—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু"-চরিত্র।

১০। **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক**—বাঙ্গালা সাহিত্যে 'সুরেশচন্দ্র'

১১। **স্যার গুরুদাস রৌপ্য-পদক**—৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ।

১২। **আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার** (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১৩। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার** (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

উক্ত ১৩টি বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদের সংখ্যা ৫ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল বিষয়ে আর প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই এই জন্য তাহাদের পরীক্ষকও নির্ব্বাচিত হয় নাই। ৩য় বিষয়ের প্রবন্ধ এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। ২টি বিষয়ে কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ে প্রবন্ধের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদকের জন্য "বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। শশিপদ রৌপ্য-পদকের জন্য "বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর।

৩। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদকের জন্য "নবীনচন্দ্রের কাব্যে জরৎকারু চরিত্র" বিষয়ে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী" সুবর্ণ-পদকের জন্য "জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান" বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৫। স্যার গুরুদাস রৌপ্য-পদকের জন্য "৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই সকল পদকের মধ্যে ১ম ও ৩য় পদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ২য়টি সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে "দেবালয়ের" কর্ত্তৃপক্ষ এবং ৪র্থটি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। ৫ম পদকটি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষক মহাশয়গণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ মোটেই পাওয়া যায় নাই বা মাত্র এক একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আগামী বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য-বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন নূতন শাখা-সভা প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার সূচনার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে সকল শাখা-পরিষৎ এক্ষণে রহিয়াছে, তন্মধ্যে গৌহাটী, মেদিনীপুর, কাশী, নদীয়া প্রভৃতি দুই চারিটি শাখার কার্য্যকারিতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখা রীতিমত-ভাবে কাজ করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। আলোচ্য বর্ষ হইতে মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ 'মাধবী' নামক এক মাসিকপত্রিকা এবং কাশী-শাখা 'বঙ্গ-সাহিত্য নামক ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ বিশেষ আশাপ্রদ। কাশী শাখা-পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিয়া উত্তর-ভারতের বাঙ্গালী মাতৃভাষানুরাগী সাহিত্যসেবিগণের বিশেষ উপকা' করিয়াছেন। যে সকল শাখা-পরিষৎ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য-বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া পরিষদের সদস্য মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এক শাখা-সমিতি গঠন করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এসম্বন্ধে কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আগামী বর্ষে এই প্রস্তাব আলোচনা করিবার ব্যবস্থা হইবে, আশা করা যায়। পরিশিষ্টে শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের প্রথমেই মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয়। তদ্বিষয় বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে নৈহাটীতে সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন বিগত দশহরার ছুটীর সময় ৮ই ও ৯ই আষাঢ় অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন প্রাতে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতে গাহিতে কাঁটালপাড়ায় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহ ও জন্মস্থান দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন দর্শন-শাখার, কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ইতিহাস-শাখার এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

পরিষদের পক্ষে এই সম্মিলনের যোগাযোগ করিবার জন্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিচালন-সমিতি হইতে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের খসড়া প্রস্তুত হইয়া মেদিনীপুরে অনুমোদিত হয় ও তৎপরে তাহা মুদ্রিত হইয়া চতুর্দ্দশ অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে পরিচালন-সমিতির ১০ জন সভ্যের (তাঁহাদের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত) নাম প্রদত্ত হইল।

প্রতিনিধি প্রেরণ

কলিকাতায় হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনী উপলক্ষে বঙ্গেশ্বরের নেতৃত্বে আহূত সভায়, কাশীতে উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মস্থান কান্দীতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ নির্ম্মিত দুইটি পান্থশালা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে আহূত সভায় পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষের মধ্যভাগে করপোরেশন হইতে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। এই হেতু রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায়। রমেশ-ভবনের জমীর সীমানা লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়; ইহার নিষ্পত্তিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং তদুপরি রমেশ-ভবন-কমিটির নির্দ্দেশমত ভবনের সম্মুখভাগ সমস্তই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণের আদেশ হয়। প্রস্তরের কার্য্য দ্রুত চালনা অতি দুরূহ ব্যাপার। ভবনের মাঝের হল প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্মুখ ভাগ নির্ম্মাণের এখনও ২।৩ মাস বিলম্ব হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষের প্রথম হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ পাওয়া যাইলে, বর্ষমধ্যে রমেশ-ভবন মূর্ত্ত হইত—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণে আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত মাত্র কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও দশ হাজার টাকা প্রয়োজন।

উপসংহার

সংক্ষেপে পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ এই সভায় উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্য-বিবরণ হইতে পরিষদে এই বর্ষমধ্যে যে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সহায়তায় আমি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৎসরের প্রায় প্রথম হইতেই আমি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পরিষদের সেবায় আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি পরিষদের নিকট বিশেষভাবে অপরাধ মনে করিতেছি। কিন্তু

পরিষদের সৌভাগ্যবশতঃ আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও পরিষদের সহকারী সম্পাদকগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিষদের উপকার করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন করিয়াও সম্পাদকের বহু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়েরা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বাপর যেরূপ করিয়া আসিতেছেন, এ বৎসরও সাহিত্য-সম্মিলন ও স্মৃতি-রক্ষার কার্য্যগুলি এবং পরিষদের গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণতা ও মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চিত্রশালাধ্যক্ষ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের চিত্রশালার ও রমেশ-ভবনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয়ও গ্রন্থাগারের কার্য্যে সম্পাদককে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বর্ষশেষে সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত বিভিন্ন শাখা-সমিতি ও স্মৃতি-সমিতি ও প্রশাখা-সমিতির সভ্যগণ আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

আজ দীর্ঘ চারি বৎসর কাল সম্পাদকীয় কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি সম্যক্‌রূপে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে চেষ্টা সত্ত্বেও আমার নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আপনারা নিজ উদারতাগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আপনারা পরিষদের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির এই শ্রেষ্ঠ সারস্বত-মন্দিরের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য উৎসাহের সহিত ইহার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে পরিষদের কর্ম্মপরিচালকগণকে সাহায্য করিবেন, এই প্রার্থনা বিনীতভাবে জানাইতেছি। বঙ্গদেশের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিষদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহার সর্ব্ববিভাগে অনুসন্ধান ও আলোচনা সম্ভবপর নহে। আসুন, সকলে পরিষদের শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন; সকল বিবাদ ও মনোমালিন্য ভুলিয়া গিয়া দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন, একক্রিয় হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ৬ই শ্রাবণ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(গ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পিএচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই,

আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ এস্‌সি, এম্ বি, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

(ঙ) ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)

(চ) চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)

(ছ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই (গ্রন্থাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(জ) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(ঝ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)—সম্পাদক।

(ধ) আয়-ব্যয় সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত জ্ঞা নন্দ্রনাথ ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী (ইনি বৎসরের শেষভাগে পদত্যাগ করেন) পরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী।

(ত) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবী কাজি নুজরুল ইস্‌লাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(প) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—আহ্বানকারী।

(ফ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি—১৪শ বর্ষ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর হিষ্ট এস্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, মৌলবী সেখ হবিবর রহমান বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত।

—o—

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Englishman.
৫। The Hindu Patriot.
৬। The Indian Mirror
৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা
৮। প্রভাকর
৯। মোহাম্মদী (পরে "সেবক")
১০। স্বরাজ
১১। হিন্দুস্থান
১২। বন্দে মাতরম্

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India (অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত)।
৩। World Peace.
৪। The Mussalman.
৫। The Patent Office Notification.
৬। The Reformed India.
৭। The Telegraph.
৮। The World and the New Dispensation.
৯। আত্মশক্তি
১০। এডুকেশন গেজেট
১১। কাঙ্গাল
১২। খুলনা
১৩। খুলনা-বাসী
১৪। গৌড়-দূত
১৫। চারুমিহির
১৬। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৭। জাগরণ
১৮। ঢাকা-প্রকাশ
১৯। ধূমকেতু
২০। নব-সঙ্ঘ
২১। নীহার
২২। নোয়াখালি-সম্মিলনী
২৩। পল্লীবার্ত্তা
২৪। পল্লীবাসী
২৫। প্রবাস-জ্যোতিঃ
২৬। প্রসূন
২৭। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২৮। বঙ্গবাসী
২৯। বঙ্গরত্ন
৩০। বসুমতী
৩১। বরিশাল-হিতৈষী
৩২। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী
৩৩। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩৪। বার্ত্তাবহ
৩৫। বিজলী
৩৬। বিশ্ববাণী
৩৭। বীরভূম-বার্ত্তা
৩৮। বীরভূম-বাসী
৩৯। ময়মনসিংহ-সমাচার
৪০। মালদহ-সমাচার
৪১। মেদিনীপুর-হিতৈষী

৪২। মেদিনী-বান্ধব
৪৩। মোহাম্মদী
৪৪। যুগবার্ত্তা
৪৫। শঙ্খ
৪৬। শিশির
৪৭। শ্রীকৃষ্ণ
৪৮। সঞ্জয়
৪৯। সঞ্জীবনী
৫০। সময়
৫১। সুরমা
৫২। সুরাজ
৫৩। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। The Collegian
২। ধর্ম্মতত্ত্ব
৩। সম্মিলনী
৪। তত্ত্ব-কৌমুদী
৫। সনাতন

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Central Hindu College Magazine.
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। The Devalaya Review.
৬। Industry.
৭। Monthly Labor Review.
৮। Hindu School Magazine.
৯। The Vedanta Kesari.
১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। The Calcutta Medical Journal
১৪। Indian Medical Record.
১৫। অর্চ্চনা
১৬। আমার দেশ
১৭। আয়ুর্ব্বেদ
১৮। আর্য্য-দর্পণ
১৯। আলোচনা
২০। আশীর্ব্বাদ
২১। ইসলাম্ দর্শন
২২। ইতিহাস ও আলোচনা
২৩। উৎসব
২৪। উদ্বোধন
২৫। উপাসনা
২৬। কর্ম্মী
২৭। কায়স্থ-পত্রিকা
২৮। কায়স্থ-সমাজ
২৯। কৃষক
৩০। কৃষি-সম্পদ্
৩১। গন্ধবণিক মাসিক-পত্র
৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩৩। জন্মভূমি
৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন
৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৬। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৭। ত্রিশূল
৩৮। নব্যভারত
৩৯। পরিচারিকা
৪০। পল্লীবাণী
৪১। পল্লী-শ্রী

৪২। প্রজাপতি
৪৩। প্রতিভা
৪৪। প্রবর্ত্তক
৪৫। প্রবাসী
৪৬। প্রভাতী
৪৭। বঙ্গবাণী
৪৮। বঙ্গনূর
৪৯। বামাবোধিনী পত্রিকা
৫০। ব্রহ্মবাদী
৫১। ব্রহ্মবিদ্যা
৫২। ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫৩। ভক্তি
৫৪। ভারতবর্ষ
৫৫। ভারতী
৫৬। মাধবী
৫৭। মাধুকরী
৫৮। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৯। মাসিক বসুমতী
৬০। মাহিষ্য-সমাজ
৬১। যমুনা
৬২। যোগিসখা
৬৩। শান্তি-নিকেতন
৬৪। শিক্ষক
৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৬৬। সন্দেশ
৬৭। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৮। সাহিত্য
৬৯। সাহিত্য-সংবাদ
৭০। সাহিত্য-সংহিতা
৭১। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭২। সৌরভ
৭৩। স্বাস্থ্য-সমাচার
৭৪। স্বার্থ (হিন্দী)
৭৫। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গ-সাহিত্য
২। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
৩। পুরাতত্ত্ব
৪। সংস্কৃত-ভারতী
৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৬। Indian Academy of Art.
৭। Quarterly Journal of the Mythic Society.
৮। The Karnatak Sahitya Parishad Patrika.

পরিষদ্ পুথিশালার অন্তর্গত
বাঙ্গালা পুথির বিষয়-তালিকা

১।	ডাক-চরিত্র	১	৬।	ভাগবত ও তাহার ক্ষুদ্র পালা	২৯৭
২।	রামায়ণ	২৭২	৭।	অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ	২২
৩।	রামায়ণের ক্ষুদ্র পালা	১৫৫	৮।	ধর্ম্মমঙ্গল	৯
৪।	মহাভারত	৬৩৬	৯।	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	৩০
৫।	ঐ ক্ষুদ্র পালা	১৩৯	১০।	চণ্ডী ও দুর্গা-মঙ্গল	৬৫

১১।	লক্ষীচরিত্র	১৩
১২।	শীতলা-মঙ্গল	২
১৩।	গঙ্গামঙ্গল	২৬
১৪।	পদাবলী	৯২
১৫।	চরিতাখ্যান	২১০
১৬।	বৈষ্ণব রসশাস্ত্র	৯
১৭।	সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদ	৮৬
১৮।	বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও উপাসনা	৫৫৬
১৯।	সহজিয়া-সাহিত্য	৮৯
২০।	শিবায়ন	১৩
২১।	সূর্য্যের পাঁচালী	২
২২।	সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৩৬
২৩।	শনির পাঁচালী	৬
২৪।	রায়মঙ্গল	২
২৫।	অঙ্ক	৮
২৬।	জ্যোতিষ	১
২৭।	চিকিৎসা	
২৮।	ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা	
২৯।	কুলজী	
৩০।	রতিশাস্ত্র	
৩১।	স্মৃতি	৬৩
৩২।	অভিধান	১
৩৩।	ধর্ম্ম, উপাসনা ও উপদেশ	৪৬
৩৪।	গীতিনাট্য ও সঙ্গীত	৭
৩৫।	পদ্য উপন্যাস	২
৩৬।	মুসলমানী পুঁথি	৪
৩৭।	বিবিধ	৮২
		২৯৩৫

এই সকল পুঁথির মধ্যে উড়িয়া ৩, অসমীয়া ৩ এবং হিন্দী পুথি ২ খানি রহিয়াছে।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

গৌহাটী শাখা-পরিষৎ—১৩২৯

চতুর্দ্দশ বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সম্পাদক— „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

আলোচ্য বর্ষে সাতটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

(১) পঞ্জিকা-সংস্কার ও অয়নাংশ-মীমাংসা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) পরীক্ষা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

(৩) গৌহাটীর ভাগ্য-বিবর্ত্তন (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

(৪) কামকটঙ্কটা, ১ম অংশ (পৌরাণিক কাহিনী)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(৫) পরশুরাম (পৌরাণিক কাহিনী)—ঐ।

(৬) কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা (তিলক-গীতার উপক্রমণিকা-ভাগের অনুবাদ)—পরিষদের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু।

(৭) মানস-সরোবর (ভৌগোলিক)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।

(১২) নরওয়ের পুরাণ কথা—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।

(১৩) নেপোলিয়ন—(ইতিহাস—হল্যাণ্ড রোজ অবলম্বনে)—শ্রী
মোহন সেন এম্ এ।

(১৪) মিরি-জাতির বিবরণ (জাতি-তত্ত্ব—অসমীয়া হইতে অনূদিত)— শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৯

চতুর্দ্দশ বর্ষ

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

সদস্য-সংখ্যা—প্রায় তিন শত।

আলোচ্য-বর্ষে পাঁচটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

বারাণসীর ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সংবাদ-প্রভাকর'—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ন্যায়-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

রস ও সৌন্দর্য্য—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ।

ভূমৈব সুখং—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখার আহ্বানে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই শাখা কর্ত্তৃক আলোচ্য-বর্ষ হইতে "বঙ্গ-সাহিত্য" নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে ২২৫০ খানি পুস্তক রহিয়াছে। আয়-ব্যয়—আয় ৮১৫৶২॥, ব্যয় ৭২১॥৶২॥, উদ্বৃত্ত—৯৩॥০।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—১৩২৯

দশম-বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ।

সম্পাদক— „ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

সদস্য-সংখ্যা—১১৮।

অধিবেশন-সংখ্যা—৭৬ (সপ্তাহিক ৪৩, মাসিক ৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৬, নাট্য-সমিতি ২, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১৩)।

শাখার নবম বার্ষিক উৎসব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় হয় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য-বর্ষে ৬০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখ-যোগ্য—

মাতৃপূজা— শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্।

মাধ্যন্দিন শতপথ-ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয় „

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল-নির্ণয় „

নবীনচন্দ্রের শৈলজা-চরিত্র রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে এবং বিস্মৃতির সাধনা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

কাব্য-দর্শন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্।

বর্ষশেষে পুস্তক সংখ্যা—৯৩১।

শাখার মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সংগৃহীত হইতেছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইতেছে না।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত পদকগুলি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল—

(১)	অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য-পদক	—প্রদাতা শ্রীযুক্ত	রমেশচন্দ্র মিত্র।
(২)	সিদ্ধেশ্বরী	„ „ „	নলিনীরঞ্জন বসু।
(৩)	সুষমা	„ „ „	মন্মথনাথ মিত্র।
(৪)	বিদ্যাসাগর স্মৃতি	„ „ „	যোগেশচন্দ্র বসু।
(৫)	গিরিবালা স্মৃতি	„ „ „	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
(৬)	বরদাকান্ত স্মৃতি	„ „ „	ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(১) এই শাখা হইতে "মাধবী" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

(২) শাখার আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আয়-ব্যয়—আয়—২৭৭৸৭৷৷, ব্যয় ১৯৭৸১৫, উদ্বৃত্ত—৭৯৷৸১২৷৷ ।

'মতি', 'হিতৈষী', 'কমলা' ও 'লক্ষ্মী'-প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ বিনা ব্যয়ে শাখার মুদ্রণকার্য্য করিয়া শাখাকে উপকৃত করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট শাখা কৃতজ্ঞ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

সম্পাদক— „ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

অধিবেশন সংখ্যা—৬। নিম্নলিখিত বক্তৃতা হয় এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়—

১। ৺রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশ হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় মৃত কবির জীবনী ও কবিতা আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের মানসী নারী-প্রতিমা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। ঝঞ্ঝা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।
নারীর ক্রন্দন— „

৩। শাখার বাৎসরিক উৎসবে নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতি হন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয়গণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ মিত্র "তত্ত্ব-কথা" কবিতা পাঠ করেন ও সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন।

৪। ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং ৺ইন্দিরা (স্বরূপা) দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ হয়, পরে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় "বাজ্‌রে বীণা" নামক কবিতা পাঠ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় এক অধিবেশনে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরেজি প্রভৃতি গান গাহেন।

৬। শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি এল্ "পৃথিবীর বয়ঃক্রম" এবং রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি এ, এম্ বি বাহাদুর "বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আয়-ব্যয়—সর্ব্বসমেত ৭৩৷৷০ আয় এবং সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া ছাপাখানা ও আলো প্রভৃতি বাবদ কিছু টাকা ধার রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

দিল্লী-শাখা—১৩২৯

গত দুই বৎসর নানাকারণে শাখার কার্য্যাদি স্থগিত ছিল। তৎপরে বিগত পৌষে নূতন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পুস্তকালয় ও সেবা-সমিতি নামে দুইটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শেষোক্ত-সমিতির চেষ্টায় ২ জন ভদ্রলোকের উপকার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে ৭৫০ খানি পুস্তক শাখার কার্য্যালয়ে রহিয়াছে। ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত এন্ বি মুখার্জি মহাশয় নিজ বাড়ীর একটি ঘরে শাখার কার্য্যালয়ের স্থান দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে প্রায় ১০০ সদস্য ছিলেন। শাখা "অনুসন্ধান-সমিতি" খুলিবার সংকল্প করিতেছেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ।

সম্পাদক— „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উত্তরপাড়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ।

সম্পাদক— „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৭৯। অধিবেশন-সংখ্যা ৭ (কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৫, সদস্যগণের ১, সাধারণ অধিবেশন—১)।

পঠিত প্রবন্ধ—বঙ্গীয় শব্দ-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

চিত্রশালায় ৫টি প্রাচীন মুদ্রা ও ২ খানি প্রাচীন চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক-সংখ্যা—১৪০০।

আয়-ব্যয়—২৩৫।৵৬, ব্যয় ২৩১৷৶৬, উদ্বৃত্ত—৩৷৵০।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কটক-শাখা—১৩২৯

অধিবেশন সংখ্যা ৩। ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ সমাগম হয় তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার সমালোচনা করেন।

পুস্তক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ও উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে শাখার কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায়
ব্যবহর্ত্তা।

কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষ উদ্বৃত্ত
১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ	২২	১	...	১	২১
২।	১৭	১	...	১	১৬
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৬৯	১	২	৩	৬৬
৪। ছুটীখানের মহাভারত	২০	১	১	২	১৮
৫। বনমালীদাসের জয়দেব-চরিত্র	৭৪	২	৪	৬	৬৮
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৭৭	২	৭	৯	৬৮
৭। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	২২	১	২	৩	১৯
৮। ধর্ম্ম-মঙ্গল	২৮	১		১	২৭
৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৮	১		৩	২৫
১০। গৌরপদতরঙ্গিণী	২৬	২		২	২৪
১১। কাশী-পরিক্রমা	২৬	২		২	২৪
১২। রাধিকার মানভঙ্গ	১১৫	২	১০	১২	১০৩
১৩। রামায়ণ-তত্ত্ব ১ম	৮	...	২	২	৬
১৪। রাধিকা-মঙ্গল	২৬	৩	১	৪	২২
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম	৮৬	৩		৮	৭৮
১৬। ব্রজ-পরিক্রমা	৩১	১		১	৩০
১৭। শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬৮	২		৬	৬২
১৮। শূন্যপুরাণ	২৩	১		৩	২০
১৯। নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৪	২		২	২
২০। বিদ্যাপতির পদাবলী	১	১		১	
২১। শতপথব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	৩৬	২		৭	২৯
২২। ,, ২য় ,,	৩৩	২		৭	২৬
২৩। চন্দ্রনাথ বসু	২৮				২৮
২৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৯		১	১	৩৮
২৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	১৪৮২	৩	১৯	২২	১৪৬০
২৬। মায়াপুরী	২০৭	২	১৯	২১	১৮৬
২৭। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়-শিক্ষা	৪৪	১	৫	৬	৩৮
২৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৭	২	২	৩	২৪

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
২৯ ।	কবি হেমচন্দ্র	২১৫	২	১২	১৪	২০১
৩০ ।	শ্রীভাষ্য ১ম, ২য়	২৯	...	২	২	২৭
৩১ ।	„ ৩য়	৪৪	...	২	২	৪২
৩২ ।	„ ৪র্থ	৪৬	...	...	২	৪৪
৩৩ ।	„ ৫ম	৫৭	...	...	২	৫৫
৩৪ ।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম, ২য়	৫২	...	৪	৪	৩৮
৩৫ ।	„ ৩য়	২১৮	...	৪	৪	২১৪
৩৬ ।	„ ৪র্থ	২৩৮	...	৪	৪	২৩৪
৩৭ ।	শব্দকোষ ১ম, ২য়, ৩য়	২৭২	৯	৩২	৪১	২৩১
৩৮ ।	„ ৪র্থ	২১৬	৪	১৩	১৭	১৯৯
৩৯ ।	ব্রতকথা	১২	১	৪	৫	৭
৪০ ।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪	২	১	৩	২১
৪১ ।	কল্কিপুরাণ	৭৬	২	১১	১৩	৬৩
৪২ ।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৯৩	৪	২২	২৬	১৬৭
৪৩ ।	প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ২য় সং	৬৬	২	৩	৫	৬১
৪৪ ।	ঐ „ ১ম সং	৫১	২	২	৪	৪৭
৪৫ ।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং	২৪৩৯	৩	২০	২৩	২৪১৬
৪৬ ।	দুর্গামঙ্গল	১৭১	৩	১৯	২২	১৪৯
৪৭ ।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১ম	৮৭৩	২	৮	১০	৮৬৩
৪৮ ।	ঐ ২য়	৮৬৮	২	৯	১১	৮৫৭
৪৯ ।	ঐ ৩য়	৮৫০	২	১৩	১৫	৮৩৫
৫০ ।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	৩৫	২	৬	৮	২৭
৫১ ।	তীর্থমঙ্গল	৪২৩	৪	১৯	২৩	৪০০
৫২ ।	মৃগলুব্ধ	৬০৮	৩	১৯	২২	৫৮৬
৫৩ ।	সত্যনারায়ণের পুঁথি	৮৯	২	১১	১৩	৭৬
৫৪ ।	পদকল্পতরু ১ম খণ্ড	৮৩৯	৩	৫২	৫৫	৭[illegible]
৫৫ ।	„ ২য় খণ্ড	১৫৬৭	[illegible]	৪৭	৫০	১৫১৭
৫৬ ।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪৫৫	৩	১৯	২২	৪৩৩
৫৭ ।	তীর্থভ্রমণ	৩০০	৪	২০	২৪	২৭৬
৫৮ ।	গঙ্গামঙ্গল	১০৮	৩	১২	১৫	[illegible]

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
৫৯।	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	১৬৭	৪	২৯	৩৩	১৩৪
৬০।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৪০৬	৪	১৯	২৩	৩৮৩
৬১।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৯২	৪	১১	১৫	৭৭
৬২।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৪৯৩	৪	৩৫	৩৯	৪৫৪
৬৩।	জ্ঞানসাগর	১৮৩	৪	১৯	২৩	১৬০
৬৪।	সারদামঙ্গল	২০১	৪	২০	২৪	১৭৭
৬৫।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৭৭	৪	১৯	২৩	১৫৪
৬৬।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১৮৫	২	১৪	১৬	১৬৯
৬৭।	ন্যায়দর্শন ১ম	৫৮৯	৯	৪৫	৫৪	৫৩৫
৬৮।	ঐ ২য়	৮৩৬	১৫	৩৬	৫১	৭৮৫
৬৯।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৪৫৯	২০	১৭	৩৭	৪২২
৭০।	সর্ব্বসংবাদিনী	৯৩১	১৬	১৯	৩৫	৮৯৬
৭১।	মনোবিজ্ঞান	১০০৭	৩	৮৩	৮৬	৯২১
৭২।	গোরক্ষ-বিজয়	৬৯৭	৪	৬	১০	৬৮৭

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৪।৩০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৭৯৯২৶৹
২।	প্রবেশিকা	১২৩৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৩৯৸৬
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০২৸০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৪৪৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের স্থদ আদায়	৭৮৫৷৵২
৭।	এককালীন দান	৪১১৫৷৶৹
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৪১৯৸৵৹
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৯৻৬
১০।	বিবিধ আয়	৪৩৷৵৬
১১।	হাওলাত আদায়	২৫২৬৸৬
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	৩৮৯৲
১৩।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৩৬৷৵৩
১৪।	আমানত জমা	৭৩২৷০
১৫।	হাওলাত জমা	৮৫০৲
১৬।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১৮৩০৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২৲
		২১২৬২৷৶৫

ব্যয়

১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৩৫৮৶৬
২	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৪৯৫৸৩
৩	পুস্তকালয়	১২৩১৷৵৬
৪	পুথিশালা	৬৩৪।০
৫	চিত্রশালা	৯১৪৷০
৬	বিবিধ মুদ্রণ	৪২৫৸৩
৭	ডাকমাশুল	১১৬৮৶৩
৮	বাড়ী মেরামত	১৩৫০৲
৯।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	১২৭।৵৬
১০।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭০৸৵৯
১১।	তার বদল ও মেরামতের বিল	১৮২।৵৩
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১০০৷০
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	১১৯।০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২২২৷৵৯
১৫।	নূতন আসবাব	১৫।৶৹
১৬।	গাড়ীভাড়া	৯০৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২১৩।৬
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১৭৭১৷৵৩
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২০।	„ „ খরচ	২৫৸৵৬
২১।	হাওলাত শোধ	২৫০৲
২২।	বেতন	৩৩৭২৸৶৩
২৩।	কমিশন	৪৯৭৸৶৬
২৪।	বিভিন্ন তহবিলের স্থদ খাতে খরচ	৪৫৸৵৹
২৫।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৪৪৪৷৵৬
২৬।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের দেনা শোধ	২৭৲
২৭।	আমানত শোধ	৬৭৮৷৵৹
২৮।	বিবিধ ব্যয়	১৬১৷৶৩
২৯।	হাওলাত দাদন	৭১১৶৩
৩০।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১২২৯৵২
৩১।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে	১০০০৲
		২১০৬১৷২

কৈঃ-

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত— ২৫৬৩৩।৬

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয়— ১৮৫৮২॥৵৫

(বাদ ডাকঘর হইতে জমা) ৪৪২১৫৸৴১১

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয়— ১৯৫৮২।৶০

(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ) ২৪৬৩৩॥১১

এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত ১০০০৲

উদ্বৃত্ত—২৫৬৩৩॥১১

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

(ক) সাধারণ তহবিল— ৮৯২৸৴৯

ডাকঘরে মজুত— ২০০৲

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত— ৩৮৭॥৴৬

কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত— ৩০৪৸৶৬

কার্য্যালয়ে ডাক টিকিট মজুত— ।৴৯

৮৯২৸৴৯

জের— ৮৯২৸৴৯

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২৪৭৪০॥৶২

কোম্পানীর কাগজ মজুত ১৪৮০০৲

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

টারমিনেবল্ ওয়ার লোন্ ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড— ১৫০০৲

ডাকঘরে মজুত— ১৩১৩৸৶২

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত ১১২৬৸৴০

২৪৭৪০॥৶২

২৫৬৩৩॥১১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৪।৩।১৩৩০
সম্পাদক—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি
সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ও
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতি।

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।
১৯-৩-৩০

শ্রীচুণীলাল বসু
২৯শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
৬।৪।৩০

১৩২৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন——————২২৮৯৵০
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—————৭১১৶৩

৩০০০।৶৩

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়————২৫২৬৸৬

৪৭৩॥৯

জায়—

১। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়————৬০৲
২। সংবর্দ্ধনার জন্য——————৩১৩॥৯
৩। বেঙ্গল প্রিণ্টার্স কোং,——————১০০৲

৪৭৩॥৯

১৩২৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা——————২৮৪॥৵০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা——————৭৩২॥০

১০১৭৵০

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ——————৬৭৮॥৵০

৩৩৮॥০

জায়—

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়————৬৲
২। বিদ্যাপতির পদাবলী বিক্রয় জন্য
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র——————৭॥০
৩। পাঁচু জমাদার——————৫০৲
৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ——————২৫৲
৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ————২৫০৲

৩৩৮॥০

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৬।৩।৩০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মরমূর্ত্তি-তহবিল

আয়

১৩২৫ বঙ্গাব্দের চাঁদা আদায়—	৬৮৩৲
১৩২৬ " " "	৩১৲
১৩২৭ " " "	১৭২৷৷০
১৩২৮ " " "	১৪২৮৲
	২৩১৪৷৷০
১৩২৯ বঙ্গাব্দ	
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু	৫০৲
" পূরণচাঁদ নাহার	৫০৲
" প্রিয়নাথ গুহ	৫০৲
" হরিশঙ্কর পাল	১৫৲
" রায় ফণীন্দ্রলাল দে বাহাদুর	১০৲
" বৈদ্যনাথ সাহা	১০৲
" নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	১০৲
" কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	৫৲
" রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর	৫৲
" প্রফুল্লকুমার সরকার	৫৲
" পি, এন্, চাটার্জ্জি	৫৲
" গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ	৫৲
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাপ্ত	২৲
" কবিরাজ কালীভূষণ সেন	২৲
" যতীন্দ্রমোহন দত্ত	২৲
" নরেশচন্দ্র সিংহ	২৲
	২২৮৲
	২৫৪২৷৷০

ব্যয়

মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুতের ব্যয়—	২১০০৲
পাদপীঠ " "	৫২৷০
ফটো	১০৲
চাঁদা আদায়ের কমিশন—	২৭৫।৯
গাড়ীভাড়া প্লাকার্ড ও বিবিধ ব্যয়	৬২৻৬
	২৪৯৯৷৷/৩

কৈঃ—

আয়	২৫৪২৷৷০
বাদ	২৪৯৯৷৷/৩
উদ্বৃত্ত	৪২৸৶৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।১৩৩০

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

৺ললিতচন্দ্র মিত্র—	-১৬৲
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—	-১৫৲
গুণমুগ্ধ—	—১২৲
„ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—	—১০৲
„ তারাপ্রসন্ন গুপ্ত—	—৩৲
„ সূর্য্যকান্ত মিশ্র—	—৩৲
ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ—	--১৮৲
	৭৭৲

ব্যয়

চাঁদা আদায়ের কমিশন—	—৸০

কৈঃ—

গত বর্ষের জের—	-১৭০৭৸৵৯
বর্ত্তমান বর্ষের আয়-	—৭৭৲
	১৭৮৪৸৵৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়-	—৸০
উদ্বৃত্ত—	-১৭৮৪৵৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।৩০

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

৺ললিতচন্দ্র মিত্র—	—৫৲

ব্যয়

প্লাকার্ড ছাপাই-	-১২৷৷০
ফুলের মালা—	--২৲
গাড়ী ভাড়া—	—৫৸৵৬
	২০৷৵৬

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—	—১৬৸৵৯
বর্ত্তমান বর্ষের আয়-	—৫৲
	২১৸৵৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়—	—২০৷৵৬
উদ্বৃত্ত—	—১৷৴৩

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।৩০

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	২৲	প্লাকার্ড ছাপাই	১১৲
" স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	২৲	ফুলের মালা ও গাড়ীভাড়া	৬।৵৬
" কিরণচন্দ্র দত্ত	২৲		১৭।৵৬
" যোগীন্দ্রনাথ বসু	১॥/০	কৈঃ—	
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲	গত বর্ষের জের	৯৮।৵৬
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৲	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০/০
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	॥০		১০৮।৵৬
	১০/০	বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	১৭।৵৬
		উদ্বৃত্ত	৯১/০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

আয়		ব্যয়	
		চিত্র প্রস্তুতের ব্যয়	৫০৲
		কৈঃ—	
		গত বর্ষের জের	৫০৲
		বাদ ব্যয়	৫০৲
			...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

আয়		ব্যয়
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲	...
" সুবোধ চট্টোপাধ্যায়	১০৲	
জনৈক ভক্ত	১০৲	
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲	
" অনাথনাথ রায়	৫৲	
" প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	৫৲	
	৪৫৲	

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৭।৩।৩০

দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲	চিত্র প্রস্তুতের জন্য চিত্রকরকে দেওয়া যায়	১৫৲
„ বামাপদ বসু	৫৲		
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲		
	১৫৲	কৈঃ—	
		আয়	১৫৲
		বাদ ব্যয়	১৫৲
			০৲

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল

আয়		ব্যয়	
২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায়	১০৲	০৲	
		কৈঃ—	
		গত বর্ষের জের	২১০৲
		বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০৲
		উদ্বৃত্ত	২২০৲

সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য প্রাপ্ত দান

১।	মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর	৫০০৲
২।	৺রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	৩০০৲
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
৪।	„ চারুচন্দ্র সিংহ	৫০৲
৫।	„ গোকুলচন্দ্র লাহা	৫০৲
৬।	„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	৫০৲
৭।	„ ভবানীচরণ লাহা	৫০৲
৮।	„ গিরিজাকুমার বসু	১০৲
		১১১০৲

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয় বিবরণ

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয় — নগদ আদায়	সুদ	বই বিক্রয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায় — কোম্পানীর কাগজ	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত	পরিষৎ তহবিল
১	সাধারণ স্থায়ী-তহবিল	১০৫৩৫।৶৯	.			১০৫৩৫।৶৯	..	১০৫৩৫।৶৯	৬৫০০৲	২৸৵২		৪০৩২।৵৭
২	লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩০০৩।৶৯		৪৫৫৲	১২৫।৯	১৩৫৮৩॥৶৬	৫৭১৵০	১৩০১২॥৵৬	১৩০০০৲	.	..	১২॥৵৬
৩	রজনীকান্ত স্মৃতি-তহবিল	৩৩॥০	.	৸৶০		৩৪।৵০	.	৩৪।৵০	..	৩৪।৵০	..	..
৪	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	২৭৭৸৶৯	.	৮।০		২৮৬৶৯		২৮৬৶৯	..	২৮৬৶৯	..	..
৫	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৩০॥৩	.	১৮৸০	১৸৵০	৬৫১৵৩	..	৬৫১৵৩	..	৫৬০॥৩	৯০॥৵০	.
৬	গ্রন্থ প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২৩৬০৲		৩৭৲	...	২৩৯৭৲	.	২৩৯৭৲	..	..	.	২৩৯৭৲
৭	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৭০৭৸৶৯	৫৯	১৮৲		১৭৮৪৸৶৯	৸০	১৭৮৪৶৯		৪৩০৲	৪৭৭৶৯	৮৭৭৲
৮	অক্ষয়চন্দ্র সরকার " "	১৬৸৵৯	৫	.	.	২১৸ ৯	[illegible]	১।৶৩	.	..	১।৶৩	
	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৫।০		..	..	৭৫।০	..	৭৫।০	..	.	৭৫।০	..
১০	অক্ষয়কুমার বড়াল " "	২১০		১০	..	২২০৲	...	২২০৲	২০০৲	.	২০৲	.
১১	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	৯০।৵৬	১০ ০	..		১০৮।৶৬	১৭।৵৬	৯১/০	.	..	৯১/০	..
১২	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	৫০৲			..	৫০৲	৫০	.	...	...	...	..
১৩	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল	৭৪		.		৭৪৲	৫০	২৪৲	..	..	২৪৲	..
১৪	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী " "	৫০৲	.	..	.	৫০৲	...	৫০৲	..	...	৫০৲	...
১৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি " "	১০০৲	.	.		১০০৲	.	১০০৲	..	...	১০০৲	..
১৬	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৬০০		১১৪৮৵৩	২২৸০	১৭৩৬।৵৩	২৭	১৭০৯।৵৩	১৬০০৲	.	১০৯।৵৩	..
১৭	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	১৭০৲		.		১৭০৲	..	১৭০৲	..	.	...	১৭০৲
১৮	কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ভাণ্ডার	৬	.	.		৬৲	.	৬৲	.	.		৬৲
১৯	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল		৪৫৲			৪৫৲		৪৫৲		..	৪৫	...
২০	দেবেন্দ্রনাথ সেন " "		১৫		.	১৫৲	১৫৲			.		
২১	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়প্রদত্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল	.	১০০০৲	...		১০০০৲	..	১০০০৲	১০০০৲			
২২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মর-মূর্ত্তি-তহবিল ১৩২৫।২৬।২৭।২৮।২৯ বঙ্গাব্দের আদায়	...	২৫৪২॥০		..	২৫৪২॥০	২৪৯৯॥৵৩	৪২৸৶৯	..	...	৪২৸৶৯	...
	মোট	৩০৯৯৯৶৬	৩৬৭৬॥ ০	৬৬৩/৩	১৪৯।৯	৩৫৮০৭৵৬	৩২৫১।৩	৩২২৩৫৸৵৩	২২৩০০৲	১৩১৩৸৵২	১১২৬৸/০	৭৪৯৫৶১

শ্রীচুণীলাল বসু
বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি ৬।৪।৩০

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয় পরীক্ষক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ১৯।৩।৩০
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক ১৬।৩।৩০

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১ ।	চাঁদা	১০৫০০৲
২ ।	প্রবেশিকা	১৫০৲
৩ ।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০৲
৪ ।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২০৲
৫ ।	বিজ্ঞাপনের আয়	১৫০৲
৬ ।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮৯০৲
৭ ।	এককালীন দান	৫০০০৲
৮ ।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৫০০৲
৯ ।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১০ ।	বিবিধ আয়	৫০৲
১১ ।	হাওলাত আদায়	৪৭৩৲
১২ ।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	৩৫০৲
১৩ ।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
১৪ ।	পদক ও পুরস্কার	১৪০৲
১৫ ।	গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	২৩৪৪৲
		২২১৬৭৲

ব্যয়

১ ।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২ ।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২২৫০৲
৩ ।	পুস্তকালয়	২৩৫০৲
৪ ।	পুথিশালা	৮০০৲
৫ ।	চিত্রশালা	১৩০০৲
৬ ।	বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৭ ।	ডাকমাশুল	১৩০০৲
৮ ।	বাড়ী মেরামত	২৫০০৲
৯ ।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭৫৲
১০ ।	তার বদল ও মেরামতের বিল	১৭৫৲
১১ ।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	৩৭৷৷০
১২ ।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১২০৲
১৩ ।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৬০৲
১৪ ।	দপ্তর সরঞ্জামী	৩১৫৲
১৫ ।	নূতন আসবাব	১০০৲
১৬ ।	গাড়ীভাড়া	১২৫৲
১৭ ।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১৫০৲
১৮ ।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৫০৲
১৯ ।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৫০০৲
২০ ।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০৲
২১ ।	„ „ খরচ	৫০৲
২২ ।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
২৩ ।	পদক ও পুরস্কার	১৪০৲
২৪ ।	বেতন	৩৫০০৲
২৫ ।	কমিশন	৫০০৲
২৬ ।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	১৫০৲
২৭ ।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৩৫০৲
২৮ ।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
২৯ ।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
		২১৭৪৭৷৷০

শ্রীবিনোদবিহারী বসু
শ্রীবাণীনাথ নন্দী
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

২৮এ আষাঢ়, ১৩৩০

শ্রীচুণীলাল বসু

বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ।

সপ্তয়ী মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনায় আসিলেন। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে রহিলেন এবং যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শকুনির সঙ্গে পাশা খেলিতে লাগিলেন।

মূল মহাভারত

"সহ স্ত্রীভির্দ্রৌপদীমাদি কৃত্বা"—দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত।

কাশীদাসী মহাভারত

৬২। সভামধ্যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজের উরুদেশ প্রদর্শন করাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

সভামধ্যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজ উরুদেশে উপবেশন করাইয়াছিল, তদ্দর্শনে ভীম, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৩। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর গ্রহণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্রৌপদী মুক্ত করেন। দুর্য্যোধন এই সংবাদ জানিয়া অন্ধ নৃপতির নিকট কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। পুত্রস্নেহে বশীভূত ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী প্রভৃতির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের বরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মুক্ত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে, পুনরায় দুর্য্যোধন নিজে পাশা খেলার জন্য দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৩রা চৈত্র ১৩২৯, ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬।০টা।

[পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত]।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে বলিলেন "সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরলোকগমনে আমরা এখানে শোক-প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন—আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয় শিষ্য। পিতার পরলোকগমনে পুত্র পিতৃ-আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য তর্পণ করিতে পারেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু আপনারা যখন আমাকেই সভাপতিপদে মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাই সর্ব্বপ্রথমে আমার পিতৃস্থানীয়—সেই স্বর্গগত পুণ্যবান্ কৃতিপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তর্নিঃসৃত ভক্তির অর্ঘ্য—শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ও সকলের নিকট সুপরিচিত—

"গাও সবে মিলে ভারতসন্তান * * গাও ভারতের যশোগান"—এই গানটি গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ্ ডি মহাশয় অদ্যকার সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও এই সভার কার্য্যা-বলীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক"-শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রবন্ধপাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন যে, সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত তিনি প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য তিনি দুঃখিত। তারপর তিনি ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ম্মবহুল জীবনে অন্য কিছু না করিলেও, কেবল পূর্ব্বে গীত উক্ত জাতীয় সঙ্গীতটি রচনার জন্য তিনি বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয়—চিরবরণীয় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি কতদূর প্রবল ছিল—উক্ত গানটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বর্গীয় নবকুমার মিত্র-প্রবর্ত্তিত জাতীয় মেলার আমলে তিনি এই গানটি রচনা করেন এবং ইহা অন্যতম প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে ও ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর সম্পাদনে ১৮৯২ সালে ঠাকুরবাড়ী হইতে "বালক" মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই উহার প্রকৃত পরিচালক ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু চিত্তাকর্ষক হাফটোন চিত্র বাহির হয়। আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি—নাটোরে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সম্মিলনীর সভাপতি-রূপে। তিনি তখন সবে-মাত্র সিভিলিয়ান জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তারপরে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পরিষদের সভাপতিরূপে দেখি। তখন পরিষদের এ বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই—তখন পরিষদের এ অবস্থাও ছিল না। যাঁহাদের দায়িত্বে, উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়, তন্মধ্যে রামেন্দ্র

বাবু, সুরেশ বাবু, দেবেন্দ্র বাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন; উপস্থিত রহিয়াছেন—যতীন্দ্র বাবু ও হীরেন্দ্র বাবু। তখনকার দিনে সত্যেন্দ্র বাবুকে পরিষদের সভাপতিরূপে পাওয়া পরিষদের সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাঁহার সহিত তখন যাঁহারা একযোগে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি কেমন মনোযোগের সহিত পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ ক্ষীণ দেহের ভিতর কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও কত উৎসাহ ছিল। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বিদ্যার্জ্জন করিতে বিলাত গিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাওয়া কম সাহসের কথা ছিল না। তখন তাঁহার সাফল্যে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।"

তারপর বক্তা বহুবৎসর পূর্ব্বে "প্রদীপে" প্রকাশিত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা যখন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—তখন কিরূপে কেবল ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে সেখানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ প্রথম উপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক ও আমাদের দেশের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" এই প্রস্তাব সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন,—"সত্যেন্দ্র বাবুর সাহিত্যানুরাগ আপনাদের অবিদিত নয়। তাঁহার যে সকল সাহিত্যিক কীর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনারা সকলেই পরিচিত। তিনি দেশীয়ভাবের প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার রচিত গান প্রভৃতিই তাহার পরিচায়ক। তিনি যখন সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, আমি তখন সম্পাদকরূপে উঁহার সেবক ছিলাম। তখন পরিষদের বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক আলাপ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম বস্তু ছিল, তখন তাহার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। জলে ঝড়ে যখন অনেক সদস্যই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনও তিনি ঠিক সময়ে আসিয়া অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার অবকাশ পাইয়া পরিষৎ নিজেই ধন্য মনে করিতেছেন। তিনি প্রকৃত মনীষাসম্পন্ন ছিলেন; এখন তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে সত্যেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত স্মৃতি যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য এই

সভা পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন"। তিনি আরও বলিলেন, "সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ধর্ম্মনীতি—যাহা মানুষকে উন্নীত করে, তন্মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা সত্যেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে চর্চ্চা করেন নাই। তিনি নানা বিষয়ে বঙ্গীয়-সমাজকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গীতার অনুবাদ পড়িলে বোঝা যায় যে, তাঁহার অনুবাদশক্তি কত প্রবল ছিল। তিনি সংস্কৃতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এত সহজে—এত সরল—এমন প্রাঞ্জলভাবে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সেই কাব্যানুবাদ মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। তিনি ইংরেজী বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোজ্ঞভাবে পড়িতে পারিতেন—তাঁহার আবৃত্তি করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ।

"রাঁচিতে প্রায়ই আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। রাঁচিতে গত দশ বার বছরের মধ্যে যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার প্রায় সকলেরই তিনি নেতৃ-স্বরূপ ছিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান সকলের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া দরকার—এ বিষয়ে বারংবার তাঁহারই অনুরোধে এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে রাঁচিতে আমি প্রথম স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করি। তাহাই পরে "শরীর-স্বাস্থ্য-বিধান" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি এবং তিনিই পুস্তকের উক্তরূপ নামকরণ করিয়া দেন। তাঁহার মত এমন হৃদয়বান্, এমন নৈতিক চরিত্রে উন্নত, এমন অমায়িক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও দেশীয় ভাবাপন্ন ছিলেন; এমন দেশীয় বিদেশীয় ভাবের সমন্বয়ে প্রোজ্জ্বল আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, কবি, ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার আদর্শের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার একটি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে, সকলের পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু উক্ত চিত্র সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"শোক-সভায় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করা অশোভনীয়। আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিতেছি। কি সাহিত্য-বিষয়ে, কি রাষ্ট্র-বিষয়ে কি সুকুমার-কলা-নৈপুণ্যে—সকল বিষয়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী শিক্ষার কেন্দ্রস্থান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী একটি রত্নপ্রভব স্থান। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহারই অন্যতম অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁহার অগ্রজকে পাছে ফেলিয়া, তিনি আগে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "জন্মে, বিবাহে, সকল ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে আমি আগে—আর মরণকালে তুমি পূর্ব্বে চলিয়া যাইবে?"—আজ সত্যেন্দ্র বিয়োগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথও বোধ

হয়, তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা তখনই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া—"বোম্বাই-চিত্র"কে আদর্শ করিয়া আমার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি এবং কতক অংশ লিখিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখাই। তিনি আমাকে ঐরূপে রস ফুটাইতে পারিব না বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। তদনুসারে পরে রবি বাবুর বিলাতের কথা বাহির হইলে, তাহাই আদর্শ করিয়া "হিমালয়" লিখিয়াছি। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমার নিকট তাঁহার গীতার এবং কাব্যাদির অনুবাদ হইতেও মেঘদূতের অনুবাদ সরস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

"শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবু নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁহার সভাপতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই সব চেয়ে স্মরণীয় বিষয়। সভামঞ্চে সকলে উপবিষ্ট, এমন সময় প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হইল—মেদিনী থর থর কম্পমান—আমি, শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি সকলেই অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু "যিনি কাঁপাচ্ছেন, তিনিই স্থির করিয়া দিবেন"—এই বলিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। তখনকার তাঁহার স্থির ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি—তাঁহার নির্ভরশীলতা—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি সকলের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তারপরে তাঁহার আবৃত্তিশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, যাঁহারা তাঁহার রবিবাবুর "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি শুনিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই জানেন। তিনি রচনার ভিতর হইতে pathos টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, সেই "পুরাতন ভৃত্যে"র কেষ্টা চাকরটাকে ঠিক চোখের সাম্নে প্রতিভাত করিয়া দিতেন। কবিতা, নাটক—সর্ব্ববিধ রচনাই যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি কিরূপ আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তাহা তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

তারপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে চিত্রদানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অভিবাদন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন।

সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আগামী কল্য পরিষৎ-কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তৎপরে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, যাঁহারা অদ্যকার সভার সাফল্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং বিশেষভাবে উপস্থিত মহিলাবর্গকে ধন্যবাদ দিলে পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন

১০ই চৈত্র ১৩২৯, ২৪এ মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—শিবাজীর সেনাদল। বক্তা—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় "শিবাজীর সেনাদল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"মোগল সম্রাট্ আকবরের ন্যায় শিবাজীর সৈন্য-সুশৃঙ্খলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সৈন্যগণ স্থানান্তরে যাতায়াতের সময় যাহাতে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে—শিবাজীর তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সৈন্য-পরিচালনে তাঁহার এই বিশেষ দক্ষতাই তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিজাপুর-রাজ্যের জায়-গীরদার হইতে একটা বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইতে সাহায্য করিয়াছিল। শিবাজীর চরিত্র অতি মহান্ ছিল। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি হিন্দু ভাবে ভাবাপন্ন হইয়াও মুসলমান প্রজাদের জন্য মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ সাধকপ্রবর রামদাস স্বামীর আদর্শে যিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ সব গুণের অধিকারী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

তারপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ও সকলের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি মারাট্টা-ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ বলিয়া শুনিয়াছি। আশা করি, তিনি এইভাবে দেশের অনেক প্রণষ্ট গৌরবের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া অনেক নূতন তথ্যের সংবাদ দিবেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন—"গত পাঁচশত বৎসরের ভারত-ইতিহাসে শিবাজী-চরিত্র শিবরাত্রির শলিতার ন্যায় একমাত্র উজ্জ্বল চিত্র। শিবাজী-সম্বন্ধে অনেকের মতদ্বৈধ হইলেও তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়বিধ আলোচনা দ্বারাই শিবাজী-চরিত্র-মাহাত্ম্য সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। শিবাজীর মাওয়ালী সেনা শিবাজীর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিল। শিবাজী মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গড়িয়াছিলেনও

তাহাই। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায়—সর্ব্বোপরি চরিত্রবলে শিবাজার মাওয়ালী সেনা বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এমন নৈতিকচরিত্রে উন্নত সেনাদলের বিবরণ সকল দেশের ইতিহাসেই অতি বিরল।" এই বলিয়া তিনি বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুকে সকলের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২৯, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়ঃ—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়-লিখিত "আসামের নানা কথা" নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ-পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে "আসামের নানা কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের অনুপস্থিতে প্রবন্ধের সমালোচনা করা সমীচীন হইবে না—প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। কিন্তু তিনি

যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আসাম সম্বন্ধে এই সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—এই বলিয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে পাঠার্থ তিনি যে এই প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে এবং অন্য এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যরত্নাকর, ১০ দেবনারায়ণ দাসের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, Office of the Deputy Asst. Controller of Army Factory, Condite Faetory, P. O. Aruvankadu (Nilgiri Hills). প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ সদঃ—কুমার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ এস্‌সি, ৬৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ হাজরা এম্ এ, ১২৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর, ৪।১ মোহনবাগান লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot, পুস্তক—(১) Administration Report of the Excise Dept. Bengal. 1921-22, (২) Fifty-third Annual Report of the Director of Public Health for Bengal 1920, (৩) Do. 1921. (৪) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccination in Bengal. 1920-21, (৫) Do. 1921-22, (৬) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. IX. (৭) Do. Vol. X. The Supdt. Govt. Printing, India (৮) Review of the Trade of India in 1921-22.

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস—(১) গোবিন্দমঙ্গল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন—(২) সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, (৩) গ্রহযাগতত্ত্ব, (৪) স্বরূপাখ্য স্তব-টীকা (কর্পূরাদি স্তব)।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬৪। শকুনির সহিত পুনরায় যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় এইরূপ পণ হয় যে, যিনি হারিবেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

সপ্তরথী মহাভারত

পণ এইরূপ, বিজিত পক্ষ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, তাঁহারা বিজেতা-পক্ষের দাসরূপে পরিগণিত হইবেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৫। শকুনি পাশাখেলায় বিশেষ দক্ষ। তাই যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন।

সপ্তরথী মহাভারত

শকুনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা পাশা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই জন্য যুধিষ্ঠির তাহার নিকট পরাজিত হন।

মূল মহাভারত

শকুনি অক্ষবিৎ।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৬। হস্তিনানগরে একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি দশ সহস্র শিষ্য সহ আগমন করেন। রাজা দুর্য্যোধন শত ভ্রাতার সহিত অনেক দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, রাত্রি দশ দণ্ডের পর দ্রৌপদীর ভোজন সমাধা হইলে, তিনি কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট সশিষ্যে আতিথ্য স্বীকার করিবেন। যথাসময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি এই প্রতিশ্রুতি পালন করিলে, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ অন্নের অভাব দেখিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণ আসিয়া স্থালীস্থিত অন্নকণা ভোজন করিলে, বিশ্বাত্মা কৃষ্ণের তৃপ্তিতে ঋষিগণের পেট ভরিয়া গেল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন একদিন কাম্যক বনের নিকটে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, এমন সময় বিশ হাজার শিষ্য সহিত দুর্ব্বাসা আসিয়া বলিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, অন্ন দাও। দুর্য্যোধন বলিলেন, এখানে আমি অন্ন কোথায় পাইব? বিলম্ব করিলে রাজধানী হইতে আনাইয়া দিতে পারি। তাহার চাইতে, নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠির পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন, প্রচুর অন্ন সেখানে আছে। আপনারা তথায় যান। দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া বলিলেন, আমরা তিন দিনের উপবাসী, সত্বর অন্ন প্রস্তুত কর, সন্ধ্যা করিয়া আসিতেছি। যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিলেন। দুর্ব্বাসাকে অন্ন না দিতে পারিলে ব্রহ্মশাপে মৃত্যু অনিবার্য্য। তদপেক্ষা দেহত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব দেহত্যাগ করিবার জন্য জলে নামিলেন। এই সময় নারদ ঋষি আকাশে থাকিয়া এই ঘটনা দর্শনপূর্ব্বক দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আসিয়া পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং নানাবিধ ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ঋষিদিগকে আহার করাইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৭। কাম্যক বনে প্রবেশের পূর্ব্বে সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও দ্বিজগণের পোষণের জন্য যুধিষ্ঠির সূর্য্যের আরাধনা করেন। সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, দ্রৌপদী যাহা রন্ধন করিবেন, দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাহা অফুরন্ত থাকিবে। অর্থাৎ দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সেইসকল অন্নাদি যত লোকেই খাউক না কেন, কিছুতেই ফুরাইবে না।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমনে পাণ্ডবেরা যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এইরূপ বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পাঁচ ভাই মিলিয়া যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, সূর্য্যের আরাধনা করিতে হইবে। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তোমাদের আর অন্নকষ্ট হইবে না।

মূল মহাভারত

তাম্রময় পিঠর অর্থাৎ পরিবেষণপাত্র দেন। ইহাতে স্থাপিত অন্ন অক্ষয় হইবে।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২৯, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা।

(নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয় :—১। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয়-লিখিত "পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?" নামক প্রবন্ধ, এবং ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় তাঁহার "পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য এবং প্রবন্ধরচনার্থ পরিশ্রমের জন্য লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

স্থগিত ষোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই চৈত্র ১৩২৯, ২৮এ মার্চ্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ণ ৬াটা।

শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়) নামক প্রবন্ধ। লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ দুই অধ্যায়—ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে এই অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচূণীলাল বসু
সভাপতি।

একাদশ মাসিক অধিবেশন

২৫এ চৈত্র ১৩২৯, ৮ই এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷টা।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "মৌর্য্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয়ের অনুমোদনে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। গ—পরিশিষ্টে লিখিত পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "মৌর্য্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা" নামক তাঁহার প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন। এই অধ্যায়ে তিনি মৌর্য্যযুগের পারিবারিক জীবনের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই সকল আলোচনার উত্তর দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মৌর্য্য-যুগের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে যে আলোকসম্পাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি গভীর গবেষণা ও স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেছেন, ইহা প্রকৃতই আশার বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের কিছু আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ; সদস্য—রেভাঃ জি সেঙ্গালিন এম্ এ, সিউরী, ই, আই, আর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সমঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায় এম্ এ, ১৭২ বৌবাজার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ পাল, চন্দ্রপুর, পোঃ বাগনান, হাওড়া; প্রঃ—ঐ; সমঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে, ৪৭ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ভারত ইনসিওরেন্স, লাহোর; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার বি এ, সুপল, ভাগলপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পতিরাম দেব বৃহস্পতি, ২৩ ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ার; প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) মহাশ্বেতা। (২) Who's who, 1917. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1921-22. The Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A. (৪) Archaeological Investigations.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬৮। অর্জ্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব কিরাতরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আইসেন। অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেন, তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে অস্ত্র এবং বর প্রদান করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন তপস্যায় নিমগ্ন হইলে মহাদেব প্রথম নিজরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া যুদ্ধে জয় হইবে বলিয়া অর্জ্জুনকে বর প্রদান করেন। কিন্তু অর্জ্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন পুনর্ব্বার মহাদেব কিরাতরূপ পরিগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্র দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৯। নিষধরাজ নল লোকমুখে দময়ন্তীর রূপের কথা শুনিয়া তদ্‌গতচিত্ত আছেন। একদিন অন্তঃপুরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি হংস দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস তখন কাতরভাবে নলের নিকট কাকুতি করিতে লাগিল এবং বলিল, তুমি যাহার চিন্তায় বিভোর আছ, আমাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই দময়ন্তীর সহিত আমি তোমার মিলন করাইয়া দিব। এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নিষধ রাজ নল সৈন্য-সামন্তসহ একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মৃগয়ার পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি এক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই সরোবরে অসংখ্য স্বর্ণহংস ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া আর সব হাঁস উড়িয়া গেল, কেবল একটিকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। ধৃত হাঁস রাজার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গৃহে

অনাথা বৃদ্ধ বাপ-মা এবং শিশুসন্তানের কথা উল্লেখ করিল। তাহাতে রাজার দয়া হইল না দেখিয়া নলের পূর্ব্বপুরুষদের সুখ্যাতি আরম্ভ করিল। তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায়, সে দময়ন্তী নামে অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার বিস্তৃত রূপগুণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বলিল, আমাকে যদি ছাড়িয়া দাও, তবে এইরূপ দেবদুর্ল্লভ এক কন্যার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিব। রাজা কন্যার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে হাঁসকে ছাড়িয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১০। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে মহারাজ নল যাইতেছেন, পথে ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দেবগণ নলকে তাঁহাদের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি বলিলেন, রাজার অন্তঃপুর পুরুষের অগম্য। শত শত প্রহরী তাহার দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমি এই বেশে পুরুষ হইয়া কিরূপে সেখানে যাইব? দেবগণ বলিলেন,—আমাদের প্রভাবে কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি সকলের অলক্ষ্যে স্বচ্ছন্দে তথায় যাইতে পারিবে। নল বিদর্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া সখীগণবেষ্টিতা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। নলকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আপনি কে? লক্ষ লক্ষ প্রহরিবেষ্টিত এই অন্তঃপুরে আপনি কেমন করিয়া আসিলেন? নল তখন নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, দেবগণের অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

সপ্তরথী মহাভারত

মহারাজ নল, দময়ন্তীর স্বয়ংবরে আসিতেছেন, পথে ইন্দ্র, কুবের বায়ু ও বরুণ, এই চারি জন দেবতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেবতারা রাজাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমন কর। তাহাকে গিয়া বল যে, সে আমাদের চারি জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বরণ করুক। নল ইহাতে সম্মত হইলে, দেবতারা বায়ুকে নলের সহিত অজ্ঞাতে পাঠাইয়া দিলেন—উদ্দেশ্য, নল কথামত ঠিক ঠিক কাজ করেন কি না, দেখিবার জন্য। নল আসিয়া দ্বারে প্রহরীকে বলিলেন, আমি দেবগণের দূত; রাজকন্যাকে দেবতাদের সংবাদ জানাইবার জন্য আসিয়াছি। প্রহরী, দময়ন্তীকে এই সংবাদ জানাইলে দময়ন্তী নলকে অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ দিলেন এবং বায়ুও অলক্ষ্যে তাঁহার পেছনে পেছনে গমন করিলেন। নল নিজের পরিচয় না দিয়া, দেবগণের উদ্দেশ্য দময়ন্তীর নিকট বিবৃত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই বৈশাখ, ১৩৩০, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"চিত্রে মানস-সরোবর, কৈলাস ও আদি-বরদীনাথ" নামক প্রবন্ধ—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় খাল্‌সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতে, এবং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় হিমালয় গিরিশঙ্কট, মানস-সরোবর, রাক্ষসতাল, কৈলাস, মান্ধাতা, গৌরীকুণ্ড, থোলিংমঠ বা আদি-বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানের যে সকল দর্শনীয় বিষয় দেখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন, এবং ঐ সকল স্থানের প্রায় ৫০ খানি চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু — সভাপতি।

বিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই আষাঢ় ১৩৩০, ২৯এ জুন ১৯২৩, শুক্রবার।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব।

এই দিন প্রাতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে কিছু বলেন এবং তাঁহার সমাধির উপর পুষ্প ও মাল্যাদি প্রদান করেন।

এই দিন অপরাহ্নে ৬৷৷ টার সময় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে মাইকেল মধুসূদনের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কবির "চিত্রাঙ্গদা" হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় "নমি কবিগুরু" ইতি শীর্ষক কবিতার আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন,—যখন দেশে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন ছিল, তখন মাইকেলের বই অনেকেরই পড়িবার সুযোগ হইত; কলিকাতা অপেক্ষা গ্রামেই মাইকেলের বই বেশী পঠিত হইত। আজকাল মাইকেলের বই পড়িবার ধৈর্য্য বা শিক্ষা দেশে কাহারও নাই। বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় কোন সাহিত্যই তেমন মধুর হইল না,—মাইকেল সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যকে বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তখনকার সাহিত্য-সেবায় আর আধুনিক সাহিত্যসেবায় অনেক তফাৎ। তখন সাহিত্যসেবা করিতে হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তখনকার সেবা অহৈতুকী ছিল; তখনকার সাহিত্যিকগণ দেশকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন; তাঁহাদের ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া জাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন হুগলী হইতে গৌরীকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি শুনাইয়া যাইতেন এবং তজ্জন্য কিছু কিছু পাইতেন। সেই গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রদ্বয়—নন্দলাল ও কিশোরীলাল গোস্বামী তাঁহাকে প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া ইংরেজী শিখিতে চান। মাইকেল পারিশ্রমিক চাহেন five hundred rupees per hour. তাহাতে নন্দলাল বলেন, It is not a common sum ! মাইকেল তাহাতে উত্তর দেন, Michæl is not a common man ! তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস এইরূপই ছিল, তাই আজ সমগ্র জাতি বলিতেছে, Michæl is not a common man !

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ; পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, অন্যান্য দেশে সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের জন্য সেই দেশের লোক উৎসবাদি করিয়া থাকেন। এদেশে সেরূপ নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বঙ্গ-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এখন আমরা আলোচনা করিয়া যে যে শিক্ষণীয় বিষয়ে অন্য ভাষায় চলিতেছে, সেই সেই বিষয়ে বঙ্গভাষা প্রচলন করিতে পারি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষা প্রচলনের যেরূপ ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, সেইরূপ বঙ্গভাষার গঠনকর্ত্তৃগণের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের ভারও যেন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকাল যেভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। আজকাল নিউটন, ষ্টিফেন্স, ওয়াট্স্ প্রভৃতির অপেক্ষা বড় বড় বৈজ্ঞানিক জন্মিয়াছেন ও তাঁহারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু নিউটন প্রভৃতির আবিষ্কার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের তুলনায় অতি সামান্য হইলেও, তাঁহারা চিরকাল প্রথম অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। সেইরূপ মধুসূদন চিরদিন আমাদের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন, "প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি করিতাম; প্রায় অর্দ্ধেক কবিতা মুখস্থ ছিল। এখনও তাহা আগেকার মতই মুখরোচক বোধ হয়। এই যে বিপুল জলধারা বঙ্গ-সাহিত্যকে প্রস্ফুটিত করিতেছে, তাহার গোমুখী কোথা, তাহা খুঁজিয়া পাইবেন না। তাহার কোমল নদীর একটি ধারা মাত্র দর্শন করিবেন। আমার মনে হয়, মাইকেল যেমন নানাভাষায় লিখিয়া অনেক সাধনা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তিনি নানা ভাষা হইতে মধু আহরণ করিয়া মেঘনাদবধ সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন আর কেহ পারে নাই। হোমারের ইলিয়ডের অনেক প্রভাব মধুসূদনের উপর পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে হোমারের অনুকারী বলিলে চলিবে না। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। আজ এই সভায় যে সকল যুবক কবি আছেন, তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহাদের যে রচনাশক্তি আছে, তাহা দিয়া আমাদের নিজের জননীর সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের যশঃ জগদ্ব্যাপী না হউক, বা প্রচুর অর্থাগম না হউক, তথাপি নানাদেশের রত্ন আহরণ করিয়া মায়ের অঙ্গে সাজাইয়া দিতেও ত পারিবেন।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ যশোরের সাগরদাঁড়ীর কথা কেহ বলিলেন না, বা তথায় কেহ গেলেন না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে এবার সেখানে স্মৃতি-রক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কিছু করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

একবিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, ১লা জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার ঊনত্রিংশ বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিদ্যাপতি-লিখিত বীররসাত্মক কাব্য "কীর্ত্তিলতার" বিবরণ প্রদান করেন।

এই অভিভাষণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ ১৩৩০, ২২ জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য
সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—[ক] ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, [খ] কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, [গ] পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, [ঘ] দামোদর দাস বর্ম্মণ, [ঙ] রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্, [চ] গিরীন্দ্রনাথ সেন, [ছ] পতিতপাবন রায়, [জ] সত্যচরণ মজুমদার, [ঝ] গিরিজামোহন রায়, এবং [ঞ] রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ।

৪। ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন।

৬। ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—[ক] রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, [খ] শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত নবগ্রহ-মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড এবং [গ] শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন খোদিত ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া-প্রদত্ত ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [খ] শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত ৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র, [গ] শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহাশয়-প্রদত্ত ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [ঘ] ৺চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের চিত্র এবং [ঙ] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৺ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং [চ] ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র।

১১। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, "সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, আপনাকে কটাক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এক পত্র ছাপিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি সেই পত্র একখানি আমাকে দিলেন। সেই পত্রে আমার প্রতি এইরূপ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে যে, আমি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়কে আক্রমণভীতি প্রদর্শন করিয়াছি। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর এই দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, সংবাদপত্রে ও অন্য কাহারও পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি পরিষদের আগামী বর্ষে সম্পাদকপদে নির্ব্বাচনের জন্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারেন যে, শ্রীযুক্ত হেম বাবু উক্ত পদের জন্য প্রার্থী নহেন। শ্রীযুক্ত হেম বাবু আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে থাকিয়া পরিষদের জন্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুকে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর উক্ত উক্তির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, ইঁহাদের এই সমস্ত কথায় সাধারণের অনেক ভুল ধারণা ঘুচিয়া যাইবে।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্যগণের ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।—(ক) ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (খ) কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, (গ) পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, (ঘ) দামোদর দাস বর্ম্মণ, (ঙ) রেবতীরমন গুহ এম্ এ, বি এল্ (চ) গিরীন্দ্রনাথ সেন, (ছ) পতিতপাবন রায়, (জ) সত্যচরণ মজুমদার, (ঝ) গিরিজামোহন রায়, (ঞ) রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলিলেন যে, ললিতবাবু পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সুকবি ও সদালাপী ছিলেন। বহুদিন তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ও সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র এবং তাঁহার ব্যবহৃত সোনার ঘড়ি ও চেন পরিষদে উপহার পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরলোকগত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উনত্রিশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই উনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে, তাহা জানিতে চাহিলে পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিয়া সংবাদপত্রাদিতে ও খোলা-চিঠিতে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর চাহিলেন। বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক ৬০০৲ টাকা ডাকঘরে জমা রাখার এবং তাহা পরে উঠাইয়া লইবার বিষয়ে এবং দৈনিক আদায়ের টাকা ধনরক্ষকের নিকট রীতিমত প্রেরিত না হওয়ার বিষয়ে তিনি উত্তর চাহিলেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু কর্ত্তৃক ডাকঘরে ৬০০৲ টাকা জমা রাখা সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, উক্ত টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা কর্ম্মচারীর ভ্রমবশতঃ ডাকঘরে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে ঐ টাকা উঠাইয়া তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয়ে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত মন্তব্য পরিগৃহীত হওয়ার বিষয় জানাইলেন এবং যে আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনে এই টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি উপস্থিত সকলকে দেখাইলেন ও উহাতে আয়-ব্যয়-সমিতির সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিজের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাহাও সকলকে তিনি দেখাইলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বিশেষ বিশেষ কারণ (যথা—ধনাধ্যক্ষের কলিকাতায় অনুপস্থিতি) ব্যতীত সমস্ত আদায়ী টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট নিয়মিত প্রেরিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি এবং উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলী সভাপতি মহাশয়ের এবং সম্পাদক মহাশয়ের উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপের বিষয় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক এবং ভিত্তিহীন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এই উক্তির জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আগামী বর্ষ হইতে আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ছাপিয়া সদস্যগণকে বিতরণ করা হউক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্র-প্রদাত্রী—মৃত মহাত্মার পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী।

(খ) সঙ্গীতাচার্য্য ৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—মৃত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর।

(গ) "অনাথবন্ধু"-লেখক ৺চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের ওয়াটার কলার চিত্র। এই চিত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার।

(ঙ) 'মধুমতী' প্রভৃতি রচয়িতা ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র।

(চ) "উদভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। এই শেষোক্ত চিত্র দুইখানি পরিষদের 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে'র অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় চিত্রপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, সদস্যগণের নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের এবং শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, মৌলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী এবং মৌলবী নূর আহাম্মদ মহাশয়গণকে সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটের ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।
৪। „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর।
৫। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৬। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
৭। „ কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা।
৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৯। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
১০। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। „ মন্মথমোহন বসু।
১২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৩। „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
১৪। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।
১৫। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
১৬। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৭। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।
১৮। „ হেমচন্দ্র সরকার।
১৯। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২০। „ সত্যচরণ লাহা।

এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নিম্নোক্ত ছয় জন এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
২। „ রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর।
৩। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৪। „ হরিহর শাস্ত্রী।
৫। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত নাম প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতি—

১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
২। „ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

৩। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

৪। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর।

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।

৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৮। „ রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমর্থক— „ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমর্থক— „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সহকারী সম্পাদক—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

২। „ হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

৩। „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

৪। „ হেমচন্দ্র ঘোষ।

৫। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

৬। „ গিরিজাকুমার বসু।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমর্থক— „ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার।

সমর্থক— „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নির্বারণচন্দ্র রায়।

সমর্থক— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

সমর্থক— „ প্রবোধকুমার দাস।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

সমর্থক— „ প্রবোধকুমার দাস।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।

সমর্থক— „ বলাইলাল দত্ত।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) „ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পদপ্রার্থীদের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু শাখা-পরিষৎ হইতে পূর্ব্বেই এই সমিতিতে আসিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভ্য হন। কিন্তু তিনিও সহকারী-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরও শাখা-পরিষৎ হইতে এই সমিতিতে আসিয়াছেন এই জন্য পরবর্ত্তী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২০শ সংখ্যক সভ্য হইলেন।

৮। তৎপরে খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৯। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলে ১০০৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌর বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

(ক) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুরের প্রদত্ত ১৩টি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত ৪টি মুদ্রা।

(খ) শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত এবং তর্পণদীঘির নিকট হইতে সংগৃহীত নবগ্রহমূর্ত্তিযুক্ত একখানি প্রস্তর এবং

(গ) তাঁহার চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশবেড়ে হইতে সংগৃহীত দুইখানি ইষ্টক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুকে এই সকল সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ

দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও পরিষদের জন্য তাঁহার যত্ন, স্নেহ, পরিশ্রম—এই সকল বিষয়ের জন্য পরিষৎ ও সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার সম্পাদক-পদ-ত্যাগে সকলেই বিশেষ দুঃখিত। সকলেই আশা করেন যে, তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা ও স্নেহ লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন ও বলিলেন, তিনিও পাঁচ বৎসর সহকারী সভাপতি থাকিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এই বৎসর অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষৎ এই দুই মহাত্মার নিকট যত ঋণী, এত আর বোধ হয়, কাহারও নিকট নহে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু সম্পাদক হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সহযোগিতা করিতে গিয়া হয় ত অনেক ত্রুটি হইয়া গিয়াছে, আশা করি, তিনি যেন তাহা ক্ষমা করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদের প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, আনন্দের বিষয়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার কার্য্যভার সুযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর নিয়মের বলে আমরা তাঁহাকে হারিয়াছি। আমরা আশা করি, আবার আগামী বর্ষে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিরূপে পাইব।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার রায় চৌধুরী, ২৩১ শিবালয়, বেনারস সিটি; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ চক্রবেড়ে

রোড নর্থ, ভবানীপুর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ১২ জগন্নাথ সুরের লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামানুজ কর, বাঁকুড়া; শ্রীযুক্ত ডাঃ সুজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ২ উড ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দাস এম্ এ, পি আর এস্, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ মিত্র, ২ শুঁড়া ফার্ষ্ট লেন; শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ২৬ শুঁড়া ফার্ষ্ট লেন; প্রঃ—কুমার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা এম্ এস্‌সি, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী, ৯ পদ্মনাথ লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামময় মণ্ডল, শিক্ষক, চন্দ্রকোণা জিরাট হাই স্কুল, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, Office of the Commanding Royal Engineer, M.W.S. ফোর্ট উইলিয়ম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩।৩ রামধন মিত্রের লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ২০।২ রামমোহন সাহার লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, অধ্যাপক কাশিমপুর টোল, কাশিমপুর, রাজসাহী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে এম্ এ, অধ্যাপক, রিপন কলেজ, ৭২ সুকীয়া ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৩৩ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন; শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী, কুঠীঘাটা, বরাহনগর; প্রঃ—ঐ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্, এম্ বি, এফ আর সি এস্ (এডিন), ৩৫ ল্যান্সডাউন রোড; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৩ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যুগলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুণ্ডুঘাটা লেন, চন্দননগর, হুগলী; প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত তারকনাথ সিংহ, ৩।২ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল, (সিটি হাই স্কুল, গাজিপুর); ২।২এ ঈশ্বর মিলের লেন; শ্রীযুক্ত হারাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি এ, মোরাদাবাদ; শ্রীযুক্ত শরদিন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেডমাষ্টার, মোরাদাবাদ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ৪ রমাপ্রসাদ রায় লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি এল্, উকিল, গয়া; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্ সি মুখার্জ্জি, হাউস্-সার্জ্জন, ডগ ওয়ার্ড, বেঙ্গল সিবিল ভেটারিনারি কলেজ, বেলগেছে; প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ

রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা ; শ্রীযুক্ত অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীতলা, হুগলী, ক্লার্ক, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার ; শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৪ লিণ্টন ষ্ট্রীট্, চীফ ক্লার্ক, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিয়া, ৬,কুপার্স লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অন্নদাকৃষ্ণ ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বসু বি এ, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সিংহ, জমিদার, বাতিকার, বীরভূম ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঢোল বি এ, ১০।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্ ; প্রঃ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত কাশীপতি মজুমদার, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বিশ্বাস, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, নৈহাটী ; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, কাঁটালপাড়া নৈহাটী, শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দাস, ৬ পার্শীবাগান লেন , শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর, চেয়ারম্যান, নৈহাটী মিউনিসিপালিটি, নৈহাটী ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া ; শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, ভারত ইন্সিওর কোং, লাহোর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার রায় চৌধুরী, ১ কুঠিঘাটা রোড, বরাহনগর ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য, ৩৮ আমহার্ষ্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বড়দলই, প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র, ২০ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল্, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্ ; শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী-লজ, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি

উপহারদাতা শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়, শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর—২। ভোলানাথের ভুল, শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—৩। শ্রীমৎ সিদ্ধবাবাজি গৌরদাসের মহাসমাধি, ৪। ময়নার ঝুলি, ৫। অরুণাচল সঙ্গীত, ১ম।

প্রকাশক, কাশী—'জ্ঞান-মণ্ডল'—৬। ভারতবর্ষকা ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত—৭। স্বায়ত্ত-শাসনের সিদ্ধিপথ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—৮। শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বদর্পণ; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—৯। রামকৃষ্ণ-মনঃশিক্ষা, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১০। অরুণিমা—১১। কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১২। ছেলেদের চাণক্য, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। যৌবন-বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৪। ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি ২য়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—১৫। পুরাণতত্ত্ব, ৩য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বিশী—১৬। সালোমে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৭। প্রেম ও পিপাসা, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—১৮। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৯। মাধবী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—২০। রূপক ও রহস্য—২১। বক্রোক্তি জীবিতম্, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে কৃষিতত্ত্ববিদ—২২। মালঞ্চ, —২৩। আয়ুর্ব্বেদীয় চা, ২৪। কার্পাস-কথা, ২৫। কৃষিক্ষেত্র, ২৬। উদ্ভিজ্জ-জীবন, ২৭। উদ্ভিদ-খাদ্য, ২৮। সব্জীবাগ, ২৯। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি, ৩০। প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান, ৩১। ফলকর, ৩২। ভূমিকর্ষণ, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ৩৩। বঙ্গবধূ, ৩৪। ঋণের দায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৩৫। নারীর মূল্য, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ, ৩৬। ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, ৩৭। কারা-কাহিনী, ৩৮। গীতার ভূমিকা, ৩৯। সাধনা, ৪০। স্বরাজের পথে, ৪১। যুগবার্ত্তা, ৪২। যৌগিক সাধন,:৪৩। সবুজ কথা. ৪৪। লীলা, ৪৫। কর্ম্মের ধারা, ৪৬। অরবিন্দ-মন্দিরে, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস—৪৭। কবির স্বপ্ন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস, ৪৮। কিশোরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—৪৯। যশোহর খুলনার ইতিহাস, (২য়)।

The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(1) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal, for the year 1921-22. শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—(2) The Master's World-union Scheme. (3) A Message of Hope. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(4) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, for the year ending 31st March, 1922. The Keeper of the Imperial Record Deptt. Govt. of India.—(5) Press List of the Copies of Ancient Documents obtained from the India Office, Vol. I. 1749-1786. (6) Do. Vol. II. 1787-1799. (7) Press List of the Copies of Ancient Records obtained from the India Office, Vol. II. 1754-1755. (8) Do. Vol. III. 1755-1756. (9) Do. Vol. IV. 1757-58. (10) Do. Vol. V. 1759. (11) Do. Vol. VI. 1760-1764. (12) Do. Vol. VII. 1765-1769. (13) Do. Vol. VIII. 1770-1774. (14) Do. Vol. IX. 1775-1779. (15) Do. Vol. X. 1780-84. (16) Do. Vol. XI. Jany. 1785-June 1787. (17) Press List of Ancient Documents preserved in the Imperial Record Room of the Govt. of India, Public Deptt. Vol. XII. July 1787—Dec. 1789. (18) Do. Vol. XIII. Jan. 1790-June 1792. (19) Do. Vol. XIV. July 1792—Dec.

1794. (20) Do. Vol. XV, Jany-1795—June 1797. (21) Do. Vol. XVI, July 1797-Mar 1799. (22) Do. Vol. XVII, April 1799—Dec. 1800. (23) Do. Vol. XVIII 1748-1800 (supplement). (24) Press List of Records belonging to the Foreign Department of the Govt. of India, Series I, Select Committee, 1756-74. (25) Do. Series III, Secret Department Vol., I 1763-75. (26) Do. Series IV, Secret Deptt. of Inspection, 1770, 1778, 1782-7. (27) An Abstract of the Early Records of the Foreign Deptt. Part I, 1756-1762. (28) A Calendar of Indian State Papers, Secret Series, Fort William, 1774-75. (29) Calendar of the Persian Correspondence (Receipts and Issues) 1766-1777, Vol. I. (30) Do. Being Letters which passed between some of the Company's Servants and Indian Rulers and Notables, Vol. II. 1767-9. (31) Do. Vol. III, 1770-2. (32) Press List of Mutiny Papers, 1857. Being a Collection of Correspondence of the Mutineers at Delhi, Reports of Spies to English Officials and other miscellaneous papers. (33) List of the Heads of Administrations in India and of the India Office in England (corrected upto April, 1921). (34) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. I. Simla June 1919. (35) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. II. Lahore, January 1920. (36) Do. Vol. III. Bombay, Jan. 1921. (37) Do. Vol. IV. Delhi, Jan. 1922. The Superintendent Govt. Printing India—(38) Conservation Manual. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Dept—(39) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. I. (40) No. 2. (41) Do. No. 3. The Surveyor General of India—(42) General Report on the Operations of the Survey of India. (43) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIV. Part 2. The Officer-in-charge Bengal Secretariat, Book Deptt—(44) Report on the Administration of Bengal 1921-1922. The Registrar, Calcutta University—(45) University Calendar for the years 1918-1919 Part II. Supplement, 1920 1921. শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন রায়—(46) Kalidasa's Abhijnana-Sakuntalam. The Secretary, Smithsonian Institution, Washington. (47) Cambrian Geology and Paleontology, IV. (48) Thirty-fourth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1912-13. (49) Remains of Birds from Caves in the Republic of Haiti. (50) Remains of Mammals from Caves in the Republic of Haiti. The Superintendent, Govt. Printing, India. (51) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for the year 1921-1922. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (52) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. 4. (53) Do. Vol. XI. No. 5. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(54) Critical and Miscellaneous Essays (Thomas Carlyle) Vol. II. The Manager, Prabartaka Publishing House, Chandernagore. (55) The Joga and its objects. (56) Spiritual Communism. (57) Rishi Bumkim Chandra. (58) Speeches of Sri Aurobindo Ghose. (59) The Brain of India. (60) The National Value of Art. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(61) Resolution reviewing the Reports on the working of Municipalities in Bengal during the year 1921-22. (62) Resolution reviewing the Reports on the work ing of the District Boards in Bengal during the year 1921-22.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

-:০:

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩০

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
ডাকমাশুল সমেত]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্যে]

ত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র (২-৩) ...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ	৭, ৪১
২। অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার ...	" " "	১১৯
৩। আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা-সম্বন্ধে দুই একটী কথা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৬
৪। আসামের নানা কথা ...	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ	৮৭
৫। উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি ...	শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ	১২৭
৬। চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা ...	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই	৯৩
ঐ প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র ...	... ...	১৬১
৭। জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ (১) ...	শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্ এ	১৪৩
৮। পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ...	শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্	১৭
৯। ঐ প্রবন্ধের আলোচনা ...	... ...	৩৯
১০। প্রাচীন বাঙ্গলা 'আহুঠ', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী ...	শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্	১১৩
১১। বাঙ্গলা-ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া ...	" " "	৫৭
১২। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নাদ-বিজ্ঞান)...	শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি	৭৭
ঐ প্রবন্ধের শুদ্ধিপত্র ...	... ...	১১৮
১৩। যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী	১
১৪। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' ...	শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্	১০১
১৫। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	৩৩—৯৬

বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বহুদিন হইতে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহের কার্য্য চলিতেছে। সম্প্রতি, পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার কর্ত্তৃত্বে নানা সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হইতেছে। কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ও বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণের নিকট উক্ত শ্রেণীর পুস্তকাদি যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্ত হইতেই সঙ্কলন-কার্য্য চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই জন্য, এতদ্দ্বারা পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বিজ্ঞান-শাখার পক্ষ হইতে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহাদের নিকট যদি কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ থাকে, তবে পরিভাষা-সংগ্রহ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে পরিষৎকে দান করিলে কিংবা কিছু দিনের জন্য ধার দিলে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রদত্ত পুস্তক সযত্নে ব্যবহৃত হইবে ও কার্য্যান্তে ফেরত দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' প্রকাশিত হইলে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে গ্রন্থদাতার এবং যাঁহারা গ্রন্থ ধার দিবেন, তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধিপীঠ এবং বলযোগপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী,—মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত

বৃন্দাবন-কথা

সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

"যেরূপ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থকারের যে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই মূল্য কিছুই নয়……গ্রন্থকার বিবরণ সংগ্রহে কিছুই কার্পণ্য করেন নাই! ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক"—"নব্য-ভারত," চৈত্র ১৩২৬।

"ইহাতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ·····বর্ণনাকৌশল একজন প্রকৃত ভক্তের কাছে যাহা আশা করা যাইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে জাজ্বল্যমান।"—"ভারতবর্ষ", বৈশাখ, ১৩২৭।

"ইহা বৃন্দাবনধামের ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ…… বৃন্দাবন-কাহিনী আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাস। গ্রন্থকার ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদের জাতির এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর সাহায্য ও পরিচালকের কাজে লাগিবার মতন বই"—"প্রবাসী" আষাঢ়, ১৩২৭।

"বৃন্দাবন-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই বলিলেও চলে।"—বঙ্গবাসী, ৮ই শ্রাবণ, ১৩২৭।

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

'The Author has spared no pains or expenses to make the book throughly servicable to those who interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May, 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home-reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th May, 1920.

বৃন্দাবন-কথার মূল্য—২৷৷০
পরিষদের সদস্য-পক্ষে—১৸০
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,—কলিকাতা।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত

ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক পদকর্ত্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিষৎ-পত্রিকার আকারের ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ ভূমিকায় পদকর্ত্তৃগণ, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচীতেই প্রায় ডবল-কলামের ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অভিমতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"

সুপ্রসিদ্ধ "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন,—

"The present work "Aprakashita Padaratnavali" is an out come of Satis Babu's life-long labour and research in the field of Vaishnava Padavali Literature and is undoubtedly an unique collection in as much as it contains more than six hundred unpublished Vaishnava Padavalis, including poems by nearly thirty unknown 'pada-kartas' and many beautiful unknown poems by Vidyapati, Chandidas, Govindadas, &c., the master poets of the Padavali Literature. * * * As we have not yet got any authentic Padavali-Sabda-kosha, this glossary compiled by a scholar like Satis Babu will be simply invaluable to the readers of Padavali Literature and as such we cannot but tender our sincere thanks to the learned editor for this arduous labour in bringing out this excellent collection of Padavalis."

সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বহু অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত সুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" লিখিয়াছেন,—

"সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বহু জ্ঞাত পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ ও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া এই পদরত্নাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * * এই সকল অপরিচিত পদকর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্বরস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।"

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলী

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড)	।০, ১৲
*২।	পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী	
*৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	
*৪।	ছুটীখানের মহাভারত	
৫।	বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র	৵০, ।০
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	/১০, ৶০
*৭।	জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল	
*৮।	মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল	
*৯।	ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী	
*১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৲, ২৲
*১১।	কাশীপরিক্রমা	
*১২।	নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ	
*১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব	
*১৪।	কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল	
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	/০, ৶০
১৬।	গীতায় ঈশ্বরবাদ	১৲, ১।০
*১৭।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা	
১৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	/০ ৶০
১৯।	নব্য-রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি	।৶০
*২০।	রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র	
*২১।	রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ	
*২২।	মিলন্দপঞ্হো	
*২৩।	নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	
*২৪।	বিদ্যাপতির পদাবলী	৩৲, ৪৲
২৫।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	৩৲, ৩।০
২৬।	চাকমা জাতির ইতিহাস	২।০, ২।০
২৭।	ফরিদপুরের ইতিহাস	।৶০, ।৶০
*২৮।	শতপথ-ব্রাহ্মণ	
*২৯।	পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু	
*৩০।	পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	
৩১।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	৶০, ।৶০
৩২।	মায়াপুরী	৵০, ।০
৩৩।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	।০, ১৲

		মূল্য—সদস্যের ও সাধারণের পক্ষে
*৩৪।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	
৩৫।	কবি হেমচন্দ্র	
৩৬।	রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য (১—৫ খণ্ড)	
৩৭।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা	২।৶০. ৪৶০
৩৮।	শব্দকোষ (১—৪ খণ্ড)	৩।৶০, ৫।০
*৩৯।	মহিলা ব্রতকথা	
*৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	
৪১।	কল্কিপুরাণ	।৶০, ১।০
৪২।	জ্যোতিষ দর্পণ	১৲, ১।০
৪৩।	প্রাচীন পুথির বিবরণ	৷/০ ১৶০
৪৪।	দুর্গামঙ্গল	।০, ১৲
৪৫।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম	২৫৲, ৩০৲
*৪৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৲, ৩৲
৪৭।	তীর্থ-মঙ্গল	।৶০, ।৶০
৪৮।	মৃগলুব্ধ	৶০, ৷/০
৪৯।	সত্যনারায়ণের পুথি	৵০, ৶০
৫০।	পদকল্পতরু (১—৩ খণ্ড)	৩।০, ৫৲
৫১।	সয়রুল মোতাক্ষরীণ	
৫২।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৶০, ।০
৫৩।	তীর্থভ্রমণ	১৲, ১।০
৫৪।	গঙ্গামঙ্গল	।০, ৸০
৫৫।	বৌদ্ধগান ও দোহা	৩৲, ৩৲
৫৬।	ধর্ম্মপূজা-বিধান	।০, ৸০
৫৭।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৸০, ১৲
৫৮।	চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৲, ২।০
৫৯।	জ্ঞানসাগর	।৶০, ।০
৬০।	সারদামঙ্গল	।০, ৸০
৬১।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৲, ১।০
৬২।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	।০/ ।৶০
৬৩।	ন্যায়দর্শন (১—২ খণ্ড)	৩৸০, [illegible]
৬৪।	গোরক্ষবিজয়	।০, ৸০
৬৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	।৶০, ৸৶০
৬৬।	সর্ব্বসংবাদিনী	১৸০, ২।০
৬৭।	মনোবিজ্ঞান	১৲, ১।০
৬৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম পর্ব্ব)	১৲ ১০।

দ্রষ্টব্য ঃ—*তারকা-চিহ্নিত বইগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে।

৬৲ টাকায় পরিষদ্-গ্রন্থাবলী

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্যপক্ষে ১৫।০ ও সাধারণপক্ষে ২২।৶০। কিন্তু পরিষদ্গ্রন্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্যপক্ষে ৬৲ ও সাধারণপক্ষে ৭৲ টাকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে—১। মায়াপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্থভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দুর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, ১০। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ১১। সারদামঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুব্ধ, ১৪। মৃগলুব্ধ-সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), ১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা। ১৯। ন্যায়দর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

শ্রীপদকল্পতরু (তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ শাখা—প্রথম ভাগ, ২৬শ পল্লব পর্য্যন্ত ৩৩২ পৃষ্ঠায় সুচারুভাবে টীকা-পাঠান্তরাদি সহ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত পদগুলির টীকা ও অনুবাদ ত আছেই, ইহা ছাড়া অধিকাংশ দুরূহ পদের সুললিত ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-সভার সদস্যপক্ষে ১৷৽ ও সাধারণের পক্ষে ১৸৽ ; এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲, ১৷৽ ; সাধারণ-পক্ষে ১৷৽, ১৸৽।

—o—

মনোবিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য-প্রণীত

শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি মনস্বী দার্শনিকগণের অনুমোদনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্গভাষায় এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক সকল তথ্যই আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচার বিশ্লেষণ আছে, তাহাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের উক্তি কতকপরিমা[illegible] নিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল কলেজের ছাত্র সংস্কৃত-দর্শনের নিবিড় সাহিত্যে প্রবেশলাভ ক[illegible]ত ইচ্ছা করেন এবং যে সকল সংস্কৃতপাঠী ছাত্র ষড়্দর্শন অবলম্বন করিয়া ইংরেজী মনোবিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই গ্রন্থে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ ও তাহাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ ও শব্দসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য—সদস্যপক্ষে—১৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—১।০ ও সাধারণের পক্ষে—১৷৽

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

—o—

বৌদ্ধগান ও দোহা

ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, সাধারণ-পক্ষে ৩৲।

বাঙ্গালা-ভাষা

শব্দকোষ—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্যপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য—৩৷৵০, সাধারণের পক্ষে—৪৷৷০।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটি যেমন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব-সম্পর্কীয় বিষয়, প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের ছবি ও বিবরণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলেখ, মুদ্রালেখ, প্রভৃতি চিত্রের সহিত প্রকাশ করেন, ইহাতেও সেইরূপ বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, চিত্রাদির সহিত প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন মৌলিক অনুসন্ধানের ফলও ইহাতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত সোসাইটি যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপ বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির যে বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

যাঁহারা পরিষদের সদস্য নহেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই পত্রিকার গ্রাহক হইলেও অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

১৩২৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন পত্রিকার পরিষদের সদস্যগণের এবং সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরের মূল্য ১৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।